مختصر

في ضوء القرآن والسنة

কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামী ফিকাহ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

للفقير إلى عفو ربه

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

مُخْتَصرُ الفِقْه الإسْلامِيّ

في ضوء القرآن والسنة

কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামী ফিকাহ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

للعبد الفقير إلى مولاه

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

প্রথম প্রকাশ:১৪৩৪হি: ২০১৩ ইং

أســـماء المترجـــمين

অনুবাদ পরিষদ

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	**محمد سيف الدين بلال** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الحديث
মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	**محمد عبد الرب عفان** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بغرب الديرة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الدعوة
মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুলাহ আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	**محمد عمر فاروق عبد الله** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الحديث
আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: শরিয়া বিভাগ	**أجمل حسين عبد النور** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الشريعة
শহীদুলাহ খান আব্দুল মান্নান সৌদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মুবাল্লেগ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	**شهيد الله خان عبد المنان** المبعوث إلى بنغلاديش من وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الدعوة

আমাদের সাথে থাকুন

1- hatha-alislam.com
email:mb_twj@hotmail.com
mobile:966504953332-966508013222

2- alahsaic.com
phone:966035866672 fax:966035874664

3- www.banglaislamgate.com

4- youtube: alahsaicbengali.com

5- www.quraneralo.com

6- email: saifbelal2010@gmail.com

7- www.islamhouse.com

فهرس الموضوعات

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

এবাদত

৪- জাকাতের অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. জাকাতের বিধান
২. জাকাতের প্রকার:
১. সোনা-রূপার জাকাত
২. গবাদিপশুর জাকাত
৩. কৃষি সম্পদের জাকাত
৪. ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত
৫. জাকাতুল ফিতর
৩. জাকাত বের করার নিয়ম
৪. জাকাতের খাতসমূহ
৫. নফল দান-খয়রাত

قال الله تعالى:

x w v u t s r q)

y z { | } ~ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ

ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ © ٦٠) التوبة:٦٠

আল্লাহর বাণীঃ

“জাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়ের কর্মচারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। আর দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবা: ৬০]

৪- জাকাত অধ্যায়

১- জাকাতের বিধান

¿ **জাকাতঃ** জাকাত অর্থ বাড়া ও বৃদ্ধি পাওয়া। ইহা আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সম্পদ হতে ফরজ হিসেবে বের করে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট দলের মাঝে বণ্টন করার নাম।

¿ **জাকাতের প্রকারঃ**

যে জাকাত আল্লাহ তা'য়ালা বিধিবিধান করেছেন তা তিন প্রকার:

প্রথমঃ সম্পদে ফরজ জাকাত। ইহা চারটি জিনিসে ফরজ যথা:

১. সোনা ও রূপা এবং সকল মুদ্রা।

২. "বাহিমাতুল আন'য়াম" তথা উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগলের মধ্যের যেগুলো মুক্তভাবে বিচরণকারী।

৩. জমিন থেকে যা বের হয় যেমন: শস্যদানা, ফলাদি ও খনিজপদার্থ।

৪. ব্যবসা সামগ্রী।

দ্বিতীয়ঃ দায়িত্বে ফরজ জাকাত। ইহা হলো জাকাতুল ফিতর যা প্রতিটি মুসলিমের প্রতি রমজান মাসের শেষে ফরজ হয়।

তৃতীয়ঃ নফল দান-খয়রাত। ইহা মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বেশি সওয়াবের আশায় অন্যের প্রতি এহসান তথা অনুগ্রহের জন্য বের করেন। আর 'সদকাহ' শব্দটি জাকাতের জন্য ব্যবহার হয়; কারণ ইহা জাকাত প্রদানকারীর সত্য ঈমানের প্রমাণ করে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

m l k j h g f e d c b a [

Z q p o n الحديد: ٧

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।" [সূরা হাদীদ:৭]

¿ বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধিবিধান করার হেকমতঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধিবিধান করেছেন। কিছু রয়েছে যার সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে যেমন: সালাত। আর কিছু রয়েছে যার সম্পর্ক নফ্সের পছন্দনীয় সম্পদ খরচের সঙ্গে। যেমন: জাকাত ও সাধারণ দান-খয়রাত। আবার কিছু রয়েছে যার সম্পর্ক শরীর ও সম্পদ খরচের সাথে যেমন: হজ্ব ও জিহাদ। আর কিছু আছে যার সম্পর্ক প্রবৃত্তকে তার পছন্দনীয় ও যা সে চায় তা থেকে বিরত রাখার সাথে যেমন: রোজা। আল্লাহ তা'আলা এবাদতগুলোকে বিভিন্ন প্রকার করেছেন তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; কে তার রবের আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে আর কে তার প্রবৃত্তির খাহেশকে প্রাধান্য দিচ্ছে। প্রত্যেকে তার জন্য যে এবাদত সহজ ও উপযুক্ত তাই সে আদায় করবে।

¿ যে সম্পদ তার মালিকের উপকারে আসবে তার শর্তঃ

সম্পদশালীর সম্পদ তিনটি শর্তে তার নিজের উপকারে আসবে:

১. সম্পদ হালাল হওয়া।
২. সম্পদ অর্জনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ না হওয়া।
৩. সম্পদে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা আদায় করা।

¿ জাকাত ফরজ হওয়ার সময়ঃ

জাকাত মক্কায় ফরজ হয়। কিন্তু নেসাব নির্ধারণ এবং যে সকল সম্পদে জাকাত ফরজ ও ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনা মদিনায় দ্বিতীয় হিজরিতে হয়েছে।

¿ জাকাত আদায়ের বিধানঃ

ইসলামে শাহাদাতাইন ও সালাতের পরই জাকাতের স্থান। ইহা ইসলামে অন্যতম তৃতীয় রোকন।

১. আল্লাহর বাণী:

y w v u t r q p o n m l k j [

التوبة: ١٠٣ Z | { z

“তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যাতে তার মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে পারেন। আর তাদের জন্য দোয়া করুন; নি:সন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত: আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন।” [সূরা তাওয়া: ১০৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি:(১) সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) জাকাত আদায় করা। (৪) রমজানের রোজা রাখা। (৫) কা‘বা ঘরের হজ্ব পালন করা।”[১]

¿ জাকাতকে বিধিবিধান করার হেকমত:

১. জাকাত গ্রহণ করার উদ্দেশ্য সম্পদ জমা করা এবং ফকির ও অভাবগ্রস্তদের উপর খরচ করাই শুধু নয়; বরং প্রথম লক্ষ্য হলো মানুষ যাতে করে সম্পদ থেকে নিজেকে উর্ধ্বে রাখতে পারে। সে যেন সম্পদের মালিক হয় গোলাম না হয়। আর এ জন্যই জাকাত গ্রহীতা দাতাকে প্রবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে।

২. জাকাত যদিও বাহ্যিকভাবে সম্পদের পরিমাণে কম করে দেয়। কিন্তু প্রকৃতভাবে জাকাতের প্রভাবে সম্পদ বাড়ে, বরকত হাসিল হয় ও জাকাত আদায়কারীর অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তার সুন্দর চরিত্র বৃদ্ধি পায়; যার ফলে খরচ ও দান করে। নফ্সের ভালবাসার জিনিসের

[১]. বুখারী হা: নং ৮ ও মুসলিম হা: নং ১৬ শব্দ তারই

চেয়েও উর্ধ্বের তথা আল্লাহর ভালবাসা হাসিলের জন্য খরচ করে। আর তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভে ধন্য।

৩. জাকাত পাপরাজিকে মিটিয়ে দেয় এবং তা জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে নাজাতের কারণও বটে।

৪. কৃপণতা ও লোভ-লালসার নোংরামি থেকে জাকাত নফ্‌সকে পবিত্র করে। এ ছাড়া জাকাত ধনী ও গরিবদের মাঝের সেতু বন্ধন; যার মাধ্যমে পরিস্কার হয় আত্মা এবং প্রফুল্লিত হয় অন্তরসমূহ ও সিনা প্রশস্ত হয়। আর সবাই নিরাপত্তা লাভ করে এবং জন্ম নেয় ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

৫. জাকাত তার আদায়কারীর নেকি বাড়ায় এবং মালকে বিপদাপদ থেকে হেফাজত করে ও ফলপ্রসূ হয় ও বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া ফকির-মিসকিনদের প্রয়োজন মিটায় এবং অর্থনৈতিক অপরাধ বন্ধ করে যেমন: চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদি।

¿ সম্পদের আসল মালিক কে:

ইসলামে সম্পদের মূলনীতিমালা হলো: এ কথা স্বীকার করা যে, এর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। আর তাঁরই একমাত্র অধিকার সম্পদের মালিকানা হওয়ার নিয়ম-নীতি প্রণয়ন, তাতে অধিকাসমূহ আবশ্যকীয়করণ, সীমানির্ধারণ ও ধার্যকরণ, খচরের খাত এবং উপার্জন ও ব্যয়ের পন্থাসমূহ বর্ণনাকরণ।

¿ জাকাতের পরিমাণসমূহ:

আল্লাহ তা'আলা জাকাতের পরিমাণ সম্পদের উপার্জনে কষ্টের হিসাবে নির্ধারণ করেছেন যেমন:

১. গুপ্ত সম্পদ-তথা জাহেলিয়াতের যুগে মাটির নিচে পুঁতে রাখা সম্পদে যা কোন কষ্ট ছাড়াই পাওয়া যায় তাতে এক পঞ্চমাংশ=২০%।
২. যাতে এক পক্ষ থেকে কষ্ট রয়েছে যেমন: কোন খরচ ছাড়াই জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা। এতে এক পঞ্চমাংশের অর্ধেক=১০%।
৩. যাতে দু'দিক (বীজ ও সেচ) থেকে কষ্ট রয়েছে যেমন: খরচ দ্বারা সেচ করতে হয়। এতে এক পঞ্চমাংশের একচতুর্থাংশ=৫ %।

৪. যাতে কষ্ট অধিক ও সারা বছর ধরে আবর্তন-বিবর্তন ঘটে। যেমন: মুদ্রা ও ব্যবসা সামাগ্রী। এতে এক পঞ্চমাংশের এক অষ্টমাংশ=২.৫০%।

¿ জাকাত আদায়ের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

j i h g f e d c b a[

البقرة: ٢٧٧ Z t s r q p o n m l k

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা দু:খিত হবে না।” [সূরা বাকারা: ২৭৭]

২. আল্লাহর বাণী:

¶ µ ´ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ (

وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾) [البقرة/ ٢٧٤].

“যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।” [সূরা বাকারা: ২৭৪]

৩. আল্লাহর বাণী:

W V U T R Q P O N M L K[

e d c b a _ ^] \ [Z X

البقرة: ٢٧٢ Z j i h g f

“তাদেরকে সৎপথে আনার দায় আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো

না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।” [সূরা বাকারা:২৭২]

¿ জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ:

১. জাকাত ছোট-বড়, নারী-পুরুষ এবং নির্বোধ-পাগল সকলের সম্পদে ফরজ, যদি নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া যায়:

(ক) সম্পদের মালিককে মুসলিম ও স্বাধীন হওয়া।

(খ) সম্পদ স্থায়ী হওয়া।

(গ) সম্পদ নেসাব পরিমাণ হওয়া।

(ঘ) সম্পদের উপর হিজরি সালের পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

২. কাফেরের প্রতি জাকাত ফরজ নয়, অনুরূপ সকল এবাদতও তার প্রতি ফরজ না। তবে কিয়ামতের দিন তার হিসাব হবে। আর দুনিয়াতে তার উপর আবশ্যকীয় করা হবে না এবং মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত করলেও গ্রহণ করা হবে না।

¿ যে সকল সম্পদে বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত না:

কৃষি সম্পদ, মুক্তভাবে বিচরণকারী পশুর বাচ্চা ও ব্যবসার মুনাফার নেসাব পরিমাণ হলে জাকাত ফরজ; এতে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। আর গুপ্ত ধনে কম হোক আর বেশি হোক তাতে জাকাত ফরজ; এতে নেসাব ও পূর্ণ এক বছর হওয়া শর্ত নয়।

¿ ওয়াকফ্কৃত জিনিসের জাকাত:

জনকল্যাণের জন্য ওয়াকফ যেমন: মসজিদ, মাদরাসা ও মুসাফির খানা ইত্যাদির জাকাত নেই। আর যে সমস্ত জিনিস চ্যারিটি তথা দাতব্যের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, সেগুলোও ওয়াক্ফের মত তাতে কোন জাকাত নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উপর ওয়াকফ্ হলে তার জাকাত দিতে হবে। যেমন: সন্তানদের জন্য ওয়াকফ্।

¿ ঋণী ব্যক্তির প্রতি জাকাত কি ফরজ?

সর্বাবস্থায় জাকাত ফরজ যদিও জাকাত প্রদানকারীর নেসাবকে তার ঋণ কম করে দেয়। কিন্তু যদি ঋণ আদায় করা জাকাত ফরজ হওয়ার

আগেই ওয়াজিব হয়, তাহলে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করবে এরপর বাকি সম্পদের জাকাত দিবে। আর এ দ্বারা তার দায়িত্ব হতে অব্যহতি পাবে।

¿ যেসব সম্পদের জাকাত বের করতে হবেঃ

নির্দিষ্ট সম্পদের উপর নির্দিষ্ট জিনিসই জাকাত ফরজ হবে। অতএব, শস্যদানার দানা দ্বারা, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল তা দ্বারাই ও মুদ্রা মুদ্রা দ্বারাই এ ভাবেই জাকাত বের করতে হবে। কোন বিশেষ প্রয়োজন ও উপকার ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা আদায় করা যাবে না।

¿ যেসব সম্পদে জাকাত বের করা ওয়াজিব নাঃ

আয়-রোজগার ও ব্যবহারিক জিনিস-পত্রের উপর জাকাত নেই। যেমনঃ বাসস্থান, পোশাক, বাড়ির আসবাব-পত্র, জীবজন্তু ও গাড়ি ইত্যাদি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:"মুসলিম ব্যক্তির গোলাম ও ঘোড়ার কোন জাকাত নেই।"[১]

¿ জাকাতের বিধানসমূহঃ

যখন কোন মুমলিমের নিকট নেসাব পরিমাণ মুদ্রা জমা হবে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হবে তখন তার উপর জাকাত ফরজ হবে। চাই তা খরচের জন্য জমা করে থাকুক বা বিবাহ কিংবা ঘর-বাড়ি ক্রয় অথবা ঋণ পরিশোধ বা অন্যান্য যে কোন কাজের জন্য করুক তাতে জাকাত ফরজ হবে।

জাকাত আদায় না করে কেউ মারা গেলে তার উত্তরসুরীরা তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অসিয়ত ও ভাগ-বণ্টনের আগে তা বের করে দিবে।

যদি বছরের মাঝে নেসাব পরিমাণ মাল থেকে কমে যায় বা প্রয়োজনে বিক্রি করে দেয় (জাকাত না দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়) তাহলে

১.বুখারী হাঃ নং ১৪৬৩ মুসলিম হাঃ নং ৯৮২ শব্দ তারই

বছর ভেঙ্গে যাবে এবং তখন থেকে নতুনভাবে বছর হিসাব করবে। আর যদি একই প্রকার জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করে তবে বছর ঠিক থাকবে।

যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি জাকাত ও ঋণ রেখে মারা যায় আর তার উত্তরাধিকার সে পরিমাণ না হয়, তবে জাকাত বের করবে; কারণ জাকাত আল্লাহর হক যা জাকাতের হকদারদের জন্য তার প্রতি ফরজ করেছেন। আর আল্লাহর হক পুরা করাই বেশি অধিকার রাখে। এরপর ঋণ পরিশোধের জন্য চেষ্টা করবে।

২- জাকাতের প্রকার

১- সোনা-রূপার জাকাত

¿ সোনা ও রূপর জাকাতের বিধান:

সোনা ও রূপাতে জাকাত ফরজ হবে যদি নেসাব পরিমাণ ও চন্দ্র বছরের এক বছর অতিবাহিত হয়। চাই উহা মুদ্রা হোক বা পিণ্ড হোক কিংবা গহনা হোক অথবা গিনি সোনা-রূপা হোক।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[Z Y X W V U T S R)

g f e d c b a ` _ ^] \

r q p o n m l k j i h

[التوبة/٣٤-٣٥]. (S

"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।" [সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ». متفق عليه.

২. আবু সাঈদ খুদরী [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন:"পাঁচ উকিয়া (দু'শত রূপার দিরহাম)-এর নিচে জাকাত ফরজ হয় না। পাঁচটি উটের কমে জাকাত ফরজ হয় না। পাঁচ ওয়াসাক (এক ওয়াসাক ৬০ সা' এবং এক সা' প্রায় ২ কেজি ৪০ গ্রাম)-এর কমে

জাকাত ফরজ হবে না। ”[১]

¿ সোনার নেসাবঃ

সোনা বিশ দিনার ও এর অতিরিক্ত হলে শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) জাকাত ফরজ হবে।

একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এক মিছকাল। আর এক মিছকাল বর্তমান যুগের হিসাবে ৪.২৫ গ্রাম।

বিশ দিনার হবে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ, ২০ Ï ৪.২৫=৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। ইহা সোনার সবচেয়ে কম নেসাব।

¿ রূপার নেসাবঃ

রূপা দুই শত ও এর অধিক সংখ্যা দিরহাম হলে বা ওজনে পাঁচ ওয়াসাক ও এর বেশি হলে শত করা আড়াই ভাগ (২.৫০%) জাকাত ফরজ হবে। ওজন হিসাবে দুই শত দিরহাম ৫৯৫ গ্রাম হয়।

নেসাব পূর্ণ করার জন্য সোনাকে রূপার সাথে মিলানো যাবে না। কিন্তু ব্যবসা পণ্যের মূল্য সোনা-রূপার নেসাবের সাথে মিলাতে হবে।

¿ সোনা-রূপার জাকাতের অবস্থাঃ

সোনা-রূপাকে শিল্পায়ন করার তিনটি অবস্থাঃ

১. যদি শিল্পায়নের উদ্দেশ্য ব্যবসা হয়, তবে তাতে ব্যবসা সামগ্রীর হিসাবে ২.৫০% জাকাত ফরজ; কারণ তা এখন ব্যবসা সামগ্রী হয়ে গেছে। সুতরাং নিজ দেশের মুদ্রা দ্বারা হিসাব করে জাকাত আদায় করতে হবে।
২. যদি শিল্পায়ন দ্বারা উদ্দেশ্য (গিফ্‌ট) তোহফা-উপহার বানানো হয়। যেমনঃ হাতের চুড়ি ও চামচ এবং বদনা ইত্যাদি বাসন-পাত্র। ইহা হারাম; কিন্তু নেসাব পরিমাণ হলে এতে ২.৫০% জাকাত ফরজ।
৩. আর যদি শিল্পায়ন বৈধ ব্যবহার বা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে যখন নেসাব পরিমাণ ও বছর অতিক্রম করবে তখন ২.৫০% জাকাত ফরজ হবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪০৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৯৭৯

¿ মুদ্রাসমূহের জাকাতঃ

বর্তমান যুগের মুদ্রাসমূহ যেমনঃ রিয়াল, ডলার, টাকা ইত্যাদির বিধান সোনা-রূপার বিধানের মতই। কীমাত তথা বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। যখন সোনা বা রূপার নেসাব পরিমাণ পৌঁছবে তখন তাতে জাকাত ফরজ হবে। আর তার পরিমাণ হচ্ছে ২.৫০% ভাগ যখন বছর অতিবাহিত হবে।

¿ মুদ্রাসমূহের জাকাত বের করার নিয়মঃ

১. সোনা বা রূপা কোন একটির নেসাব দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। যেমনঃ সোনার সবচেয়ে কম নেসাব হচ্ছে ৮৫ গ্রাম। আর এক গ্রাম সোনার মূল্য বর্তমান বাজার হিসাবে ১৪০ সৌদি রিয়াল তাহলে গুণ করলে (৮৫ Ï ১৪০=১১৯০০) সৌদি রিয়াল। ইহাই হলো যে কোন মুদ্রার সর্বনিম্ন নেসাব। এতে ২.৫০% ভাগ জাকাত আদায় করতে হবে।

২. রূপার সবচেয়ে কম নেসাব হচ্ছে (৫৯৫) গ্রাম রূপা। বর্তমানে এক গ্রাম রূপার মূল্য প্রায় সৌদি দুই (২) রিয়াল, তাহলে গুণ করলে (৫৯৫ Ï ২=১১৯) সৌদি রিয়াল। আর ইহাই হচ্ছে রূপার সবচেয়ে কম নেসাব। এতে ২.৫০% ভাগ জাকাত আদায় করতে হবে।

¿ মুদ্রাসমূহের জাকাত বের করার পদ্ধতিঃ

মুদ্রার জাকাত বের করার দু'টি পদ্ধতিঃ

১. মুদ্রার জাকাত বের করার জন্য সমস্ত সম্পদকে ৪০ দ্বারা ভাগ করলে দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ দাঁড়াবে। আর ইহাই সোনা-রোপা ও এর হুকুমে যা আসে তার জাকাত। মনে করুন এক জনের নিকট আছে রিয়াল (৮০০০০÷ ৪০=২০০০) ইহা হচ্ছে তার ঐ আশি হাজার রিয়ালের জাকাত। আর ইহা দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ।

২. সমস্ত সম্পদকে (৪০) দ্বারা ভাগ করে দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ বের হবে। ভাগফল হচ্ছে ফরজ জাকাতের পরিমাণ। অতএব, যদি সম্পদ (১০০০০০÷১০=১০০০০) এরপর ভাগ করব

(১০০০০÷৪=২৫০০) আর ইহাই হচ্ছে ফরজ জাকাতের পরিমাণ যা দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ।

¿ ব্যবহারের অলঙ্করাদির জাকাতের বিধান:

নারীদের সোনা-রূপার ব্যবহারিক অলঙ্কারে কোন জাকাত নেই; কারণ এর ফরজের ব্যাপরে কোন সহীহ দলিল নেই। এ ছাড়া জাকাত ফরজ করা হয়েছে ঐসব মালে যা বৃদ্ধি হয়; যাতে করে সহযোগিতা হাসিল হয় আর অলঙ্কার তৈরী করা হয় সঞ্চয়ের জন্য এবং ইহা বৃদ্ধিশীল সম্পদ নয়। অতএব, এতে জাকাত নেই।

আর জাকাতের মূলনীতি হলো: প্রতিটি বৃদ্ধিশীল সম্পদের বা তার বৃদ্ধি থেকে জাকাত গ্রহণ করতে হবে। আর অলঙ্কার বৃদ্ধিশীল নয়; তাই তাতে জাকাত নেই।[১]

¿ হীরক ও মুক্তার জাকাত:

হীরক ও মুক্তা এবং মূল্যবান পাথর ইত্যাদি যদি ব্যবহারের জন্য হয় তবে তাতে জাকাত নেই। আর যদি ব্যবসার জন্য হয় তবে তার বিক্রয় মূল্য সোনা বা রূপার নেসাবের সাথে নির্ধারণ করে যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং তার উপর বছর অতিক্রম করে তবে তাতে দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে।

y w v u t r q p o n m l k j [

التوبة: ١٠٣ Z | { z

"তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নি:সন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত: আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।" [সূরা তাওবা:১০৩]

---

[১]. অন্য একটি শক্তিশালী মত হলো মহিলাদের ব্যবহৃত অলঙ্কারের জাকাত আদায় করতে হবে।

২- পশু সম্পদের জাকাত

¿ "বাহিমাতুল আন'য়াম" হলো: উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল।

¿ **পশু সম্পদের জাকাতের বিধান:**

বাহিমাতুল আন'য়ামের জাকাতের দু'টি অবস্থা:

১. উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগলের উপর জাকাত ফরজ হবে যখন এগুলো একটি পূর্ণ বছর বা অধিকাংশ সময় বৈধ মরুভূমি বা খোলা মাঠে কিংবা চারণভূমিতে মুক্তভাবে বিচরণ করবে। আর যখন নেসাবে পৌঁছবে এবং এক বছর অতিবাহিত হবে তখন তাতে জাকাত ফরজ হবে। চাই তা দুধের জন্যে হোক বা বাচ্চা নেয়ার জন্যে হোক অথবা মোটা-তাজা করার জন্যে হোক। প্রতিটি পশুর যে জাত রয়েছে জাকাত তার জাত দ্বারাই বের করতে হবে।

জাকাত নেওয়ার সময় সর্বোত্তম বা সর্বোনিম্ন পশুটি নেওয়া যাবে না; বরং মধ্যম ধরণের গ্রহণ করতে হবে।

২. যখন উট বা গরু কিংবা দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল অথবা অন্য কোন পশুর ও পাখীর খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। যেমন: পশুর খাদ্য নিজের বাগান থেকে বা ক্রয় করে কিংবা ব্যবস্থা করে। যদি এগুলো ব্যবসার জন্য করে আর তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয় তবে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে ২.৫০% ভাগ জাকাত বের করতে হবে। আর যদি ব্যবসার জন্য না হয়; বরং দুধ বা বাচ্চা দেয়ার জন্য হয় এবং তার খাদ্যের ব্যবস্থা মালিককে করতে হয় তবে এতে কোন জাকাত নেই।

¿ **পশু সম্পদের নেসাব:**

মেষ (দুম্বা-ভেড়া) ও ছাগলের সর্বোনিম্ন নেসাব হচ্ছে চল্লিশ (৪০)টি। গরুর সর্বোনিম্ন নেসাব হলো ত্রিশ (৩০)টি। আর উটের সর্বোনিম্ন নেসাব হলো পাঁচ (৫)টি।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذه فَرِيضَةُ الصَّدَقَة الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلمينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئلَهَا منْ الْمُسْلمينَ عَلَى وَجْههَا فَلْيُعْطهَا وَمَنْ سُئلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْط فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ منْ الْإِبلِ فَمَا دُونَهَا منْ الْغَنَمِ منْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ منْ الْإِبلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا منْ الْإِبلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَة الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً منْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.أخرجه البخاري.

১. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, আবু বকর [ﷺ] যখন তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণ করেন তখন তাঁর জন্যে এ বইটি লিখেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। ইহা হলো রসূলুল্লাহ [ﷺ]মুসলিমদের প্রতি যে জাকাত ফরজ করেছেন এবং তার নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি এরূপ চাইবে তাকে দিবে আর যে এর অতিরিক্ত চাইবে তাকে দিবে না। **উটের নেসাব:** ২৪টি উট হলে প্রতি পাঁচটিতে একটি করে দুম্বা। আর ২৫টি উট হতে ৩৫টি পর্যন্ত হলে একটি বিন্তে মাখায (এক বছরের উটের বেটি বাচ্চা)। আর ৩৬ টি হতে ৪৫ পর্যন্ত হলে একটি বিন্তে

লাবূন (দু'বছরের উটের বেটি বাচ্চা)। আর ৪৬ টি হতে ৬০ পর্যন্ত হলে একটি হিক্কাহ (তিন বছরের উটের বেটি বাচ্চা)। আর ৬১ টি উট হতে ৭৫ পর্যন্ত হলে একটি জায'আহ (চার বছরের উটের বেটি বাচ্চা)। আর ৭৬ টি উট হতে ৯০ টি পর্যন্ত হলে দু'টি বিন্তে লাবূন (দু'বছরের দু'টি উটের বেটি বাচ্চা)। আর ৯১টি উট হতে ১২০ পর্যন্ত হলে (দু'টি তিন বছরের উটের বেটি বাচ্চা)। আর ১২০টির উপরে হলে প্রতি ৪০টিতে একটি করে বিন্তে লাবূন (দু'বছরের একটি করে উটের বেটি বাচ্চা) এবং প্রতি ৫০টিতে একটি করে হিক্কাহ (তিন বছর বয়সের একটি উটের বেটি বাচ্চা। আর যার কাছে চারটির বেশি উট নাই তার প্রতি জাকাত ফরজ না; তবে তার মালিক স্বেচ্ছায় দিলে সেটা তার ব্যাপার। আর যখন পাঁচটি উট হবে তখন একটি দুম্বা দিতে হবে।

আর দুম্বা, মেষ ও ছাগলের জাকাতের নেসাব হলো: মাঠে চরে খায় এমন প্রতি ৪০ থেকে ১২০টি পর্যন্ত একটি দুম্বা। আর ১২০টি উপরে হবে তখন ২০০ পর্যন্ত দু'টি দুম্বা এবং যখন ২০০টি থেকে ৩০০টি পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তিনটি দুম্বা। আর যখন ৩০০টির উপরে হবে তখন প্রতি এক শতে একটি দুম্বা। আর যদি কোন ব্যক্তির ৪০টির একটিও কম হয়, তবে তা প্রতি জাকাত ফরজ হবে না। কিন্তু তার মালিক চাইলে সেটি তার বিষয়।"[১] [অনুরূপ ছাগলের হিসাব]

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. أخرجه أبو داود والترمذي.

২. মু'য়ায [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] যখন তাঁকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন তখন নির্দেশ করেন যে, প্রতি ৩০টি গরুতে একটি তাবী' (এক বছরের গরুর বেটা বাচ্চা) বা তাবী'আহ (এক বছরের গুরুর বেটি বাচ্চা) এবং প্রতি ৪০টি গরুতে একটি মুসিন্নাহ (দু'বছরের গরুর বেটি বাচ্চা।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৪৫৪

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ১৫৭৬ শব্দ তাঁরই তিরমিযী হা: নং ৬২৩

নিম্নের তালিকাগুলো উট, গরু, দুম্বা ও ছাগল পশু সম্পদের নেসাব ও জাকাতের পরিমাণ সুস্পষ্ট করে দেবে।

পশু সম্পদের জাকাতের নেসাবসমূহ

১- দুম্বা, মেষ ও ছাগলের জাকাতের নেসাব

সংখ্যা		জাকাতের পরিমাণ
থেকে	পর্যন্ত	
৪০	১২০	১টি দুম্বা বা মেষ বা ছাগল
১২১	২০০	২টি দুম্বা বা মেষ বা ছাগল
২০১	৩৯৯	৩টি দুম্বা বা মেষ বা ছাগল

¿ এরপর প্রতি শতে একটি করে। (৩৯৯) টিতে তিনটি এবং (৪০০) টিতে চারটি। আর (৪৯৯) টিতে চারটি এরূপ চলতে থাকবে।

২-গরুর জাকাতের নেসাব

সংখ্যা		জাকাতের পরিমাণ
থেকে	পর্যন্ত	
৩০	৩৯	তাবী‘ (এক বছরের বেটা বাছুর) অথবা তাবী‘আহ (এক বছরের বেটি বাছুর)
৪০	৫৯	মুসিন্নাহ (দু’বছরের বেটি বাছুর)
৬০	৬৯	দু’টি তাবী‘ বা দু’টি তাবী‘আহ

¿ এরপর প্রতি (৩০) টিতে তাবী‘ বা তাবি‘আহ এবং প্রতি (৪০) টিতে মুসিন্নাহ। আর প্রতি (৫০)টিতে মুসিন্নাহ, (৭০)টিতে তাবী‘ ও মুসিন্নাহ এবং (১০০) টিতে দু’টি তাবী‘ ও একটি মুসিন্নাহ। আর (১২০)টিতে চারটি তাবী‘আহ অথবা তিনটি মুসিন্নাত এ ভাবেই চলতে থাকবে।

৩-উটের জাকাতের নেসাব

সংখ্যা		জাকাতে পরিমাণ	সংখ্যা		জাকাতের পরিমাণ
থেকে	পর্যন্ত		থেকে	পর্যন্ত	
৫	৯	১টি ছাগল	৩৬	৪৫	বিনতে লাবূন (দু'বছরের উষ্ট্রী)
১০	১৪	২টি ছাগল	৪৬	৬০	হিক্কাহ (তিন বছরের উষ্ট্রী)
১৫	১৯	৩টি ছাগল	৬১	৭৫	জিয্‘আ (চার বছরের উষ্ট্রী)
২০	২৪	৪টি ছাগল	৭৬	৯০	২টি বিনতে লাবূন
২৫	৩৫	বিনতে মাখাজ (এক বছরের উষ্ট্রী)	৯১	১২০	২টি হিক্কাহ

¿ যদি (১২০)-এর অধিক হয় তবে প্রতি (৪০)টিতে একটি বিন্তে লাবূন এবং প্রতি (৫০) টিতে একটি হিক্কাহ। আর (১২১) টিতে তিনটি বিন্তে লাবূন এবং (১৩০) টিতে একটি হিক্কাহ ও দু'টি বিন্তে লাবূন। আর (১৫০) টিতে তিনটি হিক্কাহ এবং (১৬০)টিতে চারটি বিন্তে লাবূন ও (১৮০)টিতে দু'টি হিক্কাহ ও দু'টি বিন্তে লাবূন। আর (২০০) টিতে ৫টি বিন্তে লাবূন অথবা ৪টি হিক্কাহ।

¿ আর যার প্রতি বিন্তে লাবূন ওয়াজিব হবে কিন্তু তার নিকটে থাকবে না সে বিন্তে মাখাজ বের করবে এবং পূরণ করবে। পূরণ হচ্ছে (দু'টি ছাগল বা ২০ দিরহাম) অথবা একটি হিক্কাহ দিবে এবং বেশিটা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। আর ক্ষতি পূরণ বা অতিরিক্ত গ্রহণ শুধুমাত্র উটের সঙ্গে নির্দিষ্ট।

¿ **পশু সম্পদের যা দ্বারা সবচেয়ে কম জাকাত গ্রহণ করা হবে:**

১. দুম্বা-ভেড়া ছয় মাসের “য'ন” তথা দুম্বা দ্বারা ও এক বছরের ছাগল “ছানিয়্যাহ” দ্বারা জাকাত গ্রহণ করা হবে।

২. গরুর জাকাত তাবী‘ এক বছরে বেটা বাছুর) বা তাবী‘আহ (এক বছরের বেটি বাছুর) দ্বারা গ্রহণ করতে হবে।
৩. উটের জাকাত বিন্তে মাখায তথা এক বছরের উষ্ট্রী দ্বারা গ্রহণ করতে হবে। জাকাত আদায়কারী সর্বোত্তম মাল গ্রহণ করবে না। অতএব, গাভিন, ষাঁড়, দুধ দিচ্ছে ও ভক্ষণের জন্য মোটাতাজা করা হচ্ছে এমন গ্রহণ করা যাবে না। বরং প্রতিটি প্রকারে মধ্যম ধরণের পশু গ্রহণ করবে। জাকাত মাদী দ্বারা গ্রহণ করতে হবে এবং মাদা দ্বারা গরু ছাড়া আর কিছুতে যথেষ্ট হবে না। আর উটে ইবনে লাবূন অথবা হিক্কা কিংবা জাযা‘কে বিন্তে মাখাযের স্থলে চলবে। অথবা যদি নেসাবে সবই মাদা হয় তখন চলবে।

¿ জাকাত ফরজ হওয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন ও একত্রিকরণের বিধান:

পশুর জাকাত আদায় না করার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নকে একত্রিকরণ ও একত্রিকে বিচ্ছিন্নকরণ চলবে না। অতএব, জাকাত আদায়কারী নেসাব না পাওয়ার জন্য যার নিকট ৪০টি ছাগল আছে তা দু’টি স্থানে করা জায়েজ নয়। অথবা এক জনের ৪০টি ছাগল আছে দ্বিতীয় জনের নিকট আছে ৪০টি ও তৃতীয় জনের নিকট আছে ৪০টি। এবার সবগুলো একত্রে করলে জাকাত আসবে মাত্র একটি ছাগল। আর তিনটি স্থানে করলে আসবে তিনটি ছাগল। এ ধরনের টালবাহনা করা শরিয়তে নাজায়েজ। আর কৃপণতা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

] وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ â ۗ à بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾ Z آل عمران: ١٨٠

“আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতি প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত –ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান

ও জমিনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে জানেন।” [সূরা আল-ইমরান:১৮০]

৩- কৃষি সম্পদ ও মাটির নিচের জিনিসের জাকাত

¿ কৃষি সম্পদের প্রকারঃ

জমিন হতে যা পাওয়া যায় তা দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ শস্যদানা ও ফলাদি।

দ্বিতীয়ঃ পেট্রল, খনিজ পদার্থ, গ্যাস, গুপ্ত ধন ও পাথর ইত্যাদি।

] هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ
سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ Z البقرة: ٢٩

“তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সববিষয়ে অবহিত।” [সূরা বাকারা:২৯]

¿ শস্যদানা ও ফলাদির জাকাতঃ

সর্বপ্রকার শস্যদানা ও যে সকল ফলাদি মাপ-ওজন ও সঞ্চয় যোগ্য যেমনঃ খেজুর ও কিশমিশ তার জাকাত ফরজ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

n m l k j i h g f e d c [

} | { z y x w v u t s r q | o

~ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ Z البقرة: ٢٦٧

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপর্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রেখো আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।”
[সূরা বাকারা:২৬৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

w v u t s r q p o n [

كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ } | { z y x

أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١ Z

الأنعام: ١٤١

"তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন–তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র– যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং জয়তুন (জলপাই) ও আনার সৃষ্টি করেছেন–একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা আন'আম:১৪১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. متفق عليه.

৩. আবু সাঈদ খুদরী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন:"পাঁচ উকিয়া (দু'শত রূপার দিরহাম)-এর কমে জাকাত ফরজ হবে না। আর পাঁচটি উটের কমে জাকাত ফরজ হবে না। আর পাঁচ ওয়াসাক (এক ওয়াসাক ৬০ সা' এবং সা' প্রায় ২ কেজি ৪০ গ্রাম)-এর কমে জাকাত ফরজ হবে না।

¿ শস্যদানা ও ফলাদির জাকাত ফরজের শর্তসমূহ:

জাকাত ফরজ হওয়ার সময় মালিকানাভুক্ত হতে হবে। অনুরূপ নেসাব পরিমাণ হতে হবে। নেসাব হচ্ছে ৫ "ওয়াসাক" এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা' যা (৫ Ï ৬০=৩০০) সা'।

আর নবী [ﷺ]-এর এক সা' চার মুদ (মধ্যম ধরনের হাতের এ লোপে এক মুদ)। আর এক সা' উত্তম গমের মাপে প্রায় ২.৪০ কেজি, যা (৩০০ Ï ২.৪০=৬১২) কেজি নেসাব।

৩. শস্যদানা ও ফলাদির জাকাতে ফরজ:

১. 'উশর-একদশমাংশ: (১০ %) ইহা বিনা খরচে উৎপাদিত হলে যেমন: বৃষ্টির পানি বা ঝর্না ইত্যাদির পানি দ্বারা।

২. অর্ধেক 'উশর-একবিশমাংশ: (৫ %) ইহা সেচ দ্বারা উৎপাদিত হলে। যেমন: কূপের বা গভির নলকূপ কিংবা পুকুর বা নদীর পানি মেশিন ইত্যাদি দ্বারা সেচ দিয়ে উৎপাদিত ফসল বা ফল।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ .متفق عليه.

ইবনে উমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যা বৃষ্টি ও ঝর্নার পানি দ্বারা সেচ হয় বা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত শষ্যক্ষেত তার জাকাত একদশমাংশ। আর যা সেচ দ্বারা পানি দেওয়া হয় তার জাকাত একবিশমাংশ।"[১]

৩. তিনদশমাংশ:(৭.৫ %) ইহা সেচ ও বৃষ্টি উভয় পানি দ্বারা হলে। অর্থাৎ-একবার সেচের পানি দ্বারা এবং অন্যবার বৃষ্টি পানি দ্বারা।

একই প্রকারের ফল ও শস্য যেমন: খেজুর, গম ও ধান ইত্যাদি হলে এক বছরের সমস্ত ফল ও শস্য নেসাব পূরণের জন্য একত্রে করতে হবে।

¿ জাকাত ফরজের সময়:

শস্যদানা ও ফলাদির দানা যখন শক্ত হবে ও ফল পেকে যাবে তখন জাকাত ফরজ হবে। ফল পাকা অর্থ যখন লাল বা হলুদ হয়ে যায়। সুতরাং বিক্রেতা যদি এরপরে বিক্রি করে তাহলে জাকাত বিক্রেতার উপর ক্রেতার উপর নেই।

১.বুখারী হাঃ নং ১৪৮৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৮১

যদি মালিকের পক্ষ থেকে কোন অবহেলা ও সংরক্ষণের ক্রটি ছাড়াই শস্য ও ফল নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার ফরজ জাকাত বাদ হয়ে যাবে।

সকল প্রকার সবজি ও যে সকল ফলাদি গুদামজাত করা যায় না তার উপর কোন জাকাত নেয়। কিন্তু যদি উহা ব্যবসা সামগ্রী হয় তবে তার বিক্রি মূল্যে বছর অতিক্রম ও নেসাব পরিমাণ হলে শতকরা আড়াই ভাগ জাকাত ফরজ হবে।

¿ মধুর জাকাত:

যখন নিজের মালিকানাভুক্ত বা অনুর্বর গাছপালা ও পর্বতমালা হতে মধু সংগ্রহ করবে তখন তাতে একদশমাংশ জাকাত আদায় করতে হবে। আর মধুর নেসাব হচ্ছে (১৬০) ইরাকি রোতল যা কেজির মাপে (৬২) কেজি। আর যদি মধুর ব্যবসা করে, তবে ব্যবসা সামগ্রী হিসাবে ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে।

¿ ভাড়ার বাগানের জাকাত:

ভূমি বা বাগান ভাড়া নিলে তা থেকে যে সকল শস্যদানা ও ফলাফল মাপ এবং গুদামজাত যোগ্য তার একদশমাংশ বা একবিশমাংশ জাকাত ভাড়াটিয়ার উপর ফরজ। আর মালিকের উপর ভাড়ার টাকায় জাকাত যদি নেসাব পরিমাণ ও ইজারা দেওয়ার তারিখ হতে এক বছর অতিবাহিত হয়।

¿ সমুদ্র থেকে যা বের করা হয় তার জাকাত:

সমুদ্র থেকে যে সকল জিনিস রেব করা হয়। যেমন: মোতি, প্রবাল ও মাছ ইত্যাদিতে জাকাত নেই। কিন্তু যদি ব্যবসার জন্য হয় তবে তার বিক্রয় মূল্যে বছর অতিক্রম ও নেসাব পরিামাণ হলে শত করা ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

y w v u t r q p o n m l k j [

Z | { z التوبة: ١٠٣

“তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র এবং বিশুদ্ধ করতে পারেন । আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নি:সন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত: আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।”
[সূরা তাওবা:১০৩]

¿ পেট্রল ও খনিজ পদার্থের জাকাত:

জমিন হতে উদ্ভিদ ছাড়া যা কিছু বের হয় যেমন: খনিজ পদার্থ পেট্রল ও গ্যাস ইত্যাদি যদি সোনা-রূপার কোন একটির নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার বিক্র মূলের ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে। অথবা মূল বস্তুর ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে যদি মূল্যবান জিনিস হয় যেমন: সোনা-রূপা। আর খনিজ পদার্থ, পেট্রল ও গ্যাস ইত্যাদির ২.৫০% ভাগ জাকাত বের করা ফরজ পাওয়ার সাথে সাথে যদি নেসাব পরিমাণ হয়। এর জন্য বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়; কারণ ইহা উপকারী মাল যার বছর পূর্ণ গণ্য নয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

y w v u t r q p o n m l k j [

التوبة: ١٠٣ Z | { z

“তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নি:সন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত: আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।”
[সূরা তাওবা:১০৩]

¿ গুপ্ত ধনের জাকাত:

জাহেলিয়াতের জমানার গুপ্ত ধনকে “রিকাজ” বলা হয়। এতে জাকাত ওয়াজিব হলো একপঞ্চমাংশ। চাই পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক। এর জন্য কোন নেসাব বা বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এর ব্যয়ের খাত হবে কোন যুদ্ধ ছাড়া লব্ধ সম্পদের খাত এবং বাকি চারভাগ সন্ধানপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য।

৪- ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত

¿ **ব্যবসা সামগ্রীঃ** কেনাবেচার জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রীকে "উরুযুত্তিজারাহ্" বলা হয়। যেমনঃ স্থাবর সম্পত্তি, পশু, খাদ্য, পানীয় ও মেশিনপত্র ইত্যাদি।

¿ **ব্যবসা সামগ্রীর জাকাতের বিধানঃ**

ব্যবসা সামগ্রী যখন নেসাবে পৌঁছবে ও তার প্রতি এক বছর অতিক্রম হবে তখন তার উপর জাকাত ফরজ হবে। বছর পুরা হলে সোনা বা রূপার যে নেসাব জাকাতের হকদারদের জন্য বেশি উপকারী সে হিসাবে সমস্ত বিক্রয় মূল্য অথবা ব্যবসা সামগ্রী থেকে ২.৫০% ভাগ জাকাত নির্ধারণ করতে হবে।

¿ **স্থাবর সম্পদের অবস্থাসমূহঃ**

১. ঘর-বাড়ি, স্থাবর সম্পত্তি, গাড়ি, মেশিনপত্র ইত্যাদি যখন বসবাস বা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হবে, ব্যবসার জন্য নয় তখন তাতে কোন জাকাত নেই।

২. আর যদি ভাড়া দেওয়ার জন্য হয় তবে ভাড়া দেয়ার তারিখ হতে হিসাব করে যে দিন নেসাবে পৌঁছবে এবং খরচ করার আগেই এক বছর পূর্ণ হবে সে দিন ভাড়ার টাকার উপর জাকাত ফরজ হবে।

৩. আর যদি ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করা হয় তবে তার বিক্রয় মূল্যে ২.৫০% ভাগ জাকাত ফরজ হবে যদি নেসাব পরিমাণ ও বছর অতিবাহিত হয়।

৪. ক্ষেত, মিল-ফেক্টরী ও ব্যবসাকেন্দ্র ইত্যাদির মেশিনপত্রের মূল্যের উপর কোন জাকাত নেই। কারণ এগুলো ব্যবসার জন্য প্রস্তুত নয় বরং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতকৃত।

¿ **কোম্পনীর শেয়ার (Share)-এর জাকাত বেরকরণঃ**

১. **কৃষিজাত কোম্পনিঃ** যদি বিনিয়োগ শস্য ও ফলাদি এবং এর মত জিনিসে হয় যা মাপ-ওজন ও গুদামজাতযোগ্য তাহলে শর্ত মোতাবেক কৃষি সম্পদের জাকাত দিতে হবে। আর যদি পশু সম্পদ হয় তাহলে পশুর শর্ত সাপেক্ষে পশু সম্পদের জাকাত দিতে হবে।

আর যদি তরল পদার্থ হয় তবে তাতে শর্তানুযায়ী সোনা-রূপার ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে।

২. **শিল্প-কারখানা কোম্পানিঃ** যেমন ঔষধ কোম্পানি, বিদ্যুৎ কোম্পানি, সিমেন্ট ও লোহা ইত্যাদি কোম্পানি। এগুলোর শুধুমাত্র মুনাফায় ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে যদি নেসাবে পৌঁছে ও বছর অতিবাহিত হয়।

y w v u t r q p o n m l k j [

التوبة: ١٠٣ Z | { z

"তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন।"
[সূরা তাওবা:১০৩]

৩. **ব্যবসায়ী কোম্পানিঃ** যেমন আমদানি-রপ্তানি ও বেচাকেনা এবং "মুদারাবা" ব্যবসা (লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বভিত্তিক যৌথ ব্যবসা) ও ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি দ্বারা অর্থ প্রেরণ (Remiance) ও এর যে সকল লেনদেন শরিয়ত সম্মত। এগুলো ব্যবসা সামগ্রী হিসাবে মূল সম্পদ ও মুনাফা উভয়টাতে ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে যদি নেসাব পরিমাণ ও বছর অতিবাহিত হয়।

¿ **শেয়ারের জাকাতের দু'টি অবস্থাঃ**

১. যদি শেয়ারের মালিকের উদ্দেশ্য মালিকানা বহাল রাখা এবং তার বাৎসরিক মুনাফা গ্রহণ করা হয় তবে তাতে জাকাত রয়েছে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. আর যদি উদ্দেশ্য কেনাবেচা ব্যবসা করা হয়। যেমনঃ এটা ক্রয় করে ওটা বিক্রি করে যার ইচ্ছা লাভ হাসিল করা, তাহলে তার মালিকানাভুক্ত সমস্ত শেয়ারের উপর জাকাত ফরজ। আর এর জাকাত ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত ২.৫০% ভাগ। জাকাত ফরজ

হওয়ার সময় তার বিক্রি মূল্য বিবেচিত হবে যেমনঃ বন্ড (Bond) তথা ঋণপত্র।[১]

¿ হারাম সম্পদের জাকাতঃ

হারাম সম্পদ দু'প্রকারঃ

১. যদি সম্পদের আসল-মূলই হারাম হয় যেমনঃ মদ ও শূকর এবং এরমত জিনিস তাহলে তার মালিক হওয়া জায়েজ নয়। আর ইহা জাকাত আদায় করতে হবে এমন সম্পদও নয়। ওয়াজিব হলো তা নষ্ট করা এবং তা থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

২. আর যদি সম্পদ আসলে হারাম নয় বরং তার গুণগত হারাম। অনাধিকার এবং কোন আক্দ ব্যতীত গ্রহণ করা যেমনঃ জবরদখল-লুণ্ঠিত ও চুরির মাল। অথবা বাতিল আক্দ দ্বারা কব্জাকৃত সম্পদ যেমনঃ সুদ, জুয়া ইত্যাদি।

এ প্রকারের দুই অবস্থাঃ

(ক) যদি এর আসল মালিক জানা যায় তবে তার নিকট ফেরৎ দিতে হবে। আর আসল মালিক কব্জা করার পর মাত্র এক বছরের জাকাত আদায় করবে।

(খ) যদি আসল মালিক জানা না যায় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে দান করে দিবে। যদি পরে জানা যায় এবং তারা অনুমতি দেয় তবে ভাল, নইলে তাদের ফেরৎ দিতে হবে। আর যদি নিজের হাতেই রেখে দেয় তবে সে পাপি হবে এবং তাকে জাকাতও আদায় করতে হবে।

১.বন্ড হচ্ছেঃ সরকার বা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণস্বীকার পত্র। ইহা নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে সুদ বা লাভসহ ঋণকৃত টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিপত্র।

৫- জাকাতুল ফিতর

¿ **ফিতরা হলো:** রমজানের রোজার শেষে প্রতিটি মুসলিমের প্রতি যে জাকাত ফরজ হয় তাকে ফিতরা বলে।

¿ **জাকাতের প্রকার:**

শরিয়তে ফরজ জাকাত তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: নফ্সের জাকাত তথা পবিত্রকরণ: মানুষ তার নফ্সকে নেক আমল দ্বারা বিশুদ্ধ করবে এবং তওবা দ্বারা নোংরা আমল হতে পবিত্র করবে।

[@ A B C D E F G H I Z الشمس: ٩ - ١٠

"যে নিজেকে বিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।" [সূরা শামস:৯-১০]

দ্বিতীয় প্রকার: শরীরের জাকাত: ইহা হচ্ছে রমজানের জাকাতুল ফিতর যা রোজাদারের নিরর্থক কথা ও অশ্লীল আচরণ থেকে পবিত্র করা ও মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। ইহা খাদ্যদ্রব্য হতে এক সা' যা এখানে উদ্দেশ্য।

তৃতীয় প্রকার: সম্পদের জাকাত: ইহা নেসাব পরিমাণের মালের মালিকের প্রতি ফরজ। ইহা ইসলামের তৃতীয় রোকন যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

¿ **ফেতরা বিধিবিধান করার হেকমত:**

আল্লাহ তা'আলা জাকাতুল ফিতর তথা ফিতরা বিধিবিধান করেছেন রোজাদারকে নিরর্থক কথা ও অশ্লীল আচরণ থেকে পবিত্র করা ও মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। যাতে করে তারা ঈদের দিন ভিক্ষা করা থেকে বাঁচতে পারে এবং ধনীদের সঙ্গে ঈদের খুশিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ

زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .أخرجه أبوداود وابن ماجه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] জাকাতুল ফিতর তথা ফিতরা ফরজ করেছেন রোজাদারকে নিরর্থক কথা ও অশ্লীল আচরণ থেকে পবিত্র করার ও মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। যে ব্যক্তি ফিতরা ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করবে তার ফিতরা গ্রহণযোগ্য জাকাত হবে। আর যে সালাতের পরে আদায় করবে তার ফিতরা সাধারণ একটি দান হিসাবে বিবেচিত হবে।"[১]

¿ ফিতরার বিধান:

ফিতরা আদায় করা প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন ও ছোট-বড়র প্রতি ফরজ। ঈদের দিন ও রাত্রির নিজের এবং পরিবারের যাদের প্রতি খরচ করা ওয়াজিব তাদের খোরাক ছাড়া এক সা' অতিরিক্ত খাদ্যের যে মালিক হবে তার উপর ফিতরা আদায় করা ফরজ। আর পেটের বাচ্চাদের পক্ষ থেকে ফিতরা বের করা মুস্তাহাব (উত্তম)।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাদ্যদ্রব্য হতে এক সা' অথবা যব হতে এক সা' কিংবা খেজুর হতে এক সা' বা পনির হতে এক সা' বা কিশমিশ হতে এক সা' পরিমাণ ফিতরা বের করতাম।"[২]

¿ ফিতরা ফরজ হওয়ার সময়:

রমজানের শেষ দিনের সূর্য ডুবার সাথে সাথে প্রতিটি ব্যক্তির নিজের উপর ফিতরা ফরজ হয়। আর যদি বাবা পরিবার বা অন্যান্যদের

---

১. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ১৬০৯ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৮২৭

২. বুখারী হা: নং ১৫০৬ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৯৮৫

অনুমতি ও সন্তুষ্টিসহ তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন তবে জায়েজ ও তিনি সওয়াব পাবেন।

¿ ফিতরা আদায়ের সময়ঃ

ঈদুল ফিতরের চাঁদ উঠা হতে আরম্ভ করে ঈদের সালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত ফিতরা আদায়ের সময়। ঈদের এক দুই দিন আগেও আদায় করা জায়েজ আছে। (বর্তমান যুগে ইহাই উত্তম) আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পরে আদায় করবে, তার ফিতরা সাধারণ দানে পরিণত হবে এবং সে গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি কারো ওজর থাকে তার ব্যাপারটি ভিন্ন। আর যদি কোন ওজর ছাড়া ঈদের দিনের পরে আদায় করে তবে সে পাপি হবে কিন্তু যদি ওজর থাকে তবে পরে আদায় করে দিবে তাতে কোন পাপ হবে না।

¿ জাকাতুল ফিতরের পরিমাণঃ

প্রতিটি দেশের প্রধান খাদ্য দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হবে। যেমনঃ গম, যব, খেজুর, কিশমিশ, পনির, চাল ও ভুট্টা ইত্যাদি। এর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে যা ফকির-মিসকিনদের জন্য বেশি উপকারী। এর পরিমাণ হলো প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রায় (২.৪০) কেজি[১]। যে শহরে বা দেশে রোজাদার রোজা রেখেছে সেখানকার ফকির-মিসকিনদের দিতে হবে। আর সেখান হতে অন্য কোন স্থানে বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া স্থানান্তর করা চলবে না এবং খাদ্যের পরিবর্তে মূল্যও বের করা যাবে না। এর হকদার শুধমাত্র ফকির-মিসকিনরা অন্য কেউ নয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

১. কেউ আড়াই কেজি আবার কেউ পনে তিন কেজি পরিমাণ বলেছেন; কারণ কাঠার মাপকে ওজনের মাপে নির্ধারণ করাটা কঠিন কাজ; নির্ধারণ করতে গিয়ে কম বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনুবাদক

وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] মুসলমানদের স্বাধীন-পরাধীন, নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় সকলের উপর খেজুর হতে এক সা' অথবা যব হতে এক সা' জাকাতুল ফিতর ফরজ করে দিয়েছেন। আর তা মানুষের ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে বের করার জন্য নির্দেশ করেছেন।"[১]

১.বুখারী হাঃ নং ১৫০৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৮৬

৭- জাকাত বেরকরণ

¿ জাকাতের সম্পদের প্রকার:

যে সমস্ত সম্পদে জাকাত ফরজ সেগুলো দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যা নিজে নিজে বৃদ্ধি হয় যেমন: সশ্য ও ফলাদি অথবা যা বৃদ্ধিশীল নয় যেমন: খনিজ পদার্থ। এগুলোর নেসাব পরিমাণ হওয়ার সাথে সাথেই জাকাত বের করা ফরজ, বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

দ্বিতীয় প্রকার: যা বৃদ্ধি ও ব্যবসার জন্য স্টক করা হয় যেমন: স্বর্ণ ও রূপা, মুদ্রাসমূহ, পশু ও ব্যবসা সামগ্রী ইত্যাদি। এগুলোর জাকাত ফরজ হওয়ার জন্যে নেসাব পরিমাণ ও চন্দ্র বছরের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত।

¿ জাকাত বের করার কিছু আদব:

জাকাত ফরজ হওয়ার সময় স্বতু:স্ফূর্ত ও খুশি মনে তা বের করা। সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় ও হালাল সম্পদ দ্বারা দান করা। দান গ্রহীতাকে সন্তুষ্টি করা এবং নিজের জাকাত প্রদান করাকে ছোট মনে করা যাতে করে অহঙ্কার হতে বাঁচতে পারে। আর গোপনে দান করা যাতে করে মানুষ দেখানো থেকে নিরাপদে থাকে। আবার মাঝে মধ্যে এ ফরজটিকে পুনর্জীবিত ও ধনীদের উৎসাহ দানের জন্য প্রকাশ করা। আর কোন এহসান-খোটা ও কষ্ট দ্বারা জাকাতকে বিনষ্ট না করা।

. - , + *) (' & % $ # " ! [

Z 3 2 1 0 / المؤمنون: ٦٠ – ٦١

"আর যারা যা দান করার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী।" [সূরা মুমিনূন:৬০-৬১]

¿ জাকাত গ্রহণের সর্বোত্তম ব্যক্তিঃ

সর্বোত্তম হলো জাকাতদাতা তার জাকাত সবচেয়ে মুত্তাকি, নিকটাত্মীয় ও সবচেয়ে বেশি অভাবীকে দান করবে। জাকাত দেওয়ার জন্য নিজের নিকটাত্মীয়, মুত্তাকি, শরিয়তের জ্ঞান পিপাসু ছাত্র, ফকির-মিসকিন, সংযমী (অভাবী কিন্তু কারো নিকট প্রকাশ করে না) অভাবী বড় পরিবার ইত্যাদিকে তালাশ করা। আর নিজের নিকট জাকাত বা সাধারণ সদকার ইত্যাদি যা আছে তা কোন প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই বের করা।

এ ছাড়া যে ব্যক্তির মাঝে হকদারের যত বেশি গুণাবলি পাওয়া যাবে সে ততো জাকাতের বেশি হকদার এবং সওয়াবও বেশি হবে। যেমনঃ নিকট আত্মীয়, ফকির এবং জ্ঞানার্জনকারী গরিব ছাত্র---- এভাবে।

আল্লাহর বাণীঃ

t s r qp o n m l k [

} | { z y x w v u

~ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗاۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ © عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ Z

البقرة: ٢٧٣

“দান-সদকা ঐ সকল গরিব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে–জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ অবশ্যই পরিজ্ঞাত।” [সূরা বাকারা:২৭৩]

¿ জাকাত বের করার সময়ঃ

১. জাকাত ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই বের করা ফরজ কিন্তু যদি কোন সমস্যা থাকে তাহলে দেরী করা জায়েজ আছে।

২. জাকাত ফরজ হওয়ার কারণ পাওয়ার পরে সময়ের পূর্বেই বের করা জায়েজ। বিশেষ করে প্রয়োজনের সময় এতে অধিক সওয়াব

আছে। পশু, সোনা-রূপা ও ব্যবসা সামগ্রীর নেসাব পরিমাণ মালিক হলে ফরজ হওয়ার আগেই বের করা জায়েজ আছে।

৩. প্রয়োজনে জাকাত ফরজ হওয়ার এক বা দু'বছর পূর্বেই বের করা ও ফকিরদের মাসিক বেতন হিসাবে খরচ করা জায়েজ।

৪. বিভিন্ন সময়ের অর্জিত সম্পদ যেমনঃ বেতন, ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, মিরাছ (উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত মাল) এগুলোর বছর পূর্ণ হলে এক সঙ্গে জাকাত বের করবে। আর যদি স্বাচ্ছন্দে ফকির ও অন্যান্যদের ব্যাপারটা অগ্রাধিকার দিয়ে বছরের কোন একটি মাসকে নির্দিষ্ট করে নেয় যেমনঃ রমজান মাস তাহলে ইহা সওয়াবের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট।

[w x y z { | } ~ لِّأَنفُسِكُمْۗ وَمَن يُوقَ
شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ © إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ
وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ µ ¶ ¸ ﴿١٧﴾ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿١٨﴾ Z
التغابن: ١٦ ــ ١٨

"অতএব, তোমরা যথাসাথ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণাগ্রাহী, সহনশীল! তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাগাবুন:১৬-১৮]

¿ জাকাত বিভক্তকরণের বিধানঃ

এক জনের সমস্ত জাকাত কোন এক প্রকারকে দেওয়া জায়েজ। অনুরূপ এক জনের জাকাত একাধিক প্রকারে বণ্টন করা জায়েজ। আর সর্বোত্তম হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে প্রয়োজন হিসাবে বিভিন্ন জনকে জাকাত প্রদান করা। কিন্তু কোন প্রয়োজন ছাড়া গোপনে দেওয়াটাই সর্বোত্তম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

! > = < ; : 9 8 6 5 4 3 2 [
البقرة: ٢٧١ Z I H G F E C B A @

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ তোমাদের কিছু গোনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খরব রাখেন।" [সূরা বাকারা:২৭১]

¿ রাষ্ট্রপতির নিকট জাকাত জমা করার বিধান:

১. যদি দেশের রাষ্ট্রপতি ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদারী এবং মুসলমানদের কল্যাণকামী হন তাহলে তাঁর জন্য ধনীদের থেকে জাকাত গ্রহণ করে শরিয়তের খাতসমূহে খরচ করা জায়েজ। আর তাঁর প্রতি ওয়াজিব হচ্ছে প্রকাশ্য সম্পদের জাকাত আদায় করার জন্য আদায়কারীদেরকে প্রেরণ করা। যেমন: মুক্তভাবে বিচরণকারী (পূর্বে উল্লেখ্য) পুশু, ক্ষেত ও ফলাদি ইত্যাদি; কারণ কিছু ধনী মানুষ আছে যারা জাকাত ফরজের বিধান জানে না। আবার কেউ আছে যে অলসতা প্রদর্শন করে বা ভুলে যায়।

y w v u t r q p o n m l k j [
التوبة: ١٠٣ Z | { z

"তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নি:সন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত: আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।" [সূরা তাওবা:১০৩]

২. যদি রাষ্ট্রপতি ধনীদের থেকে জাকাত চান তবে তাঁর নিকট দেওয়া ওয়াজিব। এর দ্বারা জিম্মাদারী হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের সওয়াব তারা পাবে। আর যে পরিবর্তন করবে পাপ তার প্রতি বর্তাবে।

¿ জাকাতের জামানতের বিধানঃ

জাকাত ফরজ হওয়ার পর তা জাকাতদাতার হাতে আমনত স্বরূপ। যদি তার সীমালঙ্ঘ বা অবহেলার দরুন নষ্ট হয় তাহলে সে তার জামিন হবে। আর যদি কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন বা যত্নহীন না করে তবে জামিন হবে না।

¿ জাকাত কোথায় বিতরণ করবেঃ

মালের জাকাত মালের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। তাই যে দেশের মাল সে দেশে বের করবে। আর জাকাতুল ফিতর শরীরের সাথে সম্পর্ক। তাই মুসলিম ব্যক্তির যেখানে ফরজের সময় হবে সেখানেই বের করবে।

সর্বোত্তম হলো সমস্ত সম্পদের জাকাত নিজের দেশে বা শহরে বিতরণ করা। তবে প্রয়োজনে বা আত্মীয় কিংবা বেশি অভাবের কারণে অন্য শহরে বা দেশে স্থানান্তর করা জায়েজ আছে। আর উত্তম হলো নিজের হাতে বের করা। তবে তার পক্ষ থেকে বের কারার জন্য কাউকে উকিল বানানো জায়েজ রয়েছে।

¿ ঋণের জাকাত বেরকরণের পদ্ধতিঃ

১. সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির নিকট ঋণ দেওয়া থাকলে যখন কব্জা করবে তখন জাকাত বের করবে। কিন্তু উত্তম হলো কব্জা করার পূর্বেই প্রতি বছর আদায় করা। আর যদি ঋণ গরিব ব্যক্তি অথবা টালবাহনাকারী বড় লোককে দেয় তাহলে কব্জা করার পর এক বছরের জাকাত বের করবে।

২. কোন গরিব ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার পর যদি সে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে সে পরিমাণ অর্থ নিজের জাকাত হতে বাদ দেওয়া জায়েজ নেই।

¿ নিজের ক্ষমতার বাইরে এমন সম্পদের জাকাতের বিধানঃ

যে সম্পদের উপর নিজের শক্তি নেই তাতে কব্জা না করা পর্যন্ত কোন জাকাত নেই। সুতরাং, যার মাল আছে কিন্তু কোন কারণে কব্জা করতে পারছে না যেমনঃ কোন বাড়ির অংশ বা মিরাছ এতে কব্জা না করা পর্যন্ত কোন জাকাত নেই।

¿ জাকাত অনাদায়কারীর শাস্তিঃ

১. যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক তার প্রতি তার জাকাত বের করা এবং তার হকদারদের নিকট পৌঁছানো ফরজ।

২. বিধান জানার পরেও ফরজকে অস্বীকার ক'রে যদি কেউ জাকাত আদায় না করে তবে সে কাফের। বলপূর্বক তার থেকে জাকাত নিতে হবে। আর তওবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে; কারণ সে মুরতাদ। আর যদি কৃপণতার জন্য বারণ করে তবে কাফের হবে না, তবে তার থেকে জোরপূর্বক গ্রহণ করতে হবে এবং তার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে শাস্তি প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাকাত বারণকারীকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। কারণ এর মাধ্যে রয়েছে জুলুম, কার্পণ্যতা, অভাবগ্রস্তদের অধিকার ভক্ষণ ও ফকিরদের হক থেকে বঞ্চিতকরণ।

১. আল্লাহর বাণীঃ

[Z Y X W V U T S R [
g f e d c b a ` _ ^] \
s r q p o n m l k j i h

Z التوبة: ٣٤ - ٣٥

"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং, এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।" [সূরা তাওবাঃ ৩৪-৩৫]

২. আল্লাহর বাণী:

] وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ â ‍ ‍ à بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾ Z آل عمران: ١٨٠

"আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতি প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত–ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।" [সূরা আল-ইমরান:১৮০]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» .متفق عليه.

৩. আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! যে ব্যক্তি উট বা গরু কিংবা মেষ অথবা ছাগলের মালিক হওয়ার পরে তার হক (জাকাত) আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তাকে যেমন ছিল তার চেয়েও বৃহৎ ও মোটা করে আনা হবে। আর সে তাকে তার খুর দ্বারা পদদলিত করবে ও শিং দ্বারা গুতা মারবে। যখনই তাদের শেষেরটি অতিক্রম করবে তখনই প্রথমটিকে দ্বিতীয়বার পাঠানো হবে। আর এভাবে আজাব মানুষের মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকবে।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৪৬০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৮৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا ﴿ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الْآيَةَ ﴾ أخرجه البخاري.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা মাল-সম্পদ দান করেন কিন্তু সে উহার জাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ মাল কপালে চিতা বিশিষ্ট টাক মাথার অতি বিষধর সর্পে পরিণত ক'রে বেড়ী বানিয়ে তার গলায় পরানো হবে। অত:পর সাপটি তাকে দংশন ক'রে চোয়ালে নিয়ে বলবে: আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন।” এরপর তিনি [ﷺ] তেলাওয়াত করলেন আল্লাহর বাণী “আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে--- ।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» .أخرجه مسلم.

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“জাকাত অনাদায়কারী প্রত্যেক সম্পদ সঞ্চায়কারীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে গরম লোহা দ্বারা দাগ দেওয়া হবে। লোহার স্পাত গরম করে তা দ্বারা তার দুই পার্শ্ব ও ললাট দগ্ধ করা হবে। ইহা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে। আর সে দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দিন।”[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৪০৩

২. মুসলিম হাঃ নং ৯৮৭

৮- জাকাতের খাতসমূহ

¿ **জাকাতের হকদার:**

জাকাতের হকদার তারাই যাদের জন্য জাকাত থেকে খরচ করা যাবে। আর তারা হলো আল্লাহর কুরআনে বর্ণিত আট শ্রেণীর মানুষ। আল্লাহর বাণী:

z y x w v u t s r q [

{ | } ~ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

© Z ٦٠ التوبة: ٦٠

“জাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়ের কর্মচারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। আর দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবা: ৬০]

¿ **জাকাতের বণ্টনের খাতসমূহ:**

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হিকমাত দ্বারা হকদার ও তার হকের পরিমাণকে নির্দিষ্ট করেন। যেমন: উত্তরাধিকার ও তার হকদারকে নির্ধারণ করেছেন। আবার কখনো হকদারকে নির্ধারণ না করে কি হক রয়েছে তা নির্ধারণ করেছেন। যেমন: জিহাদ করার, শপথ ভঙ্গ ইত্যাদির কাফফারা। আর কখনো হকের পরিমাণ নির্ধারণ না করে হকদারদের নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন: জাকাতের হকদার তারা হলো আট শ্রেণী।

¿ **জাকাতের হকদারদের প্রকার:**

যাদের প্রতি জাকাত বণ্টন করা ফরজ তারা হলো আট প্রকার যথা:

১. **ফকির:** ফকির হচ্ছে যাদের নিকট কিছুই নেই অথবা যা প্রয়োজন তার অর্ধেকের কম রয়েছে।

২. **মিসকিন:** মিসকিন হচ্ছে যাদের নিকট প্রয়োজনের অর্ধেক বা এরচেয়ে কিছু বেশি রয়েছে।

৩. জাকাত আদায়কারী: যাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে জাকাত উঠানো, সংরক্ষণ ও হকদারদের মাঝে বণ্টনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে।

৪. যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন: চাই মুসলমান হোক বা কাফের হোক। যে কাফেরের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় অথবা মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর আশা করা হয়। অথবা জাকাতের দ্বারা যার ঈমান কিংবা ইসলাম বা তার অনুরূপ ব্যক্তির ইসলাম মজবুত হওয়ার আশা করা যায়। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জাকাত হতে তাদেরকে প্রদান করতে হবে।

৫. দাস মুক্তির জন্য: এরা হচ্ছে পরাধীন দাস-দাসী ও মালিকের সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে আজাদ হওয়ার জন্য চুক্তিআবদ্ধ গোলাম। এদেরকে তাদের মালিক থেকে জাকাতের অর্থ দ্বারা ক্রয় ক'রে আজাদ ও সাহায্য করা। আর কোন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করাও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৬. ঋণগ্রস্তব্যক্তিবর্গ: এরা দু'প্রকার:

(ক) যারা মানুষের মাঝে সমঝতা ও মীমাংসা করার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়েছে। এদেরকে ঋণ পরিমাণ জাকাত থেকে দিতে হবে।

(খ) যারা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত এবং পরিশোধ করারমত সামর্থ্য নেই।

৭. আল্লাহর রাস্তায়: এরা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদগণ। যারা আল্লাহর কালিমা তথা তাওহীদকে উড্ডীন করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন। আর যারা তাদের মত তারও এর অন্তর্ভুক্ত যেমন: আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতকারীগণ।

৮. মুসাফির: এরা হচ্ছে ঐ মুসাফির যার সফরের পাথেয় শেষ হয়ে গেছে এবং বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। তাকে তার প্রয়োজন মিটানো ও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার জন্য জাকাত থেকে দিতে হবে যদিও সে ধনী হোক না কেন।

¿ উপরে ৮ শ্রেণীর উল্লেখিত ব্যক্তি ছাড়া আর অন্য কাউকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। আর যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তাকে দিয়ে আরম্ভ করতে হবে।

¿ জাকাত বের করার কিছু বিধান:

জাকাতের হকদারদের কোন এক শ্রেণীকে জাকাত দেয়া জায়েজ রয়েছে। আর জাকাতের হকদারের কোন এক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন মাফিক সমস্ত জাকাত দেওয়া জায়েজ আছে। কিন্তু যদি জাকাতের পরিমাণ অধিক হয় তবে উত্তম হলো সকল শ্রেণীর মাঝে বিতরণ করা।

যার মাসিক বেতন (২০০০.০০) রিয়াল কিন্তু তার পরিবারের মাসিক প্রয়োজন (৩০০০.০০) রিয়ালের। এমতাবস্থায় তাকে তার প্রয়োজন মাফিক জাকাত থেকে দিতে হবে।

যদি যাচাই-বাছাই করে জাকাতের হকদার মনে করে কাউকে জাকাত দেওয়া হয় আর প্রমাণিত হয় যে, সে জাকাতের হকদার নয় তাহলে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

¿ জাকাতের সম্পদের বৃদ্ধিকরণের বিধান:

জাকাত ফরজ হলেই তা তাড়াতাড়ি তার হকদারদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। আর তা কোন ব্যক্তি বা সংগঠন ইত্যাদির উপকারার্থে বৃদ্ধি ও ব্যবসা করা জায়েজ নেই। কিন্তু যদি সম্পদ জাকাত না হয়, তবে তা ব্যবসায় খাটিয়ে বৃদ্ধিকরণ ও জনকল্যাণ মূলক কাজে খরচ করা জায়েজ রয়েছে।

¿ যাদেরকে জাকাতের মাল দেওয়া জায়েজ:

১. অসামর্থ্যবান ব্যক্তি হজ্ব করতে চাইলে তাকে জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ আছে। আর কোন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্তির জন্য জাকাত থেকে ব্যয় করাও জায়েজ। অনুরূপ কোন ফকির ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য বিবাহ করতে চাইলে তাকে জাকাত থেকে সাহায্য করা জায়েজ। এভাবে জাকাত দ্বারা কোন মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা জায়েজ আছে।

২. কোন ফকির ব্যক্তির উপর কারো ঋণ থাকলে তাকে তার জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ। তবে দু'জনের মাঝে এমন শর্ত যেন না হয় যে, জাকাত গ্রহণ করে তার ঋণ পরিশোধ করবে। আর কোন ব্যক্তির উপর নিজের ঋণ মাফ করে তা জাকাত মনে করা জায়েজ নেই।

৩. যদি উপার্জনে ক্ষমতাবান ব্যক্তি জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হয় তবে তাকে জাকাত থেকে দিতে হবে। কারণ জ্ঞানার্জন এক প্রকার আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং তার উপকার জিহাদের উপকরণ।

৪. কোন মিসকিনকে দান-খয়রাত করলে শুধু দানের নেকি হবে। আর কোন আত্মীয়কে দান-খয়রাত করলে দান ও আত্মীয়তা বন্ধন অটুট রাখার উভয় নেকি মিলবে।

৫. যাদের উপর খরচ করা জরুরি এমন গরিব আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেয়া সুন্নত। যেমনঃ ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা ইত্যাদি।

¿ বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি ও স্বামীকে জাকাত দেওয়ার বিধানঃ

১. গরিব পিতা-মাতা তারা যতই উপরের হোক ও গরিব সন্তান-সন্ততি যতই নিচের হোক না কেন। যদি তারা খরচাদি বহনে অপারগ হয় তাহলে তাদেরকে তার উপর ওয়াজিব ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ। অনুরূপ যদি তারা ঋণগ্রস্ত বা দিয়ত দিতে হয় তবে তা জাকাত দ্বারা তাদের পক্ষ থেকে আদায় করা জায়েজ। আর তারাই সবচেয়ে বেশি হকদার।

২. স্বামীর জন্য ঋণগ্রস্ত স্ত্রীকে বা তার কাফফারা আদায়ের জন্য জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ আছে। আর স্ত্রীর জন্য জাকাতের হকদার এমন স্বামীকে জাকাত দেওয়া জায়েজ।

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ زَيْنَب امْرَأَة ابْنِ مَسْعُود قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّه إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَة وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِه فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِه عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ. متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, ইবনে মাসউদের স্ত্রী জাইনাব বলে, হে আল্লাহর নবী! আজ আপনি দান করার জন্যে নির্দেশ করেছেন। আমার নিকট কিছু অলঙ্কার রয়েছে এ থেকে আমি দান করতে চাই। ইবনে মাসউদ বলছে সে এবং তার সন্তানরা আমি যাদের উপর দান করতে চাই তাদের মধ্যে বেশি হকদার। নবী [ﷺ]বলেন:"ইবনে মাসউদ সত্যই বলেছে। তোমার স্বামী এবং সন্তানরাই তোমার দানের জন্য বেশি হকদার।"[১]

¿ যাদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই:

১. বনি হাশেম (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার) ও তাঁদের আজাদকৃত দাস-দাসীদের সম্মানার্থে তাদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ না। কারণ জাকাত মানুষের ময়লা স্বরূপ।

عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. أخرجه مسلم.

আব্দুল মুত্তালেব ইবেন রাবী'য়া ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"নিশ্চয় সদকা মুহাম্মদের পরিবারের জন্য নেয়া উচিত নয়; কারণ ইহা মানুষের ময়লা।"[২]

২. কোন কাফেরকে জাকাত থেকে প্রদান করা যাবে না। কিন্তু যদি চিত্ত আকর্ষণের জন্য হয় তবে জায়েজ। অনুরূপভাবে নিজের দাস-দাসীকে জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ নেই। কিন্তু যদি আজাদ হওয়ার জন্য চুক্তি করে থাকে তবে জায়েজ।

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৪৬২ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৮০

[২]. মুসরিম হা: নং ১০৭২

৩. জাকাত আদায়কারী আথবা চিত্ত আকর্ষণ কিংবা আল্লাহর রাহের মুজাহিদ বা পাথেয় নি:শেষ মুসাফির ব্যতীত কোন ধনীলোককে জাকাত হতে প্রদান করা জায়েজ নয়।

¿ **ধনী:** যার নিকট নিজের ও যাদের ভরণ-পোষণ তার প্রতি ওয়াজিব তাদের সবার সমস্ত বছরের যথেষ্ট জীবিকা আছে তিনি ধনীলোক। আর জীবিকার মাল চাই মজুদ থাক বা ব্যবসা-বাণিজ্য হোক কিংবা শিল্প-কারখানা ইত্যাদি হোক।

¿ জাকাতগ্রহীতা কি বলবে:

সুন্নত হলো জাকাতগ্রহীতা জাকাত প্রদানকারীর জন্য নিম্নের দোয়াটি বলা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ .متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা স্বল্লি 'আলাইহিম" [হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করুন।] [১]

অথবা বলবে:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ .متفق عليه.

"আল্লাাহুম্মা স্বল্লি 'আলাা আালি ফুলাান" [হে আল্লাহ! অমুক পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন][২]

অথবা বলবে:

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ .أخرجه النسائي.

"আল্লাাহুম্মা বাারিক ফীহি ওয়া ফী ইবলিহ্।" [হে আল্লাহ! তার ও তার উটে বরকত দান করুন] [৩]

¿ জাকাতগ্রহীতাকে জাকাতের খবর দেওয়ার বিধান:

কোন ব্যক্তি জাকাতের হকদার ও সে জাকাত গ্রহণ করে এ কথা জাকাতদাতা জানলে তাকে অবহিত ছাড়াই জাকাত দিবে। আর যদি

১.বুখারী হাঃ নং ৪১৬৬ মুসলিম হাঃ নং ১০৭৮

২. বুখারী হাঃ নং ১৪৯৭ মুসলিম হাঃ নং ১০৭৮

৩. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ২৪৫৮

তার সম্পর্কে না জানে অথবা সে জাকাত গ্রহণ করে না এমন হয় তবে তাকে ইহা জাকাতের সম্পদ জানিয়ে প্রদান করতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

! > = < ; : 9 8 6 5 4 3 2 [

البقرة: ٢٧١ Z I H G F E C B A @

“যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ তোমাদের কিছু গোনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন।”
[সূরা বাকারা:২৭১]

৯- নফল দান–খয়রাত

¿ **নফল দান-খয়রাত হলো:** আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অন্যের প্রতি এহসান করা। দানের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। কিছু হলো উত্তম কথা দ্বারা দান আর কিছু হলো সম্পদ দ্বারা দান করা। আর ইহাই হলো এখানে উদ্দেশ্য।

¿ **দান-খয়রাত বিধিবিধান করার হেকমত:**

ইসলাম খরচ ও ব্যয় করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং দুর্বলদের উপর দয়া ও গরিবদের সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে সওয়াব অর্জন ও তার আধিক্যতা। আর এর দ্বারা নবী-রসুলগণের চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হওয়া ও রয়েছে দান ও অনুগ্রহ।

a ' _ ^] \ [Z X W V U T [

البقرة: ٢٧٢ Z j i h g f e d c b

“যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় কর না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।” [সূরা বাকারা:২৭২]

¿ **দান-খয়রাতের বিধান:**

নিজের এবং যাদের ভরণ-পোষণ করে তাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত যা তা নফল দান করা সুন্নত। প্রতিটি সময়ে দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব (উত্তম)। আর বিশেষ সময়ে ও অবস্থায় সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

সময় যেমন: রমজানে ও যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনে।

অবস্থাসমূহ: প্রয়োজন ও স্থায়ী সমস্যার সময় সর্বোত্তম যেমন: শীতকালে অথবা জরুরি ভিত্তিতে যেমন: দুর্ভিক্ষ কিংবা অনাবৃষ্টি ইত্যাদির সময়।

অসুস্থ অবস্থার চাইতে সুস্থ অবস্থার দান উত্তম এবং কঠিন অবস্থার দান সুখে থাকা অবস্থায় দান করা চাইতে উত্তম যদি তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [

A B C Z الإنسان: ٨ – ٩

"তারা আল্লাহর ভালবাসায় অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলে: কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।" [সূরা দাহার:৮-৯]

আর সর্বউৎকৃষ্ট দান হচ্ছে গোপনে শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়কে দান করা।

¿ দান-খয়রাতের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

] ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً µ

¶ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ Z البقرة: ٢٧٤

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাকারা: ২৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بعَدْلِ تَمْرَةٍ منْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بيَمينه ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصَاحبه كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مثْلَ الْجَبَلِ.

متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি পবিত্র-হালাল উপার্জনের একটি খেজুর পরিমাণ দান

করবে। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সে দানকে তাঁর ডান হাত দ্বারা কবুল করেন এবং তার মালিকের জন্য প্রতিপালন করেন। যেমন: তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চা প্রতিপালন করে। শেষ পর্যন্ত ইহা পর্বত বরাবর হয়ে যাবে।"[১]

¿ দান-খয়রাতের সবচেয়ে বেশি হকদার মানুষ:

নফল দানের সবচেয়ে বেশি হকদার দানকারীর সন্তান-সন্ততিরা, তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা। সর্বোত্তম সদকা হচ্ছে নিজের ও পরিবারে উপর খরচ। যদি দান-খয়রাতের হকদার না এমন মানুষের হাতে দান পড়ে তবুও দানকারী সওয়াব পাবেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. أخرجه مسلم.

জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন. বনি 'উযরা গোত্রের একজন মানুষের একটি গোলাম ছিল, যা তার মৃত্যুর পরে আজাদ বলে ঘোষণা করে। এ কথা রসূলুল্লাহ [ﷺ]- এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাকে বলেন:"এ ছাড়া আর কোন মাল তোমার আছে? লোকটি বলল: না, নবী [ﷺ] বললেন: কে আছ ইহা আমার কাছ থেকে ক্রয় করবে? তখন নু'আইম ইবনে আব্দুল্লাহ 'আদাবী একশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে নেয়। রসূলুল্লাহ [ﷺ] এ অর্থ নিয়ে ঐ লোকটিকে দিয়ে বলেন:"সর্বপ্রথম তোমার নিজের প্রতি দান কর। এরপর যদি অতিরিক্ত কিছু থাকে, তবে তা তোমার পরিবারের জন্য। অত:পর তোমার পরিবারের প্রয়োজন অতিরিক্ত কিছু থাকে, তবে তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য। আর যদি

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৪১০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০১৪

তোমার আত্মীয়কে দেয়ার পর অতিরিক্ত কিছু থাকে, তবে এভাবে এভাবে অর্থাৎ– তোমার সামনে, ডানে ও বামে যারা আছে তাদের জন্যে।"[১]

¿ সর্বোত্তম দান-খয়রাতঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. أخرجه البخاري.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেনঃ সর্বোত্তম দান-খয়রাত হলো:অভাবমুক্ত আবস্থায় দান এবং তোমার পরিবার থেকে দান করা আরম্ভ কর।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. أخرجه أحمد وأبوداود.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল সর্বোত্তম দান কোনটি? তিনি [ﷺ] বলেন:"অভাবগ্রস্তের কষ্টে অর্জিত থেকে দান এবং তোমার পরিবার থেকে দান করা আরম্ভ কর।"[৩]

¿ স্বামীর সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করার বিধানঃ

স্বামীর সন্তুষ্টি আছে জানলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করা জায়েজ। আর এতে স্ত্রীর জন্য রয়েছে অর্ধেক সওয়াব। কিন্তু যদি এতে স্বামী সন্তুষ্ট না এমন হয়, তবে বিনা অনুমতিতে দান-খয়রাত করা স্ত্রীর জন্য হারাম। তবে পরে অনুমতি দিয়ে দিলে স্ত্রী স্বামীর পরিমাণ সওয়াব পাবে।

¿ নবী [ﷺ]-এর পরিবারের প্রতি সদকার বিধানঃ

নবী [ﷺ]-এর জন্য জাকাত ও দান-খয়রাত কিছুই গ্রহণ করা হালাল নয়। অনুরূপ বনি হাশেম ও তাদের আজাদকৃত দাস-দাসীর জন্য

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৯৯৭
[২]. বুখারী হাঃ নং ১৪২৬
[৩]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৮৭০২ আবু দাঊদ হাঃ নং ১৬৭৭

জাকাত হালাল নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত তাদের জন্য নফল দান-খয়রাত হালাল।

¿ তওবার সময় দান-খয়রাত করার বিধান:

তওবার সময় সম্ভবপর মাল দান করা মুস্তাহাব (উত্তম)

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –قصة توبته-وفيه-: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. متفق عليه.

কা'ব ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তাঁর তওবা কবুলের ঘটনায় রয়েছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুলের জন্য আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য দান করতে চাই? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"কিছু মাল তোমার নিকট রেখে দাও যা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে আমার খয়বারের অংশ রেখে দিলাম।"[১]

¿ কাফেরদেরকে দান করার বিধান:

কাফেরের চিত্ত আকর্ষণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে দান-খয়রাত করা জায়েজ। এর ফলে দানকারী সওয়াব পাবে। আর প্রতিটি জীবের জন্য খরচে রয়েছে প্রতিদান।

¿ সওয়ালকারীকে দেওয়ার বিধান:

সুন্নত হলো অভাবীকে এতটুকু দেয়া যাতে করে সে অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে। আরো সুন্নত হলো সওয়ালকারীকে দেওয়া যদিও দান ছোট হোক না কেন।

عَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৭৫৭ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২৭৬৯

لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِه .أخرجه أبوداود و الترمذي.

উম্মে বুজাইদ (রা:) বলেন: হে আল্লাহর রসূল [ﷺ] মিসকিন আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে আর আমি তাকে দেওয়ার মত কিছুই পাই না। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাকে বললেন:"যদি তাকে ছাগলের আগুন দ্বারা পুড়ানো খুর ছাড়া দেওয়ার মত আর কিছুই না পাও তহলে তাকে তাই দাও।"[১]

¿ অপ্রয়োজনে সওয়াল করার ভয়ানক শাস্তি:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفق عليه.

১. ইবনে উমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি (প্রয়োজন ছাড়া) সর্বাবস্থায় মানুষের কাছে সওয়াল করতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবে না।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» .أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের নিকট সওয়াল করে সে যেন আগুনের আংরা সওয়াল করল। তাই সে তার সম্পদ কমাল বা বাড়াল তাতে কোন যায়-আসে না।"[৩]

---

১. হাদিসটি সহীহ আবু দাউদ হাঃ নং ১৬৬৭ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ৬৬৫

২. বুখারী হাঃ নং ১৪৭৪ মুসলিম হাঃ নং ১০৪০ শব্দ তারই

৩. মুসলিম হাঃ নং ১০৪১

¿ যার জন্য সওয়াল করা হালাল:

বাদশাহর নিকট বা আবশ্যকীয় জিনিস ছাড়া সওয়াল করা হারাম। যেমন: কোন বোঝা উঠানোর জন্য সাহায্য চাওয়া বা ধ্বংসাত্মক বিপদগ্রস্ত হলে কিংবা অভাব-অনটন যা পূরণের মত তার নিকট যথেষ্ট কিছু নেই। এ ছাড়া সবই হারাম।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ شَيْئًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا». أخرجه أحمد وأبو داود.

সামুরা ইবনে জুন্দব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "সওয়াল করা মানে চেহারায় আঁচড় দেওয়া। কিয়ামতের দিন মানুষ এর জন্য তার চেহারায় আঁচড় দিবে। অতএব, যে চাইবে তার চেহারায় আঁচড়াবে আর যে চাইবে আঁচড়াবে না। কিন্তু যদি বাদশাহর নিকট বা এমন জিনিস যা ছাড়া কোন উপায় নাই তাহলে সওয়াল করা হালাল।"[১]

¿ বেশি বেশি দান-খয়রাত করার ফজিলত:

জনকল্যাণ মূলক কাজে বেশি বেশি খরচ করা সুন্নত। আর ইহা সম্পদ হেফাজত ও বৃদ্ধির কারণ। এ ছাড়া অভাবী ফকির ও মিসকিনদের প্রয়োজন এবং সওয়াব ও প্রতিদান বাড়ানো এবং নবী-রসূলগণের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

ZY X W V U T S R Q P O N M [

البقرة: ٢٦١ Z g f e d ¦ b a ` _ ^] \ [

১. হাদিসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২০৫২৯ আবু দাউদ হাঃ নং ১৬৩৯ শব্দ তারই

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যার থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।" [বাকারা:২৬১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» .متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "প্রতিটি বান্দার প্রভাতকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন বলেন: হে আল্লাহ! খরচকারীকে উত্তম প্রতিদান দাও। আর দ্বিতীয়জন বলেন: হে আল্লাহ! আটককারীকে বিলুপ্তি দান করুন।"[১]

¿ মুশরিক ব্যক্তির ইসলামপূর্ব দানের প্রতিদান:

যখন কোন মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার ইসলামপূর্ব দান-খয়রাতের সওয়াব পাবে।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ» .متفق عليه.

হাকীম ইবনে হেজাম [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল [ﷺ] ! আচ্ছা আমি যে সকল এবাদত জাহেলিয়াতের যুগে করতাম। যেমন: দান-খয়রাত বা গোলাম আজাদ কিংবা আত্মীয়তা সম্পর্ক এগুলোতে কি কোন সওয়াব আছে? নবী [ﷺ] বললেন:"পূর্বের সকল কল্যাণের উপরেই ইসলাম গ্রহণ করেছ।"[২]

১.বুখারী হাঃ নং ১৪৪২ মুসলিম হাঃ নং ১০১০

২.বুখারী হাঃ নং ১৪৩৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১২৩

¿ দান-খয়রাতের আদবঃ

দান-খয়রাত একটি এবাদত। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব ও শর্ত রয়েছে যেমন:

১. দান-খয়রাত যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। তাতে কোন প্রকার মানুষ দেখানো বা শুনানো উদ্দেশ্য না হয়।

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .متفق عليه.

উমার ফারুক ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয় প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে।"[১]

২. দান-খয়রাত হালাল-পবিত্র উপার্জন থেকে হওয়া; কারণ আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না।

আল্লাহর বাণী:

n m l k j i h g f e d c [

} { z y x w v u t s r q o

~اَللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ Z البقرة: ٢٦٧

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমারা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" [সূরা বাকারা: ২৬৭]

৩. দান-খয়রাত সর্বোত্তম ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ দ্বারা করা।

১.বুখারী হাঃ নং ১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৯০৭

আল্লাহর বাণী:

Z 1 0 / . - , + *) ' & % $ # " ! [
آل عمران: ٩٢

"কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন।" [সূরা আল-ইমরান: ৯২]

৪. অধিক প্রতিদানের আশায় দান না করা এবং আত্মতুষ্টি ও বড়াই করা থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহর বাণী:

] وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ Z المدثر: ٦

"অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না।"
[সূরা মুদ্দাসসির: ৬]

৫. যার দ্বারা দান-খয়রাত বাতিল হয়ে যায় তা থেকে ভয় করা যেমন: খোঁটা ও কষ্ট দেওয়া।

আল্লাহর বাণী:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ´ µ ¶ ¸ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ Z البقرة: ٢٦٤

"হে ঈমানদানগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অত:পর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিস্কার করে দিল। তার ঐ বস্তুর কোন

সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা বাকারা: ২৬৪]

৬. কোন প্রয়োজন ছাড়া দান-খয়রাতকে প্রকাশ না করে গোপন রাখা। আল্লাহর বাণী:

= < ; : 9 8 6 5 4 3 2 [

Z I H G F E C B A @ >

البقرة: ٢٧١

"যদি তোমারা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন।" [সূরা বাকারা: ২৭১]

৭. মুচকি হাসি, উজ্জ্বল মুখে ও সুন্দর মনে এবং কর্তব্য পালন করত: দান করা।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَـاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ». أخرجه مسلم.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন তোমাদের নিকট জাকাত আদায়কারী আসবে সে যেন তোমাদের নিকট হতে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আসে।"[১]

৮. নিজের জীবদ্দশায় জলদি দান-খয়রাত করা। সবচেয়ে অভাবগ্রস্তকে দান করা। আর নিকটাত্মীয় অন্যের চেয়ে বেশি হকদার। এর দ্বারা দান ও আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করা হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

] وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ © ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ

أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ ´ µ ¶ ¸ Z المنافقون: ١٠

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৯৮৯

“আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।” [সূরা মুনাফিকূন: ১০]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

] وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ﴿٧٥﴾ Z الأنفال: ٧٥

“বস্তুত: যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে অবগত।” [সূরা আনফাল: ৭৫]

এবাদত

৫- সিয়াম (রোজা) অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. সিয়ামের বিধানের সূক্ষ্ম বুঝ
২. সিয়ামের বিধানসমূহ
৩. সিয়ামের সুন্নতসমূহ
৪. নফল সিয়াম
৫. এতেকাফ

قال الله تعالى:

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3)

H G F E C B A @ ? >

U T S R Q O N M L K J I

e d b a ` _] \ [Z Y X V

[البقرة:١٨٣-١٨٤] (g f

আল্লাহর বাণীঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার-গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অত:পর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোজা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।"

[সূরা বাকারা:১৮৩-১৮৪]

৫- সিয়াম অধ্যায়

১- সিয়ামের বিধানের সূক্ষ্ম বুঝ

¿ **সিয়াম হলো:** আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সিয়ামের নিয়তে সুব্হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও সকল প্রকার সিয়াম ভঙ্গের জিনিস থেকে বিরত থাকা।

¿ **বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধিবিধান করার হেকমত:**

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধিবিধান করেছেন। বান্দা কি প্রবৃত্তির বন্দেগি করে না তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে। তাই আল্লাহ দ্বীনের মাঝে এমন কিছু প্রিয় জিনিস নির্ধারণ করেছেন যা থেকে বিরত থাকা জরুরি। যেমন: সিয়াম (রোজা); কারণ এর দ্বারা পানাহারের মত প্রিয় জিনিস থেকে বিরত থাকা হয়। আর দ্বীনের মাঝে কিছু আছে যা প্রিয় জিনিস ব্যয় করা। যেমন: জাকাত ও দান-খয়রাত। এর দ্বারা প্রিয় সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করা হয়।

দেখা যায় একজন মানুষের জন্যে এক হাজার টাকা খরচ করা সহজ ব্যাপার কিন্তু মাত্র একটি দিন সিয়াম (রোজা) পালন করা বড় কঠিন। আবার এর বিপরীতও হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধিবিধান করেছেন। এ ছাড়া তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রশস্ত রাস্তা খুলে দিয়েছেন এবং সওয়াব ও প্রতিদান অর্জনের রাস্তাগুলো সহজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

W U T S R Q P O N M L K [

المائدة: ٣ Z c b a ` _] \ [Z Y X

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব, যে

ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।" [সূরা মায়েদা:৩]

¿ অন্তরের বিশুদ্ধতা:

অন্তরের সঠিকতা ও সততা এবং দৃঢ়তা তার পালনকর্তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ ও আত্মনিয়োগ এবং ঘনিষ্ঠতা দ্বারা হয়ে থাকে। আর যখন অতিরিক্ত পানাহার, কথা-বার্তা, ঘুম, মানুষের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা বান্দাকে তার রব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয় ও বিভিন্ন উপত্যকায় বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করায়। তাই আল্লাহ তাঁর দয়ায় বান্দার জন্য বিধিবিধান করলেন সিয়াম, যার মাধ্যমে দূর হবে অতিরিক্ত পানাহার। আর অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে প্রবৃত্তির পূজা যা তাকে তার রবের পথে চলতে বাধা সৃষ্টি করে।

আর বান্দার জন্য বিধিবিধান করলেন এতেকাফ, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরকে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত করা এবং তার উপরেই জমেবসা। এর দ্বারা আল্লাহর সাথে একাগগ্রতা ও অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা উম্মতের জন্য আখেরাতে অনুপকারী সমস্ত জিনিস থেকে জবানকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধান করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য আল্লাহ রাত্রির কিয়ামকে বিধি করেছেন যা অন্তর ও শরীরের উপকারী। অতএব, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

¿ সিয়াম বিধিবিধান করার হেকমত:

১. সিয়াম হৃদয়ে তাকওয়ার বীজ বপন এবং হারাম থেকে অঙ্গ-পত্যঙ্গকে রক্ষার উপকরণ।
২. সিয়াম মানুষকে তার নফ্‌সের নিয়ন্ত্রণ ও অবাধ্যতাকে লাগাম পরানোর অভ্যাস গড়ে তুলে। আর প্রশিক্ষণ দেয় দায়িত্বভার বহণ ও কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য-সহ্য ও সহিষ্ণুতার।
৩. সিয়াম একজন মুসলিম ব্যক্তিকে তার ভাইদের ব্যথা অনুভব করা সুযোগ করে দেয়। তাই সিয়াম তাকে ফকির-মিসকিনদের প্রতি এহসান ও তাদের জন্য ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এর দ্বারা সৃষ্টি হয় মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব।

৪. সিয়ামের দ্বারা মানুষ নিজ প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে রাখতে পারে। অন্যান্য সময়ে সাধারণত নফ্স বা প্রবৃত্তি প্রভাব বিস্তারে এবং হারাম কাজের দিকে নিতে সক্ষম হয়ে থাকে। কিন্তু সিয়াম কুপ্রবৃত্তির লাগাম ধরে থাকে এবং তাকে ভাল কাজের দিকে পরিচালনা করে থাকে।

৫. সিয়াম রোজাদারের জন্য আল্লাহর আনুগত্য সহজ করে দেয়। এটা বাস্তবেও পরিলক্ষিত হয়; কেননা আমরা রোজাদারদেরকে রমজান মাসে বিভিন্ন নেক কাজে প্রতিযোগিতা করতে দেখে থাকি, যা করতে অন্য সময়ে অলসতা করে থাকে এবং তাদের জন্য তা করাটা জটিল ব্যাপার হয়ে থাকে।

৬. সিয়াম রোজাদারের মনকে নরম করে, আল্লাহর জিকিরের জন্য তাকে প্রস্তুত করে এবং অন্যান্য কাজের ব্যস্ততা দূর করে।

৭. সিয়াম বান্দার হৃদয়ে আনুগত্যের মহব্বত এবং পাপের ঘৃণা সৃষ্টি করে। যার কারণে মানুষ সঠিক বুঝ পায় এবং জীবন চলার পথ খুঁজে পায়।

৮. সিয়াম মানুষকে দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা-বাসনা থেকে বিমুখ করে আখেরাতর অভিমুখী বানায়।

৯. সিয়াম মানুষকে ভালমন্দ বাছাই ক'রে চলতে শিখায় যা সকল ঔষধের মূল।

১০. সিয়াম অবিবাহিত ব্যক্তির চক্ষু সংবরণ এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণের অন্যতম উপকরণ।

¿ সিয়ামের সূক্ষ্ম বুঝঃ

সিয়াম দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ ছোট সিয়ামঃ আর ইহা হচ্ছে শরীরের রোজা, যা দিনের বেলা সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা থেকে বিরত থাকার নাম। যেমন রমজান ও নফল রোজা।

দ্বিতীয় প্রকারঃ বড় সিয়ামঃ ইহা হচ্ছে অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোজা, যা আল্লাহর হারামকৃত সমস্ত বস্তু থেকে বিরত রাখা। আর তা নিয়তে, কাজে, কথায় এবং চরিত্রে, রাত ও দিনে বরং সারা জীবনে হতে হবে। এ রোজা সাবালক হওয় থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং

এর ইফতারি হবে মৃত্যুর পরে হাওজে কাওসারের পানি ও মাছের কলিজা দ্বারা। এরপর জান্নাতুন না'য়ীমে চিরস্থায়ী বসবাস, যা না দেখেছে কোন চক্ষু আর না শুনেছে কোন কর্ণ আর না কোন মানুষের অন্তরে এর কল্পনা জেগেছে। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দয়ায় ছোট সিয়ামকে বড় সিয়ামের জন্য মাধ্যম ও সোপান বানিয়ে দিয়েছেন। আর তা হলো আল্লাহর প্রতিটি আদেশ পালন এবং প্রতিটি নিষেধ ত্যাগ করার নাম। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 [

البقرة: ١٨٣ Z A @ ?

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" [সূরা বাকারা: ১৮৩]

আর যারা কাফের তাদের জন্য ছোট ও বড় সিয়ামে কোন অংশ নেই এবং তার সওয়াও নেই; কারণ তারা তো হলো জীবজন্তুর ন্যায় বরং এর চাইতেও অধিক পথভ্রষ্ট যার কোন কিছু থেকেই বিরত থাকে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

/ . - , + *) ' & % $ # " ! [

@ ? = < ; : 9 7 6 5 4 3 2 1 0

الأعراف: ١٧٩ Z B A

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।" [সূরা আ'রাফ:১৭৯]

¿ সিয়ামের মর্যাদাঃ

রমজানের রোজা ইসলামের রোকনসমূহের চতুর্থ রোকন। রোজাকে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের দিকে সংযুক্ত করেছেন তার মর্যাদা ও সম্মান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা'আলা হিজরি দ্বিতীয় সালে ইহা ফরজ করেছেন। এর মর্যাদা অধিক হওয়ার জন্য আল্লাহ এ উম্মত ও পূর্বের সকল উম্মতের উপর ইহা ফরজ করেছেন। আর নবী [ﷺ] তাঁর জীবনে রমজানের নয়বার রোজা রেখেছেন।

¿ রমজান মাসের সিয়ামের হুকুমঃ

রমজানের রোজা নারী-পুরুষ প্রত্যেক মুসলিম, সাবালক, বিবেকবান, সিয়াম পালন করতে সক্ষম, বাড়িতে অবস্থানকারী, নিষিদ্ধতা থেকে মুক্ত (যেমনঃ মাসিক ঋতু বা প্রসূতির রক্ত যা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট) ব্যক্তির উপর ফরজ।

আল্লাহ তা'আলা সিয়াম পালন এ উম্মতের উপর ফরজ করে দিয়েছেন যেমনটি ফরজ করেছিলেন আগের উম্মতের উপর।

১. আল্লাহর বাণী:

> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 [

? @ A Z البقرة: ١٨٣

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” [সূরা বাকারা: ১৮৩]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِـــيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـــولُ اللَّـــهِ وَإِقَـــامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ.متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“ইসলামের বুনিয়াদ হলো পাঁচটি যথা: সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লহ ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।

সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং আল্লাহর ঘরের হজ্ব করা।"[১]

¿ রমজান মাসের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

r q p o n m l k j i h [

s u v w x y { | } ~ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ © ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ

وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ ´ µ ¶ ¸ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ Z البقرة: ١٨٥

"রমজান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না–যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" [সূরা বাকারা:১৮৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينِ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খোলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। আর শয়তানদেরকে শৃঙ্খল পরানো হয়।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৮ মুসলিম হা: নং ১৬ শব্দ তাঁরই

২.বুখারী হাঃ নং ৩২৭৭ মুসলিম হাঃ নং ১০৭৯ শব্দ তারই

¿ সিয়ামের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمائَة ضعْف قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لي وَأَنَا أَجْزي به يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ منْ أَجْلي للصَّائم فَرْحَتَان فَرْحَةٌ عنْدَ فطْره وَفَرْحَةٌ عنْدَ لقَاء رَبِّه وَلَخُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عنْدَ اللَّه منْ ريح الْمسْك» .متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"বনি আদমের প্রত্যেকটি আমল বৃদ্ধি করা হয়। আর প্রতিটি নেকি দশ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: সিয়াম ব্যতীত; কেননা সিয়াম একমাত্র আমার জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। বান্দা আমার জন্যই তার কামনা-বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করে। রোজাদারের দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারির সময় আর অপরটি কিয়ামতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। যাঁর হাতে মুহাম্মদ [ﷺ]-এর জীবন তাঁর কসম! রোজাদারের মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মেস্কের চেয়েও বেশি খোশবুদার।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنْبه».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়তে রমজান মাসের রোজা রাখবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দেয়া হবে।"[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৮৯৪ মুসলিম হাঃ নং ১১৫১ শব্দ তারই

২. বুখারী হাঃ নং ১৯০১ মুসলিম হাঃ নং ৭৬০

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ» .متفق عليه.

৩. সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"জান্নাতে 'রাইয়ান' নামের একটি দরজা আছে, যা দিয়ে কিয়ামতের দিন শুধুমাত্র রোজাদারগণই প্রবেশ করবে। অন্য আর কেউ প্রবেশ করবে না।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩২৫৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৫২

২-সিয়ামের আহকাম

¿ **রমজান মাস শুরু হয়েছে কিভাবে জানা যাবে:**

দু'টি জিনিসের যে কোন একটি দ্বারা রমজান শুরু হয়েছে সাব্যস্ত হবে:

১. একজন ন্যায়পরায়ণ, মুসলিম, দৃষ্টিশক্তি মজবুত এমন নারী বা পুরুষ রমজানের চাঁদ দেখলে। আর যারা এ খবর শুনবে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. রমজানের চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাসকে ৩০দিন পূর্ণ করা।

¿ **রমজানের চাঁদ দেখার কিছু আহকাম:**

P রমজান মাসের প্রবেশ সাব্যস্ত হলে রোজা শুরু করা ফরজ হয়ে যাবে।

P যদি শা'বান মাসের ৩০তারিখের রাত্রে আকাশ পরিস্কার থাকার পরেও চাঁদ দেখা না যায় তবে রোজা না রেখেই প্রভাত করবে।

P অনুরূপ যদি আকাশ মেঘলা থাকে বা ধূলায় আচ্ছন্ন থাকে।

P যদি রোজা ২৮টি হয় এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায় তবে রোজা ভেঙ্গে দিয়ে ঈদ করবে এবং পরে একটি রোজা কাজা করা ওয়াজিব হবে।

P যদি একজনের সাক্ষী দ্বারা রোজা রাখা শুরু করে আর ৩০টি রোজা রাখার পরেও চাঁদ দেখা না যায়, তবে চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রাখবে।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং (শাওয়ালের) চাঁদ

দেখেই রোজা ছাড়। আর যদি তোমাদের উপর চাঁদের ব্যাপারটা অজানা হয়ে পড়ে তবে শা'বান মাস ৩০দিন পূর্ণ কর।"[১]

¿ চাঁদ দেখা গেলে কার প্রতি সিয়াম জরুরিঃ

১. কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে সে দেশের সকল মানুষের জন্য রোজা রাখা জরুরি। প্রতিটি দেশ তাদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী সিয়াম পালন করা জায়েজ। কিন্তু যদি কোন এক দেশের চাঁদ দেখার খবরে সমস্ত পৃথিবী একই সঙ্গে সিয়াম পালন করে তবে সর্বোত্তম; কারণ ইহা ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও একত্রিভূত হওয়ার নিদর্শন। সমস্ত উম্মত ঐক্যমতে পৌঁছার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিম তার দেশের সঙ্গে রোজা রাখবে। একই দেশে নিজেরা একাধিক দলে বিভক্ত হবে না; কারণ এর ফলে কিছু লোক নিজ দেশের সঙ্গে আর কিছু মানুষ অন্য দেশের সঙ্গে রোজা রাখলে দলাদলি সৃষ্টি হবে যা শরিয়তে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ।

২. যদি কোন ব্যক্তি রমজান বা শাওয়ালের চাঁদ দেখে আর তার দেখা গ্রহণ করা না হয়, তবে তার জন্য জরুরি হলো মানুষের সাথেই রোজা রাখা অথবা না রাখা। যদি দিনের বেলা চাঁদ দেখা যায়, তবে তা পরের রাত্রির চাঁদ ধরা হবে। কিন্তু যদি চাঁদ সূর্যাস্তের পূর্বেই ডুবে যায়, তবে পরের রাত্রির চাঁদ হিসাব করা হবে।

¿ রমজানের প্রবেশের ঘোষণা দেয়ার বিধানঃ

মুসলমানদের রাষ্ট্রপতির উপর ওয়াজিব হলোঃ শরিয়ত মাফিক চাঁদ দেখা সুসাব্যস্ত হলে রমজান আরম্ভ ও শেষ হওয়ার খবর বৈধ প্রচার মাধ্যম দ্বারা প্রচার করা। আর বর্তমানে আল্লাহর অনুগ্রহে ইহা বড়ই সহজ হয়ে গেছে।

¿ সময় সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির রোজার বিধানঃ

যে ব্যক্তি রোজার সময় সম্পর্কে অজ্ঞ যেমন অন্ধ বা কয়েদী তার তিন অবস্থাঃ

১.বুখারী হাঃ নং ১৯০৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০৮১

প্রথম: যদি তার রোজা মাসের মাঝে হয় বা তার পরে তাহলে তার রোজা সঠিক হবে। কিন্তু যে সমস্ত দিনে রোজা রাখা নিষেধ তাহলে হবে না।

দ্বিতীয়: আর যদি মাসের পূর্বে রাখে তাহলে সঠিক হবে না; কারণ সে সময়ের পূর্বে এবাদত করেছে।

তৃতীয়: আর যদি তার রোজা দিনে না হয়ে রাত্রিতে হয়ে থাকে তাহলে সঠিক হবে না; কারণ রাত রোজার জন্য সময় নয়।

] لَا يُكَلِّفُ © نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ´ ¶ ﻭ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ à Z البقرة: ٢٨٦

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী কর না। হে আমাদের পালনকর্তা! আর আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ কর না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! আর আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করায়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভূ। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।" [সূরা বাকারা:২৮৬]

¿ নিজের দেশে রোজা রাখার পর সফর করলে তার বিধান:

যদি কোন মুসলিম এক দেশে রোজা রাখার পর অন্য কোন দেশে সফর করে তবে তার রোজা রাখা ও ছাড়ার বিধান সে যে দেশে সফর করেছে সে দেশ মোতাবেক হবে। সে দেশের লোক যখন রোজা শেষ করবে তখন সেও তাদের সঙ্গে শেষ করবে। কিন্তু যদি রোজা ২৯ দিনের

কম হয় তবে পরে একটি ঈদের পরে কাজা করে নিবে। আর যদি তার রোজা ৩০টির বেশি হয় তবুও তাদের সঙ্গেই রোজা ভাংবে।

¿ সিয়ামের নিয়তের বিধানঃ

১. মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব হলো সওয়াব হাসিলের জন্য ঈমান ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে রোজা রাখা। কাউকে শুনানো বা দেখানো কিংবা কারো অন্ধ অনুকরণে অথবা তার দেশের মানুষের অনুসরণের জন্যে রোজা পালন করে না। বরং রোজা রাখে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে। আর ইহা প্রতিটি এবাদতের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

২. রমজানের ফরজ সিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বেই রাত্রেই নিয়ত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। আর নফল রোজার জন্য ফজরের পর হতে রোজা ভঙ্গের কোন কারণ না করে থাকলে দিনের যে কোন সময় নিয়ত করলে চলবে।

৩. যদি রাত্রে না জানার কারণে দিনের বেলা ফরজ রোজার নিয়ত করে তবে সিয়াম সহীহ হয়ে যাবে। যেমনঃ যদি দিনের বেলা চাঁদ দেখা প্রমাণ হয়ে যায় তবে বাকি দিন রোজা থাকবে এবং কিছু খেয়ে থাকলেও কাজা করা জরুরি হবে না।

৪. যার প্রতি দিনের বেলা রোজা ফরজ হয় যেমনঃ পাগল যদি বিবেক ফিরে পায় এবং ছোট বাচ্চা সাবালক হয় ও কাফের মুসলিম হয়, তবে তাদের নিয়ত দিনের ওয়াজিব হওয়ার সময় করলেই চলবে, যদিও তারা পানাহার করে। আর তাদের কাজা করা লাগবে না।

৫. যে ব্যক্তি রোজার নিয়তে সেহরি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আর সূর্য ডুবার পরে জাগল তার রোজা সঠিক হবে তাকে কাজা করতে হবে না।

৬. যে রোজা ভেঙ্গে দেওয়ার নিয়ত করবে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে; কারণ রোজার দু'টি রোকন সম্মত এবাদতঃ একটিঃ নিয়ত আর অপরটিঃ সমস্ত রোজাভঙ্গের জিনিস থেকে বিরত থাকা। সুতরাং যখন রোজা ভাঙ্গার নিয়ত করেছে তখন সে প্রথম রোকনটি বিলুপ্ত করে দিয়েছে যা আমলের ভিত্তি ও এবাদতের সবচেয়ে বড় শক্তিবর্ধক।

৭. যে ব্যক্তি শাবান মাসের ৩০ তারিখে: ‘যদি আগামিকাল রমজান হয় তা হলে আমি রোজা রাখব’ বলে ঘুমিয়ে যায় আর প্রমাণিত হয় যে রমজান, তাহলে তার রোজা সঠিক হবে।

¿ বয়স্ক লোক ও রোগীর সিয়াম:

১. যে ব্যক্তি বার্ধক্য কারণে বা এমন রোগের জন্য যা ভাল হওয়া আশা নেই রোজা ভঙ্গ করে। চাই সে বাড়িতে হোক বা সফরে হোক, প্রতি দিনের জন্য একজন করে মিসকিনকে খানা খাওয়ালে তার রোজার বদলে যথেষ্ট হবে। যত দিন রোজা রাখেনি ততদিনের খাদ্য পাক করে মিসকিনদেরকে খাওয়াবে। চাইলে প্রতি দিন একজন করে মিসকিনকে খানা খাওয়াবে অথবা সর্বশেষ দিন পর্যন্ত দেরী করে এক সঙ্গে খাওয়াবে। আর চাইলে প্রতি দিনের জন্য অর্ধ সা‘ (প্রায় ১.২০ গ্রাম) খাদ্য বের করে মিসকিনকে দিবে।

২. বার্ধক্যজনিত স্মৃতিভ্রম ও নির্বোধ হয়ে পড়লে এমন ব্যক্তির উপর রোজা বা কোন কাফফারা নেই। কারণ তার কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 [

O N M L K J I H G F E C B A @

a ` _] \ [Z Y X V U T S R Q

البقرة: ١٨٣ - ١٨٤ Z g f e d b

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অত:পর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর

যদি রোজা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।” [সূরা বাকারা: **১৮৩-১৮৪**]

¿ ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর রোজার বিধান:

ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর প্রতি রোজা রাখা হারাম। তারা রোজা ভাংবে এবং পরে কাজা করে নিবে। আর যদি ঋতুবতী ও প্রসূতি দিনের মাঝে পবিত্র হয়ে যায় অথবা মুসাফির দিনের বেলা বাড়িতে পৌঁছে তবে বাকি দিন না খেয়ে থাকা জরুরি না। কিন্তু পরে কাজা করা অবশ্যই জরুরি। যদি নারীরা সিয়াম বা হজ্বের জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সিদ্ধান্তে ক্ষতি না এমন হয়, তবে মাসিক ঋতু বন্ধের বড়ি বা পিল ব্যবহার করা জায়েয রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যব্যস্থা না নিয়ে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।

¿ গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনীর সিয়ামের বিধান:

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনী নারী যদি রোজা রাখা শক্তি রাখে তবে রোজ রাখবে। আর যদি নিজেদের উপর বা নিজের ও বাচ্চার উপর ভয় করে অথবা শুধু বাচ্চার উপর ভয় করে, তাহলে রমজানের রোজা ছেড়ে দিবে ও পরে কাজা করে নিবে। তাদের উপর কোন কাফফারা দেয়া লাগবে না।

¿ সফর অবস্থায় সিয়ামের বিধান:

১. প্রতিটি মুসলিমের জন্য সে যেখানে থাকবে সেখানেই তার সালাত ও রোজার হুকুম বর্তাবে। তাই রোজাদার যেখানে থাকবে সে স্থানেই রোজা রাখবে বা ছাড়বে। চাই সে জমিনের উপর থাক বা বিমানে থাক কিংবা জলপথে নৌযান ইত্যাদিতে থাক।

২. সাধারণভাবে মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোজা না রাখাই উত্তম। আর রমজানের মুসাফিরের রোজা রাখা ও না রাখা যদি বরাবর হয় তবে রাখাই উত্তম। আর যদি রোজা রাখা কষ্টকর হয় তবে না রাখাই উত্তম। কিন্তু যদি কঠিন কষ্ট হয় তবে রোজা না রাখাই ওয়াজিব এবং পরে কাজা করে নিবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। রোজাদার বেরোজাদরকে এবং বেরোজাদর রোজাদারকে কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই।"[১]

¿ বেহুশ ব্যক্তির রোজার বিধান:

১. কোন ব্যক্তি রোজার নিয়ত করার পর যদি সমস্ত দিন বা কিছু অংশ বেহুশ হয়ে থাকে তাহলে তার রোজা সহীহ-সঠিক হবে।

২. যে রমজানে বা অন্য কোন সময় দিনের বেলা বেহুশ হয়ে বা রোগের কারণে কিংবা পাগল হয়ে অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। অত:পর সংজ্ঞা ফিরে পেলে তার প্রতি রোজা ও নামাজ কাজা করা জরুরি না; কারণ তার উপর থেকে শরিয়তের বিধি-নিষেধ উঠে গিয়েছিল। আর যার অনুভূতি নিজের কর্মের ফলে বা স্বেচ্ছায় হয় তাকে সংজ্ঞা ফিরার পর কাজা করা জরুরি হবে।

¿ রোজাদারদের কিছু বিধান:

© যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি ভুল করে রমজান মাসের দিনে পানাহার করে ফেলে বা স্ত্রী সহবাস করে বসে তাহলে তার রোজা সহীহ-সঠিক হবে।

© কারো রোজা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে তার রোজা নষ্ট হবে না। তবে গোসল করতে হবে এবং তার কোন গুনাহ হবে না।

© যে রোগীর রোজা রাখলে কষ্ট হয় ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তার প্রতি রোজা রাখা হারাম এবং ইফতারি করা ওয়াজিব। তবে পরে কাজা করে নিবে।

© একজন মুসলিমের সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকা উত্তম। জানাবত (বীর্যস্খলন জনিত অপবিত্র অবস্থা), মাসিক ঋতু ও প্রসূতির পর ফজর পর্যন্ত গোসল না করে সেহরি খেয়ে রোজা রাখলে অসুবিধা

১.বুখারী হাঃ নং ১৯৪৭ মুসলিম হাঃ নং ১১১৮

নেই। তবে গোসল করে ফজরের সালাত সময়মত আদায় করা জরুরি হবে।

© যে ব্যক্তি সফর করতে চায় সে নিজের শহর বা গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হওয়ার পর সে সফরের সুবিধা গ্রহণ করবে।

© সুন্নত হলো যে রমজান মাসে দিনের বেলা সফর করতে চায় সে নিজের শহর বা গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হওয়ার পর রোজা ছাড়তে চাইলে ছাড়বে।

© যদি সূর্যাস্তের পূর্বে বিমান উড়ে এবং ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে যায় তবে সূর্য ডুবার আগে ইফতারি করা বৈধ না।

© আর যে অন্যের উপকারের জন্য ইফতারি করে। যেমন: কোন ডুবন্ত মানুষকে উঠানো অথবা আগুন নিভানো ইত্যাদির জন্য তাকে শুধুমাত্র কাজা করা লাগবে।

¿ যেসব দেশে সূর্যাস্ত হয় না সেখানে রোজা রাখার পদ্ধতি:

যে ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করে যেখানে গ্রীষ্মকালীন সূর্যাস্ত ও শীতকালীন সূর্য উদিত হয় না। অথবা এমন দেশ যেখানে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত কিংবা এর চেয়ে কম বেশি। এমতাবস্থায় তাদের সালাত ও রোজার সময় পার্শ্ববর্তী দেশ যেখানে রাত-দিনের পার্থক্য করা যায় তার সময় অনুসরণ করবে। যার সমস্ত সময় হবে ২৪ ঘন্টা। রোজার মাসের প্রথম ও শেষ এবং সেহরির শেষ ও ইফতারির শুরু ঐ পাশের দেশের সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।

[w x y z { | } ~ لِّأَنفُسِكُمْۗ وَمَن يُوقَ
شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ © Z التغابن: ١٦ – ١٨

"অতএব, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" [সূরা তাগাবুন:১৬]

¿ রমজানের রোজা ত্যাগকারীর বিধানঃ

যে ব্যক্তি রমজানের রোজাকে অস্বীকার করে ত্যাগ করবে সে কাফের। আর যে অলসতা ও অবহেলা করে ত্যাগ করে তাকে কাফের ফতোয়া দেওয়া যাবে না এবং তার সালাত সহীহ হবে। কিন্তু সে বড় গুনাহগার হবে।

K J I H G F E D C B A @ ? > [

Z S R Q O N M L النساء: ١١٥

“যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাই যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।” [নিসা:১১৫]

¿ যে সমস্ত জিনিস রোজাকে বিনষ্ট করে দেয় তা নিম্নরূপঃ

১. রমজান মাসের দিনের বেলায় স্বেচ্ছায় খানাপিনা করা।
২. রমজানের দিনে স্ত্রী সহবাস করা।
৩. রমজানের দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় স্ত্রীর শরীরের সাথে ঘর্ষণ করে বা চুমা কিংবা হস্তমৈথুন ইত্যাদি দ্বারা বীর্যপাত হলে।
৪. রমজানের দিনের বেলায় ভিটামিন যুক্ত ইঞ্জেকশন নিলে।

এগুলো তখন রোজা ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে যখন স্বেচ্ছায়, জানা ও রোজার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় হবে।

৫. নারীদের হায়েয় (মাসিক ঋতু) ও নিফাস (প্রসূতির) রক্ত বের হলে।
৬. মুরদাত তথা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে।
৭. কিডনী ধৌত করলে; শরীর থেকে রক্ত বের করে পরিস্কারের পর কিছু পদার্থ মিশিয়ে আবার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া রোজা ভঙ্গকারী কারণ।

¿ রোজাদার ও অন্যদের জন্য নাকের ময়লা ও কফ গিলে ফেলা হারাম; কারণ ইহা নোংরা ও ক্ষতিকর জিনিস, তবে রোজা ভঙ্গ করবে না। আর যদি জিভ বা দাঁত থেকে রক্ত বের হয় বা কোন

খাদ্যের স্বাদ চাখে এবং ভিতরে গিলে না ফেলে, তবে রোজা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু গিলে ফেললে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

¿ রোজা ভঙ্গকারী জিনিসগুলোর প্রকার:

রোজা ভঙ্গকারী জিনিসগুলো দুই প্রকার

১. শরীরের উপকার, খাদ্য ও শক্তি সঞ্চার করে এমন। যেমন: খানাপিনা ও এর অর্থে যা আসে। অথবা শরীরের ক্ষতি সাধন করে যেমন: রক্ত ও মাদক ইত্যাদি জিনিস পান করা।

২. যে সকল জিনিস শরীরকে দুর্বল করে দেয় যেমন: সহবাসের ইচ্ছা পোষণ করা বা বীর্যপাত ঘটানো এবং নারীদের মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থার রক্ত রেব হওয়া।

¿ ফজরের আজানের সময় হাতে পাত্র থাকলে কি করবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». أخرجه أبوداود.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমাদের কারো হাতে খানার পাত্র থাকা অবস্থায় ফজরের আজান শুনবে তখন সে যেন তা না রেখে প্রয়োজন পূরণ করে নেয়।"[১]

¿ যে সকল জিনিস রোজা ভঙ্গ করে না তা অনেক তন্মধ্যে:

সুরমা ব্যবহার, সাধারণ ইঞ্জেকশন, মূত্রনালীতে ড্রফ ব্যবহার, ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করা, খোশবু ও তেল ব্যবহার এবং আগর বাতি-চন্দন কাঠ জ্বালিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ, মেহদি লাগানো, চোখ ও কানে ড্রফ ব্যবহার, থুথু গিলে ফেলা, অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়া, শিংগা লাগানো, শিরা বা শরীরের থেকে রক্ত বের করা, নাক থেকে রক্ত বের হওয়া, রক্ত শূন্যতার ফলে দুর্বল হওয়া, ক্ষতস্থান হতে রক্ত বের হওয়া, দাঁত উঠালে, মযী (কামরস-যা তীব্র উত্তেজনার সময় বীর্যপাতের পূর্বে পুরুষাঙ্গ বয়ে প্রবাহিত হয়) ও ওয়াদী (প্রস্রাব করার পর নির্গত পাতলা সাদা সাদা

১. হাদিসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৩৫০ সহীহ সুনানে আবু দাউদ হাঃ নং ২০৬০

তরল পদার্থ) বের হওয়া, শ্বাসকষ্টের জন্য স্প্রেয়ার (এটোমাইজার) ব্যবহার, পানি দ্বারা ঠাণ্ডা গ্রহণ বা গোসল করা রক্ত পরীক্ষা করা ও দাঁতের পেষ্ট ব্যবহার। এগুলো ঘটলে বা হলে কিংবা করলে রোজা নষ্ট হবে না।

ভিটামিন না এমন ইঞ্জেকশন নেওয়াতে রোজা বিনষ্ট হবে না যেমন সুগারের ইঞ্জেকশন। কিন্তু সম্ভব হলে রাত পর্যন্ত দেরী করাই উত্তম।

r q p o n m l k j i h[

s u v w x y { | } ~ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ © ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ

وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ ´ µ ¶ ¸ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ Z البقرة: ١٨٥

"রমজান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না–যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" [সূরা বাকারা:১৮৫]

¿ রোজাদারের জন্য যা মকরুহ: ওয়াজিব এবং জায়েজ

রোজাদারের জন্য শক্তভাবে কুলি ও নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করা মকরুহ। অনুরূপভাবে মকরুহ হচ্ছে অপ্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ চাখা এবং শিঙ্গা লাগানো বা রক্তদান কিংবা বের করা যদি শরীরকে দুর্বল করে দেয়।

¿ রোজাদারের জন্য যা ওয়াজিব:

মুয়াজজিনের আজান শুনা মাত্র রোজাদারের উপর ওয়াজিব হলো ইফতারি করা। আর দ্বিতীয় ফজর তথা সুবেহ সাদিক সুস্পষ্ট হয়ে গেলে

সকল প্রকার রোজা ভঙ্গের জিনিস যেমন: খানাপিনা ইত্যাদি হতে বিরত থাকাও ওয়াজিব। এ ছাড়া প্রতিটি মুহূর্তে মিথ্যা, গিবত ও গালি-গালাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। আর এসব রমজান মাসে শক্তভাবে নিষিদ্ধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» .أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় মিথ্যা কথা ও কাজ এবং অজ্ঞতা পরিত্যাগ করবে না, তার খানাপিনা ত্যাগ ক'রে উপবাস থাকা আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই।"[১]

¿ ইফতার ব্যতীত ধারাবাহিক রোজা রাখার ব্যাপারে যা হালাল আর যা হারাম:

দুইদিন বা আরো বেশি দিনের মাঝে ইফতার করা ব্যতীত ক্রমাগতভাবে রোজা রাখা থেকে নবী [ﷺ] নিষেধ করেছেন।

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

« لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ» .أخرجه البخاري.

"তোমরা ইফতার ব্যতীত ধারাবাহিক রোজা রেখ না। আর যে করতে চায় সে যেন সেহরি করা পর্যন্ত করে। সাহাবীগণ বললেন: আপনি তো রাখেন। তিনি বললেন: "আমি তোমাদের কারো মত নই; কেননা আমি রাত্রি যাপন করি আর আমাকে খাদ্যদানকারী (আল্লাহ) খাদ্য খাওয়ান ও পানকারী পান করান।"[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬০৫৭

২. বুখারী হাঃ নং ১৯৬৭

¿ রোজাদারের জন্য স্ত্রীকে চুমা দেওয়া ও শরীরের সাথে ঘর্ষণ করার বিধানঃ

রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দেওয়া, স্পর্শ করা এবং কাপড়ের উপর দিয়ে শরীরের সাথে শরীর মিলানো সবই জায়েজ। এতে কোন অসুবিধা নেই যদিও কাম-বাসনা জাগ্রত হয় না কেন? কিন্তু শর্ত হলো নিজেকে স্ত্রী মিলন করে বীর্যপাত করা হতে নিরাপদে রাখার ক্ষমতা থাকা। আর মিলনে পতিত হওয়ার ভয় থাকলে হারাম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] রোজা অবস্থায় চুমা ও শরীরের সঙ্গে শরীর ঘর্ষণ করতেন। আর তিনি ছিলেন নিজের চাহিদা আয়ত্বে রাখার ব্যাপারে সব চাইতে বেশি ক্ষমতাবান।”[১]

¿ রমজানের দিনের বেলা সহবাস করলে তার বিধানঃ

১. রোজাদার যদি হস্তমৈথুন বা সহবাস ছাড়া স্ত্রীর শরীরের সঙ্গে ঘর্ষণ করে বীর্যপাত করে তবে গুনাহগার হবে, তাকে তওবা এবং কাজা করতে হবে। কিন্তু কাফফারা আদায় করা লাগবে না।

২. মুসাফির সফর অবস্থায় রমজানের রোজা রাখার পর যদি স্ত্রী সহবাস করে, তবে তার উপর কাজা জরুরি কাফফারা নয় আর পাপ হবে না; কারণ সে মুসাফির।

৩. বাড়িতে অবস্থানরত অবস্থায় জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় যদি স্ত্রী সহবাস করে, তবে সে গুনাহগার হবে, তাওবা করতে হবে, কাজা ও কাফফারা উভয়টা করতে হবে। আর যদি বাধ্য হয়ে করে অথবা অজ্ঞতাবশ: বা ভুলে করে, তবে তার রোজা সহীহ-সঠিক হবে এবং কাজা ও কাফফারা কিছুই লাগবে না। আর স্ত্রীর প্রতি দুই অবস্থাতে পুরুষের মতই বিধান।

(ক) যদি রমজানের দিনের বেলা দুই বা তার অধিক দিন স্ত্রী সহবাস করে তাহলে যত দিন সহবাস করেছে ততদিনের কাফফারা ও কাজা

১.বুখারী হাঃ নং ১৯২৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১০৬

করতে হবে। আর যদি একই দিনে একাধিক বার করে, তবে তার প্রতি কাজাসহ একটিই কাফফারা লাগবে।

(খ) যদি সফর থেকে দিনের বেলা রোজা না করা অবস্থায় বাড়িতে পৌঁছে স্ত্রীকে মাসিক ঋতু বা প্রসূতি থেকে ফজরের পরে পবিত্র হয়েছে এমন পায় তাহলে তার সঙ্গে মিলন করা জায়েজ।

¿ রমজানের দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফফারা:

একটি গোলাম আজাদ করা। যদি না পায় তবে বিরতিহীন ভাবে একাধারে দুই মাস রোজা রাখা। যদি না পারে তবে ৬০জন মিসকিন প্রতি জনকে আধা সা' (প্রায় ১.২০) গ্রাম করে খাদ্য খাওয়ানো। যদি ইহাও না সামর্থ্য না রাখে তবে রহিত হয়ে যাবে। যার প্রতি রোজা রাখা ফরজ এমন ব্যক্তি রমজানের দিনে সহবাস ছাড়া কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর যে ব্যক্তি নফল বা নজরের (মান্নতের) কিংবা কাজা রোজা করা বা সফর অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে তার প্রতি কোন কাফফারা নাই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: أين السائل ؟ قال: أنا، قال: تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ:هل هناك أحد أفقر مني أتصدق عليه، فَمَا أَفْقَرَ مِنَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:« اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট বসেছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি বললেন: "কি হয়েছে তোমার?" সে বলল: রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:

"তোমার কাছে আজাদ করার মত কোন দাস-দাসী আছে ?" সে বলল: না। তিনি বললেন: "তাহলে কি তুমি কোন বিরতি ছাড়া একাধারে দু'মাস রোজা রাখতে পারবে?" সে বলল: না। তিনি বললেন:"তাহলে কি তুমি ৬০জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পারবে?" সে বলল: না। এরপর লোকটি বসেছিল। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর নিয়ে আসা হলে নবী [ﷺ] বললেন: "প্রশ্নকারী কোথায়?" সে বলল: এইতো আমি। তিনি বললেন:"এগুলো নিয়ে গিয়ে দান ক'রে দাও।" সে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমার চেয়েও কেউ গরিব আছে যাকে দান করব? আল্লাহর কসম! মদীনার দুই পাহাড়ের মাঝে আমার পরিবারের চেয়ে বেশি গরিব কোন পরিবার নেই। অত:পর রসূলুল্লাহ স্বশব্দে হাসলেন যার ফলে তাঁর কর্তনদন্ত প্রকাশ পেল। এরপর তিনি [ﷺ] বললেন:"এটা তোমার পরিবারকে খেতে দাও।"[১]

¿ যেসব জিনি রোজার ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন করে না:

যার প্রতি একাধারে দুই মাস কাফফারার রোজা রাখা জরুরি তার মাঝের বিচ্ছিন্নতা যে সকল জিনিস দ্বারা ঘটে না তা হলো: দুই ঈদের দিন, সফর অবস্থা, যে রোগে ইফতারি করা জায়েজ, নারীদের মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থা।

¿ রমজানের রোজা কাজার করার পদ্ধতি:

১. আল্লাহ তা'আলা যাদের ওজর নেই তাদের প্রতি রমজানের রোজা সময়মত আদায় করা ফরজ করেছেন। আর যাদের অস্থায়ী ওজর আছে যেমন: সফর ও মাসিক ঋতু তাদের প্রতি কাজা ফরজ করেছেন। আর যাদের স্থায়ী ওজর যার ফলে রোজা রাখতে পারে না তাদের প্রতি আদায় ও কাজা কোনটাই নাই। যেমন: বয়স্ক, যার অসুখ ভাল হওয়ার কোন আশা নেই ইত্যাদি বরং মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে।

২. সুন্নত হলো রমজানের রোজা জলদি করে ও একাধারে কাজা করা। আর যদি দ্বিতীয় রমজান ও কাজার মাঝে সময় কম হয়, তবে একাধারে কাজা করা ওয়াজিব। যদি কোন ওজর ছাড়াই দ্বিতীয় রমজানের পূর্বে

১.বুখারী হাঃ নং ১৯৩৬ মুসলিম হাঃ নং ১১১১ শব্দ তারই

কাজা করতে না পারে, তবে সে পাপি হবে তওবা ও ক্ষমা চাইতে হবে ও পরে কাজা করে নিবে।

৩. যে ব্যক্তি পুরা রমজান বা কিছু দিন রোজা জেনে-বুঝে ও স্বেচ্ছায় কোন ওজর ছাড়াই করে নাই তার জন্য কাজা নেই এবং করলেও সহীহ হবে না। আর সে মহাপাপি তার উপর তওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব।

¿ মাইয়েতের রোজার কাজার বিধান:

১. রমজানের রোজা কাজা না করে কেউ মারা গেলে যদি রোগ ইত্যাদি ওজর থাকে, তবে তার পক্ষ থেকে না কাজা করতে হবে আর না মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে। আর যদি কাজা করার সুযোগ পাওয়ার পরেও কাজা না করে মারা যায়, তবে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কাজা করে দিবে।

২. যে ব্যক্তি নজরের রোজা বা নজরের হজ্ব কিংবা নজরের এতেকাফ ইত্যাদি রেখে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবকের তা কাজা করে দেওয়া মুস্তাহাব। উত্তরাধিকারীই অভিভাবক কিন্তু যদি অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ কাজা করে তবুও সহীহ ও যথেষ্ট হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি তার প্রতি রোজা রেখে মারা যায় তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কাজা করে দিবে।"[১]

¿ ঈদের দিনে রোজা রাখার বিধান:

ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আজহার দিনে কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর রোজা রাখা হারাম। আর রাখলেও সঠিক হবে না। আর নিষেধাজ্ঞা যদি সরাসরি এবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তবে তা হারাম ও বাতিল। যেমন: কোন মুসলিম ব্যক্তি ঈদের দিনে রোজা রাখে তবে তার রোজা রাখা

১.বুখারী হাঃ নং ১৯৫২ মুসলিম হাঃ নং ১১৪৭

হারাম ও বাতিল। আর যদি নিষেধাজ্ঞা এমন কথা বা কাজের সঙ্গে হয় যা এবাদতের সাথে সম্পৃক্ত তবে তা এবাদতকে বাতিল করে দেয়। যেমন:যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় খেয়ে ফেলল তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি নিষিদ্ধতা সাধারণ হয় যা এবাতদ ও অন্যান্যর সঙ্গে সম্পৃক্ত তাহলে ইহা এবাদতকে বাতিল করবে না। যেমনঃ রোজাদার যদি গিবত করে তা হারাম কিন্তু রোজাকে বিনষ্ট করে না। আর এই নীতিমালা সকল এবাদতের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

৩- সিয়ামের সুন্নতসমূহ

১. রোজাদারের জন্য সুন্নত হলো: সেহরি খাওয়া; কারণ সেহরিতে আছে বরকত। আর সর্বোত্তম সেহরি হচ্ছে খেজুর। সেহরি দেরী করে খাওয়া উত্তম। সেহরির বরকতের মধ্যে আছে আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদতে তাকওয়া অর্জন। সেহরির সময় ঘুম থেকে জাগা যা ক্ষমা ও দোয়ার জন্য একটি উপযুক্ত সময়। এ ছাড়া ফজরের জামাতে শরিক হওয়া ও আহলে কিতাবের বিপরীত সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে সম্ভব।

২. সুন্নত হলো সূর্য ডুবার সাথে সাথে খেজুর দ্বারা দেরী না করে তাড়াতাড়ি ইফতারি করা। যদি খেজুর না থাকে তবে পানি দ্বারা। আর পানিও না থাকলে হালাল সহজ-সাধ্য যে কোন খাদ্য-পানীয় দ্বারা। যদি কিছুই না পায় তবে অন্তর দ্বারা ইফতারির নিয়ত করা।

রোজাদারের শরীরের সংরক্ষিত সুগার থেকে একটা অংশ ক্ষয় হয়। আর মানুষের স্বাভাবিক সুগারের চাইতে যখন ঘাটতি হয়, তখন রোজাদার দুর্বলতা, অলসতা, চোখে সরিষার ফুল দেখা অনুভব করে। তাই যখন খেজুর খায়, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তার ঘাটতি সুগার ও হারিয়ে যাওয়া প্রফুল্লাতা ফিরে আসে।

৩. ক্ষমাতাবন ব্যক্তির জন্য রোজাদারকে ইফতারি করানো সুন্নত। যে রোজাদারকে ইফতারি করাবে সে তার অনুরূপ সওয়াব পাবে এবং এতে করে রোজাদারের কোন নেকি কমানো হবে না।

৪. রোজাদারের জন্য সুন্নত হলো বেশি বেশি জিকির ও দোয়া করা। ইফতারি খাওয়ার শুরুতে "বিসমিল্ল্যাহ" আর শেষ হলে "আল-হামদু লিল্ল্যাহ" বলা। আর ইফতারি খাওয়ার সময় বলবে:

«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». أخرجه أبوداود.

"যাহাবায্যমায়ু ওয়াব্তাল্লাতিল 'উরূক, ওয়া ছাবাতাল আজ্রু ইন্ শাআল্লাহ।"[১]

---

১. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২৩৫৭

৫. রোজাদার ও অন্যদের জন্য দিনের যে কোন সময় মেসওয়াক করা সুন্নত। চাই তা দিনের প্রথমে হোক বা শেষে হোক ।

৬. রোজাদারকে কেউ গালি দিলে বা তার সাথে ঝগড়া করলে বলবে: আমি রোজাদার, আমি রোজাদার। আর যদি দাঁড়িয়ে থাকে তবে বসে যাবে।

৭. রোজাদারের জন্য বেশী বেশী নেকির কাজ করা সুন্নত। যেমন: জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, দান-খয়রাত, ফকির ও অভাবীদের সাহায্য-সহযোগিতা, তওবা ও ইস্তিগফার, তাহাজ্জুদের সালাত, আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুটকরণ ও রোগীদের পরিচর্যা ইত্যাদি।

৮. রমজানের রাত্রিগুলিতে এশার সালাতের পরে তারাবির নামাজ আদায় করা সুন্নত। (বেতরসহ এগার রাকাত বা বেতরসহ তের রাকাত) ইহাই হচ্ছে সুন্নত। আর যে এর চেয়ে অধিক পড়তে চায় তাতে কোন অসুবিধা নেই এবং মকরুহ না। আর যে ইমামের সাথেই তারাবির সালাত শেষ করে বের হবে তার জন্য সমস্ত রাত্রির কিয়ামের নেকি লেখা হবে।

৯. কোন নফল রোজাদারকে দিনের বেলা খানাপিনার জন্য আহ্বান করলে সুন্নত হলো সে বলবে: আমি রোজাদার; কারণ নবী ﷺ-এর বাণী:

« إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ » .أخرجه مسلم.

"যখন তোমাদের কোন রোজাদারকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় তখন সে যেন বলে: আমি রোজাদার।"[১]

১০. রোজাদার ও অন্যান্যদের জন্য সুন্নত হলো যখন কোন জাতি বা ব্যক্তির নিকট খাবে তখন বলবে:

« أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ »

أخرجه أبوداود وابن ماجه.

"আফতারা 'ইন্দাকুমুস স্ব-য়িমূন, ওয়া আকালা ত্ব'আমাকুমুল আবরাার, ওয়া স্বল্লাত 'আলাইকুমুল মালাাইকাহ্ "[২]

১১. রমজানে উমরা করা সুন্নত; কারণ নবী [ﷺ] বলেছেন:

১.মুসলিম হাঃ নং ১১৫০

২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮৫৪ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৭৪৭

«....عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي» .متفق عليه.

"রমজানে একটি উমরা করা হজ্বের সমান বা আমার সঙ্গে হজ্ব করা।"[১]

¿ যদি কোন ব্যক্তি রমজানের শেষ দিনে উমরার ইহরাম বাঁধে এবং উমরার কার্যাদি ঈদের রাত্রির পূর্বে করতে সক্ষম না হয়, তবে তার উমরা রমজানেই হয়েছে বলে ধরা হবে; কারণ সে যে সময় উমরার ইহরাম বেঁধেছিল সে সময় ছিল রমজান।

১২. রমজানের শেষ দশকে সুন্নত হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার এবাদতে বেশি বেশি পরিশ্রম করা, সমস্ত রাত্রি নিজে জাগা ও পরিবারের সকলকে জাগানো। আর লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ করা।

¿ শরিয়ত সম্মত সর্বোত্তম সময়ঃ

মাসসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম মাস রমজান। রমজানের শেষ দশ রাত্রি যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাত হতে উত্তম; কারণ এতে রয়েছে লাইলাতুল কদর। আর যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন রমজানের শেষ দশ দিন হতে উত্তম; কারণ এতে রয়েছে কুরবানির দিন। আর জুমার দিন সপ্তাহের অন্যান্য দিন হতে উত্তম। আর কুরবানির দিন বছরের সর্বোত্তম দিন এবং লাইলাতুল কদরের রাত্রি বছরের সর্বোত্তম রাত্রি।

¿ লাইলাতুল কদরের ফজিলতঃ

লাইলাতুল কদর তথা কদরের রাত্রি একটি মর্যাদাপূর্ণ মহিমান্বিত রাত। এ রাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের নির্ধারণ হয়। সারা বছরের রিজিক, হায়াত-মওত ও অবস্থার আবর্তন-বিবর্তন নির্দিষ্ট করা হয়। রমজানের শেষ দশকের বেড়োজ রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল কদর হওয়াটা আশা করা যায়। আর লাইলাতুল কদর সবচেয়ে ২৭ তারিখে হওয়াটা বেশি সম্ভবপর।

১.বুখারী হাঃ নং ১৮৬৩ মুসলিম হাঃ নং ১২৫৬ শব্দ তারই

¿ লাইলাতুল কদরের বৈশিষ্ট্যঃ

লাইলাতুল কদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আর এক হাজার মাস হচ্ছে ৮৩ বছর ৪ মাস। ইহা এই উম্মতের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই এ রাত্রি এবাদতের মাধ্যমে জাগা ও বেশি বেশি জিকির ও এস্তেগফার এবং এর বিশেষ দোয়া বেশি বেশি পাঠ করা মুস্তাহাব।

১. আল্লাহর বাণীঃ

1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

Z C القدر: ١ - ٥

"নিশ্চয়ই আমি একে (আল-কুরআন) নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে। আর আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর হচ্ছে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরিল) অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটা নিরাপত্তা যা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত অব্যহত থাকে।" [সূরা ক্বদরঃ ১-৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه» .متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [﵁] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে লাইলাতুল কদরের কিয়াম করে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৯০১ মুসলিম হাঃ নং ৭৬০

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلمْتُ أَيُّ لَيْلَة لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» .أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৩. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বললাম: হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি লাইলাতুল কদর বুঝতে পারি তবে কি বলব? তিনি [ﷺ] বললেন: তুমি বলবে:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

“আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুওবুন কারীমুন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী।”[১]
হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল ও মহৎ ,তুমি ক্ষমা করা পছন্দ কর। অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

১.হাদিসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫১৩ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৫০

৪-নফল সিয়াম

¿ নবী [ﷺ]-এর রোজা ও ইফতারির নিয়ম:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ .متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] রমজান মাস ব্যতীত আর অন্য কোন মাসে পূর্ণ রোজা রাখেননি। আর তিনি যখন রোজা রাখতেন তখন বলা হত: তিনি বুঝি আর রোজা ছাড়বেন না। আর যখন ছাড়তেন তখন বলা হত: তিনি বুঝি আর রোজা রাখবেন না।"[১]

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنْ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ .أخرجه البخاري .

২. হুমাইদ (রহ:) থেকে বর্ণিত তিনি আনাস [رضي الله عنه]কে বলতে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] কোন মাসের রোজা রাখতেন না, যার ফলে আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি এ মাসে রোজা রাখবেন না। আর যখন কোন মাসের রোজা রাখতেন তখন আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি আর এ মাসে রোজা ছাড়বেন না। আর রাত্রির প্রতিটি অংশে তাঁকে নামাজ পড়তে বা ঘুমাতে দেখতে চাও দেখতে পাবে।"[২] (অর্থাৎ-কোন রাত্রে প্রথম ভাগে কোন রাত্রে মধ্যভাগে আর কোন রাত্রে শেষ ভাগে)

১.বুখারী হাঃ নং ১৯৭১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৫৭
২. বুখারী হাঃ নং ১৯৭২

¿ **রোজার প্রকারঃ**

রোজা দুই প্রকারঃ

P ফরজ রোজা যেমনঃ রমজানের রোজা।

P নফল রোজঃ ইহা দুই প্রকারঃ

(ক) সাধারণ নফল রোজা।

(খ) নির্দিষ্ট নফল রোজা। আর এগুলোর একটি অপরটি হতে তাকিদপূর্ণ।

নফল রোজার বহু সওয়াব এবং অধিক প্রতিদান রয়েছে। আর ফরজ রোজার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে নফল রোজা তার পরিপূরক হবে। এ ছাড়া রোজাতে রয়েছে অন্তর ও শরীরের উপকার, ইফতারি ও সওয়াব অর্জনে খুশী এবং মুসলিম ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাজত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَــخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনঃ “আল্লাহ বলেনঃ বনি আদমের প্রতিটি আমল তার জন্যে। কিন্তু সিয়াম ব্যতিরেকে; ইহা একমাত্র আমার জন্যে যার প্রতিদান আমি নিজে দান করব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যখন সিয়াম রাখবে সে যেন অসার ও অশ্লীল কথা না বলে এবং চিল্লাচিল্লী না করে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় তাহলে সে বলবে আমি একজন রোজাদার মানুষ। যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকটে মেস্কের সুগন্ধির চাইতে অধিক সুগন্ধ। রোজাদারের জন্যে দু’টি আনন্দ যাতে সে খুশি করে। (১) যখন সে ইফতারি করে তখন আনন্দ করে।

(২) যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার রোজা দ্বারা আনন্দিত হবে।"[১]

¿ নফল রোজার ভাগ:

শরিয়ত সম্মত নফল রোজা চার প্রকার:

১. যা দিনের আবর্তনের সাথে বারবার আসতে থাকে। যেমন: একদিন রোজা আর একদিন রোজা ছাড়া।
২. যা সপ্তাহর আবর্তনের সাথে বারবার আসে। যেমন: প্রতি সোমবারের রোজা।
৩. যা মাসের আবর্তনের সাথে আসে। যেমন: প্রতি মাসে তিনটি রোজা।
৪. যা বছরের আবর্তনের সাথে আসে। যেমন: আরাফাতের দিনের রোজা, আশুরায়ে মহররমের রোজা, শাওয়ালের ছয়টি রোজা, যিল হজ্ব মাসের প্রথম নয় দিনের রোজা, এবং আল্লাহর মাস মহররম ও শাবানের অধিক রোজা রাখা।

¿ নফল রোজার প্রকার:

নফল রোজা আট প্রকার যথা:

১. সর্বোত্তম নফল রোজা দাউদ [عليه السلام]-এর রোজা। তিনি একদিন রোজা রাখতেন আর পরের দিন রোজা ছাড়তেন।
২. রমজানের পরে সর্বোত্তম রোজা মহররম মাসের রোজা। আর আশুরার (দশ তারিখের) রোজা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এরপর নয় তারিখের রোজা। দশ তারিখের রোজা গত এক বছরের গুনাহকে মাফ করে দেয়। আর ইহুদিদের সাথে বিপরীত করার জন্য মহররমের দশ তারিখের সাথে নয় তারিখ রোজা রাখা উত্তম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاة بَعْدَ الْفَرِيضَة صَلَاةُ اللَّيْلِ.

أخرجه مسلم.

[১]. বুখারী হা: নং ১৯০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১১৫১

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "রমজানের পরে সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে মোহররমের রোজা। আর ফরজ সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত।"[১]

৩. শাওয়াল মাসের ৬টি রোজা।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ». أخرجه مسلم.

আবু আইয়ূব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখার পরে শাওয়াল থেকে ৬টি রোজা রাখল ইহা যেন সারা বছরের রোজা রাখা হল।"[২]

ইহা ঈদের পরে একাধারে ৬টি রোজা রাখা উত্তম। কিন্তু যদি বিচ্ছিন্নভাবে রাখে তবুও জায়েজ।

৪. প্রতি মাসে ৩দিন রোজা। ইহা সারা বছরের রোজা রাখার সমান। আর সুন্নত হলো "আইয়ামে বীয" তথা প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা রাখা। আর ইচ্ছা করলে মাসের শুরু থেকে রোজা রাখবে অথবা শেষ থেকে রাখবে।

عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ. أخرجه مسلم.

মু'য়াযা আদাবীয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ] এর স্ত্রী আয়েশা [রা:]কে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা রসূলুল্লাহ [ﷺ] কি প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখতে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি তাঁকে বললাম, মাসের কোন দিনগুলোতে রাখতেন? তিনি বললেন: মাসের কোন দিন সে ব্যাপরে তিনি গুরুত্ব দিতেন না।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১১৬৩

২.মুসলিম হাঃ নং ১১৬৪

[৩]. মুসলিম হা: নং ১১৬০

৫. যিলহজ্ব মাসের প্রথম ৯ দিনের রোজা। এর মধ্যে যারা হজ্বের বাইরে থাকবেন তাদের জন্য সর্বোত্তম ৯ তারিখের রোজা; কারণ এ দিন আরাফাতের দিন। এ রোজা আগের এক বছর ও পরের এক বছরের পাপরাজি মিটিয়ে দেয়।
৬. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখা।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» . متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্ব সমান দূরে করে দিবেন।"[১]
৭. শা'বান মাসের প্রথমাংশে বেশী বেশী রোজা রাখা মুস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ». متفق عليه.

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন (নফল) রোজা রাখতেন তখন আমরা বলতাম তিনি বুঝি রোজা ছাড়বেন না। আর যখন ছাড়তেন তখন আমরা বলতাম তিনি বুঝি রোজা রাখবেন না। আর রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে রমজান ছাড়া অন্য কোন মাস পুরা রোজ রাখতে দেখেনি। এ ছাড়া শাবান মাসের চাইতে বেশি অন্য কোন মাসে রোজা রাখতেও দেখেনি।[২]

১.বুখারী হাঃ নং ২৮৪০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৫৩
২. বুখারী হা: নং ১৯৬৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১১৫৬

৮. প্রতি সপ্তাহের সোমবারের রোজা।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ ...-وفيه- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام» قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» .. وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ». أخرجه مسلم.

আবু কাতাদা আনসারী [রাঃ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে তাঁর রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়---- এতে রয়েছে একদিন রোজা রাখা আর একদিন না রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "ইহা হচ্ছে আমার ভাই দাঊদ [আঃ]-এর রোজা।" তাঁকে সোমবারের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: "এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবী হয়েছি বা আমার প্রতি অহী নাজিল হয়েছে।" আর আরাফাতের দিনের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:"এই রোজা এক বছর পূর্বের ও এক বছর পরের গুনাহ মাফ করে দেয়।" তাঁকে আশুরার দিনে রোজা রাখার ফজিলত জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:"এই রোজা পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়।"[১]

- মুসাফিরের জন্য আরাফাতের ও আশুরার দিনে রোজা রাখা মুস্তাহাব, যাতে করে সে এর সওয়াব অর্জন করতে পারে; কারণ এর সময় চলে গেলে সুযোগ হারিয়ে যাবে। আর যারা হজ্বরত অবস্থায় আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করবেন তাদের জন্য সেদিনের রোজা রাখা বিধি সম্মত নয়। কারণ এটাই হলো নবীর সুন্নত। এ ছাড়া হজ্বে কার্যাদি আদায়ে শক্তিশালী হবে।

১.মুসলিম হাঃ নং ১১৬২

¿ নফল রোজার ব্যাপারে নবী [ﷺ]-এর পন্থা:

নফল রোজার ব্যাপারে নবী [ﷺ]-এর পন্থা তিনটি যথা:

প্রথম: যার প্রতি নবী [ﷺ] উৎসাহিত করেছেন এবং নিজে সর্বদা করছেন। যেমন: প্রতি মাসে তিনটি রোজা এবং আশুরার রোজা।

দ্বিতীয়: যার প্রতি নবী [ﷺ] উৎসাহিত করেছেন এবং তার অধিকাংশ রোজা রেখেছেন যেমন শাবান মাসের রোজা।

তৃতীয়: যার প্রতি নবী [ﷺ] উৎসাহি করেছেন কিন্তু নিজে করেননি। আর এটা হয়তো তাঁর ব্যস্ততা ইত্যাদি কারণে। যেমন: শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা, একদিন রোজা আর একদিন বেরোজা ও মহররম মাসের রোজা। আমাদের প্রতি ওয়াজিব হলো নবী [ﷺ]-এর আনুগত্য করা এবং তাঁকে অনুসরণ করা তাঁর কার্যাদি, বাণীসমূহ ও চরিত্রে।

] لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ Z الأحزاب: ٢١

“যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।”
[সূরা আহজাব:২১]

¿ শনিবার ও রবিবার রোজা রাখার বিধান:

শনি ও রবিবার রোজা রাখা উত্তম; কারণ এই দুই দিন মুশরিকদের ঈদের দিন। তাই এ দিনে রোজা রাখলে তাদের বিপরীত হবে।

¿ যে সকল দিনে রোজা রাখা হারাম:

১. দুই ঈদ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা, সন্দেহের দিন তথা শা‘বান মাসের ৩০ তারিখ রমজান হতে পারে মনে করে, আয়্যামে তাশরীক তথা যিলহজ্ব মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। কিন্তু তামাত্তু‘ ও কেরান হজ্বকারীর জন্যে হাদী জবাই করার সামর্থ্য না থাকলে তার পরিবর্তে রোজা রাখা জায়েজ। এভাবে প্রতিদিন রোজা রাখা।

২. সমস্ত রজব মাসকে রোজা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা হারাম; ইহা জাহেলিয়াতের নির্দশন। কিন্তু যদি তার সাথে অন্যদিনের রোজা

রাখে, তবে হারাম হবে না। অনুরূপ শুধুমাত্র জুমার দিন রোজা রাখা মকরুহ; কারণ ইহা মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। কিন্তু যদি এর সাথে অন্য দিন মিলিয়ে রাখে, তবে মকরুহ হবে না।

৩. স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখা জায়েজ নেই। কিন্তু রমজানের রোজা এবং রমজানের কাজার সময়কাল স্বল্প হলে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই রোজা রাখা জায়েজ।

¿ রমজানের কাজা রোজার পূর্বে শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখার বিধান:

যার প্রতি রমজানের রোজা কাজা আছে সে যদি শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখে, তবে সে উল্লেখিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। বরং সে প্রথমে রমজানের রোজা পূরণ করবে অত:পর শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখবে; যাতে করে সওয়াব হাসিল করতে পারে।

¿ নফল রোজা ভেঙ্গে দেওয়ার বিধান:

যদি কেউ নফল রোজা রাখার পর ভেঙ্গে দিতে চায়, তবে ভেঙ্গে দেওয়া জায়েজ আছে। আর নফল রোজার জন্য দিনের বেলা নিয়ত করা জায়েজ; রাত্রি থেকে নিয়ত করা জরুরি নয়। আর চাইলে ভেঙ্গে দিতে পারে এবং পরে কাজা করা জরুরি নয়। কিন্তু কোন সঠিক উদ্দেশ্য ব্যতীত ভেঙ্গে দেয়া উচিত নয়।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقُلْنَا: لَا قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ. ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ .

أخرجه مسلم.

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] আমার নিকটে প্রবেশ করে বললেন:"তোমাদের নিকট কিছু আছে? আমরা বললাম: না, তিনি বললেন: তাহলে আমি রোজা থেকে গেলাম। এরপরে অন্য একদিন তিনি আমাদের নিকটে আসলে আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে হাইস (এক প্রকার খাদ্য) হাদিয়া

দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন:“আমাকে উহা দেখাও। আমি রোজা রেখে প্রভাত করেছি কিন্তু এখন খাব।”[১]

১.মুসলিম হাঃ নং ১১৫৪

৬- এতেকাফ

¿ **এতেকাফ:** এতেকাফ হলো নারী হোক বা পুরুষ হোক আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে মসজিদে অবস্থান করাকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নেওয়া।

¿ **এতেকাফের সূক্ষ্ম বুঝ:**

এতেকাফ হচ্ছে নিজের নফ্সকে আল্লাহর এবাদতে আবদ্ধ করা ও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। আর সমস্ত মখলুক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা ও অন্তরকে আল্লাহর জিকির থেকে ব্যস্তকারী সকল জিনিস থেকে শূন্য করা।

¿ **এতেকাফের হুকুম:**

এতেকাফ যে কোন সয়ম করা জায়েজ এবং রোজা ছাড়াও করলে সহীহ হবে। আর এতেকাফ করার নজর মানলে ওয়াজিব হয়ে যাবে। এতেকাফ রমজান মাসে করা সুন্নত। আর উত্তম ও তাকিদপূর্ণ হলো রমজানের শেষ দশ দিনে করা। অন্যান্য মসজিদ ছাড়া মসজিদে হারাম অথবা মসজিদে নববীতে কিংবা মসজিদে আকসায় করা সর্বোত্তম। যদি উঁচু মর্যাদার যেমন: মসজিদে হারাম নির্দিষ্ট করে তবে তার চেয়ে নিম্নমানের মসজিদে করা চলবে না। কিন্তু যদি নিম্নমানের মসজিদ নির্দিষ্ট করে তবে তাতে ও তার চেয়ে উঁচু মানের উভয় মসজিদে করা জায়েজ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ Z البقرة: ١٢٥

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে অদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী, ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ।" [সূরা বাকারা:১২৫]

¿ এতেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ:

এতেকাফের জন্য শর্ত হলো: ইসলাম, এতেকাফের নিয়ত এবং এমন মসজিদে যেখানে সালাতের জামাত কায়েম হয়। আর রোজা রাখা অবস্থায় করা উত্তম।

¿ মুসজিদে মহিলাদের এতেকাফের বিধান:

নারীর জন্য পুরুষের মত মসজিদে এতেকাফ করা বৈধ। তবে পবিত্র ও এস্তেহাযা অবস্থা ছাড়া অপবিত্র তথা মাসিক ঋতু বা প্রসূতি অবস্থা যেন না হয়। আর এস্তেহাযা অবস্থায় অবশ্যই যেন সকর্তক থাকে যাতে করে মসজিদ নোংরা না হয়।

এ ছাড়া নারীন জন্য শর্ত হলো: অভিভাকের অনুমতি গ্রহণ, নিজের ও অন্যের জন্য ফেৎনা না হওয়া, নিরাপত্বা থাকা। আর নারীরা পুরুষ হতে দূরে থেকে এতেকাফ করা।

¿ সর্বোত্তম মসজিদসমূহ:

সর্বোত্তম মসজিদ হচ্ছে মাসজিদুল হারাম। সেখানে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে এক লক্ষগুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। এরপর মাসজিদে নববী যেখানে সালাত আদায় করলে এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব মিলবে। এরপর মাসজিদুল আকসা যেখানে সালাত আদায় করলে ২৫০ গুণ বেশি সওয়াব হবে। এরপর জমিনের উপর বাকি সমস্ত মসজিদ, যেগুলোতে এক ওয়াক্ত সালাত দশ ওয়াক্তের সমান নেকি।

¿ এতেকাফ করার জন্য নজর মানার বিধান:

যদি কেউ উল্লেখিত তিনটি মসজিদের কোন একটিতে সালাত বা এতেকাফের নজর মানে তাহলে তার প্রতি তা পূরণ করা জরুরি। আর যে ব্যক্তি সালাত বা এতেকাফ অন্য কোন মসজিদে নজর মানবে তার প্রতি সেখানেই করা জরুরি হবে না। কিন্তু শরিয়তের বিধিমালা অনুযায়ী হতে হবে। তাই তার যে কোন মসজিদে সালাত আদায় বা এতেকাফ করলে চলবে।

¿ এতেকাফের শুরু ও শেষ:

১. যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ে এতেকাফ করার নজর মানবে। যেমন: আমার প্রতি রমজানের এক সপ্তাহ একেতাফ। সে প্রথম রাত্রির সূর্য ডুবার পূর্বে এতেকাফের স্থানে প্রবেশ করবে এবং শেষ দিনের সূর্য ডুবার পরে বের হবে।

২. যদি রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করতে চায় তবে এতেকাফের স্থানে ২১ শে রমজানের রাত্রির সূর্য ডুবার পূর্বে প্রবেশ করবে এবং রমজানের শেষ দিনের সূর্য ডুবার পরে বের হবে।

¿ এতেকাফকারী কি করবে:

১. এতেকাফকারী জন্য বেশি বেশি বিভিন্ন ধরনের নফল এবাদত করা সুন্নত। যেমন: কুরআন তেলাওয়াত, জিকির, দোয়া, ইস্তিগফার, বেশি বেশি নফল সালাত, তাহাজ্জুদ। আর অপ্রয়োজনীয় জিনিস ও কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকা। এ ছাড়া পালনকর্তার সাথে নিজের অন্তরের উপস্থিতি ও কাঁদা ও কাকুতি-মিনতি করা।

২. এতেকাফকারীর জন্য পেশাব-পায়খা, ওযু, জুমার সালাত, খানাপিনা ইত্যাদির জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েজ। এ ছাড়া রোগীকে দেখতে যাওয়া বা যার প্রতি তার হক রয়েছে যেমন: কোন নিকট আত্মীয় বা বন্ধু ইত্যাদি এমন ব্যক্তির জানাজায় হাজির হওয়া।

৩. স্ত্রীর জন্য এতেকাফরত স্বামীর সাথে সাক্ষাত করা ও তার সাথে কিছু সময় আলাপ করা জায়েজ আছে। অনুরূপ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের কেউ সাক্ষাত করতে চাইলে জায়েজ রয়েছে।

¿ এতেকাফের সর্বোত্তম সময়:

এতেকাফের সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রমজানের শেষ দশ দিন। যদি পুরা দশ দিন না করে তবুও জায়েজ। কিন্তু যদি দশ দিনের নজর মেনে থাকে তবে পুরা দশ দিন করতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] তাঁর সারা জীবন রমজানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। অত:পর নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ এতেকাফ করেন।”[১]

¿ যা করলে এতেকাফ বাতিল হয়ে যায়:

অপ্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে এতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপ স্ত্রী সহবাস করলে, মুরদাত হয়ে গেলে, নেশাগ্রস্ত হলে।

c a ` _ ^] [Z Y X W V[

البقرة: ١٨٧ Z j i h g f e d

“আর মসজিদে একেতাফ অবস্থায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।” [সূরা বাকারা:১৮৭]

¿ মসজিদে ঘুমানোর বিধান:

প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে মসজিদে ঘুমানো জায়েজ যেমন: কোন আগন্তক ও ফকির যার কোন আবাস নেই। কিন্তু মসজিদকে ঘুমানোর জায়গা বানানো নিষেধ তবে এতেকাফকারী ইত্যাদি ছাড়া।

¿ এতেকাফের সময়-সীমা:

যে কোন সময় বা কালে চাই দিনে বা রাত্রে কিংবা কিছু নির্দিষ্ট দিনে এতেকাফ করা জায়েজ।

১.বুখারী হাঃ নং ২০২৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৭২

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَوْفِ نَذْرَكَ» فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً .متفق عليه.

১. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলিয়াতের যুগে মাসজিদুল হারামে এতেকাফ করার নজর মেনে ছিলাম। নবী [ﷺ] বললেন: তোমার নজর পূরণ কর। তখন তিনি একটি রাত্রি এতেকাফ করেন।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا . أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] প্রতি রমজানে দশ দিন করে এতেকাফ করতেন। অত:পর যে বছরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছরে ২০ দিন এতেকাফ করেন।"[২]

¿ সুন্নত সম্মত এতেকাফের কাজা:

যে ব্যক্তি প্রতি বছর রমজানে বা তার শেষ দশকে এতেকাফ করে, কিন্তু সে কোন কারণে করতে না পারলে, তা কাজা করা তার জন্য সুন্নত সম্মত।

১.বুখারী হাঃ নং ২০৪২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৫৬ ঈমান পর্বে
২.বুখারী হাঃ নং ২০৪৪

এবাদত

৬- হজ্ব ও উমরার অধ্যায়

এতে রয়েছে:

قال الله تعالى:

p o n m l k j i h g f)

~ } | | z y x w u t s r q

حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ © ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

٩٧) [آل عمران/٩٦-٩٧]

আল্লাহর বাণী:

“নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর ফরজ; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না–আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না।” [সূরা বাকারা: ৯৬-৯৭]

৬ - হজ্ব ও উমরার অধ্যায়

১- হজ্বের বিধানসমূহের ফিকাহ্

¿ **হজ্বঃ** আল্লাহর এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে হজ্বের কার্যাদি আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমনকে হজ্ব বলে।

¿ **মক্কার হারাম শরীফের সীমানাঃ**

পশ্চিম দিকে থেকেঃ শুমাইসী (হুদায়বিয়া) যা মসজিদে হারাম থেকে জেদ্দার রাস্তায় ২২ কি: মি: দূরে অবস্থিত।

পূর্ব দিক থেকেঃ তয়েফের রাস্তায় ‘উরানা উপত্যকার পশ্চিম পার্শ্ব হতে। মসজিদে হারাম হতে ১৫ কি: মি:। জে‘রানার দিক থেকে মোজাহিদিনের পথ। মসজিদে হারাম হতে প্রায় ১৬ কি: মি:

উত্তর দিক থেকেঃ “তান‘ঈম” মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ৭ কি: মি:।

দক্ষিণ দিক থেকেঃ“আযাতু লীন” ইয়ামেনের রাস্তা। মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ১২ কি: মি:।

¿ **মসজিদুল হরামের বৈশিষ্ট্যঃ**

মসজিদুল হারাম হলো সমস্ত হারাম। ইহা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদ। এখানে আল্লাহ তা‘য়ালা জমিনের সর্বপ্রথম ঘর কা‘বাকে স্থাপন করেছেন এবং দুনিয়ার সর্বদিকের সকল মসজিদসমূহের জন্য কেবলা বানিয়েছেন। আর একে বিশ্ববাসীর জন্য বরকতপূর্ণ ও হেদায়েত করেছেন।

কা‘বার মসজিদ ও হারামের সমস্ত মসজিদে সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদ হতে একলক্ষ গুণ বেশি সওয়াব হবে। কিন্তু কা‘বার মসজিদে সর্বোত্তম ও বেশি পবিত্র; কারণ এখানে মুসল্লীর সংখ্যা বেশি ও কেবলার সন্নিকটে।

ইহা বিরাট ফজিলত যা আল্লাহ তা‘য়ালা মক্কার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। একে হজ্বের ঘর বানিয়েছেন। মানুষের এবাদতগাহ করেছেন। একে সকল মুমিনের-মুসলিমের জন্য সমান করেছেন এবং সেখানে হারাম করে দিয়েছেনঃ হত্যা, জীবজন্তুকে ভাগানো, হারানো বস্তু

কুড়ানো, গাছ কাটা, মুশরিকদের জন্য প্রবেশ এবং এখানের পাপ কাজ করাকে বড় কঠিন করে দিয়েছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

5 4 3 2 1 0 / . - , + [

D C B A @ ? > = < : 9 8 7 6

الحج: ٢٥ Z E

"যারা কুফরি করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রাণাদায়ক শস্তির আস্বাদন করাব।" [সূরা হজ্ব:২৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

s r q p o n m l k j i h g f [

حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ ~ } | z y x w u t

وَمَن كَفَرَ © ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧ Z آل عمران: ٩٦ – ٩٧

"নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে মক্কায় নির্মাণ করা হয়েছে। ইহা বিশ্ব জাহানের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে 'মাকামে ইবরাহীম'-এর মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভিতরে প্রবেশ করেছেন সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর যে সকল মানুষ আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের প্রতি ফরজ। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রয়োজনমুক্ত।" [সূরা আল-ইমরান: ৯৬-৯৭]

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدي أَفْضَلُ منْ أَلْف صَلَاة فِيمَا سوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِد الْحَرَامِ أَفْضَلُ منْ مائَة أَلْف صَلَاة فِيمَا سوَاهُ. أخرجه أحمد وابن ماجه.

৩. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আমার মসজিদে সালাত অন্যান্য মসজিদে হতে এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব। কিন্তু মসজিদে হারাম, মসজিদে হারামে অন্যান্য মসজিদ হতে একলক্ষ গুণ বেশি সওয়াব।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحلَّ لأَحَد قَبْلي وَلَا لأَحَد بَعْدي أُحلَّتْ لي سَاعَةً منْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لمُعَرِّف فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ لصَاغَتنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ. متفق عليه.

৪. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা মক্কাকে হারাম করেছেন যা আমার আগে বা পরে কারো জন্য হালাল করেননি। আর আমার জন্য দিনের এক মুহূর্ত হালাল করেছেন। এখানের ঘাস উঠানো যাবে না, গাছ কাটা যাবে না, জীবজন্তু ভাগানো যাবে না, হারানো বস্তু ভাল উদ্দেশ্য ছাড়া কুড়ানো যাবে না। এ সময় আব্বাস [ﷺ] বললেন, ইযখির ঘাস যা আমাদের স্বর্ণকার ও কবরের জন্য প্রয়োজন। তিনি [ﷺ] বললেন: ইযখির ঘাস ছাড়া।"[২]

¿ বাইতুল হারামের মর্যাদা:

আল্লাহ তা'আলা বাইতুল হারাম তথা কা'বাকে মর্যাদাশীল বানিয়েছেন। তাই মাসজিদুল হারামকে কা'বার আঙ্গিনা বানিয়ে দিয়েছেন। আর মক্কাকে বানিয়েছেন মাসজিদুল হারামের আঙ্গিনা। অনুরূপ ইহরাম বাঁধার মীকাতসমূহকে করেছেন মক্কার আঙ্গিনা। আর

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৪৭৫০ ইবনে মাজাহ হা: নং ১৪০৬ শব্দ তাঁরই

[২]. বুখারী হা: নং ১৮৩৩ শব্দ তাঁইর মুসলিম হা: নং ১৩৫৩

আরব উপদ্বিপকে আঙ্গিনা করেছেন মীকাতসমূহের। এসব বাইতুল হারামের মর্যাদা ও সম্মান বাড়ানোর জন্য।

আল্লাহর বাণী:

s r q p o n m l k j i h g f [

حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ~ } | z y x w u t

وَمَن كَفَرَ © ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾ Z آل عمران: ٩٦ – ٩٧

“নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে মক্কায় নির্মাণ করা হয়েছে। ইহা বিশ্ব জাহানের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে ‘মাকামে ইবরাহীম’-এর মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভিতরে প্রবেশ করেছেন সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর যে সকল মানুষ আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের প্রতি ফরজ। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রয়োজনমুক্ত।” [সূরা আল-ইমরান: ৯৬-৯৭]

¿ হজ্বের সৌন্দর্য ও রহস্য-তাৎপর্য:

১. হজ্ব হচ্ছে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও মুসলিম উম্মার ঐক্যের বাস্তব এক নিদর্শন। যার ফলে হজ্বের মাঝে বিলিন হয়ে যায় জাতি, রঙ, ভাষা, দেশ ও শ্রেণীর ভেদাভেদ। আর প্রকাশ পায় আনুগত্য ও ভ্রাতৃত্বের হকিকত। সকলেই একই রঙের পোশাক পরে একই কিবলামুখী হয়ে একই আল্লাহর এবাদত করে।

২. হজ্ব এমন একটি মাদরাসা যেখানে সকলে ধৈর্যের বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে আখেরাত ও তার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে। আর এতে আল্লাহর বন্দেগির স্বাদ অনুভব করে। জানতে পারে তার প্রতিপালকের মহত্ব ও সমস্ত মখলুকের তাঁর কি প্রয়োজন।

৩. হজ্বের মৌসুম নেকি উপার্জনের এক বিরাট সুযোগ। এ সময় সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়, পাপরাজি মাফ করে দেওয়া হয়। বান্দা প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর তাওহীদকে মেনে নেয়। স্বীকার করে তার গুনাহ ও তাঁর হক আদায়ে অপারগতাকে। তাই

ফিরে আসে হজ্ব থেকে ঐ দিনের নিষ্পাপ শিশুর মত হয়ে যে দিন তার মা তাকে ভূমিষ্ট করেছিল।

৪. হজ্বে নবী-রসূলগণ (আ:)-এর অবস্থা ও তাঁদের এবাদতের কথা স্মরণ হয়। আরো স্মরণ হয় তাঁদের দা'ওয়াত ও জিহাদ এবং মহান চরিত্রের কথা। হজ্বে নফ্সকে পরিবার ও সন্তান-সন্ততি ছেড়ে থাকার অভ্যস্ত করা হয়।

৫. হজ্ব একটি মাপদণ্ড যার দ্বারা মুসলমানরা একে অপরের অবস্থা জ্ঞানী না অজ্ঞ কিংবা অভাবমুক্ত না অভাবী অথবা সঠিক আকিদার উপর কায়েম আছে না বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঘটেছে ইত্যাদি উপলব্ধি করতে পারে।

¿ হজ্বের হুকুমঃ

হজ্ব ইসলামের একটি রোকন। নবম হিজরি সালে ইহা ফরজ হয়। হজ্ব প্রতিটি মুসলিম, স্বাধীন, সাবালক, বিবেকবান, সক্ষম ব্যক্তির উপর জীবনে একবার ফরজ। ফরজ হওয়ার পরে দেরী করা চলবে না।

১. আল্লাহর বাণী:

] | | { ~ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ © ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾ Z آل عمران: ٩٧

"আর যে সকল মানুষ আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের প্রতি ফরজ। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রয়োজনমুক্ত।"
[সূরা আল-ইমরানঃ ৯৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনে:"ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি: (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ

ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) জাকাত প্রদান করা। (৪) রমজানের সিয়াম রাখা। (৫) কা'বা ঘরের হজ্ব পালন করা।"[১]

¿ কার প্রতি হজ্ব ফরজঃ

সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ।

সামর্থ্যবান অর্থঃ যার শরীর সুস্থ, সফর করতে সক্ষম, সফরের এমন পাথেয় ও বাহন রয়েছে যার দ্বারা হজ্ব করে ফিরে আসতে পারবে। তার পূর্বে তার প্রতি যা কিছু ওয়াজিব যেমনঃ ঋণ পরিশোধ করা, পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচ দেওয়া ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা।

যার শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে তার নিজেই হজ্ব করা ফরজ। আর যার আর্থিক সামর্থ্য আছে কিন্তু শারীরিক ক্ষমতা নেই তার উপর ওয়াজিব হলো তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব করানো। আর যার শারীরিক ক্ষমতা আছে কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য নেই তার প্রতি হজ্ব ফরজ নয়। আর যার শারীরিক ও আর্থিক কোনটাই সামর্থ্য নেই তার উপর থেকে হজ্ব রহিত।

যার নিকট হজ্ব করার মত আর্থিক সামর্থ্য নেই তার জন্য জাকাত ফান্ড থেকে নেওয়া জায়েজ আছে; কারণ হজ্ব আল্লাহর রাহের অন্তর্ভুক্ত।

যদি কোন ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার পরে হজ্ব না করেই মারা যায়, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বদলি হজ্ব করার জন্য সম্পদ বের করার পর বাকি সম্পদ ভাগ-বণ্টন করতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[| } ~ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاۚ وَمَن كَفَرَ © ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾ Z آل عمران: ٩٦ - ٩٧

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬ শব্দ তারই

"আর যে সকল মানুষ আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের প্রতি ফরজ। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রয়োজনমুক্ত।"
[সূরা আল-ইমরান: ৯৬-৯৭]

¿ হজ্ব ও উমরার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ:« إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِه» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ:« الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ :«حَجٌّ مَبْرُورٌ» .متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করা হলো সর্বোত্তম আমল কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনা।" জিজ্ঞাসা করা হলো অত:পর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" জিজ্ঞাসা করা হলো এরপর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "মাকবুল তথা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হজ্ব।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَجَّ لِلَّه فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্ব করবে। আর অশ্লীল কথা, আচরণ, অন্যায় ও পাপাচার থেকে দূরে থাকবে। সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ শিশু হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» .متفق عليه.

১.বুখারী হাঃ নং ১৫১৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৮৩
২.বুখারী হাঃ নং ১৫২১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩৫০

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"একটি উমরা থেকে অপর আরেকটি উমরা উভয়ের মাঝের পাপসমূহের জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্বের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।"[১]

¿ বেশি বেশি হজ্ব ও উমরা করার ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». أخرجه أحمد والترمذي.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা হজ্ব ও উমরা একটার পর অপরটা কর; কারণ হজ্ব ও উমরা ঐভাবে অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয় যেভাবে কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রূপার মরিচা (জং) দূর করে। আর হজ্ব কবুল হলে তার একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।"[২]

¿ মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের হজ্ব ও উমরা করার বিধান:

১. নারীর উপর হজ্ব ফরজের শর্তের মধ্যে মাহরাম পুরুষ থাকা জরুরি। যেমন: স্বামী বা যার সঙ্গে তার স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম। যেমন: বাবা অথবা ভাই কিংবা ছেলে ইত্যাদি। যদি মাহরাম পুরুষ মহিলার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে তবে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে না। আর যদি মাহরাম পুরুষ ছাড়াই হজ্ব করে তবে সে পাপি হবে কিন্তু তার হজ্ব সহীহ-সঠিক হয়ে যাবে।

২. সঙ্গে কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারীর জন্য সফর করা হারাম। চাই সে যুবতী হোক বা বুড়ি হোক। আর চাই তার সঙ্গে অন্যান্য নারীরা থাক

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৭৭৩ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৯

২.হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৬৬৯ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১২০০ দ্রঃ তিরমিযী হাঃ নং ৮১০ শব্দ তারই

বা একাকী হোক। আর সফর লম্বা হোক বা ছোট হোক; কারণ নবী [ﷺ] -এর বাণী:

« لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». متفق عليه.

"কোন নারী যেন মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর না করে।"[১]

¿ বদলি হজ্বের বিধান:

যে মসুলিম ব্যক্তি নিজের হজ্ব করেছে তার জন্য অন্যের বদলি হজ্ব করা জায়েজ। অনুরূপ মুসলিম ব্যক্তির জন্য অন্য কোন মৃত বা অপারগ নারী হোক বা পরুষের বদলি উমরা করা জায়েজ।

শারীরিক অক্ষম ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে নফল হজ্ব বা উমরার জন্য অন্যকে ভাড়া দিয়ে বা ভাড়া ছাড়াই প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে। এর জন্য যার পক্ষ থেকে হজ্ব বা উমরা করবে তাকে এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকা জরুরি না।

বয়োবৃদ্ধ বা এমন রোগ যা ভাল হওয়ার আশা নেই কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেউ বদলি হজ্ব করতে চাইলে, সে তারই মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে পারবে, যার বদলি হজ্ব করছে তার দেশ থেকে সফর আরম্ভ করা জরুরি নয়।

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: « حُجِّي عَنْهَا ». أخرجه مسلم.

বুরাইদা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] নিকট বসে ছিলাম এমন সময় একজন মহিলা এসে বলল, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম এখন তিনি মারা গেছেন। বুরাইদা বলেন, নবী [ﷺ] বললেন:"তোমার প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েগেছে, তুমি দাসীটিকে

১. বুখারী হাঃ নং ১৮৬২ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪১

তোমার মীরাস হিসাবে ফেরৎ নিয়ে নাও। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মার প্রতি এক মাসের রোজা বাকি আছে, আমি তা তার পক্ষ থেকে রেখে নিব? তিনি [ﷺ] বললেন:"তাঁর পক্ষ থেকে রোজা রেখে নাও।" মহিলাটি আবার বলল, আমার মা কখনো হজ্ব করেননি, আমি তাঁর পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব পালন করব? তিনি [ﷺ] বললেব:"তুমি তোমার মার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব পালন কর।"[১]

¿ মাসিক ঋতুবতী ও প্রসূতির ইহরাম বাঁধার পদ্ধতিঃ

মাসিক ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর জন্য গোসল করে হজ্বের ইহরাম বাঁধা জায়েজ। সে তার ইহরাম অবস্থায় থেকে কা'বা ঘরের তওয়াফ ছাড়া হজ্বের বাকি সমস্ত কাজ সম্পাদন করবে। পবিত্র হলে গোসল করে তওয়াফ শেষ করে এরপর ইহরাম খুলে হালাল হবে।

আর যদি উমরার ইহরাম বাঁধে তবে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং পবিত্র হলে গোসল করে উমরার কার্যাদি শেষ হওয়ার পর হালাল হবে।

¿ ছোট বাচ্চাদের হজ্ব ও উমরার হুকুমঃ

১. যদি ছোট বাচ্চা হজ্বের ইহরাম বাঁধে তাহলে তা নফল হজ্ব হয়ে যাবে। বাচ্চা যদি পার্থক্য জ্ঞানের অধিকারী হয়, তবে নারী-পুরুষের সাবালকরা যেভাবে করবে সেভাবে সেও করবে। আর যদি পার্থক্য জ্ঞানের অধিকারী না হয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক ইহরামের নিয়ত বাঁধবে এবং তাকে সঙ্গে করে তওয়াফ ও সাঈ করবে। আর জামারাতে তার পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করবে। তবে উত্তম হলো হজ্ব বা উমরার যে সকল কাজ সে নিজে আদায় করতে পারবে তা করবে। আর যখন সে সাবালক হবে তখন তার প্রতি হজ্ব ফরজ হলে আবার তাকে ফরজ হজ্ব আদায় করতে হবে।

২. ছোট বাচ্চা ইহরাম বাঁধার পর কোন কারণে যেমন রোগ বা প্রচণ্ড ভিড় ইত্যাদির জন্য হজ্ব বা উমরার কার্যাদি পূর্ণ করা জরুরি হবে না; কারণ সে শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত নয়। অতএব, তার প্রতি আরম্ভ ও পূর্ণ

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১১৪৯

করা কোনটিই ওয়াজিব না। আর যদি সে নিষিদ্ধ কার্যাদির কিছু লঙ্ঘন করে তাতে তার প্রতি কোন কিছু আসবে না।

৩. ছোট বাচ্চা ও পাগল হজ্ব করলে হজ্ব সহীহ-সঠিক হয়ে যাবে। অত:পর যখন সাবালক ও পাগল সুস্থ হবে তখন ইসলামের ফরজ হজ্ব আবার করতে হবে।

৪. কোন সাবালক দাস-দাসী নিজের খরচে বা অন্যের খরচে হজ্ব করলে তার হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে এবং ইসলামের ফরজ হজ্ব যথেষ্ট হবে।

৫. ছোট বাচ্চা নিয়ে হজ্ব করা সুন্নত। আর যে তাকে হজ্ব করাবে সে তার সওয়াব পাবে। আর যদি ভিড় হয় কিংবা কষ্ট হয়, তবে তার পক্ষ হতে ইহরাম না বাঁধায় উত্তম।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» .أخرجه مسلم.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মহিলা তার ছোট বাচ্চাকে তুলে ধরে বলল: হে আল্লাহর রসূল এর প্রতি হজ্ব আছে কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব ।"[১]

¿ কোন মুশরিকের জন্য মসজিদে প্রবেশের হুকুম:

মসজিদে হারামে কোন মুশরিকের প্রবেশ করা বৈধ না। আর যে প্রবেশ করাবে সে গোনাহগার হবে। তার প্রতি তওবা করা এবং তাকে বের করা জরুরি। আর শরিয়তের উপকারার্থে বাকি সকল মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ। যেমন: তার ইসলাম গ্রহণ ও হেদায়েতের উদ্দেশ্যে।

১. আল্লাহর বাণী:

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

F E D C B A @ ? > = ; : 9

১.মুসলিম হাঃ নং ১৩৩৬

H I J K L Z التوبة: ٢٨

"হে ঈমানদারগণ মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে অভাবমুক্ত করে দেবেন। নি:সন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাওবা: ২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] নাজ্‌দ এলাকায় একটি অশ্ববাহিনী প্রেরণ করেন। তারা বনি হানীফা গোত্রের একজন মানুষকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে। লোকটির নাম ছুমামা ইবনে উছাল। তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সহিত বেঁধে রাখা হয়। নবী [ﷺ] লোকটির কাছে বের হয়ে বললেন: "ছুমামাকে ছেড়ে দাও।" ছুমামা ছাড়া পেয়ে মসজিদের নিকটে একটি খেজুরের বাগানে গিয়ে গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করে বলে:"আশহাদু আল্‌লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, ওয়াআন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাাহ।"[১]

১.বুখারী হাঃ নং ৪৬২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৬৪

২- হজ্বের মীকাতসমূহ

¿ "মীকাত" এর বহুবচন "মাওয়াকীত" যার অর্থ এবাতদের স্থান ও সময়।

¿ **মীকাত নির্দিষ্টকরণের হিকতম:**

যখন বাইতুল্লাহ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ তখন আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য এক কেল্লা নির্দিষ্ট করেছেন আর তা হলো মক্কা। তার সীমারেখা করেছেন আর তা হলো হারাম। হারামের জন্য কিছু হারাম রয়েছে সেগুলো হচ্ছে মীকাত। এগুলো হজ্ব ও উমারকারীর জন্য ইহরাম বাঁধা ছাড়া অতিক্রম করা জায়েজ নেই। আর ইহা আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর ঘরের মর্যাদার জন্যই।

¿ **মীকাতের প্রকার:**

মীকাতসমূহ দু'প্রকার:

১. **সময়:** শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্ব মাস। হজ্বের ইহরাম বাঁধার সময় শুরু শাওয়াল মাসের প্রথম থেকে এবং সর্বশেষ সময় যিল হজ্ব মাসের কুরবানির রাত্রির ফজর পর্যন্ত। আর হজ্বের বিদায় তওয়াফ ছাড়া সকল কার্যাদি শেষ হবে যিলহজ্ব মাসের ১৩ তারিখর সূর্যাস্তের সাথে সাথে। কিন্তু ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য তওয়াফ ও সাঈকে যিলহজ্বের শেষ তারিখ পর্যন্ত দেরী করা জায়েজ।

২. **স্থান:** ঐ সকল স্থান যেখান থেকে হজ্ব ও উমরাকারী ইহরাম বাঁধবে। **এগুলো পাঁচটি:**

১. **যুলহুলাইফা:** ইহা মদীনাবাসী ও এর উপর দিয়ে যারা অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। মক্কা হতে প্রায় ৪২০ কি: মি:। ইহা মক্কা হতে সবচেয়ে দূরের মীকাত। এর অপর নাম "ওয়াদী আকীক" এবং এর মসজিদের নাম মসজিদে শাজারা। ইহা মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে মসজিদে নববী থেকে ১৩ কি: মি:। এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

২. **জুহফাঃ** ইহা শাম (সিরিয়া), মিসর ও যারা এর বরাবর এবং যারা এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য। ইহা রাবেগ গ্রামের নিকটে। মক্কা হতে প্রায় ১৮৬ কি: মি:। বর্তমানে মানুষ রাবেগ হতেই ইহরাম বাঁধে যা ঐ গ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
৩. **ইয়ালামলামঃ** ইহা ইয়ামেন ও যারা এর বরাবর এবং এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য মীকাত। ইয়ালামলাম মক্কা হতে প্রায় ১২০ কি: মি: দূরে একটি উপত্যকা। এখন ইহাকে "সা'দিয়াহ" বলা হয়।
৪. **কারনুল মানাজিলঃ** ইহা নাজদ ও তায়েফবাসী ও যারা এর বরাবর এবং যারা এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। এখন ইহা "সাইলুল কাবীর" নামে প্রসিদ্ধ। ইহা মক্কা থেকে প্রায় ৭৫ কি: মি: দূরে অবিস্থিত এবং ইহরাম বাঁধার উপত্যকা কারনুল মানাজিলের উঁচু অংশ।
৫. **যাতু 'ইরক্ঃ** ইহা ইরাক ও যারা এর বরাবর এবং এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। ইহা একটি উপত্যকা যাকে "যরীবাহ" বলা হয়। ইহা মক্কা হতে প্রায় ১০০ কি: মি: দূরে অবস্থিত।

আর যাদের বাড়ি মক্কার দিক হতে মীকাতের ভিতরেই তারা সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [ﷺ] মদীনাবাসীর জন্য 'যুল হুলাইফা', শামবাসীদের জন্য 'জুহফা', নাজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাজিল' এবং আহলে ইয়ামেনের জন্য 'ইয়ালামলাম' মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। এগুলো তাদের জন্য এবং যারা ওদের ছাড়া এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যেও। যে হজ্ব ও

উমরা করতে চাইবে তার জন্য। আর যারা মীকাতের ভিতরে তারা যে যেখানে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসী, মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।"[১]

¿ ইহরাম বাঁধা ছাড়া হজ্ব ও উমরাকারীর জন্য মীকাত অতিক্রম করার বিধানঃ

১. ইহরাম বাঁধা ছাড়া হজ্ব ও উমরাকারীর জন্য মীকাত অতিক্রম করা জায়েজ নেই। আর যে ইহরাম বাঁধা ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করবে তার জন্য মীকাতে ফিরে যাওয়া এবং সেখান হতে ইহরাম বাঁধা জরুরি।

২. যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরার নিয়ত ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করবে। অত:পর নতুন করে হজ্ব বা উমরার নিয়ত করবে সে হজ্বের জন্য যে কোন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আর শুধুমাত্র উমরা হলে হারামে নিয়ত করলে তার এরিয়ার বাইরে গিয়ে হালাল স্থান হতে ইহরাম বাঁধবে। আর যদি হালালের এরিয়াতে নিয়ত করে তবে যেখানে নিয়ত করবে সেখান হতেই ইহরাম বাঁধবে।

¿ মক্কা অভিমুখে আগত ব্যক্তির মীকাতঃ

১. মক্কার অধিবাসী না এমন ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা করার ইচ্ছা করলে সে যে মীকাত হয়ে অতিক্রম করবে সেখান হতেই ইহরাম বাঁধবে। যদি ইফরাদ বা কেরান হজ্ব করতে চায়, তবে সে তওয়াফ ও সাঈ করার পর কুরবানির দিন কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে। আর তামাত্তু হজ্বকারী তার উমরা পূর্ণ করে ইহরাম খুলে সাধারণ কাপড় পরিধান করবে। অত:পর যিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখে মক্কার নিজ স্থান বা আবাস্থল থেকে হজ্বের ইহরাম বাঁধবে এবং মিনায় গমন করবে।

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـــوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَـــةِ

---

[১] .বুখারী হাঃ নং ১৫২৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৮১, ১১৮৩

فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا. متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]-এর সাথে হজ্ব করেন যেদিন তিনি [ﷺ] তাঁর সাথে কুরবানির পশু নেন। সবাই ইফরাদ হজ্বে ইহরাম বাঁধে। নবী [ﷺ] সাহাবাদেরকে বলেন: তোমরা তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ শেষে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাও। অত:পর ৮ তারিখ পর্যন্ত হালাল অবস্থায় অবস্থান করবে। এরপর তারবিয়ার দিন হজ্বের ইহরাম বাঁধবে। আর তোমাদের এ হজ্বকে তামাত্তু করে ফেল। সহাবাগণ বলল: আমরা যাকে হজ্ব বলে আখ্যায়িত করেছিলাম তাকে কিভাবে তামাত্তু করব? তিনি [ﷺ] বললেন: যা নির্দেশ করছি তাই কর। যদি আমি পশু সাথে না নিয়ে আসতাম তাহলে আমিও তোমাদের মতই করে নিতাম। কিন্তু পশু তার যথা স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমার জন্য ইহরাম খুলে হালাল হওয়া চলবে না। অত:পর সহাবাগণ তাই করল।”[১]

২. যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা করার জন্য মক্কায় আগমন করবে এবং তার এবাদত পূর্ণ করবে। এরপর যদি সে নিজের বা অন্যের জন্য উমরা করতে চায়, তবে তাকে হালালের এরিয়াতে বের হতে হবে যেমন তানঈম এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفْرِ يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. متفق عليه.

[১]. বুখারী হা: নং ১৫৬৮ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১২১৬

আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছেন। তওয়াফ করার পূর্বেই তিনি ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তিনি হজ্বের সমস্ত কার্যাদি আদায় করেন। আর তিনি হজ্বের ইহরাম বাঁধেন। অত:পর নবী [ﷺ] পত্যাগমনের দিন তাঁকে বলেন, তোমার তওয়াফ তোমার হজ্ব ও উমারার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলে, তাঁকে আব্দুল রহমানের সাথে তানঈমে প্রেরণ করে। অত:পর তিনি হজ্বের পরে উমরা করেন।"[১]

¿ বিমানে ইহরাম বাঁধার পদ্ধতিঃ

১. হজ্ব বা উমরা অথবা হজ্ব-উমরা উভয়টি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বিমানের যাত্রি হলে তিনি বিমান পথের মীকাত বরাবর হলে সেখানেই ইহরাম বাঁধবে। ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। এরপর ইহরামের নিয়ত করবেন। যদি পুরুষ মানুষের সঙ্গে তার ইহরামের কাপড় না থাকে তবে পাজামা-প্যান্ট পরেই ইহরাম বাঁধবে এবং মাথা খুলে রাখবে। যদি পায়জামা-প্যান্ট না থাকে তবে সার্ট-পাঞ্জাবি পরেই ইহরাম বাঁধবে এবং বিমান থেকে অবতরণ করে ইহরামের কাপড় ক্রয় করে পরে নিবে। তবে ফিদয়া দিতে হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ:« مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [رضي الله عنهما] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] আমাদের জন্য আরাফাতের ময়দানে খুৎবা প্রদান করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি লুঙ্গি পাবে না সে পায়জামা পরবে। আর যে সেন্ডেল-জুতা পাবে না সে চামড়ার মোজা পরবে।"[২]

২. জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা জায়েজ নেই। যদি তাই করে তবে সেখান হতে সবচেয়ে নিকটের মীকাত

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৫৫৬ মুসলিম হা: নং ১২১১ শব্দ

[২] . বুখারী হাঃ নং ১৮৪৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১১৭৮

জুহফা গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আর যদি মীকাতে না গিয়ে বিমান বন্দরে বা মীকাতের ভিতর থেকেই ইহরাম বাঁধে, তবে তার প্রতি একটি পশু জবাই করা ওয়াজিব হবে।

৩. যে ব্যক্তি তার কোন প্রয়োজনে জেদ্দা সফর করবে এবং সেখানে পৌঁছার পর উমরা করার ইচ্ছা করবে। সে তার স্থান হতেই ইহরাম বাঁধে মক্কায় গিয়ে উমরা করবে। আর যে ব্যক্তি জেদ্দায় কাজ করার জন্য যাবে এবং এরপর উমরা করবে নিয়ত করবে। সে কাজ শেষে তার নিকটতম মীকাত যেমন জুহফা হতে ইহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে উমরা আদায় করবে।

¿ দু'টি মীকাতের উপর দিয়ে অতিক্রমকারীর বিধানঃ

হজ্ব বা উমরাকারী দু'টি মীকাত হয়ে অতিক্রম করলে প্রথমটি থেকেই ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। সুতরাং কোন মিশরী বা সিরীয় কিংবা মরক্কোবাসী ইত্যাদি যদি তাদের আসল মীকাত জুহফাহ পৌঁছার পূর্বে মদীনাবাসীর মীকাত যুলহুলাইফাহ হয়ে অতিক্রম করে, তাহলে যুলহুলাইফাহ হতেই তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হবে, তাদের মীকাত পর্যন্ত দেরী করা যাবে না; কারণ মীকাত তার অধিবাসী ও যারা তার পাশ দিয়ে হজ্ব বা উমরা করার উদ্দেশ্যে অতিক্রম করবে সবার জন্যে।

৩- ইহরামের বর্ণনা

¿ **ইহরামঃ** হজ্ব বা উমরা করার নিয়তে এবাদতে প্রবেশ করার নাম ইহরাম।

¿ **ইহরামের হেকমত:** আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বাইতুল হারামের হারাম ও মীকাত নির্ধারণ করেছেন যা হারামে প্রবেশকারীর জন্য অতিক্রম করা চলবে না। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট অবস্থা ও নিয়তে হবে তখন চলবে।

¿ **ইহরামের কাপড় পরার স্থানঃ**

সুন্নত হলো মীকাতে গোসলের পরে ইহরামের কাপড় পরা। পুরুষের ইহরামের কাপড় হবে এক খানা লুঙ্গি ও একটি চাদার দ্বারা এবং সেন্ডেল পরে। আর যাদের বাড়ি মীকাত থেকে নিকটে তাদের জন্য বাড়ি থেকেই ইহরামের কাপড় পরে এসে মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা বৈধ আছে। যেমন মদিনা ও তায়েফবাসীরা। আর যারা বিমান দ্বারা মক্কায় আগমন করবে তাদের বিধান এদের মতই হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. أخرجه البخاري.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] মাথার চুল পরিপাটি ও তেল মেখে এবং তাঁর লুঙ্গি ও চাদর পরে তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ মদিনা হতে রওয়ানা হন। জাফরান দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ছাড়া কোন লুঙ্গি ও চাদর পরতে নিষেধ করেননি। তিনি যুল হুলাইফাতে প্রভাত করেন। তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করেন এবং যখন বাইদা

নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ ইহরাম বাঁধেন। তিনি তাঁর কুরবানির পশুর গলায় মালা পরিয়ে দেন। এ সময়টা ছিল যখন যিলকদ মাসের আর মাত্র পাঁচদিন বাকি ছিল।”[১]

¿ ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি:

১. হজ্ব অথবা উমরাকারীর পক্ষে সুন্নত হচ্ছে গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, শরীরে আতর ব্যবহার করা ও সেলাই বিহীন দু’টি সাদা কাপড় (লুঙ্গী, চাদর) এবং জুতা-সেন্ডেল পরিধান করা। মহিলাদের জন্যে মাসিক ঋতুবতী বা প্রসূতি হলেও গোসল করা সুন্নত। তবে পোশাকের ক্ষেত্রে শরীর ঢাকার মত যে কোন পোশোক পরতে পারবে। কিন্তু নামী-দামী টাইট ফীট ও পুরুষ বা বিজাতীয়দের ফ্যাশন যাতে না হয়।

২. যদি সম্ভব হয় তবে কোন ফরজ নামাজের পর ইহরাম বাঁধা সুন্নত; কিন্তু ইহরামের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ সালাত নেই। তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ কিংবা তাহিয়্যাতুল ওযু অথবা চাশতের দু’রাকাত সালাত পড়ে যদি তা শুরু করে তবেই উত্তম। উমরা অথবা হজ্বের যেটাই হোক মনে মনে তার নিয়ত করে নিবে। ইহরাম পরা ও তার দোয়া পড়া সালাতান্তে মসজিদে হোক বা গাড়িতে আরোহণ করে কিবলামুখী হয়ে হোক উভয়ই সুন্নত। বস্তুত: তালবিয়া পাঠ হজ্বের প্রতীক।

৩. ইহরামকারীর পক্ষে স্বীয় এবাদতের নাম উল্লেখ করা সুন্নত যেমন: উমরাকারী বলবে “লাব্বাইকা উমরাতান” শুধু হজ্বকারী বলবে “লাব্বাইকা হাজ্জান” কেরান হজ্বকারী বলবে “লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান” তামাত্তুকারী বলবে “লাব্বাইকা উমরাতান”। আর হজ্ব পালনকারী ব্যক্তি এও বলবে:

«اَللَّهُمَّ هَذِه حَجَّةٌ لاَرِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةَ»

[১]. বুখারী হা: নং ১৫৪৫

"আল্লাহুম্মা হাযিহি হাজ্জানতুন লাা রিয়াায়া ফীহাা, ওয়া লাা সুম'য়াহ্" অর্থ: হে আল্লাহ এ হজ্বে মানুষের নিকট কোন প্রদর্শন ও খ্যাতি অর্জন কামনা নেই।

¿ ওজরের কারণে হালাল হওয়ার শর্ত করার বিধান:

সাবালক ব্যক্তি যখন হজ্ব বা উমরার নিয়ত করবে তখন তা পূর্ণ করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে নাবালকের পক্ষে তেমনটি নয়, কেননা সে শরীয়ত পালনের বাধ্য-বাধকতার আওতাধীন নয়। আর না ফরজ ওয়াজিব তার উপর বর্তায়।

ইহরামকারী অসুস্থ অথবা ভীত হলে ইহরাম বাঁধার সময় একথা বলা সুন্নত।

« إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»

"ইন হাবাসানী হাাবিসনু ফামাহিল্লী হায়ছু হাবাস্তানী"

অর্থ: যদি আমাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দিয়ে ফেলে তবে আমি সেই স্থানেই হালাল হয়ে যাব, যেখানে আমাকে তুমি থামিয়ে দিবে।

এতে করে যদি তাকে বাধা প্রদানকারী কোন বস্তু পেয়ে যায় অথবা তার রোগ বেড়ে যায়, তবে সে পশু জবাই না করেই হালাল হয়ে যাবে। আর যদি শর্ত না করে তাহলে তার প্রতি দাম (পশু জবাই) ওয়াজিব হয়ে যাবে, সে পশু জবাই করার পর হালাল হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

(وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ©ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

µ) [البقرة/١٩٦].

"আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।" [সূরা বাকারা:১৯৬]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَـــا:« حُجِّـــي وَاشْـــتَرِطِي وَقُـــولِي: اللَّهُـــمَّ مَحِلِّـــي حَيْـــثُ حَبَـــسْتَنِي». متفق عليه.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যুবাবা বিন্তে জুবাই [রা:]-এর নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন:"তুমি বুঝি হজ্ব করার ইচ্ছা করেছ?" সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি ব্যথা অনুভব করছি। তিনি [ﷺ] তাকে বললেন:"হজ্ব কর এবং ''আল্লাাহুম্মা মাহিল্লী হায়সু হাবাস্তানী'' বলে শর্ত কর।"[১]

¿ তালবিয়া পাঠের বর্ণনাঃ

১. ইহরাম বাঁধার পর বা যানবাহনে আরোহণ করে আল্লাহর হামদ, (আলহামদু লিল্লাাহ) তসবিহ (সুবহাানাল্লাাহ) ও তকবির (আল্লাাহু আকবার) বলে "তালবিয়া" পাঠ করা সুন্নত। তালবিয়া হলো:

«لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ»

[লাব্বাইকা আল্লাাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লাা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নালহামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক, লাা শারীকা লাক]

"হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি তোমার আহ্বানে উপস্থিত, তোমার কোন শরিক নেই, আমি তোমার আহ্বানে উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন শরিক নেই।[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫০৮৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১২০৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ১৫৪৯, মুসলিম হাঃ নং ১১৮৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«لَبَّيْكَ إِلَـهَ الْحَقِّ ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

২- আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম [ﷺ]-এর তালবিয়ার মধ্যে একটি হলো: [লাব্বাইকা ইলাাহালহাক্ব] "হে প্রকৃত-সত্য মাবুদ আমি তোমার ডাকে হাজির।"[১]

¿ তালবিয়া পাঠের ফজিলত:

ইহরামকারীর পক্ষে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা সুন্নত। পুরুষ ও মহিলা স্বশব্দে তা পাঠ করবে যতক্ষণ না ফেতনার আশঙ্কা দেখা দেয়, কখনও তালবিয়া পাঠ করবে, কখনও "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ"-এর জিকির করবে, আবার কখনও তকবির পড়বে।

উমরার তালবিয়া তওয়াফ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। আর হজ্বের তালবিয়া ঈদের দিন শেষ কঙ্কর বা পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে বন্ধ হবে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَا مِـنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّـى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কোন মুসলমান ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করলে তার ডান দিক ও বাম দিকের পাথর ও বৃক্ষ তার সাথে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, যা পৃথিবীর এদিক ওদিক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।"[২]

¿ হাজী সাহেবের প্রতি যা করা ওয়াজিব:

হজ্ব ও উমরাকারীর প্রতি ওয়াজিব হলো যেভাবে নবী [ﷺ] ও যা নির্দেশ করেছেন সেভাবে হজ্ব ও উমরার কার্যাদি সম্পন্ন করবেন; যাতে

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, নাসায়ী হাঃ নং ২৭৫২ শব্দগুলো তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৯২০

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৮২৮ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৯১

করে মাবরুর ও মকবুল হয়। হাজী সাহেব ও যারা হাজী না সবার উপর পুণ্যের কাজে প্রচেষ্টা করা ও সর্বপ্রকার পাপ কাজ বর্জন করা অপরিহার্য। তারা তাদের জবানকে হেফাজত করবে মিথ্যা, গিবত, ঝগড়া-বিবাদ ও সকল খারপ চরিত্র থেকে। সফরসঙ্গী হিসেবে আর সৎ ও নেক ব্যক্তি নির্বাচন করবে। এ ছাড়া হজ্ব ও উমরার জন্য পবিত্র ও হালাল অর্থ সাথে নিবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

. - , + *) (' & % # " !)

? = < ; : 9 7 6 5 4 3 2 0 /

@ A B) البقرة: ١٩٧

"হজ্বের নির্দিষ্ট মাস রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি এগুলোতে হজ্বকে অবধারিত করে নিবে সে যৌনাচার, পাপাচার ও বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হবে না। আর তোমরা যা কিছু ভাল কর তা আল্লাহ অবগত রয়েছেন। আর তোমরা পাথেয় অর্জন কর; বস্তুত: সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। তোমরা আমাকে ভয় কর হে বুদ্ধিমান সমাজ।" [সূরা বাকারা: **১৯৭**]

¿ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

যেসব কার্যাদি ইহরাম অবস্থায় করা নিষেধ সেগুলোকে 'মাহযূরাতুল ইহরাম' বলে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَـــا يَلْـــبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَات، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! মুহরিম ব্যক্তি কি পোশাক পরতে পারবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "সে পাঞ্জাবী, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরতে পারবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি জুতা পাবে না সে মোজা পরবে তবে তার টাখনুর নিচ পর্যন্ত কেটে ফেলবে। আর এমন পোশাক পরবে না যাতে জাফরান বা সুগন্ধি লেগেছে।"[১]

¿ পুরুষের জন্য চামড়া, রেক্সিন ও কাপড়ের মোজা পরা অবস্থায় ইহরাম বাঁধা বৈধ নয়। তবে যদি সেন্ডেল-জুতা না পায়, তাহলে চামড়ার মোজা না কেটে পরে নিবে; কারণ চামড়ার মোজা উপর থেকে ঢেকে নেয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে। আর মোজা বলতে ওকেই বুঝায় যার দ্বারা পায়ের গিট ঢেকে যায়। আর মুহরিম মহিলার পক্ষে সর্বপ্রকার মোজা পরিধান করা বৈধ। কিন্তু হাত মোজা মুহরিম নারী বা পুরুষ কেউ পরতে পারবে না। যেমন: ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

¿ **নারী-পুরুষ প্রত্যেক মুহরিম ব্যক্তির উপর যা নিষিদ্ধ:**

১. মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা।
২. হাত ও পায়ের নখ কাটা।
৩. পুরুষ ব্যক্তির পক্ষে মাথা ঢেকে রাখা।
৪. পুরুষ ব্যক্তির পক্ষে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা।

সেলাইকৃত অর্থ: যা বানানো হয় পূর্ণ শরীরের মাপে যেমন: পাঞ্জাবী বা উপরিভাগের অর্ধেকের মাপে। যেমন: গেঞ্জী বা নিচের ভাগের অর্ধেকের মাপে। যেমন: হাতের ক্ষেত্রে হাত মোজা, পায়ের ক্ষেত্রে পা মোজা ও মাথার ক্ষেত্রে পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি।

৫. শরীর বা পোশাকে যে কোন প্রকারে সুগন্ধি লাগানো।
৬. স্থলভাগের হালাল প্রাণী হত্যা করা বা শিকার করা।
৭. বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করা।

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৫৪২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৭৭

৮. মহিলার চেহারাকে নেকাব বা মুখাবরণ দ্বারা আবৃত করা ও হাতকে হাত মোজা দ্বারা ঢাকা।

৯. স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর ঘর্ষণ করা। যদি লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য স্থানে ঘর্ষণ দ্বারা বীর্যপাত হয়, তবে হজ্ব নষ্ট হবে না আর না তার ইহরাম নষ্ট হবে, তবে সে মহাপাপী সাব্যস্ত হবে। তাকে গোসল ও তওবা এবং ক্ষমা চাইতে হবে। আর হজ্বের বাকি কাজ পূর্ণ করবে।

১০. স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসঃ ইহা সবচেয়ে মারাত্মক নিষিদ্ধ কাজ।

১১. যৌন চিন্তা-ভাবনা, পাপের কাজ, ঝগড়া-বিবাদ হতে দূরে থাকা।

¿ যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কার্যাদির কিছু অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলে কিংবা জবরদস্তিভাবে করবে তার পাপ হবে না, ফিদয়া দেয়া জরুরি হবে না, তার করণীয় হলো দ্রুত তা ত্যাগ করবে।

¿ আর যৌন চিন্তা-ভাবনা, পাপের কাজ, ঝগড়া-বিবাদ ব্যতীত অন্য কিছু জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় কোন ওজরের কারণে যেমন কষ্ট বা রোগ ইত্যাদি, তবে তার কোন পাপ হবে না এবং তার প্রতি কষ্টের ফিদয়া জরুরি হবে। আর যদি কোন ওজর বা প্রয়োজন ছাড়াই করে তবে গোনাহগার হবে এবং ফিদয়ার যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তা জরুরি হবে। এ ছাড়া তাকে তওবা করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দ্রুত সরে আসা আবশ্যকীয় হয়ে যাবে।

¿ ইহরাম অবস্থায় যে স্ত্রী সহবাস করবে তার বিধানঃ

যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর স্ত্রী সহবাস করে বসবে তার দুই অবস্থাঃ

প্রথম অবস্থাঃ অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলে কিংবা জবরদস্তিভাবে করে থাকে তবে তার পাপ হবে না, ফিদয়া দেয়া জরুরি হবে না এবং তার হজ্ব বা উমরা সহীহ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ যদি জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় স্ত্রী সহবাস করে তাহলে সে বিরাট পাপের কাজ লজ্ঘন করল এবং তার হজ্বকে বিনষ্টের দিকে ঠেলে দিল; কারণ সে আল্লাহর সীমালজ্ঘন করল, ইহরামের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করল এবং হজ্বের সম্মানকে ভঙ্গ করল।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

/ . - , + *) (' & % # " !)

@ ? = < ; : 9 7 6 5 4 3 2 0

البقرة: ١٩٧) B A

"হজ্বের নির্দিষ্ট মাস রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি এগুলোতে হজ্বকে অবধারিত করে নিবে সে যৌনাচার, পাপাচার ও বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হবে না। আর তোমরা যা কিছু ভাল কর তা আল্লাহ অবগত রয়েছেন। আর তোমরা পাথেয় অর্জন কর; বস্তুত: সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। তোমরা আমাকে ভয় কর হে বুদ্ধিমান সমাজ।" [সূরা বাকারা: **১৯৭**]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. متفق عليه.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই, তা পরিত্যাজ্য।"[১]

¿ নারী ও পুরুষের ইহরামের মাঝে পার্থক্য:

উল্লেখিত নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের মতই, তবে সেলাইকৃত পোশাক ছাড়া। নারীরা শালীনতা বজায় রেখে যে কোন পোশাক পরতে পারবে। আর তার মাথা ঢাকবে ও পর পুরুষের উপস্থিতিতে চেহারার উপর উড়না টেনে দিবে এবং হাত মোজা পরিধান করা থেকে দূরে থাকবে। মুহরিম নারীদের জন্য অলংকার ব্যবহার করা বৈধ।

¿ হজ্ব ও উমরার কাজ থেকে হালাল হওয়ার সময়:

১. হজ্বের প্রথম পর্যায়ের হালাল হওয়ার পর হাজী ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রী মিলন ব্যতীত সবকাজ বৈধ হয়ে যায়। আর ইহা শেষ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটার মাধ্যমে হয়। অতএব,

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৬৯৭ মুসলিম হা: নং ১৭১৮

যখন তওয়াফ শেষ করবে তখন যাকিছু তার প্রতি হারাম ছিল সবই হালাল হয়ে যাবে। তবে যে ব্যক্তি পশু সাথে করে নিয়ে গিয়েছে তার হালাল হওয়া কঙ্কর নিক্ষপ ও মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করার সাথে কুরবানি করার উপরও নির্ভরশীল।

২. আর উমরা থেকে হালাল হবে তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ ও মাথা মুণ্ডনো বা চুল ছোট করার পর।

¿ মুহরিমা নারীর যদি মাসিক ঋতু আরম্ভ হয় তার বিধানঃ

তামাত্তুকারিণী মহিলা যদি তওয়াফের পূর্বে ঋতুবতী হয়ে পড়ে এবং হজ্ব ছুটে যাওয়ার আশঙ্কাবোধ করে তবে সে হজ্বের নিয়ত করবে এবং কেরানকারিণীতে পরিণত হয়ে যাবে। তার মত ওজর গ্রস্তেরও একই অবস্থা হবে। মাসিক বা প্রসবোত্তর ঋতুবতী তওয়াফ ব্যতীত অন্য সবকাজ করে যাবে। যদি তওয়াফ অবস্থায় (তামাত্তুকারিণী) মহিলার মাসিক এসে যায় তবে সে তওয়াফ থেকে বেরিয়ে পড়বে এবং হজ্বের নিয়ত করে কেরানকারিণীতে পরিণত হবে।

¿ ইহরাম অবস্থায় চুল ও নখ কাটার বিধানঃ

মুহরিম ব্যক্তির জন্য মাথার চুল কাটা, শরীরের পশম উঠানো এবং হাত-পয়ের নখ কাটা জায়েজ নেই। মথার চুল বাকি রাখা একটি এবাদত এবং তা মুণ্ডনো বা ছাটাও এবাদত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

(وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ © ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

´ µ) [البقرة/١٩٦].

"আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।" [সূরা বাকারা:১৯৬]

আর নখ কাটা এবং শরীরের পশম উঠানো হচ্ছে দৈহিক ময়লা যা

হালাল হওয়ার পর দূর করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ করেছেন। ইহাই প্রমাণ করে যে, ইহা ইহরাম অবস্থায় করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[| } ~ وَلۡـيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡـيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِـيقِ ﴿٢٩﴾ Z
الحج: ٢٩

"এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে।" [সূরা হাজ্ব:২৯]

এ ছাড়া নবী [ﷺ] থেকে কোন প্রমাণিত নেই যে, তিনি তাঁর পুরা ইহরাম অবস্থায় নখ কেটেছেন বা শরীরের কোন পশম উঠিয়েছেন। তাই মুহরিম ব্যক্তির জন্য শরীরের কিছু দূর কারা দলিল ছাড়া জায়েজ হবে না।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِــهِ يَــوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَــذِهِ.

أخرجه مسلم.

জাবের [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]কে কুরবানির দিন তাঁর বাহনের উপর থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে দেখি। তিনি সে সময় বলেন:"তোমরা তোমাদের হজ্বের বিধানগুলো আমার নিকট থেকে জেনে নেও। আমি জানি না, হয়তো এ হজ্বের পরে আর হজ্ব করতে পারব না।"[১]

¿ মুহরিম ব্যক্তির জন্য যেসব কাজ বৈধ:

১. মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে চুতষ্পদ জন্তু, মুরগী ইত্যাদি জবাই করা বৈধ। তেমনি সে কষ্টদায়ক আক্রমণ প্রবল প্রাণীকে হারামের ভিতরে ও বাহিরে হত্যা করতে পারবে। যেমন: সিংহ, খেঁকশিয়াল, চিতাবাঘ, সাপ, বিচ্ছু ও ইঁদুর। এ ছাড়া প্রত্যেক কষ্টদায়ক প্রাণী যেমন: টিকটিকি, একে প্রথম

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১২৯৭

আঘাতে মেরে ফেলাই উত্তম যাতে একশত নেকি রয়েছে এবং তার পক্ষে জলভাগের প্রাণী শিকার ও আহার করা বৈধ।

(ক) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

/ . - , + * | (' & % $ # " !)

المائدة: ٩٦ (7 6 5 4 3 2 1 0

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে। তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নিকট তোমাদের একত্র করা হবে।"
[সূরা মায়িদা: ৯৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».متفق عليه.

(খ) আয়েশা [رضي الله عنها] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "পাঁচটি অবাধ্য প্রাণী যেগুলোকে হারামের এলাকায়ও হত্যা করা যাবে: (১) ইঁদুর (২) বিচ্ছু (৩) চিল (৪) কাক (৫) আক্রমণকারী পশু।"[১] (যেমন: সিংহ, বাঘ ও কুকুর ইত্যাদি।)

২. মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে ইহরামের কাপড় পরিধানের পর গোসল করা বা মাথা ও কাপড় ধোয়া বৈধ এবং তার পক্ষে কাপড় বদলানোও জায়েয। তার পক্ষে রূপার আংটি, চোখের চশমা, কানের ইয়ার ফোন ও হাতে ঘড়ি পরা বৈধ। বেল্ট ও জুতা পরা বৈধ যদিও তা মেশিনে সেলাইকৃত হয়। তার জন্য খতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা, ইঞ্জেকশন দেয়া ও রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি জায়েজ আছে।

---

[১] .বুখারী হাঃ নং ১৮২৯ মুসলিম হাঃ নং ১১৯৮ শব্দ তারই

৩. মুহরিম ব্যক্তির জন্য সুগন্ধ ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া এবং তাবু, ছাতা, ছাদ ও গাড়ির ছায়া গ্রহণ বৈধ। মাথা চুলকানো বৈধ যদি তাতে চুল পড়েও যায়।

¿ যে ব্যক্তি কুরবানির নিয়ত করে সেই সাথে দশই যিলহজ্বের হজ্বও করবে সে ইহরামের পূর্বে শরীর (চামড়া) চুল ও নখের কিছুই যেন না কাটে, তবে তামাত্তু হজ্বকারী হলে মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছোট করবে, কেননা মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা হজ্বের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

¿ মুহরিম ব্যক্তি মারা গেলে যা করণীয়:

যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা করা অবস্থায় মারা যাবে তার বাকি কার্যাদি কাজা করা প্রয়োজন নেই। সে যে কাপড়ে মারা যাবে তাতেই কাফন পরিয়ে দাফন করতে হবে; কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে উঠবে।

আর যে ব্যক্তি কোন নামাজ পড়ে না তার পক্ষ থেকে হজ্ব বা উমরা কিংবা দান-সদকা করা জায়েজ নেই, কারণ সে মুরদাত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম [ﷺ]-এর সাথে আমরা মুহরিম অবস্থায় ছিলাম, এমনি সময় এক ব্যক্তি স্বীয় বাহন থেকে পড়ে ঘাড় মটকে মারা যায় । নবী [ﷺ] বললেন:"তাকে পানি ও কুল পাতা দ্বারা গোসল দাও এবং (ইহরামের) দু'টি কাপড়েই কাফন সেরে দাও। তার গায়ে সুগন্ধি লাগাবে না। আর মাথা ঢাকবে না; কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামত দিবসে তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।"[১]

---

[১].বুখারী হাঃ নং ১২৬৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১২০৬

৪-ফিদয়ার বর্ণনা

¿ ইহরাম অবস্থায় ফিদয়া সাপেক্ষ নিষিদ্ধ কাজগুলো তিন প্রকার:

১. যাতে মূলত কোন ফিদয়া প্রয়োজন হয় না। যেমন: বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করা।

২. যাতে তার বদলা অথবা সমমানের প্রাণী জবাই করতে হয়। যেমন: স্থল চরের ভক্ষণযোগ্য প্রাণী শিকার করা।

৩. যাতে ফিদয়াতু আযা (কষ্টের কাফফারা) আসে। ইহা অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজগুলোতে। যেমন: চুল মুণ্ডানো, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি।

¿ যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে অথবা ওজরগ্রস্ত হয়ে স্ত্রী মিলন ছাড়া পূর্বে উল্লেখিত যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করবে। যেমন: মাথার চুল মুণ্ডানো, সেলাইকৃত কাপড় পরিধান ইত্যাদি তাহলে তার পক্ষে তা বৈধ হবে এবং তার উপর ফিদয়াতুল আযা জরুরি হবে।

¿ কষ্টের ফিদয়া:

কষ্টের ফিদয়া: তিনটির যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে:

১. তিন দিন রোজা রাখা।

২. অথবা ছয়জন মিসকিনকে খাবার দান, প্রত্যেক মিসকিন প্রতি আধা সা' তথা ১ কেজি ২০ গ্রাম গম, চাল, খেজুর ইত্যাদি অথবা প্রত্যেক মিসকিন প্রতি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খাবার খাওয়ানো।

৩. অথবা একটি ছাগল জবাই করা।

আর রোজা যে কোন জায়গায় রাখলেই যথেষ্ট হবে, তবে খাবার দান ও জবাই করা কেবল মক্কার (হারামের এলাকায়) ফকিরদের মাঝেই হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

(وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ © ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ´

µ ׀ ¸ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ ﴿١٩٦﴾)

[البقرة/١٩٦].

“আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা তার মাথায় কষ্টদায়ক কীট দেখা দিবে তাকে রোজা, সাদকা, অথবা কুরবানি দ্বারা ফিদয়া দিতে হবে।” [সূরা বাকারা:১৯৬]

¿ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ যে করবে তার বিধানঃ

যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন কাজ অজান্তে, ভুলে অথবা বাধ্য হয়ে করে ফেলবে তার কোন পাপ নেই এবং কোন ফিদয়া লাগবে না। তবে তাকে তাৎক্ষণিক উহা পরিহার করতে হবে। আর যে ব্যক্তি প্রয়োজনে ইচ্ছাপূর্বক এসব করবে তার পাপ নেই তবে ফিদয়া আছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃত এসব কাজ করবে তার উপর পাপসহ ফিদয়া বর্তাবে।

আর যে কোন ওজর ও প্রয়োজন ছাড়া স্ত্রী সহবাস ও তার শরীরের সাথে শরীর ঘর্ষণ ব্যতীত অন্য কিছু করবে সে গোনাহগার হবে, ফিদয়া জরুরি হবে এবং তাকে তওবা করতে ও এস্তেগফার তথা ক্ষমা চাইতে হবে। আর যার স্বপ্নদোষ হবে তার কোন পাপ হবে না এবং ফিদয়া দেয়া লাগবে না। সে গোসল করে হজ্বের কাজ সম্পাদন করবে।

¿ স্থলচর প্রাণী শিকার করার ফিদয়াঃ

যে ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত কোন স্থলচর প্রাণী শিকার করবে, সেক্ষেত্রে যদি তার সমান কোন প্রাণী থাকে তাহলে তাই জবাই করে হারামের (মক্কার) মিসকিনদের খাওয়াবে। অথবা এর মূল্য ধরে তা দ্বারা খাবার ক্রয় করে মিসকিনদেরকে খাওয়াবে। প্রত্যেক মিসকিন প্রতি আধা সা' প্রায় ১কেজি ২০ গ্রাম অথবা প্রত্যেক মিসকিনের খাবারের পরিবর্তে একদিন ক'রে রোজা রাখবে। তবে যদি এর সমান কোন প্রাণী

না থাকে, তাহলে তার মূল্য ধরে খাবার দিবে, অথবা এর পরিবর্তে রোজা রাখবে।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ ´ µ ¶ ¸ فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ à ذُو ٱنتِقَامٍ â Z المائدة: ٩٥

"হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা ইহরাম অবস্থায় স্থল প্রাণী শিকার করো না, তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উহা হত্যা করবে তার বদলা দেয়া ওয়াজিব হবে যা হত্যাকৃত পশুর সমতুল্য। উক্ত সিদ্ধান্ত তোমাদের মধ্যেকার দু'জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি গ্রহণ করবে, তা হবে এমন প্রাণী যা কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাবে, অথবা কাফফারা স্বরূপ (প্রাণীর মূল্য ধরে) মিসকিনদের খাবার দিবে, না হয় এর পরিমাণে রোজা রাখবে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কাণ্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।" [সূরা মায়িদা: ৯৫]

¿ যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী আছে আর যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী নেই তার বিধান:

১. যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী আছে:

যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী আছে যেমন: উট পাখী তাতে একটি উষ্ট্রী দিতে হবে। আর বন্য গাধা, বন্য গাভী, পাহাড়ী ছাগল ও পুরুষ হরিণ হলে তাতে গাভী দিতে হবে। বেজিতে মেষ বা ভেড়া, হরিণীতে ছাগল, যব্ তথা সান্ডাতে ছোট ছাগলের বাচ্চা, জংলীইঁদুরে বড় ছাগলের বাচ্চা, খরগোশে ছাগলের মেয়ে বাচ্চা, কবুতর ও তার অনুরূপে একটি

ছাগল। এ ছাড়া অন্য কিছু হলে দু'জন ন্যয়পরায়ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি যা ফয়সালা করবেন তাই করতে হবে।

২. যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী নেইঃ

যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী নেই তার মূল্য নির্ণয় করে টাকা দ্বারা খাদ্য ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকিনকে এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) করে দান করবে অথবা মুদের সংখ্যানুপাতে রোজা রাখবে।

¿ হারাম শরীফের এরিয়ার গাছ কাটা ও শিকার হত্যা করার বিধানঃ

১. মুহরিম ও যে মুহরিম না সবার উপর মক্কার হারাম শরীফ এলাকার ইযখির ঘাস ও মানুষের আবাদী ফসলাদি ছাড়া বৃক্ষ ও ঘাস উপড়ানো হারাম। কিন্তু উক্ত কাজের উপর কোন ফিদয়া (কাফফারা) বর্তাবে না। হারামের এলাকায় শিকার জবাই করাও হারাম। যে করবে তার উপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে।

২. মদীনার শিকার ও বৃক্ষ কর্তন করা হারাম। তবে তাতে ফিদয়া নেই; কিন্তু শিকারকারীকে ভীতি প্রদর্শন মূলক শাস্তি প্রদান করা হবে এবং সে পাপী বলে গণ্য হবে। এর ঘাস থেকে পশুর প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ করা চলবে। পৃথিবীতে মক্কা-মদীনা ছাড়া আর হারাম শরীফ বলতে কোন স্থান নেই।

¿ মদীনার হারাম এলাকার সীমানাঃ

পূর্ব দিক থেকে পূর্ব সমতল আবাসিক এলাকা, পশ্চিম দিক থেকে পশ্চিম সমতল আবাসিক এলাকা। উত্তর দিক থেকে উহুদ পাহাড়ের পিছনে অবস্থিত সাওর নামক পাহাড়, দক্ষিণ দিক থেকে 'ইর নামক পাহাড় যার উত্তর পার্শ্বে আক্বীক উপত্যকা অবস্থিত।

¿ যে ব্যক্তি একই ধরণের নিষিদ্ধ কাজ বারবার করবে তার বিধানঃ

যে ব্যক্তি একই ধরণের নিষিদ্ধ কাজ একাধিকবার করে ফেলে এবং কোনটার ফিদয়া (জরিমানা) আদায় না করে থাকে সে একটি মাত্র ফিদয়া দিবে। কিন্তু শিকারের ব্যাপার এর বিপরীত। একাধিকবার নিষিদ্ধ

কাজ যেমন: মাথা মুণ্ডান এবং সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের জন্য পৃথক জরিমানা আদায় করতে হবে।

¿ ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধন হারাম, করলেও তা বিশুদ্ধ হবে না। আর এতে কোন জরিমানা নেই। তবে তালাকে রাজ'য়ীর স্ত্রী ফেরত নেয়া চলবে।

¿ **হজ্ব ও উমার দামের প্রকার:** (দাম মানে রক্ত, এখানে উদ্দেশ্য পশুর রক্ত প্রবাহিত করা)

১. **তামাত্তু ও কেরানের দাম:** এ থেকে হাজী সাহেব নিজে খাবেন, অন্যদেরকে হাদিয়া দিবেন ও ফকির-মিসকিনদের খাওয়াবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Mفَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ ﴿١٩٦﴾ L البقرة: ١٩٦

"যে ব্যক্তি হজ্বের সাথে উমরাকে মিলিয়ে আদায় করবে তার পক্ষে সাধ্যমত হাদি জবাই করা উচিত।" [সূরা বাকারা:১৯৬]

২. **ফিদয়াতুল আযা:** যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে। যেমন: মাথার চুল মুণ্ডানো, সেলাইযুক্ত কোন পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি। আর ফিদয়াতুল আযায় রোজা, খানা খাওয়ানো ও পশু জবাই এ তিনটির মধ্যে যে কোন একটি করার এখতিয়ার রয়েছে।

৩. **বাধাপ্রাপ্তর দাম:** শর্ত করেনি এমন ব্যক্তি হজ্বের কার্যাদি অথবা কা'বা ঘরে প্রবেশ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার দাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ ©ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ

´ µ ا ۚ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ

نُسُكٖۚ ﴿١٩٦﴾) [البقرة/١٩٦].

"আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই

তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা তার মাথায় কষ্টদায়ক কীট দেখা দিবে তাকে রোজা, সাদকা, অথবা কুরবানি দ্বারা ফিদয়া দিতে হবে।" [সূরা বাকারা:১৯৬]

৪. স্থলভাগের কোন ভক্ষণযোগ্য প্রাণী হত্যার বদলা হিসেবে প্রাণী জবাই করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ ´ µ ¶ ¸ فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ à ذُو ٱنتِقَامٍ â Z

المائدة: ٩٥

"হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা ইহরাম অবস্থায় স্থল প্রাণী শিকার করো না, তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উহা হত্যা করবে তার বদলা দেয়া ওয়াজিব হবে যা হত্যাকৃত পশুর সমতুল্য। উক্ত সিদ্ধান্ত তোমাদের মধ্যেকার দু'জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি গ্রহণ করবে, তা হবে এমন প্রাণী যা কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাবে, অথবা কাফফারা স্বরূপ (প্রাণীর মূল্য ধরে) মিসকিনদের খাবার দিবে, না হয় এর পরিমাণে রোজা রাখবে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিপল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কাণ্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।" [সূরা মায়িদা: ৯৫]

¿ কার উপর হাদী ওয়াজিব:

তামাত্তু ও কেরান হজ্বকারীর উপর পশু জবাই করা ফরজ। যদি তারা মসজিদে হারামের প্রতিবেশি না হয়। আর হাদির পশু হচ্ছে: ছাগল না হয় একটি গরু কিংবা উটের সাত ভাগের এক ভাগ। যে ব্যক্তি হাদির পশু পাবে না অথবা অপারগ হবে সে দশটি রোজা পালন করবে। ৩টি হজ্বের সফরে আরাফার দিনের পূর্বে অথবা পরে শেষটি ১৩ তারিখের

মধ্যেই হওয়াই উত্তম। আর অবশিষ্ট ৭টি বাড়ি বা বাসস্থানে ফেরার পর রাখবে। মুফরিদ ব্যক্তির জন্য কোন পশু জবাই করা লাগবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

] وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ © ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

µ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍۚ

فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ â كَامِلَةٌۗ ذَٰلِكَ لِمَن ç è é ê ë ٱلْحَرَامِۚ î

ï وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ô ﴿١٩٦﴾ Z البقرة: ١٩٦

"আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা তার মাথায় কষ্টদায়ক কীট দেখা দিবে তাকে রোজা, সাদকা, অথবা কুরবানি দ্বারা ফিদয়া দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি হজ্বের সাথে উমরাকে মিলিয়ে আদায় করবে তার পক্ষে সাধ্যমত হাদি জবাই করা উচিত। আর যার সামর্থ নাই সে হজ্বে ৩টি এবং ৭টি বাড়ি ফেরার পর রোজা রাখবে, এই মোট পূর্ণ ১০টি রোজা। এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পক্ষে যার বাসস্থান মসজিদে হারামের পাদদেশে নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ যে, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"
[সূরা বাকারা: ১৯৬]

¿ হাদী জবাই করার স্থান:

হজ্বের ক্ষেত্রে সব ধরনের পশু জবাই ও খাবার এবং বণ্টন সবই মক্কার হারাম এরিয়ার মিসকিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কষ্টের ফিদয়া বা (সেলাইযুক্ত) জামা পরিধান ইত্যাদির ফিদয়া সেখানেই দান করা চলবে যে স্থানে কারণ দেখা দিবে। হারাম এরিয়ায়

শিকারের বদলা হারামেই দিবে। আর রোজা যে কোন স্থানে রাখলেই চলবে।

তামাত্তু ও কেরান হজ্বের হাদির পশুর গোশত নিজে খাওয়া, অন্যকে হাদিয়া দেয়া ও হারামের মিসকিনদের খাওয়ানো সুন্নত।

হজ্বে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর সাধ্যমত পশু জবাই করা ওয়াজিব। অত:পর সে মাথা মুণ্ডাবে। কিন্তু যদি পশু না পায় তবে এমনিতেই হালাল হয়ে যাবে তাতে তার উপর কিছু জরুরি হবে না।

¿ হারামের বাহিরে গোশ্ত পাঠানোর বিধান:

হাজী ব্যক্তির জবাই তিন প্রকারের হয়ে থাকে:

১. তামাত্তু ও কেরান হজ্বের হাদী এটা হারামের এরিয়ায় জবাই করে নিজে খাবে, ফকিরদের খাওয়াবে এবং চাইলে তা বাইরেও পাঠাতে পারবে।

২. শিকার, কষ্ট, ওয়াজিব ত্যাগ কিংবা নিষিদ্ধ কাজ করার বদলে যা হারাম এরিয়ায় জবাই করা হবে তার সবটুকু হারাম এরিয়ার ফকিরদের জন্য, এ থেকে হাজী সাহেব নিজে খেতে পারবেন না।

৩. হারাম এরিয়ার বাইরে যা জবাই করা হয়। যেমন: বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফিদয়া অথবা শিকারের বদলা অন্য কোন কারণবশত: জবাইকৃত প্রাণীর মাংস। ইহা জবাই করার স্থানে বা অন্য যে কোন স্থানে বিতরণ করা যাবে। কিন্তু হাজী সাহেব তা থেকে খাবেন না।

৫- হজ্বের প্রকার

¿ হজ্ব তিন প্রকারঃ

(১) তামাত্তু (২) কেরান (৩) ইফরাদ।

১. হজ্বে তামাত্তুর পদ্ধতিঃ

হজ্বের মাসসমূহে উমরার নিয়ত করে তা সম্পন্ন করা। অত:পর উক্ত বছরে মক্কা অথবা তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা। উমরার সময় বলবেঃ

[আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাহ] **اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً**

"হে আল্লাহ! উমরার উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির।"

২. হজ্বে কেরানের পদ্ধতিঃ

একই সাথে উমরা ও হজ্বের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা। অথবা প্রথমে হজ্বের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে। অত:পর তার সাথে উমরাকে মিলিয়ে দিবে। এর শুরুতে বলবেঃ

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

[আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান]

"হে আল্লাহ! উমরা ও হজ্বের উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির।"

ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে উমরাকে হজ্বের সাথে মিলানো বৈধ। যেমনঃ মাসিক দ্বারা আক্রান্ত মহিলা।

৩. হজ্বে ইফরাদের পদ্ধতিঃ

শুধুমাত্র হজ্বের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা। শুরুতে বলবেঃ

[আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান] **اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا**

"হে আল্লাহ! হজ্বের উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির"

বস্তুত: কেরানকারীর কাজ প্রায় ইফরাদকারীর মতই তবে কেরানকারীর জন্য হাদি জবাই করতে হয়। পক্ষান্তরে ইফরাদকারীকে পশু জবাই করতে হয় না। কেরান, ইফরাদ অপেক্ষা উত্তম আর তামাত্তু উভয়টি অপেক্ষা উত্তম। একজন মুসলিমের জন্য সুন্নত হলো সম্ভব হলে, একবার

তামাত্তু', একবার কেরান এবং একবার ইফরাদ হজ্ব করবে। এর দ্বারা সুন্নত পুনর্জীবিত ও বৈধ পন্থাগুলোর আমল হবে। আর বেশি করে তামাত্তুই করবে, কারণ ইহা সের্বোত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ. متفق عليه.

আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে বের হই। তিনি [ﷺ] বলেন: "তোমাদের যে হজ্ব ও উমরা উভয়টির ইহরাম বাঁধতে চায় সে যেন তাই করে। আর যে শুধু হজ্বের ইহরাম বাঁধতে চায় সে তাই করে। আর যে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধতে চায় সে তাই করে। আয়েশা [রা:] বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] শুধু হজ্বে ইহরাম বাঁধেন এবং কিছু মানুষ তাঁর সাথে তারই ইহরাম বাঁধে। আর কিছু মানুষ উমরা ও হজ্বের ইহরাম বাঁধে। আর কিছু মানুষ উমরার ইহরাম বাঁধে। আর আমি যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তাদের মধ্যের ছিলাম।"[১]

¿ সর্বোত্তম হজ্ব:

প্রত্যেক হাজীর জন্য তামাত্তু হজ্ব করাই উত্তম। এটাই সর্বোত্তম ও সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ হজ্ব; কেননা এর জন্যই নবী [ﷺ] স্বীয় সাহাবাগণকে নির্দেশ দেন এবং বিদায় হজ্বে উমরা করে হালাল হওয়ার জন্য তাদেরকে কড়া নির্দেশ দেন। কেবল হাদির পশু সাথে নেয়া ব্যক্তি এ থেকে বাদ পড়ে। বস্তুত: তামাত্তু হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সহজতর এবং আমলের দিক থেকে বেশি।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩১৯ মুসলিম হা: নং ১২১১ শব্দ তাঁরই

কোন ব্যক্তি যখন কেরান অথবা ইফরাদের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে তখন তার পক্ষে উক্ত হজ্বকে উমরায় রূপান্তর করা উত্তম, যাতে করে তার হজ্বটি তামাত্তুতে পরিণত হয়ে যায়। পরিবর্তন তওয়াফ ও সা'য়ীর পরে করলে চলবে, এর জন্য শর্ত সাথে হাদির পশু না থাকা। উমরা শেষে নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নির্দেশ অনুযায়ী চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সাথে করে হাদির পশু নিয়ে এসেছে সে ইহরাম অবস্থায় থেকেই যাবে। দশ তারিখে কঙ্কর মারা পর্যন্ত সে হালাল হবে না।

عَنْ عَائشَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى إلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْت فَأَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ. متفق عليه.

আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী [ﷺ]-এর সাথে বের হই। আর আমরা হজ্ব ব্যতীত অন্য কিছু মনে করনি। অত:পর আমরা যখন মক্কায় পৌঁছলাম এবং কা'বা গৃহের তওয়াফ করলাম তখন নবী [ﷺ] নির্দেশ করলেন: "যারা হাদী (পশু) সাথে নিয়ে আসেনি তারা যেন হালাল হয়ে যায়।" এরপর যারা হাদী সাথে নিয়ে আসেনি তারা হালাল হয়ে গেল। আর তাঁর স্ত্রীগণ হাদী নিয়ে আসেনি, তাই তাঁরা হালাল হয়ে যান।"[১]

¿ মক্কায় প্রবেশের নিয়মঃ

মুসলিম ব্যক্তি যখন হজ্ব অথবা উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে তখন তালবিয়া পড়তে পড়তে মক্কার পানে চলবে। মক্কায় উঁচু পথ দিয়ে প্রবেশ করা সহজ হলে তাই করা সুন্নত। ঠিক তেমনি সহজ সাধ্য হলে গোসল করে নেয়াও ভাল। মসজিদে হারামের যে কোন দিক থেকে প্রবেশ করতে পারে। প্রবেশকালে ডান পা আগে রাখবে এবং মসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করবেঃ

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৫৬১ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ১২১১

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ». أخرجه مسلم.

[আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিক্]

“হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।”[১]

আরও বলবে:

« أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». أخرجه أبو داود.

[আ‘ঊযু বিল্লাাহিল ‘আযীম, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়াসুলত্ব–নিহিল ক্বদীম, মিনাশ শাইত্ব–নির রজীম]

“মহান আল্লাহর সাহায্যে আশ্রয় চাচ্ছি, আরো আশ্রয় চাচ্ছি তাঁর সম্মানী চেহারার ও আদি বাদশাহীর সাহায্যে বিতাড়িত শয়তান থেকে।”[২]

¿ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে কি করবে:

১. মসজিদে হারামে প্রবেশ মাত্রই তওয়াফ শুরু করবে, তবে ফরজ নামাযের সময় হয়ে গেলে প্রথমে তা আদায় করে নিবে অত:পর তওয়াফ করবে।

২. উমরাকারী শুধু উমরার কাজ আরম্ভ করবে। আর তামাত্তু হজ্বকারী উমরার কাজ শুরু করবে উমরার তওয়াফের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে কেরান ও ইফরাদকারী তাদের কাজ শুরু করবে আগমনী তওয়াফের দ্বারা যা তাদের পক্ষে সুন্নত মাত্র ফরজ-ওয়াজিব নয়।

¿ হজ্ব বা উমরা হতে হালাল হওয়ার অবস্থাসমূহ:

নিম্নে বর্ণিত নিয়মে হালাল হওয়া যাবে:

হজ্বের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ করে, অথবা শর্ত করে থাকলে ওজরগ্রস্ত হয়ে পড়লে অথবা বাধাপ্রাপ্ত হলে হাদী জবাই ও মাথা মুণ্ডানোর পর।

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৭১৩

[২] .হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৬৬

মসজিদুল হারামের আদবসমূহ

সকল মসজিদ আল্লাহর ঘর। তিনি প্রতিটি মুসলিমকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে সেখানে বিভিন্ন প্রকার এবাদত করার জন্য আহ্বান করেছেন। তাই বান্দার প্রতি ওয়াজিব হলো আল্লাহ তাকে যে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন তার মর্যাদাকে উপলব্ধি করা। সে তাঁর সাথে মুনাজাত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এ ছাড়া ঐখানে তাঁর সাথে আদব রক্ষা করার চেষ্টা করবে। আর তাঁর মসজিদসমূকে মহব্বত এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে; কারণ আল্লাহর ঘরসমূহ তাঁরই এবাদত, জিকির, ও সম্মান, কুরআন তেলাওয়াত ও তাঁর শরিয়ত শিক্ষা দেয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে।

বাড়ি থেকে ওুয অবস্থায় মসজিদে যাবে, সর্বোত্তম ও পরিস্কার কাপড় পরে খোশবু লাগিয়ে ধীর-স্থীরভাবে মসজিদের পানে যাবে। অত:পর মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে। মানুষের সাথে ভিড় করা এবং তাদের ঘাড় পাড়া দেয়া থেকে দূরে থাকবে। ভাইদের সাথে নরম ব্যবহার ও তাদের জন্যে জায়গা প্রশস্ত করবে। মুসল্লী ও ফেরেশতাগণ যা দ্বারা কষ্ট পায় এমন সব জিনিস ত্যাগ করবে। যেমনঃ পেঁয়াজ, রসুন, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি। মোবাইল বন্ধ রাখবে যার শব্দ ও রিংটন দ্বারা মসজিদবাসী কষ্ট পায়। থুথু, নাকের ময়লা ও ব্যবহারকৃত টিসু ইত্যাদি দ্বারা মসজিদকে নোংরা করবে না। খেলাধুলা, গল্প ও আওয়াজ উঁচু এবং ঝগড়া করা থেকে দূরে থাকবে। এ ছাড়া কেনাবেচা, হারানো বস্তু তালাশ করা, মানুষের নিকট হাত পাতা থেকে দূরে থাকবে। আর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মসজিদের আসবাব পত্র ও কুরআনের হেফাজত করা উচিত। আর মহিলারা সৌন্দর্য চর্চা, সেন্ড-আতর ব্যবহার ও বেপর্দা করা হতে দূরে থাকবে এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সালাত আদায় করবে। আর তাদের কথা ও কাজে কোন পুরুষ যেন ফেতনায় না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

0 / . , + *) (' & % $ # " [

الأعراف: ٣١ Z 2 1

“হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও– খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।” [সূরা আ'রাফ:৩১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا a وَٱلْآصَالِ â

1 0 / . - , + *) (' &% $ # " !

? = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

النور: ٣٦ – ٣٨ Z E D C B A @

“আল্লাহর যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চাণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে,) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুজি দান করেন।” [সূরা নূর:৩৬-৩৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[¸ قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ

مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ Z الزمر: ٦٧

“তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরিক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।” [সূরা জুমার:৬৭]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

“যখন আমি ইবরাহীমকে বাইতুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্যে, সালাতে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকু–সেজদাকারীদের জন্যে।” [সূরা হাজ্ব:২৬]

৬-উমরার অর্থ ও তার বিধান

¿ **উমরার (পারিভাষিক) অর্থঃ** আল্লাহর ঘর তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সা'য়ী ও মাথা মুণ্ডান কিংবা চুল ছোট করার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবাদতে নিবেদিত হওয়া।

¿ **উমরার বিধানঃ**

উমরা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর তা বছরের যে কোন সময় পালন করা সুন্নত। তবে হজ্বের মাসগুলোতে এটা পালন করা অন্য সবমাস অপেক্ষা উত্তম। আর রমজান মাসে তা পালন করা হজ্বের সমতুল্য। বারবার উমরা এবং বেশি বেশি করা সুন্নত এবং তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

(وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ©ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

µ) [البقرة/١٩٦].

"আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।" [সূরা বাকারা:১৯৬]

¿ **নবী [ﷺ]-এর উমরার সংখ্যাঃ**

নবী করীম [ﷺ] চারটি উমরা সম্পদন করেছেন। সবগুলোই ছিল হজ্বের মাসসমূহে। আর তা হলোঃ

একটি হুদায়বিয়ার উমরা, দ্বিতীয়টি ক্বাযা উমরা, তৃতীয়টি জি'রানার উমরা নামে পরিচিত। আর সর্বশেষটি তিনি তাঁর হজ্বের সাথে পালন করেন। তাঁর সকল উমরা যিলকদ মাসে ছিল।

¿ **উমরার রোকনসমূহঃ**

(১) ইহরাম বাঁধা (২) কা'বা ঘরের তওয়াফ করা (৩) সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করা।

¿ উমরার ওয়াজিবসমূহ:

(১) মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা। (২) মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছোট করা।

¿ তওয়াফ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ:

কা'বা ঘরের তওয়াফ সহীহ্ হওয়ার শর্ত হলো:

নিয়ত করা, ছোট ও বড় অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া, সতর ঢাকা, সাত চক্কর দেওয়া, হাজরে আসওয়াদ হতে আরম্ভ করে সেখানেই শেষ করা, সমস্ত ঘরের তওয়াফ করা, ঘরকে বাম দিকে রেখে তওয়াফ করা এবং কোন ওজর ছাড়া পরস্পর বিরতিহীন সাতটি তওয়াফ করা।

¿ আল্লাহর গৃহের তওয়াফ করার জন্য পবিত্রতার বিধান:

কা'বার তওয়াফ সহীহ হওয়ার জন্য ছোট ও বড় অবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জ করা শর্ত। আর ইহাই হচ্ছে নবী [ﷺ]-এর কর্মের সাথে মিল; কারণ তিনি তওয়াফের পূর্বে ওযু করেন। আর তিনি তাঁর কাছ থেকে সমস্ত হজ্বে কার্যাদি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ করেন এবং ঋতুবতীকে পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত তওয়াফ করতে নিষেধ করেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ. متفق عليه.

১. আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, নবী মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথম যে কাজ দ্বারা আরম্ভ করনে তা হলো ওযু। অত:পর তওয়াফ করে। এরপর কোন উমরা ছিল না। অত:পর আবু বকর ও উমার [ﷺ] তাঁইর মত হুবহু হজ্ব করেন।”[১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৬১৫ শব্দ তাঁইর মুসলিম হা: নং ১২৩০

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ أَنَفِسْتِ يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَـذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي. متفق عليه.

২. আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী [ﷺ]-এর সাথে শুধুমাত্র হজ্ব করার উদ্দেশ্যে বের হই। অত:পর যখন সারেফ নামক স্থানে পৌঁছলাম অথবা এর নিকবর্তী স্থানে তখন আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম। এ সময় আমার কান্নারত অবস্থায় নবী [ﷺ] আমার নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন:" কি ঋতুবর্তী হয়ে গেছ? বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন: এটা এমন এক জিনিস যা আল্লাহ তা'য়ালা আদমের মেয়েদের জন্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। পবিত্র হয়ে গোসল না করা পর্যন্ত কা'বা ঘরের তওয়াফ ব্যতিরেকে হাজীরা যা করে সবই করতে থাক।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرْ. متفق عليه.

৩. আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী সফিয়্যা বিন্তে হুইয়াই [রা:] বিদায় হজ্বে ঋতুবতী হলে নবী [ﷺ]বলেন:"সে কি আমাদেরকে সফরে বাধা দিয়ে বসল?" আমি বললাম: সে ঘরের তওয়াফে ইফাযা সম্পাদন করেছে হে আল্লাহর রসূল! নবী [ﷺ]বললেন: "তাহলে সে সফর করুক।"[২]

[১]. বুখারী হা: নং ২৯৪ মুসলিম হা: নং ১২১১ শব্দ তাঁরই

[২]. বুখারী হা: নং ৪৪০১ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১২১১

৭- উমরা পালনের পদ্ধতি

¿ **নবী [ﷺ]-এর উমরা যা তিনি করেছেন এবং বর্ণনা দিয়েছেনঃ**

উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধবে যদি সে মীক্বাত দিয়ে অতিক্রমকারী হয়ে থাকে। তবে যে ব্যক্তি মীক্বাতের ভিতরে বাস করে সে নিজ স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আর যদি সে মক্কাবাসী হয় তবে সে হারাম এরিয়ার বাহিরে বের হবে। যেমনঃ তান‘ঈম (আয়েশা মসজিদ) সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে। রাতে হোক আর দিনে হোক মক্কায় প্রবেশকালে সহজ সাধ্য হলে উঁচু রাস্তা দিয়ে গমন করা ও নিচু রাস্তা দিয়ে ফেরত আসা মুস্তাহাব-উত্তম।

¿ যখন মক্কায় পৌঁছবে তখন পবিত্র অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে করতে মসজিদে প্রবেশ করবে। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করবে। আর কা‘বা ঘরের তওয়াফ শুরু করার পূর্বে ইযতিবা করা সুন্নাত। ইযতিবা হলোঃ ডান কাঁধ খোলা রেখে চাদরের মধ্যভাগ ডান কাঁধের নিচে দিয়ে উভয় পার্শ্বকে বাম কাঁধের উপর রাখা। আরোও সুন্নাত হচ্ছে রামাল করা। রামাল হচ্ছেঃ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত প্রথম তিন তওয়াফে শক্তি সহকারে ও ছোট ছোট পদে দ্রুত চলা। পরবর্তী চারটি তওয়াফে স্বাভাবিকভাবে চলবে। বস্তুতঃ উপরোক্ত ইযতিবা ও রামাল কেবল মাত্র পুরুষদের জন্য ও আগমনী তওয়াফে প্রযোজ্য, বাকি আর কোন তওয়াফে করা চলবে না।

¿ যখনই হাজরে আসওয়াদের বরাবর হবে তখনই তার প্রতি মুখ করবে, তাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করবে ও মুখ দ্বারা চুম্বন করবে। যদি তা সম্ভবপর না হয়, তবে তার উপর ডান হাত বুলিয়ে তাতেই চুমা খাবে, যদি তাও সম্ভবপর না হয়, তাহলে কাঠি বা লাঠি জাতীয় হাতে থাকলে তা দ্বারা স্পর্শ করে তাতে চুম্বন খাবে, যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে হাত দ্বারা ইশারা করবে মাত্র। তাতে চুম্বন করবে না। আর যখন হাজরে আসওয়াদের বরাবর আসবে তখন বলবে:‘আল্লাহু

আকবার'। তবে প্রথমবারে 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার' বলবে। প্রত্যেক চক্করে একবার করে তকবির বলবে। এ ছাড়া তওয়াফের সময় নিজ ইচ্ছা অনুসারে শরিয়ত সম্মত যে কোন দোয়া, আল্লাহর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও তওহীদের কালেমা 'লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ' পড়বে।

¿ যখন রোকনে ইয়ামেনী দিয়ে অতিক্রম করবে তখন প্রত্যেক তওয়াফে চুম্বন ছাড়াই তাকে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে। তবে তকবির বলবে না। আর যদি স্পর্শ করা কঠিন হয় তবে কোন তকবির ও ইশারা ছাড়াই অতিক্রম করে যাবে। রোকনে ইয়ামেনী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলবেঃ

Mرَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ ´ µ ¶ ¸ ﴿٢٠١﴾ L

البقرة: ٢٠١

[রব্বানাা আাতিনাা ফিদ্দুনইয়াা হাসানাহ্, ওয়াফিল আাখিরতি হাসানাহ্, ওয়াক্বিনাা 'আযাাবান্নাার]

"হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দান করুন।" [বাকারাঃ২০১]

হাজী সাহেব কা'বা ঘর ও হিজরে ইসমাঈল (কা'বা ঘরের বাকি অংশ)-এর বাহির দিয়ে সাতটি তওয়াফ সম্পন্ন করবেন। আর যখনই হাজরে আসওয়াদের বরাবর হবেন তখন আল্লাহু আকবার বলবেন এবং সম্ভব হলে স্পর্শ করবেন ও চুম্বন খাবেন। সম্ভব হলে ইহা প্রতিটি চক্করে করবেন। তবে শামী রোকনদ্বয়ে চুম্বন করবেন না। হাজরে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মধ্যভাগ জড়িয়ে ধরা বৈধ। ইহা সম্ভব হলে তওয়াফে কুদূম তথা মক্কায় পৌঁছে প্রথম তওয়াফ বা বিদায়ী তওয়াফ শেষে অথবা অন্য সময় তার উপর সিনা, মুখ ও বাহুদ্বয় রেখে আল্লাহর নিকট দোয়া ও প্রার্থনা করবেন।

¿ যখন তওয়াফ শেষ করবেন তখন ডান কাঁধ ঢেকে ফেলবেন এবং মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হবেন এবং এই আয়াত পাঠ করবেন:

البقرة: ١٢٥ L ﴿١٢٥﴾ مُصَلًّى ¸ ¶ µ ´ M

[ওয়াত্তাখিযু মিম্মাক্ব–মি ইবরাাহীমা মুস্বল্লাা]

"আর তোমরা মাকামে ইবরাহীমে নামাজের স্থান গ্রহণ কর।" [সূরা বাকারা: **১২৫**]

¿ অত:পর সহজ সাধ্য হলে মাকামে ইবরাহীম এর পিছনে হালকা করে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিবেন। তা না হলে মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে পড়বেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস পাঠ করা সুন্নত। সালাম ফিরিয়ে সরে যাবেন। নামাজ শেষে দোয়া করা শরীয়ত সম্মত নয়। ঠিক তেমনিভাবে মাকামে ইবরাহীমেও দোয়া করা শরীয়ত সম্মত নয়।

¿ সালাত শেষে জমজমের পানির নিকট গিয়ে ইচ্ছা করলে তা পান করবেন। ইহা পানকারীর জন্য আহার এবং পীড়িত ব্যক্তির জন্যে আরোগ্য। অত:পর সম্ভব হলে আবার হাজরে আসওয়াদে এসে তাকে চুম্বন করবেন।

¿ অত:পর সাফার উদ্দেশ্যে বের হবেন এবং তার নিকটবর্তী হলে এই আয়াত পাঠ করা সুন্নত:

d c b a ` _ ^] \ Z Y X W V UM

البقرة: ١٥٨ L o n m l k j i h f e

[ইন্নাস্স্বফাা ওয়ালমারওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাাহ, ফামান হাজ্জালবাইতা আবি'তামারা ফালাা জুনাাহা 'আলাইহি আয়্যাঁত্তাওওয়াফা বিহিমাা, ওয়ামান তাত্বওও'য়া খাইরান ফাইন্নাল্লাাহা শাাকিরুন 'আলীম]

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বা ঘরের হজ্ব কিংবা উমরা সম্পন্ন করে তার জন্য উক্ত দু'টির মধ্যে সা'য়ী করতে কোন অপরাধ নেই। যে ব্যক্তি স্বত:স্ফূর্তভাবে সৎকাজ করবে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা বাকারা: ১৫৮]

- আর বলবে আল্লাহ যা দ্বারা (আয়াতে) শুরু করেছেন আমি তা দ্বারা শুরু করছি। যখন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করবে এবং কা'বা ঘর অবলোকন করবে, তখন কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।

এমতাবস্থায় জিকির ও দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত দু'খানা উঠাবে, আল্লাহর একত্ববাদ ও বড়ত্ব প্রকাশ করবে এই বলে:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ».

[লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহ, আনজাজা ওয়া'দাহ, ওয়ানাসরা 'আব্দাহ, ওয়াহাজামাল আহজাাবা ওয়াহদাহ]

"আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, রাজত্ব তারই এবং তারই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, যিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেছেন।"[১]

- অত:পর সাফা থেকে মারওয়ার দিকে বিনয়ী ও নম্রভাবে রওয়ানা করবে এবং তথায় জিকির ও দোয়া সাফার নিয়মে তিন তিনবার করে করতে থাকবে। অত:পর মারওয়া থেকে অবতরণ করে হাটার স্থানে হাটবে এবং দৌড়ার স্থানে দৌড়াবে। এমনিভাবে সাতবার তা সম্পাদন করবে। গমনকে একটি ও প্রত্যাবর্তনকে আরেকটি গণনা

[১] .বুখারী হাঃ নং ৪১১৪ মুসলিম হাঃ নং ১২১৮ শব্দ তারই

করবে। সাফা থেকে শুরু করবে ও মারওয়াতে শেষ করবে। সা'য়ীর জন্য ওযু ও একের পর এক সাতটি সা'য়ী করা সুন্নত।

¿ সা'য়ী শেষ হলে মাথা মুণ্ডাবে। আর মুণ্ডানোই উত্তম। অথবা চুল ছোট করবে তবে পূর্ণ মাথা থেকে তা করা জরুরি। মহিলারা অঙ্গুলীর এক গিরা পরিমাণ সমস্ত চুলের অগ্রভাগ থেকে কাটবে। এর মাধ্যমে উমরা পূর্ণ হবে এবং ইহরাম অবস্থায় তার জন্য যা হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে যেমনঃ পোশাক, সুগন্ধি ও বিবাহ ইত্যাদি।

¿ তওয়াফ ও সা'য়ীতে মহিলা পুরুষের ন্যায়, তবে পার্থক্য এই যে, সে তওয়াফ ও সা'য়ীতে দ্রুত পদে চলবে না এবং ইযতিবাও করবে না।

¿ উমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার বিধানঃ

যখন কোন ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধার পর স্ত্রীর সাথে মিলন করবে তখন সে উমরার কাজ পূর্ণ করবে এবং পরে তা কাজা করে নিবে। কারণ সে মিলনের মাধ্যমে উমরাকে বিনষ্ট করে ফেলেছে। তবে যদি তওয়াফ ও সা'য়ীর পরে আর মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করার পূর্বে মিলন করে থাকে তবে তার উমরা বিনষ্ট হবে না। কিন্তু তার উপর (পূর্বে বর্ণিত) 'আযা' নামক ফিদয়া বর্তাবে।

¿ তামাত্তুকারী হাজীর হজ্ব ও উমরার সময় কাছাকাছি হলে উমরাতে চুল ছোট করা ও হজ্বে মাথা মুণ্ডানো মুস্তাহাব-উত্তম।

¿ তওয়াফ বা সাঈ অবস্থায় সালাতের একামত হয়ে গেলে কি করবেঃ

নামাজের উদ্দেশ্যে একামত হয়ে গেলে তওয়াফ বা সা'য়ী অবস্থায় থাকলে সে নামাজে অংশ নিবে। অত:পর সালাত শেষ হলে যে পর্যন্ত হয়ে ছিল সেখান থেকে বাকি অংশ পূর্ণ করে নিবে, তওয়াফের শুরুতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

¿ হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়ার বিধান:

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা, স্পর্শ করা, তার প্রতি ইশারা করা ও 'আল্লাহু আকবার' বলা সবই মুস্তাহাব কাজ। তাই যার উপর এ সবের কোন একটা কঠিন হবে সে তা পরিত্যাগ করে অতিক্রম করবে।

তওয়াফকালে ও তওয়াফ এবং সা'য়ীর মধ্যভাগে যার জন্য সহজ সাধ্য হবে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন ও স্পর্শ করা সুন্নত; কিন্তু ভীড় ও অন্যান্য তওয়াফকারীদের কষ্ট দেয়া অবস্থায় তা বৈধ নয়; বরং তা পরিত্যাগ করাই উত্তম। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে, কেননা স্পর্শ করা ও চুম্বন দেয়া মুস্তাহাব কাজ, এর জন্য হারাম কাজে পতিত হওয়া বৈধ নয়।

হাজরে আসওয়াদের মূল পরিচিতি এই যে, সে জান্নাত থেকে বরফ অপেক্ষা সাদা অবস্থায় অবতরণ করেছিল। তবে আদম সন্তানের পাপে কালো রূপ ধারণ করেছে। জাহেলী যুগের অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ না করলে তাকে যে কোন রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত লোক স্পর্শ করা মাত্রই আরোগ্য লাভ করত। দুনিয়াতে সে ব্যতীত জান্নাতী আর কোন বস্তু নেই। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবেন। সে তখন সাক্ষ্য প্রদান করবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাকে সততার সাথে স্পর্শ করেছিল। হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামেনীর স্পর্শের এবাদত দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা পাপ মিটিয়ে দেন।

¿ কা'বা ঘর তওয়াফের ফজিলত:

১. সওয়াবের আশায় ও আল্লাহর বড়ত্বের জন্য মুসলিম ব্যক্তির কা'বা ঘরের বেশি বেশি তওয়াফ করা মুস্তাহাব।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا لِــي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِــيَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَــــحُطُّ الــخَطَايَا» قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُــحْصِيهِ وَصَلَّــى رَكْعَتَيْنِ

كَانَ لَهُ كَعدْلِ رَقَبَةٍ» قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». أخرجه أحمد والترمذي.

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবাকে ইবনে উমর (রা:)কে বলতে শুনেন। আচ্ছা আপনাকে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনী ছাড়া অন্যকিছু স্পর্শ করতে দেখি না কেন? ইবনে উমার বললেন, আমি আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি:"নি:সন্দেহে এ দু'টির স্পর্শ পাপকে ঝড়িয়ে দেয়। তিনি [ﷺ] বলেন আরো বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি গণনা করে কা'বা ঘরের এক সপ্তাহ তওয়াফ করবে এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করবে সে একটি দাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে।" তিনি [ﷺ] বলেন আরো বলতে শুনেছি:"প্রতিটি ধাপের জন্য দশটি করে নেকি লেখা হবে, দশটি করে পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং দশটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে।" [১]

২. উত্তম হলো যখন বেশি ভিড় থাকে তখন নফল তওয়াফ না করা। যেমন: রমজানে ও হজ্বের সময়। তওয়াফ ছাড়া অন্যান্য এবাদতে ব্যস্ত থাকা উচিত হবে। যেমন: জিকির, নফল সালাত, কুরআন তেলাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি নেক আমল করবে। আর কোন ওজরের জন্য ত্যাগকারী ব্যক্তি যে করে তার অনুরূপ সওয়া পাবে।

¿ তওয়াফ ও সাঈর সময় কথা বলার বিধান:

তওয়াফ ও সাঈ দু'টিই এবাতদ এবং শুধু জিকির ও দোয়ার জায়গা। অতএব, যে কথা বলবে সে যেন ভাল ও উত্তম কথা বলে। যেমন: সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, কারো প্রশ্নের উত্তর, সালামের জবাব ইত্যাদি যা অতি প্রয়োজন। এর মাঝে অপ্রয়োনীয় কথাবর্তা, ঝগড়া ও মোবাইলে কথা বলা পরিহার করবে।

---

[১] . হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাধ নং ৪৪৬২ শব্দ তারই ও তিরমিযী হা: নং ৯৫৯

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِهِ. أخرجه البخاري.

ইবনে আব্বাস [ﷻ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] কা'বা তওয়াফ অবস্থায় একজন মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখলেন, সে তার হাত অপর জনের সাথে সুতা ইত্যাদি দ্বারা বেঁধে রেখেছে। নবী [ﷺ] তার হাত মোবারক দ্বারা বন্ধনকে কেটে দেন। অত:পর বলেন:"তার হাত ধরে টান।"[১]

¿ একাধিক উমরা করার বিধান:

সকল মুসলিমকে নবী [ﷺ] বেশি বেশি হজ্ব ও উমরা করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আর ইহা পালনকর্তার বড়ত্ব প্রকাশ ও তাঁর ঘরের ও নিদর্শনসমূহের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। অতএব, মুসলিম ব্যক্তির জন্যে নিজ শহর বা অন্য শহর হতে সফর করে বেশি বেশি হজ্ব ও উমরা করা মুস্তাহাব। তাই বেশি বেশি এবাদত করা, কল্যাণের কাজ অধিক করা সুন্নতের অনুকুলে হলে শরিয়তের বিষয়।

শুধু তওয়াফ কারার চাইতে উমরা করাই উত্তম; কারণ তওয়াফ উমরার একটি অংশ মাত্র। আর এক উমরা থেকে অন্য উমরা দু'টির মাঝের পাপের কাফফারা স্বরূপ। অতএব, মক্কাবাসী ও সেখানে আগমনকারীদের জন্য নিজের বা অন্যান্য মৃত বা অপরাগদের পক্ষ থেকে বেশি বেশি উমরা করা শরিয়ত সম্মত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» .متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷻ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রসূল [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"এক উমরা থেকে অপর উমরা উভয়ের মাঝের

[১]. বুখারী হা: নং ১৬২০

পাপসমূহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্বের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ فَانْتَظَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ. متفق عليه.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাহাবীগণ হজ্ব ও উমরার সওয়াব নিয়ে ফিরবে আর আমি হজ্বের অধিক কিছুই না। তখন তিনি [ﷺ] তাঁকে বলেন:"তুমি আব্দুর রহমানকে সাথে নিয়ে যাও। তিনি আব্দুর রহমানকে নির্দেশ করলেন: তাকে তানঈম থেকে উমরা করানোর জন্য। আর রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর জন্য মক্কার উঁচু স্থানে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». أخرجه أحمد والترمذي.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা হজ্ব ও উমরা একটার পর অপরটা কর; কারণ হজ্ব ও উমরা ঐভাবে অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয় যেভাবে কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রূপার মরিচা (জং) দূর করে। আর হজ্ব কবুল হলে তার একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৭৭৩ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৯

২. বুখারী হা: নং ২৯৮৪ শব্দ তাঁইর মুসলিম হা: নং ১২১১

৩.হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৬৬৯ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১২০০ দ্রঃ তিরমিযী হাঃ নং ৮১০ শব্দ তারই

¿ উমরার পরে বিদায় তওয়াফ করার বিধান:

মক্কার অধিবাসী না এমন প্রতিটি হাজীর জন্য মক্কা হতে বের হওয়ার সময় বিদায় তওয়াফ করা ওয়াজিব। আর উমরাকারীর প্রতি বিদায় তওয়াফ নেই। চাই সে মক্কাবাসী হোক বা বাইরের হোক।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ. متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মানুষকে নির্দেশ করা হয় যে, তাদের সর্বশেষ কাজ যেন ঘরের সাথে (তওয়াফ) হয়। কিন্তু ঋতুবতীর জন্য ইহা হালকা করা হয়েছে।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ১৭৫৫ মুসলিম হা: নং ১৩২৮

৮- হজ্ব পালনের পদ্ধতি

নবী (দঃ) যে হজ্বের বর্ণনা দিয়েছেন এবং সে সম্পর্কে সাহাবাগণকে নির্দেশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

¿ হজ্ব মাবরুরের বর্ণনাঃ

হজ্ব মাবরুর হচ্ছে যে হজ্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং নবী [ﷺ]-এর কথা ও কাজ উভয়ের সুন্নত মোতাবেক। এ ছাড়া পবিত্র ও হালাল পন্থায় উপার্জিত অর্থ দ্বারা হতে হবে। আর জিকির ও এবাদতে মশগুল থাকা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ ও মানুষের প্রতি এহসান করা। আর সমস্ত পাপ ও মানুষকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

¿ হজ্বের নির্দিষ্ট স্থানসমূহে অবতরণের পদ্ধতিঃ

১. মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাত হজ্বের মাশায়ের যার মালিক হওয়া কারো জন্য জায়েজ না। মিনা অগ্রগামী ব্যক্তির অবস্থান স্থল। যে ব্যক্তি ওজর ব্যতীত তাশরীকের দিনগুলো দুই বা তিন রাত্রি মিনায় অবস্থান ছেড়ে দেবে বা দিনের বেলা থাকবে না সে পাপী হবে এবং তার হজ্ব সঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অপূর্ণ হবে; তাই প্রতি তওবা ও ক্ষমা চাওয়া জরুরি। আর যে ব্যক্তি মিনায় অবস্থান নেয়ার কোন জায়গা পাবে না সে যে কোন দিক থেকে মিনা থেকে সিরিয়ালে চলে আসা তাবুসমূহের সাথে অবতরণ করবে যদিও তা মিনার বাইরে হয়। এমতাবস্থায় তার উপর কোন সমস্যা বা দম বর্তাবে না। মিনার ফুটপাত ও পথে রাত্রি যাপন করবে না; কারণ এতে তার নিজের ও অন্যদের জন্যে কষ্ট রয়েছে।

২. মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাত এর মাঠগুলো মসজিদ সমতুল্য পবিত্র স্থান, কারো পক্ষে উক্ত স্থানসমূহে বাসা-বাড়ি তৈরি করা, ভাড়া দেয়া বৈধ নয়। ঠিক এমনিভাবে কোন জমি নিয়ে তা ভাড়া দেয়াও বৈধ নয়। তবে কেউ এমনটি করলে লোকজন ভাড়া প্রদানে ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর তা গ্রহণকারীর উপর পাপ বর্তাবে।

৩. রাষ্ট্রপ্রধানের উপর দায়িত্ব এই বর্তায় যে, তিনি লোকজনকে সুবিধা ও আরামদায়ক ব্যবস্থা দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে অবস্থানের সুযোগ করে দিবেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِمِنًى، وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ: لِيَنْزِلْ الْمُهَاجِرُونَ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ، وَالْأَنْصَارُ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ لِيَنْزِلْ النَّاسُ حَوْلَهُمْ». أخرجه أبو داود والنسائي.

আব্দুর রহমান ইবনে মু'আয [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] লোকজনের উদ্দেশ্যে মিনায় খুৎবা প্রদান করেন এবং তাদেরকে আপন আপন অবস্থানে অবতরণ করান। তিনি কিবলার ডান দিক ইঙ্গিত করে বলেন: মুহাজিরগণ এই স্থানে অবতরণ করুক। আর কিবলার বাম দিকে ইঙ্গিত করে বলেন: আনসারগণ এই স্থানে অবস্থান নিবে। অন্যান্য লোকজন তাদের আশে-পাশে অবস্থান নিবে।"[১]

¿ মক্কায় অবতরণকারী ও অবস্থানকারী প্রত্যেকের জন্য গোসল করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আতর ব্যবহার করা সুন্নত। অত:পর যিলহজ্ব মাসের ৮তারিখ (তারবিয়ার দিন) সূর্য ঢলার পূর্বে ইহরাম বাঁধবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবতরণ স্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইহরাম বাঁধার সময় বলবে "লাব্বাইকা হাজ্জান"। আর কেরান ও ইফরাদকারী স্বীয় ইহরামেই থাকবে। আর সূর্য ঢলার পূর্বে হাজীদের সাথে মিনায় যাবে।

আর যে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্বের নিয়তে ৮ তারিখের চাশতের সময় মক্কা পৌঁছবে সে উমরা করবে না; কারণ হজ্বের সময় আরম্ভ হয়ে

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৯৫১ শব্দ তারই, নাসাঈ হাঃ নং ২৯৯৬

গেছে। তাই সে তার হজ্বকে কেরান করে ফেলবে এবং তওয়াফ ও সাঈ করে জলদি করে মিনায় চলে যাবে।

¿ অত:পর প্রত্যেক হাজী তালবিয়া বলতে বলতে সূর্য ঢলার পূর্বে মিনার দিকে রওয়ানা করবে। সেখানে পৌঁছে সম্ভব হলে ইমামের সাথে যোহর, আসর, মাগরিব এশা, ও ফজর কসর (চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজকে দুই) করে জমা না করে আদায় করবে। যদি সম্ভব না হয় তবে স্বীয় অবস্থান স্থলেই জমা না করে "কসর" হিসেবে আদায় করে নিবে এবং উক্ত রাত মিনায় যাপন করবে।

এ দিনটি তালবিয়া বেশি বেশি পাঠ, জিকির ও দোয়া, সালাম প্রচার, নসিহত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, সম্ভব হলে অন্যকে খানা খাওয়ানো ইত্যাদি নেক ও এহসানের কাজে অতিবাহিত করবে।

¿ মিনার সীমারেখা:

পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে মুহাসসার উপত্যকা ও জামরা 'আকাবা ও মধ্যবর্তী স্থান, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে সুউচ্চ পাহাড় দু'টি।

¿ অত:পর ৯ তারিখ আরাফার দিন সূর্য উদয় হলে মিনা থেকে "লাব্বাইক---" ও "আল্লাহু আকবার" পড়তে পড়তে আরাফার দিকে পাড়ি জমাবে। সেখানে পৌঁছে সম্ভব হলে সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত "নামেরা" নামক স্থানে অবস্থান করবে। নামেরা স্থানটি আরাফার নিকটবর্তী বটে; কিন্তু আরাফার অন্তর্ভুক্ত নয়।

¿ আরাফার সীমানা:

পূর্ব দিক থেকে সেই সব বেষ্টনকারী পাহাড় যেগুলো আরাফার মাঠ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, পশ্চিম দিক থেকে 'উরানা উপত্যকা, উত্তর দিক থেকে অসীক উপত্যকার যে অংশ উরানা উপত্যকার সাথে মিলিত হয়েছে এবং দক্ষিণ দিক থেকে মসজিদে নামেরার দক্ষিণ দিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত।

¿ সূর্য ঢলে গেলে মসজিদমুখী আরাফার প্রথম ভাগের দিকে অগ্রসর হবে উক্ত স্থানে (বাত্বনে উরানায়) ইমাম সাহেব, লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করবেন। এ স্থান আজকাল মসজিদের ভিতর হিসাবে পরিগণিত। অত:পর মুয়াজ্জিন যোহরের উদ্দেশ্যে আজান ও একামত দিবেন। ইমাম সাহেব জমা তাকদিম (যোহর ও আসর একত্রে আদায় করা) করে যোহর ও আসরের নামাজ পড়াবেন কসর সহকারে। তবে যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে নিজ অবস্থান স্থলে পূর্বোল্লেখিত নিয়মে জমা ও কসর সহকারে সাথীদের নিয়ে সালাত আদায় করে নিবে।

¿ অত:পর সালাত শেষে আরাফার দিকে অগ্রসর হওয়া সুন্নত। সেখানে আরাফার ময়দানের পাহাড়ের পাদদেশে এমনভাবে অবস্থান নিবে যে, পাহাড়টি কিবলা ও তার মাঝে পড়ে। আর "জাবালে মুশাতকে সামনে রেখে কিবলামুখী হবে। পাহাড়ের নিচে পাথরগুলোর পাদদেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির করবে, বিনয় ও মিনতির স্বরে হাত দু'খানা তুলে দোয়া ও এস্তেগফার করবে, দু'য়ার সাথে সাথে তালবিয়া ও লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্ বলতে থাকবে। বাহনের উপর আরোহণ করে, মাটিতে বসে, দাঁড়িয়ে বা হেটে আরাফাতের অবস্থানের কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। তবে যে অবস্থায় অনুগত ও বিনয় ও মনযোগ বেশি আকর্ষণ হয় সে অবস্থায় থাকাই উত্তম।

¿ কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ নিজের ইচ্ছায় বেশি বেশি দোয়া করবে, তাওবা, এস্তেগফার, তকবির, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা ও নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপর দরুদ বেশি বেশি পাঠ করবে। বান্দা আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী তা প্রকাশ করবে। দোয়াতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করবে, কবুল হওয়ার বিলম্ব চিন্তায় ব্যতিব্যস্থ হবে না। দোয়া ও জিকিরে এমনভাবে লিপ্ত থাকবে যে শেষ পর্যন্ত সূর্য ডুবে যায়।

যদি পাহাড়ের পাদদেশে শীলাভূমির কাছে অবস্থান করা সম্ভবপর না হয়, তবে নিজের তাবু বা অন্য যে কোন স্থানে যা আরাফার অন্তর্ভুক্ত সেখানে অবস্থান করবে। বস্তুত: বাত্বনে উরানা ছাড়া আরাফার সবটুকুই অবস্থানের উপযুক্ত স্থান।

¿ আরাফায় অবস্থানের সময়:

আরাফার দিনের সূর্য ঢলার পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত (স্বাভাবিক সময়)। তবে প্রয়োজনে তা ১০ তারিখের ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হবে।

সূর্য ঢলার পূর্বে বা আরাফার রাতেও প্রবেশ বৈধ তবে সুন্নত হচ্ছে সূর্য ঢলার পরে প্রবেশ করা। যে ব্যক্তি (প্রয়োজনে আরাফার দিনগত) রাতের কিছু অংশেও অবস্থান করতে পারল তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

অবস্থানের অর্থ: বাহনে বা মাটিতে অবস্থান করা, দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা নয়।

যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আরাফায় অবস্থান করে সূর্য ডুবার পূর্বে প্রস্থান করল সে একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিল এবং জাহেলিয়াতের লোকদের মোতাবেক কাজ করল; কারণ তারা সূর্য ডুবার পূর্বে আরাফাত হতে প্রস্থান করত। এ ছাড়া নবী [ﷺ]-এর কাজের বিপরীত করল। সে পাপী হবে এবং তার প্রতি তওবা করা জরুরি ও তার হজ্ব বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে কিন্তু মাবরুর হজ্ব হবে না।

উরওয়া ইবনে মুযাররিস (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হলে নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে তার সাক্ষাত হয় তখন তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেন:

« مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ ». أخرجه أبو داود الترمذي.

"যে ব্যক্তি আমাদের এই নামাযে হাজির হল এবং প্রস্থান না করা পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করল এবং ইতিপূর্বে সে রাত বা দিনে আরাফায়

অবস্থায় করেছিল, সে তার হজ্বকে পরিপূর্ণ এবং তার দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করল।”[১]

¿ আরাফাত থেকে প্রস্থানের সময়ঃ

এরপর যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন আরাফাত থেকে মুযদালিফার দিকে লাব্বাইকা পড়ে পড়ে রওয়ানা করবে। তখন সে শান্ত ও ধীরতা অবলম্বন করে চলবে। লোকজনের উপর নিজে বা তার বাহন দ্বারা ভীড় সৃষ্টি করবে না এবং যখন খালি জায়গা পাবে দ্রুত অগ্রসর হবে। মুজদালিয়ায় পৌঁছেই এক আজানে ও দুই একামতে মাগরিব তিন রাকাত ও এশা দু’রাকাত পড়ে নিবে। মাগরিবকে এশার সময়ে নিয়ে দুই সালাতকে একত্রিত করবে এবং সেখানে রাত্রি যাপন করবে। তাতে তাহাজ্জুদ ও বেতরের সালাত পড়তে চাইলে পড়বে।

¿ মুজদালিফার সীমারেখাঃ

পূর্ব দিক থেকে দু’টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী পশ্চিমমুখী সরুপথ, পশ্চিম দিক থেকে মুহাসসার উপত্যকা, উত্তর দিক থেকে সুবাইর পাহাড়, দক্ষিণ দিক থেকে মুরাইখাত পাহাড়সমূহ।

¿ মুজদালিফায় অবস্থানের সময়ঃ

এরপর ফজরের সময় হলে অন্ধকার থাকতেই সুন্নতসহ তার ফরজ আদায় করবে। সালাত শেষে মাশ‘আরে হারামে বর্তমানে যেখানে মসজিদ রয়েছে, তথায় কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করবে, ফর্সা হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর জিকির, হামদ (আলহামদু লিল্লাহ), তাহলীল (লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ), তকবির (আল্লাহু আকবার) ও তালবিয়া ইত্যাদি বাহনে বা মাটিতে থেকে পড়তে থাকবে।

আল্লাহ তা‘য়ালা এরশাদ করেনঃ

L _ T S R Q P O N M LM

البقرة: ١٩٨

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৯৫০, তিরমিযী হাঃ নং ৮৯১ শব্দ তারই

"অত:পর তোমরা যখন আরাফাত থেকে প্রস্থান করবে তখন মাশ'আরে হারামের পাদদেশে আল্লাহর জিকিরে মনোনিবেশ করবে।"
[সূরা বাকারাঃ ১৯৮]

আর যদি মাশ'আরে হারামে গমন করা সহজ সাধ্য না হয় তাহলে সমস্ত মুজদালিফা অবস্থান যোগ্য। তাই নিজ স্থান থেকেই কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে থাকবে। চন্দ্র ডুবে যাওয়ার পর বা রাত্রির বেশির ভাগ অতিক্রম করার পর দুর্বল বা অসুস্থ নারী ও পুরুষ এবং তাদের সাথীগণ মুযদালিফা ছেড়ে মিনায় গমন করতে পারেন। আর পৌঁছা মাত্রই বড় জামরায় পাথর মারবে।

¿ মুজদালিফা হতে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানার সময়ঃ

এরপর হাজী ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে শান্তভাবে শিষ্টাচারের সাথে প্রস্থান করবে। মুহাসসারে পৌঁছলে (যা মিনার অন্তর্ভুক্ত এবং মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) একটি পাথর নিক্ষেপের দুরূত্ব সমপরিমাণ হেটে বা আরোহণ করে দ্রুত চলবে। জামরার নিকট থেকে কিংবা মিনার রাস্তা থেকে সাতটি কঙ্কর কুড়িয়ে নিবে, তবে যদি মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করে তবে তাতে কোন নিষেধ নেই। রাস্তায় চলতে চলতে তালবিয়া ও তকবির পড়বে এবং বড় জামরায় পাথর মারার সাথে সাথে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে।

¿ জামরাতুল আকাবাকে কংকর মারার সময়ঃ

যখন বড় জামরায় পৌঁছবে যা মিনার দিক থেকে সর্বশেষ জামরা তখন সূর্যোদয়ের পর সাতটি কঙ্কর মারবে। মিনাকে ডানে ও মক্কাকে বামে রেখে ডান হাতে পাথর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেকবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কঙ্করের পাথর বুট (চানা) বা বন্দুকের গুলির মাঝামাঝি পরিমাণের হবে যা খাজাফ জাতীয় পাথরের ন্যায়, বড় পাথর বা পাথর ছাড়া অন্য কিছু যেমন জুতা-মোজা কিংবা লাঠি-ছাতা ইত্যাদি কোন কিছু দ্বারা নিক্ষেপ বৈধ নয়। কঙ্কর নিক্ষেপ বা অন্য কোন কাজে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিবে না বা ভীড় জমাবে না। মনে রাখতে হবে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম।

¿ কংকর নিক্ষেপের পর হাজি সাহেব কি করবেন:

কঙ্কর নিক্ষেপের পর তামাত্তুকারী ও কেরানকারী হাদি জবাই করবে এবং সে সময় বলবে:

«بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي »

[বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযার মিনকা ওয়ালাক, আল্লাহুম্মা তাক্বব্বাল মিন্নী]
"আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান, হে আল্লাহ! এটি তোমার পক্ষ থেকে এবং তোমার জন্য, হে আল্লাহ! তুমি একে আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।"

عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]সাদা-কালো রঙ ও শিং বিশিষ্ট দু'টি দুম্বার ঘাড়ে পা রেখে, 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করেন।"[১]

হাদির মাংস থেকে ভক্ষণ করা, ঝোল বানিয়ে পান করা, মিসকিনদের খাওয়ানো সুন্নত। আর চাইলে এ থেকে নিজ দেশের জন্য কিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে।

হাদি জবাই করার পরে পুরুষ ব্যক্তি মাথা মুণ্ডাবে অথবা চুল ছোট করবে। তবে মুণ্ডানোই উত্তম। মুণ্ডনকারীর পক্ষে সুন্নত হচ্ছে মাথার ডান দিক থেকে কাজ শুরু করা। আর মহিলারা আঙ্গুলের অগ্রভাগের সম পরিমাণ চুল ছোট করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا

[১]. বুখারী হা: নং ৫৫৫৮ মুসলিম হা: নং ১৯৬৬ শব্দ তাঁরই

رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা কর, সাহাবাগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রসূল ! চুল ছোটকারীদেরকেও? তিনি আবারো বললেন: হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা কর। সাহাবাগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রসূল! চুল ছোটকারীদেরকেও? তিনি আবারো বললেন: হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডকারীদেরকে ক্ষমা কর। সাহাবাগণ বললেন হে আল্লাহর রসূল! চুল ছোটকারীদেরকেও? তিনি বললেন: "চুল ছোটকারীদেরকেও।"[১]

¿ প্রথম হালাল:

পূর্বোল্লিখিত কাজগুলো করে ফেললে তার পক্ষে স্ত্রী ছাড়া সব নিষিদ্ধ কাজ হালাল হয়ে যাবে। পোশাক, সুগন্ধি, মাথা ঢাকা ইত্যাদি। এবার তার জন্য হালাল বরং শুধু বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেই স্ত্রী ছাড়া অন্য সবই তার জন্য হালাল হয়ে যায়, যদিও মাথা না মুণ্ডায় এবং পশু জবাই না করে। কিন্তু যে ব্যক্তি হাদির পশু সাথে নিয়ে এসেছে তার কথা আলাদা। সে কঙ্কর নিক্ষেপ ও পশু জবাই ছাড়া হালাল হবে না। (উক্ত হালালকে প্রাথমিক পর্যায়ের হালাল) বলা হয়।

ইমামের জন্য সুন্নত হচ্ছে কুরবানির দিন চাশতের সময় জামরাগুলোর নিকটে বক্তব্য পেশ করা, ভাষণে তিনি লোকজনকে হজ্বের মাসায়েল শিক্ষা দিবেন। তাকওয়া ও নেক আমলে পরস্পরকে সহযোগিতা এবং বেশি বেশি জিকির ও আল্লাহর শোকর করার জন্য নসিহত করবেন।

¿ দ্বিতীয় হালাল:

কঙ্কর নিক্ষেপ ও পশু জবাই ও মাথা মুণ্ডানোর পর হাজী সাহেব তার শরীরে ময়লা দূর করবেন এবং পরিস্কার হয়ে সাধারণ জামা-কাপড়

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৭২৮ মুসলিম হাঃ নং ১৩০২ শব্দ তারই

পরিধান করবেন, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এবং চাশতের সময়ে মক্কায় গিয়ে হজ্বের তওয়াফ করবেন (যাকে তওয়াফে ইফাযা বা তওয়াফে জিয়ারাও বলা হয়)। উক্ত তওয়াফে রামাল ও ইযতিবা করবে না।

[| | { ~ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩ Z

الحج: ٢٩

"এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে।" [সূরা হাজ্ব:২৯]

অত:পর তামাত্তুকারী সাফা-মারওয়াতে সা'য়ী করবে ইহাই উত্তম। আর যদি সাফা-মারওয়াতে এক সা'য়ী করেই ক্ষান্ত হয় (উমরা কিংবা হজ্বের সাথে) তবে তাতে কোন সমস্যা নেই।

আর যদি কেরান বা ইফরাদকারী হয় তবে আগমনী তওয়াফে সা'য়ী না করে থাকলে তারাও তামাত্তুকারীর মত তওয়াফ ও সা'য়ী করবে; কিন্তু যদি আগমনী তওয়াফের পরে সা'য়ী করে থাকে যা উত্তম, তবে তওয়াফে ইফাযায় আর তাকে সা'য়ী করতে হবে না। এ পর্যন্ত ইহরামের কারণে তার উপর যা কিছু হারাম ছিল সবই হালাল হয়ে যাবে এমনকি স্ত্রীও। একে (দ্বিতীয় পর্যায়ের হালাল) বলা হয়।

¿ তওয়াফে জিয়ারার প্রথম সময়ঃ

১০ই যিলহজ্বের দিনের পূর্বের রাতের অধিকাংশ সময় অতিক্রম করলে যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করেছে, তার জন্য এ সময় শুরু হয়ে যায়। আর দিনে তা করা সুন্নত এবং দেরী করাও চলে, তবে ওজর ছাড়া যিলহজ্ব মাসের পরে তা পিছানো বৈধ নয়।

¿ মিনায় ফিরে আসার সময়ঃ

এরপর মিনায় ফিরে যাবে এবং সেখানে যোহরের নামজ আদায় করবে এবং তথায় ঈদের দিনের অবশিষ্ট অংশ ও তাশরীকের রাত-দিনগুলো যাপন করবে। তাই দেরী করতে চাইলে **১১, ১২ ও ১৩** তারিখের রাতগুলো মিনায় যাপন করবে। আর (তের তারিখ পর্যন্ত) দেরী করাই উত্তম। তবে পূর্ণ রাত মিনায় যাপন করা সম্ভব না হলে

প্রথম, মাঝ, অথবা শেষভাগ থেকে রাতের বেশির ভাগ তথায় কাটাবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে মিনার এরিয়ার পার্শ্বেই রাত যাপন করবে।

¿ মাশায়েরে হাজী সাহেবের অবস্থান করার বিধানঃ

হজ্বের মাশায়ের তথা স্থানসমূহে হাজীদের জমায়েত হওয়া হজ্বের কাজ। আর হজ্বের কার্যাদি আদায়ের জন্য সেসব স্থানে অবস্থান করা শরিয়তের কাঙ্খিত এবাদত বটে। এখানে একে অপরের সাথে পরিচয় হবে এবং পরস্পর উপকৃত হবে ও তাকওয়া ও নেক কাজে সহযোগিতা করবে।

অতএব, প্রতিটি হাজীর প্রতি ওয়াজিব হলো রাত ও দিনে মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় অবস্থান করা যেমনটি করেছের নবী [ﷺ]। আর কোন ওজর ছাড়া এখান হতে বের হওয়া জায়েয হবে না। ওজর যেমনঃ তওয়াফ বা সাঈ বা জরুরি কোন প্রয়োজন। তাই কাজ বা প্রয়োজন সেরে দ্রুত ফিরে আসবে।

¿ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের কঙ্কর মারার সময়ঃ

যদি সম্ভব হয় তবে মসজিদে খায়েফে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একত্র না করে কসর সহকারে আদায় করবে। আর সম্ভব না হলে মিনার যেখানে সহজ হয় সেই স্থানেই জামাত সহকারে সালাত আদায় করে নিবে। আইয়ামে তাশরিকগুলোতে সূর্য ঢলার পরে তিন জামরাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক দিনের কঙ্কর মিনার যে কোন স্থান থেকে নিতে পারবে।

১. জামরাতে সম্ভব হলে পায়ে হেটে যাওয়া সুন্নত। সেখানে ১১তারিখ সূর্য ঢলার পরে প্রথম (ছোট) জামরা যা মসজিদে খায়েফ থেকে কাছে। তাতে পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্করের সাথে ডান হাত উত্তোলন করবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে কিবলামুখী হয়ে মারবে। উক্ত কাজ থেকে ফারেগ হলে ডান দিক থেকে একটু সামনে অগ্রসর হবে এবং কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করবে যা সূরা বাকারা (আড়াই পারা) পরিমাণ হবে।

২. এরপর মধ্যম জামরার দিকে অগ্রসর হবে এবং পূর্বের ন্যায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্করের সাথে ডান হাত উঠাবে ও আল্লাাহু আকবার বলবে। অত:পর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবে এবং হাত দু'খানা তুলে কিবলামুখী হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করবে যা প্রথমবারের চেয়ে কম হবে।

৩. এরপর বড় জামরার দিকে অগ্রসর হবে এবং মক্কাকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। উক্ত স্থানে দোয়ার উদ্দেশ্যে থামবে না। এতে করে ২১টি কঙ্কর মারা হবে। ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে মিনায় রাত্রি যাপন না করা, দুই দিনের কঙ্কর একদিনে মারা অথবা পূর্ণ কঙ্করগুলোকে তাশরীকের শেষ দিনে মারা অথবা রাতের বেলায় তা নিক্ষেপ করা চলবে।

¿ এরপর ১২ তারিখে তাই করবে যা ১১ তারিখে করেছে তথা তিনটি জামরাতেই সূর্য ঢলার পরে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

সুন্নত হলো তিনিটি জামরাকে নিচ তলায় কংকর মারা। কিন্তু ওজর যেমন: অসুস্থ বা প্রচণ্ড ভিড় ইত্যাদির জন্য উপরের যে কোন তলায় মারা জায়েজ।

¿ যদি দু'দিন অবস্থান করেই আগে-ভাগে চলে আসতে চায় তবে ১২ তারিখের সূর্য ঢলার পূর্বেই মিনা ছেড়ে চলে আসবে। কিন্তু যদি ১৩ তারিখ পর্যন্ত দেরী করার ইচ্ছা করে তাহলে সেদিন সূর্য ঢলার পর পূর্বে বর্ণিত নিয়মে তিনটি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করবে। আর এটাই উত্তম; কেননা এ হচ্ছে নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর আমল। মহিলারা পূর্বে বর্ণিত সব কাজে পুরুষের ন্যায়। এ পর্যন্ত হাজী হজ্বের সবকাজ সম্পন্ন করে ফেলেছেন।

নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একটি মাত্র হজ্ব করেন যা বিদায় হজ্ব নামে খ্যাত। তাতে তিনি হজ্ব পালনের সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব পালন করেন এবং উম্মতকে আল্লাহর প্রতি আহ্বানের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন। আরাফার মাঠে দ্বীন পরিপূর্ণ হয়,

আর কুরবানির দিন উম্মতের উপর দ্বীনের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেয়া হয়। যেমন: নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ». متفق عليه.

"উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়।"[১]

¿ হজ্ব সম্পাদন শেষে বেশি বেশি জিকির করা:

মুসলিম ব্যক্তির জন্য নিজের যে কোন এবাদত যেমন: সালাত, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি শেষ করে আল্লাহকে স্মরণ করা বিবিবদ্ধ; কারণ তিনি আনুগত্যের কাজের তওফিক দিয়েছেন। আর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবে; কারণ তিনি তাকে উক্ত ফরজ আদায় করা সহজ করে দিয়েছেন এবং ক্রটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। সেই ব্যক্তির মত হবে না, যে মনে করে সে নিজেই এবাদতটি সম্পন্ন করেছে এবং এর দ্বারা আল্লাহর উপর অনুগ্রহ করেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

v u t s r q p o n [

فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ ~ } | { z y w

مِنۡ خَلَٰقٖ ﴿٢٠٠﴾ © مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ

´ µ ¶ ¸ ﴿٢٠١﴾ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ

﴿٢٠٢﴾ Z البقرة: ٢٠٠ - ٢٠٢

"যখন তোমরা তোমাদের হজ্বের কার্যাদি শেষ করবে তখন আল্লাহকে নিজেদের পিতাদের মত বা তা অপেক্ষা আরো বেশি স্মরণ করবে। তারপর তাদের অনেকে তো বলে যে, হে প্রতিপালক! আমাদিগকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে– হে প্রতিপালক! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৯

দোজখের আজাব থেকে রক্ষা কর। এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদের। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকরী।"
[সূরা বাকারা: ২০০]

¿ এরপর ১৩ তারিখ সূর্য ঢলার পর মিনা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। সম্ভব হলে আবত্বাহ নামক স্থানে অবতরণ করবে, এখানে যোহর, আসর মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করা এবং রাতের কিছু অংশ যাপন করা সুন্নত।

¿ বিদায় তওয়াফের সময়:

এরপর মক্কায় গমন করবে এবং মক্কাবাসী না হয়ে থাকলে বিদায়ী তওয়াফ করবে। ঋতুবতী ও সন্তান প্রসবকারিণী (ঋতু চলাকালে) বিদায়ী তওয়াফ প্রয়োজন নেই। হাজী সাহেব বিদায়ী তওয়াফ সেরে ফেললে নিজ দেশে ফিরে যাবেন এবং ইচ্ছা করলে যে পরিমাণ সম্ভব জমজমের পানি সাথে নিয়ে যাবেন।

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الـمَرْأَةِ الـحَائِضِ. متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষকে নির্দেশ করা হয়েছে, যেন তাদের সর্বশেষ কাজ আল্লাহর ঘরের সাথে (বিদায় তওয়াফ) হয়। কিন্তু ঋতুবতী মহিলার জন্য রহিত করা হয়েছে।[১]

¿ বিদায় তওয়াফ ত্যাগ করার বিধান:

হাজী সাহেব তার তওয়াফে এফাযাকে দেরি করে মক্কা ছাড়ার সময় যদি তওয়াফে এফাযার নিয়তে তওয়াফ করে, তবে তা বিদায় তওয়াফের জন্যও যথেষ্ট হয়ে যাবে। আলাদা করে বিদায় তওয়াফ করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তওয়াফে এফাযাকে কুরবানির দিন করাই উত্তম। আর যার প্রতি বিদায় তওয়াফ করা ওয়াজি সে যদি তওয়াফ না করে মক্কা হতে বের হয়ে যায়, তবে তার প্রতি ফিরে আসা এবং বিদায় তওয়াফ করা জরুরি হয়ে পড়বে।

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৭৫৫ মুসলিম হা: নং ১৩২৮

নবী [ﷺ]-এর হজ্বের বর্ণনা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهﷺحَاجٌّ، فَقَدِمَ المَدِينَــةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ الله ﷺ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِه، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَة، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُـحَـمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَــوْبٍ وَأَحْرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِي المَسْجِد، ثُمَّ رَكِبَ القَــصْوَاءَ، حَتَّــى إِذَا اسْتَوَتْ بِه نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْه مِــنْ رَاكِــبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِه مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِه مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِه مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْه يَنْزِلُ القُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِه مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِه، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيد: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الـــحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَــذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِه، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ الله ﷺ تَلْبِيَتَهُ.

قَالَ جَابِرٌ رَضِي اللهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ العُمْرَةَ، حَتَّــى إِذَا أَتَيْنَا البَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَــى مَقَــامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه الــسَّلَام، فَقَــرَأَ: (´ µ ¶ ¸ مُصَلًّى ¹) [البقــرة/ ١٢٥]، فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْت، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ -وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّــا عَنِ النَّبِيِّﷺ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: (قُــلْ " # $) و(قُــلْ " #) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَــرَأَ: «(U V W X Y الله...)

[البقرة/ ١٥٨]، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِه» فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْه حَتَّى رَأَى البَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِه عَلَى المَرْوَةِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى، وَقَالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ مَرَّتَيْنِ، لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ».

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِه رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِه عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِه النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ،

فَسَارَ رَسُولُ الله ﷺ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الــجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الــجَاهِلِيَّةِ تَــحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الــجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الــجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُــمُوهُنَّ بِأَمَانِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابُ الله، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى

الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ، أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الفَضْلِ، فَحَوَّلَ الفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَفَاضَ إِلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ. أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিন বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] মদীনায় নয় বছর হজ্ব না করেই অতিবাহিত করেন। অত:পর দশম বছরে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] এ বছর হজ্বে যাবেন। কাজেই মদীনার অনেক লোক একত্রিত হলো। প্রত্যেকেই রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর অনুসরণ করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি

যেরূপ করেন তারাও সেরূপ করবেন। এবার রওয়ানা হয়ে আমরা যুলহুলাইফা নামক স্থানে আসলে আসমা বিন্তে উমায়েস [রা:] মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে প্রসব করেন।

তাই তিনি (আসমা) রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, 'এখন আমি কি করব?' তিনি [ﷺ] বললেন:"তুমি গোসল কর, কাপড় দিয়ে গোপন অঙ্গ বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধ।" অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] মসজিদে সালাত আদায় করে তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করলেন এবং তা বায়দা নামক স্থানে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আমি (জাবির) আমার দৃষ্টি প্রসারিত করলাম এর সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম– আমার দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর আরোহী ও পদাতিক লোকের সারি। আমার ডানে, বামে ও পিছনেও অনুরূপ লোকের ভিড় দেখলাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদের মাঝে ছিলেন। তাঁর ওপর কুরআন নাজিল হচ্ছিল। তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত ভাবধারা ভালভাবেই জানতেন। তিনি যা করতেন আমরাও তা-ই করতাম।

এবার তিনি এই বলে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন:"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লাা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লাা শারীকা লাক।" লোকেরাও তাঁর তালবিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তালবিয়া পাঠ করল। তিনি এর কোন অংশ প্রত্যাখ্যান করেননি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর তালবিয়া পাঠ করতেই থাকলেন।

জাবের [رضي الله عنه] বলেন, আমরা হজ্ব ছাড়া অন্য কোন নিয়ত করিনি; কারণ হজ্বের সাথে উমরাও করা যেতে পারে তা আমাদের মধ্যে কারোর জানা ছিল না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ পৌঁছলাম, তিনি হাজরে আসওয়াদ চুমো খেলেন। অত:পর তিনবার দ্রুত পদক্ষেপে এবং চারবার ধীর পদক্ষেপে কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআন মাজীদের এ আয়াত:"তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানে পরিণত কর।" পাঠ করলেন। এ সময় মাকামে ইবরাহীম তাঁর

বায়তুল্লাহর মাঝখানে ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলতেন, সম্ভবত আমার জানা মতে তিনি নবী [ﷺ] সম্পর্কেই বলেছেন–এখানে তিনি যে দু'রাকাত সালাত আদায় করেছেন তাতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ ও কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" সূরাদ্বয় পড়েছেন।

তারপরে হাজরে আসওয়াদের কাছে ফিরে তাকে চুম্বন করলেন। তারপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হলেন এবং যখন সাফা পর্বতের কাছাকাছি পৌঁছলেন, কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন: "ইন্নাসস্বফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'য়াইরিল্লাহ।" আর বললেন, "আল্লাহ যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব।" কাজেই তিনি সাফা থেকে আরম্ভ করলেন এবং তার ওপর চড়লেন এবং আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন। তখন তিনি কেবলার দিকে ফিরে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করে বললেন:"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহ্দাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ওয়াহুলা 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহ্, ওয়া নাসারা আবদাহ্, ওয়া হাজামাল আহজাাবা ওয়াহ্দাহ্।"

তিনি এরূপ তিনবার বললেন এবং এর মাঝে দু'য়া করলেন। তারপর মারওয়ার দিকে অবতরণ করলেন এবং উপত্যকার সমতলে গিয়ে তাঁর পাঁ ঠেকলো তারপর উপরের দিকে উঠার সময় দৌড়িয়ে উঠলেন এবং উপত্যকা অতিক্রম করলেন, তারপর মারওয়া পৌঁছা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন আর সেখানে তিনি সাফায় যেরূপ করেছিলেন অনুরূপ করলেন। এমনকি মারওয়ার ওপর শেষবারের প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হলে (লোকদের উদ্দেশ্যে) বললেন: আমি আমার ব্যাপারে পরে যা বুঝতে পেরেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে আমি আমার সাথে হাদির পশু আনতাম না এবং তাকে (হজ্বের ইহরামকে) উমরায় পরিণত করতাম। কাজেই যাদের সাথে হাদির পশু নেই তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং তাকে উমরায় পরিণত করে। তখন সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম [رضي الله عنه] দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ বিধান কি শুধু আমাদের এ বছরের জন্য, না চিলকালের জন্য?

জবাবে রসূলুল্লাহ [ﷺ] নিজের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দু'বার বললেন, উমরা হজ্বের মধ্যে প্রবেশ করল। না, বরং চিলকালের জন্য।

এ সময় আলী [رضي الله عنه] ইয়ামেন থেকে নবী [ﷺ]-এর কুরবানির পশু নিয়ে আসলেন এবং ফাতিমা [রা:]কে ইহরাম খোলা, রঙ্গিন কাপড় পরা ও সুরমা লাগানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি এটা খারাপ মনে করলে ফাতিমা [রা:] বললেন, আমার পিতা এ কাজ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আলী [رضي الله عنه] ইরাকে বলতেন, "ফাতিমার এ কাজে আমি বিরক্ত হয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে ফতোয়া জানার জন্য গেলাম। সে (ফাতিমা) যা কিছু আমার সাথে আলাপ করেছে আর আমি যে অপছন্দ করেছি এটাও তাঁকে জানালাম। তিনি [ﷺ] বললেন, ফাতিমা সত্যি বলেছে, সঠিক বলেছে, তুমি যখন হজ্বের নিয়ত করেছিলে তখন কি বলেছিলে? তিনি [رضي الله عنه] বললেন–আমি বলেছি, হে আল্লাহ! তোমার রসূল যার ইহরাম বেঁধেছে আমিও তার-ই ইহরাম বাঁধছি। তিনি [ﷺ] বললেন, "তাহলে তুমি ইহরাম ভাংবে না; কারণ আমার সাথে হাদির পশু রয়েছে।

জাবের [رضي الله عنه] বলেন, আলী [رضي الله عنه] ইয়ামেন থেকে যেসব কুরবানির পশু সাথে এনেছিলেন আর নবী [ﷺ] নিজের সাথে যা এনেছিলেন সব মিলে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একশ'। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ] এবং আরো যাদের সাথে হাদির পশু ছিল তারা ছাড়া সকলেই ইহরাম খুলে ফেলল এবং মাথার চুল কাটালো।

তারপর তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্ব) আসলে তারা মিনার অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং (যারা উমরার পর ইহরাম খুলে ফেলেছিল) হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বাহনে আরোহণ করলেন এবং মিনায় পৌঁছে সেখানে তিনি জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন।

তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি সেখানে (মিনাতে) অবস্থান করলেন এবং তাঁর জন্য 'নামেরায়' একটি পশমের তৈরী তাঁবু খাটানোর নির্দেশ

দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ [ﷺ] যাত্রা করলেন। কুরাইশদের ধারণা ছিল, অবশ্যই তিনি মাশ'য়ারুল হারামে অবস্থান করবেন; কারণ জাহেলিয়াতের সময় কুরাইশরা এরূপ করত। (অর্থাৎ আভিজাত্যের দম্ভে তারা সাধারণের সাথে আরাফাতের মাঠে অবস্থান করত না) কিন্তু রসূলুল্লাহ [ﷺ] সামনের দিকে আগ্রসর হতে থাকলেন এবং আরাফাতে পৌঁছে দেখতে পেলেন, নামেরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। কাজেই তিনি সেখানে অবতরণ করলেন এবং অবস্থান করলেন। সূর্য মধ্যাকাশে স্থীর হলে তিনি তাঁর কাসওয়াকে (উষ্ট্রী) সাজাতে হুকুম দিলেন। উষ্ট্রী সাজানো হলে তিনি উপত্যকার মাঝে এসে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন:

"তোমাদের জানমাল তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম (সম্মানের বস্তু) যেভাবে আজকের এ দিনে এ মাসে এবং এ শহর হারাম (মর্যাদাপূর্ণ)।

জাহিলী যুগের সকল রক্তের দাবী (হত্যার প্রতিশোধ) রহিত করা হল। আর আমি প্রথমেই আমাদের রক্তের দাবীর মধ্যে ইবনে রাবি'য়া ইবনে হারিসের রক্তের দাবী রহিত ঘোষণা করলাম। সে বনি সা'দ গোত্রের দুধ পান অবস্থায় ছিল (প্রতিপালিত হচ্ছিল)। এ অবস্থায় হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

জাহিলী যুগের সুদ রহিত করা হল। আর আমি প্রথমেই আমাদের সুদ আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের সুদ রহিত ঘোষণা করছি। ইহার সমুদয় রহিত হল।

তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর জামানতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদের গুপ্তাঙ্গকে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপরে তোমাদের হক হল তারা তোমাদের ঘরে এমন কাউকে আসতে দেবেনা যাদের তোমরা অপছন্দ কর। আর যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরকে হালকাভাবে মারবে যাতে কঠিন আঘাত না লাগে। আর তোমাদের ওপর তাদের হক হল, যথারীতি ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে।

আর আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে তোমরার আমার পর কখনো গোমরাহ হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব। হে লোক সকল! তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কি বলবে? তারা বললো: আমরা সাক্ষ্য দেব, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে এবং উপস্থিত জনতার দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বলেন: হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। অত:পর মুয়াজ্জিন আজান ও একামত দিল। তিনি [সা:] জোহরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় মুয়াজ্জিন একামত দিল, তিনি [সা:] আসর সালাত পড়লেন। এর মাঝে কোন নফল পড়লেন না।

এরপর রসূলুল্লাহ [ﷺ] সওয়ার হয়ে নিজের অবস্থান স্থলে পৌঁছলেন এবং কাসওয়ার পেট পাথরসমূহের দিকে করে দিলেন এবং পায়ে চলার পথকে নিজের সামনে রেখে কেবলামুখী হলেন। এভাবে তিনি সূর্যোস্ত হয়ে হলুদবর্ণ কিছুটা চলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তিনি উসামাকে তার সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে রওয়ানা হলেন এবং কাসওয়ার নাকের লরি এমনভাবে টেনে ধরলেন যে, এর মাথা হাওদার মোড়কের সাথে লেগে গিয়েছিল। আর তিনি তাঁর ডান হাতের ইশারায় বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শান্তভাবে আস্তে আস্তে অগ্রসর হও। আর যখনই তিনি কোন বালু স্তুপের ওপর এসে উপনীত হতেন, বাহনের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাতে উষ্ট্রী ওপরে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুজদালিফায় এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি এক আজান ও দু’টি একামতের সাথে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করলেন এবং দুই সালাতের মাঝে কোন প্রকার সুন্নত বা নফল পড়লেন না। অত:পর ভোর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ [ﷺ] শুয়ে থাকলেন এবং অন্ধকার কেটে গেলে আজান ও একামতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

এরপর কাসওয়ায় আরোহণ করে 'মাশ'য়ারে হারাম' নামক স্থানে পৌঁছে কিবলামুখী হয়ে দু'য়া করলেন, আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করলেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলে এবং সূর্য উঠার পূর্বে এখান থেকে রওয়ানা হলেন। এবার ফজল ইবনে আব্বাস [ﷺ]কে তাঁর সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিলেন। ফজল একজন সুন্দর চুল বিশিষ্ট সুঠাম ও সুদর্শন যুবক ছিলেন।

তারপর রসূলুল্লাহ [ﷺ] সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আর মহিলাদের একটি দলও পাশাপাশি অগ্রসর হচ্ছিল। আর ফজল [ﷺ] তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] ফজলের মুখমণ্ডলের ওপর তাঁর হাত রাখলেন। ফজল তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে (আবারো) তাকালে রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর হাত পুনরায় ফজলের মুখের ওপর রাখেন। এ অবস্থায় তিনি বাতনে মুহাস্‌সিরে এসে পৌঁছলেন এবং সাওয়রীকে কিছুটা উত্তেজিত করলেন। তিনি মাঝের পথ ধরে জামরায় আকাবার দিকে অগ্রসর হলেন। অত:পর তিনি জামারার নিকট পৌঁছলেন যা গাছের কাছে অবস্থিত। উপত্যকার মাঝখান থেকে তিনি এখানে সাতটি কাঁকর মারলেন, কাঁকর মারার সময় ''আল্লাাহু আকবার'' বললেন। অত:পর কুরবানির স্থানে গিয়ে তিনি নিজ হাতে ৬৩টি পশু কুরবানি করলেন। এরপর যা বাকি রইল তা আলী [ﷺ]কে দিলেন এবং তিনি তা কুরবানি করলেন।

তিনি (আলী ﷺ) নিজের কুরবানির পশুতে শরীক করলেন। তারপর তিনি প্রত্যেক পশুর কিছু অংশ নিয়ে একটি হাঁড়িতে পাকানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। গোশত পাকানো হল এবং তাঁরা দু'জনেই তা থেকে খেলেন ও এর ঝোল পান করলেন। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ পৌঁছলেন এবং তওয়াফে ইফাযা করে মক্কায় জোহরের সালাত পড়লেন। এরপর তিনি আপন গোত্র বনি মুত্তালিবের কাছে পৌঁছলেন। তারা জমজমের কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বললেন, হে বনি মুত্তালিব!

তোমরা (পানি) টানতে থাক, তোমাদের পানি সরবরাহের অধিকার লোকেরা ছিনিয়ে নেবে বলে আশংকা না থাকলে আমিও তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে পানি তুলতাম। তখন তাঁরা তাঁকে এক বালতি পানি দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন।[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১২১৮

৯- হজ্ব ও উমরার আহকাম

¿ হজ্বের রোকনসমূহঃ

হজ্বের রোকন চারটি যথাঃ

ইহরাম বাঁধা, আরাফার মাঠে অবস্থান করা, কা'বা ঘরের তওয়াফে ইফাযা (জিয়ারা) করা এবং সাফা-মারয়ার সা'য়ী করা।

¿ হজ্বের ওয়াজিবসমূহঃ

হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা, হাজীদের সেবায় বা পাহারায় নিয়োজিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য তাশরীকের রাতগুলো মিনায় যাপন করা, কুরবানির রাতে মুজদালিফায় রাত যাপন করা, একান্ত ওজর যেমনঃ দুর্বল বা তাদের ন্যায় অন্য কেউ হলে রাতের বেশির ভাগ সময় তথায় অবস্থান করা, কঙ্কর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা, মক্কার বাইরের লোকদের জন্য সেখান থেকে বের হওয়ার সময় বিদায়ী তওয়াফ করা।

¿ হজ্বের কোন কাজ ত্যাগকারীর বিধানঃ

১. যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরার কোন রোকন ছেড়ে দেয়, সে ঐ কাজ আদায় করা ব্যতীত তার হজ্ব (বা উমরা) সম্পন্ন হবে না।

২. আর যে ব্যক্তি কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিবে সে দম দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে। আর যদি তা না দিতে পারে তবে তওবা অপরিহার্য হওয়া ছাড়া অন্য কিছু বর্তাবে না তার হজ্ব বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা পরিত্যাগ করবে সে পাপী হবে এবং তার উপর ফিদয়া বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত তা পরিত্যাগ করবে সে পাপী হবে না তবে সামর্থ্য থাকলে ফিদয়া দিবে। আর যে ব্যক্তি কোন সুন্নত পরিত্যাগ করবে তার উপর কিছুই জরুরি হবে না। ইহা হজ্ব হোক বা উমরা হোক আর চাই তা কথা হোক বা কাজ হোক।

¿ কুরবানির দিনের কার্যাদি আদায়ের পদ্ধতি:

হাজী সাহেবদের জন্য উত্তম হচ্ছে যিলহজ্বর মাসের ১০তারিখ ঈদের দিনের কাজগুলোকে এভাবে সিরিয়ালে করা: শেষ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। অত:পর হাদি জবাই করা। এরপর মাথা মুণ্ডান কিংবা চুল ছোট করা, অত:পর তওয়াফে ইফাযা করা এবং সবশেষে সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করা। এ হচ্ছে সুন্নত পদ্ধতি তবে কেউ যদি ভুলে বা স্বেচ্ছায় আগে পরে করে ফেলে তবে কোন সমস্যা নেই। যেমন: হাদি জবাই এরপূর্বে মাথা মুণ্ডানো বা কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তওয়াফ করা ইত্যাদি।

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ:« اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:« ارْمِ وَلَا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ:« افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] লোকজনের প্রশ্ন শুনার উদ্দেশ্যে বিদায় হজ্বে মিনায় অবস্থান নেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল আমি বুঝতে পারিনি ফলে হাদি জবাই এর পূর্বেই মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলেছি? তিনি বললেন: "কর কোন সমস্যা নেই।" অপরজন বলল: আমি কঙ্কর নিক্ষেপ না করে উট জবাই করেছি? তিনি বললেন:"মার কোন বাধা নেই। এমনকি তাঁকে যে বিষয়েই আগে-পরে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি একই উত্তর দিয়েছেন যে, "কর কোন সমস্যা নেই।"[১]

---

[১] . বুখারী হাঃ নং ৮৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩০৬

¿ তওয়াফের পূর্বে সাঈ করার বিধানঃ

নবী [ﷺ] তাঁর হজ্ব ও উমরাতে সব সময় তওয়াফ করার পর সাফা-মারয়ার মাঝে সাঈ করেছেন। অতএব, কখনোই সাঈকে তওয়াফের পূর্বে করা জায়েয হবে না। চাই তা হজ্বে হোক বা উমরাতে হোক।

¿ মুজদালিফায় আটকা পড়া ব্যক্তির হজ্বের বিধানঃ

যে ব্যক্তি আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করেছে; কিন্তু ভীড় কিংবা অন্য কোন ওজরবশতঃ আটকা পড়ে এশার ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে তবে সে পথেই সালাত পড়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে ফজরের পরে বা সূর্য উদিত হওয়ার পরে মুজদালিফায় পৌঁছবে সে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করবে। অত:পর মিনার দিকে চলতে থাকবে এতে করে তার উপর কোন প্রকার দম ওয়াজিব হবে না।

¿ মিনায় রাত্রি যাপনের বিধানঃ

আয়্যামে তাশরীকে মিনায় রাত্রি যাপন করার সমস্ত হাজীদের প্রতি ওয়াজিব। আর দিনের বেলা মিনায় অবস্থান করা এবং সেখান হতে বের না হওয়া। কিন্তু হজ্বের কাজ আদায়ের জন্য বা প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েজ।

প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রহরীসহ হাজীদের সাধারণ সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যেমনঃ ট্রাফিক, নিরাপত্তা বাহিনী, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ও কর্মরত ডাক্তার-নার্সগণ মিনার বাহিরে ফিদয়া ছাড়াই অবস্থান করতে পারবেন।

[w x y z { | } ~ لِّأَنفُسِكُمْۗ وَمَن يُوقَ
شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ © Z التغابن: ١٦

“অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তরাই সফলকাম।” [সূরা তাগাবুন:১৬]

¿ আইয়ামে তাশরীকে কংকর মারার সময়ঃ

১. ঈদের দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে সবগুলো কঙ্কর সূর্য ঢলার পরে মারতে হবে, যদি কেউ সূর্য ঢলার পূর্বে মেরে থাকে তাকে সূর্য ঢলার পরে পুনরায় মারা অপরিহার্য। তবে যদি ১৩ তারিখের সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত তা না মারতে পারে তার উপর দম বর্তাবে। কিন্তু মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার ফলে তাকে আর কঙ্কর মারতে হবে না।

২. কঙ্করের জন্য তাশরীকের তিনটি দিন একদিন সমতুল্য, ফলে যে ব্যক্তি এক দিনের কঙ্কর অপর দিনে নিক্ষেপ করবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। আর তার উপর কিছুই বর্তাবে না তবে সে উত্তম পথ পরিহারকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

যে ব্যক্তি একবারে সবগুলো পাথর নিক্ষেপ করবে তার একটি কঙ্কর গণ্য হবে। তাই সে অবশিষ্ট ছয়টি পূর্ণ করবে।

নিক্ষেপের স্থান মূলতঃ পাথর জমা হওয়ার স্থান, হাউজকে চিহ্নিত করার জন্য যে দেয়াল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে তা নয়।

¿ সন্ধাবেলা কংকর নিক্ষেপের বিধানঃ

হাজী সাহেবের জন্য উত্তম হচ্ছে তাশরীক (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ)-এর দিনগুলোতে দিনের বেলায় সূর্য ঢলার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করা। তবে ভীড়ের ভয়ে বিকালেও নিক্ষেপ করতে পারবে। কেননা নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিক্ষেপের প্রথম নির্দিষ্ট করেছেন বটে; কিন্তু তার শেষ সময় নির্দিষ্ট করেননি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ:« لَا حَرَجَ». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ:« اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ».وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ:« لَا حَرَجَ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে কুরবানির দিন মিনাতে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেনঃ "কোন অসুবিধা নেই।" একজন মানুষ

জিজ্ঞাসা করল: আমি জবাই করার পূর্বে মাথা মুণ্ডিয়েছি, তিনি উত্তরে বললেন: "কোন অসুবিধা নেই।" আর বলল: সন্ধাবেলা কঙ্কর নিক্ষেপ করেছি। উত্তরে তিনি বললেন: "কোন অসুবিধা নেই।"[১]

¿ কংকর নিক্ষেপ দেরী করার বিধান:

সুন্নত হলো হাজি সাহেব জামারাতে কংকর সময়মত মারবেন। আর প্রহরী, পীড়িত, ওজরগ্রস্ত এবং যাদের পক্ষে ভীড় সহ্য করা কষ্টকর তাদের জন্য ১৩ তারিখ পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ পিছিয়ে দেয়া বৈধ। সে তখন প্রত্যেক দিনের সিরিয়াল বজায় রেখে তা নিক্ষেপ করবে। প্রথম দিনের জন্য প্রথমে প্রথমটি অত:পর দ্বিতীয়টি অত:পর তৃতীয়টি। প্রথম দিনের কাজ শেষ হলে পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় দিনের অত:পর তৃতীয় দিনের কাজ সারবে। যদি শরয়ী ওজর ছাড়া ১৩ তারিখ থেকে তা পিছিয়ে দেয়, তবে সে পাপী হবে এবং তার উপর দমও ওয়াজিব হবে। তবে যদি ওজর সাপেক্ষে পিছিয়ে থাকে তবে কেবল দমই যথেষ্ট। আর (পরবর্তী) দুই অবস্থার কোন অবস্থাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে কঙ্কর নিক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন।

¿ কংকর নিক্ষেপে প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান:

নারী-পুরুষদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি ও ছোটদের মধ্যে যারা কঙ্কর নিক্ষেপে অপারগ তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব চলবে। তবে প্রথমে প্রতিনিধি নিজের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। অত:পর প্রত্যেক জামরার একই জায়গায় থেকে (একই যাত্রায়) অন্যেরগুলো নিক্ষেপ করবে।

¿ তওয়াফে ইফাযা দেরী করার বিধান:

সুন্নত হচ্ছে হাজী সাহেব ঈদের দিনেই তওয়াফে ইফাযা-জিয়ারা আদায় করবেন। তবে তার জন্য তাশরীকের শেষ দিন কিংবা যিলহজ্ব মাসের শেষ পর্যন্ত দেরী করা বৈধ। কিন্তু ওজর ছাড়া যিলহজ্ব মাসের পরে তা দেরী করা বৈধ নয়। যেমন: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে চলে হোক

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৭২৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩০৬

বা আরোহণ করে হক কোনভাবেই তওয়াফ করতে সক্ষম নয় অথবা ঠিক এমন মহিলা, যে তওয়াফ শুরু করার পূর্বেই ঋতুবতী হয়ে পড়েছে ইত্যাদি।

¿ ঋতুবতী মহিলার তওয়াফের বিধানঃ

১. কোন মহিলা যদি তওয়াফে জিয়ারার পূর্বে মাসিক ঋতুবতী হয়ে পড়ে অথবা সন্তান প্রসব দ্বারা প্রসূতি হয়ে পড়ে তবে পবিত্র না হয়া পর্যন্ত তওয়াফ করবে না। মক্কায় অবস্থান করবে এবং পবিত্র হলে গোসল করে তওয়াফ করবে। কিন্তু যদি এমন সাথীদের সঙ্গে এসে থাকে যারা তার জন্য অপেক্ষা করবে না আর না সে মক্কায় (অন্য কোনভাবে) থাকার সামর্থ্য রাখে তাহলে সে ক্ষতিকর না এমন ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ করে গোসল করে তওয়াফ করবে; কারণ সে ওজরগ্রস্ত। কেননা সে অপারগ আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের সাধ্যের বাহিরে কিছু চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ চাহে তার হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে। আর ঔষধ না পেলে কোন নেকড়া বা ন্যাপকিন ইত্যাদি দ্বারা পট্টি বেধে তওয়াফ করে নিবে। এতে করে তার পবিত্রার শর্ত বাদ পড়ে যাবে, কারণ সে অপারগ।

২. কোন মহিলা যদি উমরার ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয়ে পড়ে তাহলে তওয়াফের পূর্বেই ৯ তারিখের পূর্বে পবিত্র হয়ে গেলে সে উমরা পূর্ণ করবে। অত:পর হজ্বের নিয়ত করে আরাফার দিকে রওয়ানা করবে। কিন্তু যদি ৯ তারিখের পূর্বে পবিত্র না হয় তাহলে হজ্বকে উমরার মধ্যে এ বলে প্রবেশ করাবে:

« لَبَّيْكَ حَجًّا وَعُمْرَةً » লাব্বাইকা হাজ্জান ওয়া উমরাতান

এর ফলে সে কেরানকারিণীতে পরিণত হবে এবং হাজীদের সাথে হজ্বের স্থানসমূহে অবস্থান করবে এবং হজ্বের সমস্ত কার্যাদি আদায় করবে। অত:পর যখন পবিত্র হবে তখন গোসল করে কা'বা ঘরের তওয়াফ করবে এবং এরপর সাঈ করবে।

¿ হজ্ব পরিবর্তনের বিধানঃ

ইফরাদ ও কেরানকারী হাজী সাহেব যখন মক্কায় আগমন করে তওয়াফ ও সা'য়ী করে ফেলবে তখন তার পক্ষে সুন্নত এই যে, সে তার হজ্বকে উমরায় পরিণত করবে, ফলে সে তামাত্তুকারী হবে। সে চাইলে তওয়াফের পূর্বেও নিয়ত পরিবর্তন করে তামাত্তুতে রূপান্তরিত করতে পারে। ইফরাদকারী স্বীয় হজ্বকে কেরানে পরিণত করবে না। আর না কেরানকারী স্বীয় হজ্বকে ইফরাদে পরিণত করবে; বরং সুন্নত হচ্ছে ইফরাদ এবং কেরানকারী স্বীয় হজ্বকে তামাত্তুতে রূপান্তরিত করবে। তবে কেরানকারীর জন্য এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই যে, তাকে পশু সাথে না নিয়ে আসতে হবে।

¿ কা'বা ঘরের ভিতরে প্রশের বিধানঃ

কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা না ফরজ আর না সুন্নতে মুয়াক্কাদা বরং তাতে প্রবেশ করা উত্তম। আর যে প্রবেশ করবে তার জন্য সেখানে সালাত পড়া মুস্তাহাব-উত্তম। আরও মুস্তাহাব হচ্ছে তকবির পড়া, দোয়া করা। আর যদি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাহলে দরজাকে পিছনে রেখে এতদূর অগ্রসর হবে যেন তার এবং দেয়ালের মাঝখানে তিন হাত ব্যবধান থাকে। অত:পর সেখানে সালাত আদায় করবে। আর হাতীম কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত।

¿ হজ্ব ও উমরাতে দোয়ার স্থানসমূহঃ

হজ্বে দাঁড়িয়ে ছয়টি দোয়ার সময় রয়েছেঃ

সা'য়ী করার সময় সাফা ও মারওয়াতে, আরাফার ময়দানে, মুজদালিফায়, প্রথম জামরায় ও দ্বিতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর। এই মোট ছয়টি স্থানে নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে দোয়া সাব্যস্ত রয়েছে।

আর উমরাতে দাঁড়িয়ে দোয়ার সময় দু'টিঃ সাফা পর্বতে একটি আর অপরটি মারওয়া পর্বতে। আর ইহা প্রতিটি সাঈর শুরুতে।

¿ হাজীদের প্রস্থানের স্থান তিনটিঃ

প্রথমটিঃ ঈদের রাতে আরাফা থেকে মুযদালিফা অভিমুখে।
দ্বিতীয়টিঃ কুরবানির দিন মুযদালিফা থেকে মিনা অভিমুখে।
তৃতীয়টিঃ তওয়াফে ইফাযার উদ্দেশ্যে মিনা থেকে মক্কা অভিমুখে।
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

M L J I H G F E D C [
W V T S R Q P O N
c b a ` _ ^] \ [Z Y X
البقرة: ١٩٨ Z m l k j i g f e d
١٩٩ _

"তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। অত:পর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশআরে–হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তাঁকে স্মরণ কর তেমনি করে যেমন তোমাদিগকে হেদায়েত করা হেয়ছে–আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ। অত:পর তওয়াফের জন্যে দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। আর আল্লাহর কাছেই ক্ষমা কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়।" [সূরা বাকারা:১৯৮-১৯৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[| | } ~ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩ Z
الحج: ٢٩

"এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে।" [সূরা হাজ্ব:২৯]

¿ বাদপড়া ও বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিধানসমূহঃ

যদি কোন রোগ বা ওজর বা বাধা বা হায়েয কিংবা পথ খরচ নি:শেষ হয়ে বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে শর্ত করে থাকলে কোন কিছু ছাড়াই হালাল হয়ে যাবে। আর যদি শর্ত না করে থাকে তবে সম্ভবপর পশু

জবাই করে ও মাথা নাড়িয়া বা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে। আর যদি ফরজ হজ্ব হয়, তবে পরের বছর তাকে হজ্ব করতে হবে।

আর যার আরাফায় অবস্থান বাদ পড়ে যাবে তার হজ্ব হবে না, সে উমরা করে এবং পশু জবাই করে হালাল হয়ে যাবে এবং ফরজ হজ্ব হলে পরের বছর তা কাজা করে নিবে। আর যদি নিয়তের সময় শর্ত করে থাকে তবে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তার উপর কিছুই বর্তাবে না।

আর যাকে কোন শত্রু বায়তুল্লাহ থেকে বিরত রাখবে সে পশু কুরবানি করে মাথা মুণ্ডাবে কিংবা চুল ছোট করবে। অত:পর হালাল হয়ে যাবে, তবে যদি আরাফা থেকে বিরত রাখে তাহলে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ © ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

´ µ |) [البقرة/١٩٦].

"আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।"
[সূরা বাকারা:১৯৬]

কোন নারীর হজ্ব বা উমরা আদায়ের সময় স্বামীর মৃত্যুর খবর পেলে সে তার হজ্ব বা উমরা পূর্ণ করবে; কারণ হজ্ব ও উমরার কার্যাদি পূরণ করা ওয়াজিব। এ ছাড়া হজ্ব ও উমরার কার্যাদি এবং এদ্দত পালন দু'টিই সমান এবাদত ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ও সময় সঙ্কির্ণ হওয়ার ব্যাপারে। তাই আগের ওয়াজিব আগে আদায় করাই ওয়াজিব।

¿ হজ্ব, উমরা বা অন্যান্য ভ্রমণ থেকে ফেরার পথে কি পড়বে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْجُيُوشِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّـــرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَـــدَقَ اللَّـــهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন সেনাদল বা ছোট বাহিনী নিয়ে অথবা হজ্ব বা উমরা থেকে ফিরতেন তখন ছানিয়্যা বা ফাদফাদে (মদীনার অদূরে একটি স্থান) পৌঁছে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলতেন। অত:পর বলতেন: "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ওয়াহুওয়া 'আলাও কুল্লি শাইয়িন কদীর, আায়িবূনা তাায়িবূনা 'আাবিদূনা লিরব্বিনাা হামিদূন, সদাকল্লাহু ওয়া'দাহ্, ওয়া নাসরা 'আব্দাহ্, ওয়া হাজামাল আহ্জাাবা ওয়াহ্দাহ্।"[১]

[১] .বুখারী হাঃ নং ১৭৯৭ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৪ শব্দ তারই

১০- হাদী ও কুরবানির পশু

¿ **হাদীঃ** যা বাহীমাতুল আন'য়াম (যেসব পশু কুরবানি জায়েজ) হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হারামের জন্যে উৎসর্গীত পশু এবং যা তামাত্তু হজ্ব অথবা কেরান হজ্ব কিংবা বাধাগ্রস্তর কারণে ওয়াজিব হয় তাকে হাদী বলে।

¿ হাদী জবাই করার সময়ঃ

হাদী দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ তামত্তু ও কেরান হজ্বের হাদী। এর জবাই করার সময় কুরবানির দিন সকাল হতে আইয়ামে তাশরীকের ১৩ তারিখের সূর্য ডুবা পর্যন্ত। এর মাংস হতে নিজে ও ফকির-মিসকিনকে খাওয়ানো উত্তম। ইহা মক্কার হারামের সীমানার ভিতরে জবাই করতে হবে। যেমনঃ মক্কায় অথবা মিনায় কিংবা মুজদালিফা ইত্যাদি।

আল্লাহর বাণীঃ

) u v w x y z { | } فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا
صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا © مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ
لَعَلَّكُمۡ ´ µ) [الحج/٣٦].

"আর হারামের লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নির্দশন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অত:পর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাঞ্চা করে না তাকে এবং যে যাঞ্চা করে তাকে। এমনভিাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" [সূরা হাজ্ব:৩৬]

দ্বিতীয়ঃ বাধাগ্রস্তের হাদী। এর জবাই করার সময় যখন তার কারণ

পাওয়া যাবে, চাই তা হারামের সীমার ভিতরে হোক বা তার বাইরে হোক। এ থেকে নিজে খাবে না বরং ফকির-মিসকিনদেরকে খাওয়াবে।

(وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ © ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ

´ µ |) [البقرة/١٩٦].

"আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।" [সূরা বাকারা:১৯৬]

¿ নফল হাদি:

১. সামর্থ্যবান হাজী সাহেবের জন্য বেশি বেশি হাদি জবাই করে এবং তা হারাম ও অন্যান্য ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করা সুন্নত।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ-في صفة حجة النبي ﷺ-وفيه- ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِه ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَــةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. أخرجه مسلم.

১. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ]-এর হজ্বের বর্ণায় রয়েছে। অত:পর তিনি পশু জবাই করার স্থানে যান এবং ৬৩টি পশু জবাই করেন। এরপর আলী [ﷺ]কে ছুরি দেন এবং বাকিগুলো জবাই করেন। তিনি তাকে তাঁর হাদিতে শরিক করে নেন। অত:পর তিনি প্রতিটি উট থেকে এক টুকরা করে গোস্ত নেয়ার নির্দেশ দেন। এরপর সবগুলো একটি পাতিলে পাক করা হয় এবং তাঁরা দু'জনে খান এবং ঝোল পান করেন।"[১]

২. উমরাকারীর জন্য সুন্নত হলো নিজের শহর থেকে বা মক্কার অদূর থেকে হাদি সাথে করে নিয়ে আসা এবং মক্কা ও অন্যান্য স্থানের ফকির-মিসকিনদেরকে দান করা।

[১]. মুসলিম হা: নং ১২১৮

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. أخرجه البخاري.

মেসওয়ার ইবনে মাখরামা [ﷻ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] হুদাইবিয়ার সময় মদিনা হতে বের হন। তাঁর সাথে ছিল প্রায় এক লাখ তের থেকে উনিশ হাজার মত সাহাবী। যখন নবী [ﷺ] যুল হুলাইফাতে পৌঁছলেন তখন হাদির গলায় বিশেষ দড়ি পরিয়ে দিলেন এবং চিহ্নিত করলেন ও উমরার ইহরাম বাঁধলেন।"[১]

৩. বাড়িতে অবস্থানকারীর জন্য হারামে হাদি প্রেরণ করা সুন্নত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ. متفق عليه.

আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]-এর হাদির দড়ি পাকাই। অত:পর তিনি সেগুলোকে চিহ্নিত করেন এবং তিনি বা আমি গলায় রশি পরিয়ে দিই। এরপর তিনি সেগুলোকে আল্লাহর ঘরের জন্য প্রেরণ করেন আর তিনি মদিনাতেই অবস্থান করেন। তাঁর প্রতি যা হালাল ছিল তার কিছুই হারাম হয়নি।"[২]

- **উযহিয়্যাহ:** ঐ প্রাণীকে বলে যা কুরবানির দিনগুলোতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়। কুরবানির পশু হলো: উট-উষ্ট্রী, গরু-গাভী, ছাগল-ছাগি এবং দুম্বা ও মেষ।
- **কুরবানির বিধান:** সামর্থ্যবান, জীবিত মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে এটা পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৬৯৫

[২]. বুখারী হা: নং ১৬৯৯ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৩২১

الكوثر: ١ – ٢ Z] \ [Z Y X W V[

“নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। অতএব, আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন ও কুরবানি করুন।”
[সূরা কাউসারঃ ২]

¿ কুরবানি জবাই করার সময়ঃ

ঈদের দিনে ঈদের সালাতের পর থেকে তাশরীকের শেষ দিন ১৩ তারিখ পর্যন্ত। অতএব, কুরবানির সময় চারদিন। ঈদের দিন এবং পরবর্তী আরো তিনদিন।

কুরবানির গোশত থেকে নিজে খাওয়া, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেওয়া ও ফকির মিসকিনদেরকে সাদকা করা মুস্তাহাব-উত্তম।

কুরবানির ফজিলত অনেক বড়; কারণ এতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ রয়েছে। আরো রয়েছে পরিবারের উপর খানাপিনার পরিধির বিস্তার, ফকির মিসকিনদের উপকার ও আত্মীয়তা বন্ধন ও প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখার সুব্যবস্থা।

¿ হাদী ও কুরবানি পশুর শর্তসমূহঃ

হাদি ও কুরবানির পশুর জন্য নিম্নের শর্তগুলো জরুরিঃ

১. হাদি, কুরবানি ও আকীকার জন্য উটের জন্য পাঁচ বছর, গরু দুই বছর, ও ছাগল এক বছর ও দুম্বা-ভেড়া ছয় মাস হওয়া জরুরি। কুরবানি অবধারিত হয়ে গেলে তা অপেক্ষা উত্তম কোন প্রাণী দ্বারা বদল করা ছাড়া তা বিক্রি বা দান করে দেয়া বৈধ নয়।

২. কুরবানি বা আকীকা কিংবা হাদির পশু বাহীমাতুল আন‘আম দ্বারা হওয়া ওয়াজিব। আর ইহা শরীয়ত সম্মত বয়সে উত্তীর্ণ এবং দোষমুক্ত হতে হবে। আর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে যেটি সুঠাম, দামী ও শ্রেষ্ঠ।

দুম্মা বা ছাগল এক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। উট ও গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। কোন ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারের জীবিত

কিংবা মৃত সবার পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা উট কিংবা গরু দ্বারা কুরবানি আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে।

সাবলম্বি ব্যক্তির পক্ষে একাধিক প্রাণী দ্বারা (হজ্বের) হাদি জবাই করা মুস্তাহাব; কারণ এর দ্বারা আল্লাহর মেহমান হাজী সাহেবদেরকে সম্মান করা এবং হরামের ফকিরদের প্রতি এহসান ও সওয়াব ও নেকি অর্জন করা সম্ভব।

জীবিত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানি করা সুন্নত। আর মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আলাদাভাবে নয় বরং জীবিতদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে কুরবানি করতে হবে। কিন্তু যদি তিনি অসিয়ত করে যান তাহলে তার নামে আলাদা করে করতে হবে।

¿ কুরবানি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উপর যা করা হারামঃ

যে ব্যক্তি কুরবানি করবে তার পক্ষে যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনে চুল, চামড়া বা নখ কাটা হারাম। যদি এসবের কিছু করে ফেলে তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে কোন প্রকার ফিদয়া জরুরি হবে না।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ». أخرجه مسلم.

উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এরশাদ করেন: "যখন যিলহজ্ব-এর ১০ দিন আসে এবং তোমাদের কেউ কুরবানি করার নিয়ত করে, তখন যেন সে স্বীয় চুল ও চামড়ার কোন অংশ না কাটে।"[১]

¿ উট নহ্‌র ও অন্যান্য প্রাণী জবাই করার পদ্ধতি:

১. সুন্নত হচ্ছে উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় তার বাম হাত বেধে জবাই করা। আর তা ছাড়া গরু ও ছাগল শায়িত অবস্থায় জবাই করা, তবে এর বিপরীত করাও বৈধ। উটের জবাই (নহ্‌র) হবে গলার নিম্নভাগে। আর গরু ও ছাগলের জবাই হবে গলার উপরিভাগে। তাকে বাম পার্শ্বের উপর

---

[১] .মুসলিম হাঃ নং ১৯৭৭

ভর করে শুইয়ে দিবে এবং তার ঘাড়ের উপর ডান পা রেখে মাথা চেপে ধরে জবাই করবে এবং বলবে:

« بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ».

“বিসমিল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী”

(ক) আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

[u v w x y z } | { فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا
صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا © مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ
لَعَلَّكُمۡ ´ µ Z الحج: ٣٦

“আর কা‘বার জন্যে উৎসর্গীত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অত:পর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু সওয়াল করে না তাকে এবং যে সওয়াল করে তাকে। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা হাজ্ব:৩৬]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه.

(খ) আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] দু’টি সুঠাম শিং বিশিষ্ট দুম্বা দ্বারা কুরবানি করেন। তিনি নিজ হাতে উভয়টি জবাই করেন। তিনি ‘বিসমিল্লাাহি আল্লাাহু আকবার’ বলেন এবং স্বীয় পা তাদের ঘাড়ের উপরে রাখেন।”[১]

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৫৬৫ মুসলিম হাঃ নং ১৯৬৬

২. সুন্নত হচ্ছে হজ্বের হাদি বা কুরনানির পশু কুরবানিদাতা নিজের হাতে জবাই করা। আর যদি জবাই করতে না জানে বা না পারে তাহলে উপস্থিত থাকা। কসাইকে কুরবানির পশুর গোশত থেকে কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দিবে না। যার পক্ষ থেকে কুরবানি হচ্ছে তার নাম উল্লেখ করা চলবে। জবাই হালাল হওয়ার জন্য কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী, বড় রগ দু'টি অথবা একটি ও রক্ত প্রবাহিত হওয়াই যথেষ্ট।

¿ যা দ্বারা কুরবানি যথেষ্ট নয়:

মুসলিম ব্যক্তি হজ্বের বা কুরবানির প্রাণীসহ অন্য যে কোন সওয়াবের উদ্দেশ্যে জবাইকৃত প্রাণী জবাই করার পরে যদি তা রোগী বলে জানা যায়, তবে ইহা যথেষ্ট হবে না। কেননা এ দ্বারা উদ্দেশ্যে হাসিল হয়নি।

পূর্ণ বা আংশিক নিতম্ব কাটা, কুঁজ কাটা, অন্ধ বা পায়ের নলা কাটা ইত্যাদি প্রাণী দ্বারা কুরবানি হজ্বের জবাইসহ কোন প্রকার সওয়াবের জবাইর কাজে যথেষ্ট নয়।

عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ سمعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« أَرْبَعَةٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي ». أخرجه أبو داود والنسائي.

বারা' ইবনে 'আজেব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি নবী করীম [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন যে, "চার প্রকার প্রাণী কুরবানির জন্য যথেষ্ট নয়: সুস্পষ্ট কানা, সুস্পষ্ট রোগী, সুস্পষ্ট লেংড়া ও এত হালকা-পাতলা যার গায়ে মাংস নেই।"[১]

¿ সর্বোত্তম কুরবানি ও হাদী:

হাদী ও কুরবানিতে সর্বোত্তম হলো পূর্ণ একটি উট। এরপর পূর্ণ একটি গরু-গাভী। অত:পর দুম্বা ও ছাগল। এরপর উট অথবা গরুর সাত ভাগের একভাগ। আর আকীকার জন্য উট বা গরুর ভাগা দ্বারা

---

[১] হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৮০২, নাসাঈ হাঃ নং ৪৩৭০ শব্দ তারই সহীহ

চলবে না। একটি উট বা একটি গরু কিংবা দুম্বা-ছাগল একজনের আকীকার জন্যে যথেষ্ট। দুম্বা-ছাগল দ্বারা আকীকা করাই উত্তম; কারণ ইহা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর বেটা পশু বেটি পশুর চাইতে উত্তম।

১১-হজ্ব ও উমরার আকস্মিক বিধানসমূহ

¿ হজ্বের তাসরীহ (হজ্ব পারমিট) ও ভিসার বিধান:

হজ্ব ও উমরার পারমিট ও ভিসা এবং হাজীদের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ। এসব একটি মহান এবাতদকে সহজে আদায়ের নিয়ন্ত্রণ মাত্র। নিষেধ ও বন্ধ করার জন্য নয়। আর ইহা মুসলিম ব্যক্তির প্রতি হজ্ব ফরজের একটি শর্ত বিশেষ। যেমন শর্ত পাথেয় ও বাহন। যাকে এর কারণে নিষেধ করা হবে তার কেউ বদলি হজ্ব করবে না।

আর হজ্ব পারমিট ও হজ্বের ভিসা বিক্রি করা হারাম এবং যাকে দেয়া হবে সে ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহার করাও নাজায়েজ। এ ছাড়া হজ্বের পাসপোর্ট বা পারিমিট কিংবা মিথ্যা ভিসা দ্বারা টালবাহনা করে নিয়ম ভঙ্গ করাও নাজায়েজ; কারণ এসবে রয়েছে বাদশাহর নির্দেশের বিপরীত, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, অরাজগতার দরজা খুলে দেয়া এবং নিরাপত্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ও হারাম পন্থায় উপার্জন করা।

¿ হাজীদের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণের বিধান:

বেশি বেশি হজ্ব ও উমরা করাই আসল এবং এক বছরে একাধিকবার উমরা করাই মুস্তাহাব; কারণ অনির্দিষ্ট এবাতদ বেশি করাই উত্তম। যেমন নফল সালাত এবং নফল রোজা। কিন্তু কঠিন ভিড়ের সময় দায়িত্বশীলের অধিকার রয়েছে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যাতে করে সহজে হজ্ব ও উমরা করা যায়। আর বাদশাহর জন্য যারা আগে হজ্ব করেছে তাদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেয়াও জায়েজ যাতে করে ভিড় কম হয়। যেমন প্রতি পাঁচ বছরে একবার। আর এ নিয়মের বহির্ভূত থাকবেন উলামাগণ, দ্বীনের আহ্বানকারীগণ, ডাক্তার, পুলিশ ও সেনা বাহিনী ইত্যাদি, যারা হাজীদের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা এবং হেফাজতের দায়িত্ব পালন করবেন।

আর প্রতিটি ইসলামি দেশের ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি ও জনগণের প্রতি ওয়াজিব হলো বাদশাহকে সহযোগিতা করা; যাতে করে সাধারণ উপকার সাধিত হয়।

¿ হজ্ব ও উমরার গ্রুপের অভিযানের বিধান:

শরিয়তের বিধিবিধানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিগুলো জন্য হজ্ব ও উমরার অভিযানের ঘোষণা করা জায়েজ আছে। আর সরকারের জন্য হজ্বের গ্রুপগুলো থেকে ব্যাংকের জামানত চাওয়া জায়েজ রয়েছে; যাতে করে হাজীরা তাদের অধিকারের জামানত পায় এবং তাদের সাথে ইত্তেফাক অনুযায়ী হজ্ব আদায় করতে পারেন।

আর উলামা কেরাম ও দ্বীনের আহ্বানকারীদের জন্য হজ্ব ও উমরার গ্রুপের সাথে অংশগ্রহণ করা বৈধ। যাতে করে তাঁরা মানুষকে হজ্বের বিধান শিক্ষা ও দ্বীনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। আর তাঁদের কাউকে কোন শর্ত ছাড়া টাকা-পয়সা দিলে তা গ্রহণ করা বৈধ আছে। আর যে মুসলিম ব্যক্তি সওয়াব ও প্রতিদানের আশা করেন তিনি যেন ব্যয়বহুল গ্রুপের সাথে হজ্ব না করেন; কারণ এতে রয়েছে অপব্যয় ও আপোসে অহংকার। এ ছাড়া নবী [ﷺ] ও তাঁর সহাবাগণের হেদায়েতের পরিপন্থী; তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট অভাব ও বিনয়ীতা প্রকাশ করতেন।

¿ সরকারী পক্ষের সাথে হজ্ব করার বিধান:

সরকারী পক্ষের সাথে সরকারী খরচে প্রতিটি কর্মচারী ও দায়িত্বশীরে হজ্ব করা জায়েজ। আর যাদেরকে সরকার প্রয়োজনে আহ্বান করবে বা অনুমতি দেবে তাদের অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে। যেমন: উলামাবৃন্দ, দ্বীনের আহ্বানকারী ও ডাক্তার সাহেবগণ ইত্যাদি।

আর যারা হাজীদের খেদমতে শরিক হবেন। যেমন: সেনা বাহিনী, ডাক্তার, দায়িত্বশী ও কর্মচারী ইত্যাদি। এরা যদি অনুমতি ছাড়াই ফরজ হজ্ব আদায় করতে চাই, তবে কাজে কোন সমস্যা না হলে জায়েজ হবে। আর যদি কাজে সমস্যা হয়, তবে ইত্তেফাকের বিপরীত হওয়ার কারণে জায়েজ হবে না।

আর যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়াই হজ্বের ইহরাম বেঁধে ফেলেছে এবং পরে অনুমতি পেয়ে গেছে সে তার হজ্ব পুরা করবে এবং তার প্রতি অর্পিত কাজ সম্পাদন করবে। আর যদি অনুমতি না দেয় এবং শর্ত করে থাকে যে, 'ইন হাবাসানী হ্যাবিস ফামাহিল্লী হায়ছু ম্যা হাবাস্তানী' তাহলে

কোন হাদি ছাড়াই হালাল হয়ে যাবে। আর যদি শর্ত না করে থাকে, তবে আটকা পড়ার হাদি জবাই ও মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যাবে।

যাকে হজ্বের সময় কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে এবং সে হজ্ব করতে চাই ও সে জানে না তাকে অনুমতি দেয়া হবে না হবে না। এমন ব্যক্তির জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা জরুরি না। যদি তাকে অনুমতি দেয়া হয় তাহলে যেখানে অনুমতি পেয়েছে সেখান থেকেই ইহরাম বেঁধে নিবে।

¿ নারীদের হজ্ব ও উমরার জন্য সফর করার বিধান:

স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের জন্য হজ্ব বা উমরা ইত্যাদি কাজে একাকী সফর করা জায়েজ নেই। চাই সে দ্বীনের আহ্বানকারীরিণী হোক বা ডাক্তার হোক কিংবা কর্মচারিণী ইত্যাদি হোক আর চাই বড় হোক বা ছোট হোক। আর যার কাছে কোন নার্স বা কাজের মেয়ে রয়েছে এবং সে হজ্ব ইত্যাদির জন্য সফর করতে চায় এবং তার কোন মাহরাম পুরুষ নেই, তবে সে তারই নিকট বা যেখানে নিরাপত্তা রয়েছে সেখানে অবস্থান করবে। আর কোন ক্রমেই বাধ্য হলেও একাকী রাখবে না। এ ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থার জন্য তাকে তার পরিবারের সাথে করে নিয়ে সফর জায়েজ; কারণ এটি দু'টি বিপর্যয়ের মধ্যে ছোট বিপর্যয় যার পাপ কম।

¿ মীকাতসমূহের আকস্মিক বিধানসমূহ:

হজ্ব ও উমরার মীকাতসমূহ হচ্ছে: যুল হুলাইফা, জুহফাহ, ইয়ালামলাম, কারনুল মানাজিল ও যাতু 'ইরক। আর জেদ্দা মীকাতের ভিতরের সীমানায় পড়েছে। অতএব, জেদ্দার লোকজন এবং যারা জেদ্দায় আসার পর নিয়ত করেছেন তারা ছাড়া যারা বাহির থেকে আসবেন তাদের জন্য জেদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা জায়েজ নেই।

আর যারা হজ্বে তাসরীহ তথা হজ্ব পারমিট ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে ইহরাম বাঁধবে তাদের হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু হজ্ব মাবরুর (মকবুল) হবে না বরং কাজটি হবে পাপের কাজ; কারণ সে ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে আল্লাহর সীমালজ্ঞন করেছে এবং বাদশাহর নির্দেশের বিপরীত করেছে।

আর যারা তাসরীহ তথা হজ্ব পারমিট ছাড়াই মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার পর জবরদস্তি ইহরাম খুলে সাধারণ কাপড় পরতে বাধ্য হবে। অত:পর চেক পয়েন্ট পার হয়ে আবার ইহরাম পরে নিবে যারা ইতিপূর্বে পূর্বে অন্তর দ্বারা ইহরাম বেঁধেছিল, তাদের হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু হজ্ব মাবরুর হবে না এবং বাদশাহর নির্দেশের বিপরীত করর জন্য গোনাহগার হবে।

আর যারা হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর হজ্ব বা উমরা আদায়ে যে কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদি শর্ত করে থাকে তবে হালাল হয়ে যাবে, তাদের প্রতি কোন কিছু লাগবে না। আর যদি শর্ত না করে থাকে তবে সে বাধাপ্রাপ্তের হাদি জবাই করে মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যাবে। আর যদি হাদি না পায় অথবা হাদি জবাই করার সামর্থ্য নেই, তবে মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যাবে, তার প্রতি কিছু জরুরি হবে না।

¿ ইহরামের আকস্মিক মাসায়েলঃ

মুহরিম ব্যক্তির জন্য খোশবুদার সাবান ও শেম্পু দ্বারা গোসল বা কাপড় ধৌত করা জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো যেন সে খোশবু আসল কোন খোশবু যেমন চন্দন কাঠ বা মেস্ক বা আম্বার ইত্যাদি তার সাথে মিশানো না হয়। এ ছাড়া মুহরিম ব্যক্তির জন্য আরো জায়েজ যেসব খাদ্যে বা পানীয় বস্তুতে পুদিনা পাতা বা জাফরান ইত্যাদি মিশানো হয়েছে যার খোশবু রয়েছে যেমন ফল ইত্যাদির রস।

আর মুহরিমের জন্য শুকনা খোশবুদার টিসু ব্যবহার করা জায়েজ আছে। কিন্তু ভিজা হলে ব্যবহার চলবে না।

আর যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার সময় খোশবু লাগিয়েছে সে কা'বা ঘরের তওয়াফের সময় যদি ভিজা খোশবু হয় তবে হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামেনী স্পর্শ করবে না। আর যদি শুকনা খোশবু হয় তবে স্পর্শ করলে বা চুমা দিলে কোন অসুবিধা হবে না।

আর মুহরিম ব্যক্তির জন্য লুঙ্গির উপরভাগে রবার সেট করে মহিলাদের স্কার্ট বা পেটিকোটের মত করে পরা জায়েজ নেই।

আর প্রয়োজনে মুহরিম ব্যক্তির জন্য মুখোশ-মাস্ক পরা, ছাতা ইত্যাদি দ্বারা ছায় নেয়া জায়েজ।

¿ তওয়াফ ও সাঈর আকস্মিক মাসায়েলঃ

সুন্নত ও উত্তম হলো নিচের তলায় তওয়াফ ও সাঈ করা। কিন্তু প্রথম তলায় ও এরও উপরে তওয়াফ ও সাঈ করা জায়েজ।

আর সুন্নত হলো পায়ে হেঁটে তওয়াফ ও সাঈ করা কিন্তু ওজরগ্রস্ত বা ওজর ছাড়াই ঠেলাগাড়ি বা কারেন্টের চলনমান বেল্টে চড়ে জায়েজ; কারণ নবী [ﷺ] হেঁটে ও বাহনে আরোহণ করে তওয়াফ করেছেন।

আর সাঈর স্থান (মাস'য়া) একটি আলাদা স্থান যার বিধান ভিন্ন এবং বর্তমানে কা'বার মসজিদের ভিতরে হয়ে গেছে। ইহা সাঈর সময় হাজী ও উমরাকারীর জন্য মাস'য়া এবং এ ছাড়া মসজিদের বিধান প্রজোয্য।

আর মসজিদুল হারামের চারপাশের আঙ্গিনাগুলো যা সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তা সর্ব ব্যাপারে মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত।

মহিলাদের জন্য মাসিক ঋতু বন্ধ করা পিল বা বড়ি ক্ষতিকর না হলে ব্যবহার করে হজ্বের কার্যাদি পূর্ণ করা জায়েজ আছে। আর যদি ঋতুর রক্ত বের হয় এবং জরুরি তওয়াফ করার জন্য তা বন্ধ করে এবং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পবিত্র হয়ে যায়, তবে তার জন্য তওয়াফ ও সালাত আদায় করা জায়েজ হবে। আর যদি দ্বিতীয়বার রক্ত আসে তবে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হায়েয গণ্য হবে।

আর যে ব্যক্তি কোন অপবিত্র বস্তু নিয়ে তওয়াফ করবে। যেমনঃ পেশাব ঝরার থলি (scales) ব্যবহার করা। আর যার অপবিত্রতা সর্বদা চলতে থাকে। যেমনঃ পেশাব বা পায়খানা ঝরা কিংবা বায়ু বের হওয়া। এ অবস্থায় তার সালাত, তওয়াফ ও সাঈ সবই সহীহ হয়ে যাবে; কারণ সে ওজরগ্রস্ত, অপারগের কারণে তার শর্ত বাদ পড়ে যাবে।

আর তওয়াফ ও সাঈতে দোয়ার আসল হলো প্রত্যেকে একাকী করবে। তাই একসাথে সমসরে তওয়াফ ও সাঈতে দোয়া করা একটি বিদাত। আর যেই সুন্নতের বিপরীত করবে সেই তো বিদাতে পতিত হবে। আর দোয়া নি:শব্দে করাই আসল; তাই তওয়াফ ও সাঈতে উঁচু

শব্দে দোয়া করা উচিত নয়। কারণ এতে অন্যান্য তওয়াফকারীদের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং দোয়ার আসলের পরিপন্থী ঘটে।

প্রতিটি তওয়াফকারী ও সাঈকারীর জন্য আসল হলো একাকী কুরআন ও সুন্নাহর বৈধ দোয়া করা। কিন্তু এর বাইরে এ দুয়ের সাথে মিল আছে এমন দোয়াও করা জায়েজ আছে। আর তওয়াফ ও সাঈর জন্য ভাড়াটিয়া তওয়াফ ও সাঈকারী নেয়া একটি নতুন বিদাত। এরা দ্বীন দ্বারা দুনিয়ার ব্যবসাকারী। এ ছাড়া এর দ্বারা ঝগড়া ও মতবিরোধ সৃষ্টি ও সরগোল এবং অন্যান্যদরেকে কষ্ট দেয়া হয়। অতএব, ইহা কোন মুসলিমর জন্য করা উচিত নয়।

আসল হলো প্রতিটি নারী ও পুরুষ যার যার তওয়াফ ও সাঈ করবে। কিন্তু ভিড়ের সময় মুসলিম ব্যক্তি নিজে ফেতনা ও ভিড়ের স্থান থেকে দূরে থাকবে।

সাফা ও মারওয়া দু'টি মাশ'আর এবং এদুয়ের মাঝে মাস'য়া তথা সাঈর জায়গা। আর সাফা ও মারওয়ার উপরে উঠা একটি সুন্নত। কিন্তু উভয়ের মাঝে পুরা সাঈ করা ওয়াজিব।

মাস'য়ার দীর্ঘ হচ্ছে (৩৯৪) মিটার এবং প্রস্থ (৪০) মিটার।

মাস'য়ার এরিয়ার মধ্যে মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা জায়েজ নেই; কারণ এ স্থান হলো এবাদত, হজ্ব ও উমরার কাজ ও সালাতের জন্য। অতএব, তার পবিত্রতা এবং চুল ইত্যাদি দ্বারা নোংরা না করা ওয়াজিব। তাই যে মাথা মুণ্ডন করতে চাই সে মসজিদের বাহিরে সেলুনে যাবে।

¿ আরাফাতের আকস্মিক মাসায়েলঃ

আলাফাতের সীমানা ১০ বর্গ কিলো মিটার। আর মসজিদে নামেরা আরাফাতের পশ্চিমে অবস্থিত যার সামনে ভাগ 'উরানা নামক উপত্যকায় এবং পেছন ভাগ আরাফাতের ভিতরে। অতএব, যে ব্যক্তি মসজিদের সামনে ভাগে অবস্থান করবে তার আরাফাতের অবস্থান হবে না এবং ফলে তার হজ্ব হবে না যদি সে আরাফাতের সীমানায় না প্রবেশ করে।

আর যে ব্যক্তি আরাফাতে অবস্থানরত অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়বে তার হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে। আর যে বেহুশ অবস্থায় আরাফাতে প্রবেশ

করবে এবং একটি মুহূর্তের জন্যও হুশ না ফিরে তবে তার আরাফাতের অবস্থান সহীহ হয়ে যাবে।

¿ মুজদালিফার জরুরি মাসায়েল:

ঈদের রাত্রি মুজদালিফায় যাপন করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি কোন ওজর যেমন: রোগ বা ভিড়ের কারণে মুজদালিফায় প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি সূর্য উঠে যায় তাহলে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে ও দোয়া করবে। এতে তার হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে এবং তার কোন পাপ হবে না; কারণ সে ওজরগ্রস্ত।

আর যে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে গাড়ি দ্বারা মুজদালিফায় অতিক্রম করেছে কিন্তু অবস্থান করতে পারেনি। অথবা সেখান হতে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসতে পারেনি। এ অবস্থায় তার অতিক্রম যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং আল্লাহ চাহে তার হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে।

আর যে কোন ওজর ছাড়াই অবস্থান না করে তাড়াহুড়া করে অতিক্রম করবে, সে একটি ওয়াজিব ত্যাগ করার কারণে গোনাহগার হবে এবং তার হজ্ব অপরিপূর্ণ ও মাবরুর হবে না।

আর যে হাজীদের খেদমতে মুজদালিফায় রাত্রি যাপন ত্যাগ করবে। যেমন: সেনা বাহিনী ও ডাক্তার ইত্যাদি, তবে অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত থাকার পর মিনা গমন করা জায়েজ হবে দুর্বল ও অসুস্থদের মত।

আর যে ব্যক্তি সঙ্গী-সাথী ছুটে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে কিংবা ক্লান্তির কারণে মুজদালিফায় রাত্রি যাপন ত্যাগ করবে। যদি একটি গাড়িতে হয় যাতে দুর্বলরাও আছে তবে উত্তম হলো সকলে রাত্রি যাপন করবে। আর যদি দুর্বলরা অপেক্ষা করতে না পারে, তবে বাকিদের জন্য তাদের সাথে চলে যাবে। কারণ তাদের দু'দলে বিভক্ত হলে সমস্যা হবে। আর যদি একাধিক গাড়িতে হয় তাহলে শক্তিশালীরা অবস্থান করবে এবং দুর্বলরা এবং তাদের সঙ্গীরা তাদের গাড়ি দ্বারা বের হয়ে যাবে।

সুন্নত হলো মাগরিব ও এশা সালাত দেরি করে মুজদালিফায় জমা করে আদায় করা। অতএব, যে কোন ওজর ছাড়াই মুজদালিফার বাইরে পড়বে সে সুন্নত ত্যাগ করল এবং তার সালাত যথেষ্ট হয়ে যাবে।

সুন্নত হলো যারা এশা সালাতের সময়ের পূর্বে মুজদালিফায় প্রবেশ করবে তারা দেরি করবে এবং এশার সময় হলে দেরি করে জমা তা'খীর তথা এশার সময়ে মাগরিব ও এশা জমা করে পড়বে। কিন্তু যদি এশার সময়ের পূর্বে জমা তাকদীম তথা মাগরিবের সময়ে এশা পড়ে তবুও তা জায়েজ হবে।

আর যদি হাজী সাহেব এমন কোন ওজরগ্রস্ত হয়, যার ফলে মুজদালেফায় পোঁছার পূর্বেই এশার সালাতের সময় শেষ হওয়ার ভয় হয়, তহলে রাস্তাতেই তার প্রতি এশার সালাতের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই মাগরিব ও এশা সালাত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আর যে কোন ওজর বা রোগের কারণে মাটিতে নেমে সালাত আদায় করতে পারবে না, সে তার অবস্থায় গাড়ির উপরে সালাত আদায় করবে।

আর যে ভিড়ের ভয়ে অর্ধ রাত্রির পূর্বে বা পরে মুজদালিফা ত্যাগ করবে সে সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করবে। অতএব, যে এমনটি করবে তার প্রতি ফিরে আসা ওয়াজিব। কিন্তু যদি ফিরে না আসে তবে সে পাপী হবে এবং তার হজ্ব অপরিপূর্ণ এবং মাবরুর হবে না। কারণ দুর্বল ও সবল সকলের জন্য অর্ধ রাত্রির পূর্বে মুজদালিফা ত্যাগ করা জায়েজ নেই। আর যাদের কোন ওজর নেই তাদের জন্য ফজরের সালাত ও ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত মিনার উদ্দেশ্যে গমন করা জায়েজ নেই।

¿ মিনার জরুরি মাসায়েল:

মিনার সীমানা হলো প্রায় (৪) বর্গ কিলো মিটার। মক্কার জমিন, বাড়ি-ঘর বিক্রিয় ও ভাড়া দেয়া জায়েজ আছে। কিন্তু মানাসেক ও মাশায়ের তথা মিনা, মুজদালিফা ও আরাফাতের জায়গা বিক্রি করা ও ভাড়া দেয়া জায়েজ নেই; কারণ এসব সকল মুসলিমদের জন্য এবাদাত গাহ যেমন সকল মসজিদ।

আর রাষ্ট্রের জন্য মিনার পাহাড়ের পাদদেশে বিল্ডিং বানানো যা সকল মুসলিমের সমান অধিকার হবে। আর এগুলোর উপকার যারা হাসিল করতে চাইবে তাদেরকে ভাড়া দেয়া হবে। এর দ্বারা জায়গা বাড়বে এবং মানুষের প্রতি প্রশস্ত করা হবে।

¿ মাশায়েরুল হারামে তাঁবু বানিয়ে তা ভাড়া দেয়ার বিধানঃ

রাষ্ট্রের জন্য মাশায়েরুল হারামে তাঁবু বানানো জায়েজ আছে; কারণ এ দ্বারা সাধারণ উপকার সাধিত এবং হাজীদের নিরপত্তা লাভ হবে। আর রাষ্ট্রের জন্য এগুলোর ভাড়া দেয়াও জায়েজ যাতে করে তার খরচ ফিরে আসে। এরপর শুধু মেরামত ও খেদমতের খরচের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ভাড়া দেয়া।

আর হাজী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনের বেশি তাঁবু গ্রহণ করা জায়েজ নেই। আর যার নিকট বেশি হবে সে যার নিকট থেকে ভাগা নিয়েছে তাকে ফেরৎ দিবে। আর যদি ফেরৎ দেয়া সম্ভব না হয়, তবে সমমূলে অন্যদেরকে ভাড়া দেবে। আর যদি তার সাথে কোন খেদমত বাড়িয়ে থাকে, তবে তার জন্য খেদমতের বদলা নেয়া জায়েজ হবে।

আর তাঁবুর স্থানের উপর মূল্যের প্রতি কোন প্রভাব পড়বে না; কারণ ভাড়া তাঁবুর খরচের জায়গার জন্য নয়। এ ছাড়া তাঁবু মিনার প্রথমে ও শেষে সবই বরাবর।

তাঁবুগুলো হাজীদের ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে লটারী করে বণ্টন করতে হবে, যাতে করে ঝগড়া ও বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

আর যে ব্যক্তি মিনায় ভাড়া ছাড়া অবতরণের সুযোগ পাবে না এবং ভাড়া দেয়ার সামর্থ্য রয়েছে ও ভাড়া রাষ্ট্রের রেটে বা তার নিকটবর্তী, তবে তার প্রতি ভাড়া নেওয়া জরুরি হবে। আর যদি ভাড়া চলতি ভাড়ার চাইতে অধিক হয়, তবে ভাড়া নেওয়া জরুরি হবে না। বিশেষ করে যদি অতিরিক্ত বেশি হয়। এ অবস্থায় সে মিনার নিকটে তার জন্য উপযুক্ত স্থানে অবতরণ করবে। যেমনঃ মুজদালিফা ও মিনার পার্শ্বেবর্তী এলাকা। আর যদি তার অতিরিক্ত মূল্য দেয়ার ক্ষমতা থাকে তবে দিয়ে ভাড়া নেয়া জায়েজ এবং পাপ বর্তাবে তার উপর যে তা গ্রহণ করবে।

আয়্যামে তাশরীকে মিনায় রাত্রি যাপন করা হাজী সাহেবের প্রতি ওয়াজিব। কিন্তু যে মিনায় স্থান পাবে না তার প্রতি ওয়াজিব হলো মিনার সবচেয়ে নিকতবর্তী এলাকায় অবস্থান করা যেমন মুজদালিফা। কারণ হজ্বে মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে সকল হাজীরা একটি স্থানে একত্রে জমায়েত

হওয়া। এ ছাড়া তাদের ঐক্যের বন্ধন এবাদতে, পোশাকে ও বাসস্থানে এবং আপোসে পরিচয় লাভে ও জিয়ারতে সহজ হবে।

আসল হলো প্রতিটি হজীকে রাত দিন মিনায় অবস্থান করা। অতএব, হাজীর জন্য সেখান হতে কোন প্রয়োজ। যেমনঃ তওয়াফে এফাযা, সাঈ অথবা হাদি জবাই এবং জরুরি হাজাত পূরণ ছাড়া বের হওয়া বৈধ নয়। আর প্রয়োজন সেরে মিনায় ফিরে আসবে রাত্রি যাপনের জন্য। কিন্তু যদি কোন ওজর যেমন রোগ বা ভিড় বা হজ্বের কাজ আটকিয়ে ফেলে তবে জায়েজ।

হাজীদের জন্য মিনার রাত্রি যাপন রাস্তায়, ব্রিজের নিচে বা উপরে এবং পুটপাতে জায়েজ নেই; কারণ এতে নিজের ও অপরের ক্ষতি হয় এবং চলার গতি বিলম্বীত হয়।

আর যেগুলো রাস্তা গাড়ি চলাচল হয় না ও যে পুটপাতে মানুষ চলে না এবং কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই ও সাধারণ উপকারের ব্যহত হয় না, সেসব স্থানে রাত্রি যাপন করা জায়েজ। কারণ মাশায়েরুল হারাম সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার।

আর ওজরগ্রস্ত যেমন রোগী, ডাক্তার, সেনা বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী ইত্যাদি যারা হাজীদের সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত আছেন, এদের জন্য মিনা হতে রাত বা দিনে প্রয়োজন অনুপাতে বের হওয়া এবং কাজ শেষে ফিরে আসা জায়েজ রয়েছে।

¿ জামারাতের কঙ্কর নিক্ষেপের আকস্মিক মাসায়েলঃ

দুর্বল ও তাদের সঙ্গীদের জন্য কুরবানির রাত্রির মধ্যভাগে চাঁদ ডুবার পরে বড় জামরাকে কঙ্কর মারা জায়েজে। আর যে এর পূর্বে মারবে তাকে আবার মারতে হবে।

সুন্নত হলো আয়্যামে তাশরীকে সূর্য ঢলার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করা। অতএব, ভিড়ের ভয়ে সূর্য ঢলার পূর্বে কারো জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েজ নেই। আর (আলহামদু লিল্লাহ) বিশেষ করে বর্তমানে জামরাতের একাধিক তলা সেতু নির্মাণের পর ভিড়ের কোন সমস্যাই নেই। এ ছাড়া আয়্যামে তাশরীকে টিকিট বুকিং ও সফরের কারণ দেখিয়ে অন্যকে কঙ্কর নিক্ষেপের উকিল বানানো ওজর বা সূর্য ঢলার পূর্বে কঙ্কর মারা

গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যে কোন অবস্থাতে হজ্বের কাজ সম্পাদন করা অন্যান্য কাজের পূর্বে অগ্রাধিকার; কারণ এর জন্যেই তো এসেছে, তাই তা পূর্ণ করা জরুরি।

নিচ তলা ও সেতুর যে কোন তলায় ঠেলাগাড়িতে বসে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েজ আছে।

আর সুন্নত হলো কঙ্কর নিক্ষেপের সময় মিনাকে ডানে এবং মক্কাকে বামে রেখে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। আর পেছন দিক থেকে অর্থাৎ–উত্তর দিক থেকে মারা জায়েজ আছে যদি নিক্ষেপের স্থানে কঙ্কর পড়ে; কারণ উদ্দেশ্য নিক্ষেপের স্থান আর দিকের ব্যাপারটা অনেক ব্যাপক।

কঙ্কর নিক্ষেপের স্থান হলো দেয়ালের চতুষ্পার্শ্ব আর দেয়াল হলো তার নির্দিষ্টকরণের জন্য আলামত স্বরূপ। বর্তমানের বিশাল বড় দেয়ালের চার দিক থেকে নিক্ষিপ্ত কঙ্কর সবই নিচে তার আসল স্থান যা প্রায় ছয় গজের মত প্রশস্ত সেখানেই গিয়ে পৌঁছে। দেয়ালকে বড় করা হয়েছে কিন্তু আসল নিক্ষেপের স্থান আপন অবস্থাতেই আছে।

আর যে কঙ্কর নিক্ষেপের উকিল নিয়োগ করে কোন ওজর ছাড়াই নিক্ষেপের পূর্বে সফর করবে তার উকিল নিয়োগ ও কংঙ্কর নিক্ষেপ কোনটাই সঠিক হবে না। সে গোনাহগার হবে এবং হজ্ব মাবরুর হবে না এবং বিদায় তওয়াফও সঠিক হবে না। আর যদি ওজর থাকে, তবে উকিল নিয়োগ সঠিক হবে কিন্তু বিদায় তওয়াফ সহীহ হবে না; কারণ সমস্ত কঙ্কর নিক্ষেপ পুরা হওয়ার আগে বিদায় তওয়াফ সঠিক হবে না।

আর যে ব্যক্তি কোন ওজর যেমন রোগ, বা মহিলাদের মাসিক ঋতু ইত্যাদির কারণে তওয়াফে এফাযার পূর্বে সফর করবে, সে তার ওজর শেষে তওয়াফ করবে যদিও যিলহজ্ব মাসের পরে হোক না কেন। কিন্তু তওয়াফে এফাযার পূর্বে সহবাস করবে না। আর যে কোন ওজর ছাড়াই দেরি করবে সে পাপী হবে, তাকে তওবা ও কাজা করতে হবে; কারণ এ তওয়াফ হজ্বের রোকন যা ছাড়া হজ্ব পূর্ণ হবে না।

আর রাষ্ট্রপতির উচিত হলো তিনি আরাফাত, মুজদালিফা ও মিনা, জামরাতের কঙ্কর নিক্ষেপ, তওয়াফের জন্য হাজীদের গ্রুপের নিয়ন্ত্রের সুব্যবস্থা করবেন। কারণ এর দ্বারা হাজীদের অধিক সংখ্যা ও প্রচণ্ড

ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। আর এর ফলে মক্কা ও মাশায়েরুল হজ্বে নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধিত হবে। তাই সকল প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিদের প্রতি ওয়াজিব হলো বাদশাহর সাথে সাহায্য-সহযোগিতা করা যাতে করে ঐ সমস্ত কল্যাণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

¿ হাদির আকস্মিক মাসায়েল:

তামাত্তু' ও কেরান হজ্বকারী হাজীদের প্রতি হাদি জবাই করা ওয়াজিব এবং তা হতে খাওয়া ও বিতরণ করা মুস্তাহাব (উত্তম)। আর নিজে জবাই করা উত্তম এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হাদি জবাই করার উকিল নিয়োগ করা জায়েজ রয়েছে।

হাদি মক্কার হারাম এরিয়ার যে কান স্থানে জবাই করা জায়েজ এবং হারাম এরিয়ার বাইরে জায়েজ নেই। আর আসল হলো মিনা বা তার আসপাশে জবাই করা; কারণ এর দ্বারা জবাই করা ও তা হতে ভক্ষণ করা অন্যন্য হাজী ও ফকিরদের খাওয়ানো সহজ হবে।

আর আসল হলো হাদির গোস্ত হারামের ফকিরদের মধ্যে বণ্টন করা এবং প্রয়োজনে ও উপকারার্থে এর বাইরে বিতরণ করা জায়েজ আছে।

¿ মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটার আকস্মিক মাসায়েল:

চুল ছোট করার চাইতে মুণ্ডণ করাই উত্তম। আর খুর বা ব্লেড দ্বারাই চুল মুণ্ডনো উত্তম। কিন্তু মেশিন দ্বারা যদি সব চুল দূর হয়, তবে মুণ্ডানো ধরা হবে আর কিছু বাকি রয়ে গেলে ছাটা ধরা হবে। মুণ্ডনো বা চুল কাটা সমস্ত মাথা থেকে হতে হবে। অতএব, যে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডাবে বা ছাটবে এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেবে তার জন্য এ কাজ হারাম হবে। এ ছাড়া তার মুণ্ডানো ও ছাটা অপূর্ণ হবে, তার প্রতি যা ছেড়ে দিয়েছে তা পূর্ণ করা জরুরি হবে।

¿ বিদায় তওয়াফের আকস্মিক মাসায়েল:

যদি হাজী সাহেব বিদায় তওয়াফ না করেই মক্কা ত্যাগ করে, তবে তাকে ফিরে এসে বিদায় তওয়াফ করতে হবে। ইহা যদি সে অজ্ঞতাবশত: বা ভুলে করে থাকে তবে গোনাহগার হবে না।

আর যে ব্যক্তি কোন ওজরের কারণে তার হজ্ব পূর্ণ করার পূবে সফর ক'রে ফিরে এসে হজ্ব পূর্ণ করবে কোন পাপ ছাড়াই তার হজ্ব পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি বিদায় তওয়াফের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করে সফর করবে তার কঙ্কর নিক্ষেপ সঠিক কিন্তু বিদায় তওয়াফ সঠিক হবে না; কারণ বিদায় তওয়াফের স্থান হলো হজ্বের সমস্ত কার্যাদি পূর্ণ করার পর।

আর যে ব্যক্তি প্রচণ্ড রোগের কারণে হেঁটে, ঠেলাগাড়িতে বসে ও বাহনে করেও বিদায় তওয়াফ করতে পারবে না, তার এ ওয়াজিব অপরগতার কারণে তা বাদ পড়ে যাবে।

যে বিদায় তওয়াফ করে নিয়েছে তার প্রতি জরুরি হলো দ্রুত মক্কা ত্যাগ করা এবং বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া অবস্থান না করা। যেমন: অসুখ বা হারানো জিনিস তালাশ বা সঙ্গী-সাথীর অপেক্ষা কিংবা ঘুমের প্রচণ্ড চাপ ইত্যাদি কারণ।

¿ দ্রুত হজ্ব করার বিধান:

দ্রুত হজ্ব হলো: ৯ যিলহজ্ব রাত্রে আরাফাতে পৌঁছে অবস্থান করে মুজদালিফায় গমন করা। অত:পর সেখানে রাত্রি যাপন করে অর্ধেক রাতের পরে মিনা গিয়ে বড় জামরাকে কঙ্কর মেরে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে ইহরাম খুলে হালাল হওয়া। এরপর মক্কায় গমন করে এক তওয়াফে এফাযা ও বিদায় নিয়ত করে আয়্যামে তাশরীকের কঙ্কর নিক্ষেপের উকিল নিয়োগ করে ঈদের দিনেই সফর করা। একে দুর্বলদের হজ্ব বলা হয়ে থাকে। এ হজ্ব সঠিক হবে না; কারণ এতে রয়েছে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন, তাঁর শরিয়ত নিয়ে খেলতামাশা ও নির্দেশের বিপরীত এবং নবী [ﷺ]-এর হেদায়েতের গুরুত্বহীনতা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z i h g f e d c b a ` _ ^] [

النور: ٦٣

"আর যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" [সূরা নূর:৬৩]

¿ মাশায়েরুল হজ্বের গুরুত্ব দেয়ার বিধানঃ

মাশায়েরুল হজ্বের গুরুত্ব দেয়া আমাদের প্রতি ওয়াজিব। আর তা হলোঃ আরাফাত, মুজদালিফা, মিনা। এগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, নিরাপত্তা, মর্যাদা রক্ষা করাও ওয়াজিব এবং এর সাথে কোন খারাপ আচরণ বা সেখানে কোন কথা বা কাজের দ্বারা কষ্ট দেয়াও নিষেধ।

এসব স্থানে হজ্বের মৌসুম ছাড়া অন্য সময়ে বসা জায়েজ আছে, তবে শর্ত হলো এমন কোন হারাম কাজ করা যাবে না যা দ্বারা এর মর্যাদা হানী ঘটে; কারণ এগুলো অল্লাহর নিদর্শন যেমনঃ সমস্ত মসজিদ। এ ছাড়া হারামকৃত বস্তু তার স্থান হিসাবে কঠিন হবে।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

الحج: ٣٢ Z A @ ? > = < ; : 9 8 [

"এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহভীতি প্রসূত।" [সূরা হাজ্বঃ৩২]

¿ হজ্বের মৌসুম থেকে কিভাবে উপকৃত হওয়া যায়ঃ

হাজী সাহেবের উচিত হলো নিজের ও অন্যের উপকারে আসে এমন কাজে তার সময় ব্যয় করা। আর উলামা কেরাম ও দ্বীনের আহ্বানকারীদের উচিত হলো হজ্ব মৌসুমে হাজীদের তাঁবু ও হোটেল ইত্যাদি স্থানে জিয়ারত করা এবং উপস্থিত জনগণকে উপকৃত করা। তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত এবং হজ্বে প্রয়োজনীয় সঠিক মাসায়েল শিখানো।

আর হাজীদের দায়িত্ব হলো উলামা ও দাঈদের থেকে বেশি বেশি কল্যাণের শিক্ষা নেয়া। এ ছাড়া হাজী সাহেবগণ গাড়ি ও বাসে ও ট্রেনে বসে বেস দীর্ঘ সময় কালক্ষেপণ করে থাকেন সে সব সময় উলামা ও দাঈদের মানুষকে নসিহত ও নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করার প্রতি উৎসাহিত করা। এ ছাড়া এসব পবিত্র ভূমিতে সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া ও উত্তম ব্যবহার করা।

হাজীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আল্লাহর প্রতিনিধি। অতএব, ধনী লোকদের প্রতি তাঁদের খানাপিনা ও মাশায়েরুল হারাম ও মক্কাতে অবস্থানের সয়য় সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। আল্লাহ ঐ বান্দার সহায্য করেন যে বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতা করে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

K J I H G F E D C B A @ ? [

Y X W V U T S R Q P O N M L

آل عمران: ٧٩ Z [Z

"কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।" [সূরা আল-ইমরান:৭৯]

১২-তিনটি মসজিদের বৈশিষ্ট্য

¿ তিনটি মসজিদের বৈশিষ্ট্য:

মসজিদ তিনটি হচ্ছে: মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা।

১. মসজিদুল হারাম: ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা মুসলমানদের কিবলা। এর নিকটেই তাদের হজ্ব পালিত হয়ে থাকে। মানুষের জন্যে প্রথম ঘর হিসাবে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ একে জগতবাসীর জন্য বরকত ও হিদায়াতের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছেন।

মসজিদে নববী: ইহা মুহাম্মাদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং সাহাবা কেরাম প্রতিষ্ঠা করেন। এর ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর দুনিয়াতে এ দু'টি হারাম ছাড়া আর কোন হারাম নেই।

মসজিদুল আকসা: ইহা ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) প্রতিষ্ঠা করেন। এ হচ্ছে মুসলিম সমাজের দুই কিবলার প্রথম কেবলা এবং নবী [ﷺ]-এর মেরাজের সময় রাত্রি কালিন ভ্রমণের স্থান।

২. উক্ত মসজিদসমূহে অধিক গুণ সওয়াব মিলে; তাই এ কারণ ও অন্যান্য বৈশিষ্টের জন্য উক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়।

(ক) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[f g h i j k l m n o p Z آل عمران: ٩٦

"নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এর ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।" [সূরা আল-ইমরান:৯৬]

(খ) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z V K J I H G F E D C B A ? > = < [
التوبة: ١٠٨

"আপনি কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই আপনার দাঁড়ানোর যোগ্য স্থান।" [সূরা তাওবা:১০৮]

(গ) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

, + *) (' & % $ # " ! [

الإسراء: ١ Z 7 6 5 4 3 1 0 / . -

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্বা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত–যার চার দিকে পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি–যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।" [সূরা বনি ইসরাঈল:১]

(ঘ) নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى. متفق عليه.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোথায় (সওয়াবের আশায়) সফর করা যাবে না। মসজিদ তিনটি হলো: মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা।"[১]

¿ তিনটি মসজিদে সালাত আদায়ের ফজিলত:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হা: নং ১১৮৯ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৩৯৭

১. ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত অন্যান্য মসজিদ হতে এক হাজারগুণ বেশী সওয়াব। তবে মাসজিদে হারাম ব্যতিরেকে।"[১]

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ. أخرجه أحمد وابن ماجه.

২. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাগ [ﷺ] বলেন:"মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদ হতে আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত হাজার গুণ বেশি সওয়াব। আর মসজিদুল হরামে এক ওয়াক্ত সালাত অন্যান্য মসজিদ হতে এক লক্ষ গুণ বেশি সওয়াব।"[২]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: تَذَاكَرْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ، أَيُّمَا أَفْضَلُ، مَسْجِدُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَوْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :« صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى ....».أخرجه الحاكم.

৩. আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে মসজিদে নববী বেশি উত্তম না মসজিদুল আকসা নিয়ে বলাবলি করতে ছিলাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ]বলেন:"আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত মসজিদুল আকসায় চার ওয়াক্ত সালাতের সমান।"[৩]

¿ কুবা মসজিদে নামাজের ফজিলত:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا. متفق عليه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৯০ মুসলিম হাঃ হা: ১৩৯৫ শব্দ তারই

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৪৭৫০ ইবনে মাজাহ হা: নং ১৪০৬ শব্দ তাঁরই

[৩]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হা: নং ৮৫৫৩ সিলসিলা সহীহা দ্র: হা: নং ২৯০২

১. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, নবী [ﷺ] প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে হেঁটে ও বাহনে আরহণ করে যেতেন।"[১]

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ﷺ قَالَ: رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِه ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

২. সাহল ইবনে হানীফ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি নিজ ঘরে ওযু করে মসজিদে কুবায় আগমন করল এবং তথায় সালাত আদায় করল তার জন্য এক উমরার সমান সওয়াব মিলবে।"[২]

¿ মদীনার হারামের সীমানাঃ

পূর্ব দিক থেকে পূর্ব হাররা (কালো প্রস্তরময় ভূমি), পশ্চিম দিক থেকে পশ্চিম হাররা, উত্তর দিক থেকে উহুদ পর্বতের পিছনে সাওর পর্বত এবং দক্ষিণ দিক থেকে 'য়ীর পর্বত যার উত্তর পাদদেশে আকীক উপত্যকা। মদীনার হারামের গাছ কাটা হারাম ও শিকার ভাগানো চলবে না। মক্কার পশু শিকারে পাপ রয়েছে এবং বদলা দিতে হবে। আর মদীনার পশু শিকারে পাপ রয়েছে কিন্তু বদলা দেওয়া লাগবে না।

عَنْ علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْه لَعْنَةُ اللَّه وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيه فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ». متفق عليه.

১. আলী ইবনে তালিব [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা

[১]. বুখারী হা: নং ১১৯৩ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৩৯৯

[২] . হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৬৯৯, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪১২ শব্দ তারই

করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "মাদীনার হারাম 'আয়ের থেকে অমুক পর্যন্ত। যে এর এরিয়ার মাঝে কোন প্রকার পাপ করবে অথবা কোন পাপীকে আশ্রয় দিবে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আর তার কোন ফরজ-নফল এবাদত কবুল করা হবে না। তিনি [ﷺ] আরো বলেন: মুসলমানদের একজনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাদান সবার পক্ষ থেকে। অতএব, যে কোন মুসলিমরে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আর তার কোন ফরজ-নফল এবাদত কবুল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন জাতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাদের অভিভাকবৃন্দের অনুমতি ছাড়া তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আর তার কোন ফরজ-নফল এবাদত কবুল করা হবে না।"[১]

عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا ».أخرجه مسلم.

২. জাবের [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:" ইবরাহীম [عليه السلام] মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন আর আমি মদীনার দুই হাররা (কালো প্রস্তরময় ভূমি)-এর মাঝের স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি। তার গাছ কাটা যাবে না এবং শিকারী পশুকে শিকার করা যাবে না।"[২]

¿ মসজিদে নববী জিয়ারতের বিধান:

১. মুসলমান ব্যক্তির জন্য মসজিদে নববীর জিয়ারত ও তথায় প্রবেশ করে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামজ আদায় করা সুন্নত। অত:পর নবীর কবরের নিকট গমন করে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই বলে সালাম জানাবে:

« اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ »

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৮৭০ ও মুসলিম হা: নং ১৩৭০ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হা: নং ১৩৬২

আসসালাামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাাতুহ্।

অত:পর এক ধাপ ডান দিকে সরে আবু বকর (রা:)-এর উপর অনুরূপ সালাম পেশ করবে। অত:পর আরো একধাপ ডান দিকে অগ্রসর হয়ে অনুরূপভাবে উমর (রা:)-এর উপর সালাম পেশ করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِــنْ أَحَــدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». أخرجه أحمــد وأبوداود.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এরশাদ করেছেন: "যে কেউ আমার উপর সালাম পেশ করলে আল্লাহ তা'য়ালা আমার রূহ ফেরত দেন তখন আমি তার সালামের জবাব দিয়ে থাকি।"[১]

২. মদীনার মসজিদে নববীর জিয়ারত হজ্ব বা উমরার এবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়। হজ্ব ও উমরা মসজিদে নববীর জিয়ারত ছাড়াই পূর্ণ হবে। আর নবী [ﷺ]-এর মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য বছরের যে কোন সময় জিয়ারত করা সুন্নত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"আমার ঘর ও মিম্বারের মাঝখানে জান্নাতের একটি বাগান। আর আমার মিম্বার আমার হাউজের উপর অবস্থিত।"[২]

¿ মদিনার কবরস্থান বাকিউল গারকাদ ও উহুদের শহীদদের কবর জিয়ারত করা এবং তাঁদের প্রতি সালাম দেয়া এবং তাদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করা সুন্নত।

[১]. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ১০৮২৭ আবূ দাউদ হাঃ নং ২০৪১

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৯৬ মুসলিম হাঃ নং ১৩৯১

কবর জিয়ারতের সময় বলবে:

« السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ». أخرجه مسلم.

"আসসালাামু 'আলাা আহলিদদিয়াারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্তাকদিমীনা মিন্নাা ওয়ালমুস্তা'খিরীন, ওয়া ইন্নাা ইনশাাআল্লাহু বিকুম লালাাহিকূন।"[১]

অথবা বলবে:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ ».أخرجه مسلم.

"আসসালাামু 'আলাইকুম আহলিদদিয়াারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়াইন্নাা ইনশাাআল্লাহু লালাাহিকূন, আসআলুল্লাহা লানাা ওয়ালাকুমুল 'আাফিয়াহ্।"[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৯৭৪

২. মুসলিম হাঃ নং ৯৭৫

চতুর্থ পর্ব

লেনদেন

এতে রয়েছে:

قال الله تعالى:

+ *) (' & % $ # " !)

8 7 6 5 4 3 2 1 | / . - ,

B A @ ? > = < ; : 9

[الجمعة: ٩-١٠] (G F E D C

আল্লাহর বাণীঃ

“হে ঈমানদারগণ! জুমার দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর জিকির (সালাত)-এর দিকে ছুটে যাও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করবে। আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা জুমু‘আঃ ৯-১০]

লেনদেন

১- ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়

¿ এবাদত ও লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন-ধর্ম যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ককে সুসংহত করে এমন সব এবাদতসমূহের মাধ্যমে যেগুলো আত্মা ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। এমনিভাবে সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনকে সুষ্টভাবে পরিচালনা করে যেমন: বাণিজ্য, বিবাহ, উত্তরাধিকার, দণ্ডবিধি ইত্যাদি। এ ছাড়া মানুষ ভাই ভাই হিসাবে নিরাপত্তা, ইনসাফ ও ভালবাসার ভেতর দিয়ে বসবাস করতে পারে।

¿ দ্বীনের সর্ববৃহৎ কল্যাণ:

আসমানী শরিয়তের কল্যাণের মূল তিনটি:

প্রথম: বিপর্যয়কর জিনিসকে দূরকরণ। একে জরুরিয়াত তথা জরুরি বিষয় বলে।

দ্বিতীয়: কল্যাণ আমদানি করা। একে হাজিয়াত তথা প্রয়োজনীয় বিষয় বলে।

তৃতীয়: উত্তম চরিত্রের উপর চলা। একে তাহ্সীনাত তথা সৌন্দর্য বিষয় বলে।

আর জরুরি বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠালাভ করবে পাঁচটি জিনিস থেকে বিপর্যয় দূর করার মাধ্যমে। তা হলো: দ্বীন, জীবন, বিবেক, ইজ্জত-সম্মান ও সম্পদ। আর কল্যাণ আমদানি সম্ভব প্রয়োজনীয় ও মানুষের মাঝের শরিকানাধীন বিষয়গুলোকে শরিয়তে বৈধকরণে। যাতে করে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজন ও অন্যান্যদের থেকে কল্যাণ আমদানি করতে পার যেমন: ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভাড়া ইত্যাদি।

আর উত্তম চরিত্রের প্রতি চলা ভালগুণের কার্যাদি করার দ্বারা সম্ভব যা সুন্দর জীবনকে বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া জীবনে বয়ে আনে শান্তি, ভালবাসা ও নিরাপত্তা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

W U T S R Q P O N M L K [

المائدة: ٣ Z c b a ` _] \ [Z Y X

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ্য করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।" [সূরা মায়েদা:৩]

¿ **ব্যবসা-বাণিজ্য:** ইহা মালের বদলে মালের আদান-প্রদানের নাম যা মালিকানার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আর ক্রয় অনুরূপ।

¿ **বিক্রয়:** মূল্যের বিনিময়ে কোন পণ্য দেয়াকে বলে। যেমন খাদ্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা।

¿ **ক্রয়:** পণ্যের বিনিময়ে মূল্য দেয়াকে বলে। যেমন: কাপড় টাকার বিনিময়ে ক্রয় করা।

¿ **ব্যবসা ক্ষেত্রে মানুষের প্রকার:**

ব্যবসা ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার:

কিছু মানুষ আছে যারা ইনসাফের সাথে ব্যবসা করে। আর কিছু আছে যারা ব্যবসায় জুলুম করে। আর কিছু আছে যারা ব্যবসায় এহসান করে। অতএব, যে ব্যবসায়ী ইনসাফের সাথে বিক্রি করবে এবং ইনসাফের সাথে মূল্য গ্রহণ করবে সে না জুলুম করবে আর না কেউ তার প্রতি জুলুম করবে ইহা জায়েজ। আর যে জুলুম ও অন্যায়ভাবে বিক্রি করবে যেমন: ধোকাবাজি, মিথ্যা ও সুদ ইত্যাদি ইহা হারাম। আর যে এহসানের সাথে বিক্র করবে, কেনাবেচায় উদার হবে, পরিশোধে সময় দেবে, ওয়াদা পূরণে জলদি করবে এবং মূল্য বৃদ্ধি করে না। ইহা সর্বোত্তম প্রকার।

১. আল্লাহর বাণী:

U T S R Q P O N M L K)

.[النحل/٩٠] (\ [Z Y W V

“আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কথা এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন–যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।” [সূরা নাহ্ল: ৯০]

২. আল্লাহর বাণী:

F E D C B A @ ? > = ; : 9 8 7)

.[البقرة/٢٧٥] (S R Q P N M L K J H G

“আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়েগেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।” [সূরা বাকারা:২৭৫]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى ». أخرجه البخاري.

৩. জাবের [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:“আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে কেনাবেচা ও ঋণ আদায়ে উদারপন্থা অবলম্বন করে।”[১]

¿ উপার্জনীয় কার্যাদি নির্দিষ্টকরণের হেকমত:

মুসলমান ব্যক্তি উপার্জনের যে কোন কাজ করলে সে তাতে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তা করে থাকে। আল্লাহর নির্দেশ মানার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এতে নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

---

১. বুখারী হা: নং ২০৭৬

ওয়াসাল্লাম]-এর সুন্নত জীবিত করাও সর্বোপরি নির্দেশিত উপায় অবলম্বনের কাজের উদ্দেশ্যে তা করে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে উত্তম জীবিকা দান করেন এবং তাকে উত্তম খাতে তা ব্যবহার করার তওফিক দান করেন। এ ছাড়া তার উত্তম সওয়াব ও প্রতিদান দান করেন।

. - , + *) (' & % $ # " !)

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 /

[الجمعة: ٩-١٠] (G F E D C B A @ ? >

"হে ঈমানদারগণ! জুমার দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর জিকির (সালাত)-এর দিকে ছুটে যাও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করবে। আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"
[সূরা জুমু'আঃ ৯-১০]

¿ ব্যবসা-বাণিজ্য বিধিবদ্ধ করার হেকমতঃ

যেহেতু টাকা-পয়সা, পণ্য ও বস্ত্রাদী মানুষের মাঝে একাক জনের নিকট একাকটা রয়েছে। আর এক জনের নিকটে বিদ্যমান বস্তুর প্রতি অন্যান্যদের প্রয়োজন রয়েছে যা সে প্রতিদান ছাড়া কাউকে দিতে সম্মত নয়। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। নচেৎ মানুষ ছিনতাই, চুরি, টালবাহানা ও মারামারির আশ্রয় নিতে বাধ্য হত। তাই আল্লাহ তা'য়ালা উপরোক্ত সুবিধা অর্জন ও সমস্যা এড়ানোর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ করেছেন। ব্যবসা ইজমা' দ্বারা বৈধ এবং সুদ ইজমা' দ্বারা হারাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

F E D C B A @ ? > = ; : 9 8 7)

HG J K L M N QP R S) [البقرة/٢٧٥].

“আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়েগেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।” [সূরা বাকারা:২৭৫]

¿ ব্যবসা-বাণিজ্য বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:

১. ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের সম্মতি থাকা। তবে কাউকে শরিয়তের কোন কারণে বাধ্য করা তবুও কাজ চলবে।
২. চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদের আদান-প্রদানের যোগ্যতা থাকা যথা উভয়কে স্বাধীন, সাবালক ও পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।
৩. বিক্রিত বস্তু এমন প্রকৃতির হওয়া চাই যা দ্বারা সাধারণভাবে উপকৃত হওয়া যায়। তাই যে বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা করা যায় না যেমন: মশা, তেলাপোকা অথবা যার ফায়দা গ্রহণ করা হারাম যেমন: মদ ও শূকর অথবা যা বিশেষ প্রয়োজন ও কঠিন পরিস্থিতি ছাড়া বৈধ না যেমন: কুকুর ও মৃত লাশ ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তবে মৃত মাছ ও পঙ্গুপালের ব্যাপার স্বতন্ত্র।
৪. বিক্রিত পণ্য বিক্রেতার মালিকানাধীন অথবা বিক্রির সময় সে উদ্দেশ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত হওয়া চাই।
৫. বিক্রিত পণ্য ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষের নিকট দেখে অথবা বিবরণ দ্বারা পরিচিত হওয়া চাই।
৬. মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে জানা থাকা চাই।
৭. বিক্রিত পণ্য হস্থান্তর যোগ্য হওয়া চাই। তাই সাগরের পানিতে মাছ অথবা আকাশে উড়ন্ত পাখি ইত্যাদি অনিশ্চিত পণ্য হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় এ সবের বেচাকেনা বৈধ নয়।

উল্লেখ্য যে, এসব শর্তাবলী উভয় পক্ষকে জুলুম, ধোঁকা এবং সুদ থেকে রক্ষা করার স্বার্থেই নির্ধারিত করা হয়েছে।

C BA @ ? > = < ; : 9 [

S R Q P ONM K J I G F E D

` _ ^] \ [Z Y X W V U T

Z a النساء: ٢٩ – ٣٠

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।” [সূরা নিসা:২৯-৩০]

¿ কি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়:

ক্রয়-বিক্রয় দু’টি প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়:

১- কথা দ্বারা: ক্রেতা বলবে, আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম বা তোমাকে মালিক বানালাম ইত্যাদি। প্রতিউত্তরে ক্রেতা বলবে: আমি ক্রয় করলাম বা গ্রহণ করলাম ইত্যাদি শব্দ যা সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২- কাজ দ্বারা: তা হচ্ছে আদান-প্রদান যথা এক পক্ষ বলবে: আমাকে দশ টাকার মাংস দিন ফলে কোন কথা না বলেই তাকে দিয়ে দিল বা এমনি ধরণের প্রচলিত যে কোন পদ্ধতি হতে পারে যা দ্বারা সম্মতি লাভ হয়।

¿ মুশরিকদের সাথে কেনাবেচার বিধান:

প্রতিটি মুসলিম ও অমুসলিমের সাথে শরিয়তে বৈধ জিনিসের কেনাবেচা করা জায়েজ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَـاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً» قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. متفق عليه.

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী [ﷺ]-এর সাথে ছিলাম এমন সময় একজন অপরিপাটি চুল বিশিষ্ট লম্বা আকৃতির মুশরেক ছাগল নিয়ে হাজির হল। নবী [ﷺ] বললেন: বিক্রি না দান। লোকটি বলল, না, বরং বিক্রি। নবী [ﷺ] তার থেকে একটি ছাগল ক্রয় করলেন।"[১]

¿ লেনদেনে আল্লাহভীরুতার ফজিলত:

মুসলমান ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়, পানাহার ও সর্বপ্রকার লেনদেন সুন্নতী পন্থায় সুসম্পন্ন হওয়া উচিত। ফলে সে সুস্পষ্ট হালালকে বেছে নিবে এবং এর দ্বারাই লেন-দেন করবে এবং হারাম পরিহার করবে ও তা দ্বারা লেনদেন মোটেই করবে না। আর সন্দেহপূর্ণ ব্যাপার পরিহার করাই উচিত যাতে করে নিজের দ্বীন ও সম্ভ্রমের হেফাজত হয় এবং হারামে যেন পতিত না হয়।

عَنْ النُّعْمَان بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». متفق عليه.

নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি যে "নিশ্চয় হালাল বস্তু সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে কিছু বস্তু রয়েছে সন্দেহজনক যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেন না। বস্তুত: যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু থেকে বেচে থাকল সে

[১]. বুখারী হা: নং ২২১৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২০৫৬

তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে হেফাজতে রাখল। পক্ষান্তরে যে সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হল সে হারামেই লিপ্ত হল। ইহা যেন ঐ রাখালের ন্যায় যে নিষিদ্ধ এলাকার পার্শ্বে পশু চরায় যা অচিরেই সে তাতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রাখে। জেনে রাখ প্রত্যেক বাদশাহর নির্দিষ্ট চারণভূমি থাকে। আর আল্লাহর চারণ ভমি হলো হারামকৃত বস্তুসমূহ। জেনে রাখ যে প্রতিটি শরীরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে সে সংশোধিত হলে শরীর সংশোধন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে বিনষ্ট হলে সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়ে পড়ে। আর জেনে রাখ তা হচ্ছে অন্তর।"[১]

¿ সন্দেহজনক সম্পদ কোথায় খরচ করতে হবেঃ

সন্দেহপূর্ণ সম্পদ এমন সবখাতে ব্যয় করা উচিত যা দূর উপকারের কাজে লাগে। আর সর্বাপেক্ষা কাছের উপকার হচ্ছে আহার্য তথা যা পেটে প্রবেশ করে। অত:পর যা পরিধেয় তথা যা পিঠ ঢাকে। এরপর যা বাহন জাতীয় যেমনঃ ঘোড়া ও গাড়ি ইত্যাদি।

¿ হালাল উপার্জনের ফজিলতঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

D C B A @ ? > = < ; : 9 8 M

الجمعة: ١٠ L G F E

"যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করবে। আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"
[সূরা জুমু'আ: ১০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Y X WV U T S R Q P O N M [

البقرة: ١٧٢ Z [Z

[১] . বুখারী হাঃ নং ৫২ মুসলিম হাঃ নং ১৫৯৯ শব্দ তারই

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু—সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদিগকে রুজি হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগি কর।” [সূরা বাকারা:১৭২]

عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». أخرجه البخاري.

৩. মিকদাম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেন:“কেউ তার হাতের কামাই অপেক্ষা উত্তম কোন উপার্জন ভক্ষণ করে না। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতের কামাই খেতেন।”[১]

¿ সর্বোত্তম উপার্জন:

লোকভেদে উপার্জন ব্যবস্থা ভিন্ন হতে পারে। তবে যার যার পরিস্থিতি অনুযায়ী তা মানানসই হওয়া উত্তম। এতে করে চাই তা কৃষিকাজ হোক আর শিল্পজাত কাজ হোক অথবা বাণিজ্য হোক, তবে যেন শরীয়ত শর্ত সাপেক্ষে হয়।

¿ নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাহাবাগণ ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন; কিন্তু যখনই তাদের সম্মুখে আল্লাহর কোন অধিকার উপস্থিত হত তখন তা ক্রয়-বিক্রয় হোক আর বাণিজ্য হোক তাঁদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরাতে পারত না; বরং তাঁরা তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সুসম্পন্ন করেই ফেলতেন।

] فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا a وَٱلۡأٓصَالِ â

1 0 / . - , + *) (' &% $ # " !

[১] .বুখারী হাঃ নং ২০৭২

? ٫ = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

@ A B C D E Z النور: ٣٦ - ٣٨

“আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (তারা পবিত্রতা ঘোষণা করে,) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুজি দান করেন।” [সূরা নূর:৩৬-৩৮]

¿ উপার্জন করার বিধান:

মানুষের জন্য হালাল জীবিকা উপার্জনে পরিশ্রম করা ফরজ। যাতে করে তার নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয় এবং সেই সাথে আল্লাহর পথে ব্যয় করার সুযোগ হয় ও মানুষের নিকট চাওয়া থেকে বিরত হতে পারে। বস্তুত: সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে ব্যক্তির হাতের কামাই ও প্রত্যেক বৈধ ব্যবসা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে খড়ির বোঝা বেঁধে পিঠে করে বহন করে উপার্জন করে তাই তার জন্য উত্তম, ওর চেয়ে যে কারো নিকট গিয়ে চাইলে তাকে দেয় অথবা দেয় না।”[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৪৭০ শব্দ মুসলিম হাঃ নং ১০৪২

¿ কেনাবেচায় উদারতার ফজিলত:

মানুষের জন্য তার লেনদেনে, আচার-অনুষ্ঠানে নরম ও সহজ এবং উদারতা অবলম্বন করা উচিত; যাতে করে আল্লাহর দয়া অর্জন করে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».أخرجه البخاري.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তিকে দয়া করুন যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় ও বিচার ফয়সালাতে উদারতার পরিচয় দেয়।"[১]

¿ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি বেশি শপথ করার কুফল:

ক্রয়-বিক্রয়ে সততা বরকতের কারণ হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাচারিতা বরকত বিনষ্ট করে দেয়।

ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ দ্বারা পণ্য বিক্রি হয় বেশি; কিন্তু এতে বরকত নষ্ট হয়ে যায়। আর আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এ থেকে নিষেধ করেছেন এই বলে:

« إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ». أخرجه مسلم.

"তোমরা অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাকবে; কেননা এটা পণ্য বিক্রি করায় ঠিকই; কিন্তু পরিশেষে লাভ বিনষ্ট করে ফেলে।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০৭৬
[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৬০৭

জীবিকার চাবিকাঠি ও উপায়

আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকা অর্জনের প্রধান চাবিকাঠি ও উপায়:

¿ পাপ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন:

Mفَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ ! " # $ % &

' ( ) * + , - . / L نوح: ١٠ - ١٢

"আমি বললাম তোমার স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদের আরো সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে। আর তোমাদের জন্য উদ্যান ও নদ-নদী প্রস্তুত করবেন।" [সূরা নূহ: ১০-১২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা হুদ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন:

Mوَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ L هود: ٥٢

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (স্বীয় পাপের জন্যে) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও। অত:পর তাঁরই পানে নিবিষ্ট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি দ্বারা তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করবেন। আর তোমারা পাপে লিপ্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।" [সূরা হুদ: ৫২]

¿ জীবিকা অন্বেষণে সকাল সকাল বের হওয়া:

অতি ভোরে জীবিকার উদ্দেশ্যে বের হওয়া উচিত; কারণ নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«**اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا**».أخرجه أبو داود والترمذي.

“হে আল্লাহ! আমার উম্মতের প্রভাতে তুমি বরকত দান করুন।”[১]

¿ আল্লাহর কাছে দোয়া করাঃ

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾) [البقرة/ ١٨٦].

“আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে–বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য কর এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।” [সূরা বাকারা:১৮৬]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

/ . - , + *) (' & % $ # " !)

.[المائدة/١١٤] (8 7 6 5 4 2 1 0

“ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেনঃ হে আল্লাহ, আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুজি দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুজিদাতা।”
[সূরা মায়েদা:১১৪]

¿ তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

– ٢:الطلاق L ﴿٣﴾ u t s r q p o n m l k j M
٣

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ২৬০৬, তিরমিযী হাঃ নং ১২১২

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্যে বিকল্প পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন পথে জীবিকা দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।” [সূরা তালাক: ২-৩]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা আরো বলেন:

- , + *) (' & % $ # " ! M

الأعراف: ٩٦ L 3 2 1 0 / .

“যদি জনপদবাসী ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের উদ্দেশ্যে আসমান-জমিন থেকে বরকতের দ্বারগুলোকে খোলে দিতাম; কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল ফলে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের উপর পাকাড়াও করলাম।” [আ‘রাফ: ৯৬]

¿ পাপ পরিহার করা:

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

M ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى

عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ L الروم: ٤١

“জলে-স্থলে বিপর্যয় প্রকাশিত হয়েছে যা, মানুষের হাতের কামাই, যেন তিনি (আল্লাহ) তাদের কৃতকর্মের কিছু উপভোগ করান, যাতে করে তারা প্রত্যাবর্তন করে।” [সূরা রূম: ৪১]

¿ আল্লাহর উপর ভরসা:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

wM x y z { | ~ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ ©

﴿٣﴾ L الطلاق: ٣

“যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট অবশ্যই আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।” [সূরা তালাক: ৩]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ :«لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّله لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

২. উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"তোমরা যদি আল্লাহর উপর পুরোপুরি ভরসা করতে তবে তিনি তোমাদের এমনভাবে জীবিকা দান করতেন যেমনি দান করেন পাখিকে। পাখি প্রভাতে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"[১]

¿ সময়কে বিভিন্ন প্রকার এবাদত দ্বারা হেফাজত করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا a وَٱلۡأٓصَالِ â

1 0 / . - , + *) (' &% $ # " !

? = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

@ A B C D E Z النور: ٣٦ - ٣٨

"আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (তারা পবিত্রতা ঘোষণা করে,) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুজি দান করেন।" [সূরা নূর:৩৬-৩৮]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৪৪, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৪১৬৪ শব্দ তারই

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

. - , + *) (' & % $ # " !)

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 /

[الجمعة: ٩-١٠] (G F E D C B A @ ? >

"হে ঈমানদারগণ! জুমার দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর জিকির (সালাত)-এর দিকে ছুটে যাও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করবে। আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"
[সূরা জুমু'আ: ৯-১০]

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسـلم : يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى، وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تَبَاعَدْ مِنِّي فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ شُغْلاً».أخرجه الحاكم.

৩. মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"তোমাদের বরকতপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদাশীল প্রতিপালক এরশাদ করেন: হে আদম সন্তান! তুমি আমার এবাদতের জন্য একান্তভাবে মনোযোগী হও, তবে আমি তোমার অন্তরকে পূর্ণভাবে অভাবমুক্ত করে দিব এবং তোমার হাতকে জীবিকা দ্বারা ভরপুর করে দিব। হে আদম সন্তান! তুমি আমার থেকে দূরে সরে যেওনা। তাহলে আমি তোমার অন্তরকে অভাব দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার হাতকে কাজ দ্বারা পূর্ণ করে দিব।"[১]

[১]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ নং ৭৯২৬ সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ১৩৫৯

¿ বেশি বেশি হজ্ব-উমরা পালন করা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِــيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِــضَّةِ وَلَــيْسَ لِلْحَجَّــةِ الْمَبْــرُورَةِ ثَــوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ». أخرجه الترمذي والنسائي.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"তোমরা পরপর হজ্ব এবং উমরা করতে থাক। কেননা এ দু'টি কাজ অভাব ও পাপরাশি এমনভাবে দূর করে যেমন হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রূপার ময়লা দূর করে থাকে। আর কবুল হজ্বের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১]

¿ আল্লাহর পথে ব্যয় করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

ZY X W V U T S R Q P O N M[

البقرة: ٢٦١ Z g f e d b a ` _] \ [

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে,, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দয়ালু, সর্বজ্ঞ।" [বাকারা:২৬১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾ Z سبأ: ٣٩

"বলুন! আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা কল্যাণের পথে যা

---

[১]. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ৮১০ শব্দ তাঁরই নাসাঈ হাঃ নং ২৬৩১

ব্যয় কর আল্লাহ তার স্থলে বদলা দিয়ে দেন। আর তিনিই উত্তম জীবিকা দানকারী।" [সূরা সাবা: ৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:"হে আদম সন্তান তুমি ব্যয় কর তবে আমি তোমার জন্য ব্যয় করব।"[১]

¿ দ্বীনের জ্ঞানার্জনে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য ব্যয় করা:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رضي الله قَالَ:كَانَ أَخَوَان عَلَى عَهْد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِه ».أخرجه الترمذي.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর যুগে দুই ভাই ছিল, তাদের একজন নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট হাজির হত আর অপরজন বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। ব্যবসায়ী ভাই অপর ভাই সম্পর্কে নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন: "তার কারণেই হয়তো তোমাকে জীবিকা দান করা হয়।"[২]

¿ আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুট রাখা:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». متفق عليه.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৯৯৩

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৪৫

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি:"যে আনন্দচিত্তে ইহা চায় যে তার জীবিকা বৃদ্ধি করে দেয়া হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক সে যেন তার আত্মীয়তা সম্পর্ক বাজায় রাখে।"[১]

¿ দুর্বলদেরকে সম্মান ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ؟ ». أخرجه البخاري.

১. মুস'আব ইবনে সা'দ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ (রা:) তার অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের লোকদের উপর তার মর্যাদার কথা ভাবেন। তখন নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে বলেন:"তোমরা দুর্বলদের মাধ্যমেই সাহায্য ও জীবিকা পেয়ে থাক।"[২]

« إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ ». أخرجه النسائي.

২. হাদীসের অপর বর্ণনায় আছে: "আল্লাহ এই উম্মতকে কেবল দুর্বলদের দোয়া, সালাত ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমেই সাহায্য করে থাকেন।"[৩]

¿ আল্লাহর রাহে হিজরত:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

M وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ ... ¶ µ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾ L النساء: ١٠٠

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০৬৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৫৫৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৮৯৬

[৩]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৩১৭৮

"আর যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতাপ্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের জন্য হিজরত করত: মৃত্যু মুখে পতিত হবে, নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহ উপর ন্যস্ত হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা নিসা: ১০০]

¿ লেনদেনে সততা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার বিধান:

মানুষের মাঝের সকল লেনদেনে সততা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা ওয়াজিব।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « الْبَيِّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَـمْ يَتَفرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ». متفق عليه.

হাকীম ইবনে হেজাম [﵁] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "বিক্রেতা ও ক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত এখতিয়ারে থাকবে। যদি দুইজনে সত্য বলে ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে তাহলে তাদের কেনাবেচায় বরকত দেওয়া হবে। আর যদি দুইজনে গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে তাহলে তাদের কেনাবেচায় বরকত মিটিয়ে দেওয়া হবে।"[১]

সুতরাং বিক্রেতা ও ক্রেতা ও অন্যান্য সবার প্রতি সততা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা ওয়াজিব। এর দ্বারা ব্যবসায় বরকত হাসিল হয় এবং এবাদতে পরিণত হয় যার ফলে এতে প্রতিদান ও সওয়াব মিলে।

বিক্রেতার পক্ষ থেকে সত্যতা হলো: কাংক্ষিত গুণাগুন এবং দরদাম কত ইত্যাদি বর্ণনা করা। এর সাথে অপছন্দীয় দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করা। আর ক্রেতার পক্ষ থেকে সত্যতা হলো: ঠিকমত মূল্য পরিশোধ করা। বর্ণনা মোতাবেক যদি পণ্য হয় তাহলে সত্যবাদি হবে আর যদি কাংক্ষিত গুণাগুনের বর্ণনা মোতাবেক না হয় তাহলে মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবে।

আর যদি ত্রুটি প্রকাশ ক'রে পণ্য বিক্রি করে তাহলে প্রাকাশকারী ও গোপন করে না বলে বিবেচিত হবে। আর যদি দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে

---

[১]. বুখারী হা: নং ২০৮২ মব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৫৩২

বিক্রি করে তাহলে গোপনকারী ও অপ্রকাশকারী বলে প্রমাণিত হবে। আর বরকত শুধুমাত্র সত্যবাদি ও প্রকাশকারীর জন্যেই নির্দিষ্ট।

বৈধ ব্যবসার কিছু চিত্র

১. **তাওয়াল্লিয়াহ ব্যবসাঃ** ইহা হচ্ছে বিক্রেতা বলবে, আমি তোমাকে পণ্যটি যে দামে ক্রয় করেছি সেদামেই মালিক বানিয়ে দিলাম।

২. **মুরাবাহাহ ব্যবসাঃ** বিক্রেতা পণ্য ও তার দাম উল্লেখ করে বলবে, আমি তোমাকে উহা পঞ্চমাংশ লাভে বিক্রি করলাম।

৩. **মুওয়াযা'য়াহ ব্যবসাঃ** বিক্রেতা পণ্য ও তার দাম উল্লেখ করে বলবে, আমি তোমাকে উহা দশমাংশের লোকসানে বিক্রি করলাম।

৪. **মুসাওয়ামাহ ব্যবসাঃ** পণ্যের দাম উল্লেখ করা থাকবে। অত:পর বিক্রেতা সে দামে রাজি হলে ক্রেতা উহা ক্রয় করবে।

৫. **শরীকের ব্যবসাঃ** ক্রেতা পণ্য কব্জা করে বলবে, আমি তোমাকে যা ক্রয় করেছি তার অর্ধেক বা এক চথুর্তাংশের শরীক বানালাম।

৬. **মুবাদালাহ ব্যবসাঃ** একটি পণ্যের বদলায় অপর একটি পণ্য বিক্রি করা। একে মুকায়াযাহও বলে।

৭. **মুজায়াদাহ ব্যবসাঃ** পণ্য মানুষের মাঝে ডাকে উঠিয়ে সর্বোচ্চ মূল্য দ্বারা বিক্রি করা।

কিছু নিষিদ্ধ বাণিজ্যের চিত্র

ইসলাম প্রত্যেক ঐ বস্তুকে বৈধ ঘোষণা করেছে যা কল্যাণ-বরকত ও বৈধ উপকার বয়ে নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে এমন কিছু ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছে যাতে রয়েছে দাগাবাজি, ধোঁকা'বাজি অথবা ব্যবসায়ীদের ক্ষতি, বা মনোমালিন্য বা ঠকবাজি, মিথ্যাচারিতা অথবা শরীর ও বিবেকের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি। এ সব ব্যাপার যা পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, মনোক্ষুন্নতা ও ক্ষতির জন্ম দেয়। ফলে এসব ব্যবসা হারাম হয়ে যায় এবং তা মোটেও সঠিক হয় না তন্মধ্যে যেমনঃ

১. মুলামাসা তথা স্পর্শ করা জাতীয় ব্যবসাঃ যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবেঃ তুমি যে কাপড়টি স্পর্শ করবে তা তোমাকে দশ টাকাতে দেয়া হবে। এ ধরণের ব্যবসা হারাম; কারণ এতে অজানা ও ধোঁকার ব্যাপার রয়েছে।

২. মুনাবাজা তথা ঢিল মারা জাতীয় ব্যবসাঃ যেমন ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলবেঃ তুমি যে কাপড়টিই আমার প্রতি ছুড়ে মারবে তাই আমি এত টাকা দিয়ে নিতে বাধ্য। এ ব্যবসাও হারাম কারণ, এতেও অজানা ও ধোঁকা রয়েছে।

৩. হাসাত তথা পাথর নিক্ষেপ জাতীয় ব্যবসাঃ যেমন বিক্রেতা বলবে এই পাথরটি নিক্ষেপ কর, ফলে পাথর যে কাপড়টির উপর নিক্ষিপ্ত হবে তা তোমাকে এত টাকায় দেয়া হবে। এ ব্যবসাও সঠিক নয় কারণ; এতেও অজানা ও ধোঁকা রয়েছে।

৪. নাজাশ তথা মূল্য বৃদ্ধি জাতীয় ব্যবসাঃ ইহা হচ্ছেঃ ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়াই দামাদামি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা। এ ব্যবসাও হারাম কারণ; এতে অন্যান্য ক্রেতাদের জন্য ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা রয়েছে।

৫. গেঁয়ো ব্যক্তির পণ্য শহুরে ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রিঃ গেঁয়ো ব্যক্তির নিকট থেকে কম দামে ক্রয় করে বাজারদর অপেক্ষা বেশী দামে পণ্য বিক্রি করা। এ ধরণের বিক্রি সঠিক নয়; কেননা এতে লোকজনের ক্ষতি ও কষ্ট রয়েছে। কিন্তু যদি শহুরে ব্যক্তির নিকট গ্রাম্য ব্যক্তি এসে তার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের আবেদন জানায় তাহলে সে তা করতে পারে।

৬. পণ্য হাতে বুঝে না পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করাঃ এটি বৈধ ব্যবসা নয়; কেননা এটা ঝগড়া ও লেনদেন ভঙ্গ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষতঃ বিক্রেতা যখন দেখবে যে ক্রেতা এতে লাভবান হতে যাচ্ছে।

৭. ঈনা ব্যবসাঃ ইহা হলোঃ কারো নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে বাকিতে কোন পণ্য বিক্রি করতঃ উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম দামে নগদ মূল্যে তা ক্রয় করা। ফলে এতে এক ব্যবসাতে দুই ব্যবসা একত্র করা হয় যা হারাম; কেননা এ হচ্ছে সুদের পথ প্রদর্শক।

কিন্তু যদি তার মূল্য হাতে পাওয়ার পর অথবা পণ্যের গুণাগুণ পরিবর্তন হওয়ার পর তা ক্রয় করে অথবা ক্রেতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করে তবে তা বৈধ হবে।

৮. কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় (মুসলমান) ভাইয়ের ব্যবসার উপর নিজ ব্যবসা চালিয়ে দেয়াঃ যেমন এক ব্যক্তি দশ টাকা দিয়ে কোন পণ্য ক্রয় করল ইতিমধ্যে লেনদেন শেষ না হতেই অপর এক ব্যক্তি একে বলল: আমি তোমার নিকট উক্ত পণ্য নয় টাকাতে বা কিনা মূল্যের কমে বিক্রি করব। এমনিভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রেও যদি দশ টাকায় বিক্রয়কারী ব্যক্তিকে বলে আমি তোমার নিকট থেকে এটা পনের টাকায় ক্রয় করব, যাতে প্রথম ব্যক্তি তা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়। উক্ত ব্যবসাও হারাম; কারণ এতে মুসলমানদের ক্ষতি ও পারস্পরিক মনোমালিন্য নিহিত রয়েছে।

৯. দ্বিতীয় আজানের পর ব্যবসা করা হারামঃ যার উপর জুমার নামাজ ফরজ দ্বিতীয় আজানের পর তার জন্য ব্যবসা করা হরাম এবং তার জন্য কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন করাও চলবে না।

১০. প্রত্যেক হারাম বস্তুর ব্যবসা হারামঃ যেমনঃ মদ, শূকর, মূর্তি-প্রতিমা। অথবা যা হারামের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় যেমনঃ বাদ্যযন্ত্র। এসব ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি হারাম।

১১. অজানা ও ধোকার ব্যবসাঃ আরো হারাম ব্যবসার মধ্যে একটি ব্যবসা হচ্ছেঃ "হাবলুল হাবলা" ও "মালা-কীহ" তথা মায়ের গর্ভে বিদ্যমান বাচ্চার ক্রয়-বিক্রয়। ঠিক তদ্রুপ "মাযামীন" তথা ষাঁড়ের পিঠে বিদ্যমান বীর্যের ব্যবসা, নর উটের পাল দিয়ে উপার্জন এবং পাল দেওয়ার জন্য নর পশু ভাড়া দেয়া। এমনিভাবে কুকুর, বিড়ালের মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জন, জ্যোতিষীর কামাই। এমনিভাবে অস্পষ্ট ও ধোঁকার সাহায্যে ব্যবসা। অনুরূপ যে বস্তু ন্যাস্তকরা অসম্ভব যেমনঃ আকাশে উড়ন্ত পাখি।

১২. **পরিপক্ক না হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রিঃ** ফল বা ফসল পরিপক্ক না হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি করা হারাম। সামনে এর বিধান আসবে।

১.আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

-   , + *) ('   & % $ #   " ! [

: 9 8   7 6 5 4 3   2 1 0   /   .

المائدة: ٩٠ – ٩١ Z F E D C ⁞ A @ ? > = <   ;

“হে মুমিন সম্প্রদায়! অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এসব অপবিত্র, শয়তানের কাজ তাই তা পরিহার কর যেন তোমারা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা একনও কি নিবৃত্ত হবে?” [সূরা মায়েদা: ৯০-৯১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:“তোমরা গ্রাম থেকে আগত ব্যবসায়ীদলকে শহরের বাইরে গিয়ে ধরবে না। একজনের ব্যবসার উপরে অন্যজন ব্যবসা করবে না। দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দাম করো না। শহুরেলোক গেঁয়োলোকের জন্য যেন কেনাবেচা না করে। আর ছাগল-দুম্মার ওলানে দুধ বন্ধ রেখে যেন না বেচে; যদি কেউ এরূপ খরিদ করে, তবে সে দুই অবস্থায় যে কোন একটির এখতিয়ার করবে। দুধ দহনের পর রাখবে। আর রাজি না হলে এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেবে।”[১]

[১]. বুখারী হা: নং ২১৫০ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৫১৫

¿ হারাম বস্তুর প্রকারঃ

শরীয়তে হারাম বস্তু দুই প্রকারঃ

১. **বস্তুটির মূল হারামঃ** যেমন মৃত জীবজন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, নোংরা ও অপবিত্র জিনিস ইত্যাদি।

২. **ব্যবহারে হারামঃ** যেমন সুদ, জুয়া, বাজি খেলা, মজুদদারী, প্রতারণা ও ঠকবাজি এবং ধোঁকা ইত্যাদি ব্যবসা। এগুলোতে রয়েছে জুলুম ও বাতিল পন্থায় মানুষের মাল ভক্ষণের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ প্রথম প্রকারটিকে অন্তর ঘৃণা করে পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারটিকে অন্তর পছন্দ করে। তাই এটি এমন হুমকি-ধুমকি ও শাস্তির দাবী রাখে যা তাতে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

¿ এজমালী বস্তুর ব্যবসার বিধানঃ

যখন কোন শরিক তার শরিকানা বস্তু বিক্রি করবে তখন তার অংশের মূল্য দ্বারা সে অংশের বিক্রি বৈধ হবে। আর ক্রেতা অজ্ঞতাবশতঃ ক্রয়ের ফলে তার এখতিয়ার থাকবে।

¿ পানি, ঘাস ও আগুন বিক্রি করার বিধানঃ

মুসলমান সমাজ তিনটি বিষয়ে সমানভাবে অংশীদার যথাঃ পানি, ঘাস ও আগুন। তাই আসমান ও ঝর্নার পানির ব্যক্তি মালিকানা বৈধ নয় এবং তার বিক্রিও বৈধ নয়। তবে তাকে নিজ মশকে অথবা পুকুর ইত্যাদিতে আটক করলে বৈধ। ঠিক ঘাস জমিতে থাকা পর্যন্ত চাই তা তাজা হোক আর শুকনা হোক তার বিক্রি বৈধ নয়। এমনিভাবে আগুন চাই তা ইন্ধন জাতীয় হোক যেমন কাঠ অথবা অগ্নিশিখা হোক যেমন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তাও বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা এসব বস্তু এমন যেগুলোকে আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে ব্যাপক করে দিয়েছেন। তাই এর প্রয়োজন বোধকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করা উচিত এবং এ থেকে বারণ করা হারাম। কারণ এর প্রয়োজন অধিক এবং খরচ করা সহজ ও তার উপকার বিশাল।

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা" [সূরা মায়েদা:২]

¿ বিক্রীত পণ্যে কম বা বেশি হওয়ার বিধানঃ

১. যখন কোন ব্যক্তি ঘর বিক্রি করবে তখন এতে জমি, তার উপর বিদ্যমান বস্তু ও নিচে যা রয়েছে তাসহ প্রত্যেক বস্তুকে বুঝাবে। আর যদি বিক্রিত বস্তু জমি হয়, তবে এতে কোন বস্তুকে পৃথকভাবে উল্লেখ না করলে তাতে বিদ্যমান সব বস্তুই বুঝাবে।

২. যখন কোন ঘর এই ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যে, তার পরিমাণ ১০০ মিটার। পরে দেখা গেল যে তা কম বা বেশি তবে তা বিশুদ্ধ হবে। বেশি অংশ বিক্রেতার পাওনা থাকবে। আর কমের হিসাবও তার উপর বর্তাবে। আর যে তা জানবে না তার উদ্দেশ্যেও হাসিল হবে না। তার জন্য লেনদেন করা না করারও এখতিয়ার থাকবে।

¿ বিক্রি ও ভাড়া একত্রকরণের বিধানঃ

যখন বিক্রি ও ভাড়া উভয়কে এক সাথে করে বলবে আমি উক্ত ঘর তোমার নিকট এক লক্ষ টাকা দ্বারা বিক্রি করলাম এবং এ ঘরটি দশ হাজার দ্বার ভাড়া দিলাম। অত:পর প্রতিপক্ষ বলল: আমি গ্রহণ করলাম তবে বিক্রি ও ভাড়া উভয়ই বিশুদ্ধ হবে। এমনিভাবে যদি বলে আমি তোমার নিকট এ ঘরটি বিক্রি করলাম ও এ ঘরটি ভাড়া দিলাম এক লক্ষ টাকা দ্বারা তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে। আর প্রয়োজনে উভয়ের বদলা কিস্তিতে দেওয়া চলবে।

¿ হাদিয়ার মাধ্যমে পণ্য প্রচারের বিধানঃ

ব্যবসায়ী দোকানগুলো থেকে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে যে সব পুরস্কার ও উপহার বিতরণ করা হয় তা হারাম; কারণ ইহা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা

এতে অন্যদের ছেড়ে তাদের নিকট থেকে ক্রয় করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আর পুরস্কারের লোভে অপ্রয়োজনীয় বা হারাম বস্তু কিনে অপর ব্যবসয়ীদের ক্ষতি করা হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

- , + *) (' & % $ # " ! M

المائدة: ٩٠ L 0 / .

"হে মুমিন সম্প্রদায়! অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এসব অপবিত্র, শয়তানের কাজ তাই তা পরিহার কর যেন তোমারা সফলকাম হতে পার।" [সূরা মায়েদাঃ ৯০]

¿ অশ্লীল ও বেহায়া পত্র-পত্রিকা বিক্রি করার বিধানঃ

যে সব পত্র-পত্রিকায় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রতি আহ্বান করে এবং ভিডিও বা সিডি ও অডিও ক্যাসেট যাতে গান-বাজনা রয়েছে। ঠিক যে সব (যন্ত্রের পর্দায়) গান-বাদ্য, নাটক ও বেপর্দাভাবে মহিলাদের ছবি প্রকাশ পায়। এ ছাড়া কাজে, কথা ও নির্লজ্জা জনক কথোপকথন যা নোংরা পথে আহ্বান জানায় তার ক্রয়-বিক্রয় সবই হারাম। এমনিভাবে তার শ্রবণ, দর্শন তা দ্বারা উপার্জন বলতে যা বুঝায় সবই হারাম যা মোটেও বৈধ নয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

C BA @ ? > = < ; : 9 [

النساء: Z R Q P O N M K J I G F E D

٣٠ _ ٢٩

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।" [সূরা নিসা:২৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U [

البروج: ١٠ Z c

"নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অত:পর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।" [সূরা বুরূজ:১০]

¿ ব্যবসায়িক বীমার বিধানঃ

ব্যবসায়িক বীমা এমন একটি বন্ধনের নাম যেখানে যার জন্য বীমা করা হয়, সে কোন বিপদ বা ঘাটতিতে পতিত হলে যার নিকট বীমা করা হয় সে ব্যক্তি তাকে নির্দিষ্ট আর্থিক বদলা দিবে। বীমাকারীর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায়ের বিনিময়ে বীমা হয়। ইহা হারাম; কারণ এতে ধোঁকা ও অজানার ব্যাপার বিদ্যমান। এ হচ্ছে এক প্রকার জুয়া যা দ্বারা বাতিল পন্থায় মানুষের মাল ভক্ষণ করা হয়। চাই তা জীবনের উপর হোক বা কোন পণ্য কিংবা হাতিয়ারের উপর হোক।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

C B A @ ? > = < ; : 9 [

النساء: Z R Q P O N M K J I G F E D

٢٩ – ٣٠

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে পারের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।" [সূরা নিসা:২৯]

¿ যা দ্বারা ক্ষতি হয় তা বিক্রির বিধান:

যে ব্যক্তি রস দ্বারা মদ প্রস্তুত করবে তার নিকট তা বিক্রি করা বৈধ নয়। ঠিক ফিৎনার কাজে অস্ত্র বিক্রি করা বা মৃত ব্যক্তির সাথে জীবিত ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় ও বৈধ নয়।

¿ ব্যবসায় শর্ত করার বিধান:

যে ব্যবসা এমন শর্ত সাপেক্ষে সম্পন্ন হয় যা দ্বারা কোন হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল না করা হয় তা সঠিক। যেমন বিক্রেতা ঘরে এক মাস অবস্থানের শর্ত করল অথবা ক্রেতা কাঠ-খড়ি নেয়া ও ভাঙ্গা ইত্যাদির শর্ত করল।

¿ মাশা'আরুল হারামের কোন ভূমি ভাড়া বা বিক্রি করার বিধান:

মিনা, মুযদালিফা ও আরাফা এগুলো মসজিদের ন্যায় পবিত্র স্থান যা সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাই এসব জায়গার বিক্রি কিংবা ভাড়া কোনটাই বৈধ নয়। যে এমনটি করবে সে অপরাধী, পাপী ও জালিম এবং তার উপর গৃহীত অর্থ তার জন্য হারাম হবে।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[t u v w x y z { | } ~ ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ

وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا © رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে এবং সম্মানিত মাসসমূহকে ও হারামের কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ বাকিতে ব্যবসার বিধান:

বাকিতে বিক্রি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যদি পণ্য নগদ এবং মূল্য বাকি হয়, তবে একে বিলম্বিত ও কিস্তিতে ব্যবসা বলে।

দ্বিতীয় প্রকার: যদি মূল্য নগদ এবং পণ্য বাকি হয়, তবে একে সালাম ব্যবসা বলে। আর এ দুই প্রকার ব্যবসাই শরিয়তে জায়েজ রয়েছে।

¿ কিস্তিতে বিক্রির বিধান:

কিস্তিতে বিক্রি এটি বাকিতে বিক্রির একটি প্রকার। (পার্থক্য শুধু এই) বাকিতে বিক্রি এক মেয়াদ বিলম্বিত হয়। আর কিস্তিতে বিক্রি একাধিক মেয়াদে বিলম্বিত হয়ে থাকে।

১. বিলম্ব ও কিস্তির ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ । যেমন: নগদে বিক্রিত যে পণ্য একশত টাকায় আসে তা একশত বিশ টাকায় বিক্রি করা। এক মেয়াদ বা একাধিক মেয়াদের ভিত্তিতে। তবে শর্ত এই যে, খুব বেশি যাতে বৃদ্ধি না করা হয় এবং অপারগদের (দুর্বলতাকে) ব্যবহার না করা হয়।

২. বিলম্বে বা কিস্তিতে বিক্রিতে ক্রেতার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকলে তা হবে মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ। তাই মেয়াদের কারণে যেন মূল্যে বৃদ্ধি না ঘটায় এর ফলে বিক্রেতাকে এহসানের উপর প্রতিদান দেয়া হবে। তবে লাভ ও বদলার ইচ্ছা করলেও তা বৈধ হবে এমতাবস্থায় মেয়াদের উপর মূল্য বৃদ্ধি করতে পারবে যা নির্দিষ্ট মেয়াদী নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য বলে পরিগণিত হবে।

৩. ক্রেতা কিস্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ না করতে পারলে বিক্রেতার পক্ষে মূল্য বৃদ্ধি বৈধ নয়। তবে সে পূর্ণ মূল্য আদায় করা পর্যন্ত বিক্রিত পণ্য নিজের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারে।

¿ বাগান বিক্রির বিধান:

১. যদি এমতাবস্থায় কোন জমি বিক্রি করে যে, তাতে খেজুর বা অন্য কোন বৃক্ষ রয়েছে, তবে খেজুর বৃক্ষের বাঁধন কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলেও বৃক্ষের ফল প্রকাশ পেয়ে গেলে তা বিক্রেতার জন্য থাকবে। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে থাকে, তাহলে এটা তার বলে বিবেচিত হবে। আর যদি খেজুর বৃক্ষের বাঁধন কাজ সম্পন্ন না হয়ে থাকে আর তাতে ফল প্রকাশ না পায়, তবে তা ক্রেতার জন্য থাকবে।

২. খেজুর বৃক্ষসহ অন্য কোন বৃক্ষের ফল-ফসল না পাকা পর্যন্ত তার বিক্রি বৈধ নয়। তবে গাছ-পালাসহ ফল ও জমিসহ সবুজ ফসল পাকার পূর্বেই বিক্রি করে তবে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।
৩. কোন ব্যক্তি ফল কিনে তা কাটা কিংবা ভাগ করা পর্যন্ত কোনরূপ গড়িমসি বা বিলম্ব ছাড়া বৃক্ষের উপর রেখে দেয়া অবস্থায় যদি কোন আসমানী আপদ। যেমনঃ বাতাস বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি দ্বারা তা বিনষ্ট হয়ে পড়ে, তবে এমতাবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে টাকা ফেরত নিতে পারবে। আর যদি কোন মানুষ তা বিনষ্ট করে তবে ক্রেতার পক্ষে চুক্তি ভঙ্গ করা, বাস্তবায়ন করা ও বিনষ্টকারীর নিকট তার ক্ষতি পূরণ চাওয়া এর যে কোনটার অধিকার থাকবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. متفق عليه.

আব্দুল্লা ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] ফল না পাকা পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।"[১]

¿ মুহাকালার বিধানঃ

এ হচ্ছে শস্য শিষে পাকা অবস্থায় অনুরূপ শস্যের বদলে বিক্রি করা। ইহা বৈধ নয়, কেননা এতে দু'টি নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে।

একঃ পরিমাণ ও উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে অজানা।

দুইঃ সমান সাব্যস্ত হওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকা।

¿ মুজাবানার বিধানঃ

এ হচ্ছে মাপা খেজুরের বদলে খেজুর বৃক্ষে বিদ্যমান ফল বিক্রি করা। এটাও মুহাকালার মতই অবৈধ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. أخرجه البخاري.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২১৯৪ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ১৫৩৪

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] নিষেধ করেছেন: শিষের ফসল অনুরূপ ফসলের বিনিময়ে বিক্রি, ফল না পাকার পূর্বে বিক্রি, স্পর্শ করলেই বিক্রি, নিক্ষেপ করলেই বিক্রি ও গাছের খেজুর মাপা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে।"[১]

¿ 'আরায়া বিক্রির বিধান:

খেজুর গাছে বিদ্যমান খেজুরের বদলে পুরানো খেজুর ক্রয় করা বৈধ নয়; কেননা এতে ধোঁকা ও সুদ রয়েছে। তবে প্রয়োজনে "আরায়া" তথা পাঁচ অসকের কমে উক্ত লেনদেন এই শর্তে চলবে যে, চুক্তি বৈঠকে যেন লেনদেন সম্পন্ন হয়ে যায়।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] নিষেধ করেছেন: ফল না পাকা পর্যন্ত বিক্রি করতে এবং আরায়া ব্যতিরেকে এর কিছু অংশ দিনার ও দিরহামের বিনিময় ছাড়া বিক্রি করা যাবে না।"[২]

¿ মানুষের কোন অংশ বিক্রি করার বিধান:

১. মানুষের কোন অঙ্গ বা অংশ জীবিত বা মৃত অবস্থায় বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে একান্ত বাধ্য হয়ে কেউ নিতে চাইলে যদি মূল্য ছাড়া তা না পায়, তবে বিশেষ প্রয়োজন সাপেক্ষে তা দেয়া বৈধ হবে। তবে ক্রেতার পক্ষে তা গ্রহণ করা হারাম। যদি মরণের পরে দান বলে কোন মুখাপেক্ষীকে কোন অংশ দান করে থাকে এবং তার জীবদ্দশায় কোন পুরস্কার গ্রহণ করে তবে তাতে কোন বাধা নেই।

২. চিকিৎসা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে রক্ত বিক্রি করা বৈধ নয়। কিন্তু যদি কেউ তার মুখাপেক্ষী হয় এবং মূল্য ছাড়া তা অর্জন করতে না পারে তাহলে বদলা দিয়ে তা গ্রহণ বৈধ; কিন্তু দানকারীর পক্ষে তা গ্রহণ হারাম।

---

[১]. বুখারী হা: নং ২২০৭

[২]. বুখারী হা: নং ২১৮৯ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৫৩৬

¿ ধোঁকার অর্থ:

গারার (ধোঁকাবাজি) বলতে বুঝায় যার সঠিক তথ্য মানুষ থেকে গোপন রাখা ও তাকে মূল রহস্য জানতে না দেওয়া। যেমন: অস্তিত্বহিন বস্তু কিংবা অসম্ভব জিনিস। এ সব বিষয় ধোঁকা হিসাবে পরিগণিত।

¿ ধোঁকার ব্যবসা ও জুয়া খেলার বিধান:

ধোঁকা, জুয়া ও বাজিধরা ইত্যাদি এমন সব লেনদেনের নাম যা ভয়ানক ধ্বংসাত্মক এবং হারাম। এ সব বড় বড় ব্যবসায়ীর ঘরকে বিনষ্ট করেছে। পক্ষান্তরে কত মানুষকে পরিশ্রম ছাড়াই ধনাঢ্য বানিয়েছে। আবার কত মানুষকে পথের ফকির বানিয়ে আত্মহত্যা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের পথে ঠেলে দিয়েছে। এক কথায় এ সব হচ্ছে শয়তানের কাজ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 M

L F E D C A @ ? > المائدة: ٩١

"শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। তবে কি তোমরা ফিরে আসবে?"
[সূরা মায়েদা:৯১]

¿ ধোঁকার ব্যবসার বিপর্যয়:

ধোঁকার ব্যবসা দু'টি সমস্যা বয়ে নিয়ে আসে:

১. মানুষের ধন-সম্পত্তি বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করা। তাই কেউ কোন প্রকার লাভ ছাড়াই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকে অথবা ক্ষতি ছাড়াই লাভমান হতেই থাকে; কেননা এটা বাজি ও জুয়ার নামান্তর।

২. ক্রয়-বিক্রয়কারীদের মধ্যে ঘৃণা, হানাহানি আর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

২- খিয়ার (চুক্তি ভঙ্গের অধিকার)

¿ "খিয়ার" বিধিবদ্ধকরণের হেকমত:

বাণিজ্যে চুক্তিভঙ্গের অধিকার এটি ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম একটি দিক। কেননা কখনও মূল্যের কথা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হঠাৎ করে বেচাকেনা কাজ হয়ে থাকে। ফলে উভয় পক্ষ অথবা এক পক্ষ অনুতপ্ত হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম বিবেচনা করার সুযোগ দিয়েছে একেই "খিয়ার" বলে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা বহাল রাখার যে কোন একটি মত বাছাই করার অবকাশ পেয়ে থাকে।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». متفق عليه.

হাকীম ইবনে হিজাম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এরশাদ করেন:"ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয়ে (চুক্তি রাখা, না রাখার) অধিকার রাখে। ফলে যদি উভয়ে সত্য বলে ও সব কথা খুলে বলে তাহলে উভয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে তবে উভয়ের ব্যবসার বরকত নষ্ট করে দেয়া হবে।"[১]

¿ খিয়ারের প্রকার:

"খিয়ার"-এর বহু প্রকার রয়েছে তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে:

১. বৈঠকের খিয়ার: এটা ব্যবসা, মীমাংসা ও ভাড়া ইত্যাদি মাল সংক্রান্ত আদান-প্রদান সাব্যস্ত রয়েছে। এটি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অধিকার।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০৭৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৩২

এর মেয়াদ হচ্ছে চুক্তি সম্পন্ন হওয়া থেকে সশরীরে পৃথক হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু উভয়ে যদি তা বাদ করে দেয় তবে বাদ হয়ে যাবে। আর একজন বাদ করলে অপরজনের অধিকার থেকে যাবে। তাই যখন পৃথক হয়ে যাবে চুক্তি চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। আর বৈঠক থেকে এই ভয়ে উঠে পড়া হারাম যে, না জানি (অপর পক্ষ) চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে।

২. শর্তের খিয়ারঃ এটা এই যে, ক্রেতা-বিক্রেতা অথবা যে কোন একজন নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত "খিয়ারের" শর্ত করলে তা সঠিক হবে যদিও মেয়াদ দীর্ঘায়িত হয়। এর মেয়াদ চুক্তির সময় থেকে শর্তকৃত সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। মেয়াদ পার হওয়া পর্যন্ত শর্তারোপকারী যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে তবে লেনদেন নিশ্চিত হয়ে যাবে। তবে যদি উভয়ে মেয়াদের ভিতরে "খিয়ার"-এর শর্ত তুলে নেয় তবে "খিয়ার" বাতিল বলে বিবেচিত হবে কেননা এখানে অধিকার তাদেরই ছিল।

৩. ক্রেতা-বিক্রেতার মতনৈক্যের "খিয়ার":যেমনঃ মূল্যের পরিমাণে মতানৈক্য হল কিংবা মূল পণ্য অথবা তার গুণাগুণে মতবিরোধ দেখা দিলে এবং তাতে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া না গেল এমতাবস্থায় বিক্রেতার কথাই শপথসহ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে ক্রেতাকে তা গ্রহণ কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে।

৪. ত্রুটির খিয়ারঃ এ হচ্ছে ঐ খিয়ার যা দ্বারা পণ্যের মূল্য কমে আসে তাই যখন কেউ কোন পণ্য ক্রয় করে তাতে কোন ত্রুটি দেখতে পাবে তখন সে দু'টি বিষয়ে স্বাধীনতা পাবে। এক: সে পণ্য ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নিবে। দুইঃ অথবা পণ্য নিবে ঠিকই; কিন্তু ক্ষতিপূরণসহ। ফলে ত্রুটিমুক্ত ও ত্রুটিযুক্ত দুই অবস্থায় কি মূল্য আসে তা নির্ণয় করে যে ব্যবধানটুকু সাব্যস্ত হয় সে পরিমাণ ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় যে, কার নিকট ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে যেমন বাঁকা অথবা খাবার বাসি হওয়া, তবে তা শপথসহ বিক্রেতার কথা গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে কিংবা উভয়ে সিদ্ধান্ত তুলে নিবে।

৫. ধোঁকার খিয়ারঃ তা হচ্ছে এই যে, বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা অস্বাভাবিকভাবে পণ্যে ঠকে যাওয়া। এহেন ঠকানোর কাজ হারাম।

এমন ঠকে পড়ে গেলে পণ্য রাখা কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করা উভয়ের স্বাধীনতা থাকবে। ধোঁকা খাওয়া কখনও মাঝ পথে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সাক্ষাতকারীর মাধ্যমে হয় অথবা ঐ দালালের মূল্য বৃদ্ধি থেকে যে ক্রয় করতে চায় না অথবা মূল্য সম্পর্কে অজানা অপর দিকে দামাদামীতে অনভিজ্ঞ। অতএব, তার স্বাধীনতা থাকবে।

৬. ধামা-চাপা ভিত্তিক "খিয়ার": তা হচ্ছে এই যে, ক্রেতা পণ্যকে আকর্ষণীয় আকারে উপস্থাপন করবে অথচ বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। যেমন: (প্রাণীর) স্তনে দুধ জমিয়ে রাখা বেশি দুধের ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত আচরণ হারাম। তাই এহেন কাজ সংঘটিত হলে (ক্রেতা) চুক্তি বলবত রাখা কিংবা ভঙ্গ করা উভয়ের মধ্যে যে কোনটির অধিকার রাখে। তবে যদি দোহন করে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় ফেরত দিতে গেলে পণ্যের সাথে এক সা' তথা আনুমানিক আড়াই কেজি খেজুর দুধের বদলা হিসাবে দিয়ে দিবে।

৭. খিয়ানতের খিয়ার: ক্রয় মূল্য সম্পর্কে ব্যতিক্রম বা কম সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য ফেরত নিয়ে পণ্য রাখা কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকারপ্রাপ্ত হয়। যেমন: কেউ এক শর্ত দিয়ে একটি কলম কিনল, অত:পর তাকে কেউ এসে বলল তুমি কলমটি কেনা মূল্যে আমার নিকট বিক্রি কর। সে বলল এর কিনা মূল্য একশত পঞ্চাশ এবং উক্ত মূল্যে তা বিক্রি করে ফেলল। পরবর্তী মুহূর্তে বিক্রেতার মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেল। এবার ক্রেতার স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে গেল। উক্ত স্বাধীনতা প্রতিনিধিত্বে, কোম্পানীতে, লাভ- লোকসানের উভয় চুক্তিতে সাব্যস্ত হবে। আর এ সবের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে মূল পুঁজি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

৮. **অভাবের জন্য খিয়ার:** যখন পরিস্কার হয়ে যাবে যে, ক্রেতা অভাবী কিংবা টালবাহানাকারী তখন বিক্রেতা চাইলে তার পণ্য রক্ষণের তাগিদে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে।

৯. **দেখার খিয়ার:** না দেখে কোন জিনিস ক্রয় করার সময় এ শর্ত করে যে যখন দেখবে তখন তার এখতিয়ার থাকবে। দেখার পর ক্রেতার

এখতিয়ার থাকবে, চাইলে মূল্য দিয়ে পণ্য নিবে আর চাইলে ফেরত দেবে।

C BA @ ? > = < ; : 9 [

النساء: Z R Q P ONM K J I G F E D

٢٩ _ ٣٠

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।" [সূরা নিসা:২৯]

৩- সালাম-অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

¿ **চুক্তির প্রকার:**

হস্তান্তরের দিক থেকে চুক্তি চার প্রকার:

১. দেওয়া ও নেওয়া নগদে। যেমন: নগদে একটি বই দশ টাকাতে বিক্রি করা, ইহা জায়েজ।

২. দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি বাকিতে। যেমন: নির্দিষ্ট গুণের একটি অমুক গাড়ি এক বছর পরে দশ লক্ষ টাকা মূলে বিক্রেতা হস্তান্তর করবে যার মূল্য ক্রেতা পরিশোধ করবে এক বছর পর। এ ব্যবসা অবৈধ; কারণ ইহা বাকি দ্বারা বাকি বিক্রি যা শরিয়তে জায়েজ নেই।

৩. মূল্য নগদে পরিশোধ এবং পণ্য বাকিতে, একে 'সালাম' ব্যবসা বলে, ইহা জায়েজ।

৪. পণ্য নগদে এবং মূল্য পরিশোধ বাকিতে যেমন: এক লক্ষ টাকায় একটি গাড়ি বিক্রি করা যার মূল্য পরিশোধ করবে এক বছর পরে। ইহা জায়েজ।

¿ **সালাম হচ্ছে:** চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে নির্দিষ্ট গুণাগুনের পণ্য জিম্মায় প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে বাকিতে বিক্রি করা। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের সুবিধা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য এটি বৈধ করেছেন। একে "সালাফ" বলে আখ্যায়িত করা হয়। বলতে ইহা এমন ব্যবসা যা মূল্য অগ্রিম প্রদান করা হয় এবং পণ্য পরবর্তী বিনিময় করা হয়।

¿ **"সালাম" এর বিধান:**

এটি বৈধ এর উদাহরণ হচ্ছে: যেমন কাউকে একশত টাকা এই শর্তে প্রদান করা যে, এক বছর পরে সে অমুক প্রকৃতির পঞ্চাশ কিলো খেজুর প্রদান করবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে অগ্রিম সন্ধি ভিত্তিক ব্যবসা করবে তা যেন মাপে, ওজনে ও মেয়াদে জানা-শুনা হয়।"[১]

¿ সালাম ব্যবসার শর্তাবলী:

একে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবসার শর্তাবলি ছাড়াও আরো কিছু শর্তারোপ করা হয়। যেমন সালামকৃত পণ্য ও মূল্যের জ্ঞান লাভ এবং চুক্তি বৈঠকে মূল্য হাতে গ্রহণ। এ ছাড়া যার চুক্তি হচ্ছে তা জিম্মায় থাকবে এবং এমনভাবে পরিচিত করা যার কিছুই অজানা থাকবে না। এর মাঝে মেয়াদ ও বিনিময় স্থানসহ উল্লেখ থাকবে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ২২৪০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬০৪

ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু মাসায়েল

১. সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে মূল্য নির্ধারণ করা:

প্রয়োজনে পণ্যের উপর এমন সুনির্ধারিত মূল্য ধার্য করা যাতে মালিকের উপর জুলুম না হয় এবং ক্রেতার উপরও ভারী বোঝা না চাপে।

¿ মূল্য নির্ধারণ করার বিধান:

মূল্য নির্ধারণ করার দু'টি আবস্থা:

১. মানুষের উপর জুলুম নিশ্চিতকারী মূল্য নির্ধারণ বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কোন কিছুতে বাধ্য করা অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে হালালকৃত বিষয় থেকে তাদেরকে বারণ করা সবই হারাম।

২. মানুষের সুবিধা মূল্য নির্ধারণের উপর ভিত্তিশীল হলে তা নির্ধারণ বৈধ। যেমন: মানুষের প্রয়োজন থাকা সত্বেও পণ্যধারীরা অধিক মূল্য ছাড়া তা বিক্রিতে অমত পোষণ করলে, এমতাবস্থায় অনুরূপ পণ্যের মূল্য ধরে মূল্য নির্ধারণ করা চলবে। কেননা এ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

২. মওজুদদারী বিধান: এ হচ্ছে পণ্য ক্রয় করে আটক রাখা যেন বাজারে তা কম পড়ে গিয়ে মূল্য বৃদ্ধি পায়।

¿ মওজুদদারীর বিধান:

এ ধরনের মওজুদদারী হারাম; কেননা এতে লোভ-লালসা চরিতার্থ এবং লোকজনের উপর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। তাই যে মওজুদদারীর কাজ করে সে ভুলকারী।

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ. أخرجه مسلم.

মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"মওজুদদারী পাপিষ্ঠ ছাড়া আর কেউ করে না।"[১]

৩. তাওয়াররুক: কোন পণ্য বিক্রেতার নিকট থেকে বাকিতে ক্রয় করে এরপর তার চেয়ে কমদামে অন্যের নিকট বিক্রি করাকে তাওয়াররুক বলে।

¿ তাওয়াররুকের বিধান:

যখন কোন ব্যক্তি নগদ টাকার মুখাপেক্ষী হয়ে কোন ঋণদাতা পাবে না। এমতাবস্থায় তার জন্য এটি বৈধ যে, সে বাকিতে কোন পণ্য কিনে যার নিকট থেকে ক্রয় করেছে সে ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রি করবে এবং উক্ত মূল্য দ্বারা তার প্রয়োজন মিটাবে।

৪. উরবুন বা বায়না নামার ব্যবসা:

এ হচ্ছে বিক্রেতাকে ক্রেতার পক্ষ থেকে কিছু অর্থ দিয়ে পণ্য বিনিময় করা এই শর্তে যে, পণ্য নিলে এই অর্থ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে তা না নিলে দায়েরকৃত বায়না ঐ বিক্রেতার জন্য থেকে যাবে। এমন লেনদেন অপেক্ষার মেয়াদ নির্ধারিত হয়ে থাকলে বৈধ হবে।

৫. মুজায়াদাহ তথা সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি করা:

মুজায়াদার চুক্তি বদলা ভিত্তিক। টেণ্ডার দ্বারা মানুষ বা কোম্পানিকে ডেকে পণ্য ডাকে উঠিয়ে বিক্রেতার সম্মতিক্রমে সর্বোচ্চ মূলে বিক্রি করার নাম। এ ব্যবসা প্রচলিত ব্যবসার শর্ত মোতাবেক জায়েজ। চাই পণ্যের মালিক কোন ব্যক্তি হোক বা সরকারি কোন পক্ষ হোক কিংবা কোন কোম্পানি হোক।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّه رَضِي الله عَنْه أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. متفق عليه.

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১৬০৫

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ মৃত্যুর পরে তার গোলাম আজাদ করে মারা যান। (মৃত ব্যক্তির পরিবারের গোলামটির) প্রয়োজন থাকায় নবী [ﷺ] তা নিয়ে বলেন: "একে আমার থেকে কে ক্রয় করবে?" তখন গোলামটি নু'য়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ এত এত দামে ক্রয় করে নেন। নবী [ﷺ] গোলমটিকে তার নিকট হস্তান্তর করেন।[১]

৬. **প্রতারণা:** হকিকত গোপন রাখা এবং মানুষের সাথে মিথ্যা বলে তাদের থেকে ক্রটি লুকিয়ে রাখা।

¿ প্রতারণার বিধান:

প্রতারণা যে কোন ব্যাপারে যে কারো সাথে এবং প্রতিটি লেনদেনে হারাম। তাই এটা প্রত্যেক লেনদেন, পেশা, ইন্ডাষ্ট্রি, চুক্তিপত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোন ব্যাপারে তা হারাম বলে বিবেচিত হবে। কেননা এতে মিথ্যা ও ধোঁকা রয়েছে যা বিদ্বেষ ও হানাহানির সৃষ্টি করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَــنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র ধারণ করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে আমাদের সাথে প্রতারণা করল সেও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[২]

৭. **একালা বা চুক্তি তুলে নেয়া:** এ হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার নিজ নিজ পাওনা ফেরতসহ চুক্তি তুলে নেয়ার নাম।

¿ একালার বিধান:

এটা নিজ নিজ পাওনা অপেক্ষা কম বা বেশিতেও করা চলে। উক্ত "একালা" ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে অনুতপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত

---

[১]. বুখারী হা: নং ২১৪১ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৯৯৭

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১০২

হওয়া সুন্নত। তবে যার নিকট তা চাওয়া হয় তার পক্ষে তা সুন্নত এবং যে তা চায় তার পক্ষে তা চাওয়া বৈধ। আর উভয় পক্ষের যে কেউ অনুতপ্ত হলে তা করা বিধিবদ্ধ। ঠিক পণ্যের প্রয়োজন না থাকলে বা মূল্য আদায়ে অপারগ ইত্যাদি হলে তা করতে পারবে।

৮. একালার বিধানঃ

বিক্রেতা ও ক্রেতার যে লজ্জিত হবে তার জন্য একালা করা সুন্নত। ইহা যে বাতিল করতে চায় তার জন্যে সুন্নত আর যে অব্যহতি পেতে চায় তার জন্যে জায়েজ। দু'পক্ষের কোন একজন লজ্জিত হলে বা পণ্যের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে কিংবা মূল্য পরিশোধ করে অক্ষম ইত্যাদি হলে ব্যবসার চুক্তি বাতিল করা বিধান সম্মত।

"একালা" হচ্ছে মুসলমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার মুখাপেক্ষী ভাইয়ের প্রতি সদাচারণ। যার প্রতি নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এই বলে উৎসাহ প্রদান করেছেন:

«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তিকে চুক্তি তুলে নেয়ার সুযোগ দান করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ভুল-ভ্রান্তি তুলে নিবেন।"[১]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৪৬০, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২১৯৯ শব্দ তারই

৪- সুদ

¿ সম্পদের লেনদেনের প্রকার:

ধন-সম্পদের তিনটি বিধান: ইনসাফ, অনুগ্রহ ও অন্যায়। ইনসাফ হচ্ছে ব্যবসা, অনুগ্রহ হচ্ছে দান আর অন্যায় হচ্ছে সুদ ইত্যাদি।

¿ হারাম লেনদেনের উসুল:

হারাম লেনদেনের মূল নীতিমালা তিনটি:

সুদ----, জুলুম--- ও ধোঁকা। অতএব, যে কোন লেনদেন এ তিনটির কোন একটি থাকবে সেটিকে শরিয়ত হারাম করে দিয়েছে। আর এর বাইরে হলে হালাল করে দিয়েছে; কারণ লেনদেনে আসল হচ্ছে হালাল ও বৈধ। আল্লাহর বাণী:

(هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٩) [البقرة/ ٢٩].

“তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যাকিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। অত:পর তিনি আকাশের প্রতি মনোসংযোগ করেছেন। বস্তুত: তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। তিনি সব বিষয়ে অবগত।” [সূরা বাকারা:২৯]

¿ **সুদ:** সুদ প্রযোজ্য হয় এমন দুই বস্তুর মধ্যকার বিনিময়ে বাড়তি কিছু গ্রহণ করাকে সুদ বলে। সুদখোর একটি জিনিসের উপর আরেকটিতে বেশি করে নেয় অথবা বেশির মোকাবেলাই দেরীতে কব্জা করে।

¿ সুদের বিধান:

১. সুদ কবীরা গুনাহ ও সাতটি ধ্বংসকারী জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রতিটি আসমানী ধর্মে হারাম; কেননা এতে রয়েছে বড় ধরণের ক্ষতি। সুদ মানুষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং গরিবদের ধন

নিয়ে সম্পদের পাহাড় তৈরীর কাজে ইন্ধন যোগায়। এতে মুখাপেক্ষী ব্যক্তির প্রতি জুলুম রয়েছে এবং ধনীকে ফকিরের উপরে প্রভাবশালী করা হয়। দান ও অনুগ্রহের দরজা বন্ধ করা এবং সর্বোপরি মানব মন থেকে দয়া-মায়ার অনুভূতি সমূলে তুলে ফেলার কুফল নিহিত আছে।

২. সুদ হচ্ছে মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করার নাম। এতে মানুষের প্রয়োজনীয় আয়, ব্যবসা ও শিল্প কাজ বিকল হয়ে পড়ে। তাই সুদি লেনদেনকারীর মাল কোনরূপ পরিশ্রম ছাড়াই বাড়তে থাকে। ফলে সে ব্যবসা ও এমন সব লাভজনক কাজ পরিহার করে বসে যা দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। আর যে যত বেশি সুদ গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত তার ধন-সম্পদ ততো বেশি কমে যায়।

ব্যক্তি, জাতি ও দেশসমূহের প্রতি সুদের ভয়াবহতার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সুদ দাতা ও গ্রহীতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর নবী [ﷺ] ইহা যে খায়, অন্যকে খাওয়ায়, লেখক ও দুই শাক্ষীর প্রতি অভিশাপ করেছেন।

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন:

, + *) (' & % $ # " ! [

> = ; : 9 8 7 5 4 3 2 1 0 / . -

M L K J HG F E DC B A @ ?

^] \ [Z X W V U T S R QPN

_ ` Z البقرة: ٢٧٥ – ٢٧٦

"যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থা কারণ এই যে, তারা বলেছে: ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সদু হারাম করেছেন।

অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেই তারাই দোজখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।" [সূরা বাকারা:২৭৫-২৭৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[u v w x y z { | } ~ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ

تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ © ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا ´

µ ¶ ¸ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ

لَّكُمْۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ Z البقرة: ٢٧٨ - ٢٨٠

"হে মুমিন সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর মুমিন হয়ে থাকলে অবশিষ্ট সুদ টুকুও ছেড়ে দাও; কিন্তু যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তওবা কর তবে তোমাদের জন্য মূল সম্পদ প্রাপ্য থাকবে। তোমরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" [সূরা বাকারা:২৭৮-২৮০]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ».أخرجه مسلم.

২. জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, তার লেখক ও উভয় সাক্ষীকে অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন তারা পাপে সবাই সমান।"[১]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৫৯৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟قَالَ:« الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ».متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফরমান:“তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে সতর্ক থাক। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রসূল সেগুলো কি? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন: “আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন (শিরক), যাদু, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা, সুদ ভক্ষণ, এতিমের মাল ভক্ষণ, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন এবং অবলা সতি-সাধ্বি নারীকে জেনার অপবাদ প্রদান করা।”[১]

¿ সুদের প্রকার:

সুদ তিন প্রকার:

১. বাকিজাত সুদ: এটি সেই বর্ধিত পরিমাণ যা বিক্রেতা ক্রেতার পক্ষ থেকে মেয়াদ পিছানোর বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকে। যেমন: নগদ এক হাজার টাকা এই ভিত্তিতে দেওয়া যে, এক বছর পর এক হাজার একশত টাকা ফেরত দিতে হবে।

এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অভাবী ব্যক্তির গৃহীত ঋণে পরিবর্তন সৃষ্টি করা। যেমন: কোন ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদে কারো পাওনা রয়েছে। মেয়াদ শেষ হলে প্রাপক তাকে বলল: তুমি কি পরিশোধ করতে চাও না কি সময় বাড়িয়ে নিতে চাও? উত্তরে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করে দেয় নচেৎ এই পক্ষ মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। আর ঐ পক্ষ মালের পরিমাণ বর্ধিত করে ফলে ঋণগ্রস্তের দায়িত্বে মালের পরিমাণ বাড়তে থাকে। আর এটিই ছিল জাহিলী যুগের মূল সুদ। আল্লাহ তা'য়ালা ইহাকে হারাম করেছেন এবং এর পরিবর্তে অভাবীর জন্য বিনিময় ছাড়াই সময় বাড়িয়ে

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৮৯

দেয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম সুদ; কারণ এর ভয়াবহতা মারাত্মক এবং এতে সর্বপ্রকার সুদ একত্রিত হয়ে থাকে যথা: বাকি, বেশি ও ঋণ ভিত্তিক সুদ।

এর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে আরো রয়েছে প্রত্যেক এমন দুই প্রকার বস্তুর মধ্যে বিনিময় করা যার কারণ বেশিজাত সুদ। সেই সাথে উভয়টা কিংবা একটা বুঝে পাওয়ার কাজ বিলম্বে হওয়া। যেমন: সোনার পরিবর্তে সোনা ও গমের পরিবর্তে গম ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে এ ধরণের কোন বস্তুকে অন্যটির সাথে বিলম্বে বিনিময় করা।

১. আল্লাহ তায়ালা ফরমান:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ Z آل عمران: ١٣٠ - ١٣٢

"হে মুমিন সম্প্রদায় তোমরা বহু গুণে বর্ধিত হারে সুদ ভক্ষণ কর না, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে সফল হতে পার। আর কাফেরদের জন্য প্রস্তুতকৃত আগুন থেকে ভয় কর। আর আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর, তবে দয়াপ্রাপ্ত হবে।"
[সূরা আলে ইমরান: **১৩০-১৩২**]

২. বেশিজাত সুদ: এটি হচ্ছে মুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে অথবা খাদ্যকে খাদ্যের বিনিময়ে পরিমাণে বেশি দিয়ে বিক্রি করা। ইহা হারাম। আর শরীয়তে নির্দিষ্ট ছয়টি বস্তুতে সরাসরি সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ«الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَالْفضَّةُ بالْفضَّة وَالْبُرُّ بالْبُرِّ وَالشَّعيرُ بالشَّعيرِ وَالتَّمْرُ بالتَّمْرِ وَالْملْحُ بالْملْحِ مثْلًا بمثْلٍ سَوَاءً بسَوَاءٍ يَدًا بيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذه الْأَصْنَافُ فَبيعُوا كَيْفَ شئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بيَدٍ». أخرجه مسلم.

উবাদা ইবনে সামেন [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ প্রকার ও পরিমাণে এক হতে হবে এবং হাতে হাতে উপস্থিত বিনিময়ে হতে হবে। (তাহলে বৈধ হবে নচেৎ নয়) কিন্তু যদি প্রকার ভিন্ন হয় তাহলে তোমাদের ইচ্ছাধীন (কম বেশি) বিনিময় করতে পারবে তবে এই শর্তে যে, তা হাতে হাতে হতে হবে। (বাকিতে চলবে না) "[১]

উপরোক্ত ছয় প্রকারের উপর প্রত্যেক ঐ বস্তুর অনুমান হবে যা সেগুলোর সাথে কারণে এক (অভিন্ন)। স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্ষেত্রেঃ মূল্য আর অবশিষ্ট চারটি উপাদানে মাপ ও খাদ্যজাত অথবা ওজন ও খাদ্যজাত হওয়া ধর্তব্য। মাপ হিসাবে মদীনার মাপ এবং ওজন হিসাবে মক্কাবাসীর ওজনই প্রযোজ্য হবে। আর যা এদুয়ের মধ্যে কোনটার অন্তর্ভুক্ত নয় তার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম বর্তাবে। আর যে বস্তুতে বেশিজাত সুদ হারাম হবে সে বস্তুতে বাকিজাত সুদও হারাম বলে বিবেচিত হবে।

৩. ঋণজাত সুদঃ

এর পরিচয় এই যে, কোন ব্যক্তিকে কিছু ঋণ দিয়ে এই শর্তারোপ করা যে, সে যেন এ অপেক্ষা আরো উত্তম বিনিময় দেয় অথবা যে কোন উপকারিতার শর্তারোপ করা যেমনঃ তার ঘরে এক মাস থাকতে দেয়া। এটা হারাম তবে শর্ত না করা অবস্থায় যদি ঋণ গ্রহীতা নিজেই কোন মুনাফা বা বেশি কিছু দিয়ে দেয়, তবে তা বৈধ হবে এবং তার জন্য সে সওয়াব পাবে।

C BA @ ? > = < ; : 9 [

S R Q P O N M K J I G F E D

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৫৮৭

` _ ^] \ [Z Y X W V U T

Z a النساء: ٢٩ - ٣٠

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে উহা সীমালজ্ঘন ও জুলুম করে করবে তাকে আমি আগুনে প্রবেশ করাবো। আর ইহা আল্লাহর প্রতি খুবই সহজ।” [সূরা নিসা:২৯]

¿ বেশিজাত সুদের বিধি-বিধানঃ

১. সুদের ভিত্তিতে একই প্রকৃতির বস্তুর বিনিময়ে বেশি কিংবা বাকি দ্বারা লেনদেন করা হারাম। যেমনঃ স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ কিংবা গমের বদলে গম বিনিময় ইত্যাদি। তাই উক্ত ব্যবসা বৈধ হওয়ার শর্ত হচ্ছে এই যে, পরিমাণে সমান ও তাৎক্ষণিক বিনিময় হতে হবে যেহেতু প্রকৃতি ও কারণে উভয় বিনিময়ের বস্তু এক (অভিন্ন)।

২. যখন এমন দুই বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যা বেশিজাত সুদের কারণ হিসাবে এক তবে প্রকৃতি হিসাবে ভিন্ন, তবে বাকিজাত বিনিময় হারাম ও বেশিজাত বিনিময় বৈধ হবে যেমনঃ রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা অথবা যবের বিনিময়ে গম বিক্রি করা ইত্যাদি। এগুলোতে তাৎক্ষণিক হাতে হাতে বিনিময় হলে বেশি দ্বারা তা করা চলবে যেহেতু এগুলো কারণে অভিন্ন হলেও প্রকৃতিতে ভিন্ন।

৩. যখন সুদ জাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যার কারণ এক নয়, তখন বেশি ও বিলম্বজাত মুনাফা বৈধ হবে। যেমনঃ রৌপ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করা অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করা ইত্যাদি। এগুলোতে বেশি ও বাকিজাত বিমিনয় বৈধ; কেননা উভয় দ্রব্যের প্রকৃতি ও কারণ ভিন্ন।

৪. যখন এমন দুটি বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যা সুদ জাতীয় নয়, তবে বেশি ও বিলম্ব উভয় প্রকারের বিনিময় বৈধ হবে। যেমন: দুটি উটের বিনিময়ে একটি উট বিক্রি করা অথবা দুটি কাপড়ের বিনিময়ে একটি উট বিক্রি করা অথবা দুটি কাপড়ের বিনিময়ে একটি কাপড় বিক্রি করা ইত্যাদি। এগুলোতে বেশি ও বিলম্বজাত বিনিময় বৈধ।

৫. একই প্রকারের দ্রব্যে দুই ধরনের বস্তুতে বিনিময় বৈধ নয়। তবে গুণে এক হলে চলবে যেমন: তাজা খেজুরকে পাকা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি বৈধ নয়। কেননা তাজা খেজুর শুকিয়ে কম হয়ে যায়। ফলে বেশিজাত সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

~ } | |z y w v u t s r q p[

ٱلۡعِقَابِ ۝٧ Z الحشر: ٧

“আর রসূল যা তোমাদেরকে দেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে বারণ করেন তা হতে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।” [সূরা হাশর:৭]

¿ স্বর্ণের অলংকার বিক্রি করার বিধান:

সোনা বা রূপার অলংকার গিনি সোনা-রূপার সাথে বেশিতে বিনিময় বৈধ নয় যদিও অলংকারে বানানোর খরচ বেশি হয়েছে। অনুরূপ পুরাতন অলংকার নতুন অলংকারের সাথে বেশিতে বিনিময় করা চলবে না। এক প্রকার অলংকার বিক্রি করে টাকা দ্বারা অন্য অলংকার ক্রয় করবে।

¿ ব্যাংক যেসব ফায়দা গ্রহণ করে তার বিধান:

বর্তমান বিশ্বের ব্যাংকগুলো ঋণের বিনিময়ে যে মুনাফা গ্রহণ করে থাকে তা সুদ। অনুরূপ ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা রাখার বিনিময়ে যে লাভ ব্যাংক দিয়ে থাকে তাও সুদ। কারো পক্ষে এ থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ নয়; বরং উচিত হচ্ছে এ থেকে নিস্কৃতি লাভ করা; কারণ ইহা লোকসান বয়ে আনে উপকার না। ব্যাংকগুলো সুদকে ফায়দা বলে

মানুষকে ধোকা দিয়ে থাকে এবং হারাম ভক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত করে থাকে।

[T U V W X Z [\ ] ^ _ ` Z البقرة: ٢٧٦

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।"
[সূরা বাকারা:২৭৫-২৭৬]

¿ সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখার বিধানঃ

১. মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে যে, তারা প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা রাখবে ও ড্রাফট ইত্যাদির কাজ সমাধা করবে। তবে যদি তা না থাকে তবে অন্য ব্যাংকে মুনাফা ছাড়া টাকা জমা রাখবে এবং শরীয়ত লঙ্ঘন না হয় এমন পদ্ধতিতে টাকা ড্রাফট ইত্যাদি করবে।

২. মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এমন সব ব্যাংক বা সংস্থায় চাকুরী করা হারাম যাতে সুদী লেনদেন রয়েছে। এগুলোতে চাকুরীরত ব্যক্তির উপার্জন হারাম, যার উপর শাস্তি বর্তাবে।

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা" [সূরা মায়েদা:২]

¿ সুদ গ্রহণের বিধানঃ

যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখে। অত:পর ব্যাংক তাকে সুদ দিলে তা তার জন্যে গ্রহণ করা জায়েজ নেই এবং তা খরচ করাও জায়েজ নেই; কারণ ইহা হারাম পন্থায় উপার্জন। আর আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।

আর এ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পথ হলো: তা ছেড়ে দেওয়া ও গ্রহণ না করা। যদিও তারা তা কোন হারাম কাজে ব্যয় করে অথবা মুসলামানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খরচ করে; কারণ তুমি তাদেরকে সে নির্দেশ কর নাই এবং তাদের তা প্রদানও কর নাই। কারণ তুমি তার মালিক হও না।

সুদ খাওয়া কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'য়ালা যে তা গ্রহণ করে তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই সুদ দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি হারাম। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। আর তার পরিণতী সর্বদা ধ্বংস এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ যেমনটি হাছিল হয়েছে ও হাছিল হবে।

আল্লাহর বাণী:

) u v w x y z { | } ~ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ © ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا ´ µ ¶ ¸ ([البقرة/٢٧٨-٢٧٩].

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অত:পর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।"
[সূরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯]

¿ সুদযুক্ত সম্পদ থেকে বঁচার উপায়:

সুদ হচ্ছে জঘন্য পাপসমূহের একটি। আল্লাহ তা'য়ালা যখন সুদগ্রহণকারীকে অনুগ্রহ করেন ফলে সে তওবা করে। কিন্তু তার নিকট তার সুদযুক্ত সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায় যা থেকে সে মুক্ত হতে চায়। এ পরিস্থিতিতে দুটি অবস্থা দেখা দিবে।

১. যদি সুদযুক্ত সম্পদগুলো অন্যদের হাতে থাকে যা সে নিজ দখলে নেয়নি, তাহলে এমতাবস্থায় মূল সম্পদ গ্রহণ করে সুদি অংশকে প্রত্যাখ্যান করবে।
২. যদি সুদযুক্ত সম্পদ তার নিকট থাকে তাহলে এমতাবস্থায় সে তা প্রাপকদেরকে ফেরত দিবে না এবং নিজেও ভক্ষণ করবে না; কেননা এ হচ্ছে নোংরা উপার্জন। তবে ইহা কোন গরিবকে খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়া অন্য কোন খাতে খরচের জন্য দিয়ে দিবে। অথবা কোন কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয় করে ফেলবে।

¿ পশু বিক্রি করার বিধার:

প্রাণী জীবিত থাকা অবধি (তার মধ্যে) সুদ হয় না। এমনিভাবে প্রত্যেক গণনাকৃত বস্তুর অবস্থাও তাই। ফলে দুই ও তিনটি উটের বদলে একটি উট বিক্রি করা বৈধ। কিন্তু ওজনকৃত বস্তুর মধ্যে সুদ হবে; তাই এক কেজি ছাগলের মাংসকে দুই কেজি গাছলের মাংসের বিনিময়ে বিক্রি করা চলবে না। কিন্তু এক কেজি ছাগলের মাংস দুই কেজি গরুর মাংসের বিনিময়ে বিক্রি করা চলবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে (আর বৈধ এজন্য হবে যে,) এতে প্রকার ভিন্ন।

¿ সোনা ও রূপার ব্যবসার বিধান:

সংরক্ষণ কিংবা লাভের উদ্দেশ্যে সোনা ও রূপার ক্রয় করা বৈধ। যেমন: সস্তা দামের সময় ক্রয় করে চড়া দামের সময় তা বিক্রি করা; কারণ সোনা ও রূপা এমন সম্পদ যা শর্ত মোতাবেক অন্যান্য জিনিসের মত কেনাবেচা জায়েজ।

¿ মুদ্রা বদল ও বিক্রি করার বিধান:

মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এক মুদ্রার বিনিময়ে অপর মুদ্রা বিক্রি করা, চাই প্রকার এক হোক অথবা ভিন্ন হোক। এমনিভাবে মুদ্রা স্বর্ণের হোক কিংবা রৌপ্যের হোক অথবা বর্তমানে প্রচলিত কাগজের নোট হোক। ইহা মূল্যের দিক থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিধান রাখে।

১. যখন কোন মুদ্রাকে তার স্বজাত মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে। যেমন: স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ অথবা কাগজের নোট মুদ্রার বিনিময়ে তার স্বজাত মুদ্রা। যেমন: রিয়ালের বদলে কাগজ কিংবা কয়েনের রিয়াল, তবে তাতে পরিমাণ সমান হওয়া ও চুক্তি বৈঠকে আদান-প্রদান হতে হবে।

২. যখন কোন মুদ্রাকে অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে যেমন: রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ অথবা আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে টাকা তবে পরিমাণে বেশি করা চলবে; কিন্তু চুক্তি বৈঠকে আদান-প্রদান করতে হবে।

৩. উভয় লেনদেনকারী পূর্ণ কিংবা আংশিক আদান-প্রদানের পূর্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে যে পরিমাণ গ্রহণ করা হয়েছে সে পরিমাণে লেনদেন বিশুদ্ধ হবে এবং অবশিষ্ট অংশের লেনদেন বাতিল বিবেচিত হবে। যেমন: কাউকে দশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা উপস্থিত গ্রহণ করল। এমতাবস্থায় অর্ধেক স্বর্ণমুদ্রায় লেনদেন সঠিক হবে এবং বাকি অর্ধেক বিক্রেতার নিকট আমানত হিসাবে জমা থাকবে।

৫- ঋণ

¿ চুক্তির প্রকার:

লেনদেনের চুক্তি তিন প্রকার:

প্রথম: বিনিময়ের দ্বারা চুক্তি যেমন: ব্যবসা ও ভাড়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয়: দানের চুক্তি যেমন: হেবা, অসিয়ত, ওয়াক্‌ফ, ঋণ, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব এহসান ও দানের চুক্তি।

তৃতীয়: সত্যায়নের চুক্তি যেমন: বন্ধক, জামানত, দায়িত্ব, সাক্ষী ইত্যাদি। এসব সাব্যস্ত ও সত্যায়ন করার চুক্তি।

¿ **ঋণ হচ্ছে:** আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় কাউকে কিছু সম্পদ প্রদান করা। চাই উপকৃত হয়ে ঋণগ্রহিতা তার বদলা দেক অথবা না দেক।

¿ ঋণ প্রবর্তনের তাৎপর্য:

ঋণ হচ্ছে একটি উৎসাহযুক্ত এবাদত যেহেতু এতে মুখাপেক্ষীদের প্রতি অনুগ্রহ রয়েছে। আরো রয়েছে তাদের প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা। আবার প্রয়োজন যত বেশি হবে এবং সেই সাথে আমল বেশি একনিষ্ঠ হবে তাতে সওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। বস্তুত: কাউকে ঋণ দান সালফে সালেহীনদের নিকট সাদকার অর্ধেক বিবেচিত হত।

¿ ঋণের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

M ´ µ ¶ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ L البقرة: ٢٤٥

"কে আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করযে হাসানা দিবে। ফলে তিনি তাকে বহুগুণে তা বৃদ্ধি করে দিবেন। আর আল্লাহই সংকট ও সচ্ছলতা সৃষ্টিকারী এবং তাঁর দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [বাকরা: ২৪৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো এরশাদ করেন:

] إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَـٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ µ ¶ ¸ ﴿١٧﴾ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ Z التغابن: ١٧ – ١٨

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমারকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"
[সূরা তাগাবুন:১৭-১৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَـــنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْه فِي الدُّنْيَا وَالْآخرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخيهِ».

أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়া সংক্রান্ত কোন সমস্যা দূর করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার কিয়ামতের সমস্যা দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তকে সহযোগিতা প্রদর্শন করল আল্লাহ তা'য়ালা ইহ ও পরকালে তার সাথে সহজ আচরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা ইহ ও পরকালে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।"[১]

¿ ঋণের বিধান:

১. ঋণ দেয়া মুস্তাহাব ও তা গ্রহণ করা বৈধ। আর যে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ তার ঋণও বৈধ যদি তা জানা-শুনা বস্তু হয়। ঋণ দাতার পক্ষ থেকে কোন দান করা বৈধ। আর ঋণ গ্রহীতার উপর ঋণের বদলা ফেরত দেয়া

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯৯

উচিত সমমানের বস্তুতে সমমানের বস্তু দ্বারা। আর এ ছাড়া অন্যান্য বস্তুতে মূল্য দ্বারা।

২. যে ঋণই লাভ বয়ে নিয়ে আসে তা হারাম ও সুদের অন্তর্ভুক্ত যেমন: কাউকে কিছু ঋণ দিয়ে এই শর্তারোপ করা যে, তার ঘরে বসবাস করবে। অথবা লাভের উপর কাউকে অর্থ দেয়া যেমন: এক বছর পরে এক হাজার দুই শত টাকার বিনিময়ে বর্তমানে তাকে এক হাজার ঋণ দেয়া।

¿ ঋণে এহসান করার বিধান:

ঋণে শর্ত ছাড়া এহসান প্রদর্শন করা মুস্তাহাব যেমন: কাউকে ছোট উট ঋণ দেয়ার বিনিময়ে সে বড় উট ফেরত দিল। কেননা এটি হচ্ছে উত্তম পরিশোধ ও উত্তম চরিত্র। যে ব্যক্তি কোন মুলসমানকে দু'বার ঋণ দেবে সে যেন তাকে একবার দান-খয়রাত করল।

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ:« أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». أخرجه مسلم.

আবু রাফে' (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ছোট উট ধার নেন। অত:পর তাঁর নিকট সাদকার উট আসলে তিনি আবু রাফে'কে উক্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দেন। আবু রাফে' ফিরে এসে বলে, আমি উট পালে উত্তম-বড় উট ছাড়া অন্য কিছু দেখছিনা। তিনি বললেন:"এটিই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে পরিশোধে সর্বাপেক্ষা উত্তম।"[১]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৬০০

¿ অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া ও মাফ করার ফজিলত:

অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া উত্তম চরিত্রের পরিচয়। এর চাইতে ভাল কাজ হচ্ছে তাকে মাফ করে দেয়া।

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

M وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ L البقرة: ٢٨٠

"আর যদি সংকটাপন্ন হয় তবে সাবলম্বিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর যদি তোমরা দান কর তবে তা হবে তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি তোমরা অবগত হতে।" [সূরা বাকারা: ২৮০]

عَنْ أَبِي الْيَسَرِ رضي الله عنه قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ:« مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ». أخرجه مسلم.

২. আবূল ইয়াসার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্নকে সময় দেবে কিংবা মাফ করে দেবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে (কিয়ামতের দিন) আপন ছায়াতে আশ্রয় দিবেন।"[১]

¿ ঋণগ্রহীতার অবস্থা:

ঋণগ্রহীতার চার অবস্থা:

১. যার নিকট কিছুই নেই। তাকে সময় দেয়া ও তার পিছে না লেগে থাকা উচিত।
২. যার ঋণ অপেক্ষা সম্পদ বেশি। তার নিকট দাবী করা যাবে এবং পরিশোধে বাধ্য করা উচিত হবে।
৩. যার নিকট ঋণের পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। একেও পরিশোধে বাধ্য করা যাবে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩০০৬

৪. তার নিকট ঋণ অপেক্ষা সম্পদ কম থাকবে এ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত। ঋণ দাতাদের সবার কিংবা কিছু সংখ্যকের দাবী অনুযায়ী তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সবার ঋণের পরিমাণ হিসাবে তাদের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে।

¿ ঋণ নিয়ে পরিশোধ করার ইচ্ছা না থাকলে তার শাস্তিঃ

ঋণগ্রহিতার প্রতি ওয়াজিব হলোঃ ঋণ পরিশোধ করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকা। এ ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধ্বংস করে দেন। নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেনঃ

«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». أخرجه البخاري.

"যে ব্যক্তি পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মানুষের সম্পদ ঋণ নেয় আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে তা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৩৮৭

৬- বন্ধক

¿ চুক্তির প্রকার:

জায়েজ ও জরুরির দিক থেকে চুক্তি মোট তিন প্রকার:

১. উভয় পক্ষের মধ্যকার অবধারিত চুক্তি যেমন: ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া ইত্যাদি।

২ উভয় পক্ষের মধ্যকার জায়েজ চুক্তি। ইহা প্রত্যেকেই প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে যেমন: দায়িত্বভার গ্রহণ ইত্যাদির চুক্তি।

৩. এক পক্ষের উপর জায়েজ ও অপর পক্ষের উপর অবধারিত চুক্তি। যেমন: বন্ধক যা গ্রহীতার পক্ষে জায়েজ ও দাতার পক্ষে অবধারিত। এ ছাড়া এমন সব ব্যাপার যেগুলোতে একজনের উপর আরেক জনের অধিকার বর্তায়।

¿ **বন্ধক হচ্ছে:** এমন কোন বস্তুর বিনিময়ে ঋণের চুক্তি করা যা দ্বারা কিংবা তার মূল্য দ্বারা ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়।

¿ বন্ধক প্রবর্তনের তাৎপর্য:

বন্ধক মূলত: সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে যেন ঋণ দাতার অধিকার বিনষ্ট না হয়। মেয়াদপূর্ণ হলে বন্ধক দাতার পক্ষে (ঋণ) পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার অনুমতিক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধককৃত বস্তু বিক্রি করে ঋণ আদায় করবে। আর এমন না হলে বিচারপতি তা পরিশোধ কিংবা বন্ধককৃত বস্তু বিক্রি করতে তাকে বাধ্য করবে। যদি তাতে সে সম্মত না হয়, তবে বিচারপতি নিজে তা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

M " # $ % & ' ( ) * F L البقرة: ٢٨٣

"আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হাতে বুঝে পাওয়া বন্ধক গ্রহণ করবে।" [সূরা বাকারা: ২৮৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নির্দিষ্ট মেয়াদে এক ইহুদির নিকট থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন এবং তিনি তার নিকট এক লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন।"[১]

¿ বন্ধক সঠিক হওয়ার জন্যে শর্তসমূহ:

বন্ধক সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলো: বন্ধকদাতার কর্তৃত্ব করার বৈধতা থাকা, দু'পক্ষের মাঝে ইজাব ও কবুল হওয়া, বন্ধক ও তার প্রকার জানা, বন্ধককৃত বস্তুর উপস্থিতি থাকা যদিও এজমালি বস্তু হয় না কেন, বন্ধককৃত বস্তুর মালিক হওয়া, বন্ধক হিসেবে রক্ষিত বস্তু ঋণগ্রহীতাকে কব্জ করা। এসব শর্তাবলি যখন পূরণ হবে তখন বন্ধক সঠিক ও জরুরি হবে।

¿ বন্ধকের উপর খরচ করবে কে:

বন্ধককৃত বস্তুর ব্যয়ভার বন্ধকদাতার উপর বর্তাবে আর যা খরচের প্রয়োজন তা সে করবে। বন্ধক যদি কোন আরহী হয় তাহলে বন্ধক গ্রহীতা তার উপর আরোহণ করবে এবং দুধ দোহনের পশু হলে দুধ দোহন করবে। আর যে পরিমাণ লাভ ভোগ করবে সে পরিমাণ ব্যয়ভার সে বহন করবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০৬৮ মুসলিম হাঃ নং ১৬০৩

বন্ধক হচ্ছে তার গ্রহীতার নিকট অথবা আমানত হিসাবে অন্য কারো নিকট রাখা আমানত, সে অবহেলা কিংবা অপব্যবহার (দ্বারা নষ্ট না করে থাকলে) তার জামিনদার হবে না।

¿ উপস্থিত ঋণ পরিশোধে কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিধান:

সময় সাপেক্ষ ঋণে তাৎক্ষণিক পরিশোধের ভিত্তিতে কম করা বৈধ। চাই তা ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে হোক বা ঋণদাতার পক্ষ থেকে হোক। আর যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে ঋণ বা খোরাকি পরিশোধ করবে সে চাইলে তা ফেরত নিতে পারবে।

¿ বন্ধক বিক্রি করার বিধান:

বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকৃত বস্তু বিক্রি করতে পারবে না। তবে যদি বিক্রি করে ফেলে আর বন্ধক গ্রহীতা তাকে সমর্থন করে তবে বিক্রি বিশুদ্ধ হবে। এ ছাড়া তা অশুদ্ধ চুক্তিতে পরিণত হবে।

৯. বন্ধকের চুক্তি শেষ হওয়া:

বন্ধকের চুক্তি শেষ হবে ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে, বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তু তার মালিকের নিকট সপর্দ করলে, বিচারকের নির্দেশক্রমে ঋণদাতার পক্ষ থেকে বিক্রির জন্য বাধ্য করলে, ঋণদাতার পক্ষ থেকে বন্ধক বাতিল করলে, যে কোনভাবে ঋণ হতে মুক্ত হলে, বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তু ধ্বংস হলে, দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তুতে বিক্রি বা হেবার মাধ্যমে হেরফের করলে। অতএব, যখন এসবের কোন একটি সংঘটিত হবে তখন বন্ধক শিথিল হয়ে পড়বে এবং শেষ হয়ে যাবে।

৭- জামিনদারী ও দায়িত্বভার গ্রহণ

¿ **জামিনদারী হচ্ছেঃ** অন্যের উপর জামানত ও তৎসংক্রান্ত অপরিহার্য বস্তু বহাল থাকা পর্যন্ত তার দায়িত্বভার গ্রহণ করার নাম।

¿ **জামিনদারীর বিধানঃ**

ইহা জায়েজ চুক্তি যা কল্যাণের কাজ। আর সুবিধা তার চাহিদা রাখে বরং কখনও তা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। এটি পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। এতে মুসলমান ব্যক্তির চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা রয়েছে যেমন রয়েছে তার সমস্যা দূরীকরণের উপায়।

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা এবং পাপ ও সীমালজ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করা না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা" [সূরা মায়েদা:২]

¿ **জামিনদারী সঠিক হওয়ার শর্তঃ**

জামিনদার ব্যক্তিকে লেনদেনের উপযুক্ত হওয়া এবং সন্তুষ্ট চিত্তে, অবাধ্যকৃত ও পূর্ণ করবে সক্ষম ব্যক্তি হওয়া।

¿ **কি দ্বারা জামিনদারী সঠিক হবেঃ**

১. প্রত্যেক ঐ শব্দ দ্বারা জামিনদারী বিশুদ্ধ হবে যা দ্বারা তা বুঝা যায়। যেমনঃ আমি তার জামিন হলাম অথবা আমি তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম ইত্যাদি।

২. জামিনদারী কোন নির্দিষ্ট বস্তুর উপর হতে পারে যেমনঃ এক হাজার টাকা অথবা কোন অনির্দিষ্ট বস্তুর উপর হতে পারে যেমন বলাঃ আমি অমুকের নিকট তোমার প্রাপ্য সম্পদের জামিনদার। অথবা বলাঃ সে মৃত

কিংবা জীবিত অবস্থায় তার উপর বর্তানো সবকিছুর জন্য আমি জামিনদার।

¿ ব্যাংকের ইস্যুকৃত জামানত লেটার:

জামানাত যদি পূর্ণভাবে হয় অথবা পূর্বেই জামানতের পূর্ণ এ্যামাউন্ট ব্যক্তির ফান্ডে জমা হয়ে থাকে, তবে সেবার বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করা বৈধ। কিন্তু যদি তা পূর্ণভাবে না হয়, তাহলে ব্যাংকের পক্ষে তা ইস্যু করা ও তার উপর মজুরি গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ তার মাঝে ধোকা ও মিথ্যা রয়েছে।

C BA @ ? > = < ; : 9 [

D E F G I J K MNO P Q Z النساء: ٢٩ - ٣٠

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।" [সূরা নিসা:২৯]

¿ জামিনদারীর কারণে যা বর্তাবে:

কোন জামিনদার ঋণের জামিনদারী গ্রহণ করলেই ঋণ গ্রহীতা দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায় না; বরং ঋণ উভয়ের উপর থেকে যায়। ফলে ঋণদাতা যে কোন একজনের নিকট তা চাইতে পারে।

¿ জামিনদারীর চুক্তি শেষ হওয়া:

ঋণদাতা স্বীয় ঋণ বুঝে পেলে অথবা ঋণদাতা দায়মুক্ত করে দিলে জামিনদার দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যার পক্ষ থেকে জামানত গ্রহণ করা হয়েছে সে দায়মুক্ত হবে যখন তার ঋণদাতাকে তার হক আদায় করে দেবে। অথবা তাকে ঋণদাতা দায়মুক্ত করে দেবে।

দায়ভার গ্রহণ

¿ **কাফালত তথা দায়িত্বভার গ্রহণ হচ্ছেঃ** কোন বুঝমান সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অধিকার গ্রহীতাকে তার প্রাপকের নিকট উপস্থিত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করার নাম।

¿ **কাফালত প্রবর্তনের তাৎপর্যঃ** এর দ্বারা অধিকার সংরক্ষণ ও তা অর্জন করা সম্ভব হয়।

¿ **কাফালতের বিধানঃ**

ইহা বৈধ যা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। ইহা দায়িত্বগ্রহণকারীর জন্য মুস্তাহাব (উত্তম); কারণ এর দ্বারা মাকফূল তথা যার দায়িত্ব নিয়েছে তার প্রতি এহসান।

c a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T S)

(l k j i h g f e d [يوسف/٦٦].

“(ইয়াকুব عليه السلام) বললেন, তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্ত অসহায় না হয়ে যাও। অত:পর যখন সবাই তাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেনঃ আমাদের মধ্যে যা কথাবর্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহই মধ্যস্থ রইলেন।” [সূরা ইউসুফঃ ৬৬]

¿ **কাফালত গ্রহণকারী কখন দায়িত্বমুক্ত হবেঃ**

কাফালত গ্রহণকারী নিম্নোক্ত কারণ সাপেক্ষে দায়িত্বমুক্ত হবেনঃ

১. কাফালতকৃত ব্যক্তি মারা গেলে।

২. কাফালতকৃত ব্যক্তি নিজেকে অধিকার প্রাপকের হাতে সপর্দ করলে।

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনভাবে কাফালতের বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে।

৪. কাফালত গ্রহণকারীকে ঋণদাতা মুক্ত করে দিলে।

৫. যদি হকদার কাফীলকে কাফালত থেকে মুক্ত করে দেয়।

৬. যার কাফালত নিয়েছে তাকে ঋণদাতা মুক্ত করে দিলে।
৭. ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করলে।

¿ জামানতদারী ও দায়িত্বগ্রহণের মাঝে পার্থক্য:

জামানতদারী হলো: শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের প্রতি ওয়াজিব এমন হক আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করার নাম। আর **কাফালাত হলো:** কোন স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যার প্রতি অন্যের হক রয়েছে তাকে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

অতএব, কাফালত হলো: ঋণগ্রহীতাকে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ এবং জামানতদারী হলো: ঋণ হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ। তাই কাফালত জামানতদারীর চাইতে ছোট দায়িত্ব; কারণ তা শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ঋণের সাথে নয়। সুতরাং কাফীল যখন যার দায়িত্ব নিয়েছিল তাকে হাজির করবে তখন তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। চাই সে ব্যক্তি পূরণ করুক বা না করুক।

যখন ঋণ গ্রহীতাকে উপস্থিত করার দায়িত্ব নিয়ে যদি তাকে উপস্থিত না করতে পারে, তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে।

¿ ঋণী ব্যক্তির সফর করার বিধান:

কোন ব্যক্তির উপর অন্যের কোন অধিকার থাকা অবস্থায় সে সফর করতে চাইলে প্রাপক তাকে বারণ করতে পারবে যদি সফরের পূর্বে পরিশোধ যোগ্য হয়। আর যদি সাবলম্বি কোন জামিনদার ঠিক করে কিংবা এমন বন্ধকী রেখে যায় যা পরিশোধের সময় হলে ঋণ পরিশোধের কাজ করবে, তাহলে সে ক্ষতির পথ বন্ধ হওয়ার ভিত্তিতে সফর করতে পারবে।

৮- ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ

¿ **হাওয়ালা হচ্ছে:** ঋণ গ্রহীতার পরিবর্তে অন্যের উপর দায়িত্ব অর্পণের নাম।

¿ **হাওয়ালার বিধান:** ইহা বৈধ; কারণ এতে রয়েছে উপকার, সম্পদের চুরি হওয়া থেকে হেফাজত এবং বিপদ থেকে জীবনের নিরাপত্তা।

¿ **হাওয়ালার প্রবর্তনের তাৎপর্য:**

আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়ালাকে প্রবর্তন করেছেন যাতে সম্পদের হেফাজত ও মানুষের প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা হয়। কেননা সে কখনও তার যিম্মায় থাকা ঋণ থেকে দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। আবার কখনও সে নিজে প্রয়োজনবোধ করতে পারে। আবার কখনও স্বীয় সম্পদ এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করার সম্মুখীন হতে পারে অথবা এ কাজ তার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। একে স্থানান্তরিত বা বহন করা কঠিন হওয়ার কারণে কিংবা আয়তনের দূরত্ব অথবা পথের নিরাপত্তার অভাবে হতে পারে। এসব সুবিধান প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়ালার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন।

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করা না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা" [সূরা মায়েদা:২]

¿ **হাওয়ালার শর্তসমূহ:**

হাওয়ালা সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো:

১. যে দায়িত্ব নেবে আর যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নেওয়া হবে উভয়ের হস্তক্ষেপ করা বৈধ এমন ব্যক্তি হতে হবে।

২. যে দায়িত্ব নেবে সে যেন যার দায়িত্ব নেবে তার ঋণ পরিশোধকারী হয়।
৩. দায়িত্বগ্রহণকারী এমন ঋণের দায়িত্ব নেবে যা পরিশোধের সময় হয়ে গেছে।
৪. যার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেবে সে ঋণের পরিমাণ, শ্রেণী ও গুণাগুন যেন সমান হয়।
৫. যে দায়িত্ব নেবে এবং যার পক্ষ থেকে নেবে প্রচলিত নিয়মে তাদের মাঝে ইজাব কবুল হতে হবে।

¿ হাওয়ালা কবুল করার বিধানঃ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কোন সাবলম্বি ব্যক্তির হাওয়ালা করবে তখন তাকে তার স্বরণাপন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু তার নিকট অজানা কোন দরিদ্র ব্যক্তির হাওয়ালা করলে সে হাওয়ালাকারীর প্রতি তার অধিকার ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু যদি জেনে শুনে একাজ করে ও তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, তবে প্রত্যাবর্তন করাতে পারবেনা। আর ধনী ব্যক্তির পক্ষে টালবাহানা করা হারাম, কেননা ইহা জুলুমের নামান্তর।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “ধনী ব্যক্তির টালবাহানা জুলুম সমতুল্য। তোমাদের কাউকে কোন সাবলম্বির হাওয়ালা করা হলে সে যেন তার স্মরণাপন্ন হয়।”[১]

¿ হাওয়ালার কারণে যা বর্তাবেঃ

হাওয়ালা করা হয়ে গেলে পাওনা হাওয়ালাকারীর দায়িত্ব থেকে হাওয়ালাকৃত ব্যক্তির দায়িত্বে এসে যায় এবং হাওয়ালাকারীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২২৮৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৬৪

¿ অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করার ফজিলত:

হাওয়ালা সুসম্পন্ন হওয়ার পর হাওয়ালাকৃত ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে সুযোগ দেয়া মুস্তাহাব কিংবা ক্ষমা করা যা আরো উত্তম কাজ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:“এক ব্যবসায়ী মানুষকে ঋণ দিত, যখন কোন অভাবগ্রস্ত দেখত তখন তার যুবকদের বলত: তাকে ক্ষমা করে দাও হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।”[১]

১০.ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা প্রেরণের বিধান:

এক দেশে বা স্থানে ব্যাংকের নিকট মুদ্রা দিয়ে অন্য দেশে বা স্থানে গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক থেকে চেক বা ড্রাফ্‌ট কিংবা স্পিড ক্যাশ নেওয়াকে ব্যাংক মানি এক্সচেঞ্জ বলে। এ ধরণের কাজ জায়েজ; কারণ এর দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মিটানো সহজ হয় এবং সম্পদ চুরি ও ধ্বংস থেকে হেফাজতে থাক। চাই প্রেরিত মুদ্রা ও গ্রহণ মুদ্রা একই প্রকার হোক বা ভিন্ন প্রকার হোক। আর এ অবস্থায় চেক বা ড্রাফ্‌ট অর্থ কব্জা করার স্থলাভিসিক্ত বলে বিবেচিত হবে। আর এ কাজের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা ব্যাংকের জন্য জায়েজ।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০৭৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৬২

৯- মীমাংসা-সন্ধি

¿ **মীমাংসা হচ্ছেঃ** এমন চুক্তির নাম যার মাধ্যমে উভয় বিবাদকারীর ঝগড়া মিটে যায়।

¿ **মীমাংসা-সন্ধি প্রবর্তনের তাৎপর্যঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা এ ধরণের সন্ধিকে এ জন্যে প্রবর্তন করেছেন যে, উভয় বিবাদকারীর মধ্যে মীমাংসা সৃষ্টি হয়, দ্বন্দ্ব দূর হয় এর মাধ্যমে আত্মা পরিস্কার হয় ও বিদ্বেষ দূরীভুত হয়। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে সন্ধি সর্বোচ্চ আনুগত্য ও নৈকট্যের স্থান অধিকার করে।

¿ **মানুষের মঝে মীমাংসা করার ফজিলতঃ**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

0 / . - , + *) (' & % $ # "M

L = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 1

النساء: ١١٤

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না। তবে যে ব্যক্তি দান, সৎকাজ কিংবা লোকজনের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশ দেয়। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একাজ করে আমি তাকে মহাবিনিময় দান করবো।" [সূরা নিসাঃ ১১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْـــدِلُ بَـــيْنَ النَّـــاسِ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেনঃ"মানুষের প্রতিটি জোড়ের উপর সাদকা

অপরিহার্য প্রত্যেক সেই দিনে যাতে সূর্য উদিত হয়। (তবে) মানুষের মাঝে মীমাংসা করা একটি সদকা।”[১]

¿ মীমাংসার বিধান:

মানুষের মাছে মীমাংসা করা মুস্তাহাব। বরং ইহা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের অনন্য কাজ; কারণ এর মধ্যে রয়েছে ভালবাসার সংরক্ষণ এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে হেফাজত।

মীমাংসা মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে হতে পারে। ঠিক ইনসাফকারী ও জালিমদের মাঝে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হলে, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পদে বা অন্যনাহ্য জিনিসে বিবাদকারী উভয় ব্যক্তির মাঝে তা হতে পারে। সম্পদের বিষয়ে মীমাংসাই এখানে উদ্দেশ্য।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

u t s r q ¦ o n m l k j i [

إِنَّ ٱللَّهَ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ بِٱلۡعَدۡلِ بَيۡنَهُمَا فَأَصۡلِحُواْ فَإِن فَآءَتۡ } | { z y x w v

¶ µ ´ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ ﴿٩﴾ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ©

¸ ﴿١٠﴾ Z الحجرات: ٩ – ١٠

“যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত:পর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই–ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে–যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।” [সূরা হুজুরাত:৯-১০]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭০৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০০৯

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَة الصِّيَامِ وَالصَّلَاة وَالصَّدَقَة قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ: إِصْلَاحُ ذَات الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَات الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ. أخرجه أبو داود والترمذي.

২. আবু দারদা [ﷺ] থেকে বর্ণিতম তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমাদেরকে রোজা, সালাত ও দান–খয়রাতের চেয়েও উত্তম জিনিসের খবর দিব না? সাহাবগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বললেন:"দুজনের মাঝের মীমাংসা। আর দুজনের মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টি করা হলো দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয়।"[১]

¿ মীমাংসার প্রকার:

মীমাংসা দুই প্রকার: সম্পদে মীমাংসা ও সম্পদ ছাড়া অন্যান্য জিনিসে মীমাংসা।

¿ সম্পদে মীমাংসা দুই প্রকার:

১. স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মীমাংসা:

যেমন একজনের উপর অন্য জনের কিছু বস্তু বা ঋণের ব্যাপারে উভয়ে কেউ তার পরিমাণ জানে না কিন্তু স্বীকার করেছে। এ অবস্থায় কোন জিনিসের উপর মীমাংসা করলে তা সঠিক হবে। আর যদি তার উপর হাল নাগাদ পরিশোধ যোগ্য ঋণ থাকে এবং সে স্বীকার করে তবে তার কিছু অংশ মাফ আর বাকি অংশ পরে পরিশোধ করার মীমাংসা করলে, মাফ করা ও পরে পরিশোধ করা সঠিক হবে।

আর যদি পরে পরিশোধ যোগ্য ঋণের কিছু অংশ এখনই পরিশোধের উপর মীমাংসা করে তবুও সঠিক হবে। আর শুধুমাত্র এ মীমাংসা তখনই সঠিক হবে যখন স্বীকারোক্তিতে কোন প্রকার শর্ত থাকবে না যেমন: আমি স্বীকার করছি এ শর্তে যে তুমি আমাকে অমুকটা দিবে। শর্তকৃত বস্তু না হলেও তার আসল হক থেকে বঞ্চিত হবে না।

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ৪৯১৯ তিরমিযী হা: নং ২৫০৯ শব্দ তাঁরই

২. অস্বীকারের উপর মীমাংসাঃ

যেমন বিবাদির উপর বাদির এমন হক রয়েছে যা বিবাদি জানে না এবং সে অস্বীকার করছে। এমতাবস্থায় কোন জিনিসের উপর দু'জনে মীমাংসা করলে সঠিক হবে। কিন্তু যদি দু'জনের একজন মিথ্যা বলে তাহলে মূলত তার হকে মীমাংসা হবে না এবং যা সে গ্রহণ করবে তা হারাম হবে।

¿ জায়েজ মীমাংসাঃ

মুসলমানগণ তাদের শর্ত মানতে বাধ্য। আর মুসলমানদের মাঝে সকল প্রকার সন্ধি করা জায়েজ। কিন্তু যে সন্ধি-মীমাংসাতে হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম রয়েছে তা নাজায়েজ। জায়েজ সন্ধি হলো যার মধ্যে ইনসাফ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] নির্দেশ করেছেন। আর তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে। এরপর দুই পক্ষের সন্তুষ্টি। আল্লাহ তা'য়ালা এর প্রশংসা করেছেন তার বাণীতে:

[1 2 A Z النساء: ١٢٨

"আর সন্ধি-মীমাংসা করাই সর্বোত্তম।" [সূরা নিসা:১২৮]

¿ মীমাংসার শর্তাবলিঃ

ন্যায়-ইনসাফ মীমাংসার কিছু শর্ত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেঃ সন্ধিকারী দুই জনের শরিয়তের কার্যাদি সম্পাদন করার যোগ্যতা থাকা। সন্ধি যেন কোন হালালকে হারাম বা কোন হারামকে হালাল করা না হয়। কোন একজন তার দাবিতে যেন মিথ্যা দাবি না করে। সন্ধিকারী যেন আল্লাহ ভীরু, বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত, ওয়াজিব বিষয়ে ওয়াকেফহাল এবং ন্যায়-ইনসাফের সৎ ইচ্ছুক হন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0

1 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = Z النساء:
١١٤

“তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়। কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করত তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।” [সূরা নিসা:১১৪]

¿ বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণের মীমাংসার বিধান:

যদি কোন মানুষ তার বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণের কিছু অংশ বর্তমানে পরিশোধের জন্য মীমাংসা করে তাহলে সঠিক হবে।

عَنْ كَعْب رضي الله عنه أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ فِي بَيْته فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَته فَنَادَى« يَا كَعْبُ» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ : «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا » وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله قَالَ:«قُمْ فَاقْضِه». متفق عليه.

কা‘ব [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আবী হায়দার থেকে মসজিদে নিজের ঋণ গ্রহণের সময় দু’জনের শব্দ উঁচু হয়। এমনকি রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর ঘর থেকে শুনতে পান। তিনি [ﷺ] তাঁর হুজরার পর্দা খুলে তাদের কাছে বের হয়ে এসে ডাকেন: হে কা‘ব! তিনি [ﷺ] বলেন, হাজির হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বলেন: তুমি তোমার ঋণের অর্ধেক গ্রহণ কর। তিন (কা‘ব) বলেন, তাই করলাম হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] তাকে (ইবনে আবী হায়দারকে) বললেন: যাও তাই পরিশোধ কর।”[১]

¿ প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ:

বাড়ির মালিকের জন্য তার মালিকানাধীনে এমন কাজ করা হারাম যাতে পড়শীর ক্ষতি হয়। যেমন শক্তিশালী মেশিন বা চুলা ইত্যাদির ব্যবহার। কিন্তু যদি কোন ক্ষতি না হয় তবে জায়েজ। একজন পড়শীর উপর অপর প্রতিবেশীর উপর অনেক অধিকার রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো: আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুট রাখা, এহসান ও সদ্ব্যবহার করা,

---

[১]. বুখারী হা: নং ৪৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৫৫৮

কষ্টদায়ক বস্তু থেকে বিরত থাকা, কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি যা একজন মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব।

عَنْ ابْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا زَالَ جِبْرِيـــلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ». متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "জিবরিল [ﷺ] আমাকে সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করেন। এমনকি আমি ধারণা করতেছিলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০১৫ মুসলিম হাঃ নং ২৬২৫

১০- বিধিনিষেধ আরোপকরণ

¿ শরিয়তের কারণে কোন মানুষকে তার সম্পদের যদেচ্ছাভাবে খরচ করর উপর নিষেধ আরোপ করকে "হাজ্‌র" তথা বিধিনিষেধ আরোপ করা বলে।

¿ **বিধিনিষেধ আরোপের বিধিবিধান করার হেকমত:**

আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদের হেফাজত করার নির্দেশ করেছেন এবং সে জন্যই যে বক্তি তার সম্পদ ঠিক মত খরচ করতে পরে না যেমন: পাগল তার প্রতি নিষেধ আরোপের বিধান প্রবর্তন করেছেন। অনুরূপ যার সম্পদে স্বাধীন ভাবে কর্তৃত্ব করায় ক্ষতির আশংকা রয়েছে যেমন: ছোট শিশুরা অথবা যার সম্পদ হেরফের করাতে অপচয় হতে পারে যেমন: নির্বোধ ব্যক্তি অথবা তার হাতে যে সম্পদ আছে তা তার পুরোটায় খরচ করলে অধিক ক্ষতি সাধন হতে পারে যেমন: যে নি:স্ব ব্যক্তিদের উপর ঋণের বোঝা চেপে বসেছে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সকল মানুষের সম্পদকে হেফাজত করার জন্যই বিধিনিষেধ আরোপের বিধিবিধান করেছেন।

¿ **বিধিনিষেধের প্রকার:**

বিধিনিষেধ আরোপ দুই প্রকার:

১. অন্যের অংশের জন্য নিষেধ আরোপ করা যেমন: নি:স্ব দেউলিয়া ব্যক্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ ঋণ দাতাদের অংশের জন্য।

২. নিজের অংশের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা যেমন: ছোট শিশু, নির্বোধ ও পাগলের সম্পদের হেফাজতের জন্য নিষেধ আরোপ করা।

¿ **দেওলিয়া ব্যক্তির বিধান:**

নি:স্ব দেউলিয়া ব্যক্তি কে: দেউলিয়া বলা হয় যার সম্পদের চেয়ে ঋণের পরিমাণ বেশী। এমন ব্যক্তির উপর তার ঋণদাতাদের সবার পক্ষ থেকে বা কারো পক্ষ থেকে বিচারকের নিকট নিষেধ আরোপ চাওয়া হলে, তিনি সে ব্যক্তির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেন। যে সকল

সম্পদের ঋণের ব্যাপারে ঋণদাতাদের ক্ষতি রয়েছে তার উপর নিষেধ আরোপ করা যাবে। আর তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা না হলেও তার জন্য সম্পদ খরচ করা ঠিক হবে না।

- **দেওলিয়া ব্যক্তির বিধানসমূহঃ**

১. যার সম্পদ তার ঋণ পরিমাণ অথবা তার সম্পদের চেয়ে ঋণ অধিক তার উপর নিষেধ আরোপ করা যাবে না। তবে তাকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য আদেশ করতে হবে। যদি সে পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তবে তখন ঋণদাতা চাইলে তাকে আটক করে রাখতে পারে। এরপরেও সে যদি পূর্বের অবস্থায় অটল থাকে এবং তার সম্পদ বিক্র না করে তবে বিচারক সাহেব তার সম্পদ বিক্র করে ঋণ পারিশোধ করে দিবেন।

২. যে ব্যক্তির সম্পদ তার ঋণের চেয়ে কম সে দেউলিয়া, তার উপর নিষেধ আরোপ করা এবং এ জন্য সমাজকে অবহিত করা জরুরি; যাতে করে মানুষ তার ব্যাপার ধোঁকায় না পড়ে। আর তার ঋণ দাতাদের ঋণ পরিশোধের সময় হলে কিংবা কিছু সংখ্যকদের চাওয়ার প্রেপেক্ষিতে তার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

৩. যখন দেউলিয়া ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে তখন তার নিকট কিছু চাওয়া যাবে না। তার সম্পদে কোন প্রকার হস্ত ক্ষেপ করা যাবে না। বিচারক সাহেব তার সম্পদ বিক্রি করবেন এবং তার বর্তমান ঋণদাতাদের মূল্য নির্ধারণ করে সে মোতাবেক বণ্টন করে দিবেন। যদি তার উপর আর কোন দাবি না থাকে তবে তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ রহিত হয়ে যাবে; কেননা তার কারণ দূর হয়ে গেছে।

৪. বিচারক সাহেব দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ তার ঋণ দাতাদের মাঝে বণ্টন শেষ করলে তার থেকে চাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আর তার এ ঋণের জন্য তাকে আটক করা বা জবরদস্তি করা জায়েজ নেই। বরং তার রাস্তা খুলে দিতে হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'য়ালা রিজিক না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তার ঋণদাতাদের বাকি অংশ রাজস্ব সম্পদ থেকে বিচারক সাহেব

পরিশোধ করে দিবেন। যে ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে অপারগ তার থেকে ঋণ পরিশোধ চাওয়া যাবে না এবং তাকে আটক রাখাও যাবে না। বরং আল্লাহ তাকে রিজিক দান করে তার বাকি ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

¿ ঋণগ্রহীতাকে বন্দী রাখার বিধান:

বড় লোকের প্রতি বর্তমান পরিশোধযোগ্য ঋণ আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি বড় লোক টালবাহনা করে তাহলে তাকে বিচারক আটক করে রাখবে; কারণ বড় লোকের টালবাহনা করা জুলুম। তাই তাকে আদব দেওয়ার জন্য বন্দী করে রাখবে; যাতে তার প্রতি বর্তমানে পরিশোধযোগ্য ঋণ পূর্ণ করতে জলদি করে। আর যদি অবাভী হয় তাহলে তার জন্যে অভাবমুক্ত হওয়া পর্যন্ত সময় দিতে হবে এবং তাকে আটক করে রাখা যাবে না। আর মাফ করে দেওয়া সর্বোত্তম।

আর যে ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে অপারগ তার থেকে ঋণ পরিশোধ চাওয়া যাবে না এবং তাকে আটক রাখা হারাম। আর তাকে সুযোগ দেয়া ওয়াজিব এবং মাফ করে দেয়াই উত্তম।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ Z البقرة: ٢٨٠

"আর যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে তার স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর যদি দান করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা অবগত হতে।" [সূরা বাকারা: ২৮০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"ধনী ব্যক্তির টালবাহানা জুলুম

সমতুল্য। তোমাদের কাউকে কোন সাবলম্বির হাওয়ালা করা হলে সে যেন তার স্মরণাপন্ন হয়।”[১]

~ ঋণগ্রহীতাকে বন্দী রাখার শর্তাবলী:

ঋণগ্রহীতাকে বন্দী করে রাখার শর্ত হলো: ঋণ যেন বর্তমান পরিশোধযোগ্য হয়, ঋণগ্রহীতা পূরণ করতে সক্ষম ও টালবাহনাকারী হওয়া এবং ঋণদাতা বিচারকের নিকট তাকে বন্দী করার জন্য তলব করে।

~ অভাবগ্রস্তদের সময় দেওয়ার ফজিলত:

অভাবী ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধের সময় হওয়ার পরেও তাকে অবকাশ দেওয়াতে অসংখ্য সওয়াব রয়েছে। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ». أخرجه أحمد.

“যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তকে সময় দেয় তার জন্য প্রতি দিনের বদলায় দ্বিগুন সওয়াব রয়েছে।”[২]

~ দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট যে তার নির্দিষ্ট সামগ্রী পাবে তার বিধান:

যে দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট তার নির্দিষ্ট সমগ্রী পাবে সেই তার বেশী হকদার, যদি সে তার মূল্য কিছুই গ্রহণ না করে থাকে এবং দেউলিয়া ব্যক্তি বেঁচে থাকে ও তার মালিকানায় সে বস্তু কোন পরিবর্তন ছাড়াই পাওয়া যাই।

~ নির্বোধ শিশু ও পাগলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিধান:

নির্বোধ শিশু ও পাগলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য বিচারক সাহেবের প্রয়োজন নেই। তাদের উকিল হচ্ছে বাবা যদি তিনি ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান হয়। এরপর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অত:পর

[১]. বুখারী হাঃ নং ২২৮৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৬৪

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৩৪৩৪, ইরয়াউল গালিল দ্রঃ হাঃ নং ১৪৩৮

বিচারক সাহেব। উকিলের কর্তব্য হলো এমনটি করা যা তাদের জন্য মঙ্গলজনক।

] وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى © ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا

Z µ النساء: ٥

"আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন–যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্নদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্তনার বাণী শোনাও।" [সূরা নিসা:৫]

˜ ছোটদের নিষেধাজ্ঞা জারি কখন রহিত হবে?

দুইভাবে ছোটদের নিষেধাজ্ঞা জারি রহিত হবে:

১. সাবালক হলে: এর বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

২. বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে: সম্পদে সঠিক ভাবে পরিচালনার বুদ্ধি সম্পূর্ণ হওয়া। তাকে কিছু সম্পদ দিয়ে কেনাবেচার পরীক্ষা করতে হবে; যতক্ষণ সে পরীক্ষায় পাশ না করবে ততক্ষণ তাকে বুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা যাবে না।

˜ নির্বোধ ও পাগলের নিষেধাজ্ঞা জারি রহিত কখন হবে?

যখন পাগল ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে পাবে এবং বুদ্ধিজ্ঞান হবে অথবা নির্বোধ বুদ্ধিমান হবে। যার ফলে সম্পদের সুন্দর কর্তৃত্য করতে পারে, ধোঁকায় পড়ে না এবং কোন হারামে খরচ করে না অথবা অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করে না, তখন তাদের দুজনের উপর থেকে বিধিনিষেধ আরোপ রহিত হয়ে যাবে। আর তাদের সকল সম্পদ তাদের নিকট ফেরতদেওয়া হবে। ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে চালাকি বা টালবাহনা করা জুলুম। এ অবস্থায় তার সম্মান নষ্ট করা ও তাকে শাস্তি দেওয়া বৈধ। তাই স্বচ্ছল ঋণী ব্যক্তির টালমাটলকারীকে আদব প্রদানের উদ্দেশ্যে আটক রাখা বৈধ। আর অভাবী ব্যক্তিকে যে অংশের হকদার তা এবং তাকে মাফ করে দেওয়াই উত্তম ও মঙ্গজনক।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ¶ ﻭ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ à ٦ Z النساء: ٦

“তোমরা এতিমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিবাহের উপযুক্ত না হয়। যদি তোমরা তাদের বুদ্ধি পরিপূর্ণতা লক্ষ্য কর তবে তাদের নিকট তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। এতিমের মাল প্রয়োজনারিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই এতিমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যার্পণ কর, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য আল্লাহই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।” [সূরা নিসাঃ ৬]

১১- ওয়াকালতি

¿ **ওয়াকালতি:** যেসব কাজে কারো পরিবর্তে কর্তৃত্ব করা জায়েজ তাতে উকিল নিয়োগ করাকে ওয়াকালতি বলে।

¿ **উকিল নিয়োগ করা বৈধকরণের হেকমত:**

ওয়াকালতি বৈধকরণ ইসলামের সৌন্দর্যের বহি:প্রকাশ। প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে, কখন তার কিছু অধিকার অন্যের প্রতি রয়েছে। আবার অন্যের অধিকার তার উপর আছে। তাই নিজেই নেওয়া দেওয়া নিজেই করবে অথবা অন্যজনকে তা করার জন্য তায়িত্ব অর্পণ করবে। আর অনেক মানুষ তার বিষয়দি নিজেই করতে সক্ষম না। তাই ইসলাম তাকে উকিল নিয়োগ করার অনুমতি প্রদান করেছে, যাতে করে উকিল তার প্রতিনিধি হিসাবে তা সম্পন্ন করতে পরে।

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

“আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করা না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা” [সূরা মায়েদা:২]

¿ **ওয়াকালতির বিধান:**

ইহা একটি জায়েজ আক্দ তথা চুক্তি। এ চুক্তি উকিল ও মুয়াক্কেল উভয়ের জন্য যে কোন সময় ভঙ্গ করা জায়েজ।

ওয়াকালতি এমন কথা বা কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয় যা ওয়াকালতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. أخرجه البخاري.

উর'য়া [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] তাকে একটি দিনার দিয়ে তাঁর জন্যে একটি দুম্বা ক্রয় করতে বলেন। সে তাঁর জন্যে এক দিনার দিয়ে দুইটি দুম্বা ক্রয় করে। অত:পর একটি দুম্বা এক দিনার দ্বারা বিক্র করে একটি দিনার ও একটি দুম্বা নবী [ﷺ]-এর জন্যে হাজির করে। নবী [ﷺ] তার ব্যবসার জন্য বরকতের দোয়া করেন। এরপর সে মাটি ক্রয় করলেও লাভ হতো।

¿ যেসব কাজে ওকালতি বৈধঃ

অধিকার তিন প্রকার:

১. এমন অধিকার যাতে সব অবস্থায় ওয়াকালতি সঠিক হয়। আর তা হচ্ছে যে সকল বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব চলে। যেমনঃ সকল প্রকার চুক্তিকরণ, চুক্তিভঙ্গণ, দণ্ডসমূহ ও এর মত আরও যা রয়েছে।

২. এমন জিনিস যাতে ওয়াকালতি কোনভাবেই সঠিক হয় না। আর তা হচ্ছে শারীরিক এবাদতসমূহ যেমনঃ পবিত্রা অর্জন ও নামাজ ইত্যাদি। অনুরূপ হারাম কাজে ওকালতি যেমনঃ মদ বিক্রি অথবা কোন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা কিংবা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য ওকালতি।

৩. এমন জিনিস যাতে অপর ব্যক্তির জন্য ওয়াকালতি চলে যেমনঃ ফরজ হজ্ব ও উমরা।

¿ ওয়াকালতির অবস্থাসমূহঃ

ওয়াকালতি কিছু সময়ের জন্য হতে পারে যেমনঃ বলা, তুমি আমার এক মাসের জন্য উকিল। আর শর্ত করেও ওকালতী সঠিক হতে পারে যেমন বলাঃ যখন আমার বাড়ীর ভাড়া শেষ হবে তখন তা বিক্রি করবে। হাল অবস্থার জন্যও ওয়াকালতী সঠিক হয় যেমন বলাঃ এখন তুমি

আমার উকিল। ওয়াকালতী জলদি এবং দেরী করে গ্রহণ করা সঠিক হবে।

¿ উকিলের অন্য কাউকে ওকালতীর দায়িত্বভার দেওয়ার বিধান:

উকিলের জন্য যে ব্যাপারে তাকে ওয়াকালতীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে অন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করতে পারবে না। তবে মুয়াক্কেল অনুমতি দিলে পারবে। যদি ওয়াকালতী করতে অক্ষম হয় তবে আর্থিক ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য বিষয়দিতে উকিল নিয়োগ করতে পারবে। তবে অবশ্যই মুয়াক্কেলের অনুমতি নিতে হবে।

¿ ওকালতি বাতিল কখন হবে?

নিম্নের কারণ দ্বারা ওয়াকালতি বাতিল হয়:

১. দু'জনের মধ্যে কোন এক জনের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল তথা রহিত করলে।
২. মুয়াক্কেলের পক্ষ থেকে উকিলকে অপসারণ করলে।
৩. দু'জনের মধ্যে কোন এক জনের মৃত্যু বা পাগল হলে।
৪. কোন এক জনের উপর নির্বোধ এমন হওয়ার বিধিনিষেধ আরোপ হলে।

¿ উকিল নিয়োগের পদ্ধতি:

পারিশ্রমিক দ্বারা বা কোন বিনিময় ছাড়াই উকিল নিয়োগ করা জায়েজ। যে ব্যাপারে উকিল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে উকিল আমনতদার। তার হাতে কিছু নষ্ট হলে এবং তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার অবহেলা প্রদর্শিত না হলে সে খেসারত দিবেনা বা জিম্মাদার হবে না। আর যদি তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার সীমালংঘন বা অবহেলা প্রদর্শিত হয় তবে সে ক্ষতিপূরণ দিবে। সে অবহেলা করেনি এমন কথা বললে হলফ দ্বারা তার কথা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

¿ ওকালতি তলব করার বিধান:

যে ব্যক্তি নিজ সম্পর্কে পরিপূর্ণতা ও আমনতদারী জানে এবং নিজের উপর ও আমানতের ব্যাপারে খিয়ানতের আশঙ্কা করে না এবং এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে ওয়াকালতীর ফলে ব্যস্ত না হয়ে

পড়ে, তাহলে তার জন্য ওয়াকালতী করা মুস্তহাব; করণ এতে রয়েছে অনেক প্রতিদান ও সওয়াব। এমনকি যদি পারিশ্রমিক গ্রহণের মাধ্যমে ভাল নিয়তে কাজ সমাপ্ত করে তবুও সে নেকি পাবে।

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢ Z المائدة: ٢

“আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করা না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা” [সূরা মায়েদা:২]

১২- কোম্পানি

¿ **কোম্পানি:** দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কোন অধিকার বা লেনদেনে একত্রিত হওয়াকে কোম্পানি বলে।

¿ **কোম্পানি বিধিবিধান করার হেকমত:**

কোম্পানির ভিত্তি ও কোন কাজ করার বিধিবিধান করা ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্টের একটি। একত্রে কোন কাজ করা বরকত নাজিল ও সম্পদ বৃদ্ধির অন্নতম কারণ। তবে শর্ত হলো যদি সততা ও আমানতদারীর সঙ্গে হয়। বিশেষ করে বড় ধরণের কাজের জন্য আমনতদারী অতীব প্রয়োজন; কারণ বড় প্রজেক্ট এক জনের দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। যেমন: শিল্প প্রজেক্ট, নির্মাণ কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষবাদ ইত্যাদি।

¿ **কোম্পানির বিধান:**

মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক তার সাথে কোম্পানি ভিত্তিক কাজ করার চুক্তি করা বৈধ। তাই যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো: মুসলিম ব্যক্তি ছাড়াই অমুসলিম একাই যেন কর্তৃত্ব বা লেনদেন না করে; কারণ করলে সে হারাম কাজের কারবারী করবে। যেমন: সুদ, ধোঁকাবাজি এবং আল্লাহর হারামকৃত ব্যবসা যেমন: মদ, শূকর, মূর্তি ইত্যাদির ব্যবসা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا © ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ ﴿٢٤﴾ Z ص: ٢٤

"শরিকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প।" [সূরা স্ব-দ:২৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]ইহুদিদেরকে খয়বারের জমিনে কাজ ও ক্ষেত করার জন্য দেন। এ শর্তে যে, তা হতে উৎপাদিত হতে তাদের জন্য অর্ধেক।"[১]

¿ কোম্পানির প্রকারঃ

কোম্পানি দুই প্রকার:

১. মালিকানভুক্ত কোম্পানিঃ

ইহা হচ্ছে দুই বা এর অধিক ব্যক্তির কোন অর্থনৈতীক কাজে অংশীদারিত্ব করা যেমনঃ কোন ঘর-বাড়ীর মালিক হওয়ার ব্যাপারে শরিক হওয়া। অথবা কোন ফ্যাক্টরীর মালিকানায় অংশগ্রহণ করা। অথবা গাড়ি ইত্যাদির মালিকানায় শরিক হওয়া। দু'জনের কোন একজন অপর জনের অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নেই। যদি হস্তক্ষেপ করতে চায়, তবে শুধুমাত্র নিজের শরিকানা অংশে করতে পারবে। কিন্তু যদি তার শরিক তাকে অনুমতি দেয় তবে সবকিছুতে পরিচালনা করতে পারবে।

২. চুক্তিআবদ্ধ কোম্পানিঃ

পরিচালনায় ও লেনদেনে শরিক হওয়া। যেমনঃ কেনাবেচা, ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি। ইহা আবার কয়েক প্রকার:

(ক) 'ইনান কোম্পানিঃ

ইহা হচ্ছে দুই বা এর অধিক ব্যক্তি শরিক ও নিদিষ্ট অর্থ দ্বারা একত্রে কোম্পানি খোলা। আর এতে কম বেশি হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। দু'জনেই শ্রম দিবে অথবা একজন শুধুকাজ করবে যার লভ্যাংশ দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশী হবে। এতে শর্ত হলো মূল পুঁজির পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে। চাই নির্দিষ্ট টাকা হোক বা নির্দিষ্ট অবস্থানের

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৩৩১ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ১৫৫১

ব্যবসাসমগ্রী হোক। আর লাভ ও ক্ষতি দু'জনের সম্পদের পরিমাণ ও শর্ত এবং সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হবে।

¿ **সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা:** ক্ষমতা প্রয়োগ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যা জায়েজ না এমন কাজ করা সীমালঙ্ঘন। আর অবহেলা প্রদর্শন হলো: যা করা ওয়াজিব তা ত্যাগ করা।

(খ) মুযারাবা কোম্পানি:

ইহা হচ্ছে কোন একজন শরিক অপর শরিকের নিকট ব্যবসার জন্য অর্থ প্রদান করবে। আর প্রচলিত কোন নিয়মের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের লাভের ভিত্তিতে ঐক্যমতে পৌঁছবে। যেমন: অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। এর যে কোন একটাতে ঐক্যমত ও রাজি হবে তাই সঠিক হবে। আর বাকি অংশ দ্বিতীয় জনের জন্য হবে। যদি ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসান হয় তবে তা লভ্যাংশ থেকে পূরণ করতে হবে এবং যিনি কাজ করবে তার উপর কিছুই আসবে না। আর যদি কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ছাড়াই সম্পদ নষ্ট হয় তবে মুযারাবাকারী ব্যবসায়ী জিম্মাদারী হবে না। মুযারাবাকারী সম্পদ কব্জা করার ব্যাপারে আমানতদার আর পরিচালনার ব্যাপারে উকিল এবং কাজের ব্যাপারে শ্রমিক ও লাভে শরিক।

(গ) অজুহ (খ্যাতি দ্বারা) কোম্পানি:

কোন সম্পদ ছাড়া নিজেদের দু'জনের পরিচিতি ও ব্যবসায়ীদের মাঝে বিশ্বাসের দ্বারা নিজেদের জিম্মায় কোন কিছু ক্রয় করে যা লাভ হবে তা দু'জনের মাঝে ভাগ করা। এদের একে অপরের উকিল ও জিম্মাদার। আর তাদের মাঝে মালিকানা হবে যে শর্তাদির উপর তারা একমত পোষণ করেছে। তাদের মালিকানা অনুপাতে লোকসান নির্ধারণ হবে এবং লাভ বণ্টন হবে তাদের মাঝে যে শর্ত একমত ও সন্তুষ্টি হয়েছে সে হিসাবে নির্ধারণ হবে।

(ঘ) আবদান তথা শারীরিক কোম্পানি:

দু'জন বা অধিক ব্যক্তি শারীরিক ভাবে হালাল উপার্জনে শরিক হওয়া। যেমন: কাঠ কাটা ও সকল প্রকার পেশা ও কাজ কর্ম। এর দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে রুজিদান করবেন তা তাদের মাঝে যেভাবে ঐক্যমত ও রাজি হবে সে হিসাবে বণ্টন হবে।

(ঙ) মুফাওয়াযা কোম্পানি:

প্রত্যেক শরিক তার অপর শরিককে অর্থনৈতীক ও শারীরিক যত প্রকার কেনাবেচা ও জিম্মাদারিত্ব আছে সব তার জিম্মায় কর্তৃত্ব অর্পণ করা। ইহা পূর্বের চার প্রকারের অংশীদার ভিত্তির সমন্বয়। আর লাভ তাদের মাঝের শর্ত মোতাবেক এবং লোকসান কোম্পানির মালিকানার পরিমাণ হিসাবে নির্ধাণ হবে।

¿ কোম্পানির উপকার:

১. 'ইনান, মুযারাবা, ওজুহ, ও আবদান কোম্পানির পদ্ধতি সম্পদ বাড়ানোর এক উত্তম মাধ্যম এবং উপকার পৌঁছানোর ভাল আস্থা ও ইনসাফ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। আনানে উভয় পক্ষ থেকে সম্পদ ও কাজ সমান হবে। মুযারাবাতে রয়েছে এক পক্ষের সম্পদ আর অপর পক্ষের পরিশ্রম। আর আবদানে রয়েছে দু'জনের পক্ষ থেকে কাজ এবং ওজুহতে রয়েছে মানুষের মাঝে সুপরিচিতি দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করা।

২. এ ধরনের কোম্পানিগুলো লেনদেনে সুদি কারবার যা জুলুম ও বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে মুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট। আর হালাল পন্থায় সীমা রেখার মধ্যে থেকে উপার্জনের পরিচিতি ব্যাপকতা লাভ ঘটে। শরিয়ত মানুষকে একাকী বা যৌথভাবে শরিয়ত সম্মত পন্থায় উপার্জন করা বৈধ করে দিয়েছে।

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

“আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করা না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা” [সূরা মায়েদা:২]

¿ বৈধ কোম্পানির জন্য শর্তাবলী:

শরিয়ত যেসব কোম্পানিকে বৈধ করেছে তার জন্য শর্ত হলো:

১. প্রত্যেক শরিকের মূলধন যেন জানাশুনা হয়।

২. প্রত্যেক শরিকের মূলধন হিসেবে লাভের অংশ ভাগ হতে হবে। অথবা একজনের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ আর বাকি অপরের জন্য।

৩. কোম্পনির কারবার এমন কাজ ও বিষয়ে হতে হবে যা শরিয়তে বৈধ।

¿ ব্যবসায় কোন ব্যক্তির নাম ব্যবহার করার বিধান:

যদি কোন অমুসলিম কোম্পানি কোন দেশের কোন নাগরিকের সাথে একমত পোষণ করে যে, সে তার নাম ও পরিচিতি ব্যবহার করবে এবং তার নিকট হতে কোন প্রকার সম্পদ ও কাজ চাইবে না। আর এর মুকাবেলায় তাকে কিছু নির্দিষ্ট টাকা বা লাভের কিছু অংশ প্রদান করবে, তাহলে এ ধরণের কাজ বৈধ নয় এবং এ ধরণের চুক্তি সঠিক হবে না। কারণ এর মধ্যে রয়েছে মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও ক্ষতি যা শরিয়তে হারাম। আর পূর্বে উল্লেখিত কোম্পানিগুলো এ ধরনের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

C BA @ ? > = < ; : 9 [

S R Q P O N M K J I G F E D

` _ ^] \ [Z Y X W V U T

Z a النساء: ٢٩ - ٣٠

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে উহা সীমালঙ্ঘন ও জুলুম ক'রে করবে তাকে আমি আগুনে প্রবেশ করাবো। আর ইহা আল্লাহর প্রতি খুবই সহজ।” [সূরা নিসা:২৯]

১৩- বাগন ও ক্ষেতে পানি সেচ এবং বর্গায় জমি চাষাবাদ

¿ বাগান ও ক্ষেতে সেচ দেওয়া:

যে গাছের ফল হয় যেমন: খেজুর ও আঙ্গুর গাছ কাউকে এই শর্তে দেওয়া যে, এর ফল পাকা পর্যন্ত সেচ দিবে এবং যা কিছু প্রয়োজন তা করবে। এর বদলায় তাকে প্রচলিত নিয়মে ফলের কিছু নির্দিষ্ট অংশ দিবে। যেমন: অর্ধেক বা চার ভাগের একভাগ অথবা অন্য কোন পরিমাণ। আর বাকি অংশ মালিকের থাকবে।

¿ বর্গায় জমি চাষ:

প্রচলিত নিয়মে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের বদলায় অন্যকে আবাদ করার জন্য ভূমি অর্পণ করা। যেমন: অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি আর বাকি অংশ জমির মালিকের।

¿ ক্ষেতে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদের ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَــةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে কোন মুসলিম ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করবে বা কোন সশ্যক্ষেত চাষাবাদ করবে। আর তা হতে পাখি বা মানুষ কিংবা জীবজন্তু ভক্ষণ করবে ইহা সে ব্যক্তির জন্য সদকায় পরিণত হবে।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৩২০ মুসলিম হাঃ নং ১৫৫৩

¿ বদলার বিনিময়ে গাছে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ বিধিবিধান করার হেকমতঃ

কিছু মানুষ এমন আছে যে জমিন ও গাছের মালিক অথবা জমিন ও বীজের মালিক। কিন্তু সে নিজে সেচ দেওয়া ও পরিচর্জা করতে অক্ষম। ইহা না জানার কারণে বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে করতে পারে না। অন্য দিকে কিছু মানুষ আছে সে কাজ করতে সক্ষম কিন্তু তার মালিকানাভুক্ত কোন গাছ বা জমি নেই। তাই উভয় পক্ষের উপকারার্থে ইসলাম বদলে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ বৈধ করেছে। আর এর ফলে জমিনের চাষাবাদ, সম্পদের বৃদ্ধি ও খেটে খাওয়া মানুষ তথা যারা কাজ করতে সক্ষম কিন্তু সম্পদ ও গাছের মালিক না তাদের হাতকে কাজে লাগানো হয়।

¿ পানি সেচ ও বর্গায় জমি চাষের বিধানঃ

বিনিময়ে সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষের চুক্তি একটি জরুরি চুক্তি। ইহা অন্য পক্ষের সন্তুষ্টি ছাড়া রহিত বা সম্পাদন করা জায়েজ নেই। এর জন্য শর্ত হলো সময় নির্দিষ্টকরণ যদিও তা দীর্ঘ হয় না কেন। আর দু'পক্ষের সন্তুষ্টিচিত্বে হতে হবে। একই বাগানে পানি সেচ ও বর্গায় জমিন চাষের সমন্বয় ঘটানো জায়েজ আছে। যেমন প্রচলিত নিয়মের নির্দিষ্ট ফলের এক অংশ দ্বারা পানি সেচ দেবে আর সশ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের বিনিময়ে জমিন চাষ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَامَـــلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷻ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] খয়বারের জমিন চাষাবাদ করার জন্য অর্ধেক অংশের বিনিময়ে কৃষক নিয়োগ দেন। সে জমিন হতে যে ফল বা সশ্য উৎপাদন হবে তার অর্ধেক তারা পাবে।"[১]

[১] বুখারী হাঃ নং ২৩২৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৫১

¿ মুখাবারার বিধানঃ

ভূমির মালিকের এ শর্তে অন্যকে চাষাবাদ করতে দেওয়া যে, যে অংশ পানির ড্রেন ও সেচের পার্শ্বের সে অংশ তার। অথবা ক্ষেতের কোন নির্দিষ্ট অংশ কৃষকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া। ইহা শরিয়তে হারাম; কারণ এতে রয়েছে ধোঁকাবাজি ও অজ্ঞতা এবং বিপদ। দেখা যাবে যে, কখনো এ অংশ ভাল হবে ও অন্য অংশ নষ্ট হয়ে যাবে, যার ফলে দু'জনের মাঝে ঝগড়া বাধবে।

عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. أخرجه مسلم.

হানযালা জুরকী থেকে বর্ণিত তিনি রাফে' ইবনে খাদীজ [ﷺ]কে বলতে শুনেছে, তিনি বলেছেন:"আমরা আনসার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষেতের মালিক ছিলাম। তিনি বলেন, আমরা এ শর্তে জমিন বর্গা দিতাম যে, ইহা আমাদের (মালিকের) জন্য আর উহা তাদের (কৃষকের) জন্য। অত:পর কখনো এমন হত যে, ইহা ফসল দিত আর উহা দিত না। এ ধরনের বর্গা থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়। আর মুদ্রার বিনিময়ে ভূমি ভাড়া দেয়া থেকে আমাদেরকে নিষেধ করিননি।"[১]

¿ জমি ভাড়া দেওয়ার বিধানঃ

টাকার বিনিময়ে জমিন ভাড়া দেওয়া জায়েজ। অনুরূপ প্রচলিত নিয়মে সশ্যের কিছু নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে যেমনঃ অর্ধেক বা এক তৃতীয় অংশ ইত্যাদিও জায়েজ।

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا. أخرجه مسلم.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৫৪৭

সাবেত ইবনে যাহ্হাক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] (জমির কোন অংশ নির্দিষ্ট করে) জমি বর্গা দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন। আর ভাড়ায় চাষাবাদ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন এতে কোন অসুবিধা নেই।"[১]

¿ কাফেরদের সাথে লেনদেনের বিধান:

ভূমি চাষে, শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ঘর বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি কাজে অমুসলিমের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন করা জায়েজ। তবে শরিয়তের সাথে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব যেন না হয়।

¿ কুকুর পোষার বিধান:

কোন প্রয়োজন ছাড়া কুকুর পোষা মুসলিম ব্যক্তির জন্য হারাম। প্রয়োজন যেমন: শিকারী কুকুর, পশু চরানোর জন্য কিংবা ক্ষেত পাহারা ও দেখা শুনার জন্য। কারণ মহানবী [ﷺ] বলেছেন:

«مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِـــنْ أَجْــرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ». متفق عليه.

"যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর বা শিকার করার জন্য বা পশু চরানো কিংবা ক্ষেত পাহারার জন্য না এমন কুকুর রাখে তার প্রতি দিন দু'কিরাত[২] নেকি কমে যায়।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১৫৪৯

[২]. এক কিরাত পরিমাণ হচ্ছে উহুদ পর্বত সমান।

[৩] .বুখারী হাঃ নং ২৩২২ মুসলিম হাঃ নং ১৫৭৫ শব্দ তারই

১৪- ভাড়া

¿ **ভাড়াঃ** উপকারি কোন বৈধ বস্তুতে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে নির্দিষ্ট বদলার বিনিময়ের চুক্তিকে ভাড়া বলে।

¿ **ভাড়ার বিধানঃ**

ভাড়া দুই পক্ষের মধ্যের একটি জরুরি চুক্তি। যে সকল শব্দ ভাড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে তা দ্বারা ভাড়া সংঘটিত হয়। যেমনঃ তোমাকে ভাড়া দিলাম বা যে সকল প্রচলিত শব্দ দ্বারা সমাজে ভাড়া নির্দিষ্ট হয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

/ . - , *) (' & % $ # " ! [

> = < : 9 8 7 6 4 3 2 1 0

الطلاق: ٦ Z E D C B A @

"যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে।" [সূরা তালাক:৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. أخرجه البخاري.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এবং আবু বকর (হিজরতের সময়) বনি দাইল গোত্রের একজন কাফের রাস্তা সম্পর্কে অবিজ্ঞ ব্যক্তি ভাড়া করেন। তাঁরা দু'জন তার কাছে তাঁদের

বাহন দু'টি দিয়ে তিন রাত পরের সকালে গারে সাওরে থাকার তার সাথে চুক্তি করেন।"[১]

¿ ভাড়ার বিধান শরিয়ত সম্মত করার হেকমত:

ভাড়ার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের মাঝে উপকারী জিনিসের বিনিময় করতে পারে। কাজের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবির বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ির প্রয়োজর বোধ করে। আর জীবজন্তু, গাড়ি ও মেশানারী ইত্যাদি জিনিসের প্রয়োজন হয় বহণ ও যাত্রা এবং উপকারের জন্য। তাই আল্লাহ তা'য়ালা ভাড়া পদ্ধতিকে মানুষের প্রতি সহজ করার জন্য বৈধ করেছেন। আর অল্প মালের বিনিময়ে মানুষের দুই পক্ষের প্রয়োজন পূরণ ও উপকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন। সুতরাং, সকল প্রসংশা ও এহসান এক মাত্র আল্লাহরই।

¿ ভাড়ার প্রকার:

ভাড়া দেওয়া দুই প্রকার:

১. জানা-শুনা জিনিসের ভাড়া দেওয়া। যেমন: তোমাকে এই বাড়িটি বা গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া দিলাম।
২. নির্দিষ্ট কাজের উপর ভাড়া নেওয়া। যেমন: কোন মানুষকে দেয়াল বানানো বা জমি চাষ ইত্যাদির জন্য ভাড়া নেওয়া।

¿ ভাড়া দেওয়ার শর্তসমূহ:

ভাড়া সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো:

১. এমন ব্যক্তির দ্বারা হওয়া যার কর্তৃত্ব বৈধ।
২. উপকার কি তা জানা-শুনা হওয়া। যেমন: বসবাসের বাড়ি বা মানুষের খেদমত ইত্যাদি।
৩. ভাড়ার পরিমাণ ও সময় জানা-শুনা হওয়া।
৪. উপকারী বৈধ জিনিসের জন্য ভাড়া দেওয়া। যেমন: বাড়ি ভাড়া বসবাসের জন্য। তাই কোন হারাম জিনিসের ফায়দার জন্য ভাড়া দেওয়া চলবে না। যেমন: কোন বাড়ি বা দোকান মদ বিক্রির জন্য ভাড়া দেওয়া। অথবা পতিতালয়ের জন্য ঘড় ভাড়া দেওয়া। অনুরূপ

---

[১]. বুখারী হা: নং ২২৬৪

কোন বাড়িকে মন্দির বা গীর্জা বানোনো কিংবা হারাম জিনিস বিক্রির জন্য ভাড়া দেওয়া।

৫. দেখে বা বর্ণনা শুনে নির্দিষ্ট ভাড়ার জিনিসকে জানা শর্ত। আর চুক্তি উপকারের উপর হবে তার কোন অংশের প্রতি না।

৬. ভাড়ার বস্তু হস্তান্তর যোগ্য ও বৈধ উপকারী জিনিস হতে হবে। আর ভাড়ার জিনিস ভাড়াদাতার মালিকানাভুক্ত অথবা সে ভাড়া দেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে।

৭. ভাড়া দুই পক্ষের সন্তুষ্টি দ্বারা হতে হবে। কিন্তু যার অদিকার বাধ্য করে সে ছাড়া।

৮. দুই পক্ষ থেকে ইজাব ও কবুল হওয়া।

¿ ভাড়াটিয়া জিনিস অন্যের নিকট ভাড়া দেওয়ার বিধানঃ

ভাড়াটিয়া নিজে নির্দিষ্ট ফায়দা গ্রহণ করতে পারবে। ভাড়াটিয়ার জন্য তার অনুরূপ বা তার চেয়ে কম উপকার হাসিলকারীকে ভাড়াকৃত বস্তু ভাড়া দেওয়া জায়েজ। তবে তার চেয়ে বেশি উপকার হাসিলকারীকে ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই; কারণ এতে মূল মালিকের ক্ষতি রয়েছে।

¿ প্রচলিত জিনিসের ভাড়া পরিশোধের অবস্থাসমূহঃ

যদি কেউ কোন চুক্তি ছাড়াই বিমানে বা গাড়িতে কিংবা পানি জাহাজে আরোহণ করে অথবা সেলাই করার জন্য দর্জিকে কাপড় দেয় কিংবা কুলি ভাড়া নেয় তবে এগুলো প্রচলিত ভাড়ার নিয়মে সঠিক হবে।

¿ ওয়াকফকৃত বস্তুর ভাড়া দেওয়ার বিধানঃ

ওয়াকফকৃত বস্তু ভাড়া দেওয়া বৈধ, ভাড়াদাতা মারা গেলে ও তার প্রতিনিধির নিকট তা হস্তান্তর হলে তাতে ভাড়ার চুক্তি ভঙ্গ হবেনা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিদানে অংশ পাবে। যে বস্তু বিক্রি করা হারাম তা ভাড়া দেয়াও হারাম। কিন্তু ওয়াকফকৃত বস্তু, স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস পুত্রের মা ব্যতীত হতে হবে।

¿ ভাড়া কখন ওয়াজিব হবে?

চুক্তির সাথে সাথেই ভাড়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে তবে তা বুঝিয়ে দেয়া ফরজ হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু উভয় পক্ষ যদি তা পিছানো

অথবা আগানো কিংবা কিস্তিতে পরিশোধের উপর একমত হয়, তবে তা বৈধ। শ্রমিক তার কাজ নিপুনভাবে সম্পন্ন করার পর প্রতিদানের অধিকারী হয়। তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পাওনা পরিশোধ করা উচিত হয়ে পড়ে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّـــهُ: « ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "আমি ক্বিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদি হব: ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে হলফ করে অঙ্গিকার করল। অত:পর সে তা ভঙ্গ করল। এমন ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর ঐ ব্যক্তি যে কাউকে ভাড়া করে কাজ আদায় করে নিল অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না।"[১]

¿ ভাড়া দেওয়া বস্তু বিক্রি করার বিধান:

ভাড়ায় আছে এমন বস্তু বিক্রি করা বৈধ যেমন ঘর, গাড়ী ইত্যাদি। ভাড়াটিয়া তার মেয়াদ শেষ করার পর ক্রেতা তা বুঝে নিবে।

¿ ভাড়াটিয়া বস্তুর জামানতের বিধান:

ভাড়াকৃত ব্যক্তির অবহেলা কিংবা অপব্যবহার ব্যতীত কোন বস্তু বিনষ্ট হলে সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। কোন মহিলার পক্ষে স্বীয় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে কোন কাজ কিংবা দুধ পান করানোর কাজে নিজেকে ভাড়ায় নিয়োজিত করা বৈধ নয়।

¿ এবাদতের কাজ করে ভাতা গ্রহণ করার বিধান:

শিক্ষা দানে ও মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদিতে বদলা গ্রহণ বৈধ। ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কুরআনের শিক্ষকের পক্ষে রাষ্ট্রিয় ভাণ্ডার থেকে ভাতা গ্রহণ বৈধ। তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা করবে তার

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২২৭০

জন্য তাতে সওয়াব নিহিত রয়েছে। আর যারা রাষ্ট্রিয় ধনাগার থেকে ভাতা গ্রহণ করবে তা নেকির কাজে সহযোগিতা হিসাবে নিবে প্রতিদান বা বদলা হিসাবে নয়। আর এসব কাজ শর্ত করে বিনিময় নেয়া জায়েজ নেই; কারণ এগুলো এবাদত যার প্রতিদান আল্লাহর নিকট।

] قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ à â كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ ç

è é ê ë بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ î ï Z الكهف: ١١٠

"বলুন! আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহি হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ্। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরিক না করে।"
[সূরা কাহাফ:১১০]

¿ কোন মুসলিমের জন্য কাফেরের নিকট কাজ করার বিধানঃ

কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে কাফেরের কাজ করা তিনটি শর্তে জায়েজঃ

১. এমন কাজ হওয়া যা মুসলিমের জন্য করা বৈধ।
২. এমন কাজে সহযোগিতা করবে না যার ক্ষতি মুসলমানদের প্রতি বর্তাবে।
৩. এমন কাজ করবে না যাতে মুসলিমের জন্য লাঞ্ছনা রয়েছে।

উচিত হলো মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিম ব্যক্তি দ্বারাই তার কাজে ও বিভিন্ন পেশায় উপকৃত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরকে ভাড়া করে নিতে পারে। যেমনঃ মুসলমান না পাওয়া অবস্থায়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[y z { | | ~ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ Z

القصص: ٢٦

“দুইজন মেয়ের একজন বলল: বাবা, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে–ই উত্তম হবে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।” [সূরা কাসাস:২৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْه رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. أخرجه البخاري.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এবং আবু বকর (রা:) (হিজরতের সময়) বনি দীল গোত্রের একজন কাফের রাস্তা সম্পর্কে অবিজ্ঞ ব্যক্তি ভাড়া করেন। তাঁরা দু’জন তার কাছে তাঁদের বাহন দু’টি দিয়ে তিন রাত পরের সকালে গারে সাওরে থাকার তার সাথে চুক্তি করেন।”[১]

¿ হারাম কাজে ব্যবহারকারীদের নিকট কিছু ভাড়া দেয়ার বিধান:

যারা হারাম কাজে ব্যবহার করে তাদের নিকট ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট ভাড়া দেয়া বৈধ নয়। যেমন: গান-বাদ্যের হারাম যন্ত্রপাতি, উলঙ্গ ফিল্ম, মনভুলনো ছবি। এমনিভাবে যারা হারাম লেনদেন করে যেমন:সুদী ব্যাংক। এ ছাড়া যে ব্যক্তি দোকানকে মদ তৈরীর ক্ষেত্রে পরিণত করবে অথবা গায়ক ও ব্যভিচারীদের থাকার স্থান বানাবে কিংবা বিড়ি-সিগারেট বিক্রি, দাড়ি মুণ্ডানোর সেলুন, গান ও সিনামার অডিও, ভিডিও, সিডির আড্ডাখানা বানানোর কাজে সহযোগিতা করা হয় যা থেকে আল্লাহ তা‘য়ালা নিষেধ করেছে।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

---

[১]. বুখারী হা: নং ২২৬৪

“তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।” [সূরা মায়েদা:২]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

Z i h g f e d c b a ` _ ^] [

النور: ٦٣

“অতএব, যারা তাঁর (রসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রাণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাষ করবে।” [সূরা নূর:৬৩]

¿ ভাড়ার স্থান খালি করার বিনিময়ে কিছু প্রদান করার বিধান:

কোন বাসা বা দোকান এর চাহিদা বেশি দেখা দেয় ফলে এমতাবস্থায় ভাড়ার মেয়াদের ভিতর ভাড়াটিয়াকে ভাড়ার মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশি দিয়ে হলেও তা দেয়া যাবে তবে মেয়াদ পার হয়ে গেলে তা করা চলবেনা।

¿ খেসারত বহণমূলক শর্তের বিধন:

খেসারত বহন মূলক শর্ত যা সচরাচর মানুষের মধ্যে চলে বান্দাদের অধিকারে তা বিশুদ্ব ও গ্রহণযোগ্য তা মেনে নেয়া অপরিহার্য। তা চুক্তি সম্পন্ন করার নিমিত্তে তাৎক্ষনিক বৈধ। এতে অরাজকতা ও খেলতামশার পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। শরয়ী ওজর না থাকা পর্যন্ত তার অপরিহার্যতা বলবত থাকবে, তবে তা পাওয়া গেলে অপরিহার্যতা বাদ পড়ে যাবে। র্শত যদি সচরাচর প্রচলিত নিয়মের আলোকে বেশি বিবেচিত হয় তবে বিচারপতির কথা অনুযায়ী ক্ষতি ও লাভ বিলুপ্তির হারে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি ফিরে যেতে হবে। উদাহরণ যেমন: এক ব্যক্তি অপরজনের সাথে এক লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এক বৎসরে কোন বিল্ডিং তৈরী করে দেয়ার চুক্তি করল এবং সাথে এও বলে রাখল যে, যদি এক বৎসর থেকে মেয়াদ দীর্ঘ হয় তবে প্রত্যেক মাসে এক হাজার (ফেরত) দিতে হবে, ফলে দেখা গেল যে, চার মাস দেরী হল তাহলে ঘরের মালিককে চার হাজার টাকাই দিতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. أخرجه أبو داود.

আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"মুসলিমরা তাদের শর্তের উপর (কার্যাদি সম্পাদন করে)।"[১]

¿ আরব উপদ্বীপে কাফেরদেরকে নিয়ে আসার বিধান:

অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কোন কাফের চাই সে আহলে কিতাব হোক বা অন্য কেউ আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করানো জায়েজ নেই। আর প্রয়োজন শেষে তারা বের হয়ে যাবে; কারণ নবী [ﷺ] তাদেরকে বের করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। যাতে করে আরব উপদ্বীপে দু'টি দ্বীন একত্রে না হতে পারে।

আর মুসলিম ও অমুসলিম কোন প্রকার মহিলাদেরকে বাড়ির খিদমত কিংবা প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয়ে কাজের জন্য নিয়ে আসা জায়েজ নেই। তবে তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে জায়েজ রয়েছে তা হচ্ছে:

১. মহিলার সাথে তার মাহরাম পুরুষ থাকা।

২. তার সাথে একাকী নির্জনে না হওয়া।

৩. অমুসলিম মহিলাকে নিয়ে আসার অতি জরুরি প্রয়োজন থাকা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

~ } | z y w v u t s r q p[

ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ Z الحشر: ٧

"তোমাদেরকে রসূল যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন তা ত্যাগ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা হাশর:৭]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا. أخرجه مسلم.

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হা: নং ৩৫৯৪

২. উমার ইবনে খাত্তব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:“অবশ্যই আমি ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করব, যাতে করে মুসলিম ছাড়া আর কাউকে না রাখি।”[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. متفق عليه.

৩. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: “কোন নারী যেন সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর না করে। আর তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ না থাকা অবস্থায় যেন তার নিকট কেউ প্রবেশ না করে।”[২]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১৭৬৭

[২]. বুখারী হা: নং ১৮৬২ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৩৪১

১৫- প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে পুরস্কৃতকরণ

¿ **প্রতিযোগিতাঃ** অন্যের আগে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার নাম প্রতিযোগিতা। এ ধরনের প্রতিযোগিতা বৈধ। আবার কখনো নিয়ত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুস্তাহাবও বটে। বিজয়ীর পরিশ্রমের বিনিময় দেওয়াকে সাবাক্ বলে।

¿ **প্রতিযোগিতা বিধিবিধান হওয়ার তাৎপর্যঃ**

প্রতিযোগিতা ও কুস্তিগিরী হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে হতে দুটি বৈধ কাজ। এতে রয়েছে সামরিক কলাকৌশলের উপর কমলতা ও প্রশিক্ষণ, আক্রমণ ও পলায়ন, শরীরচর্চা, ধৈর্য ও সাহসিকতা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শরীরকে প্রস্তুত করার এ সুন্দর ট্রেনিং- এর ব্যবস্থা।

¿ **প্রতিযোগিতার প্রকারঃ**

প্রতিযোগিতা দৌড়ের মাধ্যমে হতে পারে, তীর কিংবা অস্ত্র ছুড়ার মাধ্যমে হতে পারে এবং ঘোড়া ও উটের মাধ্যমেও তা হতে পারে।

¿ **প্রতিযোগিতা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীঃ**

১. বাহন অথবা অস্ত্র একই প্রকৃতির হওয়া।
২. দূরত্ব ও ছুড়ে মারার স্থান নির্ধারণ।
৩. পুরস্কার বৈধ ও পরিচিত হওয়া।
৪. বাহন কিংবা নিক্ষেপকারীদের নির্দিষ্টকরণ।

¿ **কুস্তিগিরী ও মুষ্টিযুদ্ধের বিধানঃ**

১. কুস্তিগিরী ও সাতার কাটাসহ শরীরকে শক্তিশালী করে এবং ধৈর্য ও সাহসিকতার সহায়ক হয় এমন যে কোন কাজ বৈধ। এর জন্য শর্ত হচ্ছে কোন অপরিহার্য কিংবা উক্ত কাজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন কাজ থেকে যেন বিরত না রাখে অথবা সে কাজে কোন নিষেধ না থাকে।

২. আজকাল লাগামহীন ব্যমাগার গুলোতে যেসব মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তির চরিতার্থ করা হয় তা হারাম; কারণ এতে আশঙ্কা, ক্ষতি ও বিশেষ অঙ্গের আওরত প্রকাশ পেয়ে থাকে যা শরিয়তে হারম। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে

উত্তেজনা সৃষ্টি ও লেলিয়ে দিয়ে লড়াই করানো হারাম। যেমনঃ মোরগ ও ষাঁড় ইত্যাদি লড়াই। অনুরূপ কোন পশুকে তীর ছুড়ে মারার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করাও হারাম।

C BA @ ? > = < ; : 9 [

S R Q P O N M K J I G F E D

` _ ^] \ [Z Y X W V U T

Z a النساء: ٢٩ - ٣٠

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে উহা সীমালঙ্ঘন ও জুলুম ক’রে করবে তাকে আমি আগুনে প্রবেশ করাবো। আর ইহা আল্লাহর প্রতি খুবই সহজ।” [সূরা নিসা:২৯]

¿ প্রতিযোগিতায় বদলা নেওয়ার বিধানঃ

বদলা নিয়ে প্রতিযোগিতা উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছুতে বৈধ না। কেননা নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন।

«**لاَ سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ**».أخرجه أبو داود والترمذي.

“তীর, ঘোড়া ও উট ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রতিদান মূলক প্রতিযোগিতা শরিয়ত সম্মত না।”[১]

¿ প্রতযোগিতায় বদলা গ্রহণে তিনটি অবস্থাঃ

১. বদলা সহকারে যা বৈধ। ইহা হচ্ছে উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা।

২. বদলা কিংবা বদলা ছাড়া কোন ভাবেই বৈধ নয় যেমনঃ পাশা খেলা, দাবা খেলা কিংবা জুয়া খেলা ইত্যাদি।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হা নং ২৫৭৪, তিরমিজী হাঃ নং ১৭০০ শব্দগুলো তারই।

৩. বদলা ছাড়া বৈধ কিন্তু বদলাসহ অবৈধ। আর ইহাই হলো আসল ও বেশিরভাগ প্রতিযোগিতা। যেমন: দৌড় প্রতিযোগিতা, নৌকা বাইচ কিংবা কুস্তিগিরী। এ সবে অনির্দিষ্ট ও নাম ঘোষণা ছাড়া পুরস্কার বা বদলা প্রদান করা জায়েজ।

¿ প্রতিযোগিতার পুরস্কার কে দিবে:

রাষ্ট্র প্রধান বা কোন প্রতিযোগী কিংবা অন্যদের পুরস্কার দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে। আর যদি সকল প্রতিযোগীরা পুরস্কার দেয়ার দায়িত্ব নেয় এবং যে জিতবে তার জন্য, তবে হারাম। কারণ এ অবস্থায় জুয়ার অন্তর্ভুক্ত দাঁড়াবে এবং এর দ্বারা শত্রুতা সৃষ্টি হবে।

¿ **জুয়া বলে:** এমন প্রতিটি অর্থনৈতিক লেনদেন যা বিনাকষ্টে অর্জন বা লোকসান হাসিল হয়।

¿ জুয়া ও বাজি খেলার বিধান:

জুয়া, বাজি ও পাশা খেলা হারাম।

১. আল্লাহ তা'য়ালা ফরমান:

[$ % & ' ( ) * + , - 0 Z المائدة: ٩٠

"অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর অপবিত্র যা শয়তানের কাজ।" [সূরা মায়েদা: ৯০]

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». أخرجه مسلم.

২. বুরাইদা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"যে ব্যক্তি পাশা খেলল সে যেন তার হাতকে শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল।"[১]

[১]. মুসলিম হা: নং ২২৬০

¿ ফুটবল খেলার বিধন:

শরিয়তের সীমায় থেকে ফুটবল খেলা বৈধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যদি ফুটবল খেলা কোন ফরজ ত্যাগ অথবা ফরজ আদায় করতে দেরী কিংবা কোন পাপে পতিত হওয়া বা কোন ক্ষতি বয়ে আনে কিংবা কল্যাণে বাধা হয়, তাহলে ইহা সেই বাতিল খেলার অন্তর্ভুক্ত হবে যা আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখে। তখন এ খেলা হারাম হবে; কারণ শরিয়তে ক্ষতিকর জিনিসকে দূরকরণ কল্যাণ বয়ে আনে এমন জিনিসের পূর্বে করা একান্তভাবে জরুরি। তাই যা হারাম পর্যন্ত পৌঁছাই তা হারাম।

আর মুসলিমের জন্য উত্তম হলো সে যেন তার সময়ের হেফাজত করে। তাই সে নিজের, আল্লাহর সৃষ্টির, তাদেরকে দা'ওয়াতে, শরিয়ত শিক্ষায়, জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি দুনিয়া ও দ্বীনের উপকারী কাজে সময় ব্যয় করবে। এ ছাড়া তার কিছু সময় মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দের জন্য নিযুক্ত করবে।

আর খেলাধুলার বিনিময়ে বদলা গ্রহণ করা বা খেলোয়ারদের কেনাবেচা করা সবই হারাম পন্থায় মানুষের অর্থ অর্জনের অন্তর্ভুক্ত এবং নাজায়েজ কাজে অর্থ ব্যয়করণ।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي © رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ

أُمِرْتُ ´ µ ¶ ¸ Z الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣

"আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যেই। তাঁর কোন শরিক নেই এবং এরই জন্য আমি আদিষ্টিত হয়েছি ও আমিই সর্বপ্রথম মুসলিম।" [সূরা আন'য়াম:**১৬২-১৬৩**]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

C BA @ ? > = < ; : 9 [

S R Q P O N M K J I G F E D

` _ ^] \ [Z Y X W V U T

Z a النساء: ٢٩ - ٣٠

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে উহা সীমালজ্ঘন ও জুলুম ক’রে করবে তাকে আমি আগুনে প্রবেশ করাবো। আর ইহা আল্লাহর প্রতি খুবই সহজ।” [সূরা নিসা:২৯]

¿ বাণিজ্যিক বাজার থেকে উপহার গ্রহণ করার বিধান:

বাজারে যেসব উপহার ও পুরস্কার দেয়া হয় বড় অংকের পন্যের উপর কিংবা শৈল্পিক, বাণিজ্যিক ও শরীরচর্চার মেলার প্রতিযোগিতায় অথবা প্রাণীর চিত্রঙ্কান ও ছবি গ্রহণ, ফ্যাশন ও বিশ্ব সুন্দরী ইত্যাদি। প্রতিযোগিতায় এমন সব পুরস্কার দেয়া হয় যা আল্লাহ কর্তৃক হারাম কাজে পতিত করে। এসব জাতির বিবেককে নিয়ে তামাশা করার নামান্তর এবং তার সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করা, সময় নষ্ট করা, দ্বীন ও চরিত্র ধবংস করা। আর সর্বোপরি তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে বিরত রাখা হয়। তাই মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে এসব কাজ থেকে সতর্ক থাকা জরুরি।

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

“তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।” [সূরা মায়েদা:২]

১৬–ব্যবহারের জন্য বস্তু দান

¿ **'আরিয়া তথা বস্তু দান:** এটি হচ্ছে কোন বস্তু যা থেকে উপকার গ্রহণের পর মূল বস্তু অবশিষ্ট থাকে এবং কোন বদলা ছাড়াই তা ফেরত দেয়া হয়।

¿ **ইহা প্রবর্তনের তাৎপর্য:**

কখনো কোন ব্যক্তি কোন বস্তু ব্যবহারের মুখাপেক্ষী হয় কিন্তু তার সে বস্তু ক্রয় করা কিংবা ভাড়া করার সামর্থ থাকে না। পক্ষান্তরে অপর পক্ষ দান খয়রাতও করে না। এমতাবস্থায় ইসলাম এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, যেন মুখাপেক্ষী ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে এবং দানকারী ব্যক্তি মূল বস্তু অবশিষ্ট রেখে শুধু ব্যবহারের সুবিধা দিয়েই প্রতিদান ও সওয়ার পেয়ে যায়।

0 / . - , + *) (' & % $ # " [

:النساء Z = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 1

١١٤

"তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করত তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।" [সূরা নিসা:১১৪]

¿ **ব্যবহার্য বস্তু দানের বিধান:**

ব্যবহার্য বস্তু দেয়া প্রিতিকর সুন্নত, কারণ এতে রয়েছে অনুগ্রহ, প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা এবং সমপ্রিতি ও ভালোবাসা অর্জনের উপায়। ইহা দান বস্তু বুঝানোর জন্য যে কোন কথা বা কাজ দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ **ব্যবহার্য বস্তু দানের শর্তঃ**

বস্তুটির অস্তিত্ব বহাল থাকা অবস্থায় তা থেকে উপকৃত হওয়ার উপযোগী হওয়া। এ ছাড়া উপকৃত হওয়ার কাজ বৈধ হওয়া এবং তার হস্তান্তরকারীকে যোগ্যতা ও মালিকানার অধিকারী হওয়া।

¿ **যা দান করা বৈধঃ**

প্রত্যেক বৈধ সুবিধা অর্জন করা যায় বস্তুতে উক্ত দান চলবে। যেমনঃ ঘর, বাহন, গাড়ি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

¿ **যা দান করা অবৈধঃ**

আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে বস্তু দান করা হারাম। যেমনঃ মদের পান পাত্র ও পতিতালয় ইত্যাদি।

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ **দানকৃত বস্তু হেফাজতকরণঃ**

বস্তু গ্রহণকারীর প্রতি তার হেফজত করা ও ক্রটিমুক্ত অবস্থায় মালিকের নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজিব। বস্তু গ্রহণকারী অন্য কাউকে তা মালিকের অনুমতি ছাড়া দিতে পারবে না।

¿ **দানকৃত বস্তুর জামানতদারীঃ**

বস্তু গ্রহণকারীর হাতে 'আ-রিয়া নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ তাকেই দিতে হবে, চাই অবহেলা করুক বা না করুক। কারণ যে জিনিস হাত দ্বারা গ্রহণ করা হয় তা তারই জিম্মায় থাকে যতক্ষণ না তা আদায় করে। কিন্তু যদি দাতা মাফ করে দেয় তবে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বহন করতে হবে না।

১. আল্লাহর বাণী:

(© ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم ´ µ ¶ ¸

بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾) [النساء/٥٨].

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।" [সূরা নিসা:৫৮]

عَنْ يَعْلَي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أتتكَ رُسُــلي فــأعْطهم ثلاثينَ درْعاً وثلاثينَ بَعيراً» قَالَ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله، أَعَارِيَةٌ مَــضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَــةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَلْ مُؤَدَّاةٌ». أخرجه أبوداود.

২. ইয়া'লা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বলেন:"যখন তোমার নিকট আমার দূতরা আসবে তখন তাদেরকে ৩০টি বর্ম এবং ৩০টি উট দেবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলোকি ফেরতযোগ্য না অফেরতযোগ্য? তিনি [ﷺ] বললেন: ফেরতযোগ।"[১]

¿ দানকৃত বস্তুর চুক্তির সময়-সীমা শেষ হওয়া:

দানকৃত বস্তুর চুক্তির সময়-সীমা শেষ হবে:

১. দানকৃত বস্তু গ্রহণকারী তা ফেরত দিলে।
২. দু'জনের কোন একজন মারা গেলে বা পাগল হলে।
৩. দেউলিয়ার কারণে দানকারীর প্রতি বাধানিষেধ আরোপ হলে।
৪. কোন একজনের প্রতি নির্বোধ হওয়ার কারণে বাধানিষেধ আরোপ হলে।

[১]. হাদীনৎসটি সহীহ, আবূ দাউদ হা: নং ৩৫৬৬

১৭–জবরদখল

¿ **জবরদখল:** অন্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের উপর জোরপূর্বক অনধিকার চর্চা করে দখল করাকে জবরদখল বলে।

¿ **জুলুমের প্রকার:**

জুলুম সর্বমোট তিন প্রকার:

প্রথম: এমন জুলুম যা আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়েন না।

দ্বিতীয়: এমন জুলুম যা আল্লাহ্ ক্ষমা করেন।

তৃতীয়: এমন জুলুম যা ক্ষমা করেন না। যে জুলুমকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তা হচ্ছে শিরক। ইহা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না। আর যে জুলুম ক্ষমা করা হয় তা হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বান্দা কৃর্তক যা সংঘটিত হয়ে থাকে। আর যে জুলুমকে আল্লাহ ছাড়েন না তা হচ্ছে বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক যা ঘটে থাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন একজন থেকে অপর জনের প্রতিশোধ আদায় করবেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

d c b ` _ ^] \ [Z Y X W V U T [

Z i h g f e النساء: ١١٦

"নিশ্চয়ই আল্লাহ যে তাঁর সাথে শিরক করে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ হলে যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে সে সুদূর ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।"

[সূরা নিসা:১১৬]

¿ **জবরদখলের বিধান:**

জবরদখল করা হারাম। কারো পক্ষে অন্যের অসন্তুষ্টিতে তার যে কোন জিনিস আয়ত্ব করা অবৈধ।

১. আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

v u t s r q p o n m l k [

البقرة: ١٨٨ Z | { z y x w

"তোমরা পরস্পর বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষণ করো না। আর এটি নিয়ে বিচারকদের সমীপে উপস্থিত হয়ো না, যাতে জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অপরের কিছু সম্পদ ভক্ষণ করতে পার।" [সূরা বাকারা:১৮৮]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد رضي اله عنه قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».متفق عليه.

২. সা'য়ীদ ইবনে জায়েদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি জুলুম করে জমিনের এক বিঘত জবরদখল করবে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি পরাবেন।"[১]

¿ জবরদখল জমিতে যে কিছু করবে তার বিধান:

১. কোন জমি জবরদখল করে কেউ তাতে কিছু রোপণ কিংবা নির্মাণ করলে তা অপসারণ করা জরুরি। আর মালিক চাইলে তার ক্ষতিপূরণসহ সমান করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে উভয়জন মূল্যের উপর একমত হলে বৈধ হবে।

২. জবরদখলকারী জমিতে চাষ করার পর ফসল তুলে জমি ফেরত দিলে ফসল তারই থাকবে। কিন্তু জমির মালিককে ভাড়া দিয়ে দিতে হবে। আর ফসল তাতে বিদ্যমান থাকলে মালিককে দু'টি সমাধানের মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হবে; ফসল তুলা পর্যন্ত সমমানের ভাড়ার ভিত্তিতে তা থাকতে দিবে অথবা খরচের ভার বহন করে নিজে তা নিয়ে নিবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩১৯৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬১০

¿ জবরদখলকৃত বস্তু ফেরত দেয়ার বিধান:

জবরদখলকারী বহুগুণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দখলকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে। কেননা তা অন্যের অধিকার ফলে তাকে তা ফেরত দিতেই হবে। আর যদি এটি দ্বারা ব্যবসা করে থাকে তবে এর লাভ উভয়ের মাঝে বণ্টন হবে। আর জবরদখলকৃত বস্তুর উপর ভাড়া আসতে থাকলে জবরদখলকারী দখলকৃত বস্তুর সাথে সাথে তার হাতে থাকার মেয়াদ অনুপাতে ভাড়াও বুঝিয়ে দিবে।

¿ জবরদখলকৃত বস্তু পরিবর্ত হলে তার বিধান:

ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত বস্তু দ্বারা কিছু বুনে থাকলে, কাপড় ছোট করে থাকলে কিংবা কাঠ দ্বারা কিছু তৈরী করলে তা মালিককে ফেরত দিতে হবে। এমনকি ক্ষতিপূরণসহ দিতে হবে এবং এ থেকে অপহরণকারী কিছুই পাবে না।

¿ জবরদখলকৃত বস্তু অন্য বস্তুর সাথে মিশে গেলে তার বিধান:

অপহরণকারী যদি হরণকৃত বস্তুকে এমন বস্তুর সাথে মিশিয়ে ফেলে যা পৃথক করা সম্ভব নয় যেমন: তেল কিংবা চালকে তার মত তেল বা চালের সাথে মিশানো। এমতাবস্থায় মূল্য কম-বেশী না হলে উভয়ে যার যার পরিমাণ মত শরিক বিবেচিত হবে। আর কম হলে হরণকারী তা বহণ করবে আর বেশি হলে যার অংশের মূল্য বেশি হবে সে তা পাবে।

¿ জবরদখলকৃত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে তার বিধান:

অপহরণকৃত বস্তু বিনষ্ট কিংবা দোষযুক্ত হলে যদি তা কোন বস্তুর সমতুল্য হয়ে থাকে, তবে ঐ সমতুল্য বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি তা এ ধরণের না হয়, তবে সমতুল্য বস্তু লাভ করা অসম্ভব হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করা বর্তাবে।

¿ জবরদখলকারীর কার্যাদির বিধান:

অপহরণকারীর যত কাজ যেমন: বিবাহ, ব্যবসা কিংবা হজ্ব যাই হোক না কেন মালিকের অনুমতির উপর ভিত্তিশীল, যদি সে অনুমতি দেয় তবে তা চলবে নচেৎ নয়।

¿ অপহরণের ব্যাপারে কার কথা গ্রহণযোগ্যঃ

বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বস্তুর মুল্য, পরিমাণ ও বৈশিষ্টের শপথ সহকারে অপহরণকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত মালিকের পক্ষে কোন সাক্ষ্য থাকবে না। পক্ষান্তরে তা ফেরত দেওয়া ও দোষমুক্ত হওয়াতে মালিকের কথাই চূড়ান্ত হবে যতক্ষণ না কোন সাক্ষ্য (এর বিপরীতে) পাওয়া যাবে।

¿ অন্যের মালিকানা বিনষ্ট করলে তার বিধানঃ

১. যদি কেউ কোন পিঞ্জর-খাঁচা, দরজা, ঢাকনা, বন্ধন কিংবা গিরা খুলে দেয় যার ফলে ভিতরের বস্তু চলে যায়, তবে সে দায়িত্বশীল হোক আর নাই হোক ক্ষতিপূরণ দিবে; কেননা সেই অপরের বস্তু হারিয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কোন পাগলা কুকুর বা সিংহ কিংবা নেকড়ে বাঘ অথবা আহতকারী পাখি ইত্যাদি পুষে। আর তা ছেড়ে রাখার ফলে কারো কোন ক্ষতি হলে, মালিককে তার জামানত দিতে হবে।

¿ চতুস্পদ জন্তু কিছু বিনষ্ট করলে তার বিধানঃ

চতুস্পদ জন্তু রাতের বেলায় ফসল জাতীয় কিছু বিনষ্ট করলে মালিক দায়ি হবে। কেননা রাতের বেলা এগুলোকে হেফাজতের দায়িত্ব তার। পক্ষান্তরে দিনের বেলায় একাজ ঘটলে সে দায়ী হবে না। কেননা উক্ত সময় পাহারার দায়িত্ব ফসলের মালিকের। কিন্তু পশুর মালিক যদি তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তবে সে ক্ষতিপূরণের দায়ভার গ্রহণ করবে।

¿ জবরদখলকৃত বস্তু ফেরত দেয়ার বিধানঃ

১. যদি কেউ হরণকৃত বস্তু ফেরত দিতে চায় কিন্তু মালিককে না পায় তাহলে তা সুবিচারক বিচারপতির হাতে জমা দিয়ে দিবে। আর যদি সুবিচরক না পায় তাহলে তার পক্ষ থেকে দান করবে এবং পরবর্তিতে মালিক (পাওয়া গেলে) জানানোর পর মেনে না নিলে ক্ষতিপূরণ দিবে।

২. যখন হরণকারীর নিকট হরণকৃত বস্তু, চুরিকৃত মাল, আমানত, গচ্ছিত সম্পদ কিংবা বন্ধকীকৃত ইত্যাদি কিছু জমা থাকবে। আর তার

মালিককে জানা না যাবে, তখন সে তা দান করতে পারবে। অথবা মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থে তা ব্যয় করবে, ফলে তার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

¿ হারাম উপায়ে উপার্জীত সম্পদের বিধান:

যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করল। যেমন: মদের মূল্য অত:পর তওবা করল, এ অবস্থায় সে যদি হারাম সম্পর্কে আগে হতে অবহিত না হয়ে থাকে বরং পরে তা জানে তাহলে তা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু যদি এর হারাম সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত থাকে তবে তা ব্যবহার করতে পারবে না বরং কোন কল্যাণমুখী কাজে ব্যয় করে দায় মুক্ত হতে হবে।

¿ হারাম বস্তু বিনষ্ট করার বিধান:

গান-বাদ্যের যন্ত্র, ক্রুশ, মদের পাত্র, পথভ্রষ্টতা ও চরিত্র ধবংসী বই পুস্তক ও যাদু টোনার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিনষ্ট করালে কোন দায়িত্ব বর্তায় না; কেননা এসব হারাম বস্তু যা বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ এগুলো রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও তার তত্বাবধানে অবশ্যই হতে হবে যাতে অরাজকতার পথ বন্ধ হয় এবং সুবিধার পথ সুনিশ্চিত হয়।

¿ আগুন পুড়িয়ে ফেললে তার বিধান:

যে তার মালিকানাধিন জায়গায় আগুন ধরাল এবং তার অবহেলার ফলে অন্যের অধিকার পর্যন্ত তা অতিক্রম করে কিছু নষ্ট করে ফেলল, তবে সে তার ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। পক্ষান্তরে যদি বাতাস তা ছড়িয়ে থাকে তবে সে তার দায়িত্ব বহন করবে না; কেননা এতে তার কোন দখল বা ক্রুটি নেই।

¿ চতুস্পদ জন্তু রাস্তার উপর মারা গেলে তার বিধান:

চতুস্পদ জন্তু যখন পাকা রাস্তা দিয়ে চলবে এমতাবস্থায় তাকে কোন গাড়ি আঘাত করে মেরে ফেললে তার কোন বিচার নেই এবং তাকে নিহতকারী ব্যক্তির উপর কোন ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না, যদি সে অবহেলা কিংবা বাড়াবাড়ি না করে থাকে। পক্ষান্তরে জন্তুর মালিক একে ছেড়ে দেওয়া ও তার ব্যাপারে উদাসিনতা প্রদর্শনের ফলে পাপী হবে।

¿ অপহরণকৃত সম্পদের বিধান:

অপহরণকারী ব্যক্তির উপর হরণকৃত বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম, এমনিভাবে যে কোন অধিকার দ্বারা ফায়দা হাসিল করা অবৈধ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z i h g f e d c b a ` _ ^] [

النور: ٦٣

"অতএব, যারা তাঁর (রসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রাণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাষ করবে।" [সূরা নূর:৬৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخيه منْ عرْضه أَوْ شَيْء فَلْيَتَحَلَّلْهُ منْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُـــونَ دينَارٌ وَلَا درْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌ أُخذَ منْهُ بقَدْر مَظْلَمَته، وَإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخذَ منْ سَيِّئَات صَاحبه فَحُملَ عَلَيْه».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি তারই ভাইয়ের সম্ভ্রম কিংবা অন্য কিছুতে জুলুম করেছে, সে যেন আজই তা ক্ষমা চেয়ে নেয়; এমন সময় আসার পূর্বে যে দিন স্বর্ণ-ও রোপ্য মৃদ্রা কিছুই থাকবে না। তার নেক আমল থাকলে তা থেকে জুলুমের পরিমাণ মত নিয়ে নেয়া হবে। আর তা না থাকলে মাজলুমের পাপ হতে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে।"[১]

¿ আত্মরক্ষাকারীর নিজের হেফাজত করার বিধান:

কোন ব্যক্তির জান-মালের উপর হামলা হলে তার জন্য প্রতিহত করা বৈধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ:« فَلَا تُعْطه

১.বুখারী হাদীস নং ২৪৪৯

مَالَكَ».قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ:« قَاتِلْهُ ».قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: « فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ:« هُوَ فِي النَّارِ».أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]! যদি কেউ এসে আমার জান নিতে চায় তবে তাতে আপনার মত কি? তিনি [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: তোমার মাল তাকে দিবে না। সে বলল: যদি সে আমার সাথে যুদ্ধ করে তবে আমি কি করব? তিনি [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: তুমিও তার সাথে যুদ্ধ কর। সে বলল: যদি সে আমাকে হত্যা করে তবে আমি কি করব? তিনি [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: তবে তুমি শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। সে বলল: আর আমি যদি তাকে হত্যা করি তবে কি হবে? তিনি [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: সে জাহান্নামে যাবে।”[১]

২.মুসলিম হাদীস নং ১৪০

১৮- শরিকানা অংশ ক্রয় ও সুপারিশ

¿ **শরিকানা অংশ ক্রয়ঃ** কোন অংশীদার স্বীয় অংশ অন্য কারো নিকট বিক্রি করলে, অপর অংশীদার উহা বিক্রিত মূল্যে ক্রেতার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেওয়াকে শরিকানা অংশ ক্রয় বলে।

¿ **শরিকানা অংশ ক্রয় বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্যঃ**

এটি এজন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, প্রথমতঃ সে হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যের একটি দিক যা দ্বারা অংশিদারের উপর থেকে অনিষ্ট দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কোন শত্রু কিংবা দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অংশিদারের অংশ ক্রয় করলে তার সাথে মনমালিন্য সৃষ্টি এবং প্রতিবেশী কষ্ট পায়। অত:এব শরিকানা অংশ ক্রয়ে কষ্ট থেকে নিস্কৃতির ব্যবস্থা হয়ে যায়।

¿ **শরিকানা অংশ ক্রয়ের বিধানঃ**

শরিকানা অংশ ক্রয় প্রত্যেক ঐ জমি, ঘর কিংবা দেয়ালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা এখনো ভাগ বণ্টন হয়নি। এই অধিকার নষ্ট করার জন্য ছল-চাতুরি অবলম্বন করা হারাম। কেননা এটি তো বিধিবদ্ধ করাই হয়েছে অংশিদারের কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُــفْعَةَ. متفق عليه.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার প্রত্যেক ঐ বস্তুর ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছেন যা বণ্টন হয়নি। তাই যখন সীমা দাড় করানো হয় এবং পথ ভিন্ন করা হয় তখন আর শরিকানা অংশ ক্রয়ের সুযোগ থাকে না।"[১]

---

১. বুখারী, হাদীস নং- ২২৫৭ মুসলিম হাদীস নং ১৬০৮

¿ শরিকানা অংশ ক্রয়ের সময়ঃ

১. শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের কথা অংশীদার জানতে পারে। দেরি করলে তার সেই অধিকার নষ্ট হয়ে যাবে তবে সে অনুপস্থিত কিংবা অপারগ থাকলে যখন সক্ষম হবে তখন তার অধিকার পাওয়ার হকদার হবে। কিন্তু তার দাবীর উপর সাক্ষী উপস্থিত করা সম্ভব হলে এমতাবস্থায় সাক্ষী উপস্থিত না করলে তার শরিকানা অংশ ক্রয় করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

২. অংশীদার মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার সাব্যস্ত হবে। তবে অংশীদার বিক্রিত পূর্ণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে যদি কিছু মূল্য দিতে অপারগ হয় তবে অংশ নেয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

¿ শরিকানা অংশ ক্রয় সাব্যস্ত হওয়াঃ

শরিকানা অংশ অংশীদারকে না জানিয়ে বিক্রি করবে না, যদি তাকে না জানিয়ে বিক্রি করে থাকে তবুও অংশীদার এর জন্য বেশী হকদার হবে। তবে জানিয়ে দিয়ে থাকলে এবং প্রতিপক্ষ যদি বলে যে, আমার প্রয়োজন নেই তবে বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর সে দাবী তুলতে পারবে না।

¿ প্রতিবেশীর জন্য শরিকানা অংশ ক্রয়ের বিধানঃ

শরিকানা অংশে প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার, উভয়ের পথ-ঘাট অথবা পানি এক হলে উভয়ের জন্য শরিকানা সাব্যস্ত হবে; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণীঃ

«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

"যদি উভয়ের রাস্তা একটি হয় এমন প্রতিবেশী শরিকানা অংশে সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার। যদি সে অনুপস্থিত হয় তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"[১]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৩৫১৮, ইবনে মাজাহ হাদীস নং - ২৪৯৪

¿ **সুপারিশ হচ্ছে:** অন্যের জন্যে সাহায্য কামনা করা।

¿ **সুপারিশের প্রকার:**

সুপারিশ দুই প্রকার: ভাল ও মন্দ।

১. **ভাল সুপারিশ:** এমন ব্যাপারে সুপারিশ করা যা শরিয়ত সমর্থন করে। যেমন: ক্ষতি প্রতিরোধ করা অথবা কোন অধিকারভুক্ত বিষয়ে উপকার সাধন অথবা মাজলুম ব্যক্তির উপর থেকে জুলুম দূরকরণ। এ ধরনের সুপারিশ প্রশংসিত এবং এর সম্পাদনকারী প্রতিদানের অধিকারী।

২. **মন্দ সুপারিশ:** এমন ব্যাপারে সুপারিশ করা যাকে শরিয়ত হারাম কিংবা অপছন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছে। যেমন: কোন দণ্ডনীয় অপরাধ মাফ করা কিংবা কোন অধিকার বিনষ্ট করা অথবা অধিকার ছাড়াই কাউকে তা দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা। এটি নিন্দনীয় এবং এর সম্পাদনকারী পাপী।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنۡهَاۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٌ مِّنۡهَاۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقِيتٗا ﴿٨٥﴾ Z النساء: ٨٥

"যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করল তার জন্য কল্যাণের অংশ থাকবে আর যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করল তার জন্য অকল্যানের অংশ থাকবে। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।" [সূরা-নিসা: ৮৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

১৯- আমানত

¿ **আমানত হচ্ছে:** কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া কারো নিকট কোন মাল হেফাজতের জন্য আমানত রাখা।

¿ এটি বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য:

কখনো মানুষ এমন পরিস্থিতির শিকার হয়, যে ক্ষেত্রে সে স্বীয় সম্পদ হেফাজত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর তা হয়ে থাকে স্থান না পাওয়া কিংবা সামর্থ না থাকার কারণে। পক্ষান্তরে অন্য ভাইয়ের নিকট উক্ত সম্পদ হেফাজতের সামর্থ্য থাকে। তাই ইসলাম একদিক থেকে সম্পদ হেফাজতের ব্যবস্থা ও অপর দিকে যার নিকট তা রাখা হবে তার প্রতিদানের সুযোগ হিসাবে আমানতের বিধান প্রবর্তন করেছে। আমানত হেফাজতে বহু বড় প্রতিদান রয়েছে। নবী [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে স্বীয় ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।"

¿ আমানত রাখার বিধান:

আমানত একটি বৈধ চুক্তি। মালিক চাওয়া মাত্র তাকে তা ফেরত দেয়া অপরিহার্য। ঠিক তা গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি তা ফেরত দিয়ে দেয় তবে মালিককে তা গ্রহণ করাও কর্তব্য।

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ আমানত কবুল করার বিধান:

ঐ ব্যক্তির উপর আমানত গ্রহণ করা মুস্তাহাব যে জানবে যে, সে তা হেফাজত করতে সক্ষম; কেননা এতে পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে

সহযোগিতা হয়। এতে আরো রয়েছে মহাপ্রতিদান তবে তা এমন ব্যক্তির কাজ হবে যার পক্ষে এ ধরণের ব্যাপারে জড়ানো বৈধ।

¿ আমানতের জামানত:

১. কোনরূপ সীমালঙ্ঘন কিংবা অবহেলা ছাড়াই আমানত বিনষ্ট হলে তা গ্রহণকারী দায়গ্রস্ত হবে না। তবে একে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সংরক্ষণ উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

২. আমানত গ্রহণকারী সফরকালে কোন প্রকার ভয় করলে মালিক কিংবা তার প্রতিনিধির নিকট তা ফেরত দিবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মালিকের নিকট পোঁছানোর উদ্দেশ্যে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে।

৩. কারো কাছে কোন চতুষ্পদ জন্তু আমানত রাখা থাকলে সে যদি ঐ জন্তুর সুবিধা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাকে আরোহণ বানিয়ে ফেলে, অথবা গচ্ছিত টাকা-পয়সা অজান্তে অন্য টাকার সাথে মিশিয়ে ফেলার পর তার সব টাকা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে আমানত গ্রহণকারী ক্ষতিপূরণ দিবে।

৪. আমনত গ্রহণকারী আমানতদার, তাই সে জামিনদার হবে না। কিন্তু যদি সে কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন করে বা অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে জামানত দিতে হবে। আমনত ফেরত ও বিনষ্ট এবং সে কোন প্রকার অবহেলা করেনি এসব ব্যাপারে যদি সাক্ষী না থাকে তাহলে আমানত গ্রহণকারীর কথা শপথ সহকারে কবুল করা হবে।

¿ আমানত ফেরত দেওয়ার বিধান:

১. আমানতকৃত বস্তু মাল হোক বা অন্য কিছু তা আমানত গ্রহণকারীর নিকট আমাত। তার মালিক চাইলে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। যদি মালিক চাওয়ার পরেও তা ফেরত না দেয় এবং তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাকে জামানত দিতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(© ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم ´ µ ¶ ¸

بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾) [النساء/٥٨].

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।" [সূরা নিসা:৫৮]

২. যদি একাধিক আমানতদাতাদের কোন একজন তার অংশ চায় যা মাপ অথবা ওজন কিংবা সংখ্যা বিশিষ্ট জিনিস ভাগ করা যায়, তাহলে তার অংশ তাকে দিতে হবে।

¿ ব্যাংকে অর্থ আমানত রাখার বিধানঃ

ব্যাংকে রাখা অর্থ ঋণ আমনত নয়; কারণ ব্যাংক এতে ব্যবসা দ্বারা হেরফের করে। আর আমানত হেফাজত করার জিনিস হেরফের করার জিনিস নয়। তাই কোন সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা ছাড়া ব্যাংক পুড়ে গেলে ব্যাংককে ঋণের জামানত দিতে হবে। কিন্তু আমানতের জামানত নেই; কারণ আমনত রক্ষাকারী আমানতদার সে সম্পদ কব্জা করছে মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তার মালিকের উপকারার্থে। তাই সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ছাড়া তাকে জামানত দিতে হবে না। আর ঋণগ্রহীতা সম্পদের মালিকের অনুমতিক্রমে তার ফায়দার জন্য ঋণগ্রহণ করেছ। তাই সম্পদের মালিককে ঋণের জামানত দিতে হবে।

২০- অনাবাদী জমি চাষাবাদ

¿ অনাবাদী জমি:

ঐ জমিকে বলে যার কোন মালিক নেই। যে জমি বিশেষ কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট ও কোন মা'সূমের মালিকানা থেকে মুক্ত। বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট যেমন: বৃষ্টির পানির নালা, জ্বালানি ঘড়ির স্থানসমূহ, চারণভূমি, জন সাধারণের জন্য যেমন: বাগান ও কবরস্থান। আর মা'সূমের মালিকা অর্থাৎ–যা মানুষের মালিকানাভুক্ত। বনি আদমের মা'সূম হচ্ছে চারজন: মুসলিম ও চুক্তি আবদ্ধ, যিম্মী ও নিরাপত্তাধারী অমুসলিমরা। এদের কোন মালিকানাভুক্ত জিনিসের প্রতি কারো জুলুম করা জায়েজ নেই।

¿ অনাবাদী জমির আবাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য:

অনাবাদী জমি আবাদে জীবিকার পরিধি প্রশস্ত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সাথে এর খাদ্যজাত ও অন্যান্য উৎপন্ন থেকে মুসলিম মিল্লাত উপকৃত হয়। আরো উপকৃত হয় সেই জাকাত থেকে যা পাওনাদারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

¿ ভাল নিয়তে অনাবাদী জমি আবাদের ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا منْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন গাছ লাগায় কিংবা কিছু চাষ করে। অত:পর তার উৎপন্ন থেকে কোন পাখি, মানুষ কিংবা চতুস্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে, এর বিনিময়ে ইহা তার জন্যে সাদকায় পরিণত হয়।"[১]

---

১. বুখারী হাদীস নং- ২৩২০ শব্দ গুলো তারই, মুসলিম হাদীস নং - ১৫৫৩

¿ অনাবাদী জমি চাষের বিধানঃ

১. যে ব্যক্তি কারো মালিকানাধিন নয় এমন জমি আবাদ করে তা তারই হয়ে যায়। চাই সে মুসলিম হোক কিংবা জিম্মি (কাফের) হোক, তাতে রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি থাক আর নাই থাক। চাই তা ইসলামী রাষ্ট্রে হোক বা নাই হোক, যতক্ষণ না এটি মুসলিম সমাজের সাধারণ কোন স্বার্থের সঙ্গে সমপৃক্ত না হয়। যেমনঃ কবরস্থান, কাঠ কাটার স্থান ও হারাম শরীফ এবং আরাফাত ইত্যাদি জায়গার অনাবাদী জমি তথা এসব জমি আবাদ করলেই কেউ তার মালিক হয়ে যায় না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَــنْ أَعْمَــرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ». أخرجه البخار.

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"কেউ কারো মালিকানাধিন নয় এমন জমি আবাদ করলে সেই তার অধিক হকদার।"[১]

২. যদি রাষ্ট্রপতি বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করতে চান এবং ইনসাফ কায়েম ও ঝগড়ার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অনাবাদী জমি চাষের অনুমতি নেয়ার মানুষকে নির্দেশ করেন। এ অবস্থায় তাঁর নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব; কারণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশ পাপ কাজ না এমন বিষয়ে পালন করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ â وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ Z النساء: ٥٩

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর (দায়িত্বশীল ও উলামাগণ) তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়,

১. বুখারী হাদীস নং ২৩৩৫

তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যপর্ণ কর–যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা:৫৯]

¿ অনাবাদ জমি আবাদের পদ্ধতি:

জমি আবাদ নিম্মোক্ত পদ্ধতিতে হতে পারে: চিরাচরিত অভ্যাস হিসাবে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরী করা কিংবা পানি প্রবাহিত করা অথবা তাতে কুপ খনন করা কিংবা বৃক্ষ রোপণ করা। মোট কথা এ বিষয়ে সামাজিক প্রচলনের ভিত্তিতে সমাধান নিতে হবে। ফলে সমাজের লোক যে কাজকে আবাদ বলে বিবেচনা করবে তা দ্বারাই কেউ অনাবাদ জমির মালিক বলে গণ্য হবে। অতএব, যে ব্যক্তি শরয়ী বিধান মোতাবেক জমি আবাদ করবে সে তার মধ্যকার ছোট বড় সবকিছু সহ পূর্ণ জমির মালিক হবে। তবে যদি সে তা সামলাতে না পারে তা হলে রাষ্ট্রনায়ক তা নিজ দায়িত্বে বাজেয়াপ্ত করে সামলাতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিবেন।

¿ নিকটতম জমির মালিক হওয়ার নিয়ম:

শহর ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার জমি রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি ছাড়া কেউ এর মালিক হতে পারবে না। কেননা কখনো মুসলিম সমাজ কবরস্থান, মসজিদ কিংবা স্কুল-মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে। যার ফলে ব্যক্তি মালিকানা সর্বসাধারণের এই সুবিধা বিনষ্ট করে দিবে।

যে অনাবাদী জমির পানি মালিকানাভুক্ত জমিতে গড়ায় তা উক্ত জমির অন্তর্ভুক্ত, ফলে জমির মালিকদের অনুমতি ছাড়া তা আবাদ করা কিংবা অন্যদের কর্তৃক একে দখল করা বৈধ নয়।

¿ রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কাউকে যা দেওয়া জায়েজ:

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এটি বৈধ যে, তিনি অনাবাদী জমিতে আবাদকারীর জন্য দখলদারী দিতে পারেন। এমনিভাবে লোকজনের কষ্ট না হয় সেই অনুপাতে প্রশস্তপথে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বসার বন্দবস্ত করতে পারেন। তবে সরকারী বন্দবস্ত ছাড়াও ঐ লোকের জন্য তাতে বসা বৈধ যে প্রথমে পৌঁছেছে। আর যদি দুই জনই এক সাথে পৌঁছে

তবে লটারী করবে। আর লোকজন যখন রাস্তা-ঘাট নিয়ে মতানৈক্য করবে তখন (রাস্তার জন্য) সাত হাত রেখে দেয়া হবে।

¿ জমি দখল নেয়ার বিধানঃ

দখল নেয়ার নামই মালিকানা নয় বরং তা কেবল নির্দিষ্ট ও অন্যের উপর অগ্রাধিকার বুঝায়। যেমনঃ অদুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা কোন জমি বেষ্টন করা অথবা নেট বা গর্ত কিংবা মাটি দ্বারা বেষ্টনি তৈরী করা অথবা এমনভাবে কুপ খনন করা যা পানি পর্যন্ত পৌঁছে না। এ ক্ষেত্রে সরকার তা আবাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবে যদি (এর ভিতরে) শরয়ী নিয়মে তা আবাদ করা হয় তবে ভাল কথা। আর না হয় তার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তা আবাদে আগ্রহী কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে।

¿ বৈধ পানি দ্বারা সেচ দেয়ার পদ্ধতিঃ

যে ব্যক্তি বৈধ পানির নিকট অবস্থান করে যেমন: নদী কিংবা উপত্যকা তার জন্য পানি সেচ ও গিরা পর্যন্ত পানি আটকে রাখা বৈধ। অত:পর তাদের পরে যারা রয়েছে তাদের জন্য তা ছেড়ে দেবে।

¿ সীমা নির্ধারণ করার বিধানঃ

মুসলমানরা তিনটি বিষয়ে অংশীদার যথাঃ পানি, ঘাস ও আগুন। মুসলিম জনসাধারণের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ এরিয়া নির্ধারণ বৈধ নয়।

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এমন একটি বিশেষ এরিয়া থাকা বৈধ যেখানে মুসলিমদের বায়তুল মালের চতুস্পদ জন্তু ও ঘোড়া বিচরণ করবে। যেমন যুদ্ধের ঘোড়া ও সাদকার উট ইত্যাদি। এর শর্ত হলো যে, মুসলিম সমাজ এর কারণে যেন কোন অসুবিধায় না পড়ে।

যে কোন বৈধ বস্তু পর্যন্ত আগে পৌঁছে গিয়ে তা দখল করে ফেললে তা তারই। যেমনঃ শিকার, ছাউনি ও কাঠ ইত্যাদি।

¿ অন্যের অধিকারে জবরদখলের বিধানঃ

মুসলিম ব্যক্তির উপর অন্যের অধিকার চাই তা সম্পদ কিংবা ভূমি হোক তার জবরদখল হারাম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কারো জমির এক বিঘত জবরদখল করবে (কিয়ামতের দিন) তার ঘাড়ে সাত তবক জমিনের বোঝা চাপানো হবে।"[১]

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّه خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ».أخرجه البخاري.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন জমি জবরদখল করবে কিয়ামত দিবসে তাকে এর বদলে সাত তবক জমি পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে।"[২]

১. বুখারী াদীস নং ২৪৫৩ শব্দগুলো তারই , মুসলিম হাদীস নং ১৬১২
২. বুখারী হাদীস নং ২৪৫৪

২১- পুরস্কৃত করা

¿ **পুরুস্কৃতকরণঃ** কোন জানা বা অজানা বৈধ কাজের উপর সুনির্দিষ্ট পুরস্কার প্রদান করা। যেমনঃ কোন প্রাচীর তৈরী করা কিংবা হারানো পশুকে ধরে আনা ইত্যাদি।

¿ **পুরস্কৃত করার বিধানঃ**

এটি বৈধ, কেননা মানুষ তার মুখাপেক্ষী। আর প্রতিটি পক্ষের জন্য তা বাতিল করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যদি অন্য পক্ষের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে রহিত করা জায়েজ নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 [

يوسف: ٧٢

"তারা বলল: আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি এবং কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর জামিন।" [সূরা ইউসুফ:৭২]

¿ **পুরস্কৃত করার পদ্ধতিঃ**

কেউ বলবেঃ যে ব্যক্তি আমার জন্য এই দেয়াল তৈরী করবে অথবা এই কাপড় শেলাই করবে কিংবা এই ঘোড়া ধরে দিবে তার জন্য এই বস্তু পুরস্কার হিসাবে থাকবে। অতএব, যে তা করবে সে পুরস্কারের ভাগী হবে।

¿ **পুরস্কার বাতিল করার বিধানঃ**

পুরস্কার বাতিল করা বৈধ আছে; যদি কাজ সম্পাদনকারী নিজেই তা বাতিল করে তবে সে কিছুই পাবে না। আর পুরস্কার ঘোষণাকারী বাতিল করলে এমতাবস্থায় কাজ শুরু করার পূর্বে তা বাতিল করলে কার্য সম্পাদনকারী কিছুই পাবে না। তবে কাজ শুরু করার পর তা বাতিল ঘোষণা করলে তার কাজের বদলা পাওনা থাকবে।

¿ **উপকারকারিতার বদলার বিধানঃ**

১. যে ব্যক্তি পুরস্কার ঘোষণা ছাড়াই কোন হারানো বা কুড়ানো ইত্যাদি বস্তু মালিককে ফেরত দিবে সে কোনরূপ বদলা পাবে না। কিন্তু যথা সম্ভব তাকে কিছু দেওয়া মুস্তাহাব-উত্তম।

২. যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে তার মালিকের নিকট হস্তান্তর করে, সে অনুরূপ কাজের পারিশ্রমিক লাভের হকদার হবে, যদিও শর্ত ছাড়াই হয় না কেন।

২২- কুড়ানো বস্তু ও শিশু

¿ **কুড়ানো বস্তু:** এমন সম্পদ বা বস্তু যাকে তার মালিক হারিয়ে ফেলেছে এবং অন্য কেউ তা কুড়িয়ে পেয়েছে এমন বস্তুকে কুড়ানো বস্তু বলে।

¿ **কুড়ানো বস্তুর বিধান:**

বস্তু কুড়ানো ও তার ঘোষণা দেয়া ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এতে রয়েছে অন্যের হক সংরক্ষণ এবং যে ব্যক্তি কুড়িয়ে ঘোষণা দেবে এবং তার মালিকের নিকট ফেরত দেবে তার জন্য আছে প্রতিদান। আর যে ব্যক্তি কুড়ানো মালের হেফাজত ও তার প্রচার করতে সক্ষম তার জন্য তা নেয়া ও প্রচার করা মুস্তাহাব; কারণ এর দ্বারা তার ভাইয়ের মালের হেফাজত এবং সওয়াব ও প্রতিদান অর্জনের পথ সুগম হয়। আর যার মালের প্রতি লোভ এবং ফেরত না দেয়ার কুমতলব রয়েছে তার জন্য গ্রহণ করা হারাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ **হারানো সম্পদের প্রকার:**

হারানো সম্পদ তিন প্রকার:

১. যেসব বস্তুর ব্যাপারে মানুষের মাঝে বিশেষ কোন আগ্রহ নেই যেমন: চাবুক, লাঠি, রুটি ও ফল ইত্যাদি। এসব বস্তুর মালিক না পাওয়া গেলে যে কুড়িয়েছে সে তার মালিক হয়ে যাবে এবং এর ঘোষণা অপরিহার্য নয়। আর উত্তম হচ্ছে একে দান করে দেয়া।

২. এমন সব হারানো পশু-পাখি যেগুলো ছোট-খাট হিংস্র প্রাণি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে যেমন: উট, গরু, ঘোড়া, হরিণ ও পাখি ইত্যাদি। এগুলো কুড়ানো চলবে না। আর যে নিবে তার প্রতি তার দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং সর্বদা তার প্রচার ও ঘোষণা করা জরুরি হবে।

عَنْ زَيْد بْنِ خَالد الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَــنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا. أخرجه مسلم.

জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি কোন হারানো বস্তুকে আশ্রয় দেবে, তা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচার করবে না ততক্ষণ হারানো বস্তু বলে বিবেচিত হবে।"[১]

৩. সকল প্রকার সম্পদ। যেমন: টাকা, সামান-পত্র, ব্যাগ-থলি এবং ঐ সকল জীবজন্তু যারা নিজেদেরকে হিংস্র পশু থেকে বাঁচাতে পারে না। যেমন: ছাগল ও উটের বাচ্ছা ইত্যাদি। এসব কুড়ানো এই শর্তে বৈধ রয়েছে যে, লোভ করবে না এবং এর ঘোষণা প্রদানে সক্ষম হবে। সে এর উপর বিশ্বস্ত দুজনকে সাক্ষী রাখবে। আর তার ঢাকনা ও বন্ধন সংরক্ষণ করবে। অত:পর পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ উম্মুক্ত পরিবেশে বৈধ প্রচার মাধ্যম দ্বারা তার প্রচার চালাবে। যেমন: হাট বাজারে ও মসজিদের প্রবেশ পথ ইত্যাদি।

   আর যদি হারানো বস্তু কুড়িয়ে তা দায়িত্বশীল অফিসে যা সরকারীভাবে বানানো হয়েছে ফেরত দেয় তকে জিম্মাদারী শেষ হয়ে যাবে।

¿ জানানোর পরে কুড়ানো বস্তুর বিধান:

১. এক বৎসর যাবৎ যখন কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার পর মালিক পাওয়া যাবে তখন কোন সাক্ষী শপথ ছাড়াই তাকে তা বুঝিয়ে দিবে। আর তাকে না পেলে বস্তুর ঢাকনা ও পরিচয় জেনে তার মালিকানায় একে নিয়ে ব্যবহার করবে। কিন্তু যখন এর মালিক

[১]. মুসলিম হা: নং ১৭২৫

(পরে) এসে যাবে তখন তাকে তা বুঝিয়ে দিবে। এমনকি আংশিক নি:শেষ হয়ে থাকলে তার সমতুল্য বস্তু ফেরত দিবে।

২. কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার বছরেই যদি তা কোনরূপ বাড়াবাড়ি ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

¿ কুড়ানো বস্তু গ্রহণ করলে কি করবে:

কুড়ানো বস্তু যদি ছাগল কিংবা উটের বাচ্চা অথবা যে বস্তু বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন হয়, তবে আহরণকারীকে মালিকের জন্য যা বেশী উপকারী তাই করতে হবে। যদি খেয়ে নেয়ার যোগ্য হয় তবে খেয়ে নিবে তখন তাকে তার মূল্য দিতে হবে। আর যদি বিক্রি করা উত্তম হয় তো বিক্রি করে তার মূল্য সংরক্ষণ করবে। আর যদি সংরক্ষণ করা ভাল হয়, তবে প্রচার করার সময় পর্যন্ত হেফাজত করবে। আর এর জন্য যা খরচাদি করবে তা মালিকের উপর বর্তাবে।

আর অবুঝ ও ছোট বাচ্চার কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা অভিভাবকরা দিবেন। আর যে কুড়াবে সে নিজে বা তার প্রতিনিধি তার প্রচার করবে।

عَنْ زَيْدَ بْنَ خَالد الْجُهَنِيَّ قَالَ:سُئلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَة الذَّهَب أَوْ الْوَرِق فَقَالَ:«اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفقْهَا وَلْتَكُنْ وَديعَةً عنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْه».وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّة الْإِبِلِ فَقَالَ:« مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حذَاءَهَا وَسقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاة فَقَالَ: « خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». متفق عليه.

জায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে জিজ্ঞাসা করা হল স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটির কুড়ানো বস্তু সম্পর্কে। জবাবে তিনি বলেন: "তুমি তার বন্ধন ও ঢাকনা চিনে নিয়ে এক বৎসর যাবৎ তার ঘোষণা দিতে থাকবে। যদি তার সন্ধান না পাও তবে তা ব্যয় করবে এবং একে

তোমার নিকট গচ্ছিত সম্পদ হিসাবে পরিগণিত করবে। যদি জীবনে কোন দিন তার খোঁজকারী আসে তবে তাকে তা বুঝিয়ে দিবে।"

আর তাঁকে কেউ হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি [ﷺ] বলেন:"তাকে দিয়ে তোমার চিন্তা কিসের? বরং তাকে আপন গতিতে ছেড়ে দাও, তার সাথেই তার জুতা ও পানি রয়েছে। সে পানিতে অবতরণ করে ও গাছের পাতা ভক্ষণ করে পরিশেষে স্বীয় মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করে।"

আর তাঁকে ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "তুমি তা গ্রহণ কর, কেননা এটি হয় তোমার জন্য কিংবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ে বাঘের জন্য।"[১]

¿ মক্কার হারাম শরীফে পড়ে থাকা বস্তু কুড়ানোর বিধান:

হারাম শরীফে পড়ে থাকা বস্তু কুড়ানো বৈধ নয়। কেবল বিনষ্ট ও হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তা গ্রহণ করবে এবং মক্কায় থাকা পর্যন্ত গ্রহণকারীকে এর ঘোষণা দেয়া অপরিহার্য।

আর যখন মক্কা ছেড়ে যাওয়ার মনস্থ করবে তখন তা সংশ্লিষ্ট দায়িত্তশীল কিংবা তার সহকারী অথবা তার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবে। মক্কার কুড়ানো বস্তুর মালিকানা কোন অবস্থায় বৈধ নয়। ঠিক যে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত ঘোষণা দিবে সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা কুড়ানো বৈধ নয়। হাজি সাহেবদের পড়ে থাকা বস্তু হারাম শরীফের ভিতর কিংবা বাহিরে যে কোন জায়গা থেকে কুড়ানো হারাম।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ. متفق عليه.

১. বুখারী হাদীস নং ৯১ ও মুসলিম হাদীস নং ১৭২২ এবং শব্দগুলো তাঁরই

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা মক্কাকে হারাম করে দিয়েছেন। অতএব, আমার আগে ও পরে কারো জন্য তা হালাল নয়। আর শুধুমাত্র আমার জন্য দিনের এক মুহূর্ত হালাল করে দেয়াছে। তার ঘাস ছিড়া যাবে না, গাছ কাটা যাবে না, শিকারকে ভাগানো যাবে না, প্রচারকারী ছাড়া অন্য কারো জন্য তার হারানো মাল কুড়ানো যাবে না। আব্বাস [ﷺ] বললেন, কিন্তু ইযখির ঘাস যা আমাদের স্বর্ণকার ও কবরের জন্য? তিনি [ﷺ] বললেন: ইযখির ব্যতীত।"[১]

¿ মসজিদে হারানো বস্তু খোঁজার বিধান:

মসজিদে কোন হারানো বস্তু খোঁজ করা কারো জন্য জায়েজ নেই; কারণ মসজিদসমূহ আল্লাহর জিকির ও এবাদতের জন্য বানানো হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো বস্তু খোঁজ করতে শুনবে সে যেন বলে: আল্লাহ যেন তোমার নিকট তা ফেরত না দেন, কেননা মসজিদ তো এ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়নি।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৩৪৯ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৩৫৩

১.মুসলিম হাদীস নং ৫৬৮

কুড়ানো শিশু

¿ **কুড়ানো শিশু:** এ হচ্ছে সেই শিশু যার বংশ জানা যায় না অথবা যার মনিবকে কেউ চিনে না এভাবে তাকে কোন স্থানে ফেলে দেয়া হয়েছে কিংবা সে পথ ভুলে গিয়েছে।

¿ পড়ে থাকা শিশুকে কুড়ানোর বিধান:

এ ধরনের শিশুকে কুড়ানো ফরজে কেফায়া। আর যে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে লালন-পালন করবে তার জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ কুড়ানো শিশুর বিধান:

শিশু যদি ইসলামী দেশে পাওয়া যায় তবে তাকে মুসলিম বলে হুকুম দেয়া হবে। আর যেখানেই পাওয়া যাক স্বাধীন বলে হুকুম দেওয়া হবে; কারণ ইহাই তার আসল যতক্ষণ তার বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয়।

¿ কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর লালন-পালন:

কুড়িয়ে পওয়া শিশুর প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব যিনি পাবেন তারই প্রতি। যদি তিনি শরিয়াতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ও আমানতদার এবং ন্যায়পরায়ণ হন। আর তার খরচাদি বাইতুল মাল থেকে। আর যদি তার সঙ্গে কিছু পাওয়া যায় তবে তা তার জন্য খরচ করতে হবে।

¿ কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মিরাছ ও দিয়াতের বিধান:

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মিরাছ ও দিয়াত বাইতুল মালে জমা হবে যদি তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। আর তাকে কেউ স্বেচ্ছায় হত্যা

করলে তার ওলি হবেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি কেসাস ও দিয়াতের মাঝে যেটা মনে করবেন নির্দিষ্ট করবেন।

¿ কার নিকট কুড়ানো শিশু সপর্দ করা হবেঃ

যদি কোন পুরুষ বা মহিলা যার মুসলিম বা কাফের স্বামী বা স্ত্রী আছে এমন দাবি করে যে বাচ্চাটি তার তাহলে তাকেই দিতে হবে। আর যদি একাধিক ব্যক্তি দাবি করে তবে যার প্রমাণ থাকবে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর যদি কারো প্রমাণ না থাকে তবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে কার সন্তান বলতে পারে এমন ব্যক্তি যার জন্যে নির্দিষ্ট করবে সেই পাবে।

২৩- ওয়াক্‌ফ

¿ **ওয়াক্‌ফ:** মূল জিনিস ধরে রেখে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তার উপকার ফী সাবিলিল্লাহ দান করাকে ওয়াক্‌ফ করা বলে।

¿ **ওয়াকফ বিধিবিধান করার হেকমত:**

ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ অঢেল সম্পদ দিয়েছেন তারা চাই যে বিভিন্ন ধরণের ইবাদতের দ্বারা পাথেয় অর্জন করে। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য বেশি বেশি ইবাদত করে। তাই তাদের সম্পদের কিছু স্থাবর জিনিসের আসলটা বাকি রেখে তার উপকার প্রবাহমান চলতে থাকার জন্য ওয়াকফ করে। যাতে করে তার মৃত্যুর পরে হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পরবে না এমন ব্যক্তির নিকটে তার হস্তান্তর না হয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াকফের বিধিবিধান করেছেন।

¿ **ওয়াকফের বিধান:**

ওয়াকফ করা মুস্তাহাব। ইহা উত্তম দানের একটি যার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা উৎসাহিত করেছেন। নৈকট্য লাভ ও সৎ এবং এহসানের এক গুরুত্বপূর্ণ আমল। আর এর উপকারিতা অধিক ও ব্যাপক।

ইহা এমন একটি আমল যা মৃত্যুর পরেও এর সওয়াব বন্ধ হয় না বরং জারি থাকে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ Z الحديد: ١٨

"নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্য দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।" [সূরা হাদীদ:১৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَة إِلَّا مِنْ صَدَقَة جَارِيَة أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه أَوْ وَلَد صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:"যখন মানুষ মরে যায় তখন তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাহমান দান, উপকারী জ্ঞান ও সৎসন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।"[১]

¿ ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্তাবলী:

১. নির্দিষ্ট স্থাবর জিনিসে ওয়াকফ হতে হবে, যার আসল বাকি থেকে উপকার গ্রহণ করা যাবে।
২. নেকির কাজে হতে হবে যেমন: মসজিদ ও সেতু নির্মাণ এবং আত্মীয়-স্বজন ও ফকির-মিসকিনদের জন্য।
৩. নির্দিষ্ট জিনিসের দিক উল্লেখ হতে হবে যেমন: এমন মসজিদ বা অমুক ব্যক্তি তথা জায়েদ অথবা অমুক ধরণের ফকির-মিসকিনরা।
৪. স্থায়ী হতে হবে কোন সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট ও ঝুলন্ত হবে না। কিন্তু যদি ওয়াকফ দাতার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তবে চলবে।
৫. এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়াকফ হওয়া যার কর্তৃত্ব ও হস্তান্তর গ্রহণযোগ্য।
৬. ওয়াকফকারী ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত জিনিস হতে হবে।

¿ কি দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হয়:

কথা দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হতে পারে যেমন বলবে: ওয়াকফ করলাম, আটক করে দিলাম, ফী সাবিলিল্লাহ করে দিলাম ইত্যাদি। আবার কাজ দ্বারাও হতে পারে যেমন: কোন ব্যক্তি মসজিদ বানিয়ে সেখানে মানুষদেরকে নামাজ আদায়ের অনুমতি দান। অথবা কবরস্থান বানিয়ে সেখানে মানুষকে সমাধি করার অনুমতি দেওয়া।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৬৩১

¿ ওয়াকফকৃত বস্তুর পরিচালনার নিয়মঃ

ওয়াকফকারীর শর্ত মোতাবেক জমা করা, আগে করা, তরতীব ইত্যাদি করা ওয়াজিব যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। যদি সাধারণ ভাবে কোন শর্ত ছাড়াই ওয়াকফ করে তবে অভ্যাস ও প্রচলিত রিতী ও প্রথা অনুযায়ী করতে হবে যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। আর না হয় তারা হকদারের দিক থেকে সকলেই সমান।

¿ ওয়াকফকৃত বস্তুতে যা শর্তঃ

ওয়াকফকৃত বস্তুর উপকারিতার ব্যাপারে স্থায়ী উপকার হওয়াটা শর্ত। যেমনঃ ঘর-বাড়ি, জীবজন্তু, বাগান, অস্ত্র, বাড়ির আসবাব পত্র ইত্যাদি। আর মুস্তাহাব হলো ওয়াকফ সর্বোত্তম ও সুন্দর সম্পদ দ্বারা হওয়া।

¿ ওয়াকফনামা কিভাবে লিখতে হয়ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. متفق عليه.

ইবনে উমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমার [رضي الله عنه] খয়বারের কিছু জমি পান। এরপর তিনি নবী [ﷺ]-এর নিকটে পেয়ে বলেন, আমি এমন জমিন পেয়েছি যার চেয়ে উত্তম সম্পদ আর আমি কখনো পায়নি। তাই আপনি সে ব্যাপারে আমাকে কি নির্দেশ করেন? নবী [ﷺ] বললেনঃ "যদি চাও তবে তার আসল ধরে রেখে তার উপকারটা ওয়াকফ করতে পার। এরপর উমার [رضي الله عنه] তা এ ভাবে দান করেন যে, তার মূল বাকি থাকবে বেচা চলবে না। হেবা ও উত্তরাধিকার হবে না। ইহা ফকির, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আজাদ, আল্লাহর রাস্তায়, মেহমানদারী ও

মুসাফিরদের জন্য। যে এর অলি হবে সে সৎভাবে তা থেকে কিছু খেলে অথবা কোন বন্ধুকে সম্পদশালী বানানো ছাড়া খাওয়ালে গুনাহগার হবে না।[১]

¿ ওয়াকফের বিধানসমূহ:

১. যদি কোন দলের প্রতি ওয়াকফ করে আর তাদের গণনা করা সম্ভরপর হয় তবে তাদের সকলকে দেওয়া ও সমান করা ওয়াজিব। আর যদি সম্ভব না হয় তবে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া ও কিছু সংখ্যকদের উপর দেওয়া জায়েজ।

২. যদি নিজ সন্তানদের প্রতি ওয়াকফ করে অত:পর মিসকিনদের প্রতি তাহলে ইহা তার ছেলে-মেয়ে সন্তান-সন্ততিদের জন্য হবে যদিও নিজের হোক না কেন। ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে। যদি সন্তানদের কারো বড় পরিবার থাকে বা অভাব কিংবা উপার্জনে অক্ষম কিংবা দ্বীনদার ও সৎ হয় তাহলে ওয়াক্‌ফ দ্বারা খাস করলে কোন অসুবিধা নেই।

৩. যদি বলে, এ ওয়াকফটি আমার ছেলেদের জন্য বা অমুক ব্যক্তির ছেলেদের জন্য তবে শুধু ছেলেরাই পাবে মেয়েরা পাবে না। কিন্তু যদি যাদের প্রতি ওয়াকফ গোত্র হয় যেমন: বনি হাশেম ইত্যাদি তাহলে পুরুষদের সাথে মহিলারাও মিলিত হবে।

৪. ওয়াকফ একটি স্থায়ী মূল জিনিস যা অন্যের নিকট দেওয়া জায়েজ। সে তার নির্দিষ্ট লভ্য অংশ দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচর্চা করবে।

৫. ওয়াকফের নিদিংষ্ট কোন পরিমাণ নেই। ইহা মানুষ হিসেবে পার্থক্য হতে পারে। তাই যদি এমন ধনী লোক হয় যার কোন উত্তরাধিকারী নেই, তবে তার জন্য সমস্ত সম্পদ ওয়াকফ করা সুন্নত। আর যদি এমন বড়লোক হয় যার উত্তরাধিকার রয়েছে তার জন্য কিছু অংশ ওয়াকফ করা সুন্নত।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৭২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৩২

¿ ওয়াকফের উপকারতিা যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তা বিধানঃ

ওয়াকফ একটি জরুরি আকদ তথা চুক্তি যা রহিত হয় না, বেচা যায় না, দান করা ও উত্তরাধিকার হওয়া যায় না এবং বন্ধক রাখাও চলে না। খারাপ হয়ে গেলে বা অন্য কারণে এর উপকার বিনষ্ট হলে অথবা বিশেষ কোন প্রয়োজন হলে তা বিক্রি করা জায়েজ হবে। আর তার বিক্রয় মূল্য অনুরূপ কাজে লাগাতে হবে। যেমন মসজিদ যদি তার ফায়দা বিকল হয়ে পড়ে তবে তা বিক্রি করে অন্য কোন মসজিদের জন্য ব্যয় করতে হবে। আর এর দ্বারা ওয়াকফের উপকারিতা সংরক্ষণ হবে। তবে এতে যেন কোন প্রকার বিপর্যয় ও কারো কোন ক্ষতি সাধন না হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[} ~ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾ Z الإسراء: ٣٤

"আর এতিমের মালের কাছে যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্খা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"
[সূরা বনি ইসরাঈল:৩৪]

¿ ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তের বিধানঃ

প্রয়োজনে ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তন করা জায়েজ। যেমনঃ ঘরকে দোকানে রুপান্তরিত করা বাগানকে ঘর করা। আর ওয়াকফের খরচাদি তার উপার্জিত থেকেই যদি অন্য কিছু থেকে শর্ত না করে থাকে।

¿ ওয়াকফের পরিচালকঃ

ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ ষ্ট্যেট দেখা-শুনার জন্য কাউকে নির্দিষ্ট না করে তবে যার প্রতি ওয়াকফ করেছে সেই করবে যদি দির্নিষ্টভাবে করা হয়। আর যদি কোন বিভাগের জন্য করা হয়। যেমনঃ মসজিদের জন্য বা এমন ব্যক্তিদের জন্য যা গণনা করা সম্ভব নয়। যেমনঃ মিসকিন তবে দেখা-শুনার দায়িত্ব সরকার বাহাদুরের উপর বর্তাবে।

¿ ওয়াকফের সর্বোত্তম পথঃ

যে ওয়াকফ দ্বারা মুসলমানদের উপকার সর্বসময়ে ও স্থানে ব্যাপকতা লাভ করবে তাই সর্বোত্তম ওয়াকফ। যেমনঃ মসজিদের জন্য ওয়াকফ, দ্বিনী শিক্ষার ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ, আল্লাহর রাস্তায় মোজাহিদদের জন্য ওয়াকফ। অনুরূপ আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের ফকির-মিসকিন ও দুর্বল ইত্যাদির জন্য ওয়াকফ।

¿ ওয়াকফের জাকাতের বিধানঃ

ওয়াকফের দু'টি অবস্থা:

প্রথম অবস্থাঃ ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিরদের জন্য হয় যারা জাকাতের হকদার যেমনঃ ফকির ও মিসকিন, তাহলে এর কোন জাকাত বের করা লাগবে না।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিদের জন্য হয় যারা জাকাতের হকদান নয়, তাহলে ওয়াকফ থেকে প্রত্যেক গ্রহণকারী তার হক নেওয়ার পরে নেসাব পরিমাণ মাল হলে ও এক বছর অতিবাহিত হলে জাকাত দেবে।

¿ কাফেরের ওয়াকফের বিধানঃ

ওয়াকফ একটি নৈকট্য লাভের কাজ যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্যলাভ করে। আর কোন কাফেরের পক্ষ থেকে ওয়াকফ প্রকল্প করা সঠিক হবে। কিন্তু সে তার দান-খয়রাতের জন্য দুনিয়াতে প্রতিদান পাবে আখেরাতে তার কোন সওয়াব পাবে না; কারণ কাফেরের কোন আমল কবুল হয় না।

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.»
أخرجه مسلم.

আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুমিনকে তার নেকির কাজে জুলুম করেন না। তাকে তার

বদলা দুনিয়াতে দেওয়া হবে এবং আখেরাতও তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আর কাফের যে কাজ আল্লাহর জন্য করে দুনিয়াতে সে তার ফল ভক্ষণ করবে। আর যখন সে আখেরাতে পৌঁছবে তখন তার ভাল কাজের কোন প্রতিদান পাবে না।"[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮০৮

২৪- হেবা ও দান-খয়রাত

¿ **হেবা:** নিজের জীবদ্দশায় কোন বদলা ছাড়াই অন্যকে সম্পদের মালিক বানানো। এ অর্থে তাকে হাদিয়া ও 'আতিয়্যা (দান) বলে।

¿ **দান-খয়রাত:** আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ফকির ও মিসকিনদেরকে সম্পদ দান করাকে সদকা তথা দান-খয়রাত বলে।

¿ **সম্পদ দ্বারা অন্যকে সহযোগিতা করার তিনটি স্তর:**

২. অভাবী ব্যক্তিকে তোমার দাসের স্থানে মনে করে এমন কিছু দেওয়া যাতে করে তাকে মানুষের নিকট চাইতে না হয়। ইহা হচ্ছে সবচেয়ে নিম্নস্তর।

৩. অভাবীকে তোমার নিজের স্তরের মনে করা এবং সে তোমার সম্পদে শরিক ও এতে তুমি সন্তুষ্ট। ইহা হলো মধ্যম স্তর।

৪. অভাবগ্রস্থকে তোমরা নিজের উপরে প্রাধান্য দেওয়া। ইহা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সিদ্দিকীন তথা সত্যবাদীদের স্তর।

¿ **হেবা ও দান-খয়রাতের বিধান:**

হেবা ও দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব কাজ। ইসলাম হেবা, দান-খয়রাত, হাদিয়া ও 'আতিয়্যা করার প্রতি উৎসাহিত করেছে; কারণ এর দ্বারা জন্ম নেয় অন্তরের ভালোবাসা এবং মানুষের মাঝের ভালবাসার সেতু বন্ধন শক্ত হয়। আর আত্মাকে কৃপণতা ও লোভ লালসার খারাপি থেকে পবিত্র করে। এ ছাড়া যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করবে তার জন্য অগণিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّ ٱلۡمُصَّدِّقِينَ وَٱلۡمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقۡرَضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا يُضَٰعَفُ لَهُمۡ وَلَهُمۡ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ﴿١٨﴾ Z الحديد: ١٨

"নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্য দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।" [সূরা হাদীদ:১৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ µ ¶ ¸ ﴿١٧﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ Z التغابن: ١٧ ــ ١٨

“যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম কর্য দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং কোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।”
[সূরা তাগাবুন:১৭-১৮]

¿ খরচের ব্যাপারে নবী [ﷺ]-এর দিক নির্দেশনা:

আল্লাহ তা'য়ালা দানশীল ও মহাৎ। তিনি দানলীশতা ও মহানুভবতাকে ভালোবাসেন। আর নবী [ﷺ] ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। তিনি রমজান মাসে অধিক দানশীল হতেন। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদান দিতেন ও তা গ্রহণ করার জন্য বলতেন। তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। তিনি যা কিছুর মালিক হতেন তা সবার চেয়ে বেশি দান করতেন। তাঁর নিকট কেউ কিছু চাইলে কম হোক বা বেশি হোক তা দিতেন কখনো না বলতেন না। তিনি এমন ভাবে দান করতেন যে ফকির হওয়ার ভয় করতেন না। আর দান-খয়রাত ছিল তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় জিনিস।

তাঁর নিকট হতে দান গ্রহিতার আনন্দের চেয়ে দান করে তিনি বেশি আনন্দ ও খুশি হতেন। কোন অভাবী তার প্রয়োজন পেশ করলে তিনি তা নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিতেন। আর তাঁর [ﷺ] দান-খয়রাত ছিল বিভিন্ন প্রকার। কখনো হেবা কখনো দান-খয়রাত আর কখনো হাদিয়া। আর কখনো তিনি কোন জিনিস ক্রয় করে ক্রয় মূল্যের চেয়েও বেশি দিতেন। আবার কার নিকট থেকে ঋণ নিলে পরিশোধের সময় তার চেয়েও উত্তম ও বেশি দিতেন। আবার কখনো কারো নিকট হতে কিছু ক্রয় করে তার মূল্য ও সামগ্রী উভয়টা ফেরত দিতেন। তাই তিনি ছিলেন সবার চেয়ে উদার প্রাণের মানুষ। তাঁর অন্তর ছিল সবার

চেয়ে পবিত্র ও দানশীল। হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[k l m n o Z القلم: ٤

"আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা কালাম:৪]

¿ বদান্যতা ও এহসানের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

a _ ^] \ [Z X W V U T [

Z j i h g f e d c b البقرة: ٢٧٢

"আর যা তোমরা ভাল কিছু খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ কর। ভাল যা কিছু তোমরা খরচ কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পূরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" [সূরা বাকারা:২৭২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি একটি খেজুর পিরমাণ পবিত্র উপার্জন থেকে দান করবে। আর আল্লাহ পবিত্র জিনিস ছাড়া কবুল করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা তাঁর ডান হাত দ্বারা কবুল করেন। অত:পর তা তার মালিকের জন্য প্রতিপালন করেন যেমনটি তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে। এমনকি তা একদিন পাহাড়ের ন্যায় হয়ে যাবে।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪১০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০১৪

¿ দান গ্রহণের বিধান:

যার নিকট তার চাওয়া ও অপেক্ষা ছাড়াই কোন সম্পদ আসে সে যেন তা গ্রহণ করে এবং তা প্রতাখ্যান না করে; কারণ ইহা রিজিক যা আল্লাহ তার জন্য পাঠিয়েছেন। যদি চাই তা দ্বারা সম্পদশালী হবে অথবা চাইলে দান করে দেবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِه يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷻ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] উমার ইবনে খাত্তাব [ﷻ]কে দান করলে উমার [ﷻ] রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমার চেয়ে অভাবী ব্যক্তিকে দান করুন। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] উমারকে বলেন: "গ্রহণ কর এবং তা দ্বারা মালদার হও অথবা অন্যকে দান করে দাও। এ ধরনের যে সম্পদ তোমার নিকট আসে যার তুমি প্রতিক্ষা-আশা করনি কিংবা চাওনি তা গ্রহণ কর। এ ছাড়া অন্য কিছুর পিছনে তোমার প্রবৃত্তিকে পিছু করবে না।"[১]

¿ কি দ্বারা হেবা সম্পাদন হয়:

অন্যকে কোন বদলা ছাড়া সম্পদের মালিক বানানোর যে কোন শব্দ দ্বারা হেবা অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন: তোমাকে হেবা করলাম অথবা তোমাকে হাদিয়া দিলাম কিংবা তোমাকে দান করলাম। আর প্রতিটি দানকৃত বস্তু যা হেবার প্রতি ইঙ্গিত করে তার দ্বারা। যে সকল বস্তু বিক্রি করা সঠিক তা হেবা করাও জায়েজ। আর হেবার বস্তু কমও যদি হয় তা ফেরত নেওয়া মকরুহ।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৬৪ মুসলিম হাঃ নং ১০৪৫ শব্দ তারই

¿ মানুষ তার সন্তানদেরকে কিভাবে দেবে:

১. মানুষের জীবদ্দশায় তার সন্তানদেরকে দান করতে পারে তবে শর্ত হলো তাদের উত্তরাধিকারের হিসাবে সবাইকে সমপরিমাণে দিতে হবে। যদি কাউকে কারো উপরে প্রাধান্য দেয় তাহলে বেশিটা নিয়ে ও কমটা বেশি করে সমান করে দিবে।

২. যদি কোন ব্যক্তি তার কোন সন্তানকে কোন কারণবশত: যেমন: অভাব বা বয়স বেশি কিংবা সন্তান বেশি অথবা অসুস্থ বা জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত ইত্যাদি, তাহলে এর জন্য তাকে বিশেষ ভাবে দেওয়া জায়েজ আছে। কিন্তু প্রাধান্য দিয়ে কাউকে বেশি দেওয়া হারাম।

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍرضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « فَارْجِعْهُ».متفق عليه.

নু'মান ইবনে বাশীর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তার বাবা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমি আমার ছেলেটিকে আমার একটি দাস দান করেছি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "তোমার প্রতিটি সন্তানকে এরূপ দান করেছ? বাবা বললেন: না, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"যা দান করেছ তা ফেরত নেও।"[১]

¿ হেবা ফেরত নেয়ার বিধান:

বাবা ছাড়া অন্য কারো জন্য হাতে কব্জাকৃত হেবায় ফিরে যাওয়া যাবে না। ছেলের যে সম্পদ প্রয়োজন নেই এবং তা নেওয়াতে তার কোন প্রকার ক্ষতিও নেই সে মাল বাবার জন্য ফেরত নেওয়া জায়েজ আছে। সন্তানের জন্য বাবার নেওয়া ঋণ ইত্যাদি চাওয়া জায়েজ নেই। কিন্তু বাবার প্রতি সন্তানের জন্য যতটুকু খরচ করা ওয়াজিব তা চাইতে পারে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৫৮৬ মুসলিম হাঃ নং ১৬২৩ শব্দ তারই

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন:"হেবা করার পর তাতে ফিরে যাওয়া, ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর আবার সেটা খায়।"[১]

¿ হাদিয়াদাতা ও হাদিয়াগ্রহণকারীর জন্য সুন্নত:

হাদিয়া গ্রহণ করা মুস্তাহাব এবং তার বিনিময়ে তার মত বা তার চেয়ে উত্তম দেওয়া সুন্দর কাজ। যদি দেওয়ার মত কিছু না পায় তবে তার জন্য দোয়া করবে। মুশরেকের চিত্তাকর্ষণ ও ইসলাম গ্রহণের আশায় তাকে হাদিয়া দেওয়া ও তার থেকে নেওয়া জায়েজ আছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. أخرجه البخاري.

১. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] হাদিয়া-উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং তার অতিরিক্ত দান করতেন।"[২]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ».أخرجه الترمذي.

২. উসামা ইবনে জায়েদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কারো প্রতি কেউ কোন অনুগ্রহ করলে যদি সে কর্তার জন্য বলে: [জাজাকাল্লাহু খাইরাা] অর্থ: আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তাহলে সে ভূয়সী প্রশংসা করল।"[৩]

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৫৮৯ মুসলিম হা: নং ১৬২২

[২]. বুখারী হা: নং ২৫৮৫

[৩]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২০৩৫ সহীহ সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১৬৫৭

¿ সর্বোত্তম দান-খয়রাত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:أَتَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أَيُّ الصَّدَقَة أَعْظَمُ؟ فَقَالَ:« أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকট এস বলল, হে আল্লাহর রসূল! কোন দানের প্রতিদান অধিক? তিনি [ﷺ] বললেন:"তোমার সুস্থ ও কৃপণ অবস্থার দান, যখন তুমি অভাব অনটনের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার চেষ্টা কর। আর দানের ব্যাপারটা কণ্ঠনালীতে মৃত্যু আসা পর্যন্ত দেরী করবে না। এ সময় বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত এবং অমুকের প্রতি আমার এত ঋণ আছ।"[১]

¿ হাদিয়া ফেরত দেওয়ার বিধান:

কারণবশত: হাদিয়া ফেরত দেওয়া জায়েজ আছে। যেমন: জানা গেল যে হাদিয়াদাতা এহসানের জন্য খোঁটা দেয়। অথবা এ দ্বারা সে তিরস্কার করে কিংবা মানুষের কাছে বলে বেড়াই ইত্যাদি। আর যদি হাদিয় চুরি করা বা লুণ্ঠন করা হয় তবে তা প্রত্যাক্ষান করা ওয়াজিব।

¿ কোন উপকারের জন্য হাদিয়া দেওয়ার বিধান:

যে ব্যক্তি কোন দায়িত্বশীলকে কোন নাজায়েজ কাজ করার জন্য হাদিয়া দেয় তা হাদিয়াদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম। ইহা এমন ঘুষ যা দাতা ও গ্রহীতা অভিশপ্ত। আর যদি হাদিয়া দায়িত্বশীলের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য অথবা তার ওয়াজিব অধিকার নেওয়ার জন্য হয়, তাহলে এই হাদিয়া গ্রহীতার জন্য হারাম আর দাতার জন্য জায়েজ; কারণ এর দ্বারা সে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারবে ও নিজের হক হেফাজত করতে পারবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪১৯ মুসলিম হাঃ নং ১০৩২

যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে এরপর সে জন্য তাকে হাদিয়া দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সুদের এক বিরাট অধ্যায় রচনা করল।

মহৎ দান-খয়রাত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أَيُّ الصَّدَقَة أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে মহৎ দান-খয়রাত কোনটি? তিনি [ﷺ] বলেন: "তুমি সুস্থ্য ও কৃপণ এবং অবাভকে ভয়কর ও ধনী হওয়ার আশা রাখ এ অবস্থার দান মহৎ দান। আর মৃত্যু কণ্ঠনালীতে আসা পর্যন্ত দেরী করবে না যখন বলবে, অমুকের জন্য এ অমুকের জন্য এ দান।"[১]

¿ মৃত্যুর সময় দানের বিধান:

যার মৃত্যু ভয়ঙ্কর যেমন: মহামারী-প্লেগ ইত্যাদি তার প্রতি উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু দান করা জরুরি না এবং করলে সঠিক হবে না। তবে মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে যারা উত্তরাধিকারী না তাদের জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক দান করা জরুরি না এবং করলে সঠিক হবে না। তবে মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে জায়েজ।

¿ মুশরিককে হাদিয়া ও তার থেকে গ্রহণ করার বিধান:

মন রঞ্জন ও ইসলাম কবুলের আশায় কোন মুশরিককে হাদিয়া দেওয়া ও তার থেকে গ্রহণ করা জায়েজ।

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৪১৯ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১০৩২

১. আল্লাহর বাণী:

X W V U T S R Q P O N M L K J I)

.[الممتحنة/٨] (_ ^] \ [Y

“ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লাড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।” [সূরা মুমতাহিনা:৮]

وعن أنس رضي الله عنه قال: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ». متفق عليه.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ]কে একটি রেশমির জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি [ﷺ] রেশমির কাপড় থেকে নিষেধ করতেন। মানুষ এ দেখে আশ্চর্য হলে নবী [ﷺ] বলেন:“যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! সা'দ ইবনে মু'য়াযের জান্নাতের রুমাল এর চাইতেও সুন্দর।”[১]

عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ:« نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ ». متفق عليه.

৩. আসমা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমার মুশরেকা মা আমার নিকট আসেন। আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করি, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা আমার নিকট এসেছেন কিছুর পাওয়ার আশায়, আমি কি তার সাথে সম্পর্ক রাখব? তিনি [ﷺ] বলেনঃ হ্যাঁ, তুমি তার সাথে

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৬১৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৪৬৯

সম্পর্ক রাখ।"[১]

¿ দান-খয়রাতের সর্বোত্তম স্তর:

সর্বোত্তম ও কল্যাণকর দান-খয়রাত হলো অভাবমুক্ত অবস্থায় দান করা এবং পোষ্যবর্গ দ্বারা আরম্ভ করা।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ : ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.أخرجه مسلم.

জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিন বলেন:"তোমার নিজের দ্বারা আরম্ভ কর তার উপর দান কর। এরপর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে তা তোমার পরিবারের জন্য। অত:পর তোমার পরিবারকে দেওয়ার পর কিছু বাঁচলে তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য। যদি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়ার পর কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে তা এরূপ ও এরূপ। তিনি বলেন: তোমার সামনের, ডানের ও বামের লোকদের জন্য।"[২]

¿ ভাল কার্যাদিতে খচর করার ফজিলত:

আল্লাহর রাহে এবং মুসলমানদের উপকারী খাতে ব্যয় করা এক বিরাট নৈকট্য লাভের কাজ। এর সওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত ও বহুগুণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। আর আল্লাহর রাস্তায় খচর করা সাতশত গুণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ যার জন্য চাইবেন বর্ধিত করবেন। আর ইহা খরচকারীর অবস্থা, নিয়ত, ঈমান, এখলাস, এহসান, দিলের উদারতা ও এ দ্বারা তার আনন্দের উপর বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। ইহার খরচের পরিমাণ, উপকার ও তার যথাস্থানে ব্যবহারের উপর নির্ভর করবে। অনুরূপ যা খরচ করা হচ্ছে তার পবিত্রতা ও খরচের পদ্ধতির উপরেও নির্ভর করবে।

---

১. বুখারী হা: নং ২৬২০ ও মুসলিম হা: নং ১০০৩ শব্দ তারই

২. মুসলিম হাঃ নং ৯৯৭

১. আল্লাহর বাণী:

ZY X W V U T S R Q P O N M[

البقرة: ٢٦١ Z g f e d b a ` _] \ [

“যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের উদাহরণ হলো একটি দানার ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ হয়। আর প্রতিটি শিষে একশত করে দানা হয়। আল্লাহ যার জন্য চান তার অধিক বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ বড় দানশীল ও জ্ঞানী।” [সূরা বাকারা:২৬১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

] ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ´ µ

¶ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ Z البقرة: ٢٧٤

“যারা তাদের সম্পদ রাতে দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের নেই কোন প্রকার ভয়। আর না তারা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা করবে।” [সূরা বাকারা: ২৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ তার ইসলামকে সুন্দর করে তখন তার কৃত প্রত্যেকটি ভাল কাজের বিনিময়ে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত লেখা হয়।”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪২ মুসরিম হাঃ নং ১২৯ শব্দ তারই

২৫–অসিয়ত

¿ **অসিয়ত হচ্ছেঃ** মরণের পর কোন লেনদেন কিংবা সম্পদের দান সম্পর্কে কৃত বিশেষ উপদেশ।

¿ **অসিয়ত বিধি-বিধান হওয়ার তাৎপর্যঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা তদীয় রসূলের জবান দ্বারা এ ধরনের অসিয়ত প্রবর্তন করে স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং দয়া প্রদর্শন করেছেন। একজন মানুষ মারা যাওয়ার পূর্বে তার সম্পদের কিছু অংশ কল্যাণের কাজে বরদ্দ করে যেতে পারে, যা দ্বারা ফকির ও মুখাপেক্ষীরা উপকৃত হয় এবং অসিয়তকারী ব্যক্তিও নিজ আমল থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর এর সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের সুযোগ পায়।

¿ **অসিয়তের বিধানঃ**

১. অসিয়ত মুস্তাহাব সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার প্রচুর ধন–সম্পদ রয়েছে এবং তার সন্তান–সন্ততি অমুখাপেক্ষী। সে তার সম্পদের ঊর্ধ্বে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে যাবে, যা কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে ব্যয় হবে, যেন সে মৃত্যুর পর এর সওয়াব লাভে ধন্য হতে পারে।

২. ঐ ব্যক্তির উপর অসিয়ত ফরজ যার জিম্মায় আল্লাহর পাওনা কিংবা কোন মানুষের পাওনা রয়েছে অথবা তার নিকট অন্যের আমানত জমা আছে। এরূপ অবস্থায় সে লিখবে ও প্রকাশ করে যাবে যাতে করে কারো অধিকার নষ্ট না হয়। এমনি ভাবে যে ব্যক্তির প্রচুর সম্পদ আছে তার প্রতি উত্তরাধিকারীদের ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের জন্যে ঊর্ধ্বে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করা উচিত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ ´ µ ¶ ¸ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ
وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠ Z البقرة: ١٨٠

"আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর অবধারিত করেছন যে, তোমাদের কারো মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় তখন বাবা-মা ও স্বজনের উদ্দেশ্য সদভাবে অসিয়ত করে যায়। ধর্মভীরুদের এটা অবশ্য করণীয়।" [সূরা বাকারা :১৮০]

৩. হারাম অসিয়ত হলো: উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে শুধু এক জনকে যেমন: বড় ছেলে বা স্ত্রীর জন্য সম্পদের অসিয়ত করা। অথবা হারাম কাজের জন্য সম্পদের ওয়াসিয়ত করা। যেমন: বেশ্যালয় বা শারাবা পান ইত্যাদির জন্য ওয়াসিয়ত করা। এ ধরনের ওয়াসিয়ত বাস্তবায়ন করা যাবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ কার অসিয়ত সঠিক হবে:

অসিয়ত বিশুদ্ব হবে প্রত্যেক বুদ্ধিমান, সাবালকের পক্ষ থেকে এবং বিবেকবান বাচ্চা ও সম্পদ সম্পর্কে নির্বোধ ইত্যাদি নারী-পুরুষের পক্ষ থেকে।

¿ অসিয়তকৃত সম্পদের পরিমাণ:

যারা উত্তরাধিকারী রয়েছে তাদের জন্য বেশি সম্পদ রেখে যাওয়া অস্থায় এক পঞ্চমাংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ অন্যের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা সুন্নত। কিন্তু এক পঞ্চমাংশের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা উত্তম। অনুত্তরাধিকারীর জন্য এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা বৈধ। যে অভাবী ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা মুখাপেক্ষী তার জন্য অসিয়ত করা মকরুহ। যার উত্তরাধিকারী নেই তার পক্ষে পূর্ণ সম্পদের অসিয়ত বৈধ। যার উত্তরাধিকারী আছে তার পক্ষে কোন অজ্ঞাত লোকের জন্য এক

তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত বৈধ নয়। উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে অসিয়ত বৈধ নয়। যদি তার মাতা, পিতা, ভাই ইত্যাদির কারো জন্য হজ্ব কিংবা কুরবানির অসিয়ত করে তাবে তারা জীবিত থাকলে তা বৈধ; কেননা তা হচ্ছে সওয়াব দ্বারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নামান্তর। এটি সেই অসিয়ত নয় যা দ্বারা মালিক বানানো উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

¿ কর্তৃত্বের ব্যাপারে উইলকারীর পক্ষ থেকে জন্য শর্ত:

যার উদ্দেশ্যে অসিয়ত করা হবে তার জন্য শর্ত হল মুসলিম, বিবেকবান, বিবেচনা ও অসিয়তকৃত বিষয়ে সুন্দর পরিচালনার সামর্থ্যবান হওয়া। অসিয়তকৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক।

¿ অসিয়ত ও হেবার মধ্যে পার্থক্য:

অসিয়ত হলো: মৃত্যুর পরে দানের দ্বারা কাউকে মালিক বানানো। আর হেবা হলো: বর্তমানে অন্য কাউকে সম্পদের মালিক বানানো। উভয়টি মুসলিম ও কাফের দ্বারা সঠিক হয়। আর উত্তম হলো জীবদ্দশায় ভাল কাজের জন্য অসিয়ত করা। কারণ দান ও হেবা বেঁচে থাকা অবস্থায় করা মৃত্যুর পরের চাইতে উত্তম।

¿ অসিয়তের নিয়ম:

অসিয়তকারীর মৌখিক উক্তি কিংবা লিখিত বক্তব্যের দ্বারা অসিয়ত বিশুদ্ধ হবে। এ ধরনের অসিয়ত লিখা ও তার উপর সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব যার দ্বারা বিবাদের পথ তাতে বন্ধ হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এই

অধিকার নেই যে, তার অসিয়ত করার কোন বস্তু থাকা সত্বেও অসিয়ত না লিখা ছাড়াই দুই রাত অতিবাহিত করে।"[১]

¿ কার জন্য অসিয়ত জায়েজঃ

প্রতিটি মুসলিম ও কাফের ব্যক্তির জন্য অসিয়ত এমন বস্তুর ক্ষেত্রে বিশুদ্ব হবে, যাতে বৈধ পন্থায় উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এমনিভাবে তা মসজিদ, সেতু ও মাদরাসার জন্য বিশুদ্ব।

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ অসিয়তের ক্ষেত্রসমূহঃ

ওয়াসিয়তের দু'টি ক্ষেত্র রয়েছে:

১. অসিয়ত মারা যাওয়ার পরে নির্দিষ্ট কিছু কাজের লেনদেনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমনঃ তার মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার অসিয়ত ও ছোটদের দেখা শুনা করা অথবা তার তৃতীয়াংশকে ভাগ করা। ইহা মুস্তাহাব কাজ ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য এমন নৈকট্যপূর্ণ কাজ যার উপর সে পুরস্কৃত হবে।

২. অসিয়ত সম্পদ দান করা দ্বারা হতে পারে। যেমনঃ তার সম্পদের এক পঞ্চমাংশে অসিয়ত করল ফকিরদের উদ্দেশ্যে কিংবা আলেম, দ্বীনের মুজাহিদ, মসজিদ নির্মাণ অথবা পানি পান করার কূপ খনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

¿ অসিয়ত পরিবর্তন করার বিধানঃ

অসিয়ত ভালভাবে হওয়া অপরিহার্য। যদি অসিয়তকারী উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন তবে তা হারাম হবে এবং সে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৩৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬২৭

এর জন্য পাপী হবে। পক্ষান্তরে অসিয়ত ইনসাফ ভিত্তিক হলে অসিয়তকৃতদের পক্ষে তা পরিবর্তন করা হারাম। যে ব্যক্তি জানবে যে, অসিয়তে জুলুম কিংবা পাপ রয়েছে তার পক্ষে অসিয়তকারীকে উত্তম ও ইনসাফের জন্য উপদেশ দেয়া সুন্নত এবং তাকে জুলুম থেকে নিষেধ করবে। কিন্তু সে যদি তা গ্রহণ না করে তবে অসিতকৃতদের মাঝে মীমাংসা করবে যাতে ইনসাফ, সন্তুষ্টি ও মৃত ব্যক্তির দায়িত্ব মুক্তি লাভ হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ ´ µ ¶ ¸ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ
وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى
ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١ ! " # $ % & ' ( ) *
+ , . / 0 1 2 Z البقرة: ١٨٠ - ١٨٢

"তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অসিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। মুত্তাকীদের জন্য এ নির্দেশ জরুরি। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। অত:পর যে ব্যক্তি শুনার পর তা পরিবর্তন করে, তবে এর পাপ তাদেরই হবে যারা এর পরিবর্তন করবে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রতা, সর্বজ্ঞাতা। আর যে অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে জুলুম কিংবা পাপের আশঙ্কা করে ফলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে, তবে তার উপর কোন পাপ নেই। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।" [সুরা বাকারা:১৮০–১৮২]

¿ সর্বোত্তম অসিয়ত:

১.আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[! " # $ % & ' ( ) + , - .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 9 : ; <

I H G F E D C B A @ ? > =

Y W VUT SR Q P O N M L K J

Z [\ ] Z البقرة: ٣٠ – ٣٢

“আর তোমার পালনর্কতা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন: আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত আপনার গুণকীর্ত্তণ করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন: নি:সন্দেহে আমি যা জানি, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অত:পর বললেন: আমাকে তোমরা এগুলোর নাম দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, আপনি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদিগকে শিখিয়েছেন। নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।”
[সূরা বাকারা:৩০-৩২]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.متفق عليه.

২. তলহা ইবনে মুসাররেফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করি, নবী [ﷺ] কি অসিয়ত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে মানুষের উপর কিভাবে অসিয়ত লিখা হয়েছিল বা তাদেরকে তার নির্দেশ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, তিনি [ﷺ] আল্লাহর কিতাবের অসিয়ত করেন।”[১]

[১]. বুখারী হা: নং ২৭৪০ শব্দ তাঁইর মুসলিম হা: নং ১৬৩৪

¿ পাপের কাজে অসিয়ত করার বিধান:

পাপের কাজে অসিয়ত সঠিক হবে না এবং করাও হারাম। যেমন: গীর্জা ও মাজার নির্মাণ, খেলাধুলার ক্লাব, বেশ্যায়ল খোলা ইত্যাদি বিষয়ে অসিয়ত করা। চাই অসিয়তকারী মুসলিম হোক কিংবা কাফের হোক। আর যে এ ধরনের অসিয়ত করবে সে পাপী হবে এবং তার কারণে যারা ভ্রষ্ট হবে বা বিপর্যয়ে পড়বে তাদের পাপও তার ঘাড়ে চাপবে। আর রাষ্ট্রপতির উচিত হবে এ ধরণের অসিয়তকে পরিবর্তন করা এবং কোন বৈধ নেক কাজে তা ব্যয় করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ অসিয়ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার সময়:

অসিয়ত সঠিক হওয়া না হওয়া মৃত্যুর সময়কার অবস্থা অনুযায়ী ধর্তব্য হবে। যেমন: কোন উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে অসিয়ত করল কিন্তু সে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় অনুত্তরাধিকারী হয়ে পড়ল। যেমন: কেউ আপন ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে মারা গেল। মৃত্যুর পর তার একজন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এর দ্বারা ভাই মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার অসিয়ত সঠিক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি অনুত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে অসিয়ত করে কিন্তু মৃত্যুর সময় সে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। যেমন: ছেলে থাকা অবস্থায় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে অসিয়ত করল। অত:পর তার ছেলে মারা গেল তখন অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে যদি উত্তরধিকারীরা তা সমর্থন না করে।

¿ মৃত ব্যক্তির সম্পদের বণ্টনের পদ্ধতি:

কোন ব্যক্তি মারা গেলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অত:পর অসিয়তকৃত বস্তু এবং পরিশেষে উত্তরাধিকার বণ্টন।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

f e d c b a ` _ ^] \ [Z Y[

u t s q p o n m l k j i g

النساء: ١٢ Z ﴿١٢﴾ ~ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } | { z y x w v

"যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই অথবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়–ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে অসিয়তের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।" [সূরা নিসা:১২]

¿ অসিয়তকৃত ব্যক্তিদের দায়িত্বের বিধান:

অসিয়তকৃত ব্যক্তি এক কিংবা একাধিক হতে পারে তবে যদি তারা একাধিক হয় এবং প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে অসিয়ত নির্দিষ্ট থাকে, তবে যার যার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তা বিশুদ্ব হবে। কিন্তু যদি একাধিক অসিয়তকৃতকে এক বিষয়ে অসিয়ত করে থাকে। যেমন: তার সন্তান কিংবা সম্পদের দেখা-শুনার ব্যাপারে অসিয়ত, এমতাবস্থায় কোন একজনের পক্ষে একা কিছু হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

¿ অসিয়ত কবুল করার সময়:

অসিয়তকৃত ব্যক্তির পক্ষে অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে অসিয়ত গ্রহণ করা চলে। আর যদি সে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে কিংবা পরে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার অধিকার শেষ হয়ে যাবে; কারণ সে তা গ্রহণ করেনি।

¿ অসিয়তের বিধানসমূহঃ

যখন অসিয়তকারী এই বলে অসিয়ত করবে যে, আমি অমুকের উদ্দেশ্যে আমার ছেলের উত্তরাধিকার পরিমাণ অথবা অন্য যে কোন উত্তরাধিকারীর সমান অসিয়ত করলাম, তখন তার জন্য মূল সম্পত্তির সাথে সেই পরিমাণ অংশ পাওনা বলে বিবেচিত হবে। যদি একাংশ কিংবা কিছু পরিমাণের ক্ষেত্রে অসিয়ত করে, তবে উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছানুযায়ী তাকে কিছু দিয়ে দিবে।

যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে মারা যাবে যেখানে কোন বিচারক কিংবা অসিয়তকৃত ব্যক্তি নেই। যেমনঃ মরুভূমি ও শূন্য প্রান্তর তবে তার পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের জন্য বৈধ যে, তারা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আয়ত্ব করে সুবিধামত কাজে লাগাবে।

¿ অসিয়তের বাক্যঃ

অসিয়ত নামার প্রারম্ভে তাই লিখা মুস্তাহাব যা আনাস (রা:) থেকে সাব্যস্ত রয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِه وَصَايَاهُمْ هَذَا مَا أَوْصَى بِه فُلَانُ ابْنُ فُلَان أَوْصَى أَنَّهُ :يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَرَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِه أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِه إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ] } | { ~ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ Z البقرة: ١٣٢. ثُمَّ يَذْكُرُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوْصِي بِهِ.أخرجه البيهقي والدارقطني.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ সাহাবাগণ অসিয়ত নামার শুরুতে লিখতেনঃ এটি হচ্ছে অমুকের সন্তান অমুকের অসিয়ত। সে অসিয়ত করছে যে, সে সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত

সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বান্দা ও রসূল। নি:সন্দেহে কিয়ামত সমাগত, আল্লাহ কবর বাসীদেরকে অবশ্যই উঠাবেন। সে তার পরবর্তী পরিবারবর্গকে যে অসিয়ত করছে তা হলো: তারা যেন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে ভয় করে। নিজেরা পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর রাখে এবং মুমিন হয়ে থাকলে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগ্যত করে। সে তাদেরকে ঐ অসিয়ত করছে যা ইবরাহীম (আ:) ও ইয়াকূব (আ:) তাঁদের স্বীয় সন্তানদেরকে করেছিলেন এই বলে:

[{ | } ~ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ Z البقرة: ١٣٢

"হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীন নির্বাচন করেছেন। অতএব, তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না।" [সূরা বাকারা:১৩২] অত:পর সে যা অসিয়ত করতে চায় তা উল্লেখ করবে।[১]

¿ যা দ্বারা অসিয়ত বাতিল হয়ঃ

নিম্নোক্ত বিষয়াদি দ্বারা অসিয়ত বাতিল হয়:

১. অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন পাগল হয়ে যাবে।
২. অসিয়তের বস্তু যখন বিনষ্ট হয়ে যাবে।
৩. অসিয়তকারী যখন অসিয়ত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।
৪. অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন তা ফেরত দিবে।
৫. যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর পূর্বে মারা যাবে।
৬. যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীকে হত্যা করবে।
৭. যখন অসিয়তের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাবে। অথবা যে ব্যাপারে অসিয়তকৃত ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

[১]. হাদীসটি সহীহ, বাইহাকী হাঃ নং ১২৪৬৩ দারাকুতনীঃ ৪/১৪৫ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ হাঃ নং ১৬৪৭

২৬–দাস-দাসী মুক্তকরণ

¿ **দাস-দাসীদের মুক্তকরণঃ** কোন মামুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে স্বাধীন করে দেয়ার নাম দাস মুক্তকরণ।

¿ **ইসলামে স্বাধীন ও পরাধীনতাঃ**

ইসলাম যখন এসেছে তখন পরাধীনতা ছিল এবং এর পথসমূহ খোলা ছিল। তাই ইসলাম সেগুলা থেকে বাঁচার সুব্যবস্থা করেছে। ইসলামে মানুষ মাত্র সবাই স্বাধীন। কেবল একটি কারণ দ্বারা তাদের উপর গোলামীর বোঝা চাপে। আর তা হলোঃ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কাফের হিসাবে যখন কাউকে বন্দী করে আনা হবে। ইসলাম এমন দাস-দাসীদের গোলামীর কলঙ্ক মুক্ত করার জন্য বহুবিধ পন্থা নির্ধারণ করেছে। যেমনঃ রমজানের দিনে যে রোজাদার স্ত্রী সঙ্গম করে, তার কাফফারার প্রথম ধাপে রেখেছে দাস মুক্তি। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে জিহার তথা সে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম তাদের কারো অঙ্গের সাথে তুলনা করার কাফ্‌ফারা, ভুলবশতঃ হত্যার কাফ্‌ফারা এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা ইত্যাদি।

/ . - , + * (' & % $ # " ! [

? > = < ; : 9 7 6 5 4 3 2 1 0

K J I H G F E C B A @

X W V U T R Q P O N M L

[النساء: ٩٢] Z b a ` _ ^ \ [Z Y

“কোন মুসলিমের কাজ নয় যে, কোন মুসলিমকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলিমকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অত:পর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলিম ক্রীতদাস

মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অত:পর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ্ মাফ করানোর জন্যে একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা:৯২]

¿ দাস মুক্তির বিধান প্রবর্তনের তাৎপর্য:

ইহা হচ্ছে নৈকট্য লাভের বড় একটি পুণ্যের কাজ; কেননা আল্লাহ তা'য়ালা একে হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধের কাফ্ফারা বানিয়েছেন। এতে নিরাপরাধ মানুষকে গোলামীর শিকল থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এর দ্বারা সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন ও সম্পদ পরিচালনার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দান-সদকা হচ্ছে তাই যার মূল্য সবচেয়ে বেশি ও যা তার মালিকের নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও প্রিয়।

¿ সর্বোত্তম দাস-দাসী আজাদ:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « إِيْمَانٌ بالله وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِه » قَالَ قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ». متفق عليه.

আবু যার গেফারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম আমল কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহর রাহে জিহাদ। তিনি [ﷺ] বলেন, আমি বললাম, কোন গোলাম আজাদ করা সর্বোত্তম? তিনি [ﷺ] বললেন:"যে গোলামের মূল্য বেশি এবং সে তার মালিকের নিকট উৎকৃষ্ট।"[১]

¿ দাস মুক্তির ফজিলত:

১.আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[s t u v w x y z { | } ~ Z البلد: ١١ – ١٣

[১]. বুখারী হা: নং ২৫১৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৮৪

“অত:পর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে দাসমুক্তকরণ।” [সূরা বালাদ:১১-১৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে স্বাধীন করবে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তা‘য়ালা তার প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।”[১]

¿ কি দ্বারা আজাদ হবে:

দাস মুক্তি সেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত প্রত্যেক এমন শব্দ দ্বারা হতে পারে যা উক্ত বিষয়কে বুঝায়। যেমন: তুমি স্বাধীন কিংবা মুক্ত ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এমন আত্মীয়কে দাস-দাসী হিসাবে ক্রয় করবে যাকে গোলাম বানানো হারাম, তবে মালিক হওয়ার সাথে সাথে সে স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। যেমন: মাতা–পিতা ইত্যাদি। যে দাসী স্বীয় মনিবের পক্ষ থেকে সন্তান প্রসব করবে সেই মুনিব মারা যাওয়ার সাথে সাথে উক্ত দাসী স্বাধীন হয়ে যাবে।

¿ মুকাতাবাহ তথা দাস মুক্তির চুক্তির বিধান:

এটি হচ্ছে দাস-দাসীর পক্ষ থেকে মনিবকে দির্নিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আজাদ করার নাম। ইহা কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়।

২. এটি ভাল দাস-দাসীর পক্ষ থেকে মনিবের নিকট প্রস্তাবিত হলে তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

M L J I H G F E D C B A @ [

Z i Q P O N النور: ٣٣

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৫১৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫০৯

"তোমাদের দাস–দাসীদের মধ্যে যারা দাসত্ব মুক্তির লিখিত চুক্তি করতে চায় তোমরা সে চুক্তিতে আবদ্ধ হও যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের ব্যাপারে অবগত হও। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান কর।" [সূরা নুরঃ ৩৩]

২. মনিবের প্রতি ওয়াজিব হলো: উক্ত দাসকে তার অর্থের কিছু অংশ যেমন এক চতুর্থাংশ দিয়ে কিংবা তার দেনা-পাওনা মাফ করে তাকে সাহায্য করা। লিখিত চুক্তিধারী দাসকে বিক্রি করা বৈধ, তার ক্রেতা তার চুক্তিদাতার স্থলাভিষিক্ত হবে, ফলে তার উপর যে মূল্য বর্তায় সে তা পরিশোধ করলে স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু অপারগ হলে দাসই থেকে যাবে।

¿ তাদবীরঃ

মৃত্যুর সঙ্গে গোলাম আজাদ করার শর্ত করাকে তাদবীর বলে। যেমন: মালিক তার গোলামকে বলবে: যদি আমি মারা যাই তাহলে তুমি আমার মত্যুর পর আজাদ। অতএব, যখন সে মারা যাবে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে যদি তা মালিকের সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি না হয়। কিন্তু বেশি হলে তা বিক্রি করা ও দান করা জায়েজ হবে।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِه أَعْتَقَ غُلَامًا لَــهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِه إِلَيْه».متفق عليه.

জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, তাঁর সাহাবাদের মধ্যে একজন তার মৃত্যুর পরে গোলাম আজাদ করেছে। কিন্তু এ ছাড়া তার আর কোন সম্পদ নেই। নবী [ﷺ] গোলামটিকে আট শত দিরহাম দ্বারা বিক্রি করে সে মূল্য তার (আত্মীয়-স্বজনের) নিকট প্রেরণ করেন।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭২৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৯৯৭

হে আল্লাহ! আমাদের সকলের গর্দানকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করুন। আর দুনিয়ার অপদস্ত ও আখেরাতের আজাব থেকে নিস্কৃতি দান করুন।

পঞ্চম পর্ব

বিবাহ ও তার পরিশিষ্ট

এর মধ্যে রয়েছে:

১	বিবাহের অধ্যায়
২	তালাকের অধ্যায়
৩	রাজ'য়াত: স্ত্রীকে তালাকের পর পুনরায় গ্রহণ
৪	খোলা তালাক: স্ত্রীর আগ্রহে (ক্ষতিপূরণ নিয়ে) প্রদত্ত তালক
৫	ইলা: চার মাস স্ত্রীর সংস্পর্শ পরিত্যাগের কসমকরণ
৬	জিহার: স্ত্রীকে মা অথবা কোন মুহাররামাতের সাথে উপমা দেওয়া
৭	লি'আন: স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া
৮	ইদ্দত: তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা মহিলাদের বিশেষ কালক্ষেপণ
৯	রাযা'য়াত: শিশুদের স্তন্যদান
১০	সন্তান প্রতিপালন
১১	খোর-পোষ ও ভরণ-পোষণ (খাদ্য ও পানীয় বস্তু, জবাই ও শিকার)

قال الله تعالى:

b a ` _ ^] \ [Z Y)

m l k j i h f e d c

[الروم:٢١] (n

আল্লাহর বাণীঃ

“আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।” [সূরা রূম:২১]

১. বিবাহ অধ্যায়

১- বিবাহের বিধানসমূহ

¿ **বিবাহঃ** বিবাহ হচ্ছে শরিয়তের একটি বন্ধন, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর আপোসে একে অপরকে সম্ভোগ করা হালাল হয়ে যায়।

¿ **বিবাহের রহস্যঃ**

প্রতিটি সৃষ্টিকুলে বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্ক আল্লাহ তা'য়ালা নিদর্শনসমূহের একটি নির্দশন। ইহা জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মাঝে সাধারণভাবে উন্মুক্ত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ Z الذاريات: ٤٩

"আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।" [সূরা যারিয়াত:৪৯]

আর মানুষের বিষয়টা আল্লাহ তার অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় যৌনচর্চা করার পথ উন্মুক্ত রাখেননি। বরং তার উপযুক্ত সম্মানজনক নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার দ্বারা মানব জাতির মর্যাদার হেফাজত ও সম্মান সংরক্ষণ হয়। আর তা হলো শরিয়ত সম্মত বিবাহ। এ দ্বারা একজন পুরুষ অপর মহিলার সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক হয়। ইহা উভয়ের সন্তুষ্টি ও ইজাব-কবুল এবং ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের প্রতি পতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা সঠিক পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ হয়। আর বংশানুক্রম বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং হেফাজতে থাকে প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে নারীরা।

¿ **বিবাহের ফজিলতঃ**

বিবাহ সমস্ত নবী-রসূলগণের সবচেয়ে তাকিদপূর্ণ একটি সুন্নত। যে সুন্নতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূলুল্লাহ [ﷺ] উৎসাহ প্রদান করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

d c b a ` _ ^] \ [Z Y M

الروم: ٢١ L n m l k j i h f e

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে।" [সূরা রূম: ২১]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

الرعد: ٣٨ L (٣٨) t s r q p o n m l M

"আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান- সন্ততি দিয়েছি।" [সূরা রা'দ: ৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা নবী [ﷺ]-এর সাথে এমন সব যুবক ছিলাম যাদের কিছুই ছিল না। নবী [ﷺ] আমাদের জন্য বললেন:"হে যুবকের দল! তোমাদের মাঝে যে 'বাআত' তথা শারীরিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে; কারণ ইহা চক্ষুকে নিচু রাখে এবং যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না তার প্রতি রোজা; কারণ রোজা হল তার যৌন ক্ষমতার জন্য দমনকারী।"[১]

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫০৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪০০

¿ বিবাহ্ বৈধকরণের হিকমতঃ

১. বিবাহ্ এমন একটি কাজ যা দ্বারা সৎ পরিবেশ ও সুন্দর সমাজ গঠন এবং পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করার ব্যাপারে সাহায্য করে। আর জীবনকে পূত-পবিত্র ও হারামে পতিত হওয়া থেকে হেফাজত রাখে। ইহা এক বাসস্থান ও প্রশান্তি। এর দ্বারা সৃষ্টি হয় ভালোবাসা, প্রণয়, মিল-মহব্বত ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিস্তার লাভ করে প্রফুল্লতা।

২. বিবাহ হচ্ছেঃ সন্তান জন্মের সর্বোত্তম পন্থা এবং বংশ কুল হেফাজতের সাথে সাথে বংশ বিস্তার করার বৈধ পদ্ধতি। এর দ্বারা জন্ম নেয় আপোসের মাঝে পরিচিতি, সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব।

৩. বিবাহ হচ্ছেঃ যৌন চাহিদা পূরণের এক উত্তম পন্থা এবং বিভিন্ন ধরণের রোগ-বালা থেকে নিরাপদে থেকে যৌন ক্ষুধা পূরণ করার একমাত্র বৈধ পথ।

৪. বিবাহের দ্বারা সৎ পরিবার গঠন হয়, যা সুন্দর সমাজের জন্য একটি ভাল বীজ স্বরূপ। স্বামী কষ্ট করে উপার্জন করে, খরচ ও ভরণ পোষণ করে আর স্ত্রী সন্তানদের প্রতিপালন করে এবং সংসার পরিচালনা ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে। এর দ্বারা সুসংগঠিত হয় সমাজ ব্যবস্থা।

৫. বিবাহ দ্বারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বভাব পরিতৃপ্তি হয় যা সন্তানদের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়।

৬. জন্মের মাধ্যমে মানব জাতির ধ্বংস ও নি:শেষ থেকে হেফাজত হয়।

¿ বিবাহের বিধানঃ

বিবাহের পাঁচটি বিধান রয়েছে। মানুষের অবস্থার প্রেক্ষিতে বিধান পার্থক্য হয়ে থাকে।

১. যার যৌন চাহিদা রয়েছে এবং জেনায় ফেঁসে যাওয়ার ভয় নেই তার জন্য বিবাহ করা সুন্নত; কারণ এর মাঝে রয়েছে নারী-পুরুষ ও উম্মতের অনেক উপকার।

২. যে ব্যক্তি বিবাহ না করলে জেনায় ফেঁসে যাওয়ার ভয় রয়েছে তার প্রতি বিবাহ করা ওয়াজিব।

৩. যে ধনী লোকের যৌন চাহিদা নেই এবং যার ক্ষমতা আছে কিন্তু মন সেদিকে যায় না এমন ব্যক্তিদের জন্য বিবাহ করা জায়েজ।
৪. যে ফকির মানুষের যৌন চাহিদা নেই এবং ভরণ-পোষণ করারও ক্ষমতা নেই তার প্রতি বিবাহ করা মকরুহ।
৫. আর যার নিকট প্রথম স্ত্রী আছে এবং দ্বিতীয় বিবাহ করলে ইনসাফ করতে পারবে না এমন ভয় হয়, তবে তার প্রতি দ্বিতীয় বিবাহ করা হারাম।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

d b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T M

النساء: ٣ L r q p o n l k j i h g f e

"আর যদি এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না এ ভয় কর, তবে সেসব মহিলাদের মধ্য হতে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মাঝে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভবনা রয়েছে।"
[সূরা নিসা:৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

. - , + *) ' & % $ # " ! [

النور: ٣٢ Z 4 3 2 1 /

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরা নূর:৩২]

¿ স্ত্রী নির্বাচনঃ

বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য স্নেহময়ী, ঘন ঘন বাচ্চা দেয় এমন, কুমারী, দ্বীনদার ও সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করা সুন্নত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:« تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَـــا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নারীদেরকে চারটি জিনিসের জন্য বিবাহ করা হয়। (এক) সম্পদের জন্য। (দুই) বংশ-বুনিয়াদের জন্য। (তিন) সৌন্দর্যের জন্য। (চার) দ্বীনের জন্য। অতএব, দ্বীনদারকেই অগ্রাধিকার দাও। তোমার হাত ধূসরিত (মঙ্গল) হক।"[১]

¿ সর্বোত্তম নারীঃ

সর্বোত্তম মহিলা হলো সেই সৎ নারী যার প্রতি তার স্বামী দৃষ্টি দিলে মনে আনন্দ পায়, নির্দেশ করলে তার আনুগত্য করে। আর স্বামীর বিপরীত চলে না এবং তার নিজের ও সম্পদের ব্যাপারে স্বামী ও তাঁর রসূল যা ঘৃণা করেন তা করে না। তার প্রতি আল্লাহর যা আদেশ তা পালন করে এবং যা নিষেধ তা হতে বিরত থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الـــدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ».أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:"সমস্ত দুনিয়াটা উপকারী বস্তু। আর সর্বোত্তম দুনিয়ার উপকারী বস্তু হচ্ছে সৎ স্ত্রী।"[২]

¿ একাধিক বিবাহ বৈধকরণের হিকমতঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা একজন পুরুষের জন্য ঊর্ধ্বে চারজন নারীকে বিবাহ করা বৈধ করেছেন এর অতিরিক্ত চলবে না। কিন্তু শর্ত হলো তার

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫০৯০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৯৯

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৪৬৭

শারীরিক, অর্থনৈতিক ও তাদের মাঝে ইনসাফ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। একাধিক বিবাহের মাঝে রয়েছে বহুবিদ উপকার। যেমনঃ লজ্জাস্থানের হেফাজত, যাদের বিবাহ করবে তাদেরকে পূত-পবিত্র রাখা এবং তাদের প্রতি এহসান করা। এ ছাড়া বংশের বিস্তার লাভ, যার দ্বারা উম্মতের সংখ্যা এবং আল্লাহর এবাদতকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অতএব, যদি ভয় করে যে, তাদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে শুধুমাত্র একজন স্ত্রীকে বিবাহ করবে অথবা দাসী গ্রহণ করবে। আর দাসীর জন্য আলাদা কোন দিন ভাগ করা ওয়াজিব নয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

d b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T M

النساء: ٣ L r q p o n l k j i h g f e

"আর যদি এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না এ ভয় কর, তবে সেসব মহিলাদের মধ্য হতে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মাঝে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভবনা রয়েছে।"
[সূরা নিসাঃ ৩]

২. প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী আল্লাহ একাধিক বিবাহকে যখন বৈধ করেছেন তখন অন্য দিকে ইহা নিজস্ব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হারাম করে দিয়েছেন। যেমনঃ দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। অনুরূপ ফুফু ও ভাতিজীকে এবং খালা ও ভাগিনীকে; কারণ এর ফলে সৃষ্টি হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও জন্ম নিবে বিভিন্ন ধরণের আপোসে দুশমনি। নিশ্চয় সতিনদের মাঝের ঈর্ষা বড় কঠিন।

৩. নবী [ﷺ]-এর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সংখ্যা অনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন নারীদেরকে যাদের ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। আর মুসলিমদের জন্য

চারজনকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং নারীদেরকে করেছেন অনির্দষ্ট। তাই একজন মুসলিমের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত সুন্নত মোতাবেক বিবাহ করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Y X W V U T S R Q P O N M L K J [

٥٢ :الأحزاب Z d c b a ` _ ^ | \ [Z

"এরপর আপনার জন্যে আর কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।" [সূরা আহজাব:৫২]

¿ বিবাহের পয়গামের জন্য কি করবে:

যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করতে চায় তার জন্য মুস্তাহাব হলো: একাকী নির্জনতা ছাড়াই মেয়ের এমন কিছু অংশ দেখা যা তাকে বিবাহের জন্য আকৃষ্ট করে। তার সঙ্গে করমর্দন করবে না এবং শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করবে না ও তার যা দেখবে তা কোথাও প্রকাশও করবে না। নারীও তার পয়গামদাতাকে দেখবে। আর যদি নিজে দেখা সম্ভবপর না হয় তবে বিশ্বস্ত কোন মহিলাকে দেখার জন্য পাঠাবে, সে দেখে এসে তার বর্ণনা দিবে। আর বিবাহের পয়গামে বা অন্য ব্যাপারে ছবি লেনদেন করা হারাম। আরো হারাম পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরা যাকে বিবাহের আংটি বলে আখ্যাতি করা হয়। ইহা কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা ছাড়াও শরিয়তে পুরুষদের জন্য সোনা ব্যবহার করা হারাম।

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. أخرجه الترمذي والنسائي.

মগীরা ইবনে শু'বা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি একজন মহিলাকে বিবাহের পয়গাম দিলে নবী [ﷺ] তাকে বলেন:"তাকে দেখ; কারণ ইহা তোমাদের

দু'জনের মাঝে স্থায়ী ভালবাসার জন্য উপযুক্ত।"[১]

¿ অন্য ভাইয়ের পয়গামের উপর পয়গাম দেওয়ার বিধান:

পয়গাম বা অন্য কোন ব্যাপারে ছবি দেওয়া-নেওয়া হারাম। আর পুরুষের প্রতি হারাম হলো অন্য ভাইয়ের পয়গামের উপর পয়গাম দেওয়া। তবে যদি প্রথমজন ছেড়ে দেয় বা তাকে অনুমতি দেয় কিংবা মেয়ের পক্ষ থেকে প্রথম ব্যক্তিকে না করে দেয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যদি প্রথম ব্যক্তির পয়গামের উপর পয়গাম দেয় আর বিবাহ হয়ে যায়, তবে আকদ সহীহ হয়ে যাবে কিন্তু সে গুনাহগার হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমান বলে বিবেচিত হবে।

¿ ইদ্দত পালনকারিণীকে বিবাহের পয়গাম দেওয়ার বিধান:

১. মৃত স্বামী বা তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারী মহিলাকে সুস্পষ্টভাবে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হারাম। তবে অস্পষ্টভাবে প্রস্তাব দেয়া জায়েজ। যেমন: পুরুষ বলবে: আমি তোমার মত নারীকে চাই। নারী উত্তরে বলবে: তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি চাই না ইত্যাদি।

২. তিন তালাকের কম তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারিণী নারীকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দু'ভাবেই পয়গাম দেয়া বৈধ। কিন্তু রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারিণীকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট যে কোন ভাবেই পয়গাম দেয়া হারাম।

¿ বিবাহের রোকন:

বিবাহের আকদ সহীহ হওয়ার তিনটি রোকন:

১. বিবাহ সহীহ হওয়ার কোন বাধা ছাড়াই (যেমন: দুধপান ও ভিন্ন দ্বীন ইত্যাদি) বর-কণের অস্তিত্ব থাকা।

২. ইজাব পাওয়া: মেয়ের অলি কিংবা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে এ বলা যে, আমি তোমার সাথে অমুক মেয়ের বিবাহ দিলাম কিংবা তোমাকে মালিক বানিয়ে দিলাম ইত্যাদি শব্দ।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হা: নং ১০৮৭ শব্দ তাঁরই নাসাঈ হা: নং ৩২৩৫

৩. কবুল পাওয়াঃ স্বামী অথবা তার উকিলের পক্ষ থেকে বলাঃ আমি এ বিবাহ্ কবুল করলাম... ইত্যাদি শব্দ বলা। অতএব, যখন ইজাব ও কবুল পাওয়া যাবে, তখন বিবাহের আকদ হয়ে যাবে।

¿ বিবাহের শর্তসমূহঃ

বিহবাহ সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলোঃ

১. বর-কণের নির্দিষ্টকরণ।
২. বর- কণের উভয়ের সন্তুষ্টি।
৩. অলিঃ অলি ছাড়া কোন মহিলার বিবাহ জায়েজ নেই।
৪. মোহরানা দ্বারা বিবাহ হওয়া।
৫. বর-কণেকে নিষেধাজ্ঞা হতে মুক্ত হওয়া যেমনঃ দু’জনের বা কোন একজনের মাঝে এমন কিছু পাওয়া, যা বিবাহকে বারণ করে। চাই তা বংশের জন্য হোক বা অন্য কোন কারণের জন্য হোক। যেমনঃ দুধপান ও ভিন্ন ধর্মালম্বী ইত্যাদি।

¿ অলির জন্য শর্তঃ

অলিকে পুরুষ, স্বাধীন, সাবালক (প্রাপ্তবয়স্ক), বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। বর-কণের দ্বীন একই হওয়া শর্ত। নও মুসলিমা নারী যার কোন অলি নেই তার অলি দেশের বাদশাহ নিজেই বা তাঁর প্রতিনিধি। অলিঃ মেয়ের বাবা, তিনিই তার বিয়ে দেয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার। অত:পর বাবা যার অসিয়ত করবেন। এরপর দাদা, এরপর ছেলে, অত:পর ভাইয়ের পর চাচা। অত:পর বংশের সবচেয়ে নিকটের আসাবা[১], এরপর দেশের বাদশাহ।

মেয়ের গার্জিয়ানের প্রতি ওয়াজিব হলোঃ একজন সৎ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা-তদবির করা। মেয়ের বা বোনের কোন ভাল ও সৎ ছেলের নিকট বিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করায় কোন অসুবিধা বা দোষের কথা নয়।

---

[১]. আসাবা বলা হয়ঃ নিকটাত্মীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করে।

যখন নিকটের অলি বাধা দিবে অথবা অলির যোগ্য না কিংবা অনুপস্থিত থাকবে যার সাক্ষাৎ কষ্ট ছাড়া অসম্ভব, এমন অবস্থায় তার পরের স্তরের অলি বিবাহ দিবেন।

¿ অলি ছাড়া বিবাহের বিধানঃ

অলি ছাড়া বিবাহ বাতিল। বিচারকের নিকট তার বিয়ে বিচ্ছেদ অথবা স্বামী থেকে তালাক করানো ওয়াজিব। আর যদি বাতিল বিয়ের দ্বারা সহবাস হয়, তবে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হালাল করার জন্য মহরে মিছিল দিতে হবে। এ ধরনের বিবাহ হলে দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ করানো ওয়াজিব। আর অলির উপস্থিতিতে নতুন করে বিবাহ দিতে হবে। আর আগের বিবাহ দ্বারা কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদের দু'জনের দিকেই সম্বোধন করতে হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

- , + *) | ' & % $ # " ! [

النور: ٣٢ Z 4 3 2 1 | / .

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরা নূরঃ৩২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا – ثم ذكرت بقية الأقسام- ثم قالت: فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ. اخرجه البخاري.

২. আয়েশা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, জাহেলিয়াতের বিবাহ ছিল চার প্রকার। তার মধ্যে আজকাল মানুষের বিবাহের একটি বিবাহ। একজন পুরুষ অপর পুরুষের আওতাধীন নারী বা তার মেয়ের প্রস্তাব দিয়ে মোহর দ্বারা

বিবাহ করত। (এরপর তিনি বাকি বিবাহের প্রকারগুলো উল্লেখ করেন) অত:পর বলেন: এরপর যখন মুহাম্মদ [ﷺ]কে সত্য (দ্বীন) দ্বারা প্রেরণ করা হলো তখন তিনি বর্তমানে মানুষের বিবাহের নিয়ম ছাড়া জাহেলিয়াতের সকল বিবাহকে বিলুপ্ত করে দেন।"[১]

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. أخرجه أحمد والترمذي.

৩. আবু মুসা আশ'য়ারী [রাঃ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"কোন বিবাহই অলি ছাড়া হবে না।"[২]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. أخرجه أبو داود والترمذي.

৪. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে কোন নারী তার অলির অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। আর যদি তার সাথে মিলন হয়, তবে তার যৌনাঙ্গ হালাল করার জন্য রয়েছে মোহরে মিছিল।[৩] আর যদি অলিরা ঝগড়া করে, তবে যার কোন অলি নেই তার অলি দেশের বাদশাহ।"[৪]

¿ বিবাহের আকদের সময় সাক্ষী রাখার বিধান:

বিয়ের আকদের জন্য দু'জন বিবেকবান ও সাবালক এবং ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। যদি বিবাহের প্রচার হয় এবং তার উপর দু'জন সাক্ষী রাখা হয় তবে উত্তম। আর যদি দু'জন সাক্ষী ছাড়াই প্রচার হয় অথবা সাক্ষী রাখা হয় প্রচার ব্যতীত তবুও বিবাহ সঠিক হবে।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫১২৭

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৯৫১৮ তিরমিযী হা: নং ১১০১

[৩]. তার মা বা ফুফু কিংবা বোনদের সমপরিমাণ মোহর।

[৪]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাঊদ হা: নং ২০৮৩ তিরমিযী হা: নং ১১০২ শব্দ তাঁরই

¿ বিবাহতে কুফু তথা উপযুক্ততা:

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপযুক্ত হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য শর্ত হলো: দ্বীন ও স্বাধীনতা। অতএব, অলি যদি সতী-সাধ্বী মেয়ের কোন ফাজের তথা পাপিষ্ঠ-লম্পটের সাথে কিংবা স্বাধীন নারীকে কোন দাসের সঙ্গে বিবাহ দেয়, তবে বিয়ে সহীহ হবে। কিন্তু নারীর জন্য অধিকার রয়েছে বিবাহ বন্ধনে থাকা অথবা বিয়ে বিচ্ছেদ করা।

¿ বিবাহ দেয়ার জন্য নারীদের অনুমতি নেওয়ার বিধান:

১. মেয়ে কুমারী হোক বা বিবাহিতা হোক তার অলির প্রতি ওয়াজিব হলো: বিবাহ দেয়ার পূর্বে তার অনুমতি গ্রহণ করা। নারী যাকে ঘৃণা করে তার সঙ্গে বিয়ের জন্য তাকে বাধ্য করা জায়েজ নেই। যদি তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়াই তার বিবাহ দেয়, তবে তার বিয়ের আকদ বাতিল করার অধিকার রয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ:« أَنْ تَسْكُتَ ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:"বিবাহিতা নারীর নির্দেশ তলব ছাড়া তার বিয়ে দেয়া চলবে না এবং কুমারী নারীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয়া যাবে না।" তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: কুমারীর অনুমতি আবার কিভাবে? তিনি [ﷺ] বললেন: "তার চুপ থাকই অনুমতি।"[১]

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. أخرجه البخاري.

২. খানসা বিনতে খেযাম আনসারী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি একজন বিবাহিতা নারী ছিলেন। তার বাবা তার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ দেন।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫১৩৬ মুসলিম হাঃ নং ১৪১৯

আর তিনি এ বিবাহকে অপছন্দ করেন। ফলে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে আসলে তিনি [ﷺ] তার বিবাহকে বাতিল করে দেন।"[১]

২. নয় বছরের কম বয়সের মেয়ের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়াই তার জন্য উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেয়া বাবার জন্য জায়েজ রয়েছে।

¿ বিবাহের খুৎবার বিধানঃ

আকদকারীর জন্য মুস্তাহাব হলোঃ আকদের পূর্বে খুৎবায়ে হাজাত পড়া যেমনঃ খুৎবাতুল জুমায় উল্লেখ হয়েছে। ইহা বিবাহ ও অন্যান্য খুৎবার জন্য প্রযোজ্য। তা হলো "ইন্নাল হামদা লিল্লাাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতাঈনুহু --------" অত:পর খুৎবায় উল্লেখিত আয়াতসমূহ পাঠ করবেন। এরপর তাদের মাঝে আকদ তথা বন্ধন করে দিবেন এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী রাখবেন।

¿ বিবাহের শুভেচ্ছা বিনিময়ের বিধানঃ

হাদীসে যেভাবে এসেছে তা দ্বারা বিবাহের শুভেচ্ছা দেয়া মুস্তাহাব।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ قَالَ:« بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার সময় বলতেনঃ "বাারাকাল্লাহু লাকুম, ওয়া বাারাকা 'আলাইকুম, ওয়া জামা'আ বাইনাকুমাা ফী খাইর।"[২]

অর্থঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য ও তোমাদের প্রতি বরকত দান করুন এবং তোমাদের দু'জনের মাঝে কল্যাণময় সুসম্পর্ক করে দেন।

¿ নারীর আকদের সময়ঃ

পবিত্র ও মাসিক অবস্থায় নারীর বিবাহের আকদ করা জায়েজ। কিন্তু মাসিক অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। আর পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া জায়েজ। এর বিধান পরে আসবে -ইনশাা আল্লাহ-।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫১৩৮

[২].হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২১৩০, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৯০৫ শব্দ তারই

আকদের পরে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে এবং নির্জনে হওয়া ও উপভোগ করা জায়েজ। কারণ সে এখন তার স্ত্রী। কিন্তু এ সবই পয়গামের পরে ও আকদের পূর্বে হারাম।

¿ স্বামী যখন বাসর ঘরে স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করবে তখন কি করণীয়:

১. স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট বাসর ঘরে প্রবেশ করবে তখন স্ত্রীর প্রতি সদয়, সহনুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করবে। আর মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে বিসমিল্লাহ বলবে ও বরকতের জন্য দোয়া করবে। অত:পর বলবে:

« **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ** ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

"আল্লাাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহাা ওয়া খাইরা মাা জাবালতাহাা 'আলাইহ্, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহাা ওয়া মিন শাররি মাা জাবালতাহাা আলাইহ্।"[১]

২. নব দম্পতি তাদের বিবাহ দ্বারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র এবং আল্লাহর হারামকৃত জেনায় পতিত হওয়া থেকে হেফাজতের নিয়ত করবে। এর ফলে তাদের মধুর মিলন হবে দান-সদকায় পরিণত।

৩. মিলনের সময় বিসমিল্লাহ ও হাদীসে বর্ণিত দোয়াটি পড়া সুন্নত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন:"যদি তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় বলে: "বিসমিল্লাাহ, আল্লাাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্ব–না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্ব–না মাা

---

[১].হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২১৬০ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২২৫২

রাজাক্বতানাা।" আর যদি এ মিলনে তাদের মাঝে সন্তান হয়, তবে শয়তান তার কখনোই ক্ষতি করতে পারবে না।"[১]

৪. স্বামীর জন্য স্ত্রীর যোনীপথে সামনে থেকে বা পিছন থেকে যে কোনভাবে মিলন করা জায়েজ। আর স্ত্রীর মলদ্বারে ও হায়েজ অবস্থায় মিলন করা হারাম।
৫. কারো সামনে স্বামী-স্ত্রীর মিলন করা হারাম। অনুরূপভাবে নিজেদের মিলন তথ্য কারো সামনে প্রকাশ করাও হারাম।

¿ বিবাহের উদ্দেশ্য:

বিবাহের উদ্দেশ্য পাঁচটি:

বংশ বিস্তারের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ, উম্মত বৃদ্ধিকরণ, যে পানি আটকিয়ে রাখলে ক্ষতি তা বেরকরণ, হারাম থেকে নিজেকে সংরক্ষণ ও যৌন ক্ষুধা পূরণ করা। আর শেষেরটি শুধুমাত্র জান্নাতে হবে এবং পূর্ণতার চরম শিখরে পৌঁছবে।

¿ স্বামী-স্ত্রীর একসাথে গোসল করার বিধান:

স্বামী-স্ত্রী সহবাস করার পর দ্বিতীয়বার মিলন করতে চাইলে সালাতের ওযুর মত ওযু করা সুন্নত। ইহা দ্বিতীয় বারের জন্য প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে। তবে গোসল করে দ্বিতীয় বার মিলন করাই উত্তম। তাদের দু'জনের জন্য একই স্থানে একসাথে বাথরুমে গোসল করা জায়েজ; যদিও একে অপরের সর্বাঙ্গ দেখে তবে কোন অসুবিধা নেই। স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পর ওযু করে ঘুমানো মুস্তাহাব-উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ. قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ. متفق عليه.

আয়েশা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতেন। পাত্রটি 'ফারাক' পরিমাণ পানি ধরত। (আয়েশা)

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৩৮৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৩৪

বলেনঃ আমি এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ] একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। কুতাইবা (রহঃ) বলেনঃ সুফিয়ান (রহঃ) বলেনঃ ‘ফারাক’ তিন সা‘ (প্রায় ৬ লিটার ১২০ গ্রাম পানি)

২- মুহাররামাত

(যে সকল নারীদের বিবাহ করা হারাম)

¿ যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ্ করতে চায় তার জন্য শর্ত হলো সে যেন তার কোন মুহাররামাত নারী না হয়।

¿ মহিলাদের মুহাররামাত দু'প্রকার:

১. চিরস্থায়ী মুহাররামাত-এরা আবার তিন প্রকার:

(ক) বংশের দিক থেকে মুহাররামাত:

এরা হলো: মা, যতই উপরের হোক, মেয়ে যতই নিচের হোক, সর্বপ্রকার বোন-সহোদর, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া, খালা, ফুফু, ভাতিজী এবং ভাগিনী।

আর স্থায়ী মুহাররামাতের কারণ হচ্ছে: বংশ, স্তন্যপান ও বৈবাহিকসূত্র।

বংশের দ্বারা হারামের মূলনীতি:

পুরুষের বংশের সকল আত্মীয় তার প্রতি হারাম কিন্তু চাচার মেয়েরা, ফুফুর মেয়েরা, মামার মেয়েরা এবং খালার মেয়েরা, এরা চার প্রকার তার জন্য হালাল।

(খ) স্তন্যপানের দ্বারা মুহাররামাত:

বংশের রক্তের দ্বারা যেমন মুহাররামাত সাব্যস্ত হয় তেমনি স্তন্যপানের দ্বারাও মুহাররামাত সাব্যস্ত হয়। সুতরাং বংশের রক্তের যে সকল মহিলা হারাম হয় অনুরূপ স্তন্যপানের দ্বারাও হারাম হয়। কিন্তু দুধ ভাইয়ের মা ও দুধ ছেলের বোন স্তন্যপানের দ্বারা হারাম হবে না।

আর যে দুধপানের দ্বারা মুহাররামাত সাব্যস্ত হয় তা হলো: শিশু অবস্থায় দু'বছর বয়সের মধ্যে পাঁচ ও ততোধিকবার কোন নারীর দুধ পান করা।

(গ) বৈবাহিকসূত্রে মুহাররামাতঃ

এরা হলোঃ স্ত্রীর আপন মা, মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঘরের মেয়ে, বাবার স্ত্রীগণ ও ছেলের স্ত্রী।

বংশের দ্বারা ৭জন মুহাররামাত ও স্তন্যপানের দ্বারা অনুরূপ ৭জন এবং বৈবাহিকসূত্রে ৪জন। সর্বমোট **১৮**জন মুহাররামাত।

আল্লাহর বাণীঃ

M L J I H G F E D C B A @ [

V U T S R Q P O N

_ ^] \ [Z Y X W

h g f e d c b a `

t s r q p o n m l k j i

} | { z y x w v u

~ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ © رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ Z النساء: ٢٢ - ٢٣

"যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গজবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজী, ভাগিনী, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরষজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোন একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা নিসা:২২-২৩]

২. কিছু সময়ের জন্য যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম তারা হলোঃ

(ক) দু'বোনকে একত্রে, ফুফু ও তার ভাতিজীকে একত্রে, খালা ও ভাগিনীকে একত্রে। চাই এরা বংশের হোক বা দুধের হোক। যখন একজন মারা যাবে বা তালাক দিয়ে দিবে তখন অপরজনকে বিবাহ করা হালাল হয়ে যাবে।

(খ) ইদ্দত পালনকারিণী: যতক্ষণ সে তার ইদ্দত থেকে বের না হবে।

(গ) তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী: যতক্ষণ সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে একে অপরের মধু পান না করবে এবং স্বেচ্ছায় তালাক বা মারা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

(ঘ) হজ্ব বা উমরার ইহরাম অবস্থায়, যতক্ষণ হালাল না হবে।

(ঙ) মুসলিম নারী কাফের পুরুষের জন্য, যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করবে।

(চ) ইহুদি ও খ্রীষ্টান মহিলা ছাড়া অন্য কোন কাফের নারী যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করে ততক্ষণ কোন মুসলিমের জন্য বিয়ে করা হারাম।

(ছ) অন্যের স্ত্রী বা ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা। কিন্তু যদি দাসীতে পরিণত হয় তাহলে তখন জায়েজ হবে।

(জ) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ একজন অন্যের জন্য হারাম যতক্ষণ সে তওবা না করে এবং ইদ্দত শেষ না হয়।

এসব নারী নিষিদ্ধতা দূর না হওয়া পর্যন্ত হারাম।

(ঝ) উভয় লিঙ্গের খুনছা (হিজড়া)কে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয় সুস্পষ্ট না হয়।

- জেনার দ্বারা যে মেয়ে হয়, তাকে বিয়ে করা হারাম। অনুরূপ জেনার দ্বারা যে ছেলে তার সাথে সে মার বিয়েও হারাম।
- কোন দাস তার কর্ত্রীকে বিবাহ করবে না এবং মনিব তার দাসীকে বিয়ে করবে না; কারণ সে তো তার দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত। বিবাহ দ্বারা যার সাথে সহবাস হারাম সে দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত হলেও হারাম। কিন্তু ইহুদি-খ্রীষ্টান দাসী ছাড়া, তাকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। তবে দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত হওয়ার

জন্য সহবাস করা জায়েজ। শরিয়তে কোন মহিলাকে বিবাহ অথবা মালিকানাভুক্ত ছাড়া সহবাস করা জায়েজ নেই।

¿ কোন মহিলাকে তার বোনের রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকালে বিবাহ করলে বিবাহ বাতিল হবে। আর যদি তালাকে বায়েনার ইদ্দত হয় তবে বিবাহ করা হারাম।

¿ উম্মুল ওয়ালাদের বিধানঃ

উম্মুল ওয়ালাদ সেই দাসী যে তার মালিকের দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে এবং বাচ্চা প্রসব করেছে। তার সঙ্গে মালিকের সহবাস করা এবং তার খেদমত নেওয়া ও তাকে দাসীর মত ভাড়া দেওয়া জায়েজ। তবে স্বাধীন নারীর মতই তাকে বিক্রি, দান ও ওয়াকফ করা জায়েজ নেই। সে এক মাসিক ইদ্দত পালন করবে যার দ্বারা তার জরায়ু পরিস্কার প্রমাণিত হবে।

¿ হারানো স্বামীর স্ত্রীর বিধানঃ

যদি হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই প্রথম স্বামী হাজির হয়, তাহলে সে প্রথম স্বামীরই থাকবে। আর সহবাসের পর হলে দ্বিতীয় স্বামীর তালাক ছাড়াই প্রথম স্বামী পূর্বের আকদ দ্বারাই গ্রহণ করবে। তবে ইদ্দত পূরণ করার পর তার সাথে মিলন করবে। আর প্রথম স্বামী দ্বিতীয় জন থেকে তার দেওয়া মোহরানা নিয়ে স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামীর কাছে রেখেও দিতে পারে।

কোন মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করলে কিয়ামতের দিন সে সর্বশেষ স্বামীর জন্য হবে।

¿ স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন বেনামাজি হলে তার বিবাহের বিধানঃ

১. যদি স্বামী বেনামাজি হয় তাহলে স্ত্রীর জন্যে তার সাথে ঘর-সংসার করা হালাল নয়। আর স্বামীর প্রতি তার সাথে সহবাস করাও হারাম; কারণ নামাজ ত্যাগ করা কুফরি। আর কোন কাফেরের জন্য কোন মুসলিমা নারীর প্রতি কর্তৃত্ব থাকে না। আর যদি স্ত্রী নামাজ ত্যাগকারী হয়, তবে আল্লাহর নিকট তওবা না করলে তার সঙ্গে

সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব; কারণ সে কাফের নারী। আর কোন কাফের মহিলা কোন মুসলিমরে জন্য হালাল নয়।

২. আর যদি আকদের সময় স্বামী-স্ত্রীর কেউ নামাজি না হয়, তবে আকদ সহীহ হবে; কারণ দু'জনেই কাফের। কিন্তু যদি স্ত্রী নামাজি হয় আর স্বামী বেনামাজি কিংবা স্বামী নামাজি আর স্ত্রী বেনামাজি হয় এবং আকদ হয়ে থাকে তাহলে নতুন করে বিবাহের আকদ করা ওয়াজিব; কারণ তাদের একজন আকদের সময় কাফের ছিল, আর আকদ সহীহ হওয়ার জন্য উভয়কে মুসলিম হওয়া শর্ত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[w x y z { | } ~ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا © إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ ´ µ ¸ مَّآ أَنفَقُوا۟ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ
أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ Z الممتحنة: ١٠

"হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করত: আগমন করে, তখন তাদের পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠায়ো না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে এটা আল্লাহর বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা মুমতাহিনাহ:১০]

৩- বিবাহের শর্তাবলী

¿ **বিবাহের শর্তাগুলো দু'প্রকার:** সঠিক শর্ত ও বাতিল শর্ত।

প্রথম প্রকার: যদি নারী বা তার অলি শর্ত করে যে, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করবে না অথবা তার ঘর বা শহর অন্যত্র নিয়ে যাবে না কিংবা তার মোহরানা বাড়িয়ে দিবে ইত্যাদি যা আকদের পরিপন্থী নয়, তাহলে শর্ত করা সহীহ। অতএব, স্বামী সে শর্তের কোন বিপরীত করলে স্ত্রী চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে।

অথবা স্বামী শর্ত করে যে, স্ত্রীকে 'বিক্‌র' তথা কুমারী বা অমুক বংশের হতে হবে। এর বিপরীত পেলে সে চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে।

দ্বিতীয় প্রকার: ফাসেদ ও বাতিল শর্তাবলী। ইহা আবার দুই প্রকার:

১. এমন শর্ত যার দ্বারা আকদ বাতিল হয়ে যায় যেমন:

১. শিগার বিবাহ পদ্ধতি:

গার্জিয়ানের ক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তি তার মেয়ে বা বোন ইত্যাদির অন্য কারো সাথে বিয়ে দিবে এ শর্তে যে, সে তার মেয়ে বা বোন ইত্যাদির তার সাথে বিয়ে দিবে। এ ধরণের বিয়ে বাতিল এবং হারাম; চাই বিয়েতে মোহরানা উল্লেখ হোক বা না হোক।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَـــنْ الشِّغَارِ. متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] শিগার বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন।"[১]

Ø যদি এ ধরণের বিবাহ হয় তাহলে দ্বিতীয় জনের শর্ত ছাড়াই প্রত্যেকের বিবাহ নবায়ন করা জরুরি। আর প্রত্যেকের নতুন মোহরানা ধার্য করত: নতুন আকদ দ্বারা বিবাহ পূর্ণ হবে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এতে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫১১২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪১৫

২. হিল্লা বিয়েঃ

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে এ শর্তে বিয়ে করা যে, যখন প্রথম স্বামীর জন্যে সে হালাল হয়ে যাবে, তখন তাকে তালাক দিয়ে দিবে। অথবা অন্তরে হালাল করার নিয়তে আকদের পূর্বে দু'জনে (প্রথম স্বামী ও হালালকারী) হালাল করার প্রতি ইত্তেফাক হওয়া।

এ ধরণের বিয়ে বাতিল ও হারাম। যে ইহা করবে সে মাল'উন তথা অভিশপ্ত; কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:

« **لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ** ». أخرجه الترمذي والنسائي.

"আল্লাহ তা'য়ালা হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়কে লা'নাত তথা অভিশাপ করেছেন।"[১]

৩. মুত'আ (সম্ভোগের) বিয়েঃ

ইহা হচ্ছে এক দিন বা সপ্তাহ কিংবা মাস অথবা বছর বা এর বেশি বা কম সময়ের জন্য কোন মহিলার সাথে মোহরানা দিয়ে এ শর্তে আকদ করা যে, সময় শেষ হলেই তাকে ত্যাগ করবে।

এ ধরণের বিয়ে বাতিল জায়েজ নয়; কারণ এর দ্বারা নারীর ক্ষতি সাধন হবে এবং তাকে ব্যবসা সামগ্রীতে পরিণত করা হবে, যার ফলে এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করা হবে।

এ ছাড়া সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কারণ তারা না পাবে একটি স্থায়ী বাসস্থান যেখানে তারা বসবাস করেব ও তরবিয়ত পাবে। এর দ্বারা শুধু যৌন চাহিদা পূরণ করাই উদ্দেশ্য, না হবে বংশ বৃদ্ধি আর না সন্তানদের তারবিয়ত। মুত'আ বিবাহ ইসলামের প্রথম যুগে কিছু সময় বৈধ ছিল এরপর চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى

---

[১].হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১১১৯ শব্দ তাঁরই নাসাঈ হাঃ নং ৩৪১৬

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ». أخرجه مسلم.

সাবরা আল-জুহানী [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে মুত'আ বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছিলাম। স্মরণ রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ইহা চিরতরে কিয়ামত পর্যন্ত হরাম করে দিয়েছেন। সুতরাং মুত'আর বিয়ের কেউ কারো নিকটে থাকলে তার পথ যেন সুগম করে দেয়। আর যা তাদেরকে দিয়েছ তার কোন অংশ গ্রহণ না করে।"[১]

¿ পঞ্চম বিবাহের বিধানঃ

যে ব্যক্তির বন্ধনে চার জন স্ত্রী আছে। তার জন্য পঞ্চম স্ত্রীর আকদ সহীহ হবে না এবং করলেও বিবাহ বাতিল বলে প্রমাণিত হবে ও তা শেষ করা ওয়াজিব। কারণ কোন মুসলিমের অধীনে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা হালাল নয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

d b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T [

النساء: ٣ Z r q p o n l k j i h g f e

"আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়–সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভবনা।" [সূরা নিসা:৩]

¿ মুসলিম নারীর সাথে অমুসলিমের বিবাহের বিধানঃ

অমুসলিমের সাথে মুসলিমা নারীর বিবাহ হারাম। চাই সে আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রীষ্টান) হোক বা অন্য কেউ হোক; কারণ মুসলিমা নারী

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৪০৬

তাওহীদ, ঈমান এবং পবিত্রতার দিক থেকে তার চেয়ে উচ্চ মর্যাশীলা। আর যদি এরূপ বিয়ে হয়ে যায়, তবে তা বাতিল এবং হারাম ও বিচ্ছেদ করা ওয়াজিব; কারণ কোন মুসলিম পুরুষ বা মুসলিমা নারীর উপর কোন কাফেরের ক্ষমতাসীন হওয়া চলবে না।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

N M L K J I H F E D C BM
L o \ [Z Y X W V T S R Q P
البقرة: ٢٢١

"আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। আর তোমরা (মুসলিমা নারীকে) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদেরকে দেখে মোহিত হও।" [সূরা বাকারা:২২১]

২. এমন বাতিল শর্তাবলী যার দ্বারা বিবাহের আক্‌দ বাতিল হয় না যেমন:

১. যদি স্বামী বিবাহের আকদে নারীর কোন অধিকার রহিত করে। যেমন: শর্ত করে যে, তার কোন মোহরানা নেই অথবা তার ভরণ-পোষন নেই কিংবা তার জন্য সতীনের চেয়ে কম বা বেশি বণ্টন করবে। অথবা স্ত্রী শর্ত করে তার সতীনের তালাকের এমন অবস্থায় বিবাহ সহীহ হবে তবে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।
২. যদি স্বামী শর্ত করে স্ত্রীকে মুসলিমা নারী হতে হবে কিন্তু জানা গেল যে সে কিতাবিয়া তথা ইহুদি বা খ্রীষ্টান। অথবা শর্ত করেছিল যে কুমারী হতে হবে কিন্তু বিবাহিতা প্রমাণিত হলো, কিংবা শর্ত করে ছিল দোষ-ক্রুটি মুক্ত হবে কিন্তু দোষ ধরা পড়ল। যেমন: অন্ধ বা

বোবা ইত্যাদি যা উল্লেখ করে ছিল তার বিপরীত, তবে বিবাহ সহীহ কিন্তু স্বামী চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে।

৩. যদি স্বাধীন বলে বিয়ে করে আর প্রমাণিত হয় যে দাসী, তবে স্বামীর জন্য এখতিয়ার রয়েছে, যদি দাসী তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় যে তার জন্য হালাল। আর যদি কোন নারী স্বাধীন পুরুষকে বিয়ে করে আর প্রমাণিত হয় যে, সে দাস, তাহলে মহিলার জন্য এখতিয়ার রয়েছে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে থাকা অথবা বিচ্ছেদ করা।

৪- বিবাহের মাঝের দোষ-ত্রুটি

¿ **দোষ-ত্রুটিঃ** স্বামী-স্ত্রীর সম্ভোগে যেসব কারণ বাধা বা অপূর্ণতা সৃষ্টি করে তাকেই দোষ-ত্রুটি বলে বিবেচিত হবে।

¿ **বিবাহের মধ্যের দোষ-ত্রুটি দু'প্রকারঃ**

১. এমন ত্রুটি যার ফলে মিলনে বাধা সৃষ্টি করে। যেমনঃ পুরুষের লিঙ্গ কাটা, অণ্ডকোষ কাটা ও যৌন অক্ষমতা এবং নারীর যোনী পথ বন্ধ, আঁট ও গর্ভাশয় ভ্রংশ (Prolapse) হওয়া।

২. এমন দোষ-ত্রুটি যা মিলনের তৃপ্তিতে বাধা দেয় না কিন্তু ঘৃণা সৃষ্টি করে কিংবা পুরুষ বা নারীর মাঝে সংক্রমণ করে। যেমনঃ শ্বেতকুষ্ঠ ও কুষ্ঠরোগ, পাগলামি, গোদরোগ, অর্শরোগ (Piles) ভগন্দর রোগ (Fistula) ও যোনিতে প্রমেহ রোগ ইত্যাদি।

¿ যদি স্ত্রী স্বামীকে পূর্ণ লিঙ্গ কাটা পায় অথবা এতটুকু লিঙ্গ বাকি থাকে যা দ্বারা মিলন অসম্ভব তবে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। আর যদি আকদের পূর্বেই জানে এবং মেনে নেয় অথবা সহবাসের পরে মেনে নেয়, তাহলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের হক রহিত হয়ে যাবে।

¿ এমন প্রতিটি দোষ-ত্রুটি যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘৃণা জন্মায়। যেমনঃ কুষ্ঠরোগ, বোবা, যোনিতে ত্রুটি, প্রমেহ, পাগলামি, গোদরোগ, পেশাব ঝরা, অণ্ডকোষ কাটা, যক্ষ্মারোগ, দুর্গন্ধপূর্ণ মুখ, খারাপ গন্ধ ইত্যাদি। এসব পেলে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। আর যে ত্রুটি মেনে নিবে এবং আক্‌দ করবে তার জন্য বিচ্ছেদের এখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু যদি ত্রুটি আকদের পরে ঘটে তবে প্রত্যেকের বিবাহ বিচ্ছেদের এখতিয়ার থাকবে।

¿ পূর্বে উল্লেখিত ও এরূপ কোন ত্রুটির জন্য সহবাসের পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী মোহরানা পাবে না। কিন্তু যদি বিচ্ছেদ মিলনের পরে হয় তাহলে নিকাহ নামায় উল্লেখিত মোহরানা পাবে। আর স্বামী যে তাকে ধোঁকা দিয়েছে তার থেকে মোহরানা গ্রহণ করবে।

¿ অস্পষ্ট নপুংসক-হিজড়ার ব্যাপার সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সহীহ হবে না।

¿ স্বামী যদি বন্ধ্যা প্রমাণিত হয় তবে স্ত্রীর জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ করা বা না করার এখতিয়ার আছে; কারণ তার সন্তানের অধিকার রয়েছে।

¿ **যৌন অক্ষমঃ** যে স্ত্রীর যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাতে অক্ষম। যে মহিলা তার স্বামীকে যৌন অক্ষম পাবে তার বিচার ফয়সালার পর এক বছর সময় দেওয়া হবে। যদি এর মধ্যে মিলন করতে পারে তো ভাল আর যদি না পারে তবে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদ করা বৈধ। আর যদি বাসর ঘরের পূর্বে বা পরে স্ত্রী যৌন অক্ষম স্বামীকে মেনে নেয়, তবে তার এখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে।

৫- কাফেরদের সাথে বিবাহ

¿ আহলে কিতাবের (ইহুদি-খ্রীষ্টান) মেয়েদেরকে বিবাহ করার বিধান মুসলিমা মেয়েদের বিবাহের বিধানের ন্যায়। মোহরানা, ভরণ-পোষণ ওয়াজিব এবং তালাক ইত্যাদি বর্তাবে। মুসলিমাকে বিবাহের দ্বারা যে সকল নারী আমাদের প্রতি হারাম হয় তাদের অনুরূপ নারীরাও হারাম হবে।

¿ **কাফেরদের বাতিল বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে দু'শর্তে:**

১. তারা যেন তাদের দ্বীনে সে বিবাহকে সহীহ বলে আকীদা পোষণ করে।

২. আমাদের নিকট যেন ফয়সালার জন্য না আসে। যদি ফয়সালার জন্য আমাদের কাছে আসে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা যা আমাদের প্রতি নাজিল করেছেন তা দ্বারা ফয়সালা করতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

· , + *) (' & $ # " ! [

< ; 9 8 7 6 5 3 2 1 0 / .

I H G F E D C B A @ ? > =

المائدة: ٤٢ – ٤٣ Z P O N M K J

"এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে তাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে। অত:পর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়।" [সূরা মায়েদা:৪২-৪৩]

¿ কাফেরদের বিবাহের আকদের পদ্ধতিঃ

যদি তারা আকদের পূর্বে আমাদের নিকট আসে তবে আমাদের বিধান মোতাবেক আকদ করে দিব। ইজাব, কবুল, অলি এবং আমাদের থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ করে দিব। আর যদি আকদের পরে আসে তবে মহিলা বিয়ের নিষেধাজ্ঞামুক্ত হলে বিবাহকে স্বীকার করে নিব। আর যদি মহিলা নিষেধাজ্ঞামুক্ত না হয় তবে দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিব।

¿ কাফের মহিলার মোহরানাঃ

যদি মোহরানা উল্লেখ করা হয় এবং গ্রহণ করে নেয় তাহলে মোহরানা সঠিক জিনিস হোক বা বাতিল হোক তাই রয়ে যাবে। যেমনঃ মোহরানা মদ বা শূকর। আর যদি গ্রহণ না করে থাকে তবে সহীহ হলে গ্রহণ করবে। আর যদি মোহরানা বাতিল জিনিস হয় বা নির্ধারণ করা না হয়, তবে তার জন্য সহীহ জিনিস হতে মহরে মিছিল নির্ধারিত হবে।

¿ কাফের স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুসলিম হলে তার বিধানঃ

যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জনে এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা স্ত্রী আহলে কিতাব হয়, তবে তাদের আগের বিবাহের উপরেই বাকি থাকবে।

যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী আহলে কিতাবের না হয় এবং বাসর ঘরও না হয় তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

যদি কাফের স্ত্রী কাফের স্বামীর সাথে বাসর ঘর হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে; কারণ মুসলিমা নারী কাফের পুরুষের জন্য হালাল নয়।

যখন কাফের স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের কোন একজন মিলন হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করবে তখন বিবাহ স্থগিত থাকবে। স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে যদি স্ত্রী তার ইদ্দতের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে তার স্ত্রীই থেকে যাবে। আর যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় আর স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে স্ত্রীর জন্য অন্য স্বামীকে বিবাহ করা জায়েজ। আর যদি স্ত্রী আগের স্বামীকে ভালোবাসে তাহলে অপেক্ষা করবে। যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে তার স্ত্রীই রয়ে

যাবে, নতুন করে আকদ, বিবাহ ও মোহরানার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার সঙ্গে মিলনের সুযোগ দিবে না।

¿ স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুরতাদ হয়ে গেলে তাদের বিবাহের বিধানঃ

যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা একজন মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) হয়ে যাবে, যদি মিলনের পূর্বে হয় তবে বিবাহ বাতিল। আর যদি মিলনের পরে হয়, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার উপর স্থগিত থাকবে। যদি যে মুরতাদ হয়েছে সে তওবা ক'রে তাহলে দু'জনেই আগের বিবাহের উপরেই অটল থাকবে। আর যদি তওবা না করে তবে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে ইদ্দত শেষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

¿ স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে তার অবস্থাসমূহঃ

১. যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী আহলে কিতাবের হয় তবে বিবাহ বাকি থাকবে। আর যদি স্ত্রী আহলে কিতাবের না এমন কাফের নারী হয়, তবে ইসলাম গ্রহণ করলে ভাল, আর না হয় তার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

২. যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করে আর তার বন্ধনে চারজনের অধিক স্ত্রী থাকে এবং তারাও ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তারা আহলে কিতাবের হয়, তবে তাদের মাঝের চারজনকে এখতিয়ার করবে আর বাকিদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

৩. যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করে আর তার বন্ধনে দু'বোন থাকে, তবে যে কোন একজনকে এখতিয়ার করবে। আর যদি ফুফু ও ভাতিজী কিংবা খালা ও ভাগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করে থাকে, তবে যে কোন একজনকে এখতিয়ার করবে। আর যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে তার প্রতি ইসলামের বিবাহ ও অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হবে।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণীঃ

L L K J I H G F E D C B A @ ? M

آل عمران: ٨٥

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে তা তার থেকে কবুল করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সূরা আল-ইমরানঃ ৮৫]

৬- বিবাহের মোহরানা

¿ **মোহরানাঃ** বিবাহের আকদের জন্য স্বামীর প্রতি ফরজ বিনিময়।

¿ **মোহরানার সূক্ষ বুঝঃ**

ইসলাম নারী জাতির মর্যাদা সমুন্নত করেছে। তাদেরকে মালিকানা হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। আর বিবাহের সময় তাদের জন্য মোহরানাকে ফরজ করে দিয়েছে। মোহরানা তার অধিকার হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে যা দ্বারা পুরুষ তাকে সম্মানিত করে। ইহা দ্বারা তার অন্তরে পূর্ণ ভালোবাসা ও মর্যাদার বহি:প্রকাশ এবং তার থেকে তৃপ্তি লাভের বদলা। এ দ্বারা তার মন খুশী হয় এবং তার প্রতি পুরুষের কর্তৃত্বের উপর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণীঃ

- , + *) (' & % $ # " ! [

9 8 6 5 4 3 2 1 0 .

B A ? > = < ; :

النساء: ٣٤ ZM L K J I H F E D C

“পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার মহিলারা হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।” [সূরা নিসা:৩৪]

¿ নারীকে মোহরানা দেওয়ার বিধান:

মোহরানা নারীর হক-অধিকার যা পুরুষকে তার গুপ্তাঙ্গ হালাল করার জন্য প্রদান করা তার প্রতি ফরজ। আর তার সন্তুষ্টি ছাড়া তা হতে কোন অংশ নেওয়া কারো জন্য হালাল নয়। তার ক্ষতি না হলে এবং প্রয়োজন না থাকলে শুধুমাত্র বাবার জন্য মোহরানা থেকে গ্রহণ করা জায়েজ যদিও সে অনুমতি না দেয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

L ﴿٤﴾ فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ~ } | { z y x v u t s M

النساء: ٤

"আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে কোন অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।" [সূরা নিসা:৪]

¿ মহিলাদের মোহরানার পরিমাণ:

১. মহিলাদের মোহরানা কম ও সহজ হওয়াটাই সুন্নত। সর্বোত্তম মহর হলো যা স্বল্প ও আদায়ে সহজ। আর বেশি মোহরানা কখনো স্বামী স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হওয়ার কারণও হতে পারে। মোহরানা অপচয় ও অহঙ্কারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছলে এবং ঋণের বোঝায় স্বামীর ঘাড় ভারি হলে হারাম।

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قَالَ: قُلْتُ : لَا . قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ. أخرجه مسلم.

আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী আয়েশা (রা:)কে জিজ্ঞাসা করি। আল্লাহর রসূলের মোহরানা কত ছিল? তিনি (রা:) বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর স্ত্রীগণের

মোহরানা ছিল সাড়ে বারো উকিয়া। ---- যার পরিমাণ হলো পাঁচশত দিরহাম। আর ইহা হলো রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বিবিগণের মোহরানা।"[১]

২. নবী [ﷺ]-এর স্ত্রীগণের মোহরানা ছিল পাঁচশত দিরহাম আজকের দিনে (১৩১ তলা তথা ১৫২৭.৪৬ গ্রাম রূপা) ইহা বর্তমানে সৌদি রিয়ালে (১৪০) রিয়াল। আর তাঁর মেয়েদের মোহরানা ছিল চারশত দিরহাম (১০৫ তলা তথা ১২২৪.৩ গ্রাম রূপা) যা বর্তমানে সৌদি রিয়ালে (১১০) রিয়াল মাত্র। আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম নুমনা ও আদর্শ; যদিও সময় ও জিনিস ও মূল্য কম-বেশি হয় না কেন যেমন এখন আমাদের যুগে হয়েছে। আল্লাহ তুমি আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহকে সহজ করে দাও।

৩. অপচয় ছাড়া মোহরানা বেশি নির্ধারণ করা জায়েজ; কারণ মূলে জায়েজ রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

*) (' & % $ # " ! [

النساء: ٢٠ Z 3 2 1 0 / . - , +

"যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে? [সূরা নিসা:২০]

¿ মোহরানার প্রকার:

যে সকল জিনিসের মূল্য রয়েছে তা মোহরানা ধার্য করা সহীহ, যদিও পরিমাণে কম হোক না কেন। মোহরানার বেশির কোন সীমা নির্ধারণ করা নেই। যদি স্বামী গরিব হয় তবে স্ত্রীর মোহরানা কোন উপকারী জিনিস করতে পারে। যেমন: কুরআন শিক্ষা অথবা খেদমত ইত্যাদি। পুরুষ তার দাসীকে আজাদ করে তাই মোহরানা নির্ধারণ করতে পারে এবং দাসী স্ত্রীতে পরিণত হবে।

---

[১].মুসলিম হা: নং ১৪২৬

¿ মোহরানা দেওয়ার সময়ঃ

মোহরানা নগদ করাই উত্তম। কিন্তু বাকি করাও জায়েজ আছে। অথবা কিছু নগদ আর কিছু বাকি করাও জায়েজ। আর যদি আকদের সময় মোহরানা প্ররিশোধ না করে থাকে তবে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রীর জন্য মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অল্পের উপর ঐক্যমতে সন্তুষ্টি চিত্তে পোঁছে যায় তবে সহীহ হয়ে যাবে।

যদি কেউ তার মেয়ের বিবাহ মহরে মিছিল বা তার চেয়ে কম কিংবা বেশি দ্বারা দেয়, তবে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। নারী আকদের দ্বারা মোহরানার মালিক হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে মিলন ও স্বামীর সঙ্গে নির্জনে হলে।

¿ মোহরানা নির্ধারণের পূর্বে স্বামী মারা গেলে তার বিধানঃ

আকদের পরে এবং মিলনের পূর্বে স্বামী মারা গেলে আর মোহরানা নির্ধারণ না হলে স্ত্রীর জন্য তার বংশের মহিলাদের মহরে মিছিল তথা সমপরিমাণ মোহরানা পাবে। আর তার প্রতি ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব এবং মিরাস (ওয়ারিসি সম্পতি) পাবে।

বাতিল বিবাহের দ্বারা মিলন হলে। যেমনঃ পঞ্চমা স্ত্রী, ইদ্দত পালনকারিণী ও সন্দেহ মূলক সহবাসকৃতা ইত্যাদির মহরে মিছিল ফরজ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মোহরানার পরিমাণ বা বস্তু নিয়ে মত পার্থক্য হলে হলফ করে স্বামীর কথায় গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মোহরানা গ্রহণ করা নিয়ে দু’জনে মাঝে দ্বিমত হয়, তবে কারো প্রমাণ না থাকলে স্ত্রীর কথায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৭- বিবাহের প্রচার

১. বিবাহের প্রচার করা সুন্নত। মহিলাদের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র দুফ বাজিয়ে প্রচার করা জায়েজ। আর ঐ সকল বৈধ গান গাওয়া জায়েজ যা সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় অঙ্গের বর্ণনা এবং বাজে ও নোংরা ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّت امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِـــيُّ ﷺ: « يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ ». أخرجه البخاري.

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত। তিনি এক মহিলাকে একজন আনসারী পুরুষের নিকট বাসর ঘরের ব্যবস্থা করেন। এ সময় নবী [ﷺ] বলেন:"আয়েশা এদের সাথে কোন খেলা-ধুলা নাই; কারণ আনসারদেরকে খেলা-ধুলা ভাল লাগে।"[১]

২. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নারী-পুরষের অবাধ মেলামেশা হারাম। আর পর্দাহীন ও অন্যান্য নারীদের মাঝে বরের জন্য কনের নিকট প্রবেশ করা জায়েজ নেই।

৩. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে খানাপিনা ও পোশাক ইত্যাদিতে অপব্যয় করা হারাম।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

0 / . · , + *) (' & % $ # ")

.[الأعراف /٣١]) 2 1

"হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও–খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা আ'রাফ: ৩১]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫১৬২

৪. যে সকল গানে নারীদের আকর্ষণীয় অঙ্গ ও তাদের অনুভূতির বর্ণনা করা হয় তা জায়েজ নয়। আর খেল-তামাশার বাদ্যযন্ত্র। যেমন: বীণা, গিটার, হারমোনিয়াম, বাঁশী ও সঙ্গীত ইত্যাদি বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হারাম। বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে গায়ক ও গায়িকাদেরকে গান গাওয়ার জন্য ভাড়া করা হারাম।

عَنْ أَبِي عَامِرِ الأشعري ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــول: « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَام يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِير وَالْخَمْر وَالْمَعَازِ ». أَخْرَجَــهُ الْبُخَارِيّ معلقا وأبو داود.

আবু 'আমের আল-আশ'আরী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"আমার উম্মতের মধ্যে এমন জাতি হবে যারা জেনা, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল করে নিবে।"[১]

¿ বিবাহ ও অন্যান্য সময় ছবি তোলার বিধান:

১. প্রতিটি আত্মা বিশিষ্ট জিনিসের ছবি তোলা হারাম ও কবিরা গুনাহ। ছবি আকৃতি বিশিষ্ট হোক বা না হোক, ছায়া থাক বা না থাক, হাত দ্বারা করা হোক বা ফটোগ্রাফি দ্বারা হোক সর্বপ্রকার ছবি দেয়ালে লটকানো-ঝুলানো হারাম। আর অতি প্রয়োজনে যেমন: চিকিৎসা, অপরাধীদের পরিচয়, পাসপোর্ট, সার্টিফিকিট ইত্যাদি ছাড়া ছবি তোলা জায়েজ নয়, তবে অতি প্রয়োজনে জায়েজ আছে।

২. বিবাহ অনুষ্ঠানে নারীদের হোক বা পুরুষের কিংবা উভয়ের ছবি তোলা সম্পূর্ণভাবে হারাম। আর তার চেয়ে কঠিনভাবে হারাম ও নিকৃষ্ট যদি ভিডিও ছবি করা হয়। আর এর চেয়েও জঘন্য যদি বাজারে বিক্রি করা হয় এবং মানুষের নিকটে প্রদর্শনী করা হয়। আর যে মানুষের জন্য ছবি তোলা জায়েজ করেছে তার প্রতি নিজের পাপ ও যারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ করবে তাদের পাপ বর্তাবে।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, বুখারী মু'য়াল্লাক হিসাবে হাঃ নং ৫৫৯০ শব্দ তারই সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হা নং ৯১ আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৩৯

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَالَ: « إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِه الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَــا خَلَقْتُمْ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷻ] কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয়ই যারা এ সকল ছবি তৈরী করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে: যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তা জিন্দা কর।"[১]

¿ শরীরের চুল ও পশম দূর করার বিধান:

শরীরের চুল ও পশম তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: যা দূর করা নিষেধ। যেমন পুরুষের দাড়ি, চোখের ভ্রু ও মহিলাদের মাথার চুল।

দ্বিতীয় প্রকার: যা দূর করার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন: মোচ, বগল ও নাভির নিচোর চুল।

তৃতীয় প্রকার: যে ব্যপারে শরিয়ত চুপ রয়েছে। আর এ হচ্ছে শরীরের বাকি চুল বা পশম। যেমন: বুকের, বাহুদ্বয় ও পায়ের নলাদ্বয়েল পশম। এগুলো তার আসল অবস্থাতেই থাকবে। যদি প্রয়োজন হয় দূর করার, তবে ক্ষতি না হলে দূর করা জায়েজ হবে। কিন্তু পুরুষরা মহিলা বা কাফেরের সদৃশ গ্রহণ করবে না।

¿ মুসলিম নারীর রূপচর্চার বিধান:

মহিলাদের জন্য শরীরের পর্দা হয় এমন সুন্দর পোশাক পরিধান করা বৈধ।

মহিলাদের জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কোন নারী ও পুরুষের সামনে পেন্ট পরা নাজায়েজ; কারণ এর দ্বারা শরীরের অঙ্গের বর্ণনা প্রকাশ পায়; যা দেখে মানুষ ফেতনায় পতিত হয়।

নারীর প্রতি আরো হারাম হচ্ছে মাথার চুল কৃত্রিম লাল কিংবা হলুদ অথবা নিল রঙ্গ দ্বারা খেজাব-কলপ করা; কারণ এর দ্বারা কাফের আর

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২১০৮

পাকা চুল মেহদি ও কাতাম ঘাস দ্বারা খেজাব লাগানো সুন্নত। আর চুলের আসল রঙ কালো বা হলুদকে সে রঙের রঙ দ্বারা কলপ করা জায়েজ।

মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী পোশাক পরা জায়েজ আর পুরুষদের জন্য হারাম। আর পানি পৌঁছতে বাধা দেয় না এমন নেইল পালিশ ব্যবহার নারীদের জন্য জায়েজ। যেমনঃ মেহদি ইত্যাদি। অনুরূপ চেহারায় যথা স্থানে না এমন লোম গজালে তা উঠান জায়েজ।

হাই হিল বিশিষ্ট জুতা-সেন্ডেল পরা হারাম; কারণ ইহা কাফের মহিলাদের সাথে সদৃশ ও বেপর্দার শামিল যা থেকে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া এতে রয়েছে শরীরের ক্ষতি। মহিলাদের চোখ দেখা যায় এমন নেকাব পরা নিষেধ; কারণ এর দ্বারা বেশি করে চোখ বের করে রাখার দরজা খুলে যাবে যা আজকাল ঘটেছে; ইহা হারাম। আর এর দ্বারা অনেক ফেতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে।

মাথায় কৃত্রিম কেশ পরা, অন্যের চুল মিলানো, শরীরে উলকি চিহ্ন করা, দাঁতের মাঝে কেটে ফাঁক করা, দাঁত কেটে তীক্ষ্ণকরণ, পুরুষের সঙ্গে নাচা, চল্লিশ দিনের বেশি পর্যন্ত আঙ্গুলের নখ না কেটে লম্বা করা, যা প্রকৃতি স্বভাবের বিপরীত কাজ। এসব শরিয়তে হারাম।

এ ছাড়া নারীদের জন্য হারাম পুরুষের পোশাকের ন্যায় যে কোন পোশাক পরিধান করা, অহঙ্কার ও খ্যাতির পোশাক পরা, যার মধ্যে রয়েছে অপচয়, বেপর্দায় ঘুরাফেরা করা, অপ্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়া।

আরো হারাম বিভিন্ন উপলক্ষে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও অফিস-আদালত ইত্যাদিতে পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করা; কারণ এতে রয়েছে নারী-পুরুষের জন্য বিশাল ফেতনা ও বিপর্যয়।

১. আল্লাহ তা'য়লার বলেনঃ

y ı w v u t s r q p o n m [

z { | } ~ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ Z الأحزاب: ٥٩

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদেরন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর

টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আহজাব:৫৯]

২. আল্লাহ তা‘য়লার বলেন:

Z i h g f e d c b a ` _ ^] [

النور: ٦٣

“অতএব, যারা তাঁর (রসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সকর্ত হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।” [সূরা নূর: ৬৩]

৩. আল্লাহ তা‘য়লার বলেন:

~ } | z y w v u t s r q p [

ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ Z الحشر: ٧

“রসূল যা তোমাদেরকে দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে বারণ করেন তা থেকে দূরে থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।” [সূরা হাশর:৭]

৮- বিবাহের অলিমা

¿ **বিবাহের অলিমা:** স্বামী-স্ত্রীর একত্রে হওয়ার জন্য বর পক্ষের আয়োজিত বিশেষ ভোজের অনুষ্ঠানকে অলিমা বলে।

¿ **অলিমার সময়:**

আকদ হওয়ার সময় বা পরে কিংবা বাসর ঘরের সময় অথবা পরে। ইহা মানুষের প্রথা ও রীতি মোতাবেক রাত্রে বা দিনে হতে পারে।

¿ **অলিমার বিধান:**

১. স্বামীর প্রতি অলিমা করা ওয়াজিব। ধনী-গরিবের অবস্থা বুঝে একটি বা তার বেশি দুম্বা-খাশি দ্বারা অলিমা করা সুন্নত। অলিমা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অপব্যয় করা হারাম।

২. অলিমার ভোজ অনুষ্ঠানে গরিব হোক বা ধনী হোক সৎ ব্যক্তিদের দাওয়াত করতে হবে। অলিমা যে কোন হালাল খাদ্য দ্বারা করা জায়েজ। গরিব-মিসকিনদের দাওয়াত না করে শুধুমাত্র ধনীদের দাওয়াত করা হারাম।

৩. ধনবান ও স্বচ্ছ ব্যক্তিদের নিজেদের সম্পদ দ্বারা বিবাহের অলিমায় শরিক হওয়া মুস্তাহাব।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] আব্দুর রহমান ইবনে আওফের (শরীরে) মহিলাদের সুগন্ধির হুলুদ রঙের আলামত দেখে বললেন:"ইহা কি?" সে বলল, আমি খেজুরের আঁটির ওজন পরিমাণ সোনার মোহরানা দিয়ে একজন মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন:"আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। একটি দুম্মা দ্বারা হলেও অলিমা কর।"[১]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫১৫৫ মুসলিম হা: নং ১৪২৭ শব্দ তাঁরই

¿ অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করার বিধান:

অলিমার দাওয়াতকারী যদি মুসলিম হয়, দাওয়াত নির্দিষ্ট করে দেয়, প্রথম দিনে হয় এবং কোন তার ওজর না থাকে ও এমন কোন শরিয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম না হয় যা পরিবর্তন করতে অক্ষম, তবে দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যদি তোমাদের কেউ (অলিমার) দাওয়াতে আমন্ত্রিত হয়, তবে সে যেন তা গ্রহণ করে। আর যদি রোজাদার হয়, তবে যেন তার জন্য দোয়া করে। আর রোজাদার না হলে খানা খাবে।"[১]

¿ যে অলিমা অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধি কার্যাদি হয় সেখানে হাজির হওয়ার বিধান:

যদি জানতে পারে যে অলিমা অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম ঘটছে আর তা পরিবর্তন করতে পারবে, তবে হাজির হয়ে তা দূর করবে। আর যদি দূর করার ক্ষমতা না থাকে তবে হাজির হওয়া জরুরি নয়। আর যদি হাজির হয়ে জানতে পারে তবে দূর করবে, আর না পারলে ফিরে আসবে। আর যদি জানতে পারে গর্হিত কাজ হচ্ছে কিন্তু দেখতে না পায় অথবা শুনতে পায় তবে সেখানে থাকা বা ফিরে চলে আসার মধ্যে তার এখতিয়ার রয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ à ﴿٦٨﴾ Z الأنعام: ٦٨

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৪৩১

“যখন আপনি তাদেরকে দেখবে, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।” [সূরা আন‘আম:৬৮]

¿ অলিমার খানা খাওয়ার বিধানঃ

অলিমার খানা খাওয়া মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়। যার রোজা ওয়াজিব সে হাজির হবে এবং দোয়া দিয়ে ফিরে আসবে। আর যার রোজা নফল সে উপস্থিত হলে রোজা ভেঙ্গে দেয়া মুস্তাহাব; কারণ এর দ্বারা মুসলিম ভাইয়ের মনে সান্ত্বনা এবং আনন্দ লাভ করে। আর খানা খেয়ে দোয়া করে ফিরে আসবে।

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

r q p o n m l k j i h g f e [

إِنَّ ~ } | { z y x w v u t s

ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ © لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴿٥٣﴾ Z

الأحزاب: ٥٣

“হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে প্রবেশ করো। অত:পর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না।” [সূরা আহজাব:৫৩]

¿ অলিমার আমন্ত্রনে উপস্থিত ব্যক্তি কি বলবেঃ

যে ব্যক্তি অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করবে এবং আমন্ত্রনে উপস্থিত হবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, পানাহার শেষে নবী [ﷺ] হতে প্রমাণিত দোয়াসমূহ দ্বারা মেজবানের জন্য দোয়া করা যেমনঃ

« **اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ** ». أخرجه الترمذي.

১. “আল্লাহুম্মা বাারিক লাহুম ফীমাা রজাক্বতাহুম, ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম।”[১]

«اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِي » أخرجه مسلم.

২. “আল্লাহুম্মা আত‘ইম মান আত‘আমানী ওয়সক্বি মান সাক্ব–নী।” [২]

« أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ».
أخرجه أبوداود وابن ماجه.

৩. “আফতারা ‘ইন্দাকুমুস স্ব–ইমূন, ওয়া আকালা ত্ব‘আমাকুমুল আবরাার, ওয়া স্বল্লাত ‘আলাইকুমুল মালাাইকাহ্।”[৩]

¿ বাসর ঘরের সকালে স্বামী কি করবে:

বাসর ঘরের রাত্রির সকালে বরের বাড়ীতে যে সকল আত্মীয়-স্বজন আসবে তাদের সাথে বরের সাক্ষাৎ করা, তাদের প্রতি সালাম দেয়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। অনুরূপ আত্মীয়-স্বজনও সাক্ষাত করবে এবং তার প্রতি সালাম দিবে এবং তার জন্য দোয়া করবে।

¿ যদি কোন নারীকে দেখে ভাল লাগে তবে কি করবে:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ:« إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] একজন মহিলাকে দেখলেন। অত:পর তিনি তাঁর স্ত্রী জয়নাবের নিকটে আসলেন তখন তিনি (রা:) তার একটি চামড়া পাকা করার জন্যে

---

[১]. তিরমিযী হাঃ নং ৩৫০০ মেহমানের দোয়ার অধ্যায়ে

[২].মুসলিম হাঃ নং ২০৫৫

[৩].হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮৫৪ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৭৪৭

কচলাতেছিলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর চাহিদা পূরণ করলেন। অত:পর তাঁর সাহাবা কেরামের নিকট বের হয়ে বললেন:"নিশ্চয় নারী শয়তানের আকৃতিতে এগিয়ে আসে এবং শয়তানের সুরতেই পশ্চাতে ফিরে যায়। এতএব, তোমদের কেউ কোন নারীকে দেখলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকটে আসে; কারণ এর দ্বারা তার মনের সব চাহিদা দূর হয়ে যাবে।"[১]

¿ **সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বানকে সম্মানিত করা:**

সম্ভ্রান্ত, আলেম ও নেককারকে অভিবাদন এবং সম্মান প্রদর্শন করা নবী-রসূলগণের সুন্নত ও চরিত্র।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] © أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذۡ دَخَلُواْ عَلَيۡهِ ´ μ ا ¸ سَلَٰمٌ قَوۡمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيۡهِمۡ قَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ ﴿٢٧﴾ Z الذاريات: ٢٤ ــ ٢٧

"আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: সালাম, তখন সে বলল: সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। অত:পর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতেপক্ক মোটা গোবৎস নিয়ে হাজির হল। সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল: তোমরা আহার করছ না কেন? [সূরা যারিয়াত:২৪-২৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِه السَّاعَةَ قَالَا الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ وَأَنَا وَالَّذي نَفْسي بِيَده لَأَخْرَجَني الَّذي أَخْرَجَكُمَا قُومُوا فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا منْ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ في بَيْته فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذبُ لَنَا منْ الْمَاء إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَصَاحبَيْه ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ للَّه مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا منِّي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعذْقٍ فيه بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا منْ هَذه وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৪০৩

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: :« وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দিনে বা রাত্রে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বের হয়ে আবু বকর ও উমারকে দেখতে পান। তিনি [ﷺ] তাঁদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন: এ সময় তোমাদেরকে কোন জিনিসে বের করছে? তাঁরা উত্তর দিলেন, ক্ষুধা হে আল্লাহর রসূল। তিনি [ﷺ] বললেন: আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে যে কারণ বের করেছে সেই আমাকেও বের করেছে। তিনি বললেন: তোমরা দাঁড়াও; তাঁরা দাঁড়িয়ে নবীর সাথে একজন আনসারী সাহাবীর বাড়িতে গেলেন তখন সে ব্যক্তি বাড়িতে ছিল না। সাহাবীর স্ত্রী দেখে তাঁদেরকে স্বাগতম জানাল। রসূলুল্লাহ [ﷺ] মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন: অমুক কথায়? সে বলল, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছে। এতিমধ্যে আনসারী সাহাবী এসে উপস্থিত হয়ে গেল। অত:পর সে রসূলুল্লাহ [ﷺ] এবং তাঁর দুই সাথীকে দেখে বলল, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা; আজকের দিনে আমার চাইতে সম্মানিত মেহমান আর কারো নেই। আবু হুরাইরা বলেন, এরপর সে গিয়ে একটি খেজুর কাছের শাখা কেটে নিয়ে আসল, যাতে ছিল বাতি, পাকা ও ডাকর খেজুর। অত:পর সে বলল, এ থেকে আপনারা আহার করুন। এরপর সে একটি ছুরি নিলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাকে বলেন: দুগ্ধবতী দুম্বা জবাই করবে না। সে তাঁদের জন্য একটি দুম্বা জবাই করল। তাঁরা সকলে সে দুম্বা ও খেজুরে শাখা থেকে আহার ও পানি পান করলেন। অত:পর যখন তাঁরা পরিতৃপ্তি হয়ে গেলেন তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] আবু বকর ও উমারকে বললেন:"যে সত্ত্বার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তোমরা রোজ কিয়ামতে এ নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। বাড়ি থেকে ক্ষুধা নিয়ে বের হয়েছিলে আর এখন এ নেয়ামত পেয়ে ফিরে যাচ্ছ।"[১]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২০৩৮

৯- স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

¿ বিবাহের কিছু আদব রয়েছে এবং দু'পক্ষের একে অপরের প্রতি কিছু অধিকার রয়েছে: প্রত্যেকে অন্যের অধিকার আদায় করবে এবং তার প্রতি করণীয় কি সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখবে; যাতে করে গঠন হয় সুখী সংসার ও পরিচ্ছন্ন জিন্দেগী এবং আনন্দময় পরিবার।

¿ **স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ:**

১. স্বামীর প্রতি ওয়াজিব হলো স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা এবং নিয়ম অনুযায়ী বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। খোশ মনের থাকা, ভাল ব্যবহার করা, সুন্দর সঙ্গী হওয়া। স্ত্রীর সাথে বিনয়, দয়া ও প্রফুল্লচিত্ত্বে মেলামেশা করা। যদি রাগ করে তবে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া এবং অসন্তুষ্ট হলে খুশী করার চেষ্টা করা। স্ত্রীর পক্ষ হতে কোন প্রকার কষ্ট পেলে সহ্য করা। অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া। বাড়ীর কাজে তাকে সাহায্য করা। ওয়াজিবসমূহ আদায় এবং হারামসমূহ ত্যাগ করতে নির্দেশ করা।

২. দ্বীন না জানলে অথবা গুরুত্ব না দিলে তাকে শিক্ষা দেওয়া। আর সাধ্যের উপর কোন কাজের বোঝ না চাপানো। হালাল ও জায়েজ কোন জিনিস চাইলে এবং সম্ভবপর হলে তা হতে বঞ্চিত না করা। স্ত্রীর পরিবারের লোকজনের সম্মান রক্ষা করা এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ না করা।

৩. স্বামীর জন্য স্ত্রী থেকে বৈধ যে কোন তৃপ্তি অর্জন এবং ভোগ করা, যে কোন সময় ও যে কোন অবস্থায় জায়েজ। কিন্তু সম্ভোগে স্ত্রীর কোন ক্ষতি হলে বা কোন ফরজ থেকে বিরত রাখলে জায়েজ নয়।

৪. নিজে যখন যা খাবে স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে এবং যখন যা পরবে স্ত্রীকেও অনুরূপ মানের পরাবে। আর চেহারায় মারধর করবে না এবং কুৎসিত বর্ণনা, তিরস্কার ও ঘৃণা করবে না এবং শুধুমাত্র বিছানায় ছাড়া অন্য কোনভাবে ত্যাগ করবে না। আর সন্তানদের সামনে কখনো তিরস্কার করবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

البقرة: L u t s r ¦ p o n ¦ l k j i h M
٢٢٨

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর উত্তম নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।" [সূরা বাকারা:২২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَــلَّمَ: « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ،فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ،وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الــضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَــمْ يَــزَلْ أَعْــوَجَ، فَاسْتَوْصُــوا بِالنِّسَاءِ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা নারীদেরকে সদুপদেশ দিবে; কারণ তারা পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি। আর পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা হাড় হচ্ছে উপরের হাড়। অতএব, যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি একেবারে ছেড়ে দাও তবে বাঁকা হতেই থাকবে। সুতরাং, নারীদেরকে সদপুদেশ দিবে।"[১]

¿ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারসমূহ:

১. স্ত্রীর করণীয় হচ্ছে স্বামীর খেদমত করা, তার ঘর পরিপাটি ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বাড়ী পরিচালনা করা, সন্তানদের তরবিয়ত-প্রতিপালন করা এবং তার কল্যাণ কামনা করা।
২. নিজের ব্যাপারে স্বামীর মর্যাদা ও সম্পদ ও বাড়ী রক্ষা করা। সর্বদা প্রফুল্ল ও হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা। তার জন্য সাজগোজ করা।
৩. সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সুন্দরভাবে মেলামেশা করা। বিছানায় আহ্বান করলে ডাকে সাড়া দেয়া। স্বামীর জন্য আরাম-বিশ্রামের উপকরণাদি

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫১৮৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৬৮

প্রস্তুত করে রাখা। স্বামীর অন্তরে প্রশান্তি দান করা; যাতে করে বাড়ীতে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

৪. আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে তার আনুগত্য করা। আর যা দ্বারা রাগ হয় এমন কাজ পরিত্যাগ করা। অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাইরে যাবে না। তার কোন গোপন রহস্য প্রকাশ করবে না। অনুমতি ব্যতিরেকে তার সম্পদে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। যাকে পছন্দ করে সে ছাড়া আর কাউকে বাড়ীতে প্রবেশ করাবে না। তার পরিবারের মান-সম্মান রক্ষা করা এবং অসুস্থ বা অপারগ অবস্থায় সম্ভবপর তাকে সাহায্য করা।

এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, একজন নারী তার স্বামীর বাড়ীতে ও তার সমাজে, যেমন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদির আঞ্জাম দেয়, যা পুরুষের বাড়ীর বাইরের কার্যাদির চাইতে কোন দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব, যারা নারীদেরকে বাড়ী থেকে ও তার কর্মস্থল হতে বের করতে চায় এবং পুরুষদের কাজে অংশ গ্রহণ করাতে ও তাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে ভিড় জমাতে চায়, তারা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ বুঝতে বহু দূরের পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে তারই প্রমাণ। আর নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট হয় নাই বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে, যার ফলে তাদের সামাজিক অবকাঠামো বিপর্যয়ের দিকে নিপতিত হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যা জরুরি তা নিয়ে টালবাহনা করা এবং তা আদায়ে অবহেলা ও অপছন্দ করা হারাম। আরো হারাম উপকারের খোঁটা ও কষ্ট দেওয়া।

¿ মাসিক ঋতুর সময় স্ত্রীর সাথে সবহাসের বিধানঃ

১. মাসিক ঋতু চলাকালিন পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা হারাম। আর যদি করে তবে সে বড় ধরনের পাপের কাজ করল; তাকে আল্লাহর কাছে তওবা ও ক্ষমা চাওয়া জরুরি। আর স্ত্রী যদি সম্মতি দেয় তবে সেও অনুরূপ।

২. স্ত্রীর মলদ্বারে ও হায়েয অবস্থায় সঙ্গম করা হারাম। মলদ্বার নোংরা ও ময়লার স্থান। এ তো জীবজন্তুরা অপছন্দ করে তবে মানুষের কি হওয়া উচিত।

৩. স্ত্রীর মাসিক ঋতু বন্ধ হলে এবং গোসলের পরে স্বামীর জন্য সহবাস করা জায়েজ। স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে মাসিক শেষে গোসল করতে এবং অপবিত্র বস্তু ধৌত করতে বাধ্য করার। আর শরীরের যে সকল লোম বা পশম ইত্যাদি অপছন্দকর সেগুলো কাটতে বাধ্য করার অধিকারও রয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

} | z y x w v u t r q p M

~ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ L البقرة: ٢٢٢

"আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (মাসিক ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা মাসিক ঋতু অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা বাকারা:২২২]

¿ দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করলে কি করবে:

১. সুন্নত হলো কেউ কুমারী বিয়ে করলে তার নিকট আরো স্ত্রী থাকলে প্রথমে কুমারীর নিকট একাধারে সাত দিন থাকবে। অত:পর সবার মাঝে সমান করে বণ্টন করবে। আর যদি বিবাহিতা নারীকে বিয়ে করে তবে তার নিকট তিন দিন থাকবে। অত:পর সমানভাবে বণ্টন করবে। আর যদি সাত দিন পছন্দ করে তবে তাই করবে এবং বাকিদের জন্যও অনুরূপ সাত দিন করে পূরণ করবে। অত:পর প্রত্যেকের জন্য একটি করে রাত্রি বণ্টন করবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَـزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ:« إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَـبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». أخرجه مسلم.

উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন উম্মে সালামা (রা:)কে বিবাহ করলেন তখন তার নিকটে তিন দিন থাকলেন এবং বললেন: "ইহা তোমার পরিবারের প্রতি অপমানকর নয়। যদি চাও তবে তোমার জন্য সাত দিন করব। আর তোমার জন্য সাত দিন করলে আমার বাকি স্ত্রীরদের জন্যও সাত দিন করব।"[১]

২. কুমারী নারী স্বামীর নিকটে অপরিচিত এবং তার পরিবার থেকে দূরে, তাই নতুন জীবনে স্বামী বন্ধুত্বের ও একাকীত্ব-নি:সঙ্গতা দূর করার বেশি প্রয়োজন যা পূর্বে বিবাহিতা নারীর বিপরীত।

¿ এক বাড়িতে একাধিক স্ত্রীকে একত্রে রাখার বিধান:

আসল হলো প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য আলাদা বাড়ি হবে। দু'জন বা এর অধিক স্ত্রীকে এক বাড়ীতে তাদের সন্তুষ্টি ছাড়া একত্রে রাখা স্বামীর জন্য নাজায়েজ; কারণ সতীনদের মাঝে ইর্ষা অধিক যা একত্রে থাকলে বাড়তে থাকে। আর লটারী ছাড়া কোন এক জনকে নিয়ে সফরে যাওয়াও হারাম। যার দু'জন স্ত্রীর কোন একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়বে সে কিয়ামতের দিন তার এক পার্শ্ব কাত হয়ে উঠবে।

যার একাধিক স্ত্রী আছে তার জন্য অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট (যাদের আজ দিন না) প্রবেশ করা এবং নিকটবর্তী হওয়া ও খবরাদি নেওয়া জায়েজ। তবে রাত হলে যার পালা তার নিকটে ফিরে আসতে হবে এবং তার জন্যই রাত্রি নির্দিষ্ট করতে হবে।

¿ স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফের নিয়ম:

স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের মাঝে বণ্টনে, রাত্রি যাপনে, ভরণ-পোষণে, বাসস্থানে ইনসাফ করা ওয়াজিব। আর সঙ্গমে বরাবর করা ওয়াজিব নয়

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৪৬০

তবে সম্ভব হলে উত্তম। আর অন্তরের আকর্ষণ কারো প্রতি বেশি হলে তার গুনাহ হবে না; কারণ কেউ তার দিলের মালিক নয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

N M L K I H G F E D C B)

[النساء/ (Z Y X WV U T S R P O

.[١٢٩

"তোমরা কখনোও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুকে পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং আল্লাহভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা নিসা:১২৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

d b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T [

النساء: ٣ Z r q p o n l k j i h g f e

"আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়–সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভবনা।" [সূরা নিসা:৩]

¿ স্ত্রীদের মাঝে বণ্টনের আহকাম:

১. প্রতিটি স্ত্রীর জন্য আলাদা দিন বণ্টন করা ওয়াজিব। চাই সে অসুস্থ হোক বা সুস্থ্য হোক। যদি অসুস্থের উপর বণ্টন করা কঠিন হয়, তবে একজনের নিকট থাকার জন্য সব স্ত্রীর নিকট অনুমতি নিবে। যদি তারা অনুমতি না দেয়, তবে লটারী করবে এবং বাকিদের হাজাত পুরা করবে না।

২. স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে তার দিন সতীন বা স্বামীকে হেবা-দান করতে পারে এবং স্বামী তা অন্য স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করলে জায়েজ।
৩. যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে তার জন্য যে স্ত্রীর আজ দিন না তার নিকট প্রবেশ করা এবং তার কাছে বসা জায়েজ কিন্তু সহবাস করবে না। তার খবরাদি নিবে এবং রাত্রি এসে গেলে যার দিন তারই নিকট চলে যাবে।
৪. যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সফর করে বা তার সঙ্গে সফর করতে কিংবা তার নিকট বিছানায় রাত্রি যাপন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তার জন্য না বণ্টন আর না ভরণ-পোষণ রয়েছে; কারণ সে নাফরমান-অবাধ্য।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِه فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. متفق عليه.

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন সফর করার ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। যার নাম আসত তাকে সাথে নিয়ে সফর করতেন। আর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য দিন ও রাত বণ্টন করতেন। কিন্তু সাওদা বিন্তে জাম'আ ছাড়া; কারণ তিনি তার দিন-রাত রসূলের স্ত্রী আয়েশাকে দান করে দিয়ে ছিলেন তাঁর সন্তুষ্টির জন্য।"[১]

৫. স্বামী যদি কারাবন্দী হয় এবং তার স্ত্রীদের সাথে থাকার সুযোগ হয়, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য বণ্টন করবে। আর যদি সম্ভব না হয়, তবে বণ্টন রহিত হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী কারাবন্দী হয়, তবে তার নিকট যাওয়া সম্ভব হলে, তার জন্য বণ্টন করবে। আর সম্ভব না হলে বণ্টন রহিত হয়ে যাবে।

[১]. বুখারী হা: নং ২৫৯৩ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৪৬৩

৬. পাগল স্ত্রীর জন্য বণ্টন করবে যদি নিরাপদ ও আমানতদার হয়। কিন্তু যদি নিরাপদ ও আমানতদার না হয়, তবে বণ্টন করবে না।
৭. যে ব্যক্তি স্ত্রীদের নিয়ে সফর করবে, রাস্তায় অবতরণের সময় কম হোক বা বেশি হোক তাদের মাঝে বণ্টন করবে। কিন্তু যখন কোন স্থান অবস্থান করবে তখন তার বিধান হবে মুকীম (বাড়িতে অবস্থানকারীর) মত।
৮. যখন লটারীর মাধ্যমে কোন একজনকে নিয়ে সফর করবে, তখন ফিরে এসে বাকিদের কাজা করা প্রয়োজন নেই। আর সফর থেকে ফিরে এসে যার দিন ছিল তার থেকে বণ্টন শুরু করবে।
৯. স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সফর করে, তবে তার কোন বণ্টন নেই। আর যদি তার প্রয়োজনে যেমন হজ্ব বা উমরা ইত্যাদি স্বামীর অনুমতি নিয়ে সফর করে, তবে তার বণ্টন নেই। আর যদি স্বামীর প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে সফর করে, তবে তার যা ছুটে গেছে তার কাজা করবে। আর যদি অন্য কার প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে সফর করে, তবে তার বণ্টন নেই।
১০. স্ত্রী আহলে কিতাবের হলে বণ্টনের ব্যাপারে মুসলিমা স্ত্রীর মতই। আর দাসীর কোন বণ্টন নেই।

¿ বণ্টনের সময়ঃ

যার উপার্জনের সময় দিনে তার সময় বণ্টন রাত্রে আর যার উপার্জনের সময় রাত্রে তার সময় বণ্টন দিনে। পবিত্র ও ঋতবতী এবং বয়স্কা ও ছোট সবার জন্যে বণ্টন করবে। কিন্তু যদি ঋতুবতী ও রুগিণীর জন্য বণ্টন না করার ব্যাপারে ঐক্যমত হয় তাহলে জায়েজ। আর যে তার অধিকার বিলুপ্ত করবে চাইলে তার জন্য সময় বণ্টন করবে না।

¿ অনুপস্থিত স্বামীর আগমনের পদ্ধতিঃ

অনুপস্থিত স্বামীর জন্য সুন্নত হলো হঠাৎ করে বাড়ীতে আগমন না করা বরং তার আগমনের সময় পূর্বেই জানিয়ে দেয়া; যাতে করে স্ত্রী সুন্দর ভাবে সাজগোজ ও পরিপাটি করে স্বামীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। আর মাথার এলোমেলো চুল পরিপাটি-সিঁথী এবং নাভি ও বগলের নিচের লোম পরিস্কার করতে পারে।

¿ স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের জন্যে আহ্বান করার পর না আসলে তার বিধান:

যখন স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করবে তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর প্রতি জরুরি ও বিরত থাকা হারাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِه فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন স্বামী স্ত্রীকে তার বিছানায় আহ্বান করে আর সে আসতে অস্বীকার করে। ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তখন সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা সে স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ করতে থাকে।"[১]

¿ গাইর মুহাররামা অপরিচিত নারীর সাথে মুসাফাহা-করমর্দন করার বিধান:

স্ত্রী ও মুহাররামাত নারীদের ছাড়া অন্য কোন অপরিচিত নারীর সাথে মুসাফাহা-করমর্দন ও একাকী নির্জনে হওয়া হারাম।

আর মুহাররামাত হলো: যাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম। চাই আত্মীয়তার জন্যে হোক বা স্তন্যপানের বিংবা বৈবাহিক কারণে হোক।

১. স্বামীর ভাই, তার চাচা, মামা এবং চাচাত-মামত-ফুফাত ভাইদের জন্য ভাবি, চাচী, মামী ও চাচত-মামত-ফুফাত ভাবীদের সাথে মুসাফাহা করা বৈধ নয়; কারণ তারা সকলেই আজনবী নারী তথা মুহাররামাত নয় এবং ভাই ও অন্যান্যরা স্ত্রীর জন্য মুহাররাম নয়।
২. কোন আজনবী নারীর সাথে মুসাফাহা করা জায়েজ নয় এবং এর চাইতে আরো জঘন্য হলো চুমা দেওয়া। চাই সে নারী যুবতি হোক বা বুড়ি হোক আর মুসাফাহাকারী যুবক হোক বা বয়স্ক ব্যক্তি হোক।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৩২৩৭ মুসলিম হাঃ নং ১৪৩৬ শব্দ তারই

আর হাতে কোন পর্দা দ্বারা হোক বা পর্দা ছাড়া হোক। কারণ উমাইমা বিন্তে রুকাইয়া [রা:] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:

« إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

"আমি কোন নারীর সাথে মুসাফাহা তথা করমর্দন করি না।"[১]

৩. মুসলিমা নারীর জন্য তার কোন অপরিচিত পুরুষের সাথে মুসাফাহা করা হারাম। আরো হারাম হলো কোন আজনবী যেমন ড্রাইভারের সাথে একাকী গাড়িতে আরোহণ করা।

¿ মাহ্‌রাম পুরুষ ছাড়া নারীর সফরের বিধান:

মাহ্‌রাম ছাড়া নারীর প্রতি একাকী সফর করা হারাম। চাই সফর গাড়িতে বা বিমানে কিংবা পানি জাহাজ-ষ্টিমারে অথবা রেল গাড়িতে হোক বা অন্য কিছুতে হোক।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ». متفق عليه

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন:"মাহ্‌রাম পুরুষ ছাড়া যেন নারী সফর না করে। আর তার সাথে মাহ্‌রাম না থাকা অবস্থায় যেন কোন পুরুষ তার নিকট প্রবেশ না করে।"[২]

¿ কাফেরের দেশে সফর করার বিধান:

কাফেরের দেশে সফর করার তিনটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: সফর করা ওয়াজিব। আর এ হচ্ছে তাদেরকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত করার জন্য সফর।

দ্বিতীয় অবস্থা: সফর করা জায়েজ। আর এ হচ্ছে চিকিৎসা বা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য।

তৃতীয় অবস্থা: নিষিদ্ধ সফর। ইহা হচ্ছে ভ্রমণ, খেলাধুলা ইত্যাদির জন্য সফর; কারণ এতে রয়েছে ফেতনা ও বিপদে পতিত হওয়ার আশঙ্কা

[১]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৪১৮১, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৮৭৪

[২].বুখারী হাঃ নং ১৮৬২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩৪১

এবং অপ্রয়োজনে কাফের ও ফাসেকদের সাথে মেলামেশা আর সময় ও অর্থের অপচয় করা।

এ ধরণের সফরে যে ব্যক্তি পতিত হয়েছে তার জন্য তিনটি বিষয় জরুরি। (ক) এমন জ্ঞানার্জন করা যার দ্বারা আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত করা সম্ভব হয়। (খ) তাকওয়া (আল্লাহভীতি) যার দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং তাঁর হারামকৃত বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে পারে। (গ) সফর করার অতি প্রয়োজন থাকা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[B C D E F G H I J Z التوبة: ١١٩

" হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" [সূরা তাওবা:১১৯]

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ. أخرجه أحمد والنسائي.

বাহজ ইবনে হাকীম, তিনি তাঁর বাবা থেকে, বাবা তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"কোন মুশরিক ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের ছেড়ে, যতক্ষণ মুসলিমদের কাছে না যাবে ততক্ষণ আল্লাহ তার কোন আমল কবুল করবেন না।"[১]

¿ শরিয়তের পর্দার শর্তাবলী:

শরিয়তের পর্দার নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী জরুরি:

নারীর পর্দা যেন তার সমস্ত শরীর আবৃত করে। এমন কাপড়ের হয় যেন ভিতরের কিছু প্রকাশ না পায়। ঢিলাঢালা হতে হবে যেন আঁটসাট না হয়। নকশি করা যেন না হয়, যার ফলে পুরুষদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। আতর-সেন্ট ব্যবহার ছাড়া। আর পোশাক যেন খ্যাতির জন্য

[১]. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হা: নং ২০০৩৭ নাসাঈ হা: নং ২৫৬৮ শব্দ তাঁরই

এবং কোন পুরুষ বা কাফের মহিলাদের সদৃশ না হয়। আর তাতে কোন প্রকার ক্রশ চিহ্ন ও ছবি যেন না থাকে।

¿ শরিয়তের পর্দার বিধানঃ

প্রতিটি সাবালক মুসলিমা নারীর প্রতি শরিয়তের পর্দা করা ফরজ। আর তা হচ্ছেঃ নারীর ঐসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা দেখলে পুরুষরা ফেৎনায় পতিত হয়। যেমনঃ চেহারা, হাতের তালুদ্বয়, চুল, ঘাড়, পা, পায়ের নলা, হাতের বাহু ইত্যাদি। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

Mوَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ ´ µ ¶ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴿٥٣﴾ L الأحزاب: ٥٣

"তোমরা তাঁর (রসূল ﷺ)-এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" [সূরা আহযাবঃ ৫৩]

নারীর প্রতি ফরজ হলো যারা তার মাহরাম না তাদের কাছে পর্দা করা। যেমনঃ দুলা ভাই, চাচাত ও মামাত এবং খালাত ইত্যাদি ভাইয়েরা। এরা তার মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নারীর জন্য চাকুরী ক্ষেত্রে, স্কুল-মাদরাসা, হাসপাতাল ইত্যাদিতে আজনবী পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করা হারাম। আরো হারাম হলো বেপর্দায় চলাফেরা করা এবং স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য তার আকর্ষণীয় অঙ্গরাজ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা; কারণ এর মধ্যে রয়েছে অনেক ফেৎনা-ফেসাদ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

y w v u t s r q p o n m [

z { | } ~ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ Z الأحزاب: ٥٩

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদেরন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর

টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আহজাব:৫৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Q P O M L K J I H G F [

^] \ [Z Y X W U T S R

الأحزاب: ٣٣ Z a ` _

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে−মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।" [সূরা আহজাব:৩৩]

¿ মহিলাদের গাড়ি ড্রাইভিং-এর বিধানঃ

আল্লাহ তা'য়ারা তাঁর বান্দাদের প্রতি অগণিত নেয়ামত দান করেছেন যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আর বিশেষ করে এ যুগে আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যমের অনেক নেয়ামত দান করেছেন। যেমনঃ রেডিও, টেলিভিশন, সেটালাই ও মোবাইল। এ ছাড়া দান করেছেন আরাম দায়ক যোগাযোগ পরিবহণ। যেমনঃ পানি জাহাজ, বিমান, রেল গাড়ি, বাস, গাড়ি ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহার এবং এ দ্বারা উপকৃত হওয়া কোন ফেতনা ও বিপর্যয় না থাকলে নারী-পুরুষ সবার জন্য চালনা ও আরোহণ সবই বৈধ।

আর যদি এর ব্যবহারে অনিষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তবে তা বারণ করা ওয়াজিব। আর এরই অন্তর্ভুক্ত হলো নারীদের শহরে, গ্রামে, সাধারণ সাস্তা−ঘাটে গাড়ির ড্রাইভিং করা। অতএব, তাদের জন্য ইহা জায়েজ নেই; কারণ এর দ্বারা অর্জিত হয়েছে এবং হবে বিপর্যয়, অনিষ্ট ও ফেতনা। এ ছাড়া মহিলারা তাদের চেহরা পুরুষদের সামনে খুলা ছাড়া গাড়ি চালাতে পারবে না এবং তাদের সাথে অধিক হারে ঘটবে আবাধ মেলামেশা; যা তাদের এবং ওদের সবার জন্য ফেতনার কারণ।

আর যখন কোন ফায়েদা বয়ে আনার পূর্বে ফেতনাকে দূর করা জরুরি এবং যা হারামের দিকে ঠেলে দেয় তা হারাম তখন মহিলাদেরকে গাড়ি চালনো থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। এ ছাড়া বারণের দ্বারা নারীদেরকে ফাজের, ফাসেকদের থেকে হেফাজত এবং তাঁদের ইজ্জত-সম্মানকে প্রতিটি নোংরা জিনিস থেকে রক্ষা করা হবে। আর এর দ্বারা সকল ফেতনা ও অনিষ্টের দরজাসমূহ বন্ধ হবে যা ঘটেছে ঐসব দেশে যারা একে বৈধ করেছে।

যারা এসব শুনে বিরত হয়েছে তারাই উত্তম করেছে। আর যারা জামাত ত্যাগ করেছে তারাই ক্ষতি করেছে এবং খুলে দিয়েছে নারী-পুরুষের জন্য সকল ফেতনার দরজা ও মুমিনদের মাঝে নোংরাপনা প্রসারের জন্য পথ সুগোম করেছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

i h g f e d c b a ` [

النور: ٣١ Z ﴿٣١﴾ r q p o m l k j

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।" [সূরা নূরঃ৩১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

y w v u t s r q p o n m [

الأحزاب: ٥٩ Z ﴿٥٩﴾ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ~ } | { z

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদেরন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আহজাবঃ৫৯]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

K J I H G F E D C B A @ ? > [

النساء: ١١٥ Z S R Q O N M L

"যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলিমদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।"
[সূরা নিসা:**১১৫**]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ Z النور: ١٩

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" [সূরা নূর:**১৯**]

১০- গর্ভধারণ ও বাচ্চা প্রসবের বিধান

¿ সদৃশ ও সন্তান ছেলে-মেয়ে হওয়ার রহস্য:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتْ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاك وَأُلَّتْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلك إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ. أخرجه مسلم.

১. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, একজন মহিলা রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করে যে, মহিলার যখন স্বপ্নদোষ হবে এবং পানি দেখবে তখন কি সে গোসল করবে? নবী [ﷺ] বলেন: হ্যাঁ, । আয়েশা (রা:) মহিলাকে বলেন, তোমার দু'হাত ধূলিময় ও বর্শা বিদ্ধ হোক। তিনি আয়েশা) বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:" তাকে ছাড়, সন্তানের সদৃশ তো এর দ্বারাই হয়ে থাকে। যখন নারীর ডিম্বকোষ পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান মামাদের সদৃশ হয়। আর যখন পুরুষের বীর্য নারীর ডিম্বের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তার তার চাচাদের সদৃশ হয়।"[১]

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُود – وفيه قال الحبر-: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ الْوَلَد قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَة أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَة أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّه وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَة مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّه قَالَ الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ. أخرجه مسلم.

২. সওবান [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে ছিলাম। এ সময় একজন ইহুদি পণ্ডিত আসল। (এতে রয়েছে,

[১]. মুসলিম হা: নং ৩১৪

সে পণ্ডিত বলল) আমি এসেছি আপনাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি [ﷺ] বলেন:“পুরুষের বীর্য সাদা এবং নারীর বীর্য হলুদ বর্ণের। যখন দু’টি এক সাথে হয়ে পুরুষের বীর্য মহিলার বীর্যের উপরে জয়ি হয়, তখন আল্লাহর অনুমতিতে ছেলে সন্তান হয়। আর যখন মহিলার বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর জয়ি হয়, তখন আল্লাহর অনুমতিতে মেয়ে সন্তান হয়। ইহুদি বলল, সত্যই বলেছেন; নিশ্চয় আপনি নবী। অত:পর সে ফিরে চলে গেল।”[১]

¿ ‘আজল−বাইরে বীর্যপাত ঘটানোর বিধানঃ

পুরুষের জন্য স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আজল তথা মিলনের সময় বীর্যপাত বাইরে ঘটানো জায়েজ, তবে আজল না করাই উত্তম। কারণ এর দ্বারা স্ত্রীর আনন্দে ব্যাঘাত ঘটে এবং বংশ বিস্তারে ভাটা পরে যা বিবাহের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজ।

¿ ভ্রুণ নষ্ট করার বিধানঃ

কোন ওজর বা প্রয়োজনে ৪০দিনের পূর্বে জরায়ু থেকে বৈধ ঔষধ দ্বারা ভ্রুণ নষ্ট করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো স্বামীর অনুমতি লাগবে এবং স্ত্রীর কোন প্রকার ক্ষতি যেন না হয়। আর অধিক সন্তান অথবা তাদের জীবিকার অপারগতা কিংবা লালান-পালনের ভয়ে ভ্রুণ নষ্ট করা জায়েজ নেই; কারণ ইহা আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণার বহি:প্রকাশ।

¿ জন্ম নিয়ন্ত্রনের বড়ি-পিল ব্যবহারের বিধি-বিধানঃ

১. সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার প্রতি এক বড় নেয়ামত। ইসলাম এর প্রতি উৎসাহিত করেছে; তাই স্থায়ীভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা অবৈধ। আর অভাব-অনটনের ভয়ে জন্ম বিরতি করা না জায়েজ। আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

X W V U T R Q P N M L K J M

L Y الإسراء: ٣١

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৩১৫

"তোমরা খাদ্য অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তাদেরকে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে ও ওদেরকে রিজিক দান করি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা এক মহাপাপ।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৩১]

২. স্বামী-স্ত্রীর সন্তান জন্মের শক্তি স্থায়ীভাবে খর্ব করে বন্ধাকরণ হারাম। কিন্তু নিশ্চিত কোন ক্ষতির কারণ হলে জায়েজ। কারণ এতে রয়েছে আল্লাহর সীমালজ্ঘন এবং বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থাকে বিকল করার প্রয়াস।

৩. নিশ্চিত কোন ক্ষতির কারণ থাকলে স্বামীর সম্মতি সাপেক্ষ স্ত্রী জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন: অস্বাভাবিকভাবে বাচ্চা প্রসব হওয়া। অথবা অসুস্থ যার ফলে প্রতি বছর বাচ্চা নিলে ক্ষতি হওয়া। এমন অবস্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা বিরতি করতে নিষেধ নেই। তবে উভয়ের সন্তুষ্টি থাকতে হবে এবং এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যার দ্বারা স্ত্রীর কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। এ ছাড়া বিশ্বস্ত চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত দ্বারা হতে হবে।

¿ গর্ভ সঞ্চারণের দ্বারা বাচ্চা নেওয়ার বিধান:

১. যদি অন্য দু'জন আজনবীর বীর্য ও ডিম্ব দ্বারা বা নিজের ডিম্ব ও অন্য পুরুষের বীর্য দ্বারা স্ত্রীর গর্ভোৎপাদন করা হয়, তবে ইহা হারাম ও জেনার গর্ভ সঞ্চারণ বলে বিবেচিত হবে।

২. আর যদি আকদ সম্পাদনের পরে এবং স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর সে স্বামীর বীর্য দ্বারা স্ত্রী গর্ভ সঞ্চারণ হয় তবুও হারাম।

৩. আর যদি স্বামী-স্ত্রীর বীর্য ও ডিম্ব হয় আর জরায়ু অন্য নারীর ভাড়া করা হয় তবুও হারাম।

৪. আর যদি উভয়ের বীর্য ও ডিম্ব হয় আর জরায়ু স্বামীর অন্য কোন স্ত্রী হয় এবং গর্ভ সঞ্চারণ ভিতর বা বাহির থেকে হয় তাহলেও হারাম।

৫. আর যদি স্বামীর বীর্য ও স্ত্রীর ডিম্ব তারই জরায়ুর ভিতরে বা বাইরে টিউবে গর্ভ সঞ্চারণ করার পর সেই স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থানান্তর করা হয় তবে জায়েজ; কারণ এর দ্বারা বহু প্রকার সমস্যা ও বাধা-নিষেধ হতে বাঁচা সম্ভাব। ইহা নিরুপায়ীদের জন্য বৈধ। আর প্রয়োজনের নির্ধারণ তার পরিমাণ মতই হতে হবে। আর যে এমন অবস্থায়

পতিত হবে সে যেন যার দ্বীন ও জ্ঞানে বিশ্বাস রাখে তাঁর কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে।

¿ পেটের বাচ্চার পরিবর্তনের বিধানঃ

ছেলে ও মেয়ের যখন অঙ্গরাজির সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করবে তখন তাকে এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে পরিবর্তন করা হারাম। আর পরিবর্তনের চেষ্টা করা অপরাধ, যে করবে সে শাস্তিযোগ্য হবে; কারণ ইহা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন যা সম্পূর্ণভাবে হারাম।

যদি কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নারী-পুরুষ উভয়ের আলামত একাভূত হয়, তবে দেখতে হবে যদি পুরুষীয় আলামত প্রাধান্য পায়, তবে অপারেশন বা হর্মোন দ্বারা চিকিৎসা করে তার নারীয় আলামত দূর করা জায়েজ।

¿ স্ত্রীর গর্ভধারণের প্রকারঃ

১. আল্লাহর নির্দেশে প্রতি মাসে নারীর ডিম্ব সৃষ্টি হয়। আর যখন ভাগ্যের সময় চলে আসে এবং শুক্রণুপ্রাণী সেই ডিম্বের সঙ্গে পরাগায়ন হয়ে সংমিশ্রণ ঘটে তখন নারী গর্ভবতী হয়। আর এটাই হলো মিশ্রিত শুক্রকীট।

২. সাধারণত মহিলারা প্রতি বছরে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। আর কখনো যমজ দু'জন ছেলে বা দু'জন মেয়ে কিংবা একজন ছেলে ও একজন মেয়ে প্রসব করে। আবার কখনো তিনজন বা এর অধিক প্রসব করে।

যমজ সন্তান দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ একটি শুক্রণুপ্রাণীর সঙ্গে দু'টি ডিম্বের সংমিশ্রণে যমজ, যারা একে অপরের পূর্ণ সদৃশ হয়।

দ্বিতীয়ঃ অদৃশ যমজ যা আল্লাহর নির্দেশে দু'টি শুক্রণুপ্রাণী দু'টি ডিম্বের সাথে পরাগায়ন হয়। প্রত্যেকটি শুক্রণুপ্রাণী আলাদা আলাদা ডিম্বের সাথে মিলে। এ ব্যাপারে নিশ্চয় আল্লাহই বেশি জ্ঞাত।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

Mإِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾ L الإنسان: ٢

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অত:পর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।" [সূরা দাহার:২]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

M لِّلَّهِ © ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَن ´ µ ¶ ¸

يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٞ قَدِيرٞ

﴿٥٠﴾ L الشورى: ٤٩ - ٥٣

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহর জন্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন, অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।" [সূরা শূরা: ৪৯-৫০]

¿ নবজাত শিশুর শুভেচ্ছা জানানোর বিধান:

মুসলিম ব্যক্তির জন্যে তার ভাইয়ের খুশীতে দ্রুত অংশ গ্রহণ করা এবং যা দ্বারা সে আনন্দিত হয় তা জানানো। আর আল্লাহর দান নবজাত শিশুর শুভেচ্ছা জানানো ও তার জন্য দোয়া করা এবং আল্লাহ নেয়ামতের স্মরণ করিয়ে শুকরিয়া করার জন্য উৎসাহিত করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

مريم: Z b a ` _ ^] \ [Z Y X W V [
٧

"হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি।" [সূরা মারয়াম:৭]

¿ নবজাত শিশুর নামকরণের সময়:

১. সুন্নত হলো জন্মের দিন নবজাদত শিশুর নাম রাখা।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ. أخرجه مسلم.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আজ রাতে আমার একজন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। অত:পর আমি আমার পিতামহ ইবরাহীম [ﷺ]-এর নামে তার নাম রেখেছি।"[১]

২. উত্তম হলো জন্মের সাত দিনের মধ্যে নাম রাখা। তবে এর আগে বা পরে নাম রাখা জায়েজ রয়েছে।

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى. أخرجه أحمد و أبو داود.

সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ []ﷺ বলেন:" প্রতিটি ছেলে সন্তান তার আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকীকা জবাই করতে হবে এবং তার মাথার চুল মুণ্ডণ করতে ও নাম রাখতে হবে।"[২]

¿ নবজাত শিশুর নামকরণ:

সুন্নত হলো বাচ্চার জন্য সর্বোত্তম ও আল্লার নিকট প্রিয় নাম নির্বাচন করা। যেমন: আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। এরপর আল্লাহর সুন্দর নামের সাথে আব্দ লাগিয়ে নাম রাখা। যেমন: আব্দুল আজীজ, আব্দুল মালেক ইত্যাদি। এরপর নবী-রসূলগণের নামে নাম রাখা। অত:পর নেককারদের নামে নাম রাখা। এরপর যেসব গুণ মানুষের সত্যের প্রমাণ বহণ করে। যেমন: এজিদ, হাসান ইত্যাদি। আর হারাম নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখা ওয়াজিব। যেমন: আব্দুর দার–কে আব্দুল্লাহ রাখা, আব্দুল হুসাইন–কে হুসাইন রাখা এবং হিমার–কে আসাদ রাখা

[১]. মুসলিম হা: নং ২৩১৫

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ২০১৮৮ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২৮৩৮

এমনিভাবে। আর সুন্নত হলো বড় ছেলের নামে উপনাম রাখা। যেমন: আবু আহমাদ ইত্যাদি।

¿ আকীকা:

আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় সন্তানের পক্ষ থেকে জবাইকৃত পশুকে বলে।

আকীকার পশুর বয়সে ও গুণের বিধান কুরবানির পশুর বিধানের মতই। কিন্তু আকীকাতে ভাগের শরিক চলবে না। তাই আকীকা একজনের পক্ষ থেকে একটি দুম্বা বা গরু বা উট লাগবে ভাগে হবে না। সন্তান জন্মগ্রহণের সাথে আকীকা করা বৈধ; তাই যখন সন্তান জীবিত জন্মগ্রহণ করবে তখন তার পক্ষ থেকে আকীকা করা সুন্নত।

আকীকা আল্লাহর নতুন নেয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশ করা এবং নবতাজ শিশুর জন্য উৎসর্গ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আর ছেলে সন্তান যখন আল্লাহর বড় নেয়ামত ও এহসান তখন তার পক্ষ থেকে শুকরিয়া বেশি হওয়া উচিত। তাই ছেলে সন্তানের আকীকা দু'টি দুম্বা-ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি দুম্বা-ছাগল।

¿ আকীকার বিধান ও তার সময়:

আকীকা করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি দুম্বা-ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি দুম্বা-ছাগল। সপ্তম দিনে জবাই করতে হবে এবং নাম রাখা ও মাথা মুণ্ডাতে হবে। যদি এ সময় পার হয়ে যায় ওজরের কারণে বা অজ্ঞতার জন্যে, তবে যে কোন সময় জবাই করবে। আর যদি কোন ওজর ছাড়া জবাই না করে থাকে, তবে আর জবাই করবে না; কারণ তার সময় শেষ হয়ে গেছে। আর খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে নবজাত শিশুর মুখে দেয়া সুন্নত।

¿ পাঁচটি জিনিসে মহিলা পুরুষের অর্ধেক:

উত্তরাধিকারে, দিয়তে, সাক্ষীতে, আকীকাতে ও আজাদকরণে।

১১- স্ত্রীর অবাধ্যতা ও তার চিকিৎসা

¿ নুশূজঃ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর জন্য যা ওয়াজিব সে ব্যাপারে অবাধ্যতা প্রদর্শনকে বলে।

মানুষের প্রতি যা করণীয় সে ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করাই মানুষের স্বভাব। কিন্তু অন্যের প্রতি তার যে সকল অধিকার সে ব্যাপারে বড়ই লোভী। তাই এ কু-অভ্যাসকে বিনাশ করতে এবং তার বিপরীত সৃষ্টি করার জন্যে সহজ পন্থা হলোঃ নিজের উপরে যে সকল অধিকার তা ব্যয় করার ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা এবং নিজের কিছু হক হলে সে ব্যাপারে তৃপ্তি হওয়া। এ ছাড়া সবুর, মাফ ও ক্ষমা করা। আর এ দ্বারাই সবকিছু ঠিক হয়ে যায় এবং বৈবাহিক জীবন হয় সুন্দর ও সৃষ্টি হয় ভালবাসা এবং দূর হয় হিংসা-বিদ্বেষ।

b a ` _ ^] \ [Z Y [

التغابن: ١٤ Z l k j i h g f e d

"হে মুমিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সকর্ত থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা তাগাবুনঃ১৪]

¿ **অবাধ্যতার বিধানঃ**

অবাধ্যতা করা পাপের কাজ যা শরিয়তে হারাম; কারণ এতে জুলুম ও অধিকারকে বারণ করা। স্ত্রীর প্রতি যা ওয়াজিব তা আদায় না করলে নাফরমানি এবং স্বামীর প্রতি যা ওয়াজিব তা আদায় না করলেও নাফরমানি।

স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা অনুভব করে এবং তাকে তালাক দেওয়ার আশঙ্কা করে, তাহলে তার পূর্ণ বা আংশিক অধিকার বিলুপ্ত করতে পারে। যেমনঃ রাত্রি যাপন বা ভরণ-পোষণ কিংবা পোশাক ইত্যাদি। আর স্বামীর জন্য তা কবুল করা উচিত তাতে দু'জনের প্রতি

কোন পাপ হবে না। ইহা তালাক ও প্রতি দিন আপোসে ঝগড়া-ঝাটি করার চাইতে উত্তম।

| / . - , + *) (' & % $ # " !)

> = < ; : 9 8 6 5 4 2 1

.[النساء/١٢٨] (A @ ?

"যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন পাপ হবে না। মীমাংসাই উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং আল্লাহভীরু হও, তবে আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।" [সূরা নিসা:১২৮]

¿ অবাধ্য স্ত্রীর চিকিৎসার পদ্ধতি:

১. যখন স্ত্রীর অবাধ্যতার আলামত প্রকাশ পাবে। যেমন: স্বামীর ডাকে বিছানায় বা আনন্দ গ্রহণে সাড়া না দেওয়া। অথবা বিরক্তিকর কিংবা ঘৃণা অবস্থায় সাড়া দেওয়া। তখন তাকে ওয়াজ-নসিহত করবে এবং আল্লাহর ভয় দেখাবে ও সহজ পন্থায় আদব দিবে। যদি তার পরেও আগের অবস্থার উপর অটল থাকে তবে প্রয়োজন মত বিছানায় ত্যাগ করবে। আর তিন দিন পর্যন্ত কথা বলা বিরত রাখবে।

২. যদি তার পরেও আগের অবস্থায় অটল থাকে, তবে দশ বা তার চেয়ে কম হালকা করে রক্ত বের না হয় এমন বেত্রাঘাত করবে। আর চেহারায় মারধর এবং কোন প্রকার কুৎসিত বর্ণনা ও তিরস্কার করবে না। কেননা উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং আদব দেয়া ক্ষতি সাধন বা প্রতিশোধ নেয়া নয়। যদি এসব দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় এবং আনুগত্য শুরু করে তবে পূর্বে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে তাকে কোন প্রকার ভর্ৎসনা করবে না। আর সহৃদয় ও নরম ব্যবহার করা এবং কথা ও কাজের দ্বারা বেশি করে সম্মান ও অনুগ্রহ করা।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

- , + *) (' & % $ # " ! M

9 8 6 5 4 3 2 1 0 .

B A ? > = < ; :

النساء: ٣٤ L M L K J I H F E D C

“পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তারা তার হেফাজত করে। আর যাদের মধ্যে আবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।” [সূরা নিসা: ৩৪]

৩. যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একে অপরের প্রতি জুলুমের দাবি করে। স্ত্রী তার অবাধ্যতা ও অহঙ্কার এবং খারাপ আচরণের উপর অটল থাকে। আর দু’জনের মাঝে সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তবে স্বামীর পরিবারের একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিরবারের অপরজন বিচারক প্রেরণ করবে। তারা দু’জনে যা কল্যাণকর তাই ফয়সালা করবে। হয় একত্রকরণ বা কোন বদলা অথবা বদলা ছাড়াই বিচ্ছেদকরণ।

Z Y X W V U T S R Q P O N M

النساء: ٣٥ L e d c b a ` ^] \ [

“যদি তাদের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন

সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।” [সূরা নিসা: ৩৫]

৪. যদি বিচারক মহোদয়গণ ঐক্যমতে না পৌঁছে অথবা দু’জন বিচারক না পাওয়া যায় এবং দু’জনের মাঝে উত্তম আচরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে; তাহলে কোর্টের বিচারক সাহেব তাদের ব্যাপারটা ভাল করে দেখবেন। অত:পর স্বামীকে তালাক দেয়ার জন্য নির্দেশ করবেন। যদি কবুল না করে কোন বিনিময়ে বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই যেমনটি তিনি ভাল মনে করবেন এবং শরিয়তের বিধিবিধান মোতাবেক দু’জনের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিবেন। আর এর দ্বারা ক্ষতি ও সমস্যা এবং ঝগড়ার নিস্পত্তি হবে।

] يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ à لَهُمۡ â شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ç è

ص: ٢٦ Z

“হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।” [সূরা স্বদ:২৬]

৩.তালাকের অধ্যায়

১- তালাকের আহকাম

¿ **তালাকঃ** তালাক হলো বিবাহের পূর্ণ বা কিছু বন্ধন খুলে দেওয়ার নাম।

¿ **তালাক বৈধকরণের হিকমতঃ**

সুখী দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বিবাহকে বিধান সম্মত করেছেন। দম্পতির জীবনে ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর প্রত্যেকে জীবনসঙ্গীকে পূত-পবিত্র থাকার ব্যাপারে সাহায্য করবে। এর দ্বারা মিটবে যৌন চাহিদা এবং আসবে নতুন প্রজন্ম।

যখন এ সমস্ত উপকারিতার ত্রুটি ঘটবে এবং কোন এক দম্পতির অসদাচরণের ফলে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। অথবা পরস্পর বিরোধপূর্ণ মেজাজ কিংবা দু'জনের মাঝের জীবন কষ্টকর ইত্যাদি কারণে বিরতিহিন বিরোধ হয়ে পড়ে, যার ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক কঠিন অবস্থায় পৌঁছে যায়। অতএব, যখন পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মুক্তির উপায় হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজ অনুগ্রহে তালাকের বিধিবিধান দান করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

, +) (' & % $ # " ! M

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

K J I H G E D C B A @ ? = < ;

L O N M L الطلاق: ١

"হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে তাদের

গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন।" [সূরা তালাক: ১]

¿ তালাকের মালিক কে:

১. তালাক দেওয়া একমাত্র স্বামীর অধিকার; কারণ বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য সে খরচ করে অনেক সম্পদ। তাই তো সে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখতে সর্বদা বেশি আগ্রহী। পুরুষই অধিক বিলম্ব ও ধৈর্যধারণ করতে পারে এবং বিবেক দ্বারা চিন্তা করে আবেগ দ্বারা নয়।
২. নারীরা অতি দ্রুত রাগ করে এবং সহ্য করতে পারে কম। আর তাদের মাঝে দূরদর্শীতার চরম অভাব দেখা যায়। এ ছাড়া তালাকের পরবর্তী পরিণতি স্বামীর মত স্ত্রীর উপর আসে না। আর যদি উভয়ের হাতে তালাকের অধিকার দেওয়া হত, তবে অতি সামান্য কারণে তালাকের অবস্থা বহুগুণে বেড়ে যেত।
৩. তালাক পুরুষের হাতে। একজন স্বাধীন পুরুষ তিনটি তালাকের মালিক। চাই স্ত্রী স্বাধীন হোক বা দাসী হোক। আর পরাধীন দাসরা দুই তালাকের মালিক।

¿ কার পক্ষ থেকে তালাক পতিত হবে:

প্রত্যেক সাবালক, বিবেকবান ও স্বেচ্ছায় তালাক দাতার তালাক পতিত হবে। জোরপূর্বক তালাক নিলে তালাক হবে না। অনুরূপ এমন মাতালের তালাক যে কি বলে তা নিজেই বুঝে না এবং এমন ক্রুদ্ধ ব্যক্তির তালাক যে কি বলে জানে না। যেমন: তালাক পতিত হবে না ভুলকারীর, অন্যমনস্ক ব্যক্তির, বিস্মৃতি ব্যক্তির, পাগল ইত্যাদির।

স্বামী অথবা তার উকিলের পক্ষ থেকে তালাক দেওয়া সহীহ হবে। উকিলের এক তালাক দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং যখন চাইবে তখন দিতে পারবে। কিন্তু যদি তার জন্য সময় ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে সে মোতাবেক প্রযোজ্য হবে।

তালাক দেয়াতে আগ্রহি ও রসিকের তালাক পতিত হবে; কারণ এর দ্বারা বিবাহের বন্ধন খেল তামাশা ও টালবাহনা থেকে হেফাজতে থাকবে।

¿ তালাকের বিধান:

প্রয়োজনে যেমন: স্ত্রীর অসদাচরণ ও খারাপ মেলামেশার জন্য তালাক দেওয়া জায়েজ। আর অপ্রয়োজনে যেমন: দম্পতির স্থির সুখী জীবন তার পরেও তালাক দেওয়া হারাম। আর জরুরি কারণে তালাক দেওয়া উত্তম। যেমন: যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা স্বামীকে ঘৃণা..... ইত্যাদি করে।

স্ত্রী সালাত আদায় না করলে অথবা তার ইজ্জত-আব্রুর ব্যাপারে নিষ্কলুষ না থাকলে এবং তওবা ও সদুপদেশ গ্রহণ না করলে তাকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব।

¿ যেসব অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম:

মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম। আরো তালাক দেওয়া হারাম যে তহুরে তথা পবিত্রতায় সহবাস করেছে ও গর্ভধারণ প্রকাশ পায় নাই। এক শব্দে তিন তালাক অথবা এক বৈঠকে তিন তালাক দেওয়াও হারাম।

¿ তালাকের শব্দসমূহ:

তালাকের শব্দের দিক থেকে তালাক দু'প্রকার:

১. 'তালাকে সরীহ' তথা সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক: যেসব শব্দ তালাক ছাড়া অন্য কোন অর্থের অবকাশ থাকে না। যেমন: তোমাকে তালাক দিলাম, তুমি তালাক, তুমি তালাকপ্রাপ্তা, আমার প্রতি তোমাকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব ইত্যাদি শব্দসমূহ।
২. 'কেনায়া তালাক' তথা পরোক্ষ ও অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক: ঐসব শব্দ যা তালাক ও অন্য অর্থ বহন করে। যেমন: তুমি বায়েন অথবা তোমার পরিবারে চলে যাও ইত্যাদি শব্দ।

সরীহ তথা স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যাবে; কারণ তার অর্থ পরিস্কার। আর কেনায়া তথা অস্পষ্ট ও পরোক্ষ শব্দ দ্বারা ততক্ষণ

তালাক পতিত হবে না যতক্ষণ শব্দের সাথে তালাকের নিয়ত না করা হবে।

¿ যে স্ত্রীকে বলবে: তুমি আমার প্রতি হারাম তার বিধান:

যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে: 'তুমি আমার প্রতি হারাম' তাহলে এর দ্বারা তালাক পতিত হবে না এবং হারামও হবে না। বরং ইহা হলফ-কসম হবে এবং এতে 'কাফফারা ইয়ামীন' তথা হলফ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে।

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. متفق عليه.

উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:"প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভর করে। অতএব, যার নিয়ত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জনের জন্য বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য, তার হিজরত যে জন্য করেছে তাই হবে।"[১]

¿ তালাকের পদ্ধতি:

তালাক কোন শর্ত ছাড়া হতে পারে অথবা সংযুক্ত-সম্বন্ধকৃত কিংবা শর্তের সাথে ঝুলন্ত হতে পারে।

১. **শর্ত ছাড়া উপস্থিত তালাক:** যেমন স্ত্রীকে বলা: 'তুমি তালাক' অথবা 'তোমাকে তালাক দিলাম' ইত্যাদি। এ তালাক সাথে সাথে পতিত হবে; কারণ কোন কিছুর সঙ্গে শর্ত বা সংযুক্ত করে নাই।

২. **সংযুক্ত ও সম্বন্ধকৃত তালাক:** যেমন স্ত্রীকে বলা: 'তুমি আগামি কাল তালাক' অথবা 'তুমি মাসের শুরুতে তালাক'। এ তালাক ততক্ষণ পতিত হবে না যতক্ষণ তার নির্দিষ্টকৃত সময় অতিক্রম না করবে।

---

[১]. বুখারী হা: নং ১ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৯০৭

৩. **ঝুলন্ত ও শর্তকৃত তালাক:** ইহা স্বামীর দ্বারা তালাককে কোন শর্তের সঙ্গে ঝুলিয়া দেওয়া। ইহা আবার দু'প্রকার:

(ক) যদি তার তালাকের দ্বারা কোন কাজ করতে বা ছাড়তে বাধ্য করা উদ্দেশ্য হয় অথবা উৎসাহ প্রদান কিংবা নিষেধ করা বা খবরের তাকিদ ইত্যাদি হয়। যেমন: 'যদি বাজারে যাও তবে তুমি তালাক' এর দ্বারা তাকে নিষেধ করাই উদ্দেশ্য করে তবে তালাক পতিত হবে না। আর এতে যদি স্ত্রী বিপরীত করে বসে তবে স্বামীর প্রতি 'কাফফারা ইয়ামীন' তথা কসম ভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হবে।

¿ কাফফারা ইয়ামীন:

দশজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো অথবা কাপড় পরানো কিংবা একটি গোলাম আজাদ করা। আর যদি উক্ত কোন একটি না পারে তবে তিনটি রোজা রাখা।

(খ) শর্ত পাওয়া গলে এবং তালাক উদ্দেশ্য হলে পতিত হবে। যেমন: স্বামীর কথা, যদি তুমি আমাকে অমুকটা দাও তবে তুমি তালাক।
এ তালাক পতিত হবে যখন শর্ত পাওয়া যাবে।

¿ তালাকের ব্যাপারে সন্দেহ করার বিধান:

আসল হলো যা ছিল তাই থাকা। তাই আসল হলো বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকা। এ জন্যে একিন ছাড়া বিবাহ বন্ধ নষ্ট হবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তালাক কিংবা শর্তে সন্দেহ করে তাহলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি তালাকের সংখ্যায় সন্দেহ করে তাহলে এক তালাক পতিত হবে।

আর যে সন্দেহসহ তালাক সাব্যস্ত করবে সে তিনটি ভয়ানক কাজ করবে। (১) স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন। (২) তার বন্ধনে থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে অন্যের জন্য বৈধ করা। (৩) স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ ও মিরাস থেকে বঞ্চিত করা।

¿ তালাকপ্রাপ্তাকে কিছু খরচ দেয়ার বিধান:

কিছু খরচ দেয়া: স্বামীর পক্ষ থেকে তার অবস্থা অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে মন রঞ্জনের জন্য কিছু অর্থ দেয়া।

এর তিন অবস্থা:

১. যদি মোহরানা সাব্যস্ত করা না হয় এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় তবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খরচ দেয়া ওয়াজিব। সামর্থ্যবানের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানের জন্য তার সাধ্য অনুযায়ী। তবে তার জন্য কনো মোহরানা নেই।

২. আর যদি মোহরানা স্থির করা না হয় এবং সহবাসের পর তালাক দেয় তবে স্ত্রীর জন্য মোহরে মিছিল দিতে হবে এবং তার জন্য কোন খরচ নেই।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى } | { z y xw v u t s r qM

ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ L البقرة: ٢٣٦

"স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহরানা সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।" [সূরা বাকারা: ২৩৬]

৩. আর যদি স্বামী স্ত্রীকে সুন্নী তালাক দেয়, তবে দু'জনের অবস্থার আলোকে স্ত্রীর মন রঞ্জন ও তার হকে যেসব অবহেলা করেছে তা পূর্ণের উদ্দেশ্যে কিছু খরচ দেবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ } | { z y xw v u t s r qM

قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ L البقرة: ٢٣٦

"স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহরানা সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।" [সূরা বাকারা: ২৩৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[Y Z [ ] ^ _ ` Z البقرة: ٢٤١

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া মুত্তাকীনদের উপর কর্তব্য।" [সূরা বাকারা:২৪১]

¿ যার মোহরানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার তালাকের বিধান:

১. আর যদি স্পর্শ বা স্ত্রীর সঙ্গে একাকী নির্জনে হওয়ার পূর্বে তালাক দেয় আর মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রী অর্ধেক মোহর পাবে। কিন্তু যদি স্ত্রী বা তার অলি মাফ করে দেয় সেটা ভিন্ন ব্যাপার। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটে তবে তার সকল হক রহিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Mوَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن ´ µ ¶ ¸ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ L البقرة: ٢٣٧

"আর যদি মোহরানা সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে (অলি) সে যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমারা (স্বামী-স্ত্রী) যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন।" [সূরা বাকারা:২৩৭]

২. বাতিল বিবাহের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্পর্শের পূর্বে বিচ্ছেদ হলে স্ত্রীর জন্যে মোহরানা ও খরচ কিছুই নেই। আর স্পর্শের পরে হলে সাব্যস্তকৃত মোহরানা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হবে; কারণ এর দ্বারা পুরুষ তার গুপ্তাঙ্গ হালাল করেছে। আর যদি মোহরানা নির্দিষ্ট না করে তবে মোহরে মিছিল।

২- সুন্নতি ও বিদাতি তালাক

¿ সুন্নতি তালাকের পদ্ধতিসমূহ:

১. সুন্নতি তালাক:

স্বামী তার স্পর্শকৃত স্ত্রীকে যে তহুরে (পবিত্রতায়) তার সঙ্গে মিলন করে নাই এক তালাক দেয়া। স্বামী এ অবস্থায় স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে। ইদ্দত হচ্ছে তিন মাসিক ঋতু। যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় এবং ফিরিয়ে না নেই তবে এক তালাকে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। নতুন আকদ ও মোহরানা ছাড়া ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর যদি ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয় তবে সে তার স্ত্রীই রয়ে যাবে।

আর যদি দ্বিতীয় তালাক দিতে চায় তবে প্রথম তালাকের ন্যায় তালাক দেবে। অত:পর যদি ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয় তবে স্ত্রীই রয়ে যাবে। আর যদি ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না নেয়, তবে দ্বিতীয় তালাকে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। নতুন করে আকদ ও মোহরানা ছাড়া তার জন্য হালাল হবে না।

এরপর যদি পূর্বের ন্যায় তৃতীয় তালাক দেয় তবে স্ত্রী তালাকে বড় বায়েন তালাক হয়ে যাবে। যতক্ষণ স্ত্রীর অন্যত্র সহীহ বিবাহ না হবে ততক্ষণ সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। এই পদ্ধতিতে ও তরতীবে তালাক দেওয়া সংখ্যার দিক থেকে সুন্নতি তালাক এবং সময়ের দিক থেকেও সুন্নতি তালাক।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

M v w y z { | } وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ © يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا ´ µ ¶ ¸ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ à ظَنَّآ â
يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ ç è é ê ë يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ L البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠

“তালাকে-রাজ‘য়ী হলো দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অত:পর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে (খোলা তালাক করে) অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুত: যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই হলো জালেম।

তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে (সহীহ পন্থায়) বিবাহ করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অত:পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয় (বা মারা যায়) তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনারায় বিয়ে করতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহর বিধান বজায় রাখতে ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।”
[সূরা বাকারা: ২২৯-২৩০]

২. সুন্নতি তালাকের আরো পদ্ধতি:

স্ত্রীর গর্ভধারণ সুস্পষ্ট হওয়ার পর এক তালাক দেওয়া। আর যদি স্ত্রী এমন হয় যার মাসিক হয় না তবে যে কোন সময় তালাক দিতে পারবে।

অত:পর যখন তালাক পূর্ণ হবে এবং বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তখন স্বামীর জন্য সুন্নত হলো স্ত্রীকে তার ও স্বামীর অবস্থার আলোকে কিছু খরচ দেয়া ইহা স্ত্রীর অন্তরের প্রশান্তির জন্য এবং তার কিছু অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

M Y Z [|] ^ _ ` L البقرة: ٢٤١

“আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য।” [সূরা বাকারা: ২৪১]

এ তালাক এ পদ্ধতি ও তরতিবে সংখ্যার দিক থেকে সুন্নতি এবং সময়ের দিক থেকে সুন্নতি ও অবস্থার দিক থেকেও সুন্নতি।

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

/ . - , + ') (' & % $ # " !)

= < ; 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

(O N M L K J I H G E D C B A @ ?

[الطلاق/١].

“হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন।” [সূরা তালাক:১]

¿ **বিদাতি তালাক:** শরিয়ত পরিপন্থী তালাক হলো বিদাতি তালাক। ইহা আবার দু’প্রকার:

(ক) সময়ের মাঝে বিদাত:

যেমন: মাসিক ঋতু বা প্রসূতি কিংবা যে তহুরে মিলন করেছে এবং গর্ভধারণ এখনো সুস্পষ্ট হয় নাই এমন অবস্থায় তালাক দেয়া। এভাবে তালাক দেয়া হারাম তবে তালাক পতিত হবে। আর এরূপ তালাকদাতা পাপী হবে এবং তার প্রতি ওয়াজিব যদি তৃতীয় তালাক না হয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া।

ঋতুবতী বা প্রসূতিকে ফিরেয়ে নিয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রাখবে। অত:পর মাসিক হয়ে পবিত্র হলে চাইলে তালাক দেবে। আর যে

মিলনকৃত তহুরে তালাক দেবে সে মাসিক হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখবে এবং পবিত্র হওয়ার পর চাইলে তালাক দিবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:« مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا». أخرجه مسلم.

১. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্ত্রীকে মাসিক ঋতু অবস্থায় তালাক দেন। উমার ফারুক [ﷺ] ইহা নবী [ﷺ]-এর নিকট উল্লেখ করলে নবী [ﷺ] বলেন:"তাকে স্ত্রী ফিরিয়ে নিতে বল। অত:পর পবিত্র অথবা গর্ভবতী অবস্থায় যেন তালাক দেয়।"[১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:« مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ». متفق عليه.

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় তালাক দেন। উমার ফারুক [ﷺ] এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলে তিন [ﷺ] বলেন:"তাকে স্ত্রী ফিরিয়ে নিয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রাখতে বল। এরপর যখন অন্য এক মাসিক হবে তারপর পবিত্র হবে তখন চাইলে তালাক দিবে অথবা রেখে দিবে।"[২]

(খ) সংখ্যায় বিদাতঃ

যেমন: এক শব্দে (তুমি তিন তালাক) তিন তালাক দেয়া। অথবা ভিন্নভাবে একই মজলিসে তিন তালাক দেয়া। যেমন বলা: তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক। এ ধরণের তালাক দেয়া হারাম তবে পতিত হবে এবং তালাক দাতা গুনাহগার হবে। কিন্তু এক শব্দে বা একাধিক শব্দে একই তহুরে তিন তালাক দিলে শুধুমাত্র এক তালাকই পতিত হবে তবে তালাকদাতা গুনাহগার হবে।

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৪৭১

[২] . বুখারী হাঃ নং ৫২৫১ মুসলিম হাঃ নং ১৪৭১ শব্দ তারই

যদি স্ত্রী ছোট বা ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা সহবাস হয়নি এমন হয়, তাহলে তার ব্যাপারে সুন্নতি ও বিদাতি যে কোন তালাক প্রযোজ্য এবং যখন ইচ্ছা তখন তালাক দিতে পারে।

৩- রাজ'য়ী ও বায়েন তালাক

¿ তালাক দুই প্রকারঃ

১. **রাজ'য়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকঃ** স্বামী স্পর্শকৃত স্ত্রীকে এক তালাক দিবে। ইদ্দতে থাকা অবস্থায় চাইলে স্বামী ফেরত নিতে পারবে। আর যদি ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় তালাক দেয় তবে ইদ্দতে থাকা অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। ইদ্দতে থাকলে এ দু'অবস্থায় স্ত্রীই থাকবে। এ অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে এবং স্বামীও স্ত্রীর মিরাস পাবে। আর স্ত্রীর জন্য রয়েছে খরচ ও বাসস্থান।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

, *) (' & % $ # " ! [

< ; : 9 8 6 5 4 3 2 1 / . -

L K I H G F E D C B A @ ? >

البقرة: ٢٣١ Z S R Q P O N M

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অত:পর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে নির্জাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময়।" [সূরা বাকারা:২৩১]

¿ রাজ‘য়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী কোথায় ইদ্দত পালন করবেঃ

এক বা দুই তালাকে রাজ‘য়ী অবস্থায় যদি স্ত্রী মিলনকৃতা বা একাকী নির্জনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এমন হয়, তবে তাকে স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালান করা ওয়াজিব। যাতে করে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়। আর স্ত্রীর জন্য উত্তম হলো স্বামীর জন্য সাজগোজ করা যেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ফেরত নেই। আর ফেরত না নিলে স্ত্রীকে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ী থেকে বের করে দেয়া স্বামীর জন্য জায়েজ নেই।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

/ . - , + ') (' & % $ # " ! [
= < ; 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
P O N M L K J I H G E D C B A @ ?
\ [Z Y X W V U T S R Q
n m l k j h g f e d c b a ` ^]
ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ ~ | { z y x w u t s r q p o
جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ © (٣) Z الطلاق: ١ – ٣

“হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন। অত:পর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন নির্ভযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে

বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ বের করে দেবেন। আর তাতে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূণ্য করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।"
[সূরা তালাক:১-৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

/ . - , *) (' & % $ # " ! [

@ > = < ; : 9 8 7 6 4 3 2 1 0

الطلاق: ٦ Z E D C B A

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানতারকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে।" [সূরা তালাক:৬]

২. **বায়েন তালাক:** যে তালকের দ্বারা স্ত্রী তার স্বামী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ইহা আবার দু'প্রকার:

(ক) ছোট বায়েন তালাক:

তিনের চেয়ে কম তালাককে বলে। যখন স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক দেবে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অত:পর তার ইদ্দতের মধ্যে ফেরত নিবে না তখন 'তালাকে বায়েনা সুগরা' তথা ছোট বায়েন তালাক হবে। এতে স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে নতুন মোহরানা ও আকদ দ্বারা বিবাহ করা যদি স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে না হয়। অনুরূপ দ্বিতীয় তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে ফেরত না নিলে ছোট বায়েন হয়ে যাবে।

আর স্বামী চাইলে নতুন আকদ ও মোহরানা দ্বারা তাকে বিবাহ করতে পারবে যদি স্ত্রী দ্বিতীয় জনের সঙ্গে বিয়ে না করে থাকে। অনুরূপ বিনিময়ের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদকারিণী অথবা বিনিময় ছাড়া ছোট বায়েনপ্রাপ্তা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

` _ ^] \ [Z Y X W V U T[

s q p o n l k j i h g f e d c a

البقرة: ٢٣٢ Z x w v u t

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।" [সূরা বাকারা:২৩২]

(খ) বড় বায়েন (অপ্রত্যাহারযোগ্য) তালাক:

ইহা পূর্ণ তিন তালাক হয়ে যাওয়াকে বলে। অতএব, যখন তিন তালাক দিয়ে দিবে তখন স্ত্রী স্বামী থেকে পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্থায়ীভাবে স্ত্রী থাকার নিয়তে শরিয়তের পন্থায় দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহ না হওয়া এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উভয়ে একে অপরের মধু পান না করা পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। যদি দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় অথবা মারা যায় এবং তার ইদ্দত শেষ ক'রে, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য অন্যান্যদের ন্যায় নতুন আকদ ও মোহরানা দ্বারা তাকে বিবাহ করা জায়েজ।

যদি স্বামী তালাক অথবা শর্তের ব্যাপারে সন্দেহ করে তবে বিবাহ বাকি থাকবে যতক্ষণ তা দূর হওয়ার ব্যাপারে সে একিন না হবে।

M v w y z { | } وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ¸ ¶ µ ´ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ © يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ à ظَنَّآ â
يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ç è é ê ë يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ L البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠

“তালাকে-রাজ‘য়ী হলো দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অত:পর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে (খোলা তালাক করে) অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুত: যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই হলো জালেম।

তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয় , তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে (সহীহ পন্থায়) বিবাহ করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অত:পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয় (বা মারা যায়) তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনারায় বিয়ে করতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহর বিধান বজায় রাখতে ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।”
[সূরা বাকারা:২২৯-২৩০]

¿ বায়েন তালাকপ্রাপ্তা কোথায় ইদ্দত পালন করবেঃ

তিন তালাকপ্রাপ্তা তার পরিবারের বাড়ীতে ইদ্দত পালন করবে; কারণ সে তার স্বামীর জন্য হালাল না। সে খরচ ও বাসস্থান পাবে না।

আর ইদ্দত পালন অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া তার পরিবারের বাড়ী থেকে বের হবে না।

¿ যেসব অবস্থায় স্ত্রীর জন্যে তালাক চাওয়া জায়েজঃ

যদি স্ত্রী এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে তার জীবন যাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ে, তবে কোর্টে বিচারকের সামনে তালাক চাওয়া জায়েজ। যেমনঃ

১. যদি স্বামী খরচের ব্যাপারে অবহেলা করে।
২. যদি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যার ফলে জীবন যাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেমনঃ গালি-গালাজ করা অথবা মারধর করা কিংবা কষ্ট দেওয়া যা সহ্য করার মত না বা কোন খারাপ কাজে বাধ্য করা ইত্যাদি।
৩. যদি স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিজের ব্যাপারে জেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় করে।
৪. যদি স্বামী দীর্ঘ সময় ধরে বন্দী থাকে যার বিরহে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৫. যদি স্ত্রী স্বামীর স্থায়ী কোন ত্রুটি বা রোগ দেখে। যেমনঃ বন্ধ্যা অথবা সহবাসে অক্ষম কিংবা ঘৃণিত মারাত্মক কোন রোগ ইত্যাদি।
৬. যদি স্বামীকে সালাতের নসিহত করার পরেও সালাত না কায়েম করে। অথবা কবিরা পাপে লিপ্ত এবং তওবা না করে।
৭. স্ত্রী স্বামীর দ্বীনে অপূর্ণতার কারণে ঘৃণা করলে বা স্বামী দাইয়ুস কিংবা তার চরিত্রে অভিযোগ রয়েছে ইত্যাদি।

একাই ভোগ করার উদ্দেশ্যে সতীনকে তালাক দিতে বলা হারাম; কারণ ইসলামে নিজের ও অন্যের ক্ষতি সাধন করার কোন অবকাশ নেই।

¿ কখন স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক সঠিক হবেঃ

যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে:"তোমার বিষয় তোমার হাতে" তখন স্ত্রী নিজে সুন্নত মোতাবেক তিন তালাকের মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি স্বামী এক তালাকের নিয়ত করে তবে এক তালাকের মালিক হবে। স্ত্রী বলবেঃ আমি আমাকে তার থেকে তালাক দিলাম। অত:পর স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে। যদি স্ত্রী ইদ্দত শেষ করে এবং স্বামী ফেরত না নেয়, তবে তালাক হয়ে যাবে।

¿ বায়েন তালাকের প্রকার:

স্বামী থেকে স্ত্রীর বায়েন হওয়ার তিন অবস্থা:
বিচারকের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন রহিত করার দ্বারা ও বিনিময়ের দ্বারা বায়েন তথা খোলা তালাক এবং তালাকের সংখ্যা তিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

যদি তালাক কোন বদলায় তথা খোলা তালাক অথবা স্পর্শের পূর্বে কিংবা তৃতীয় তালাক পূর্ণ করার জন্য হয়, তবে তালাকে বায়েন পতিত হবে।

¿ ঝুলন্ত তালাকের বিধান:

যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি যদি ছেলে সন্তার প্রসব কর তবে তুমি এক তালাক আর যদি মেয়ে সন্তান প্রসব কর তবে তুমি দু'তালাক। অত:পর যদি ছেলে সন্তান প্রসবের পর মেয়ে সন্তান প্রসব করে তবে প্রথমটি দ্বারা এক তালাতপ্রাপ্তা হবে আর দ্বিতীয়টি দ্বারা বায়েন হয়ে যাবে। আর তার উপর কোন ইদ্দত পালন করা জরুরি হবে না।

আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তোমার মাসিক হলেই তুমি তালাক, তবে সন্দেহমুক্ত প্রথম মাসিকেই তালাক হয়ে যাবে।

¿ প্রসূতি অবস্থায় তালাকের বিধান:

স্বামীর জন্য প্রসূতি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েজ; কারণ প্রসূতি অবস্থায় তার রেহেম খালি হওয়া সুস্পষ্ট এবং প্রসূতি অবস্থা ইদ্দতের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রসূতি নারী সরাসরি ইদ্দত পালন আরম্ভ করে যা ঋতু অবস্থার বিপরীত; কারণ ঋতুবতী নারী সরাসরি ইদ্দত পালন আরম্ভ করতে পারে না।

৪. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফেরত নেয়া

¿ **রাজ'য়াতঃ** প্রত্যাহারযোগ্য তালাক তথা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা না এমন স্ত্রীকে নতুন আকদ ছাড়াই ইদ্দতের ভিতরে পুনরায় গ্রহণ করা রাজ'য়াত বলা হয়।

¿ **রাজ'য়াত বৈধকরণের হিকমতঃ**

তালাক কখনো রাগান্বিত ও তড়িৎ-ঘড়িৎ হয়ে থাকে। আবার কখনো তালাক হয় কোন চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা ছাড়াই। আর তালাকের পরে কি ধরণের সমস্যা ও ক্ষতি এবং বিপর্যয় সৃষ্টি হবে সে ব্যাপারে থাকে না কোন জ্ঞান। তাই আল্লাহ তা'য়ালা বৈবাহিক জীবনের জন্যে রাজ'য়াত তথা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেছেন। ইহা একমাত্র স্বামীর অধিকার যেমন তালাক দেওয়া তারই অধিকার।

ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে হলো তালাক দেওয়া এবং পুনরায় গ্রহণকে বৈধকরণ। অতএব, যখন আপোসে ঘৃণা জন্মিবে এবং দাম্পত্য জীবন কঠিন হয়ে পড়বে তখন তালাক দেওয়া জায়েজ। আর যখন আপোসের সম্পর্ক সুন্দর হবে এবং পানির স্রোতধারা যখন তার নিজ গতিতে ফিরে আসবে তখন রাজ'য়াত তথা পুনরায় গ্রহণ করা জায়েজ হবে। আল্লাহরই সকল প্রশংসা ও এহসান।

¿ **পত্যাহারযোগ্য স্ত্রীর বিধানঃ**

প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বামীর স্ত্রীই থাকে, সে স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করবে, স্বমীর প্রতি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব, স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করা জরুরি। স্বামীর জন্যে তার চেহারা খুলা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, তার সাথে বের হওয়া, পানাহারা করা সবকিছুই জায়েজ। স্বামীর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে যা যা করা জায়েজ সবই করতে পারবে। তবে তার জন্যে কোন দিন বণ্টন করা লাগবে না; কারণ সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর বৈধ কোন কারণ ছাড়া প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার জন্য স্বামীর বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করা জায়েন নেই।

১. আল্লাহর বাণীঃ

/ . - , +) (' & % $ # " !)

= < ; 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

(O N M L K J I H G E D C B A @ ?

[الطلاق/١].

“হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন।” [সূরা তালাক:১]

২. আল্লাহর বাণীঃ

V U T S R Q P O N L K J I H)

h f e d c b a ` _] \ [Z Y X W

.[البقرة/٢٢٨] (u t s r p o n l k j i

“আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিক পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।” [সূরা বাকারাঃ ২২৮]

¿ রাজ‘য়াত (প্রত্যাহার) সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহঃ

১. তালাকপ্রাপ্তার সাথে সহবাস হয়েছে।
২. স্বামী যতগুলো তালাকের মালিক তার চেয়ে কম হওয়া। যেমনঃ তিন তালাকের কম।
৩. তালাক যেন কোন বিনিময়ে না হয়। যদি তালাক বিনিময়ে (খোলা তালাক) হয় তবে বায়েন হয়ে যাবে।
৪. প্রত্যাহার সহীহ বিবাহ দ্বারা ইদ্দতের মধ্যেই হতে হবে।

¿ যার দ্বারা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হয়ঃ

তালাকপ্রাপ্তাকে প্রত্যাহার কথা দ্বারা হতে পারে। যেমনঃ আমি আমার স্ত্রীকে ফেরত নিলাম। অথবা স্বামী স্ত্রীকে ধরে.... ইত্যাদি ভাবে রেখে দেওয়া। আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে। যেমনঃ ফেরত নেওয়ার নিয়তে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস... ইত্যাদি করা।

¿ তালাক ও প্রত্যাহারের জন্য সাক্ষী রাখার বিধানঃ

তালাক দেওয়া ও ফেরত নেওয়ার সময় দু’জন সাক্ষী রাখা সুন্নত। আর সাক্ষী ছাড়াও তালাক দেওয়া ও ফেরত নেওয়া সহীহ। রাজ‘য়ী তালাকপ্রাপ্তা যতক্ষণ ইদ্দতে থাকবে ততক্ষণ স্ত্রীই। আর পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার সময় শেষ হবে ইদ্দতের সময় শেষ হলেই।

রাজ‘য়াত তথা পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার সময় অলি, মোহরানা, স্ত্রীর সন্তুষ্টি এবং তাকে অবহিত করা এসবের কোনই প্রয়োজন নেই।
আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

[Z Y X W V U T S R Q P [
l k j i h g f e d c b a ` _ ^] \
ٱللَّهَ بَٰلِغُ ~ | { z y x w u t s r q p o n m
أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ © (٣) Z الطلاق: ٢ – ٣

“অত:পর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন নির্ভযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা

আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ বের করে দেবেন। আর তাতে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূণ্য করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।"
[সূরা তালাক:২-৩]

৫-খোলা তালাক

¿ **খোলা তালাক:** স্বামী স্ত্রী থেকে বিনিময় নিয়ে বিচ্ছেদ করার নাম খোলা তালাক।

¿ খোলা তালাক বৈধকরণের হিকমত:

যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত নি:শেষ হয়ে পড়ে এবং ঘৃণা ও শত্রুতা ভালোবাসার স্থান দখল করে ফেলে। আর সমস্যা জড়িত হয়ে পড়ে এবং দু'জনের অথবা একজনের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায়। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা নিস্কৃতির বিকল্প পথ ও বের হওয়ার রাস্ত করে দিয়েছেন।

যদি নিস্কৃতি স্বামীর পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয়, তবে আল্লাহ তার হাতে তালাকের অধিকার দিয়েছেন। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহ তার জন্য খোলা ক'রে নেওয়া বৈধ করে দিয়েছেন। স্ত্রী স্বামী থেকে যা গ্রহণ করেছে তার পূর্ণ বা কম কিংবা তার চেয়ে বেশি তাকে ফেরত দিবে যাতে করে সে তাকে বিচ্ছেদ করে দেয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

M v w y z { | } وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ © يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا ´ µ ¶ ¸ جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ ﴿٢٢٩﴾ L البقرة: ٢٢٩

"(প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক হলো দু'বার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর তাদের কাছ থেকে নিজের দেয়া সম্পদ হতে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অত:পর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই।" [সূরা বাকারা: ২২৯]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أخرجه البخاري.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত। ছাবেত ইবনে কাইস [ﷺ]-এর স্ত্রী নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি ছাবেত ইবনে কাইসের চরিত্র ও দ্বীনের ব্যাপারে কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছি না। কিন্তু আমি ইসলামে কুফরিকে ভয় করছি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"তুমি কি তার বাগান তাকে ফেরত দিবে?" মহিলাটি বলল: হ্যাঁ, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: (ছাবেত!) "বাগান গ্রহণ ক'রে তাকে এক তালাক দিয়ে (খোলা করে) দাও।"[১]

¿ খোলা তালাকের বিধান:

১. খোলা হলো বিবাহ বিচ্ছেদ। চাই তা খোলা শব্দ দ্বারা হোক বা বিচ্ছেদ শব্দ দ্বারা কিংবা বদলা শব্দ দ্বারা হোক। যদি তালাক শব্দ দ্বারা হয় বা কেনায়া শব্দ দ্বারা যাতে তালাক নিয়ত ছিল, তবে তালাক হয়ে যাবে। এরপর তাকে ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু ইদ্দত শেষে নতুন করে আকদ ও মোহরানা দ্বারা বিবাহ করতে পারবে যদি এ তালাক দ্বারা তিন তালাক না হয়।
২. যখন স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করে তার খারাপ আচরণ বা অসৎ চরিত্র কিংবা চেহারা-সুরত অপছন্দ অথবা তার অধিকার ত্যাগে গুনাহ হওয়ার ভয় তখন খোলা তালাককে বৈধ করা হয়েছে। আর স্বামীর জন্য উত্তম হলো খোলা গ্রহণ করা; কারণ ইহা বৈধ করা হয়েছে।
৩. যদি স্ত্রী স্বামীর দ্বীনের ত্রুটির জন্য ঘৃণা করে। যেমন: সালাত ত্যাগ করা অথবা অসৎ চরিত্র। এমন অবস্থায় যদি স্বামীকে ভাল করা

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫২৭৩

সম্ভব না হয় তবে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদের চেষ্টা করা ওয়াজিব। আর যদি স্বামী কোন হারাম কাজ করে এবং স্ত্রীকে করতে বাধ্য না করে, তবে স্ত্রীর উপর খোলা তালাক নেওয়া ওয়াজিব নয়। আর যে কোন নারী কোন সমস্যা ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক চাইবে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না।

¿ কার দ্বারা খোলা সঠিক হবে:

যে স্বামীর তালাক দেয়া সঠিক হবে তার খোলা করাও সঠিক হবে। আর স্বামীর জন্য স্ত্রী বা তার অলি কিংবা অন্য কোন দানশীলের নিকট থেকে অর্থ নেয়া সঠিক হবে।

¿ খোলা তালাকের সময়:

মাসিক ও পবিত্র সর্ব অবস্থায় খোলা করা জায়েজ আছে। আর খোলা তালাকপ্রাপ্তা এক মাসিক ইদ্দত পালন করবে। স্বামীর জন্য খোলাকৃতা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে তাকে নতুন আকদ ও নতুন মোহরানা দ্বারা ইদ্দতের পর বিবাহ করতে পারবে।

¿ স্ত্রীকে আটকিয়ে রাখার বিধান:

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুন্দর জীবন যাপন করা ওয়াজিব। আর স্ত্রীর নিকট থেকে জোরপূর্বক মোহরানা থেকে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে আটকিয়ে রাখা স্বামীর প্রতি হারাম। কিন্তু যদি স্ত্রী সুস্পষ্ট ফাহেশা তথা জেনায় লিপ্ত হয় তবে তখন হারাম হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

M z { | } ~ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ ©

مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ ´ ¶ ¸

فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ L النساء: ١٩

"হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটকে রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।

অত:পর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"
[সূরা নিসা:১৯]

¿ খোলা তালাক করে নেয়ার সম্পদঃ

যা মোহরানা হওয়ার জন্য জায়েজ তা খোলা তালাকে বিনিময় হওয়া জায়েজ। অতএব, স্ত্রী যদি বলে আমাকে এক হাজার টাকা ইত্যাদি দ্বারা খোলা করে দাও এবং স্বামী ক'রে তবে স্ত্রী ছোট বায়েন তালাক হয়ে যাবে। আর স্বামী এক হাজার টাকার হকদার হবে। অনির্দিষ্ট বৈধ জিনিস দ্বারা খোলা করা জায়েজ। যেমনঃ অনির্দিষ্ট একটি দুম্বা। আর যা মোহরানা দিয়েছিল তা বা তার চেয়ে কম বা বেশি গ্রহণ করা জায়েজ। কিন্তু যা দিয়েছে তার চেয়ে বেশি নেয়া মানবিকতার বিপরীত। আর সম্পদ ছাড়াও খোলার বিনিময় হতে পারে। যেমনঃ তার খেদমত বা তার বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি।

৬-ঈলা

¿ ঈলা হলোঃ

সঙ্গম করতে সক্ষম এমন স্বামীর আল্লাহর নামে বা তাঁর অন্য কোন নাম বা গুণের দ্বারা হলফ করা যে, সে তার স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে কখনো বা চার মাসের অধিক সময় সঙ্গম করবে না।

¿ ঈলা বৈধকরণের হিকমতঃ

ঈলা দ্বারা স্বামীদের নাফরমান ও অবাধ্য স্ত্রীদেরকে আদব দেওয়া উদ্দেশ্য। তাই স্বামীর জন্য প্রয়োজন পরিমাণ তথা চার মাস বা এর কম ঈলা বৈধ করা হয়েছে। আর এর অতিরিক্তকে হারাম ও জুলুম এবং অন্যায় বলে বিবেচনা করা হয়েছে; কারণ ইহা স্বামীর প্রতি যা ওয়াজিব তা ত্যাগ করার উপর কসম।

¿ ঈলার সময় সীমা নির্ধারণের হিকমতঃ

জাহেলিয়াতের যুগে পুরুষরা যদি স্ত্রীকে পছন্দ না করত এবং অন্য কেউ যাতে বিবাহ না করতে পারে সে জন্যে স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে হলফ করত যে, সে তার স্ত্রীকে চিরতরে বা এক বছর কিংবা দু'বছর স্পর্শ করবে না। তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখত, না স্ত্রী আর না তালাকপ্রাপ্তা। তাই আল্লাহ তা'য়ালা এর এক সীমা নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন। আর তা হলো ঊর্ধ্বে চার মাস এবং এর অতিরিক্ত অনিষ্টকর যা বাতিল করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ ঈলা করার ফলে কি দাঁড়াবেঃ

যদি কসম করে যে স্ত্রীর নিকটে কখনো বা চার মাসের অধিক যাবে না তাহলে সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। যদি চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে ঈলা শেষ হয়ে যাবে এবং তার প্রতি হলফ ভঙ্গের কাফফারা দেয়া জরুরি হয়ে যাবে। হলফ ভঙ্গের কাফফারা হলোঃ দশজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো অথবা তাদেরকে কাপড় পরানো কিংবা একটি দাস-দাসী আজাদ করা। যদি এগুলো না পারে তবে তিন দিন রোজা রাখা।

আর যদি মিলন ছাড়াই চার মাস অতিক্রম হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামীকে সহবাস করতে বাধ্য করবে। যদি মিলন করে তবে স্বামীর উপর হলফ ভঙ্গের কাফফারা ছাড়া আর কিছুই জরুরি হবে না।

আর যদি সহবাস করতে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রী তালাক চাইবে। যদি তালাক দিতে অস্বীকার করে, তবে কোর্টের বিচারক সাহেব স্ত্রীকে অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্যে স্বামীর প্রতি এক তালাক দেয়ার জন্য বাধ্য করবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

A @ ? > = < ; : 9 7 6 5 4 3 2 1 M

L G F E D C B البقرة: ٢٢٦ – ٢٢٧

"যারা নিজেদের স্ত্রীর নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অত:পর যদি পারস্পারিক মিল-মিশ করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু। আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।" [সূরা বাকারাঃ ২২৬-২২৭]

৭-জিহার

¿ জিহার:

স্ত্রীকে বা তার কোন অঙ্গকে যাকে স্থায়ীভাবে বিবাহ করা হারাম তার সাথে বা তার কোন অঙ্গের সাথে উপমা দেয়া। যেমন: স্বামীর কথা, তুমি আমার উপর আমার মার মত অথবা তুমি আমার প্রতি আমার বোনের পিঠের সদৃশ ইত্যাদি।

¿ জিহারের বিধান:

১. জিহারকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন এবং জিহারকারীদের ভর্ৎসনা করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

B A@ ? > < ; : 9 8 7 6 5 M

المجادلة: ٢ L O N M L K I H G F E D

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" [সূরা মুজাদালা: ২]

¿ জিহার বাতিলকরণের হেকমত:

জাহেলিয়াতের যুগে স্বামী স্ত্রীর প্রতি যে কোন কারণে রাগ হলে বলত: তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের সদৃশ আর স্ত্রী তালাক হয়ে যেত। অত:পর ইসলাম এসে নারীদেরকে এ বিপদ থেকে নিস্কৃতি দান এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করল যে, জিহার করা এক নোংরা ও মিথ্যা কথা; কারণ এর কোন ভিত্তি নেই এবং স্ত্রী মা নয়, তাই মার মত হারাম হবে? আর ইসলাম এর বিধানকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে এবং জিহারকৃত স্ত্রীকে ততক্ষণ হারাম করে দিয়েছে যতক্ষণ স্বামী তার ভুলের মাশুল কাফফারা আদায় না করে।

¿ জিহারের কিছু পদ্ধতি:

১. বিনা শর্তে জিহার করা। যেমন: স্বামী স্ত্রীকে বলা, তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের মত।

২. শর্তের সাথে জিহার করা। যেমন: বলা, যখন রমজান মাস প্রবেশ করবে তখন তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের মত।

৩. কিছু সময়ের জন্য জিহার করা। যেমন: বলা, তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের মত শা'বান মাসে। যদি শা'বান মাস শেষ হয়ে যায় আর এর মধ্যে সহবাস না করে তবে জিহার শেষ হয়ে যাবে। আর যদি শা'বান মাসে সহবাস করে তবে তার প্রতি জিহারের কাফফারা ফরজ হয়ে যাবে।

¿ জিহারের কাফফারার বিধান:

স্বামী স্ত্রীকে জিহার করলে তার সঙ্গে মিলনের পূর্বেই কাফফারা আদায় করবে। আর যদি কাফফারা আদায়ের র্পূবে সহবাস করে ফেলে তাহলে গুনাহগার হবে এবং তার প্রতি কাফফারা আদায় করা ফরজ হয়ে যাবে।

¿ জিহারের কাফফারার নিম্নের তরতীবে ওয়াজিব:

১. একজন মুমিন দাস বা মুমিনা দাসী আজাদ করা।

২. যদি না পাই তবে একাধারে কোন বিরতি ছাড়াই দু'মাস রোজা রাখা। আর এর মাঝে যদি দু'ঈদে বা অসুস্থ ইত্যাদি অবস্থায় রোজা না রাখে তাতে ধারাবাহিকতার বিচ্ছিন্ন ধরা হবে না।

৩. যদি দু'মাস ধারাবাহিক রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তবে ষাটজন মিসকিনকে দেশের প্রধান খাদ্য হতে খাওয়াবে বা দান করবে। প্রতিটি মিসকিনকে আধা সা' (প্রায় এক কেজি ২০ গ্রাম) খাদ্য দান করবে। অথবা ষাটজন মিসকিনকে দুপুরে বা রাত্রে একবার খানা খাওয়াবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার প্রদি দয়ালু; তাই ফকির-মিসকিনদের খাদ্য খাওয়ানোকে পাপের কাফফারা ও মিটানোর ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

_] \ [Z Y X W V U T S R Q P M

p o n m l k j i h g f e d c a `

وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ } | { z x w v u t s q

وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ L المجادلة: ٣ – ٤

"যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অত:পর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এই: একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এর সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধিক্রমে দুই মাস রোজা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।" [সূরা মুজাদালা: ৩-৪]

¿ জিহারের বিধান:

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে: যদি অমুক স্থানে যাও তবে তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের ন্যায়। যদি এর দ্বারা স্ত্রী নিজের উপর হারাম করা উদ্দেশ্যে হয়, তবে জিহারকারী হবে। তাই যতক্ষণ জিহারের কাফফারা আদায় না করবে ততক্ষণ স্ত্রীর সাথে মিলন করতে পারবে না। আর যদি এর দ্বারা সে কাজটি করতে নিষেধ করা উদ্দেশ্যে হয় হারাম করা না, তবে স্ত্রী হারাম হবে না। কিন্তু স্বামীর প্রতি ওয়াজিব হলো হলফ ভঙ্গ করার কাফফারা আদায় করা এবং এরপর তার হলফ ভঙ্গ করা।

যদি সকল স্ত্রীগণকে এক শব্দ দ্বারা জিহার করে, তবে একটি মাত্র কাফফারা জরুরি হবে। আর যদি একাধিক শব্দ দ্বারা তাদের সাথে জিহার করে, তবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা কাফফারা জরুরি হবে।

৮-লি'আন

(স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া)

¿ লি'আনঃ

লি'আন হলো বিচারক বা তাঁর দায়িত্বশীলের নিকট স্বামীর পক্ষ হতে আল্লাহর লা'নত-অভিশাপের বদদোয়া। আর স্ত্রীর পক্ষ হতে আল্লাহর গজবের বদদোয়াসহ কতগুলি সাক্ষ্য ও কসমের নাম।

¿ লি'আনের বিধান প্রবর্তনের হিকমতঃ

যখন কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখবে, যার ফলে সমাজে লাঞ্চিত হচ্ছে অথবা তার পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথবা তার ঔরসে অন্যের সন্তান মিশ্রিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বামী কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে এবং ব্যভিচারের অপরাধ সাব্যস্ত করতে না পারলে বা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বীকার না করলে, এ বিপদ হতে নিস্কৃতি ও সমস্যা সমাধানের জন্যই আল্লাহ তা'আলা লি'আনের বিধান প্রবর্তন করেছেন। তাই উভয়ে পরস্পরকে অভিশাপ দেয়ার পূর্বে তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদান ও ওয়াজ-নসীহত করা মুস্তাহাব-উত্তম।

স্বামী (স্ত্রীর অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ) উপস্থাপনের পর যদি আল্লাহর নামে কসম করে বলতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ৮০বেত্রাঘাত করতে হবে। আর স্ত্রী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করতে হবে।

¿ স্ত্রী ছাড়া অন্যের প্রতি জেনার অভিযোগের বিধানঃ

কোন ব্যক্তি অপরের স্ত্রী অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ক'রে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে তাকে মিথ্যা অপবাদ দানকারী হিসাবে শাস্তি স্বরূপ ৮০বেত্রাঘাত করতে হবে। আর তওবা ও সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সে ফাসেক বলে গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

i h g f e d c b a `_ ^] \ M

z y x w v u t s r q p o n m k j

{ | L النور: ٤ – ٥

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি (৮০) বেত্রাঘাত কর এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল কর না, এরাই হলো ফাসেক বা নাফরমান। কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।" [সূরা নূর: ৪-৫]

¿ লি'আনের শর্তসমূহ:

১. রাষ্ট্রপতি বা প্রশাসক কিংবা তাদের প্রতিনিধির সম্মুখে প্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ লি'আন সংঘটিত হতে হবে।
২. লি'আনের পূর্বে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি যেনা-ব্যভিচারের অপবাদ থাকতে হবে।
৩. স্বামীর এ অপবাদকে স্ত্রী অস্বীকার এবং লি'আন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত স্বীয় মতের উপর অটল থাকবে।

¿ লি'আনের পদ্ধতি:

যখন কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ আরোপ করবে এবং কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে না তখন তাকে (স্বামীকে) মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, তবে লি'আনের মাধ্যমে সে শাস্তি হতে নিস্কৃতি পেতে পারে।

লি'আনের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. সর্বপ্রথমে স্বামী চারবার বলবে:"আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার এই স্ত্রীকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ আরোপ করেছি, সে বিষয়ে আমি সত্যবাদী"। স্ত্রী উপস্থিত থাকলে তার দিকে ইঙ্গিত করবে। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্য এর সাথে আরো বৃদ্ধি করে বলবে:

Mأَنَّ ´ µ ¶ ¸ كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ L النور: ٧

"যদি সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত-অভিশাপ বর্ষিত হবে।" [সূরা নূর:৭]

২. অত:পর স্ত্রী চারবার বলবে:"আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ দিয়েছে তাতে সে মিথ্যাবাদী"। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্যের সাথে আরো বৃদ্ধি করে বলবে:

] أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾ Z النور: ٩

"যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহর তা'য়ালার গজব পতিত হবে।" [সূরা নূর: ৯]

সুন্নত হলো: লি'আন শুরু করার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রত্যেককে ভয়-ভীতি ও নসীহত মূলক কথা শুনানো, পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের সময় স্বামীর মুখে হাত রেখে তাকে বলতে হবে "আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির চেয়ে অনেক হালকা; কারণ তোমার সাক্ষ্য সত্য না হলে তোমার জন্য আখেরাতের শাস্তি অপরিহার্য। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও বলতে হবে কিন্তু তার মুখে হাত রাখতে হবে না। আরো সুন্নতী নিয়ম হলো : রাষ্ট্রপতি বা প্রশাসক কিংবা তাঁদের প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের উপস্থিতিতে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয়ে লি'আন করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

] { ~ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ © شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ ´ µ ¶ ¸ كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾ Z النور: ٦ - ٩

"আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে

যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবেঃ যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে।" [সূরা নূরঃ ৬-৯]

¿ লি'আন দ্বারা যা বর্তাবেঃ

লি'আন সম্পন্ন হলে পাঁচটি হুকুম সাব্যস্ত হবেঃ

১. স্বামীর উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি রহিত হবে।
২. স্ত্রী ব্যভিচারের শাস্তি রজম হতে মুক্তি পাবে।
৩. উভয়ের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
৪. উভয়ে একে অপরের জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে।
৫. যদি কোন সন্তান হয় তাহলে সে সন্তান স্বামী পাবে না বরং স্ত্রী পাবে।

লি'আনের কারণে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ইদ্দতে থাকা কালীন সময়ে স্ত্রী কোনরূপ ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান পাবে না।

৯– ইদ্দত পালন

¿ ইদ্দতঃ

তালাক দ্বারা বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর যে নির্দিষ্ট সময়কাল স্ত্রী অপেক্ষা করে এবং অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকে ঐ সময়কে ইদ্দত বলা হয়।

¿ ইদ্দতের বিধান প্রবর্তনের হিকমাত বা রহস্যঃ

১. জরায়ুর সচ্ছতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, যাতে বংশে কোনরূপ সংমিশ্রণ না ঘটে।
২. তালাক প্রদানকারীকে কিছু অবকাশ দেওয়া, যাতে অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে যেমন রাজ'য়ী তালাকে প্রযোজ্য।
৩. বিবাহ পদ্ধতির গুরুত্বারোপ করা হয়; কারণ ইহা কতগুলো শর্ত ছাড়া সংঘটিত হয় না অনুরূপ কিছু অপেক্ষা ও ধৈর্যধারণ ছাড়া ভঙ্গও হয় না।
৪. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে সম্মান প্রদর্শন করা; কারণ এ জীবন সহজেই অন্যের জন্য হয়ে যায় না, কিছু অপেক্ষা ও অবকাশের প্রয়োজন হয়।
৫. স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভের সংরক্ষণ করা।

অতএব, ইদ্দতে চার ধরণের হক বা অধিকার রয়েছেঃ আল্লাহর হক, স্বামীর হক, স্ত্রীর হক ও সন্তানের হক।

¿ ইদ্দতের বিধানঃ

বিবাহের পর স্বামীর সাথে নির্জন বাস হলে তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হোক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর হোক প্রতিটি স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ফরজ। যাতে করে সন্তান প্রসব হওয়া অথবা কয়েক মাসিক অতিক্রম হওয়া অথবা কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে স্বীয় জরায়ুর সচ্ছতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আর এ বিবাহ বিছিন্নতা চাই তালাকের মাধ্যমে অথবা খোলা তালাকের দ্বারা অথবা অন্য যেভাবেই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করা প্রযোজ্য।

¿ ইদ্দতের আহকামঃ

স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বেই যদি তালাক দেওয়া হয়, তাহলে তার কোন ইদ্দত নেই। আর যদি মিলনের পরে তালাক দেওয়া হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু মিলনের পূর্বে বা পরে যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সদাচরণের জন্য চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতেই হবে। আর এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধীকার পাবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] \ [ZY X W V U T S R Q [

الأحزاب: ٤٩ Z h f e d b a ` _ ^

“হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর। অত:পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই, তোমরা তাদেরকে কিছু দাও এবং তাদেরকে উত্তম পন্থায় বিদায় দাও।” [সূরা আহযাবঃ ৪৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

, *) (' & % $ # " ! [

; : 9 8 6 5 4 3 2 1 0 / . -

البقرة: ٢٣٤ Z <

“আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো, নিজেকে চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। অত:পর যখন ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন নিজেদের ব্যাপারে ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। আর তোমাদের যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত রয়েছেন।” [সূরা বাকারাঃ ২৩৪]

¿ ইদ্দত পালনকারী মহিলাদের প্রকারঃ

এরা ছয় প্রকারঃ

১. গর্ভবতী মহিলাঃ

স্বামীর মৃত্যু, তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ হতে সন্তান প্রসব পর্যন্ত হলো গর্ভধারিণীর ইদ্দত। যার সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস আর উর্ধ্বে নয় মাস। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ﴿٤﴾ Z الطلاق: ٤

"গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" [সূরা তালাক:৪]

২. বিধবা নারীঃ

স্বামীর মৃত্যুর সময় যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার ইদ্দত। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে চার মাস দশ দিন তার ইদ্দত। অবশ্য এ সময়ের মধ্যে তার গর্ভবতী হওয়া ও না হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

, *) (' & % $ # " ! [

; : 9 8 6 5 4 3 2 1 0 / . -

Z < البقرة: ٢٣٤

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো, নিজেকে চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। অত:পর যখন ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন নিজেদের ব্যাপারে ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। আর তোমাদের যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত রয়েছেন।" [সূরা বাকারা: ২৩৪]

৩. তালাকপ্রাপ্তা নারীঃ

যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন মাসিক পর্যন্ত। আর যদি তালাক ছাড়া অন্য কোনভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় যেমনঃ খোলা

তালাক, লি‘আন ইত্যাদি তাহলে ইদ্দত হলো এক মাসিক-মিনস্। আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

V U T S R Q P O N L K J I H)

i h f e d c b a ` _] \ [Z YX W

.[البقرة/٢٢٨] (u t s r p o n l k j

“আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিক পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।” [সূরা বাকারা: ২২৮]

৪. অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিংবা বয়োবৃদ্ধা নারী:

যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা আরম্ভ হয়নি তাদের স্বামীর মৃত্যুবরণ ছাড়াই যদি বিবাহ বন্ধন (তালাক, খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে) বিচ্ছিন্ন হয় তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস।
আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ ´ µ ¶ ¸ لَمۡ

يَحِضۡنَۚ ٤ Z الطلاق: ٤

“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে।”
[সূরা তালাক: ৪]

৫. যে নারীর হায়েয অজানা কারণে বন্ধঃ

তার ইদ্দত হল এক বৎসর। নয় মাস গর্ভধারণের সময় হিসাবে আর তিন মাস ইদ্দতের জন্য।

৬. যে নারীর স্বামী নিখোঁজঃ

যদি স্বামীর জীবণ-মরণ সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া না যায় তাহলে স্ত্রী তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করবে। অথবা বিচারক সতর্কতামূলক কোন সময় বেঁধে দিবেন। সে সময়ের মধ্যে না আসলে সময় শেষ হওয়ার পর বিচারক তার মৃত্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দিবেন। সে দিন হতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে।

তালাকপ্রাপ্তা ক্রীতদাসীর ইদ্দত হল দুই মাসিক পর্যন্ত। যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা বৃদ্ধা হয় তাহলে দুই মাস। আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

¿ স্ত্রী না এমন যারা তাদের ইদ্দতঃ

১. কোন ব্যক্তি মিলন ঘটেছে এমন ক্রীতদাসীর মালিক হলে তার জরায়ুর সচ্ছতা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে মিলন করবে না। যদি গর্ভবতী হয় তাহলে প্রসব পযন্ত, হায়েয হলে এক হায়েয পর্যন্ত, বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

২. যে নারীর যেনা-ব্যভিচার, অশুদ্ধ বিবাহ বা অন্য কোন মাধ্যমে মিলন ঘটেছে, অথবা খোলা (তালাক) হয়েছে, তার ইদ্দত হলো এক হায়েয। এর দ্বারা তার জরায়ুর সচ্ছতা অবগত হওয়া যায়।

৩. কোন নারী রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দতে থাকা অবস্থায় তার স্বামী মারা গেলে, উক্ত ইদ্দত বাতিল হয়ে স্বামী মৃত্যুর দিন হতে (চার মাস দশ দিনের) ইদ্দত শুরু হয়ে যাবে।

¿ শোক পালনের বিধানঃ

যে নারীর স্বামী মারা যায় তার ইদ্দতের পূর্ণ সময়কাল শোক পালন করা অপরিহার্য।

শোক পালন হলো: চাকচিক্য বেশ-ভূষণ, চাকচিক্য পোশাক পরিচ্ছেদ, অলংকার, মেহেদী, সুরমা, সুগন্ধি ইত্যাদি যা নারীর প্রতি আকর্ষণ বাড়াই এ সব বর্জন করা। কোন স্ত্রী যদি এরূপ শোক পালন না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর এ জন্যে তাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা জরুরি।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». متفق عليه

মহিলা সাহাবী উম্মে আতীয়্যা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"কোন নারী মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করতে পারবে না। কিন্তু মৃত স্বামী হলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। সাদা-সিধা কাপড় ছাড়া কোন রঙ্গিন কাপড় পরিধান করবে না। আতর সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার করবে না। তবে মাসিক হতে পবিত্রতা অর্জনের সময় তুলা ইত্যাদি দ্বরা অল্প সুগন্ধি লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রাখতে পারবে।"[১]

¿ শোক পালনের সময় সীমা:

স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য তিন দিন শোক পালন করা জায়েজ রয়েছে। আর স্বামী মারা গেলে চারমাস দশদিন যে ইদ্দত পালন করতে হয় মূলত: ইহাই শোক পালনের নির্ধারিত সময়। স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত ও শোক পালনের সময়ও শেষ হয়ে যাবে।

¿ ইদ্দত পালনের স্থান:

১. স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দত পালন করবে। যদি কোন ভয়-ভীতি ও সমস্যা থাকে তাহলে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে। ইদ্দত পালন কালে প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া জায়েজ

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৩৪২ মুসলিম তালাক পর্বে হাঃ নং ৯৩৮ শব্দ তারই

রয়েছে। স্বামীর ঘরে বা অন্য যেখানেই থাকুক না কেন (চার মাস দশদিন) সময় পার হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাবে।
২. রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারী নারী স্বামীর বাড়ীতেই থাকবে এবং তার ভরণ-পোষণ দিতে হবে। কেননা সে এখনও তার স্ত্রী। তার কথা ও কাজে এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতায় পরিবারের লোকেরা কষ্ট না পাওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়ী হতে তাকে বের করে দেওয়া যাবে না।

৩. বায়েন তালাকপ্রাপ্তা নারী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাকে খরচ দিতে হবে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে ইদ্দতের সময় কোন খোরাকি দিতে হবে না। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা, খোলা তালাক ও অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সে নারী তার পিতৃকুলে ইদ্দত পালন করবে।

¿ ইদ্দতপালনকারিণীর জন্যে যা করা জায়েজঃ

ইদ্দতপালনকারিণীর জন্যে জায়েজ হলোঃ

পরিস্কার-প্ররিচ্ছন্ন হওয়া, গোসল করা, চুল পরিপাটি করা, সাধারণ পোশাক পরিধান করা, শালীনভাবে প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়া এবং কোন প্রকার সন্দেহ না থাকলে পুরুষদের সাথে কথা বলা। যেমনঃ শোকবার্তা ইত্যাদি।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ Z البقرة: ٢٢٢

"নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা বাকারা:২২২]

১০-দুধ পান করানো

¿ দুধ পান করানোঃ

দুই বৎসর বয়সের মধ্যে কোন মহিলার গর্ভাবস্থায় বা তার পরে স্তন হতে দুধ পান করাকে রাযা'আত বলা হয়।

¿ দুধ পানের বিধানঃ

বংশের মাধ্যমে যা হারাম হয় তা দুধ পানের দ্বারাও হারাম হয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ :«لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হামজা (রা:) এর মেয়ে সম্পর্কে বলেন: "সে আমার (বিবাহের) জন্য হালাল নয়; রক্তের কারণে যেরূপ হারাম হয় সেরূপ দুধ পানের দ্বারাও হারাম হয়। সে আমার দুধ ভাই (হামজা)-এর মেয়ে।"[১]

¿ যে দুধ পান মাহরাম বানায়ঃ

দুই বৎসর বয়সের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচবার দুধ পান করলে হারাম সাব্যস্থ হয়। যখন কোন মহিলা কোন শিশুকে দুই বৎসরের মধ্যে পাঁচবার দুধপান করাবে, তখন সে মহিলার সন্তান তার স্বামীর সন্তান এবং স্বামীর সকল মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম) সে শিশুর জন্য হারাম হয়ে যাবে।

অনুরূপ দুধপানকারিণী মহিলার মাহরাম ও দুধপানকারী শিশুর মাহরাম বলে গণ্য হবে। দুধপানকারিণী মহিলা ও তার স্বামীর সকল সন্তানরা উক্ত শিশুর ভাই ও বোন বলে গণ্য হবে। কিন্তু দুধ পানকারী শিশুর পিতা-মাতা ও তাদের দু'জনের শাখা-প্রশাখার মাঝে এ হারাম

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৬৪৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৪৭

বিধান সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং দুধপানকারী শিশুর দুধ ভাই ও বোন এবং তার বংশীয় ভাই ও বোনদের মাঝে বিবাহ বন্ধন বৈধ হবে।

¿ মাহরামকারী দুধ পানের নীতি:

১. দুধ পান দ্বারা মাহরাম সাব্যস্ত হবে পানকারী ও তার শাখার প্রতি। আর তারা হলো: তার সন্তান-সন্ততি যতই নিচের হোক না কেন। আর পানকারীর উসুল তথা মূলে কোন মাহরাম সাব্যস্ত হবে না। আর তারা হলো পানকারীর বাবারা ও মাগণ যতই উপরে হোক না কেন। অনুরূপভাবে পানকারীর যারা হাশিয়া তথা পাশ্ববর্তী। আর তা হলো: তার ভাই- বোন, চাচা-ফুফু ও মামা ও খালারা।

২. দুধ পান দ্বারা মাহরাম সাব্যস্ত হবে স্তন্যদানকারিনীর উসুল তথা মূলে, ফারা' তথা শাখাতে ও হাশিয়া তথা পার্শ্ববর্তীতে। অতএব, স্তন্যদানকারিনীর স্বামীর ও তার সন্তানরা দুধ পানকারীর দুধ ভাই ও বোন, তাদের দু'জনের মা-বাবারা তার দাদা-দাদী ও নানা-নানী এবং স্তন্যদানকারিনীর ভাই ও বোনেরা দুধ পানকারীর মামা-খালা এবং তার স্বামীর ভাই ও বোনেরা দুধ পানকারীর চাচা ও ফুফু --- এভাবেই চলতে থাকবে।

¿ একবার দুধপানের পরিমাণ:

শিশুবাচ্চা স্তন হতে দুধপান শুরু করবে অত:পর সেচ্ছায় কোন কারণ ছাড়াই স্তন হতে মুখ তুলে নিবে, এটাই হল একবার দুধ পান করা। অথবা এক স্তন হতে দুধ পান করার পর অন্য স্তনে মুখ লাগালে একবার বলে গণ্য হবে। অপর স্তন হতে দুধ পান করে পূর্বের স্তনে ফিরে গেল দুইবার দুধ পান করা গণ্য হবে। অবশ্য সমাজে প্রচলিত নিয়মেরও এক্ষেত্রে গুরুত্ব রয়েছে। আর দুধপান করানোর ক্ষেত্রে সুষ্ঠ-সুন্দর এবং চরিত্র ও ধর্মীয় দিক থেকে উত্তম নারীকে দায়িত্ব দেওয়াটাই উত্তম।

¿ যা দ্বারা দুধ পান সাব্যস্ত হবে:

দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা অথবা একজন দীনদার মহিলা দুধপানকারিণী হোক বা অন্য কেউ হোক এর সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে দুধপানের হুকুম সাব্যস্ত হবে।

¿ দুধ পানের প্রভাব:

১. যে কোন মহিলা শিশুকে দুধপান করালে উক্ত শিশু তার সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। উভয়ের মাঝে বিবাহ-বন্ধন হারাম হয়ে যাবে। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ হয়ে যাবে। অনুরূপ একজনের মাহরাম অপরজনের মাহরাম বলে গণ্য হবে। কিন্তু একে অপরের ভরণ-পোষণ দেয়া বা অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারীত্ব অপরিহার্য হবে না।

২. গৃহপালিত পশুর দুধপানের মাধ্যমে মেয়ে মানুষের দুধপানের মত রাযা'য়াত সাব্যস্ত হবে না। অতএব, যদি দু'টি শিশু কোন এক পশুর দুধ পান করে এতে তারা দুধ ভাই বা বোন হবে না। কোন পুরুষ কোন মহিলাকে রক্তদান করলে এতেও কোন রাযা'য়াত সাব্যস্ত হয় না এবং উভয়ের মাঝে এ কারণে হারামও সাব্যস্ত হবে না।

৩. যদি কারো রাযা'য়াত সাব্যস্ত করতে সন্দেহ হয় অথবা পাঁচবার সংখ্যায় সন্দেহ হয় এবং কোন দলিল প্রমান পাওয়া না যায় তাহলে সাব্যস্ত হবে না; কেননা রাযা'য়াত সাব্যস্ত হারাম না হওয়াটাই হল আসল অবস্থা।

¿ বড়দের দুধপানের বিধান:

দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পাঁচবার বা ততোধিক দুধপানের মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হয় ইহাই হলো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে কোন ব্যাক্তির বাড়ির ভিতরে আশা যাওয়া একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে এবং তার সাথে পর্দা রক্ষা করে চলা কষ্টসাধ্য হলে বয়স্ক ব্যক্তিকে দুধপানের মাধ্যমেও রাজা'য়াত সাব্যস্ত করা জায়েজ রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ- وَهُوَ حَلِيفُهُ- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَرْضِعِيهِ» قَالَتْ :وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ».متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাহলা বিন্তে সুহাইল নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে সালেমের আসাটা আবু হুযাইফা ভাল মনে করছেন

না। নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:"ঠিক আছে তাহলে তাকে দুধ পান করায় দুধ ছেলে বানিয়ে নাও।" সে বলল, সে তো বড় মানুষ তাকে কিভাবে দুধ পান করাবো? নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হেসে বললেন:"আমি তো জানি সে বড় মানুষ।"[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৪০০০ মুসলিম হাঃ নং ১৪৫৩ শব্দ তারই

১১- শিশুর প্রতিপালন

¿ "হাযানাহ" প্রতিপালনের সজ্ঞাঃ

ছোট শিশু অথবা হতবুদ্ধি ব্যক্তিকে তার অনিষ্টকর জিনিস থেকে হেফাজত ও লালন-পালন করা। আর সে নিজে সাবলম্বি না হওয়া পর্যন্ত তার সেবা-শুশ্রূষা করার নাম 'হাযানাহ'।

¿ শিশু বাচ্চার অভিভাবকত্ব বা পৃষ্টপোষকতা দুই প্রকারঃ

১. শিশু বাচ্চার ধন-সম্পদ ও বিবাহ-শাদির পৃষ্টপোষকতা। এ ক্ষেত্রে মাতার চেয়ে পিতার প্রাধান্য বেশি।

২. শিশু বাচ্চার পরিচর্যা ও দুধপান করানোর পৃষ্টপোষকতা। এ ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মার প্রাধান্য বেশি।

¿ শিশু বাচ্চার পরিচর্যার বিধানঃ

ইহা শরিয়ত সম্মত; কারণ এতে রয়েছে সওয়াব ও প্রতিদান। চাই ইহা অর্থের বিনিময়ে হোক বা কোন বিনিময় ছাড়া হোক।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

/ . - , *) (' & % $ # " ! [

@ > = < : 9 8 7 6 4 3 2 1 0

الطلاق: ٦ Z E D C B A

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানতারকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে।" [সূরা তালাক:৬]

¿ শিশুর পরিচর্যার অধিকার কার বেশি:

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিশুর পরিচর্যায় পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান। যদি পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে এ ছোট বাচ্চার পরিচর্যার অধিকার হলো তার মাতার; কেননা ছোট বাচ্চার প্রতি মাই বেশি দয়াশীলা ও অধিক ধৈর্যধারণী এবং তার প্রতিপালন, পরিচর্যা ও ঘুম পাড়ানোর ব্যাপারে বেশি অবগত।

শিশুর পরিচর্যা করা পরিচর্যাকারীর অধিকার তার প্রতি জরুরি না। তাই যে তা হতে বিরত থাকতে চাইবে তা করতে পারবে। আর এ দায়িত্ব পরবর্তী ব্যক্তির উপর ন্যাস্ত হবে। আর পরিচর্যায় যে নিকটতম সেই প্রথমে হকদার। যদি বরাবর হয় তাহলে নারী অগ্রাধিকার। যেমন: বাবা-মার মাধ্যে নারী তথা মা অগ্রাধিকার হবে। আর যদি দুইজনেই পুরুষ বা মহিলা হয়, তাহলে একই দিকের হলে দু'জনের মাঝে লটারি করতে হবে। মা ও দাদা হলে মার অগ্রাধিকার; কারণ তিনি নিকটতম। আর বাবা ও দাদী হলে বাবা অগ্রাধিকার হবে; কারণ তিনি নিকটতম। আর মা ও বাবা হলে মার অগ্রাধিকার; কারণ নিকটতার দিক থেকে দুইজনে বরাবর, তাই মা অগ্রাধিকার। আর দাদা-দাদী হলে দাদী এবং মামা ও খালা হলে খালা অগ্রাধিকার হবে। দাদী ও নানী হলে দাদী অগ্রাধিকার পাবে। আর যদি একই দিকের হয় তাহলে লটারি দ্বারা নির্বাচন করতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালজ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ পরিচর্যার অধিকার বিলুপ্তকরণ:

শিশু বাচ্চার পরিচর্যাকারী যদি অক্ষম হয় অথবা শিশু বাচ্চার কল্যাণার্থে তাকে না দেওয়া হয়, তখন পরবর্তী স্থান যার সেই

দায়িত্বশীল হবে। শিশু বাচ্চার মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন তাহলে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীজন সে দায়িত্ব পাবে। তবে দ্বিতীয় স্বামীর সম্মতিসাপেক্ষ মা তার পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

¿ পার্থক্য জ্ঞান লাভের পর কোথায় পরিচর্যা হবেঃ

১. যখন শিশু-বাচ্চার বয়স সাত বৎসর হবে তখন তাকে পিতা-মাতার দু'জনের একজনকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে, সে যাকে গ্রহণ করবে সেই পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যার কাছে শিশু-বাচ্চার সংরক্ষণ ও কল্যাণের ত্রুটির আশংকা করা হবে তার কাছে শিশুকে রাখা যাবে না। অনুরূপ কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর কাফির ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

২. শিশু বাচ্চা মেয়ে হলে মার নিকট থাকবে যতক্ষণ স্বামী না গ্রহণ করে; কারণ মা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি স্নেহশীলা এমনকি বাবা থেকেও। তা ছাড়া বাবা তার প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবে যখন মেয়ে মা হতে মাহরুম হয়ে বাড়িতে একাকী পড়ে থাকবে।

৩. শিশু বাচ্চা ছেলে হলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার ইচ্ছানুযায়ী থাকবে।

¿ পরিচর্যার খরচাদিঃ

ছোট বাচ্চার পরিযর্চার খরচ বাবার প্রতি। যদি বাবা গরিব হয় তাহলে বাচ্চার নিজের সম্পদ থেকে খরচ করবে। কিন্তু যদি তার সম্পদ না থাকে তাহলে বাবার প্রতি খরচ বর্তাবে যা আদায় বা দায়মুক্ত হওয়া ছাড়া রহিত হবে না।

১২-ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার

¿ নাফাকাতঃ

অধীনস্থ ব্যক্তিদের ন্যায্যভাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বভার গ্রহণের নাম হল নাফাকাত তথা ভরণ-পোষণ।

¿ ভরণ-পোষণ ওয়াজিবের কারণ তিনটিঃ

বৈবাহিক, আত্মীয়তা ও মালিকানা।

¿ ভরণ-পোষণের ফজিলতঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ´ µ

¶ ¸ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ Z البقرة: ٢٧٤

'যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"
[সূরা বাকারা:২৭৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

W V U T R Q P O N M L K [

e d c b a _ ^] \ [Z X

البقرة: ٢٧٢ Z j i h g f

"তাদের সৎপথে আনার দায় আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করবেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।" [সূরা বাকারা:২৭২]

عَنْ أَبِي مَسْعُود ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

৩. আবু মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং এতে প্রতিদানের আশা করে তখন তা দান-সদকা বলে গণ্য হয়ে যায়।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«السَّاعِي عَلَــى الْأَرْمَلَــةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ».متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"বিধবা ও মিসকিনদের সহযোগিতায় প্রচেষ্টাকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা রাতভর নামাজ আদায়কারী ও দিনভর রোজা পালনকারীর ন্যায়।"[২]

¿ যে মাল হতে খরচ করতে হবে:

q o n m l k j i h g f e d c [

ٱللَّهَ غَنِيٌّ ~ } { z y x w v u t s r

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ

وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ´ Z البقرة: ٢٦٧ ــ ٢٦٨

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রাখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। শয়তান তোমাদেরকে

১.বুখারী হাঃ নং ৫৩৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০০০২
২.বুখারী হাঃ নং ৫২৫৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৯৮২

অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।"
[সূরা বাকারা:২৬৭-২৬৮]

¿ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অবস্থাসমূহঃ

১. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তথা তার খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থান অনুরূপ যা প্রয়োজন ইত্যাদির ব্যয় করা স্বামীর উপর ফরজ। অবশ্য তা স্থান, কাল-পাত্র ও উভয়ের অর্থনৈতিক সঙ্গতি অনুযায়ী হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

W V U S R Q P O N M L J I H G F [

الطلاق: ٧ Z b a ` _ ^] [Z Y X

"বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিজিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন।" [সূরা তালাক:৭]

২. জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেনঃ প

« إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ...-وفيه_ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ». أخرجه مسلم.

"তোমাদের জান ও মাল অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হারাম--, এ হাদীসে আরো রয়েছে:"তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর; কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ। তোমরা আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের যৌনাঙ্গকে হালাল করে নিয়েছ।---

সুতরাং তাদেরকে ভালভাবে ভরণ-পোষণ ও পোশাকাদি দেয়া তোমাদের কর্তব্য এবং এটা তাদের হক।”[১]

২. রাজ‘য়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রে তার ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর কর্তব্য। এ ছাড়া তার আর কোন (যেমন রাত্রি যাপন ইত্যাদির) কোন অধিকার নেই।

৩. স্ত্রী তালাক অথবা অন্যভাবে (স্বামী হতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে গর্ভাবস্থায় ভরণ-পোষণ পাবে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।

৪. স্বামী মারা যাওয়ায় স্ত্রী বিধবা হলে তার জন্য কোন ভরণ-পোষণ নেই। তবে যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভের সন্তানের উত্তরাধিকারের অংশ হতে বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়া ফরজ। আর যদি গর্ভের সন্তানের কোন অংশ না থাকে তাহলে ওয়ারিছদের ভাল ব্যবহার করা উচিত।

৫. স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় অথবা স্বামী হতে আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী কোন ভরণ-পোষণ পাবে না তবে গর্ভবতী হলে পাবে।

¿ অনুপস্থিত স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার:

১. স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দেয় তাহলে অতীতের দিনগুলোসহ স্বামীকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে।

২. স্বামী যদি ভরণ-পোষণ দিতে অপারগ হয় অথবা অনুপস্থিত থাকে এবং স্ত্রীর জন্য কোন ভরণ-পোষণ রেখে না যায়। আর স্বামীর সম্পদ হতে স্ত্রীকে গ্রহণ করার সম্মতি না দেয়, তাহলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে আইনের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করে নিতে পারে।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ১২১৮

¿ পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও আত্বীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করার বিধান:

পিতা-মাতা ও যতই উর্ধ্বের (অর্থাৎ দাদা-দাদী--) হোক না কেন তাদের ভরণ-পোষণ দেওয়া ফরজ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মাতা পিতার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবেন। অনুরূপ সন্তান যতই নিম্নের (অর্থাৎ নাতি, পুতি) হোক না কেন তাদের ভরণ-পোষণ দেওয়া ফরজ। এমনকি পরস্পর ওয়ারিছদের মধ্যে খরচদাতা যদি ধনী হয় এবং গ্রহীতা দরিদ্র হয় তাহলে পিতার উপর সন্তানের ভরণ-পোষণ সুন্দর ও সতন্ত্রভাবে দেওয়া অপরিহার্য।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[z { | } ~ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ ©
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴿٢٣٣﴾ Z البقرة :٢٣٣

''আর মাতারা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি দুধপানের পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করতে চায়। আর সন্তানদের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর নারীর সমস্ত ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ প্রচলিত সুন্দর নিয়ম অনুযায়ী।'' [সূরা বাকারা:২৩৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ أَحَــقُّ النَّــاسِ بِحُــسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ:« أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রসূল! আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? উত্তরে তিনি বললেন:"তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা। অত:পর তোমার বাবা এবং এরপর তোমার অধিক নিকটতম ব্যক্তি।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৯৭১ মুসলিম হাঃ নং ২৫৪৮ শব্দ তারই

¿ নিকট আত্মীয়র ভরণ-পোষণের শর্ত:

১. যাদের পরিত্যাক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার হবে এমন সকলের জন্য ভরণ-পোষণ দেওয়া ফরজ।

২. রক্তের সম্পর্কের আওতায় না হলে অন্য কোন অসচ্ছল ব্যক্তির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কোন সচ্ছল ব্যক্তির উপর, তখন ফরজ হবে যখন সে সচ্ছল ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তির ওয়ারিছ হবে। অবশ্য সকলকে ইসলামের অনুসারী হতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥ Z الأنفال: ٧٥

"আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত: যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।" [সূরা আনফাল: ৭৫]

¿ কৃতদাসের অধিকার:

কৃতদাসের ভরণ-পোষণ দেয়া তার মালিকের উপর ওয়াজিব। কৃতদাস যদি মালিকের নিকট বিবাহের ব্যবস্থার দাবী করে তাহলে মালিক তাকে বিবাহ করাবে অথবা তাকে বিক্রি করে দিবে। আর কৃতদাসী যদি মালিকের কাছে বিবাহের ব্যবস্থার দাবী করে তাহলে মালিকের ইচ্ছাধিন তাকে ব্যবহার করতে পারে অথবা তার বিবাহের ব্যবস্থা করবে অথবা তাকে বিক্রি করে দিবে।

¿ জীবজন্তুর জন্য খরচের বিধান:

যার মালিকানাধীন চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পাখি রয়েছে তার কর্তব্য হলো সেগুলোর খানাপিনা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা নেয়া এবং যা বহনে অক্ষম এমন বোঝা না চাপানো। মালিক পশু-পাখির পরিচর্যায় অক্ষম হলে তাকে তা বিক্রি করতে অথবা জবাই করতে (যদি গোশত খাওয়ার

পশু হয়) অথবা ভাড়া দিতে বাধ্য করা হবে। আর অসুস্থ ও অচল হয়ে গেলে তা জবাই করা জায়েজ হবে না বরং তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَديثًا لَا أُحَدِّثُ بِه أَحَدًا منْ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِه رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لحَاجَته هَدَفًا أَوْ حَائشَ نَخْلٍ قَالَ فَدَخَلَ حَائطًا لرَجُلٍ منْ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ لمَنْ هَذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتًى منْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّه فَقَالَ أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذه الْبَهِيمَة الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ. أخرجه أحمد وأبو داود.

আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] একদা আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে বসিয়ে নেন। তিনি আমাকে একটি গোপন কথা বলেন যা আমি কাউকে বলব না। আর নবী [ﷺ] তাঁর হাজাত পূরণের জন্য উঁচু ঘর-বাড়ি বা খেজুর গাছের ঝোপ পছন্দ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একজন আনসারীর বাগানে প্রবেশ করেই হঠাৎ করে দেখলেন একটি উট। উটটি নবী [ﷺ]কে দেখেই ঝুঁকে পড়ল এবং তার দু'চোখ বয়ে পানি ঝরতে লাগল। নবী [ﷺ]উটটির নিকটে গিয়ে তার চোখ মুছে দিলে সে চুপ হয়ে গেল। এরপর নবী [ﷺ] বললেন: এ উটের মালিক কে? উটটি কার? অত:পর একজন আনসারী যুবক এসে বলল, আমার হে আল্লাহর রসূল? নবী [ﷺ] বললেন: আল্লাহ যে পশুর মালিক তোমাকে বানিয়েছে সে ব্যাপারে তুমি তাঁকে ভয় কর না? সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখ ও ক্ষমতার উর্ধ্বে কাজ চাপিয়ে দাও।"[১]

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৭৪৫ আবু দাউদ হা: নং ২৫৪৯ শব্দ তাঁরই

¿ ভরণ-পোষণ দানকারীর অবস্থাভেদঃ

ভরণ-পোষণকারীর দুই অবস্থা:

১. ভরণ-পোষণ দানকারী যদি দরিদ্র বা স্বল্প মালের মালিক হয় তাহলে স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও কৃতদাস ইত্যাদি যাদের বিষয়টা অতি গুরূত্বপূর্ণ তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ। এমতাবস্থায় সে প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করবে। অত:পর সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় যাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ তাদের দিবে। যেমনঃ স্ত্রী, কৃত দাস-দাসী ও পশু-পাখি ইত্যাদি।

অত:পর তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ যদিও তাদের কোন পরিত্যক্ত সম্পদ নাও পায়, তারা হলঃ পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে। অত:পর অন্যান্য যাদের ওয়ারিছ হবে তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

W V U S R Q P O N M L J I H G F [

الطلاق: ٧ Z b a ` _ ^] [Z Y X

"বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিজিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন।" [সূরা তালাক:৭]

২. যদি ভরণ-পোষণ দানকারী ধনী ও সচ্ছল হয় তাহলে সকলের ভরণ-পোষণ করবে। আর প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার দান করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ´ µ ¶

¸ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ Z البقرة: ٢٧٤

"আর যারা তাদের সম্পদ থেকে রাতে, দিনে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে প্রতিদান। আর তাদের নেই কোন ভয়-ভীতি ও নেই কোন চিন্তা-ভাবনা।"
[সূরা বাকারা:২৭৪]

¿ কল্যাণমূলক তহবিল (চ্যারিটি ফান্ড)-এর বিধান:

একটি দলের প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পদ থেকে ফান্ড জমা করার নাম কল্যাণমূলক তহবিল। প্রত্যেকের নিকট থেকে যে অনুসারে ইত্তেফাক হয়েছে তা গ্রহণ করবে। এ ফান্ডের সম্পদ শরিকদের কেউ বিপদ ও দুর্ঘটনায় পতিত হলে তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এ ধরণের কাজ শরিয়ত সম্মত। ইহা নেক ও তাকওয়ার কাজে এবং বিপদগ্রস্তদের সহযোগিতা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.». متفق عليه.

২. আবু মূসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয় মদীনার আশ'য়ারী গোত্রের যারা যুদ্ধে যখন বিধোবা হয়ে পড়ে বা তাদের পরিবারের খাদ্য কম পড়ে তখন তারা একটি কাপড়ে তাদের নিকট যা আছে তা একত্রে করে। অত:পর একটি পাত্র দ্বারা সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে। তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।"[১]

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৪৮৬ ও মুসলিম হা: নং ২৫০০

খাদ্য ও পানীয় বস্তুর বিধান

¿ প্রতিটি খাদ্য বস্তুকে ত্ব'আম বলে যার বহুবচন আত'ইমাহ্ এবং পানীয় বস্তুকে শারাব বলে যার বহুবচন আশরিবাহ্।

¿ **খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের বিধানঃ**

উপকারী ও পবিত্র ভাল দ্রব্য মূলতঃ হালাল। আর ক্ষতিকারক ও অপবিত্র এবং নোংরা দ্রব্য হারাম। প্রতিটি বস্তুর মূল হলো হালাল ও বৈধ। কিন্তু যেসব জিনিস থেকে বারণ করা হয়েছে অথবা তার বিপর্যয় প্রকাশ্য ও সুসাব্যস্ত তার মূল হারাম ও অবৈধ।

(هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾) [البقرة/٢٩].

"তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবহিত।" [সূরা বাকারা:২৯]

১. অতএব, দেহ ও আত্মার উপকারী খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় বস্তুকে আল্লাহ তা'য়ালা হালাল করে দিয়েছেন। যাতে করে বান্দা এসবের মাধ্যমে সুস্থ থেকে আল্লাহর আনুগত্য করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ Z البقرة: ١٦٨

"হে মানব সকল! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বাকারা:১৬৮]

২. আর যেসব বস্তু-সামগ্রী ক্ষতিকারক অথবা তার উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি, সে সবই আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ সকল বস্তু-সামগ্রীর পবিত্র ও পরিছন্নকেই আল্লাহ আমাদের জন্য

হালাল করেছেন এবং সকল বস্তু-সামগ্রীর অপবিত্র-নাপাককেই আল্লাহ আমাদের জন্য হারাম করেছেন। যেমনঃ রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মাধ্যমে তা জানিয়েছেন।

N M L K J I H G F E D [

X W V U T S R Q P O

e d c a ` _ ^] \ [Z Y

Z q p o n l k j i h g f

الأعراف: ١٥٧

“সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পায়। তিনি (রসূল) তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের আর বারণ করেন অসৎ কর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং অপবিত্র ও নোংরা বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেন।”
[সূরা আ‘রাফ:১৫৭]

¿ মানুষের মধ্যে খাদ্যের প্রভাবঃ

মানুষ খাদ্য হিসাবে অনেক কিছু আহার করে থাকে পরক্ষণে সে আহারের প্রভাব তার আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। অতএব, ভাল পবিত্র খাদ্যের ভাল প্রভাব তার মাঝে প্রকাশ পায়। অনুরূপ খারাপ অপবিত্র খাদ্যের কুপ্রভাব তার মাঝে প্রকাশ পায়। এজন্যই আল্লাহ তা‘য়ালা বান্দাকে ভাল পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং খারাপ অপবিত্র খাদ্য হতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

Y X WV U T S R Q P O N M [

البقرة: ١٧٢ Z] Z

“হে ঈমানদারগণ! আমি যে পবিত্র রিজিক তোমাদেরকে দান করেছি, তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া কর, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই এবাদত কর।” [সূরা বাকারা:১৭২]

¿ খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তুর মূল:

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তু মূলত মুমিনদের জন্যে হালাল কাফেরদের জন্য নয়। তাই শস্য, ফল, দুধ, মধু, খেজুর ও গোশত ইত্যাদি সকল পবিত্র খাদ্য। আর পানীয় বস্তু যাতে কোন ক্ষতি নেই তা সবই হালাল। আর কাফেরের প্রতি খাদ্য ও পানীয় বস্তু এবং সকল উপকারী জিনিস তাদের প্রতি হারাম।

B A @? = < ; : 9 8 7 6 5 4 3)

(O N M L K J H G F E D C

[الأعراف/٣٢].

“আপনি বলুন: আল্লাহ্‌র সাজ-সজ্জাকে–যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন: এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বুঝে।” [সূরা আ‘রাফ:৩২]

অতএব, প্রতিটি কাফের যেসব খাদ্য খাবে, পানির ঢোক পান করবে, পোশাক পরবে, বাহনে চড়বে, বাড়ি-ঘরে অবস্থান ইত্যাদি আল্লাহ্‌র নেয়ামতরাজি ভোগ করবে সেসবের জন্য তার প্রতি কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে।

আল্লাহ্ তা‘য়ালা বলেন:

1 0 / . - , + *) (' & [

الحجر: ٩٢ – ٩٤ Z 4 3 2

“অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে। সুতরাং আপনি প্রকাশ্যে

শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।” [সূরা হিজর:৯২-৯৪]

আর অপবিত্র খাদ্যদ্রব্য যেমন: মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি হালাল নয়। অনুরূপ যা ক্ষতিকর যেমন: বিষ, মদ, ভাং, মাদকদ্রব্য, তামাক ইত্যাদি সবই হারাম; কেননা এসব নোংরাদ্রব্য যা শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিকর।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

, + *) (' & % $ # " !)

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

.[المائدة/٣] (? > < ; :

“তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংশ্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা জবাই করেছ। যে জন্তু বলীর দেবীতে জবাই করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব পাপের কাজ।” [সূরা মায়েদা: ৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

C B A @ ? > = < ; : 9)

(R Q P O N M K J I G F E D

.[النساء/٢٩]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।” [সূরা নিসা:২৯]

¿ মেহমানের খানাপিনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার বিধান:

সুন্নতি নিয়ম হলো কোন মুসলিম ব্যক্তির কাছে অপর মুসলিম ভাইয়ের আগমন হলে তাকে আপ্যায়ন করাবে। আর মুসলিম মেহমান সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে তা খাবে। অনুরূপ সে পানীয় পান করালে কোন জিজ্ঞাসা না করে পান করবে। (অর্থাৎ খাদ্য বা পানিয় বস্তুর দোষত্রুটি বর্ণনা করবে না।)

আর যারা লোক দেখানো ও খ্যাতিলাভের উদ্দ্যেশ্যে অহংকার-গর্ব প্রকাশার্থে যে খানাপিনার আয়োজন করে, তাতে সাড়া দেয়া ও অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

¿ খাদ্য ও পানীয়বস্তুর প্রকার:

খাদ্য ও পানীয়বস্তুর মূল হলো বৈধ। ইহা তিন প্রকার:

উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও তরল পদার্থ।

প্রথম প্রকার: উদ্ভিদ চাই তা দানা জাতীয় হোক। যেমন: চাল ও গম অথবা সবজি জাতীয় হোক। যেমন: লাউ ও কপি কিংবা ফল জাতীয়। যেমন: কলা ও কমলা ইত্যাদি এসব হালাল।

¿ খেজুরের ফজিলত:

খেজুর হলো সর্বোত্তম খাদ্য। খেজুরবিহীন বাড়ীর পরিবার যেন ক্ষুধার্ত পরিবার। খেজুর হলো জাদু ও বিষ প্রতিরোধক। মদীনার খেজুর হলো সবচেয়ে উত্তম খেজুর। বিশেষ করে “আজওয়া” খেজুর সর্বোত্তম।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[z { | } ~ ﴿١٠﴾ رِّزۡقٗا لِّلۡعِبَادِۖ وَأَحۡيَيۡنَا بِهِۦ بَلۡدَةٗ مَّيۡتٗاۚ © ٱلۡخُرُوجُ ﴿١١﴾

Z ق: ١٠ - ١١

“আর লম্বমান খেজুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ খেজুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।” [সূরা ক্ব-ফ:১০-১১]

عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :«مَـــنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِـــحْرٌ ». متفق عليه.

২. সা'দ ইবনে ওক্কাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, বিষ ও জাদু তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।"[১]

¿ খেজুরের উপকারিতা:

খেজুর কলিজাকে মজবুত করে, স্বভাবকে নম্র করে, রক্তচাপ নিম্ন করে, শরীরের জন্য সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর ফল, যা মিষ্টিতে ভরপুর, বাসি পেটে খেলে কৃমি নাশ করে। ইহা একটি ফল আবার খাদ্য, ঔষধ ও মিষ্টিও বটে।

দ্বিতীয় প্রকার: স্থলচর ও জলচর সকল জীবজন্তু ও সমস্ত পাখি হালাল। কিন্তু হালাল থেকে যা বাদ করা হয়েছে তা ব্যতীত, যার বর্ণনা পরে আসবে।

¿ যে সমস্ত পশু -পাখি হালাল:

১. সকল স্থলচর প্রাণী হালাল তবে যে প্রাণীর আলোচনা পরে উল্লেখ হবে তা ব্যতীত। সুতরাং বাহিমাতুল আন'আম তথা উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল, বন্য গাধা, ঘোড়া, যব-সাগুা, নীল গাভী, হরিণ, খরগোশ ও জিরাফ এবং হিংস্র দাঁত দিয়ে শিকার করে এমন প্রাণী ব্যতীত বাকি সকল বন্য প্রাণী হালাল।

২. সকল প্রকার পাখি হালাল তবে পূর্বে আলোচিত পাখি ব্যতীত। সুতরাং মুরগী, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, কবুতর, উট পাখি, চড়ুই-বাবুই, বুলবুল, ময়ূর ও ঘুঘু ইত্যাদি পাখির গোশত হালাল।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ Z البقرة: ١٦٨

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৪৪৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২০৪৭

"হে মানব সকল! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বাকারা:১৬৮]

৩. জলচর ছোট বড় সকল প্রাণী যা জল ছাড়া বসবাস করে না তা হালাল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[! " # $ % & ' (7 Z المائدة: ٩٦

''তোমাদের জন্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা এবং তা খাওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আর ইহা তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের উপভোগের জন্য।'' [সূরা মায়েদাঃ ৯৬]

¿ যে সমস্ত জীবজন্তু ও পাখি হারামঃ

যে সমস্ত পশুর হারামের কথা ইসলামে উল্লেখ করা হয়েছে যেমনঃ গৃহপালিত গাধা ও শূকর ইত্যাদি। অথবা কোন পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যেমনঃ বড় দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী, আঘাতকারী বড় নখ বিশিষ্ট পাখি। অথবা যে প্রাণীর ক্ষতিকর দিকটা সুপ্রসিদ্ধ। যেমনঃ ইঁদুর, কীট-প্রত্যঙ্গ। অথবা কোন কারণে যার মাঝে ক্ষতির বিষয়টি পাওয়া যায়। যেমনঃ এমন গরু-ছাগল যা ময়লা খেতে অভ্যস্ত। অথবা এমন প্রাণী যাকে হত্যা করার ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি। অথবা এমন প্রাণী যাকে হত্যা করতে ইসলামে নিষেধ করেছে যেমনঃ হুদহুদ পাখি, ব্যাঙ, পিপিলিকা ও মৌমাছি ইত্যাদি। অথবা এমন পাখি যা নোংরা আবর্জনা ভক্ষণ করে থাকে। যেমনঃ শকুন, কাক ইত্যাদি। অথবা এমন প্রাণী যা হালাল ও হারাম প্রাণী হতে জন্ম লাভ করে। যেমনঃ খচ্চর যা ঘোড়া ও গাধীর সংমিশ্রণে জন্ম হয়। অথবা কোন হালাল প্রাণী মৃত হওয়ার কারণে তা হারাম। অথবা শরিয়াত বর্জিত হওয়ার কারণে তা হারাম। যেমনঃ আল্লাহর নাম না নিয়ে বা অন্যের নাম নিয়ে জবাই করা পশু। অথবা এমন প্রাণী যা ইসলামে ভক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়নি। যেমনঃ ছিনতাই ও চুরি করা ইত্যাদি প্রাণী।

¿ হারাম হিংস্র জীবজন্তুর প্রকার:

যে সমস্ত হিংস্র জন্তু কর্তনদন্ত দ্বারা শিকার করে বা ছিঁড়ে খায়। যেমন: সিংহ, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, কুকুর, শৃগাল, শূকর, ফেরু, বিড়াল, সজারু, বানর ইত্যাদি এরূপ সব পশুই হারাম।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ ». أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কর্তনদন্ত দিয়ে শিকারকারী সকল প্রাণী এবং পায়ের আঘাতকারী নখ দিয়ে আহারকারী সকল পাখি ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।"[১]

¿ হারাম পাখির প্রকার:

যে সকল পাখি পায়ের বড় নখ দিয়ে আঘাত করে শিকার করে থাকে। যেমন: বাজপাখি, চিল, পেঁচা ইত্যাদি সবই হারাম। অনুরূপ যে সকল পাখি নোংরা আবর্জনা ইত্যাদি খেয়ে থাকে। যেমন: কাক, শকুন ইত্যাদি হারাম।

তৃতীয় প্রকার: সমস্ত তরল পদার্থ যেমন: পানি, দুধ, মধু ও তৈল সবই হালাল।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

x w v u t s r q p o n [

كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ } | { z y

يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ Z الأنعام: ١٤١

"তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছে–তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না। আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র–যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং জয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন–একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৯৩৪

হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।” [সূরা আন‘আম:১৪১]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

(هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾) [البقرة/٢٩].

“তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবহিত।” [সূরা বাকারা:২৯]

৩. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

Y X WV U T S R Q P O N M [

١٧٢ :البقرة Z [Z

“হে ঈমানদারগণ! আমি যে পবিত্র রিজিক তোমাদেরকে দান করেছি, তা থেকে খাও এবং আল্লাহর শুকরিয়া কর, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই এবাদত কর।” [সূরা বাকারা:১৭২]

¿ যেসব খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করা হারামঃ

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

^] \ [Y X W V U T S R Q P [

١٢١ :الأنعام Z f e d c b ` _

‘‘যেসব প্রাণী আল্লাহর নাম স্মরণ না করে জবাই করা হয় তোমরা তা ভক্ষণ কর না; কেননা এটা গর্হিত বস্তু। [সূরা আন‘আম: ১২১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

[! " # $ % & ' ( ) * + ,

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

; < : > c Z المائدة: ٣

"তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শিঙের গুঁতায় নিহত পশু এবং হিংস্র জন্তুর খাওয়া পশু হারাম করা হয়েছে। তবে তোমরা যা জবাই দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে পশু পূজার প্রতিমায় বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এ সবই পাপ কাজ।" [সূরা মায়িদা: ৩]

¿ কোন জীবন্ত প্রাণীর কোন অংশ কেটে নিলে তা মৃত বলে গণ্য হয়, এমতাবস্থায় ঐ অংশ খাওয়া হারাম।

¿ **মৃত প্রাণী ও রক্তের মধ্যে যা হালালঃ**

মৃত প্রাণী ও রক্ত উভয়টা হারাম, তবে কিছু অনুমতি রয়েছে-যা হাদীসে প্রমাণিত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَـــانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেনঃ "আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী এবং দু'ধরণের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দু'টি হলঃ মাছ ও টিড্ডি-পঙ্গপাল। আর দু'ধরণের রক্ত হলঃ কলিজা ও প্লীহা।"[১]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৫৭২৩ শব্দ তারই সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ১১১৮ ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২১৮

¿ খাদ্যে মিশ্রিত তৈলের বিধানঃ

তৈল জাতীয়দ্রব্য যা খাদ্য ও মিষ্টিতে ব্যবহার করা হয় এসব যদি উদ্ভিদ থেকে হয় এবং তাতে কোন অপবিত্র জিনিস মিশ্রিত না হয়, তাহলে তা হালাল। আর যদি হারাম প্রাণী যেমনঃ শূকর অথবা মৃত প্রাণীর চর্বি থেকে হয় তাহলে হারাম। আর যদি শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে জবাইকৃত হালাল প্রাণীর চর্বি হতে হয় এবং তাতে কোন অপবিত্র জিনিস মিশ্রিত না হয় তাহলে হালাল।

¿ মল-মূত্র ভক্ষণকারী পশুর গোশত খাওয়ার বিধানঃ

যে সমস্ত হালাল পশু-পাখি বেশির ভাগ মল-মূত্র, অপবিত্র খাদ্য খেয়ে জীবণ ধারণ করে তা বাহন হিসাবে ব্যবহার করা, গোশত খাওয়া, দুধ পান করা, ডিম খাওয়া হারাম। তবে এ পশু বা মুরগীকে আটক করে রেখে পবিত্র খাদ্য খাওয়ানোর পর যখন পবিত্র মনে হবে তখন তা খাওয়া হালাল।

¿ কখন হারাম জিনিস খাওয়া বৈধঃ

অপারগ অবস্থায় নিরুপায় হয়ে বিষাক্তদ্রব্য ব্যতীত জীবন রক্ষাযোগ্য পরিমাণ হারাম খাদ্য খাওয়া জায়েজ আছে।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

i g f e d c b a ` _ ^] \ [

البقرة: ١٧٣ Z w v u t s q p o n m l k j

"তিনি তোমাদের জন্য মৃত জীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এসব হারাম করে দিয়েছেন। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় কিন্তু বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারী নয় তার জন্য (ঐ হারাম খাদ্য ভক্ষণে) পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা বাকারাঃ ১৭৩]

¿ মাদকদ্রব্যের বিধানঃ

মাদক হলোঃ প্রতিটি এমন জিনিস যা নেশাগ্রস্ত করে দেয়। মদ পান করা, বানানো, কেনাবেচা, এর জন্য দোকান ভাড়া দেয়া, বহন করা ও পান করানো সবই হারাম।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«كُــلُّ مُــسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، ». أخرجه مسلم.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"সকল প্রকার মস্তিস্ক বিকৃতকারক দ্রব্য মদের অন্তর্ভুক্ত। আর সকল মস্তিস্ক বিকৃতকারক হারাম।"[১]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ». أخرجه أحمد والترمذي.

২. উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন অবশ্যই এমন খাওয়ার আয়োজনে না বসে যেখানে মদের ব্যবস্থা রয়েছে।"[২]

¿ মদ পানকারীর শাস্তিঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«كُــلُّ مُــسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَــمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"সকল প্রকার মস্তিস্ক বিকৃতকারক দ্রব্য মদের অন্তর্ভুক্ত। আর সকল মস্তিস্ক বিকৃতকারক হারাম, যে ব্যক্তি সর্বদা

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ২০০৩

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১২৫ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ২৮০১

মদপানরত অবস্থায় তওবা না করেই মারা যাবে আখেরাতে (জান্নাতে প্রবেশ করলেও) জান্নাতের শরাব পান করা তার সৌভাগ্য হবে না।"[১]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«كُلُّ مُسْكِرٍ حَــرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ:«عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"সকল মস্তিস্ক বিকৃতিকারক বস্তু হারাম, আর আল্লাহ তা'য়ালা অঙ্গীকারাবদ্ধ,যে ব্যক্তি মস্তিস্ক বিকৃতিকারক দ্রব্য পান করবে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' হতে পান করাবেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] 'তীনাতুল খাবাল' কি জিনিস? তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:"জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহান্নামীদের নিংড়ানো রক্ত-পুঁজ ইত্যাদি।"[২]

¿ মাদক দ্রব্যের জন্য যারা অভিশপ্ত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْــرِ عَشْرَةً :عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَــاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মাদক দ্রব্যের ব্যাপারে দশজন ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন তারা হচ্ছে: ১.মাদক দ্রব্য সংগ্রহকারী। ২. তৈরীকারী। ৩. পানকারী। ৪. বহনকারী। ৫. যার জন্য বহন করা হয়। ৬. যে পান করায়। ৭.

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৫৭৫ মুসলিম হাঃ নং ২০০৩ শব্দ তারই

[২] .মুসলিম হাঃ নং ২০০২

বিক্রেতা। ৮. এর অর্থ ভক্ষণকারী। ৯. ক্রেতা। ১০. যার জন্য ক্রয় করা হয়।"[১]

¿ নাবীয পান করার বিধান:

নাবীয হলো: পানির লবণাক্ত দূর করে মিঠা করার জন্য তাতে খেজুর বা কিশমিশ অথবা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে ভিজিয়ে রাখা। নাবীয পান করা বৈধ যদি নেশা না হয় বা ফেনা না হয় কিংবা তিনদিন পূর্ণ না হয়।

¿ অন্যের সম্পদ ভক্ষণের বিধান:

কোন বাগানের ফলবান বৃক্ষের অথবা গাছ হতে পড়ে যাওয়া ফল যা কোন বেষ্টনির মধ্যে নয় এবং কোন রক্ষকও নেয়। যদি এর পাশ দিয়ে কোন অভাবী লোক অতিক্রম করার সময় তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য উক্ত ফল বিনিময় ছাড়া ভক্ষণ করে তাহলে জায়েজ। কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি কোন অভাব বা প্রয়োজন ছাড়াই উক্ত ফল নিয়ে যাবে তাকে এর সমপরিমাণ জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে।

¿ হারাম পাত্রে পানাহার করার বিধান:

স্বর্ণ-রোপ্য নির্মিত প্রলেপ দেয়া পাত্রে নারী-পুরুষ সকলেই পানাহার করা হারাম। যে দেহ হারাম খাদ্য খেয়ে বৃদ্ধি হয় তা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

¿ পাত্রে মাছি পড়লে তার সুন্নতি নিয়ম:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَاءً». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"যখন তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়ে তখন যেন সম্পূর্ণ মাছিকে ভালভাবে ডুবিয়ে অত:পর তা তুলে ফেলে দেয়।

[১] .হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ১২৯৫ শব্দ তারই সহীহ সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১০৪১ ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৩৮০

কেননা, মাছির দু'ডানার এক ডানায় রয়েছে চিকিৎসা এবং অন্য ডানায় রয়েছে রোগ জিবানু।"[১]

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৭৮২

পশু-পাখী জবাই

¿ **জবাই হলো:** হালাল পশুর রক্ত প্রবাহিত করা। আর ইহা গোশত খাওয়া হালাল এমন স্থলচর প্রাণীর কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী এবং পার্শ্বের দু'টি রগ অথবা দু'টির একটি কাটার মাধ্যমে বা ভাগন্ত এমন হলে পা কেটে জবাই বা নহর সম্পাদন হয়।

¿ **জবাই ও নহরের পদ্ধতি:**

উটের ক্ষেত্রে হলো বাম হাত (সামনের পা) বেঁধে রেখে দাঁড়ানো অবস্থায় গর্দানের গোড়া ও বক্ষের মধ্যস্থলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা বা কেটে দিয়ে জবাই করার নাম নহর, ইহাই সুন্নতি পদ্ধতি।

আর গরু ও ছাগল-দুম্বা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়ম হলো ধারালো ছুরি দিয়ে পশুকে বাম কাতে শুয়ায়ে জবাই করাই সুন্নতি পদ্ধতি।

চতুস্পদ জন্তুকে তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণের নিশান নির্ধারণ করে তীর ছুড়া হারাম।

পশুর গর্ভের বাচ্চার হুকুম হল মায়ের হুকুম, তবে যদি জীবিত অবস্থায় বের হয় তাহলে তাকে জবাই করা ছাড়া খাওয়া হালাল হবে না।

যে ব্যক্তি হারাম পশুর মাংস খেতে বাধ্য হবে সে পূর্বের নিয়মে জবাই করার পর যতটুকু প্রয়োজন তা থেকে খাবে।

যে সমস্ত পশু জবাই বা নহর করা সম্ভব তা জবাই ও নহর ছাড়া কখনও হালাল হয় না। তবে মাছ, টিড্ডি-পঙ্গপাল ও জলচর প্রাণী জবাই ছাড়াই খাওয়া হালাল।

¿ **জবাই ও নহর সঠিক হওয়ার শর্তাবলী:**

১. জবাইকারীর জবাই করার ইচ্ছা করা।

২. জবাইকারীর শর্ত: জ্ঞানবান ও মুসলিম অথবা আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রীষ্টান) হতে হবে, নারী-পুরুষ সকলেই জবাই করতে পারবে, তবে পাগল, মাতাল ও কাফির ব্যক্তির জবাই হালাল নয়।

৩. জবাই করার অস্ত্র: নখ ও দাঁত ব্যতীত সকল প্রকার ধারাল অস্ত্র দিয়ে জবাই করা বৈধ হবে।

৪. কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও পাশের দু'টি রগ কাটার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হওয়া।
৫. জবাই এর সময় "বিসমিল্লাহ" বলা।
৬. হক্কুল্লাহ এর ক্ষেত্রে শিকারী পশু যেন হারাম না হয়। যেমনঃ মক্কার হারাম ও মদীনার নিষিদ্ধ সীমানায় শিকার ও ইহরাম অবস্থায় শিকার না করা।
৭. শিকারী পশু যেন হারাম না হয়। যেমন বাজ ও কাক ইত্যাদি।

¿ জবাই ও হত্যায় এহসান করার নিয়মঃ

১. জবাই করার উত্তম আচরণ হলোঃ ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করা এবং ধারবিহীন অস্ত্র দ্বারা জবাই না করা; কারণ এতে পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। অন্যান্য পশুর সম্মুখে জবাই না করা এবং পশুর উপস্থিতিতে অস্ত্র ধার না দেওয়া। পশুর জীবন বের না হওয়া পর্যন্ত চামড়া না খালানো, ঘাড় বা অন্য কোন অঙ্গ না কাটা। আর উটকে নহর করা এবং অন্যান্য পশুকে জবাই করাই হলো নিয়ম।

عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».
أخرجه مسلم.

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: দু'টি বিষয় আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে মুখস্ত করেছি, তিনি বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা সকল ক্ষেত্রে এহসান করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করবে তখন উত্তম ভাবেই হত্যা সম্পন্ন কর। আর যখন তোমরা জবাই করবে তখন উত্তমরূপে জবাই কর। তোমাদের কেউ তার অস্ত্র ধার করে নিয়ে তার পশুকে আরাম দিবে।"[১]

২. জবাইয়ের সময় পশুকে কিবলামুখী করা এবং "বিসমিল্লাহি" এর সাথে ''আল্লাহু আকবার'' কে সংযুক্ত করা।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৯৫৫

« بِسْمْ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرْ» أخرجه أبو داود والترمذي.

‘‘বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার’’ বলে অত:পর জবাই করা।”[১]

¿ জবাই ও শিকার করার সময় বিসমিল্লাহ বলা:

জবাই ও শিকার করার সময় মুসলিম ব্যক্তির জন্য “বিসমিল্লাহ” বলা ওয়াজিব। পশুর মাংস হালালের জন্য বিসমিল্লাহ বলা শর্ত। ভুলে বা অজ্ঞতাবশত: বিসমিল্লাহ বলা রহিত হবে না। আর বিসমিল্লাহ বাদ পড়ে গেলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না; কারণ বিসমিল্লাহ বলা ইতিবাচক শর্ত যেমন ওযু সালাতের জন্য শর্ত। অতএব, ভুলে বা ভুলে গেলে বাদ পড়বে না। যে ভুলে বা ভুল করে বিসমিল্লাহ বলা ছেড়ে দেবে সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু জবাইকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করা জায়েজ হবে না; কারণ সে জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলে নাই যার ফলে হারাম হবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ওযু ছাড়া সালাত আদায় করে তাহলে তকে আবার সালাত দ্বিতীয়বার পড়তে হবে। তাই পাপ না হওয়া আমল সঠিক হওয়া জরুরি না। আর যে ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ বলা ছেড়ে দেবে তার পাপ হবে এবং জবাইকৃত পশু হালাল হবে না।
আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

^] \ [Y X W V U T S R Q P)

.[الأنعام/١٢١] (f e d c b ` _

“যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা পাপ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে– যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।”
[সূরা আন‘য়াম:**১২১**]

---

[১] . হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৮১০, তিরমিযী হাঃ নং ১৫২১

¿ মৃত প্রাণীর প্রকারঃ

যে পশু শ্বাস বন্ধ হয়ে, মাথায় আঘাত পেয়ে, বিদ্যুৎ শক খেয়ে, গরম পানি প্রয়োগে অথবা গ্যাস ব্যবহারে স্বাস রুদ্ধ হয়ে মারা যায়-তা হারাম, খাওয়া অবৈধ। কারণ এভাবে মারা গেলে রক্ত গোশতের সাথে জমাট হয়ে যায় যা ভক্ষণে মানুষের ক্ষতি রয়েছে এবং উক্ত পশুর প্রাণ বের হয়েছে সুন্নত বর্জিত পন্থায়, তাই তা হারাম।

- , + *) (' & % $ # " ! [

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

المائدة: ٣ Z c > : <

“তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শিঙের গুঁতায় নিহত পশু এবং হিংস্র জন্তুতর খাওয়া পশু হারাম করা হয়েছে। তবে তোমরা যা জবাই দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে পশু পূজার প্রতিমায় বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এ সবই পাপ কাজ।” [সূরা মায়িদাঃ ৩]

¿ আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু-পাখির বিধানঃ

১. আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের জবাইকৃত পশু-পাখি হালাল, তার গোশত খাওয়া বৈধ। তাদের মাঝে পরিবর্তন ঘটেছে তারপরেও যতক্ষণ তাদের দ্বীনের উপর তারা থাকবে ততক্ষণ জায়েজ যদি তাদের শরিয়ত মোতাবেক জবাই করে।

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

[ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ ´ µ ¶ ¸ لَّهُمۡۖ ٥ Z المائدة: ٥

“আজ তোমাদের জন্য পবিত্র খাদ্যদ্রব্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যও (জবাইকৃত পশুর মাংস) তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল।” [সূরা মায়েদাঃ ৫]

২. যদি মুসলিম ব্যক্তি জানে যে, আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের জবাই যদি শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী নয়। যেমনঃ শ্বাসরুদ্ধ ও বৈদ্যুতিক শটের মাধ্যমে তাহলে তা খাওয়া অবৈধ। আর আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য কাফেরদের জবাই সর্বাবস্থায় হারাম।

¿ আহলে কিতাবের জবাইকৃত জিনিস মুসলিম কখন ভক্ষণ করবেঃ

কোন মুসলমান যদি অবগত হয় যে, আহলে কিতাব ব্যক্তি আল্লাহর নামে জবাই করেছে তাহলে তা খাওয়া বৈধ। আর যদি অবগত হয় যে, আল্লাহর নামে জবাই করেনি তাহলে তা খাওয়া অবৈধ। 'বিসমিল্লাহ' বলেছে কি না? কোনটাই যদি সঠিকভাবে জানা না যায় তাহলেও খাওয়া বৈধ। কেননা বলাটাই সাধারণ নিয়ম, এ ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলেছে কি না? তা জিজ্ঞাসা ও গবেষণা করা ওয়াজিব নয় বরং না করাই উত্তম।

¿ শিকার খাওয়ার বিধানঃ

স্থলচর হালাল পশু-পাখি দুই শর্তে খাওয়া বৈধ হবেঃ

১. শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে জবাই করা।

২. জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা।

¿ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য পশু জবাই করার বিধানঃ

যদি কোন ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সওয়াবের উদ্দেশ্যে সদকা স্বরূপ কোন প্রাণী জবাই করে এতে কোন আপত্তি নেয় তা বৈধ হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থে এবং তার নেকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন পশু জবাই করে তাহলে ইহা বড় শির্কে পরিণত হবে। আর এ পশুর গোশত সকলের জন্য খাওয়া হারাম হবে।

পশু-পাখী শিকার করা

¿ **শিকার:** মালিক বিহীন বন্য হালাল পশু যা হাতের নাগালের বাইরে তাকে কৌশলে নির্দিষ্টভাবে আঘাত হেনে হস্তগত করার নাম শিকার করা।

¿ **শিকার করার বিধান:**

শিকার মূলত: মক্কা ও মদীনার হারাম সীমানা ব্যতীত সর্বত্রই বৈধ, অবশ্য ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণী শিকার করাও হারাম।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . - , + * (' & % $ # " ! [

المائدة: ٩٦ Z 7 6 5 4 3 2

"তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের উপভোগের জন্য। আর ইহরাম অবস্থায় স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। [সূরা মায়েদা: ৯৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

t s r q p o n l k j i g f e d [

© عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ~ } | { z y x v u

المائدة: ٤ Z

"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন: তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহর সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।" [সূরা মায়েদা:৪]

¿ শিকারের অবস্থাসমূহঃ

শিকারীর শিকার করার পর দু'টি অবস্থা হতে পারেঃ

প্রথম অবস্থাঃ পূর্ণ সুস্থ ও জীবন্ত অবস্থায় পশু শিকার করা। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে জবাই করতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ আঘাতে নিহত হয়ে শিকার হয় অথবা প্রায় মৃত অবস্থার শিকার হয়। এক্ষেত্রে শিকারের শর্তসমূহ পাওয়া গেলেই যথেষ্ট হবে।

¿ হালাল শিকারীর জন্য শর্তসমূহঃ

১. শিকারকারীকে হতে হবে মুসলিম অথবা আহলে কিতাব এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান।

২. শিকারের অস্ত্র। ইহা দুই প্রকারঃ

(ক) ধারালো অস্ত্র যা দিয়ে আঘাত হানলে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে দাঁত ও নখ ব্যতীত।

(খ) আঘাতকারী প্রাণী যেমন কুকুর অথবা পাখি যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তাহলে শিকারী প্রাণী বৈধ হবে।

৩. কুকুর বা বাজপাখি শিকারীর উদ্দেশ্যে পাঠালে শিকারের নিয়ত করতে হবে।

৪. শিকারের জন্য অস্ত্র চালানোর সময় বা কুকুর ও বাজপাখি পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে।

৫. শিকার যেন শরিয়ত সম্মত হয়। যেমনঃ ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণী এবং মক্কা-মদীনার হারাম সীমানায় শিকার করা শরিয়ত সম্মত নয়।

¿ যা জবাই করা সম্ভবপর না তার জবাইঃ

শিকারকৃত পাখি বা পশুর জবাই করা সম্ভব না হলে পশুর যে কোন স্থানে রক্ত প্রবাহিত করাই জবাই। যদি কোন প্রশস্ত জিনিস নিক্ষেপ করে যেমন লাঠি ইত্যাদি দ্বারা শিকার করে এবং শিকারীতে বিদ্ধ হয়, তবে খাওয়া জায়েজ। আর যদি পাশ দ্বারা আঘাতে মারা যায়, তবে সেটি আঘাতে মত্যুপ্রাপ্ত পশু যা খাওয়া হারাম। না হকভাবে পশু হত্যা ও তা দ্বারা উপকৃত না হলে এ সবই হারাম।

¿ কুকুর পোষার বিধানঃ

বিশেষ প্রয়োজন ও কল্যাণার্থে শিকার করার জন্য বা ক্ষেত-খামার ও পশু-পাখি পাহারা দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর রাখা বৈধ। এ ছাড়া সাধারণ কুকুর রাখা বৈধ নয়; কেননা, এতে মানুষ ভয়-ভীতি পায়, আতংকিত হয়, ফেরেশ্‌তা ঘরে প্রবেশ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কুকুরের অপবিত্র ও নোংরা এবং মালিকের প্রতি দিন দুই কিরাত সওয়াব কমে যায়, তাই এ সমস্ত কুকুর রাখা হারাম।

শিকারী কুকুর যদি শিকার করে বা তার মুখ দ্বারা ধরে তাহলে শিকার সাতবার ধৌত করতে হবে না; কারণ কুকুরের শিকার সহজ পন্থার উপর ভিত্তিশীল।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

t s r q p o n l k j i g f e d [

© عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ~ } | { z y x v u

Z المائدة: ٤

"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিনঃ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহর সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।" [সূরা মায়েদা:৪]

¿ শিকারী দ্বারা খেল-তামাশা করার বিধানঃ

শিকারী প্রাণী দিয়ে খেল-তামাশা ও অনর্থক শিকার করা হারাম। যেমনঃ শিকার করে আবার ছেড়ে দেওয়া, না নিজে আর না অন্য কেউ তা দ্বারা উপকৃত হওয়া; কারণ এতে সম্পদ বিনষ্ট ও অপ্রয়োজনে আত্মা ধ্বংস করা হয়। এ ছাড়া আল্লাহর তসবিহ পাঠ করে এমন জীবন হত্যা করা এবং আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ Z البقرة: ٢٢٩

"এসব আল্লাহর সীমা, অতএব, এগুলো লঙ্ঘন করবে না। আর যারা আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে তারাই জুলুমকারী।" [সূরা বাকারা:২২৯]

¿ শিকারীর কিছু বিধান:

কোন প্রাণী বা পাখি শিকার করা অথবা জবাই করার সময় প্রাণ নির্গত হওয়ার পূর্বেই যে রক্ত বের হয় তা অপবিত্র হারাম—উপকৃত হওয়া যাবে না। কিন্তু আত্মা বের হওয়ার পর পাখি বা পশুর মধ্যে অবশিষ্ট রক্ত হালাল।

কোন চুরি করা বা ছিনতাইকৃত অস্ত্র দিয়ে শিকার করা হলে উক্ত প্রাণী হালাল হবে, কিন্তু শিকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

পূর্ণ নামাজ বর্জনকারী (যে কখনও নামাজ পড়ে না) তার শিকারকৃত ও জবাইকৃত পশু খাওয়া হারাম; কেননা সে কাফির।

ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বা ছলনায় সর্বাবস্থায় একজন নির্দোষ মানুষকে অস্ত্র দেখানো হারাম; কারণ এর দ্বারা মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসেম [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন লোহা দ্বারা ইঙ্গিত করে, ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকে যতক্ষণ সে তা ত্যাগ না করে। এমনকি নিজের আপন ভাইও যদি হয়।"[১]

¿ পাখি দ্বারা বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়ার বিধান:

ছোট বাচ্চাদের শান্তনা দেয়ার জন্য শিকার করা বা পাখি পোষা জায়েজ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাচ্চারা শিকারী প্রাণীকে কষ্ট না দেয় এবং খানাপিনার ব্যাপারে অবহেলা না করে; যার ফলে মৃত্যু ঘটে।

আর দু'টি পশু বা শিকারীর মাঝে লড়াই করানো হারাম। আর এর চাইতে কঠিন হলো এর জন্য মানুষকে জমায়েত করা এবং প্রতিযোগিতার দ্বারা বিনিময় গ্রহণ করা ও পশুর মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা।

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২৬১৬

এসব দ্বারা শয়তান মানুষের বিবেক নিয়ে খেল তামাশা করে জাহান্নামের দিকে চালিত করে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z M L K J I H G F D C B A @ ? [

فاطر: ٦

"শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।" [ফাতির:৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

w v u t s r q p o n m l k j [

y z { | } ~ ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ

فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ © ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ

وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ´ µ ¶ ¸ ﴿١١٩﴾ Z النساء: ١١٧ – ١١٩

"তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে। যার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ করেছেন। শয়তান বলল: আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলল এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।"[নিসা:১১৭-১১৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ. أخرجه البخاري.

৩. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেন:"হে আবু উমাই! তোমার ছোট পাখিটির খবরা-খবর কি?"[১]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬১২৯

ষষ্ঠ পর্ব

ফরায়েজ অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

১. মিরাসের আহকাম
২. নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের বর্ণনা
৩. অনির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের বর্ণনা
৪. উত্তরাধিকারী হতে যেসব ব্যাপার বাঁধা হয় তার বর্ণনা
৫. ভাগ–বণ্টনের মূলনীতি
৬. মিরাস বণ্টন প্রণালী
৭. ‘আওল–সম্পত্তি বণ্টনের সময় কিছু অংশ অতিরিক্ত হলে তা পুনর্বণ্টন করা
৮. রদ্দ– সম্পত্তি বণ্টনের সময় অংশ কম হলে সবার থেকে তা ফেরত নেওয়া
৯. রক্তের সম্পর্কীয়দের মিরাস
১০. গর্ভজাত সন্তানের মিরাস
১১. হিজড়া (উভয় লিঙ্গ-নপুংসক)-এর মিরাস
১২. হারানো ব্যক্তির মিরাস
১৩. ডুবে কিংবা দেয়াল চাপা ইত্যাদিভাবে মৃতদের মিরাস
১৪. হত্যাকারীর মিরাস
১৫. বিধর্মীদের মিরাস
১৬. মহিলদের মিরাস

قال الله تعالى:

*) (' & % $ # " !)
6 5 4 3 1 0 / . - , +
> = < ; : 9 8 7
[النساء:٧-٨]) C B A @ ?

আল্লাহর বাণীঃ

“পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, আল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত। সম্পত্তি বণ্টনের সময় যখন আত্নীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো।” [সূরা নিসাঃ৭-৮]

ফরায়েজ অধ্যায়

১- মিরাসের আহকাম

¿ ফরায়েজ বিষয়ের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব:

ফরায়েজ বিষয়ক জ্ঞান অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রতিদানের দিক থেকে অনেক উচ্চ ও মহান। এর গুরুত্বের ফলে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে অনেক আয়াতে এসবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ, ধন-সম্পদ ও তার ভাগ−বণ্টন মানুষের কাছে এক লোভনীয় বিষয়। আর মিরাস সাধরণত: নারী-পুরুষ, ছোট-বড় দুর্বল−সবল সকল প্রকৃতির লোকদের মাঝেই হয়ে থাকে; যেন এক্ষেত্রে খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির অনুপ্রবেশ না ঘটে। তাই মহান আল্লাহ নিজেই এর সুস্পষ্টভাবে ভাগ−বণ্টন ক'রে দিয়েছেন। এ ছাড়া আল্লাহ তাঁর স্বীয় কিতাব কুরআনে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ইনসাফ ও নিজ জ্ঞানানুযায়ী সকলের কল্যাণ ভিক্তিক সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন।

+ *) (' & % $ # " !)

[النساء:٧] (C 5 4 3 10 / . - ,

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, আল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত।" [সূরা নিসা:৭]

¿ মানুষের অবস্থাসমূহ:

মানুষের দু'টি অবস্থা: জীবন ও মরণ।

ফরায়েজ বিদ্যায় বেশির ভাগ বিধিবিধান মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইহা জ্ঞানের অর্ধেক এবং প্রতিটি মানুষই এ জ্ঞানের মুখাপেক্ষী।

জাহিলি যুগের লোকেরা ছোটদেরকে বঞ্চিত করে শুধু বড়দেরকে মিরাস দিত। এভাবে মহিলাদের বঞ্চিত করে কেবল পুরুষদেরকে উত্তরাধিকার দিত। আর বর্তমানের জাহেলিয়াত নারীদেরকে তাদের অধিকারের উপরে পদ, কাজ ও সম্পদ দিয়েছে। এর ফলে অনিষ্ট বেড়েছে ও ফেসাদ-বিপর্যয় বিস্তার লাভ করেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম নারী জাতিকে ইনসাফের ভিত্তিতে অধিকার দিয়েছে, উচ্চ মর্যদায় আসীন করেছে এবং অন্যান্যদের মত তার উপযুক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾ Z المائدة: ٥٠

"তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?" [সূরা মায়েদা:৫০]

¿ ফরায়েজ বিদ্যার সংজ্ঞা:

এটি এমন বিদ্যার নাম যা দ্বারা উত্তরাধিকার কোন্ ব্যক্তি পাবে, আর কে পাবে না এবং কে কি পরিমাণ পাবে তা জানা যায়। ইসলামি শাস্ত্র অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মাঝে নির্ধারিত অংশে ভাগ করে দেওয়াকে ফরায়েজ বলে।

¿ **এর বিষয়বস্তু:** মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত (স্থাবর ও অস্থাবর) সমস্ত সম্পদ।

¿ **এর উপকারিতা:** উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকের নিকট যার যার অধিকার পৌঁছে দেয়া।

¿ **ফারীযা অর্থ:** (সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ) ইহা হচ্ছে সেই নির্ধারিত অংশ যা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন: তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

¿ পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকারসমূহ:

পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকার মোট পাঁচটি। ইহা বিদ্যমান থাকলে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। অধিকার ৫টি নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মৃত ব্যক্তির কাফন–দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

২. ঐসব অধিকারসমূহ আদায় করা যা সরাসরি পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: বন্ধক ইত্যাদির সাহায্যে সংঘটিত ঋণ।

৩. সাধারণ ঋণ, চাই তা আল্লাহর হোক। যেমন: জাকাত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদি অথবা মানুষের হোক।

৪. এরপর অসিয়ত।

৫. পরিশেষে উত্তরাধিকার।

¿ উত্তরাধিকারের রোকনসমূহ:

উত্তরাধিকারের রোকন তিনটি:

১. উত্তরাধিকারের মূল মালিক (মৃত ব্যক্তি)।

২. উত্তরাধিকারীগণ।

৩. মিরাস তথা পরিত্যক্ত সম্পদ।

¿ উত্তরাধিকারের কারণসমূহ:

উত্তরাধিকারের কারণ তিনটি:

১. সঠিক বিবাহ বন্ধন, যার ফলে স্বামী–স্ত্রী একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হবে।

২. বংশীয় সম্পর্ক, ইহা মূল নিকটাত্মীয়তার সূত্রে হতে পারে। যেমন: মাতা–পিতা। শাখাগত নিকটাত্মীয়। যেমন: সন্তান–সন্ততি। পার্শ্বের আত্মীয়তা। যেমন: ভাই, চাচা ও তাদের সন্তান–সন্ততি।

৩. অনুগ্রহের সম্পর্ক, এটি এমন এক সম্পর্ক যা কোন মনিব স্বীয় দাসমুক্তির অনুগ্রহ দ্বারা অর্জন করে থাকে, ফলে উক্ত দাস-দাসীর বংশীয় কিংবা নির্ধারিত অন্য কোন উত্তরাধিকার না থাকলে পূর্বের মনিব তার ওয়ারিস হবে।

¿ উত্তরাধিকারের জন্য শর্তাবলী:

মৃতের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্যে তিনটি শর্ত:

১. মৃত্যু সাব্যস্ত হওয়া।

২. মত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর জীবিত থাকার প্রমাণ।

৩. উত্তরাধিকারী বানানোর কারণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। যেমন: বংশ বা বিবাহ্ কারণ কিংবা গোলাম আজাদ করার ওয়ালা তথা অধিকার।

¿ উত্তরাধিকারের বাধাসমূহ:

উত্তরাধিকার হওয়াতে বাধা মোট তিনটি জিনিস:

১. দাসত্ব: এর ফলে দাস-দাসী উত্তরাধিকার পাবে না এবং অন্যকেও উত্তরাধিকারী বানাতে পারবে না; কেননা সে নিজ মনিবের অধীন।

২. অন্যায়ভাবে হত্যা করা: এর ফলে হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হলেও সে তার মিরাস পাবে না।

৩. ধর্মের ভিন্নতা: এর ফলে মুসলিম কাফেরের এবং কাফের মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ». متفق عليه.

উসামা ইবনে জায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কাফের মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না।"[১]

¿ তালাকপ্রাপ্তার মিরাস:

১. রাজ'য়ী (ফেরতযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত তার ও স্বামীর মধ্যে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে।

২. যে স্ত্রীকে স্বামী "তালাকে বায়েনা কুবরা" তথা চিরবিচ্ছেদ যোগ্য তালাক দিয়েছে যদি তা সুস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে কোনরূপ উত্তরাধিকার পাবে না। পক্ষান্তরে আশঙ্কাপূর্ণ অসুস্থ অবস্থায় যদি হয়ে থাকে এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ স্বামীর উপর না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায়ও উত্তরাধিকার পাবে না। তবে যদি স্বামীর উপর এ অভিযোগ সাব্যস্ত হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকার পাবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭৬৪ মুসলিম হাঃ নং ১৬১৪

¿ উত্তরাধিকারের প্রকার:

১. **নির্ধারিত:** এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত থাকে। যেমন: আর্ধেক, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

২. **অনির্ধারিত:** এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে কোন উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত থাকে না।

¿ কুরআনে উল্লেখিত নির্ধারিত অংশ মোট ৬ টি:

অর্ধেক, চতুর্থাংশ, অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ, ষষ্ঠাংশ ও সেই সাথে অবশিষ্ট অংশের এক তৃতীয়াংশ, ইহা এজতেহাদ দ্বারা সাব্যস্ত।

¿ উত্তরাধিকারীদের প্রকার:

এরা তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীগণ: এরা হচ্ছে শরিয়তে যাদের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার: অনির্দিষ্ট অংশের অধিকারীগণ: এরা হচ্ছে যারা অনির্দিষ্টভাবে অংশ পায়। নির্দিষ্ট অংশের প্রাপ্যরা নেয়ার পরে বাকি থাকলে এরা পায় এবং একজন হলে সমস্ত মাল পায়। আর নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারীরা নিয়ে অবশিষ্ট না থাকলে বাদ পড়ে যায়।

তৃতীয় প্রকার: আত্মীয়-স্বজন: এরা হচ্ছে যারা না নির্দিষ্ট আর না অনির্দিষ্ট অংশ পায়। যদি কোন অনির্দিষ্ট অংশ গ্রহণকারী না থাকে বা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণকারী না থাকে, তবে পায়।

¿ পুরুষ উত্তরাধিকারীরা:

পুরুষ উত্তরাধিকারীরা বিস্তারিতভাবে মোট ১৫ জন:

ছেলে, ছেলের ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে ইত্যাদি, পিতা, দাদা, দাদার পিতা, তার পিতা ইত্যাদি, আপন ভাই, বৈমাত্র ভাই, বৈপিত্র ভাই, আপন ভাইয়ের সন্তান ও বৈমাত্র ভাইয়ের সন্তান, তার সন্তান, তার সন্তান ইত্যাদি, স্বামী, আপন চাচা, তার চাচা, তার চাচা--, বৈমাত্র চাচা, তার চাচা, তার চাচা----, আপন চাচার সন্তান ও বৈমাত্র চাচার সন্তান তাদের সন্তান, তাদের সন্তান, কেবল দাস মুক্তকারী পুরুষ সন্তানগণ ও

তার অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত রক্তের সম্পর্কের ব্যক্তিবর্গ। এসব পুরুষ ব্যতীত অন্য আর যারা রয়েছে তারা সবাই আত্মীয়। যেমন: মামারা, বৈপিত্র ভাতিজা, বৈপিত্র চাচা ও বৈপিত্র চাচাত ভাই ইত্যাদি।

¿ নারীদের মধ্যের ওয়ারিস:

নারীদের মধ্যে ওয়ারিস সর্বমোট ১১ জন:

মেয়ে, ছেলের মেয়ে তার ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে----, মা, নানী, নানীর মা, তার মা এভাবে উপর পর্যন্ত, দাদি, দাদির মা, তার মা যদিও এভাবে মহিলানুক্রমে আরো উপরে যায়, দাদার মা, আপন বোন, বৈমাত্রী বোন, বৈপিত্রী বোন, স্ত্রী ও দাস-দাসীমুক্তকারিণী।

নোট: এ ছাড়া যত মহিলা আছে সবাই রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কিন্তু ওয়ারিস নয়। যেমন: খালা ইত্যাদি।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

+ *) (' & % $ # " ! [

النساء: ٧ Z 5 4 3 1 0 / . - ,

"মাতা–পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তাতে পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে। এমনিভাবে মাতা–পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তাতে নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে, যা কম বা বেশি নির্ধারিত অংশ।" [সূরা নিসা:৭]

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

q p o n m k j i h f e d c [

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ~ } { z y x w u t s r

ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ µ ¶

¸ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ Z

النساء: ١١

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তাদের সম্পর্কে আদেশ করেন: একজন পুরষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অত:পর যদি শুধু নারীই হয় দুই–এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অত:পর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অসিয়তের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।" [সূরা নিসা:১১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

৩. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"তোমরা নির্দিষ্ট অংশ তাদের প্রাপ্যদেরকে দান কর। অত:পর যা বাকি থাকে, তা নিকটতম পুরুষের জন্যে।"[১]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৭৬৩২ মুসলিম হা: নং ১৬১৫

২-নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

৫ **উত্তরাধিকারের প্রকারঃ** ইহা দুই প্রকারঃ নির্ধারিত ও অনির্ধারিত।

এই দুইয়ের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী মোট ৪ প্রকারঃ

১. যারা কেবল নির্ধারিত অংশ পাবে এরা মোট ৭জনঃ

মা, বৈপিত্র ভাই, বৈপিত্রী বোন, নানী, দাদি, স্বামী ও স্ত্রী।

২. যারা কেবল অনির্ধারিত অংশ পাবে তারা মোট ১২ জনঃ

ছেলে, ছেলের ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে---, আপন ভাই, বৈমাত্র ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে, বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে, তাদের ছেলে, তাদের ছেলে---, আপন চাচা ও বৈমাত্র চাচা, তাদের চাচা, তাদের চাচা-----,আপন চাচাত ভাই ও বৈমাত্র চাচাত ভাই, তাদের চাচাত ভাই, তাদের চাচাত ভাই---, দাস-দাসী মুক্তকারী ও দাস-দাসী মুক্তকারিণী।

৩. যারা কখনো নির্ধারিত এবং কখনো অনির্ধারিত আবার কখনো উভয় প্রকার দ্বারা উত্তরাধিকার লাভ করে এরা মোট ২ জনঃ

পিতা ও দাদা। তাদের একেক জন শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে নির্ধারিতভাবে ষষ্ঠাংশ পাবে। আর তার সাথে শাখাজাত উত্তরাধিকারী না থাকলে সে এককভাবে অনির্ধারিত অংশ পাবে। নির্ধারিত ও অনির্ধারিতভাবে মহিলা শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে উত্তরাধিকার পাবে, যখন নির্ধারিত অংশের পর ষষ্ঠাংশের বেশি অবশিষ্ট থাকবে। যেমনঃ কোন ব্যক্তি মেয়ে, মাতা ও পিতা রেখে মারা গেল এক্ষেত্রে মোট অংশ ৬ থেকে মেয়ে পাবে অর্ধেক, মাতা ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্ট দুই অংশ নির্ধারিত ও অনির্ধারিতভাবে পিতা পেয়ে যাবে।

৪. **যারা কখনো নির্ধারিত আর কখনো অনির্ধারিতভাবে উত্তরাধিকার পায় এবং কোন সময়ই উভয় প্রকার এক সাথে পায় না, তারা মোট ৪ জনঃ**

মেয়ে (এক বা ততোধিক), ছেলের মেয়ে (এক বা ততোধিক), তার ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে------, এক বা ততোধিক আপন বোন

ও এক বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন। এরা শুধু নির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী হবে যতক্ষণ তাদেরকে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী বানানোর কেউ থাকবে না। সে হচ্ছে তাদের ভাই। আর যখন তাদেরকে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী বানানোর কেউ থাকবে তখন অনির্ধারিত অংশ লাভ করবে। যেমনঃ মেয়ের সাথে ছেলে, বোনের সাথে ভাই ও মেয়েদের সাথে বোনেরা থাকলে তারা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত হিসাবে অংশ পাবে।

¿ নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সংখ্যাঃ

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যা **১১** জনঃ

স্বামী, এক বা একাধিক স্ত্রী, মাতা, পিতা, দাদা, এক বা একাধিক দাদি, মেয়েরা, ছেলের মেয়েরা, আপন বোনেরা, বৈমাত্রেয় বোনেরা এবং বৈপিত্র ভাই ও বৈপিত্রী বোনেরা। তাদের উত্তরাধিকার নিম্নোরূপঃ

১- স্বামীর মিরাস

¿ স্বামীর মিরাসের অবস্থাসমূহঃ

১. স্বামী তার স্ত্রীর অর্ধেক উত্তরাধিকার পাবে, যদি স্ত্রীর শাখাজাত কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। আর শাখাজাত উত্তরাধিকারীরা হচ্ছেঃ ছেলে বা মেয়ে সন্তানরা এবং ছেলেদের সন্তানরা এবং তাদের পরবর্তী বংশধর। আর এখানে মেয়েদের সন্তানরা হলো যারা তাদের সন্তানদের মধ্যে উত্তারাধিকারী না তারা।

২. স্বামী তার স্ত্রীর এক চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারী হবে যদি স্ত্রীর কোন সন্তানাদি থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

0 / . - + *) (' & % $ # " [

:النساء Z ﴿١٢﴾ < ; : 9 8 7 6 4 3 2 1

١٢

“তোমাদের স্ত্রীদের কোন সন্তান না থাকলে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর তাদের সন্তান থাকলে তোমরা তাদের

পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। তাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণ আদায়ের পরে।” [সূরা নিসা:১২]

¿ **উদাহরণঃ**

১. স্বামী, মা ও একজন সহদর ভাই রেখে স্ত্রী মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। স্বামী পাবে অর্ধেক, মা পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর ভাই আসাবা হিসেবে বাকিটুকু পাবে।

২. স্বামী ও ছেলে রেখে স্ত্রী মারা গেল। অংক ৪ দ্বারা হবে। স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ আর বাকি পাবে ছেলে।

২- স্ত্রীর মিরাস

¿ **স্ত্রীর মিরাসের অবস্থাসমূহঃ**

১. স্বামীর শাখাজাত উত্তরাধিকারী (সন্তান-সন্ততি) না থাকলে স্ত্রী তার স্বামীর এক চতুর্থাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে।

২. যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিংবা অন্য কোন পক্ষের মাধ্যমে শাখাজাত উত্তরাধিকারী (ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনি) থাকে তবে স্ত্রী তার স্বামীর এক অষ্টমাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

L K J I H F E D CB A @ ? > [

١٢ :النساء Z ﴿١٢﴾ W V U T S R Q O N M

“আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের পিরত্যক্ত সম্পদের এক অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋাণের পরে।” [সূরা নিসাঃ ১২]

¿ একাধিক স্ত্রী হলে তারা সবাই এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশে অংশীদার হবে।

¿ উদাহরণঃ

১. স্ত্রী, মা ও সহদর একজন চাচা রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। এর মধ্যে স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, মা এক তৃতীয়াংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচা পাবে।

২. স্ত্রী ও ছেলে রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। স্ত্রী পাবে অষ্টমাংশ আর বাকি পাবে ছেলে।

৩. তিনজন স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। তিনজন স্ত্রী পাবে অষ্টমাংশ আর বাকি ছেলে-মেয়ে−পুরুষের জন্য নারীর দ্বিগুণ হিসেবে পাবে।

৩-মায়ের মিরাস

¿ মায়ের মিরাসের অবস্থাসমূহঃ

১. তিনটি শর্তে এক তৃতীয়াংশঃ

ইহা তিনটি শর্তে উত্তরাধিকার পাবেনঃ শাখাজাত উত্তরাধিকারী (সন্তান-সন্ততি) না থাকা, ভাই−বোনদের সাথে অংশিদারিত্বে শামিল না হওয়া এবং বিষয়টি দুই উমারিয়ার মাসয়ালার কোন একটি না হওয়া।[১]

২. অষ্টমাংশঃ

যদি মৃত ব্যক্তির শাখাজাত (সন্তান-সন্ততি) উত্তরাধিকারী থাকে কিংবা ভাই অথবা বোনদের কয়েকজন বিদ্যমান থাকে।

৩. অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের এক ভাগঃ

যদি দুই উমারিয়া যাকে 'গারাওয়াইন'ও বলা হয় এর মাসয়ালা হয়। উমারিয়ার মাসয়ালা দু'টি হলোঃ

(ক) স্ত্রী, মা ও বাবাঃ অংকটি ৪ দ্বারা হবেঃ অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে ৪ ধরে নিলে স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মায়ের জন্য অবশিষ্টি (স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর) অংশের এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট অর্ধেক পিতার জন্য।

---

[১]. ফরায়েজ শাস্ত্রে মৃত ব্যক্তির মাতা−পিতার সাথে স্বামী কিংবা স্ত্রী থাকলে, তাকে "উমারিয়া"-এর মাসয়ালা বলে; কারণ এ দ্বারা উমর ফারুক (রাঃ)এ মাসয়ালার ফয়সালা করেছিলেন।

(খ) স্বামী, মা ও বাবাঃ অংকটি ৬ দ্বারা হবে, অর্থাৎ সর্বমোট অংশ ৬ ভাগ ধরে করতে হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক তথা ৩, মায়ের জন্য (স্বামীর অংশ বণ্টনের পরে) অবশিষ্ট অংশের একতৃতীয়াংশ তথা ১ এবং অবশিষ্ট ২ পিতার জন্য।

¿ মাকে অবশিষ্ট অংশের এক তৃতীয়াংশ এ জন্য দেয়া হবে যাতে করে ইহা পিতার অংশের চেয়ে বেশি না হয়ে যায়; কারণ উভয় জন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের। আর একজন পুরুষ দুজন মহিলার অংশের সমান অংশ যেন পায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] { ~ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ µ ¶ ¸ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾ Z النساء: ١١

"আর মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রতিজন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার কৃত অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর তার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে।" [সুরা নিসাঃ ১১]

¿ **উদাহরণঃ**

১. একজন মানুষ মা ও চাচা রেখে মালা গেল। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

২. একজন মানুষ মা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে ছেলের জন্য।

৪- পিতার মিরাস

¿ **পিতার মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. পিতা নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক ষষ্ঠাংশ পাবেন: এর জন্য শর্ত হলো: পুরুষ জাতীয় শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকা। যেমন: ছেলে কিংবা ছেলের ছেলে এভাবে যদিও আরো নিচের হয়।

২. মৃত ব্যক্তির শাখাজাত কোন উত্তরাধিকারী থাকলে, পিতা অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকার পাবেন।

৩. শাখাজাত উত্তরাধিকারী কোন মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে ইত্যাদি হলে, পিতা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশের মিরাস পাবেন। যেমন: মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়ে থাকা অবস্থায় তিনি নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক ষষ্ঠাংশ পাবেন এবং অবশিষ্ট অংশ অনির্ধারিতভাবে লাভ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

¿ আপন ভাইয়েরা কিংবা বৈমাত্র অথবা বৈপিত্র ভাইদের কেহই পিতা ও দাদা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মিরাসের কোন অংশ পাবে না।

¿ **উদাহরণ:**

১. একজন মানুষ বাবা ও ছেলে রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় বাবার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য।

২. একজন মানুষ মা ও বাবা রেখে মারা গেল। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি বাবার জন্য।

৩. একজন মানুষ বাবা ও মেয়ে রেখে মারা গেল। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাবার জন্য ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে এবং বাকি আসাবা হিসেবে।

৪. একজন মানুষ বাবা ও সহদর ভাই কিংবা বৈমাত্র অথবা বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় পূর্ণ সম্পত্তির ওয়ারিস হবেন বাবা এবং বাবার কারণে ভাইয়েরা বাদ পড়ে যাবে।

৫-দাদার উত্তরাধিকার

¿ **উত্তরাধিকারী দাদা:** তিনি যার মাঝে ও মৃত ব্যক্তির মাঝে কোন নারীর সম্পর্ক থাকবে না। যেমন: পিতার পিতা। সুতরাং নানা উত্তরাধিকারী হবেন না; কারণ তার মাধ্যম মা নারী দ্বারা। দাদার উত্তরাধিকার পিতার মতই কেবল উমারিয়ার দু'টি প্রসঙ্গ ছাড়া; কেননা সে দু'টিতে মা দাদার সাথে সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তত্বীয়ংশ পাবেন। কিন্তু পিতার সাথে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবেন। এটি হবে স্বামী–স্ত্রী হিসাবে নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পরের ব্যাপার যেমন ইতি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

¿ **দাদার মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. দাদা দু'টি শর্তসাপেক্ষে এক ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হবেন যথা: মৃতব্যক্তির শাখাজাত উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকা ও পিতা না থাকা।

২. দাদা উপরোক্ত অবস্থায় অনির্ধারিত অংশ পাবেন যখন মৃত ব্যক্তির কোন শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকবে না এবং যখন পিতাও থাকবেন না।

৩. দাদা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশ দ্বারা একই সাথে উত্তরাধিকার পাবেন। ইহা যখন মৃত ব্যক্তির মহিলা জাতীয় শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকবে। যেমন: মেয়ে ও ছেলের মেয়ে ইত্যাদি।

¿ **উদাহরণ:**

১. একজন দাদা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য।

২. একজন মা ও দাদা ছেড়ে মারা গেল। অংক ৩ দ্বারা হবে। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি দাদার জন্য।

৩. একজন মারা গেল দাদা ও মেয়ে রেখে। অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক ফরজ হিসেবে আর দাদার জন্যে ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে এবং বাকি আসাবা হিসেবে।

৬- দাদী ও নানীর উত্তরাধিকার

¿ **দাদী ও নানীর মিরাসঃ**

দাদী, নানী বলতে সেই উত্তরাধিকারিণী উদ্দেশ্য যিনি হবেন মায়ের মা নানী কিংবা পিতার মা দাদী ও দাদার মা (বড় দাদী) যদিও কেবল মহিলাদের মাধ্যমে আরো উপরে যায়। পিতার দিক থেকে তারা দুইজন ও মাতার দিক থেকে একজন।

¿ মাতার জীবদ্দশায় দাদী–নানীরা কোন প্রকার উত্তরাধিকার (মিরাস) পাবেন না।

¿ মা না থাকালে এক বা একাধিক দাদী–নানী হলে তাঁরা সকলে মিলে এক ষষ্ঠমাংশ পাবেন।

¿ **উদাহরণঃ**

১. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদী বা নানীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে ছেলের জন্য।

২. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী, মা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য এবং দাদী বা নানী মার জন্য বাদ পড়ে যাবে।

৭- মেয়েদের উত্তরাধিকার

¿ **মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহঃ**

১. এক বা একাধিক মেয়ে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারিণী হবে যখন তাদের সাথে ভাই থাকবে। এক পুরুষ দুইজন মহিলার সমান পাবে।

২. মেয়ে একা হলে (ছেলে বা অন্য মেয়ে না থাকলে) অর্ধেক অংশ পাবে।

৩. মেয়েরা দুই বা ততোধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। শর্ত হলোঃ যদি অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারীতে পরিণতকারী তাদের ভাই না থাকা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

r q p o nm k j i h f ed c [

النساء: ١١ Z ﴿١١﴾ { z y x w u t s

"আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন যে, এক পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ পাবে। তবে তারা দুয়ের ঊর্ধ্বে মেয়ে সন্তান হলে তারা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই তৃতীয়ংশ পাবে। আর মেয়ে একজন হলে সে অর্ধেক পাবে।"
[সূরা নিসা:১১]

¿ **উদাহরণঃ**

১. একজন ব্যক্তি দাদী, মেয়ে ও ছেলে রেখে মারা গলে। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলে ও মেয়ের জন্য–পুরুষ নারীর চেয়ে দ্বিগুন হিসেবে।

২. এক ব্যক্তি মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা, দু'জন মেয়ে ও দাদা রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আর দু'মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ।

৮- ছেলের মেয়েদের উত্তরাধিকার

¿ **ছেলের মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহঃ**

১. এক বা একাধিক ছেলের মেয়ে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারী হবে, যখন তার সাথে তার সমপর্যায়ের কোন ভাই থাকবে। আর সে হচ্ছে ছেলের ছেলে।

২. একজন ছেলের মেয়ে অর্ধেক উত্তরাধিকারিণী হবে যদি তার কোন ভাই-বোন এবং মৃত ব্যক্তির কোন ছেলে-মেয়ে না থাকে।

৩. ছেলের মেয়েরা একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। তবে শর্ত হলোঃ তাদের ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে না থাকা।

৪. একাধিক ছেলের মেয়েরা তাদের ভাই না থাকলে এক ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি মৃতের কোন ছেলে না থাকে এবং একটি মাত্র মেয়ে থাকে যে অর্ধেকের মালিক।

নোটঃ অনুরূপভাবে ছেলের ছেলের মেয়েরা ছেলের মেয়ের সাথে উপরোক্ত নিয়মে অংশ পাবে।

¿ উদাহরণঃ

১. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও ছেলের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি ছেলের মেয়ে ও ছেলের ছেলের জন্য আসাবা হিসেবে মেয়ে ছেলের অর্ধেক পাবে।

২. এক ব্যক্তি ছেলের মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গলে। অংক ২ দ্বারা হবে। ছেলের মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি দুইজন ছেলের মেয়ে ও সহদর ভাই রেখে মারা গলে। অংক ৩ দ্বারা হবে। দুই ছেলের মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি সহদর ভাইয়ের জন্য।

৪. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক ও ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি বৈপিত্র ভাইয়ের জন্য।

৯-আপন বোনদের উত্তরাধিকার

¿ সহদর বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহঃ

১. আপন বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। যদি তার ভাই না থাকে এবং মৃতের মূল তথা পিতা বা দাদা ও ভাই-বোন না থাকে।

২. আপন বোন একের অধিক হলে দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। শর্ত হলোঃ তাদের কোন ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল তথা বাবা-দাদা না থাকা।

৩. এক বা একাধিক আপন বোন অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি তাদের সাথে তাদের ভাই থাকে। এমতাবস্থায় এক ভাই দুই

বোনের সমান অংশ পাবে। এমনিভাবে তারা ভাই-বোন মৃতের মেয়েদের সাথে হলেও একইভাবে অংশ পাবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . - , + *) (& % $ # " ! [

Y C B A @ ? > = ; : 9 8 7 6 5 3 2 1

Z النساء: ١٧٦

“তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে তুমি বল: আল্লাহ তোমাদেরকে ‘কালালাহ’ সম্বন্ধে উত্তর দিচ্ছেন: যদি কোন ব্যক্তি নি:সন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার বোন থাকে তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তবে তার ভাইয়েরা উত্তরাধিকারী হবে। তবে যদি দুই বোন থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ তারা পাবে।” [সূরা নিসা:১৭৬]

¿ **উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি মা, সহদর বোন ও দুইজন বৈমাত্রিয়া বোন রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, সহদর বোনের জন্য অর্ধেক আর বৈমাত্রিয়া দুই বোনের জন্য এক তৃতীয়াংশ।

২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, দুইজন সহদর বোন ও বৈপিত্র ভাইয়ের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈপিত্র ভাইয়ের ছেলের জন্য।

৩. এক ব্যক্তি স্ত্রী, একজন সহদর বোন, একজন সহদর ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৪ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ আর বাকি ভাই ও বোনের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন হবে।

৪. এক ব্যক্তি স্ত্রী, মেয়ে ও সহদর বোন রেখে মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ, মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি সহদর বোনের জন্য।

১০- বৈমাত্রেয় বোনদের উওরাধিককার

¿ বৈমাত্রেয় বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহ:

১. বৈমাত্রেয় বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। শর্ত হলো: সাথে তার কোন ভাই-বোন এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন ভাই-বোন না থাকা।

২. বৈমাত্রেয় একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে: শর্ত হলো: সাথে তার কোন ভাই এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন ভাই-বোন না থাকা।

৩. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন মৃতের শুধু আপন এক বোনের সাথে এক ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি তাদের কোন ভাই এবং মৃতের আপন ভাই, মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়ে না থাকে।

৪. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন তাদের ভাইয়ের সাথে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। (এমতাবস্থায় এক পুরুষের জন্য দুই মহিলার সমান অংশ হবে।) মৃতের মেয়েদের সঙ্গেও তারা অনুরূপ অংশ পাবে।

¿ উদাহরণ:

১. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গলে। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় বোনের জন্য অর্ধেক আর বৈপিত্র দুই ভাইয়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ।

২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক **১২** দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, বৈমাত্রেয় দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলের জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা, বৈপিত্রেয় বোন, সহদর বোন ও বৈমাত্রেয় দুই বোন রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় বোনের জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় দুই বোনের জন্য ষষ্ঠাংশ আর সহদর বোনের জন্য অর্ধেক।

৪. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্র ভাই রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি দুই বোন ও তাদের ভাইয়ের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন হবে।

৫. একজন মহিলা স্বামী, মেয়ে ও বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা গেল। অংক হবে ৪ দ্বারা। স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মেয়ের জন্যে অর্ধেক আর বাকি বোনের জন্যে।

১১- বৈপিত্র ভাইদের উত্তরাধিকার

¿ বৈপিত্র ভাইদের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর পুরুষদের কোন প্রাধান্য নেই এবং তাদের মধ্যকার পুরুষ মহিলাদেরকে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী বানাতে পারবে না, ফলে ভাই-বোন সবাই সমান অংশের উত্তরাধিকারী হবে। এদের পুরুষকে নারীরা টেনে এনে ওয়ারিস বানায়। এরা মার দ্বারা বারণ হয়ে কম পায়।

¿ **বৈপিত্র ভাইদের মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. বৈপিত্র ভাই কিংবা বৈপিত্রী বোন একজন হলে এক ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো: মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা দাদা থাকবে না।

২. বৈপিত্র ভাই ও বৈপিত্রী বোনরা একাধিক হলে এক তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো: মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা দাদা থাকবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

f e d c b a ` _ ^] \ [Z Y [

v u t s q p o n m l k j i g

z y x w { | } ~ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ Z النساء: ١٢

"যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকেই এক ষষ্টাংশ পাবে। আর যদি একাধিক হয় তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে কৃত অসিয়ত পূরণের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর কারও অনিষ্ট না করে। ইহা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।" [সূরা নিসা: ১২]

¿ উদাহরণঃ

১. এক ব্যক্তি স্ত্রী ও বৈপিত্র ভাই এবং সহদর চাচার ছেলে রেখে মারা গেল। এ অংক **১২** দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ, বৈপিত্র ভাইয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ আর বাকি সহদর চাচার ছেলের জন্যে।

২. একজন মহিলা স্বামী, দুইজন বৈপিত্র ভাই ও সহদর চাচা ছেড়ে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক, দুই বৈপিত্র ভাইয়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা-বাবা ও দুইজন বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ এবং বাকি বাবার জন্যে। আর বৈপিত্র ভাইয়েরা বাবার কারণে বাদ পড়ে যাবে।

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের বিভিন্ন বিধান

¿ নির্ধারিত অংশ সংক্রান্ত উত্তরাধিকার বিষয়ের প্রসঙ্গগুলো মোট তিন প্রকার:

১. অংশগুলো মূল অংকের সমান হলে একে “ ‘আ্যাদিলাহ্” বলা হয়।

উদাহরণ: স্বামী ও বোন, অংকটি দুই দ্বারা হবে, স্বামীর জন্য অর্ধেক হিসাবে এক ও বোনের জন্য অর্ধেক হিসাবে অপর এক থাকবে।

২. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা কম হলে একে “নাক্বিসাহ্” বলা হয়। এ অবস্থায় অবশিষ্ট অংশ স্বামী–স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা পাবে। যদি এতে অনির্ধারিত অংশগুলো পূর্ণ সম্পত্তি শামিল না করে এবং কোন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত না থাকে, তাহলে তারাই এর অগ্রাধিকার যোগ্য হকদার হবে। আর তাদের অনির্ধারিত অংশ অনুপাতে গ্রহণ করবে।

উদাহরণ: স্ত্রী ও মেয়ে, অংকটি আট দ্বারা হবে, স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসাবে এক থাকবে এবং মেয়ের জন্য অনির্ধারিত অংশ ও অবশিষ্ট ফেরতযোগ্য অংশ হিসাবে সাত ভাগ থাকবে।

৩. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা বেশি হলে একে “ ‘আয়িলাহ্ ” বলা হয়।

উদাহরণ: স্বামী ও বৈমাত্রী দুই বোন, এক্ষেত্রে স্বামীকে অর্ধেক দেয়া হলে বোনদ্বয়ের অধিকার দুই তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে না; তাই মূল অংক ছয় দ্বারা হবে যা বেড়ে সাতে দাঁড়াবে: স্বামীর জন্য অর্ধেক হিসাবে তিন এবং দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ হিসাবে চার, ফলে যার যার অংশ অনুপাতে প্রত্যেকের ভাগে কম পড়বে।

৩-আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

¿ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা হলো: যারা নির্ধারিত অংশ ছাড়া উত্তরাধিকারী হয়।

¿ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ দুই প্রকার:

(১) বংশ সূত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত।

(২) কারণসাপেক্ষ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত।

১. বংশ সুত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ মোট তিন প্রকার:

১. অন্যের মাধ্যম ব্যতীত অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ:

এরা পুরুষ জাতীয় উত্তরাধিকারী কিন্তু স্বামী, বৈপিত্র ভাই, দাস মুক্তকারী ব্যতীত যথা: ছেলে, ছেলের ছেলে যদিও নিচে যায়, পিতা, দাদা যদিও উপরে যায়, আপন ভাই, বৈমাত্র ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচে যায়, বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচে যায়, আপন চাচা, বৈমাত্র চাচা, আপন চাচার ছেল যদিও নিচে যায়, বৈমাত্র চাচার ছেলে যদিও নিচে যায়।

¿ এদের মধ্যে যে একা থাকবে সে পূর্ণ সম্পত্তি পেয়ে যাবে। আর যখন নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সাথে থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তা গ্রহণ করবে, তবে নির্ধারিত অংশ পূর্ণ সম্পত্তি শামিল করে নিলে বাদ পড়ে যাবে।

¿ অনির্ধারিত অংশে উত্তরাধিকারদানকারী পক্ষগুলোর একটি অপরটি অপেক্ষা নিকটবর্তী। পক্ষগুলো পর্যায়ক্রমে পাঁচটি: সন্তান পক্ষ, অত:পর পিতৃ পক্ষ, এরপর ভাই ও ভাইয়ের সন্তান পক্ষ, অত:পর চাচারা ও তাদের সন্তান পক্ষ এবং সব শেষে দাস মুক্তকারী পক্ষ।

¿ দু'জন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত এক সাথে হলে তাদের বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে যেমন:

১. প্রথম অবস্থা এই যে, তার পক্ষ, স্তর ও ক্ষমতা সমান হবে। যেমন: দুই ছেলে অথবা দুই চাচা। এমতাবস্থায় উভয়জন সমানভাবে অংশীদার হবে।

২. দ্বিতীয় অবস্থায় এই যে, তারা পক্ষ ও স্তরে সমান হবে কিন্তু ক্ষমতায় ভিন্ন থাকবে যেমন: আপন চাচা ও বৈমাত্র চাচা। এক্ষেত্রে ক্ষমতার

প্রাধান্য দেওয়া হবে, ফলে আপন চাচা উত্তরাধিকারী হবেন এবং বৈমাত্র চাচা হবেন না।

৩. তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগতভাবে এক হবে, তবে স্তরে ভিন্ন হবে। যেমনঃ ছেলে ও ছেলের ছেলে। এক্ষেত্রে স্তরের প্রাধান্য দেওয়া হবে, ফলে পূর্ণ সম্পত্তি ছেলের জন্য হয়ে যাবে।

৪. চতুর্থ অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগতভাবে ভিন্ন হবে, এমতবস্থায় উওরাধিকারে পক্ষগতভাবে নিকটবর্তী ব্যক্তিকে দূরবর্তী ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দেয়া হবে, যদিও সে স্তরের দিক থেকে দূরবর্তী হয় এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তি নিকটবর্তী হয়, ফলে ছেলের ছেলে পিতার উপর প্রাধান্য পাবে।

২. অন্যের মধ্যস্থতায় অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণঃ

এরা মোট চারজন নারী যথা:

১. এক অথবা একাধিক ছেলের মধ্যস্থতায় এক অথবা ততোধিক মেয়ে, এক অথবা একাধিক ছেলের ছেলের মধ্যস্থতায়।

২. এক অথবা একাধিক মেয়ের মেয়ে, এক অথবা একাধিক আপন ভাইয়ের মধ্যস্থতায়।

৩. এক অথবা একাধিক আপন বোন, এক অথবা একাধিক বৈমাত্র ভাইয়ের মধ্যস্থতায়।

৪. এক অথবা একাধিক বৈমাত্রী বোন।

এরা উত্তরাধিকারে একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ হিসাবে পাবে এবং নির্ধারিত অংশের পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি তারাই পাবে। কিন্তু যদি নির্ধারিত অংশ সবটুকু সম্পত্তি শেষ করে ফেলে তবে তারা বাদ পড়ে যাবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

١١ :النساء Z ﴿١١﴾ k j i h ¦ f e d c [

"আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন যে, এক পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ পাবে।"
[সূরা নিসা:১১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

| S R Q P O | M L K J I H G F E [

النساء: ١٧٦ Z Y X W V U

"পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।" [সূরা নিসা:১৭৬]

৩. অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ:

এরা দুই প্রকার মানুষ যথা:

১. এক অথবা একাধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের মেয়ের সাথে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা একাধিক আপন বোন।

৫. এক অথবা ততোধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের মেয়ে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন।

বস্তুত: বোনেরা সব সময়ই মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়েদের সাথে তারা যতই নিচে যায় না কেন অনির্ধারিত অংশের অধিকারী হয়ে থাকে, তাই তারা নির্ধারিত অংশের পরের অবশিষ্ট সম্পত্তি পায়, তবে নির্ধারিত অংশ পূর্ণ সম্পত্তি শেষ করে ফেললে তারা বাদ পড়ে যাবে।

২. কারণসাপেক্ষ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ:

এরা পুরুষ কিংবা মহিলা নির্বিশেষে দাস মুক্তকারী ও তারা সরাসরি অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:“তোমরা উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও। অত:পর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিকটবর্তী পুরুষ লোকদের জন্য।”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭৩২ মুসলিম হাঃ নং ১৬১৫

মিরাসের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা

১. **উসূল-মূল:** প্রতিটি নিকটাত্মীয় যারা উপরের স্তরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয় যদি একই শ্রেণীর হয়। যেমন: বাবা দাদাকে বাদ করে দেয়, মা দাদী-নানীকে বাদ করে। আর মা দাদাকে বাদ করে দেয় না এবং বাবা দাদীকে বাদ করে না; কারণ একই শ্রেণীর না।

২. **ফরূ'-শাখা:** প্রতিটি পুরুষ যারা তার নিচের স্তরকে বাদ করে দেয়। চাই একই শ্রেণীর হোক বা ভিন্নি শ্রেণীর হোক। যেমন: ছেলে ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়েকে বাদ করে দেয়। আর নারীরা তাদের নিচের স্তরকে বাদ করে না। তাই ছেলের মেয়ে মেয়ের সাথে মিরাস পাবে।

৩. **হাওয়াশী-পাশ্ববর্তী আত্মীয়:** এদেরকে উসূল ও ফরূ'র প্রতিটি পুরুষ মিরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন: বাবা ভাই ও বোনদেরকে বাদ করে দেয় এবং ছেলে ভাই ও বোনদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। আর প্রতিটি নিকট পার্শ্ববর্তী আত্মীয় সর্বদা দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে দেয়। তাই ভাই ভাইয়ের ছেলেকে বাদ করে দেয়। আর নারীদের পার্শ্ববর্তীর মধ্যে বোনরা ছাড়া আর কেউ মিরাস পায় না।

৪. **ফরূ'দের মিরাসের নীতিমালা হলো:** কোন নারীর মাধ্যম দ্বারা যেন সম্পর্ক না হয়, চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। সুতরাং ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়ে দুইজনেই মিরাস পাবে। কিন্তু মেয়ের ছেলে ও মেয়ের মেয়ে মিরাস পাবে না; কারণ এদের সম্পর্ক নারীর মাধ্যমে।

৫. উসূল-মূলের প্রত্যেকেই যারা ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক তারা মিরাস পাবে যেমন: দাদার মাগণ।

৬. দাদা সকল প্রকার ভাই-বোনদেরকে বাদ করে দেবে, চাই তারা সহদর হোক বা বৈমাত্র হোক কিংবা বৈপিত্র হোক। আর চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। দাদা সম্পূর্ণ বাবার মতই।

৭. দাদী-নানীরা শাখা ওয়ারিস থাক বা না থাক অথবা ভাই-বোনরা থাক বা না থাক কিংবা আসাবার সাথে হোক বা না হোক সর্বাস্থায় শুধুমাত্র এক ষষ্ঠাংশের অধিকারিণী হবেন।

৮. প্রতিটি দাদী-নানী যে ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক সে মিরাস পাবে যেমন: বাবার মা ও মার মা।

৯. স্ত্রীরা ও দাদী-নানীরা এক হোক বা একাধিক মিরাস একই হবে। তাই স্ত্রীগণ চতুর্থাংশে বা অষ্টামাংশে শরিক হবে এবং দাদী-নানীরা ষষ্ঠাংশে শরিক হবে।

১০. চারজনের ফরজ অংশ তাদের সংখ্যা বেশির কারণে বেড়ে যাবে না: তারা হলেন: স্ত্রীগণ, দাদী-নানীগণ, ছেলের মেয়েরা মেয়ের সাথে ও বৈমাত্রেয় বোনেরা সহদর বোনের সাথে।

১১. যখন এইক স্তরে নারী ও পুরুষ একত্রে জমা হবে তখন পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে। যেমন: ছেলে ও মেয়ে অথবা বাবা ও মা উমারিয়ার দুই অংকতে (স্বামী ও বাবা-মা) ছয় থেকে এবং (স্ত্রী ও বাবা-মা) চার থেকে মার জন্য বাকির এক তৃতীয়াংশ।

১২. ফরায়েজের বিধানে বৈপিত্র ভাই-বোনরা ছাড়া আর কোন নারী-পুরুষ বরাবর হবে না। তাদের পুরুষ ও নারীরা মিরাসে সমান সমান।

১৩. আপন বোনরা বা বাবা সর্বদা মেয়েদের সাথে আসাবা হবে। আর ইহাই হচ্ছে আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখা যা তিনি অবিজ্ঞ জাতির জন্য বর্ণনা করেন। অতএব, জেনে নেও, কারণ যে জানে আর যে জানে না উভয় সমান নয়।

r q p o nm k j i h f ed c [

وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ~ } { z y x w u t s

إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ µ ¶ إِخۡوَةٌ فَلِأُمِّهِ

ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ

نَفۡعًاۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ Z النساء: ١١

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তাদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অত:পর যদি শুধু নারীই হয় দুই–এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অত:পর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাথা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অসিয়তের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।" [সূরা নিসা:১১]

৪- বঞ্চিতকরণ

¿ **বঞ্চিতকরণ হলো:** কারো পক্ষে উত্তরাধিকার পাওয়ার কোন কারণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও তাকে পূর্ণ কিংবা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত করার নাম।

¿ বঞ্চিতকরণ হচ্ছে উত্তরাধিকার বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় এক অধ্যায়। যে এ সম্পর্কে অবগত থাকবে না সে কখনো উত্তরাধিকারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে দিবে অথবা এমন ব্যক্তিকে অধিকার দিয়ে দিবে যে তার অধিকারী নয়। আর এই দুই অবস্থাতেই রয়েছে পাপ ও জুলুম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ´ µ ¶ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ Z النساء: ١٣ - ١٤

"এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" [সূরা নিসা:১৩-১৪]

¿ **উত্তরাধিকারীদের অবস্থাসমূহ:**

উত্তরাধিকারীরা এক সাথে হলে তাদের মোট ৩টি অবস্থা:

১. যখন সব পুরুষরা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল তিনজন উত্তরাধিকার পাবে যথা: পিতা, পুত্র ও স্বামী। এদের অংক হবে ১২দ্বারা:

পিতার জন্য এক ষষ্ঠমাংশ হিসাবে দুই, স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসাবে তিন। আর অবশিষ্ট সাত ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে।

২. যখন সমস্ত মহিলারা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল পাঁচজন উত্তরাধিকার পাবে যথাঃ স্ত্রী, মা, মেয়ে, ছেলের মেয়ে, ও আপন বোন। আর অন্যান্যরা সকলে বাদ পড়ে যাবে। এদের অংক হবে ২৪ দ্বারাঃ স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসাবে ২৪থেকে ৩। মার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। মেয়ের জন্য অর্ধেক হিসাবে ২৪ থেকে ১২। ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। আর আপন বোনের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে ২৪ থেকে থাকবে অবশিষ্ট মাত্র ১।

৩. যখন সকল পুরুষ ও সমস্ত মহিলা এক সাথে হবে তখন কেবল পাঁচজন উত্তরাধিকারী হবে যথাঃ পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী ও স্ত্রীর যে কোন একজন। এর দুই অবস্থা যথাঃ

১. তাদের সাথে স্ত্রী থাকলে অংকটি ২৪ দ্বারা হবেঃ পিতার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। মার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৩। আর অবশিষ্ট ২৪ থেকে ১৩ অনির্ধারিত অংশ হিসাবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসাবে বণ্টন হবে।

২. তাদের সাথে স্বামী থাকলে অংকটি ১২ দ্বারা হবেঃ পিতার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ১২ হতে ২। মার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ১২ হতে ২। স্বামীর জন্য চতুর্থাংশ হিসাবে ১২ হতে ৩। আর অবশিষ্ট ১২ হতে ৫ অনির্ধারিত অংশ হিসাবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসাবে বণ্টন হবে।

- **উত্তরাধিকারীদের প্রকারঃ**
  আত্মীয়রা মূল----শাখা----- ও পার্শ্ব।
- **মূল হলোঃ** যাদের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো সকল বাবা ও মায়েরা।
- **শাখা হলোঃ** যারা নিজের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো ছেলে ও মেয়েরা।

¿ **পার্শ্ব হলো:** যারা নিজের মূল থেকে শাখা। এদের মধ্যে সকল ভাই-বোন ও চাচা ও মামারা প্রবেশ করবে।

¿ **মূল থেকে যারা আত্মীয়:** প্রতিটি পুরুষ যার ও মায়্যেতের মাঝে নারীর মাধ্যম যেমন: মার বাবা অর্থাৎ নানা।

¿ **শাখা থেকে যারা আত্মীয়:** প্রতিটি পুরুষ যার ও মায়্যেতের মাঝে নারীর মাধ্যম যেমন: মেয়ের ছেলে ও মেয়ের মেয়ে।

সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং ইনসাফ, এহসান ও হেদায়েত দান করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . - , + *) (& % $ # " ! [

E C B A @ ? > = ; : 9 8 7 6 5 3 2 1

U S R Q P O M L K J I H G F

النساء: ١٧٦ Z Y X W V

"তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে তুমি বল: আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্বন্ধে উত্তর দিচ্ছেন: যদি কোন ব্যক্তি নি:সন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার বোন থাকে তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তবে তার ভাইয়েরা উত্তরাধিকারী হবে। তবে যদি দুই বোন থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ তারা পাবে। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।" [সূরা নিসা:১৭৬]

¿ বঞ্চিত হওয়ার প্রকার:

বঞ্চিত হওয়া মোট দুই ভাগে বিভক্ত:

১. বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে বঞ্চিত হওয়া:

এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যে জড়িয়ে পড়ার নাম যথা: দাসত্ব, হত্যা ও ভিন্ন ধর্মের

হওয়া। আর এটি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। অতএব, যে ব্যক্তি এসব বৈশিষ্টের যে কোন একটি দ্বারা ভূষিত হবে সে উত্তরাধিকার পাবে না এবং তার থাকাকে না থাকা বলে বিবেচিত হবে।

২. ব্যক্তি বিশেষের কারণে বঞ্চিত হওয়াঃ

এখানে যা উদ্দেশ্য তা হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির কারণে বারণ করার নাম।

এটি আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ

কম জাতীয় বারণ ও পূর্ণবঞ্চিত জাতীয় বারণ এর বিবরণ নিম্নরূপঃ

১. কম জাতীয় বঞ্চিতঃ

এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে বড় অংশ থেকে বারণ করা তথা বারণকারীর কারণে বারণকৃত ভাগে কম পড়ার নাম।

এটি আবার দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ কম জাতীয় বঞ্চিত যার কারণ স্থানান্তর, ইহা চার প্রকারঃ

১. বঞ্চিত ব্যক্তি নির্ধারিত অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম নির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হবে। এরা মোট পাঁচ জনঃ স্বামী, স্ত্রী মা, ছেলের মেয়ে ও বৈমাত্রী বোন। যেমনঃ স্বামীর অর্ধেক থেকে চতুর্থাংশে স্থানন্তরিত হওয়া।

২. অনির্ধারিত অংশ থেকে তদোপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা কেবল পিতা ও দাদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৩. নির্ধারিত আংশ থেকে তদোপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা অর্ধেকের অধিকারীদেরর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এরা হচ্ছে মেয়ে, ছেলের মেয়ে, আপন বোন ও বৈমাত্রী বোন যখন তাদের প্রত্যেকের সাথে স্বীয় ভাই থাকবে।

৪. অনির্ধারিত অংশ থেকে তার চেয়ে কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, ফলে আপন অথবা বৈমাত্রী বোন মেয়ে অথবা ছেলের মেয়ের সাথে অবশিষ্ট অংশ পাবে যা হবে অর্ধেক, তবে তার সাথে তার ভাই থাকলে অবশিষ্ট অংশ তাদের দুইজনের মধ্যে বণ্টন হবে। এতে পুরুষের জন্য দুই মহিলার অংশের সমান থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ যার কারণ একাধিক অংশের সংমিশ্রণ, ইহা তিন প্রকারঃ

১. এটি নির্ধারিত ফরজ অংশে হবে যা সাতজন উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যথা: দাদা, স্ত্রী, একাধিক মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা, আপন বোনেরা, বৈমাত্রী বোনেরা, বৈপিত্র ভাইয়েরা।
২. অনির্ধারিত অংশে সংমিশ্রণ: ইহা প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশ প্রাপকদের ক্ষেত্রে হবে। যেমন: ছেলেরা, ভাইয়েরা, চাচারা ও আরো অন্যান্য।
৩. মূল অংকের চেয়ে অংশ বেশি হওয়ার ভিত্তিতে একাধিক অংশের সংমিশ্রণ। আর এটি হবে নির্ধারিত অংশ প্রাপকগণের ক্ষেত্রে যখন তারা এক সাথে সবাই অংশীদার হবে।

২. পূর্ণ জাতীয় বঞ্চিত:

এটি হচ্ছে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম। এটি ছয়জন ব্যতীত অন্য সব উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরা ছয়জন হলো: পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে।

ব্যক্তির মাধ্যমে বঞ্চিতদের নীতিমালা

১. প্রত্যেক মূল উত্তরাধিকারী তার উপরের মূলকে বঞ্চিত করবে, ফলে পিতা দাদাদেরকে বঞ্চিত করবেন ও মাতা নানীদেরকে বঞ্চিত করবেন ইত্যাদি।
২. প্রত্যেক উত্তরাধিকারী সন্তান তার নিচের স্তরকে বঞ্চিত করবে, চাই সে সজাত ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, ফলে ছেলে ছেলের ছেলে-মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে। আর মেয়েরা দুই তৃতীয়াংশ পাওয়া অবস্থায় তাদের নিচের মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে। কিন্তু যদি মেয়েদেরকে কোন পুরুষ অনির্ধারিত অংশের অধিকারিণী বানায় তাহলে অবশিষ্ট অংশ পুরুষরা অনির্ধারিত অংশ হিসাবে পেয়ে যাবে।
৩. প্রত্যেক মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেক শাখা তথা আপন ও বৈমাত্র ভাই-বোন ও তাদের সন্তানাদি এবং বৈপিত্র ভাই, অনুরূপ আপন ও বৈমাত্র চাচা ও তাদের ছেলেরকে বঞ্চিত করবে। আর নারীর মূল তথা মা ও দাদী অথবা মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা শুধুমাত্র বৈপিত্র ভাইদেরকে বঞ্চিত করবে অন্যান্যদেরকে না।

৪. পার্শ্ববর্তী তথা ভাই-বোন কিংবা চাচারা উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে একজন অপর জনের সমতুল্য। অতএব, তাদের মধ্যে যে কেউ অনির্ধারিত অংশে উত্তরাধিকারী হবে সে নিচের ব্যক্তিকে বঞ্চিত করবে। নিচ দিক বা নিকট কিংবা ক্ষমতার কারণে হয়। তাই বৈমাত্র ভাই, আপন ভাই ও অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা বোনের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন ভাইয়ের ছেলে, আপন ভাই ও অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা বৈমাত্রী বোনের কারণেও বঞ্চিত হবে। আর বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে পূর্বোক্ত চারজন ও আপন ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন চাচা পূর্বোক্ত পাঁচজন ও বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। বৈমাত্র চাচা পূর্বোক্ত ছয়জন ও আপন চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। আপন চাচার ছেলে পূর্বোক্ত সাতজন ও বৈমাত্র চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। বৈমাত্র চাচার ছেলে পূর্বোক্ত আটজন ও আপন চাচার ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। বৈপিত্র ভাইয়েরা পুরুষের মূল তথা বাবা-দাদা ও ভাই-বোনদের উত্তরাধিকারীর কারণে বঞ্চিত হবে।

৫. মূল উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল মূল উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত করবে। আর শাখা উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল শাখা উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত করবে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী (ভাই-বোন ও চাচ ও তাদের সন্তানাদি) উত্তরাধিকারীদেরকে মূল, শাখা ও পার্শ্ববর্তী সবাই বঞ্চিত করতে পারবে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

৬. **বঞ্চিত উত্তরাধিকারীরা মোট চার ভাগে বিভক্ত:**

(ক) যারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করবে কিন্তু তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করবে না যথা: মাতা–পিতা ও ছেলে-মেয়ে।

(খ) যাদেরকে বঞ্চিত করা হবে কিন্তু তারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তারা হচ্ছে বৈপিত্র ভাইয়েরা।

(গ) যারা না কাউকে বঞ্চিত করে আর না তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে, তারা হচ্ছে স্বামী, স্ত্রী।

(ঘ) যারা অন্যকে বঞ্চিত করে এবং তাদেরকেও অন্যরা বঞ্চিত করে, তারা হচ্ছে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ।

৭. দাস-দাসী আজাদকারী পুরুষ ও আজাদকারিণী মহিলা সে দাস-দাসীর নিকটবর্তী প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশিদারের কারণে বঞ্চিত হবে।

এতএব, সেই আল্লাহর সকল প্রশংসা যিনি আমাদেরকে এ হেদায়েত দান করেছেন, তিনি না হলে আমরা এ সত্যের হেদায়েত পেতাম না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[¶ ﻭ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ Z النساء: ٢٦

"আল্লাহ তোমাদের জন্যে সবকিছু পরিস্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করতে চান এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ।" [সূরা নিসা:২৬]

৫- অংকের মূল সংখ্যা নির্ণয়

¿ **মূল সংখ্যা নির্ণয় করা:** সবচেয়ে ছোট সংখ্যা নির্ণয়করণ যার দ্বারা কোন ভগ্নাংশ ছাড়াই মাসালার অংক নির্দিষ্ট করা যাবে।

¿ **মূল সংখ্যা নির্ণয়করণের উপকারিতা:** বণ্টন করার মূল সংখ্যাগুলো জানা যাবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনে সহজ হবে।

¿ **উত্তরাধিকারীদের অংকগুলোর তিন অবস্থা:**

¿ প্রত্যেক অংকের মূল সংখ্যা উত্তরাধিকারীদের অবস্থা ভেদে ভিন্ন হবে:

১. যদি তারা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত হয় তবে মূল সংখ্যা তাদের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবে। এর নিয়ম হলো: পুরুষের জন্য দুই মহিলার সমান অংশ থাকবে। যেমন: কেউ এক ছেল ও এক মেয়ে রেখে মারা গেলে অংকটি তিন দ্বারা সংঘটিত হবে: ছেলের জন্য দুই ও মেয়ের জন্য এক থাকবে।

২. যদি মূল অংকে নির্ধারিত এক অংশের অধিকারী ও অনির্ধারিত অংশের অধিকারীরা থাকে তবে মূল অংক নির্ধারিত এক অংশের উৎস দ্বারা হবে। যেমন: কেউ স্ত্রী ও ছেলে রেখে মারা গেলে, অংকটি আট দ্বারা হবে, স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক অষ্টমাংশ তথা এক থাকবে এবং ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে অবশিষ্ট সম্পত্তি সাত থাকবে।

৩. যখন মূল অংকে কেবল নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে অথবা তাদের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের প্রতি নিম্নলিখিত চারটি সম্বন্ধ অনুযায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে।

সম্বন্ধগুলো যথা: সদৃশ, পরস্পর অনুপ্রবেশ মূলক, অনুকুল জাত ও বৈপরীত্য মূলক। ফলটি হবে অংকের মূল সংখ্যা। আর নির্ধারিত অংশ যেমন: অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ, এক ষষ্ঠাংশ, এক তৃতীয়াংশ, এক অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ। এতে দুই সদৃশ্যের ক্ষেত্রে যে কোন একটিকে যথেষ্ট মনে করা হবে, দুই পরস্পর অনুপ্রবেশকারীর ক্ষেত্রে বড় সংখ্যাকে গ্রহণ করা হবে, অনুকুল জাত দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির অনুকুল

সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূরণ দিতে হবে এবং বৈপরীত্য পূর্ণ দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির পূর্ণ সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূরণ দিতে হবে। যেমনঃ সদৃশ (১/৩, ১/৩), পরস্পর অনুপ্রবেশ মূলক (১/২, ১/৬), অনুকুল মূলক (১/৮,১/৬)ও বৈপরীত্য মূলক (২/৩ ১/৪) ইত্যাদি।

- ¿ নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের অংকের মূল সংখ্যামোট সাতটি যথাঃ ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪।
- ¿ নির্ধারিত অংশ প্রাপকদের পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে আর কোন অনির্ধারিত অংশ প্রাপক না থাকে তবে স্বামী–স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব নির্ধারিত অংশ প্রাপকদের উপর সেই অনুপাতে তা ফেরত আসবে। যেমনঃ স্বামী ও মেয়ে, অংকটি চার দ্বারা হবে, স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসাবে এক থাকবে এবং অবশিষ্টি সম্পত্তি নির্ধারিত অংশ ও ফেরত হিসাবে মেয়ের জন্য থাকবে। এভাবেই অন্যান্যগুলো করতে হবে।

৬- পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন

¿ **পরিত্যক্ত সম্পত্তি হলো:** মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি চাই তা মাল-সম্পদ হোক বা অন্য কিছু।

¿ **পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পন্থাসমূহ:**

পরিত্যক্ত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতি অনুযায়ী বণ্টন করা যাবে:

১. সম্বন্ধ করণের প্রদ্ধতি:

ইহা হলো : প্রত্যেক অংশীদারের মূল অংক থেকে তার পাওনাকে তার প্রতি সম্বন্ধ করবে এবং সে অনুপাতে তাকে সম্পত্তি দেওয়া হবে। যদি কেউ মরণকালে (স্ত্রী, মা ও চাচা) রেখে যায়, আর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ১২০ হয়, তবে ১২ দ্বারা অংক হবে, স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসাবে তিন থাকবে, মার জন্য এক তৃতীয়াংশ হিসাবে চার থাকবে এবং চাচার জন্য অবশিষ্ট পাঁচ থাকবে। ফলে অংকের সাথে স্ত্রীর তিনের সম্বন্ধ হচ্ছে এক চতুর্থাংশের। অতএব, সে সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ হিসাবে ত্রিশ পাবে, মায়ের চারের সম্বন্ধ হচ্ছে এক তৃতীয়াংশের। অতএব, তিনি সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হিসাবে চল্লিশ পাবেন। চাচার পাঁচের সম্বন্ধ হচ্ছে এক চতুর্থাংশ ও ষষ্ঠংশের। অতএব, তিনি সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ও ষষ্ঠমাংশ হিসাবে পঞ্চাশ পাবেন।

২. ইচ্ছা করলে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশকে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পূরণ দিয়ে অত:পর পূরণফলকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে তার সম্পত্তির অংশ বেরিয়ে আসবে। অতএব, পূর্বোক্ত অংকে স্ত্রীর এক চতুর্থাংশ হিসাবে প্রাপ্তিকে পূর্ণ সম্পত্তি (১২০) দ্বারা পূরণ দিলে পূরণফল (৩২০)কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করলে তার অংশ হবে (৩০)। অনুরূপ বাকিগুলোতেও।

৩. চাইলে সম্পত্তিকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিয়ে ভাগ ফলকে অংকের প্রাপ্ত উত্তরাধিকারীর অংশ দ্বারা পূরণ করতে হবে। আর এ পূরণফল হবে সম্পতি থেকে তার অংশ। অতএব, পূর্বোক্ত অংকে পূর্ণ সম্পত্তি (১২০)কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফল (১০)কে

প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশের সাথে পূরণ দিতে হবে। ফলে পূর্বোক্ত অংকে মার অংশ এক তৃতীয়াংশ হিসাবে চারকে দশ দ্বারা গুণ দিলে (১০ Í ৪=৪০) ইহা সম্পত্তিতে মার পাওনা অংশ। অনুরূপ বাকিরাও।

এতএব, আল্লাহর হেদায়েত ও বর্ণার জন্য তাঁর সকল প্রশংসা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z I H G F E D C B A @ ? [

النحل: ٨٩

"আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্যে সুসংবাদ।" [সূরা নাহল:৮৯]

¿ মিরাছ বণ্টনের সময় যারা হাজির হবে তাদের কিছু দেওয়ার বিধান:
মিরাছ বণ্টনের সময় যদি মৃতের যারা উত্তরাধিকারী নয় তারা বা এতিমরা কিংবা যাদের কোন সম্পদ নেই তারা হাজির হয়, তাহলে মিরাছ বণ্টনের পূর্বে তাদেরকে সম্পদ থেকে কিছু দেওয়া মুস্তাহাব-উত্তম।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 [

O N M L K J I H G F E D C B

النساء: ٨ - ٩ Z S R Q P

"আর যখন মিরাছ বণ্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন ও এতিম এবং মিসকিনরা হাজির হয় তখন তাদেরকে তা থেকে কিছু দান কর। আর তাদেরকে উত্তম কথা বল। তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল–অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে তারাও আশঙ্কা করে, সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।" [সূরা নিসা: ৮-৯]

¿ ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীদের প্রকার:

ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীরা পাঁচ প্রকার:

১. শুধুমাত্র ফরজ অংশীদারগণ। এরা হলোঃ স্বামী-স্ত্রী, মা ও মার সন্তানরা।
২. শুধুমাত্র আসাবা অংশীদারগণ। এরা হলোঃ ছেলেরা ও ছেলেদের ছেলেরা, ভাইয়েরা ও ভাইদের ছেলেরা ও চাচারা ও চাচাদের ছেলেরা।
৩. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং আবার আসাবা অংশীদারও যেমনঃ বাবা ও দাদা।
৪. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং অন্যের দ্বারা আসাবা যেমনঃ বোনেরা মেয়েদের সাথে।
৫. যারা না ফরজ অংশীদার আর না আসাবা অংশীদার। এরা হলো আত্মীয়-স্বজন।

¿ উত্তরাধিকারীদের মাসয়ালাগুলোর প্রকারঃ

উত্তরাধিকারীদের মাসয়ালাগুলো তিন প্রকারঃ

প্রথমঃ মাসয়ালা আদিলাঃ এ হলো প্রত্যেকের অংশের যোগফল মূল অংকের সাথে সমান হওয়া যেমনঃ স্বামী ও সহদর বোন, যার অংক হবে ২ দ্বারা। প্রত্যেকের জন্য অর্ধেক করে। সুতরাং দুই অংশ মূল অংকের সমান।

দ্বিতীয়ঃ মাসয়ালা নাকিসাঃ এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংক থেকে কম হওয়া। যেমনঃ স্ত্রী ও বৈপিত্রেয়া বোন, যার অংক হবে ১২ দ্বারা। স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩) ও বৈপিত্রেয়া বোনের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২)। অতএব, যোগফল (৩+ ৫=৮) যা মূল অংক (১২)-এর চাইতে কম।

তৃতীয়ঃ মাসয়ালা 'আয়িলাঃ এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংকের চাইতে বেশি হওয়া। যেমনঃ মা, বৈপিত্র ভাই-বোন ও সহদর বোন দুইজন। অংক ৬ দ্বারা এর মধ্যে মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) বৈপিত্র ভাই-বোনদের জন্যে এ তৃতীয়াংশ (২) এবং দুই সহদর বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ (৪)। যোগফল (৭) যা মূল অংক (৬) হতে অধিক। তাই মাসয়ালা 'আয়িলা (৭) দিয়ে।

৭- 'আওল বা অংশ বেড়ে যাওয়া

¿ **'আওল বলেঃ** অংশ বেড়ে যাওয়া ও হিস্‌সা কমে যাওয়া। অর্থাৎ– পরিত্যক্ত সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা পুনর্বণ্টন করা।

¿ **অংশীদারগণের প্রতি অংশ বেড়ে যাওয়ার প্রভাবঃ**

মাসয়ালাতে 'আওল তথা অংশ বেড়ে গেলে প্রত্যেক অংশীদারের হিস্‌সা কমে যাবে।

¿ **'আওল হিসেবে মূল মাসায়েলগুলোর প্রকারঃ**

মাসায়েলগুলোর মূল সাতটিঃ (২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ২৪)।

'আওল হওয়া না হওয়ার দিক থেকে মাসায়েলগুলোর মূল দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ যেসব মূল মাসায়েলগুলোতে 'আওল হবে না সেগুলো চারটিঃ (২, ৩, ৪, ৮)।

দ্বিতীয়ঃ যেসব মূল মাসায়েলগুলোতে 'আওল হবে সেগুলো তিনটিঃ (৬, ১২, ২৪)।

¿ **মূল মাসায়েল এর 'আওলের শেষঃ**

১. মূল (৬)-এর 'আওল হবে চারবারঃ

(ক) সাত পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমনঃ একজন মহিলা তার স্বামী এবং দুইজন সহদর বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা (৬) দ্বারা হবে এবং (৭) পর্যন্ত 'আওল তথা বেড়ে যাবে। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩) এবং দুই বোনের জন্যে দুই তৃীয়াংশ (৪) অর্থাৎ– (৩+৪=৭)।

(খ) আট পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমনঃ যদি একজন মহিলা তার স্বামী, একজন সহদর বোন ও বৈপিত্রেয় দুই বোন রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা হবে ৬ দ্বারা যা 'আওল হয়ে দাঁড়াবে (৮)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), সহদর বোনের জন্যে অর্ধেক (৩) এবং বৈপিত্রেয় দুই বোনরে জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ-(৩+৩+২=৮)।

(গ) নয় পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমনঃ একজন মহিলা স্বামী, দুইজন সহদর বোন ও দুইজন বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে

(৬) দ্বারা যা 'আওল হয়ে পৌঁছবে (৯)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), দুই সহদর বোনের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (৪) এবং দুই বৈপিত্র ভাইয়ের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ–(৩+৪+২=৯)

(ঘ) দশ পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন: একজন মহিলা স্বামী, মা, দুইজন সহদর বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা 'আওল হয়ে দাঁড়াবে (১০)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (১), দুই সহদর বোনের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (৪) এবং বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ–(৩+১+৪+২=১০)

২. মূল (১২)-এর 'আওল হবে তিনবার:

(ক) তের পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন: একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, মা, ও মেয়ে ছেড়ে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (১২) দ্বারা যা 'আওল তথা বেড়ে হবে (১৩)। স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৬) অর্থাৎ–(৩+২+২+৬=১৩)।

(খ) পনের পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন: একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, মা, ও দুইজন মেয়ে রেখে মারা গেল। মাসয়ালা (১২) দ্বারা হবে যা 'আওল হয়ে (১৫) দাঁড়াবে। স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং দুই মেয়ের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (৮) অর্থাৎ–(৩+২+২+৮=১৫)।

(গ) সতের পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন: এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, মা, দুইজন বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (১২) দ্বারা যা বেড়ে হবে (১৭)। স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), দুইজন বৈমাত্রেয় বোনের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (৮) ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (৪) অর্থাৎ–(৩+২+৮+৪=১৭)।

৩. মূল (২৪)-এর 'আওল হবে মাত্র একবার (২৭) পর্যন্ত:

উদাহরণ: যদি একজন ব্যক্তি তার স্ত্রী, বাবা, মা ও দুইজন মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা হবে (২৪) দ্বারা যা 'আওল হয়ে

(২৭) পর্যন্ত দাঁড়াবে। স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (৪), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (৪) ও দুই মেয়ের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (১৬) অর্থাৎ– (৩+৪+৪+১৬ =২৭)।

৮- রদ্দ-ফেরত দেওয়া

¿ **রদ্দ বলেঃ** মাসয়ালর বাকি অংশ ফরজ অংশীদারদের মাঝে যারা হকদার তাদেরকে ফেরত দেওয়া। অর্থাৎ– পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরজ অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ বাকি থেকে গেলে তা পুনর্বণ্টন করা।

¿ **রদ্দ–এর কারণঃ** অংশে কম ও হিস্‌সায় বেশি হওয়া। ইহা 'আওলের বিপরীত।

¿ **রদ্দ–এর প্রভাবঃ**

রদ্দ তথা ফেরত দেওয়ার ফলে অংশীদারগণের হিস্‌সা বেড়ে যাবে।

¿ **যেসব উত্তরাধিকারগেণ প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে নাঃ**

স্বামী-স্ত্রী, বাবা ও দাদা ছাড়া সকল ফরজ অংশীদারগণের প্রতি রদ্দ–ফেরত দেওয়া হবে; কারণ বাবা ও দাদা এরা প্রত্যেকেই আসাবা। এরা আসাবা হিসেবে বাকি সবগুলো নিয়ে নিবে ফেরত হিসেবে নয়। আর স্বামী-স্ত্রীর প্রতিও ফেরত হবে না; কারণ ফেরত হয় আত্মীয়তার কারণে আর এদের বৈবাহিক সুত্রে আত্মীয়তার কারণ নেই। আর আত্মীয়রা যে যত নিকটের সে ততো বেশি হকদার।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ ´ µ ¶ ¸ كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ Z الأحزاب: ٦

"আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে–মাহফূযে লিখিত আছে।" [সূরা আহজাব:৬]

¿ যেসব উত্তরাধিকারগেণ প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবেঃ

যেসব উত্তরাধিকারগেণ প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে এরা হলো আট প্রকার: মেয়ে, ছেলের মেয়ে, সহদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, মা, দাদী-নানী, বৈপিত্র ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন।

একটি অংকে ফেরতযোগ্যদের তিন প্রকারের বেশি একত্রিত হবে না। আর ফেরতের অংক সর্বদা ছয় দ্বারা হবে। অত:পর নির্দিষ্ট অংশপ্রাপ্তদের অংশ জমা করে যা হবে তা দ্বারা ফেরতের অংকের মূল হবে।

উদাহরণঃ একজন মানুষ একজন মেয়ে ও একজন ছেলের মেয়ে রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা রদ্দের মাধ্যমে দাঁড়াবে (৪)। সুতরাং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৩) আর ছেলের মেয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) এবং বাকি (২)। তাই মূল মাসয়ালার ফরজ অংশগুলোর মোট (৪)কে রদ্দের মূল মাসয়ালা করা হবে। অতএব, মেয়ে পাবে (৩) ফরজ ও রদ্দ হিসেবে এবং ছেলের মেয়ে পাবে (১) ফরজ ও রদ্দ হিসেবে। এভাবে রদ্দের মাসয়ালা করতে হবে।

¿ রদ্দ–ফেরত দেওয়ার শর্তাবলীঃ

রদ্দ–ফেরত দেওয়ার জন্য তিনটি শর্ত:

১. ফরজ অংশীদারগণ যেন মাসয়ালা সম্পূর্ণ পরিব্যপ্ত না করে ফেলে; কারণ পরিব্যপ্ত করলে বাকি কিছুই থাকবে না যা ফেরতযোগ্য হবে।
২. কোন আসাবা যেন না থাকে; কারণ আসাবা ব্যক্তি বাকি অংশ নিয়ে নেবে, যার ফলে বাকি থাকবে না যা রদ্দ–ফেরত দেওয়া হবে।
৩. ফরজ অংশীদারগণের উপস্থিতি থাকা।

¿ রদ্দ–ফেরতের মাসয়ালার অংক করার পদ্ধতিঃ

যাদের প্রতি রদ্দ–ফেরত দেওয়া হবে তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন থাকবে অথবা থাকবে না।

১. যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন না থাকে তাহলে তাদের তিন অবস্থাঃ

প্রথম অবস্থাঃ তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন থাকবে যেমনঃ মেয়ে বা বোন। সে ফরজ ও রদ্দ–ফেরত হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ তাদের মধ্যে শুধুমাত্র এক শ্রেণীর অংশীদার থাকবে যেমনঃ মেয়েরা বা বোনেরা। এদের সংখ্যা দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে।

যেমন যদি মৃত ব্যক্তি তিনজন মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে তাদের সংখ্যা তিন দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে।

তৃতীয় অবস্থা:তাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর অংশীদার উপস্থিত থাকবে। এ অবস্থায় প্রত্যেক ফরজ অংশীদারকে তার ফরজ অংশ দিতে হবে। আর মাসয়ালা এমনভাবে করতে হবে যেন তাতে কোন রদ্দ–ফেরত না থাকে। রদ্দ-ফেরতের সকল মাসয়ালার মূল (৬) দ্বারা হবে। অত:পর ফরজ অংশগুলো একত্র করতে হবে যা রদ্দের মূল দাঁড়াবে।

২. যদি তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন থাকে:

এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন তার ফরজ অংশ মূল সম্পত্তি থেকে নেবে। আর বাকি ফরজ অংশীদারগণ তাদের মাথাপিছু পাবে। চাই তারা একই শ্রেণীর হোক। যেমন: এক মেয়ে অথবা একাধিক যেমন: তিন মেয়ে অথবা একাধিক শ্রেণীর হোক যেমন: মা ও মেয়ে।

৯- আত্মীয়-স্বজনদের মিরাস

§ **আত্মীয়-স্বজন:** ঐ সকল আত্মীয় যারা না নির্ধারিত অংশ দ্বারা আর না আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশ হিসাবে মিরাছ পায়।

§ **আত্মীয়-স্বজনরা দু'টি শর্তে মিরাছ পাবে:**

(এক) স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ না থাকা। (দুই) আসাবাগণ (যাদের মিরাছ অনির্ধারিত অংশ)-এরা না থাকা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥) [الأنفال/٧٥].

"বস্তুত: যারা আত্মীয়-স্বজন, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে অবগত।" [সূরা আনফাল:৭৫]

§ **আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছের নিয়ম:**

যারই সম্পর্ক নারীর মাধ্যমে সে মিরাছ পাবে না। যেমন: মা, মেয়ের ছেলে, বোনের মেয়ে। কিন্তু তারা আত্মীয়-স্বজন। আর তাদের তিনটি দিক: পুত্রত্ব, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব।

আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছ প্রত্যেককে তার স্থানে অবতারণ করে করতে হবে। তাই প্রত্যেক আত্মীয়কে যার দ্বারা সে প্রকাশ পায় তার স্থানে অবতারণ করতে হবে। অত:পর যাদের দ্বারা প্রকাশ পায় তাদের প্রতি সম্পত্তি বণ্টন করে প্রত্যেকের জন্য যা হবে তাই প্রত্যেক আত্মীয় গ্রহণ করবে যেমন:

১. মেয়েদের সন্তান ও ছেলেদের মেয়েদের সন্তানরা তাদের মায়ের স্থানে।
২. ভাইদের মেয়েরা ও তাদের ছেলেদের মেয়েরা তাদের বাবাদের স্থানে। আর বৈমাত্র ভাইদের সন্তানরা বৈমাত্র ভাইদের স্থানে। আর সকল বোনদের সন্তানরা তাদের মাগণের স্থানে।
৩. মামারা ও খালারা এবং নানা মায়ের মতই।
৪. ফুফুরা ও বৈমাত্র চাচারা বাবার ন্যায়।

৫. মায়ের অথবা বাবার পক্ষের ঝরে যাওয়া নানী ও দাদীরা। যেমনঃ নানার মা ও দাদার বাবার মা। প্রথম জন নানীর স্থানে আর দ্বিতীয় জন দাদীর স্থানে।

৬. বাবা অথবা মার পক্ষের ঝরে যাওয়া দাদাগণ। যেমনঃ বাবার মার বাবা ও মায়ের বাবার বাবা। প্রথম জন মার স্থানে আর দ্বিতীয় জন দাদীর স্থানে।

৭. যে কেউ পূর্বে উল্লেখিত কোন একটি বিভাগের দ্বারা সম্পৃক্ত হবে সে যার দ্বারা সম্পৃক্ত হবে তারই স্থানে হবে। যেমনঃ ফুফুর ফুফু ও খালার খালা ইত্যাদি।

১০- পেটের বাচ্চার মিরাস

¿ মায়ের পেটের বাচ্চাকে আরবিতে **"হামল"** ও **"জানীন"** বলা হয়।

¿ **পেটের বাচ্চা কখন মিরাছ পাবে:**

পেটের বাচ্চা মিরাছ পাবে যদি সে আওয়াজ করে মার পেট থেকে জন্মগ্রহণ করে। আর উত্তরাধিকারকের মৃত্যুর সময় যেন মায়ের গর্ভে থাকে যদিও নুতফা তথা ভ্রূণ হোক না কেন। জন্মগ্রহণ আওয়াজ করে বা হাঁচি দিয়ে কিংবা কেঁদে ইত্যাদিভাবে হতে পারে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"প্রত্যেক আদম সন্তানকে শয়তান তার জন্মের সময় স্পর্শ করে। তাই শয়তানের স্পর্শের কারণে চিল্লিয়ে উঠে। কিন্তু মরিয়ম (রা:) ও তার সন্তান (ঈসা ﷺ) ব্যতীত।"[১]

¿ **পেটের বাচ্চার মাসালা:**

যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মাঝে পেটের বাচ্চাও আছে তাদের দুই অবস্থা:

১. হয়তো পেটের বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও বাচ্চার অবস্থা প্রকাশ পাবে। এরপর সম্পদ বণ্টন করবে।
২. অথবা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই বণ্টন করবে। এ অবস্থায় পেটের বাচ্চার জন্য দুইজন ছেলে বা মেয়ের মিরাছের চেয়ে বেশি রেখে বাকিরা বণ্টন করে নেবে। আর যখন জন্মগ্রহণ করবে তখন সে তার অধিকার নেবে আর যা বাকি থাকবে তা তার হকদারা গ্রহণ করবে। আর যাকে পেটের বাচ্চা বারণ করে না। যেমন: দাদা, তিনি তার পূর্ণ হক নিয়ে নেবে। আর যার হক কমিয়ে দেয়। যেমন: স্ত্রী ও মা

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩৪৩১ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২৩৬৬

তারা কম নিবে। আর যে পেটের বাচ্চার কারণে বাদ পড়ে যায় তাকে কিছুই দেওয়া হবে না যেমন ভাইয়েরা। এর অংশ বিরত রাখতে হবে যতক্ষণ বাচ্চা না জন্মে।

অতএব, যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রী, দাদী ও সহদর ভাই রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা (২৪) দ্বারা হবে। দাদীর জন্যে ষষ্ঠাংশ চাই স্ত্রীর পেটের বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে কিংবা মৃত্যু হোক। আর স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ যদি বাচ্চা জীবত জন্মগ্রহণ করে এবং এক চতুর্থাংশ মৃত্যু জন্মগ্রহণ করলে। স্ত্রীকে যা একিন তথা অষ্টমাংশ দেবে। আর সহদর ভাই যদি বাচ্চা ছেলে হয় তাহলে বাদ পড়ে যাবে। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে বাকি অংশ পরে পাবে। আর যদি মৃত্যু জন্মগ্রহণ করে বাকি অংশ নেবে। তাই তার মিরাছ দেওয়া বিরত থাকবে।

১১- হিজড়াদের মিরাস

¿ খুনছা তথা হিজড়া বলা হয় যাদের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়লিঙ্গ থাকে।

¿ খুনছার অবস্থা জানার আলামতঃ

খুনছার অবস্থা কিছু বিষয় দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যেমনঃ

দুই লিঙ্গের কোন একটি লিঙ্গ দিয়ে পেশাব অথবা বীর্য বের হওয়া। যদি দু'টি দিয়েই পেশাব বের হয় তবে যেটি দ্বারা আগে হবে সেটি ধরা হবে। আর যদি দুইটি হতে এক সাথে বের হয় তবে যেটি দ্বারা বেশি সেটি পরিগণিত হবে। এ ছাড়া যৌন আকর্ষণ, দাড়ি গজানো, মাসিক ঋতু, গর্ভবতী হওয়া, বুকের স্তন বড় হওয়া, স্তন থেকে দুধ বের হওয়া ইত্যাদি দ্বারাও বুঝা যাবে।

¿ খুনছা তথা উভয়লিঙ্গদের (হিজড়া) মিরাছের নিয়মঃ

১. খুনছার অবস্থা যদি অস্পষ্ট হয় তবে পুরুষের অর্ধেক ও মহিলার অর্ধেক মিরাছ পাবে।

২. যদি খুনছার অবস্থা প্রকাশ হওয়ার আশা করা যায় তবে তার বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি অপেক্ষা না করে ভাগ-বণ্টন করতে চায় তবে খুনছা ও তার সঙ্গে যারা আছে তাদের সাথে ক্ষতি তথা কম দ্বারা কাজ সারতে হবে। আর বাকিগুলো আটকিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ খুনছার অবস্থা পার্থক্য না করা যায়। এ অবস্থায় খুনছাকে পুরুষ ধরে কাজ করতে হবে। অত:পর আবার তাকে মহিলা হিসাবে ধরতে হবে। আর খুনছা ও তার সঙ্গের ওয়ারিছদেরকে দুই অংশের কমটা দিতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার অবস্থার পার্থক্য না করা যাওয়া পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে।

¿ খুনছা তথা উভয়লিঙ্গদের (হিজড়া) মিরাছ বণ্টনের নিয়মঃ

উদাহরণঃ

এক ব্যক্তি এক ছেলে, এক মেয়ে এবং ছোট একটি খুনছা সন্তান রেখে মারা গেল। পুরুষ হলে মাসয়ালা হবে (৫) দ্বারাঃ ছেলের জন্যে দুই, মেয়ের জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে (২)। আর নারী হলে মাসয়ালা

(৪) দ্বারাঃ ছেলের জন্যে (২), মেয়েরে জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে (১)।

ছেলে ও মেয়ের জন্য খুনছা পুরুষ হলে ক্ষতি। তাই তাদেরকে পুরুষ মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। আর খুনছার জন্য সে নারী হলে ক্ষতি। তাই তাকে নারী মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। অত:পর বাকি অংশ বিরত রাখা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয় সুস্পষ্ট না হয়ে যায়।

১২- হারানো ব্যক্তির মিরাস

¿ হারানো ব্যক্তিকে আরবিতে 'মাফকূদ' তথা যার সর্বপ্রকার খবর বন্ধ হয়ে গেছে তাকে বলে। যার অবস্থা জানা যায় না, সে কি জীবিত আছে না মারা গেছে।

¿ **হারানো ব্যক্তির আহকাম:**

হারানো ব্যক্তির দুই অবস্থা: জীবিত অথবা মৃত্যু। আর প্রতিটি অবস্থার রয়েছে বিশেষ বিধান। তার স্ত্রীর বিধান, অন্যদের থেকে তার মিরাছ পাওয়ার বিধান, অন্যরা তার থেকে ওয়ারিছ হওয়ার বিধান, অন্যরা তার সঙ্গে ওয়ারিছ হবার বিধান। সুতরাং, যদি দুইটি অবস্থার কোন একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য না পায় তবে একটি সময় সীমা নির্ধারণ করা জরুরি। সে সময়ের মধ্যে তালাশ করার অবকাশ পাওয়া যাবে এবং তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। আর ঐ সময় সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটা বর্তাবে কোর্টের বিচারক সাহেবর ইজতিহাদের উপরে।

¿ **হারানো ব্যক্তির অবস্থাসমূহ:**

এর দুই অবস্থা:

১. হারানো ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারী রেখে গেছে এমন হয়, তাহলে তার অপেক্ষার সময় সীমা শেষ হওয়ার পরেও যদি তার ব্যাপারটা স্পষ্ট না হয়, তবে সে মারা গেছে বলে হুকুম জারি করা হবে এবং তার নিজস্য সম্পদ বণ্টন করা হবে। আর যে তাকে উত্তরাধিকার বানিয়েছে তার সম্পদ থেকে যা তার জন্যে আটকিয়ে রাখা হয়েছে সেটাও তার মৃত্যুর হুকুম জারির সময় যারা উপস্থিত উত্তরাধিকার ছিল তাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। কিন্তু যারা তার অপেক্ষার সময় মারা গেছে তারা ব্যতীত।

২. আর যদি হারানো ব্যক্তি উত্তরাধিকার হয় এবং তার সাথে কেউ না থাকে, তবে তার সম্পদ তার জন্য আটক করে রাখতে হবে যতক্ষণ না তার বিষয়টা স্পষ্ট হয়। অথবা অপেক্ষার সময় সীমা শেষ না হয়। আর যদি তার সাথে উত্তরাধিকারীরা থাকে ও বণ্টন চায়, তবে কম দ্বারা তাদের সঙ্গে সমাধা করতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার

ব্যাপাটা সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে। যদি জীবিত থাকে তাহলে তার অংশ গ্রহণ করবে নতুবা তার হকদারের নিকট ফেরত দেবে।

অতএব, হারানো ব্যক্তিকে জীবিত ধরে মাসালাটি ভাগ করতে হবে। অত:পর তাকে মৃত ধরে ভাগ করতে হবে। এরপর যে ব্যক্তি দু'টি অংকতে কম ও বেশি অংশ পাচ্ছে তাকে কমটা দিতে হবে। আর যে দু'টি মাসালাতে সমান সমান অংশ পাচ্ছে তাকে তার সম্পূর্ণ অংশ দিতে হবে। আর যে শুধুমাত্র একটি অংকতে অংশ পাচ্ছে তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। আর বাকি অংশ আটকিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারানো ব্যক্তির খবর সুস্পষ্ট না হয়।

১৩- ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের মিরাস

¿ **এমন ব্যক্তিদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ** ঐ সকল দল যারা একে অপরের উত্তরাধিকার কোন এক দুর্ঘটনায় একই সঙ্গে মারা গেছে। যেমনঃ ডুবে, পুড়ে, হত্যা, বিধ্বস্ত, গাড়ি বা বিমান কিংবা রেল গাড়ি দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

¿ **ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের অবস্থাসমূহঃ**

ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের পাঁচটি অবস্থাঃ

১. যদি নির্দিষ্ট করে জানা যায় যে, এদের মধ্যে কে পরে মারা গেছে তাহলে যে আগে মারা গেছে তার উত্তরাধিকার হবে এর বিপরীত হবে না।

২. যদি জানা যায় যে, তারা একই সঙ্গে সবাই মারা গেছে তবে কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৩. যদি তাদের মৃত্যুর অবস্থা অজানা হয়, তারা কি পর্যায়ক্রমে মারা গেছে না একই সঙ্গে মারা গেছে? তাহলে কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৪. যদি জানা যায় যে, তাদের মৃত্যু পর্যায়ক্রমে হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে তাদের মাঝে কে পরে মারা গেছে অজানা হয় তাহলেও কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৫. যদি জানা যায় কে পরে মারা গেছে কিন্তু ভুলে গেছে তাহলেও কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

পরের এই চারটি মাসালাতে কেউ কারো মিরাছ পাবে না। এ অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের রেখে যাওয়া সম্পদ শুধুমাত্র যারা জীবিত আছে তারাই পাবে। আর তাদের সঙ্গে যারা মারা গেছে তারা পাবে না।

¿ **উদাহরণঃ**

দুই ভাই ও মা গাড়ি দুর্ঘটনায় এক সাথে মারা গেল। প্রথম ভাই তার স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে ছেড়ে গেল। আর দ্বিতীয় ভাই ছেড়ে গেল স্ত্রী ও

ছেলে এবং মা ছেড়ে গেল মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও চাচা। মৃতদের শুধু জীবিত ওয়ারিছদেরকে সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে হবে।

প্রথম মাসালা (৮) দ্বারাঃ স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলে ও মেয়ের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন করতে হবে।

দ্বিতীয় মাসালা (৮) দ্বারাঃ স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলের জন্য আসাবা হিসেবে।

তৃতীয় মাসালা (৬) দ্বারাঃ মেয়ের জন্যে অর্ধেক (২), ছেলের মেয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) আর বাকি (২) চাচার জন্যে আসাবা হিসেবে।

১৪- হত্যাকারীর মিরাস

¿ **হত্যাকারী:** যে অন্যায়ভাবে তার পূর্বসুরীকে হত্যা করে।

¿ **হত্যাকারীর মিরাছের বিধান:**

হত্যাকারীর দুই অবস্থা:

১. যে উত্তরাধিকার তার পূর্বসুরীকে একাকী বা অন্যদের সাথে সরাসরি শরিক হয়ে কিংবা কারণ হয়ে কোন অধিকার ছাড়া হত্যা করে সে তার মিরাছ পাবে না। আর কোন অধিকার ছাড়া হত্যা হলো: যাতে জামানত রয়েছে কিসাস অথবা দিয়াত কিংবা কাফফারা। যেমন: ইচ্ছাকৃত হত্যা, ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যা, ভুল করে হত্যা। আর যা ভুলে হত্যার হুকুমে আসবে যেমন: হত্যার কারণ ঘটানো, ছোট বাচ্চা, ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং পাগল ব্যক্তির হত্যা। সুতরাং ইচ্ছা করে হত্যাকারী মিরাছ পাবে না। এর হেকতম হলো: সে এর দ্বারা অগ্রিম মিরাছ পেতে চেয়েছিল। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস তার সময়ের পূর্বে পেতে চায় তাকে তা থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দিতে হয়। এ ছাড়া আরো কারণ হলো: হত্যার দরজা বন্ধকরণ এবং রক্তের হেফাজত করার জন্য; যাতে করে লোভ-লালসা রক্তপাতের কারণ না হয়। আর যদি হত্যা ইচ্ছা করে না হয় তবে তাকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

২. হত্যা যদি কিসাস স্বরূপ হয় বা দণ্ড হিসাবে কিংবা জীবন রক্ষা ইত্যাদি হয় তাহলে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না।

¿ **মুরতাদ ও কুড়ানো শিশুর মিরাছ:**

১. মুরদাত তথা দ্বীনত্যাগী কারো উত্তরাধিকার হবে না এবং কাউকে সে উত্তরাধিকারও বানাবে না। যদি সে মুরদাত অবস্থায় মারা যায় তবে তার সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে।

২. কুড়ানো শিশুর যদি কোন ওয়ারিস না থাকে তাহলে তার সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে।

১৫- অমুসলিমদের মিরাস

¿ মুসলিম ব্যক্তির কাফেরের ওয়ারিস হওয়ার বিধান:

কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরের মিরাছ পাবে না। অনুরূপ কোন কাফের মুসলিমের মিরাছ পাবে না; কারণ তাদের দ্বীন ভিন্ন এবং কাফের প্রকৃত পক্ষে মৃত আর মৃত ব্যক্তি কারো মিরাছ পায় না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ المسْلِمَ ». متفق عليه.

উসামা ইবনে জায়েদ [ﷻ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "মুসলিম কোন কাফেরকে উত্তরাধিকার বানাবে না এবং কাফেরও কোন মুসলিমকে উত্তরাধিকার বানাবে না।"[১]

¿ অন্যান্য ধর্মের মানুষের মিরাছ:

১. অমুসলিমরা একে অপরের মিরাছ পাবে যদি তাদের দ্বীন একই হয়। কিন্তু ভিন্ন হলে হবে না। কাফেররা বিভিন্ন ধর্মালম্বী কেউ ইহুদি, কেউ খৃষ্টান আর কেউ অগ্নি পূজক ইত্যাদি।

২. ইহুদিরা একে অপরের মিরাছ পাবে। অনুরূপ খৃষ্টানরাও একে অপরের মিরাছ পাবে। সেভাবে অগ্নি পূজকরাও একে অপরের মিরাছ পাবে। আর অন্যান্য বাকি ধর্মালম্বীরা নিজেদের ভিতরে একে অপরের মিরাছ পাবে। কিন্তু কোন ইহুদি খৃষ্টানের মিরাছ পাবে না। বাকিদের ব্যাপারটাও অনুরূপ।

¿ যার বাবার পরিচয় নাই তার মিরাছ:

জেনার সন্তান, স্বামীর পক্ষ থেকে লি'আন করত: মহলিরা সন্তান। এরা ও তাদের বাবার মাঝে কেউ কারো মিরাছ পাবে না; কারণ এদের মধ্যে শরিয়তের বংশ সম্পর্ক নেই। তবে এদের ও মায়েদের এবং মায়ের আত্মীয়দের একে অপরের মাঝে মিরাছ পাবে। কেননা বাবার পক্ষের বংশ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন এবং মায়ের পক্ষের সম্পর্ক সুসাব্যস্ত।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৭৬৪ ও মুসলিম হা: নং ১৬১৪

¿ উদাহরণঃ

১. এক ব্যক্তি মা ও অবৈধ একটি ছেলে রেখে মারা গেল। পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরজ ও ফেরত হিসেবে শুধু মার জন্যে। আর ছেলের জন্যে কিছুই থাকবে না।

২. একজন অবৈধভাবে জন্মগ্রহণকারী সন্তান, তার মা, বাবা ও ভাই রেখে মারা গেল। সব সম্পত্তি মার জন্যে। আর বাবা ও ভাইয়ের জন্যে কিছুই নেই; কারণ এরা দুইজন সাধারণ আত্মীয় মাত্র।

১৬- নারীদের মিরাস

¿ ইসলাম নারীদেরকে সম্মান প্রদান করে তাদের অংশ নির্ধারণ করেছে ও তাদের অবস্থার জন্য উপযুক্ত মিরাছ দান করেছে। আর তা হচ্ছে:

১. কখনো পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ করে। যেমন: বৈমাত্র ভাই ও বোনরা একত্রে হলে সবাই সমান সমান মিরাছ পায়।

২. আবার কখনো নারীর অংশ পুরুষের সমান বা তার চেয়ে কিছু কম। যেমন: মা বাবার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানরা বা ছেলে ও মেয়েরা হলে মার ষষ্ঠাংশ এবং বাবারও ষষ্ঠাংশ। আর যদি তাদের দু'জনের সাথে শুধুমাত্র মৃতের মেয়েরা হয় তবে মার ষষ্ঠাংশ ও বাবার অংশও ষষ্ট এবং বাকিগুলো আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত না থাকলে বাবার জন্য।

৩. আর কখনো পুরুষ যা পাবে তার অর্ধেক পাবে। আর ইহাই বেশির ভাগ হয়ে থাকে।

নারীরা পুরুষদের পাঁচটি জিনিসে অর্ধেক:

মিরাছ, সাক্ষী, আকিকা, দিয়াত ও আজাদ।

¿ নারীর চাইতে পুরুষকে অধিক মিরাছ দেওয়ার হেকমত:

ইসলাম পুরুষের প্রতি এমন কষ্ট ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে যা নারীর প্রতি করে নাই। যেমন: বিবাহের মোহর প্রদান, ঘর-বাড়ি নির্মাণ, স্ত্রী ও সন্তানদের খরচ ও সগোত্রীয় কেউ হত্যা করলে তার দিয়াত প্রদান। কিন্তু নারীর প্রতি কোন প্রকার খরচ করা বাধ্য নয়। না নিজের প্রতি আর না সন্তানদের প্রতি।

আর ইসলাম এ ভাবেই নারীকে সম্মান প্রদান করেছে যার ফলে না আছে তার উপর কষ্টকর কোন শক্ত কাজ আর না আছে খরচাদির দায়িত্ব। বরং সবকিছুই উঠিয়ে দিয়েছে পুরুষের কাঁধে। এরপরেও দিয়েছে তাকে পুরুষের অর্ধেক। নারীর সম্পদ বাড়ে আর পুরুষের সম্পদ নিজের ও স্ত্রীর এবং সন্তানদের প্রতি খরচ করে কমে। আর ইহাই হচ্ছে দুই শ্রেণীর মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা।

স্মরণ রাখুন! প্রতিপালক মহান আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি জুলুম করেন না। আল্লাহ মহাজ্ঞনী ও বিজ্ঞ।

১. আল্লাহর বাণী:

- , + *) (' & % $ # " ! [

النساء: ٣٤ Z M | .

"পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে ---।" [সূরা নিসা: ৩৪]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

U T S R Q P O N M L K [

النحل: ٩٠ Z \ [Z Y | W V

"নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ করেন ইনসাফ, এহসান ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদেরকে দেওয়ার জন্যে। আর নিষেধ করেন অশ্লীল ও নোংরা কাজ এবং সীমা লঙ্ঘন করা থেকে। তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে করে তোমরা স্মরণ করতে পার।" [সূরা নাহ্ল: ৯০]

সপ্তম পর্ব

কেসাস ও দণ্ডবিধি

১-কেসাস অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

১. অপরাধসমূহঃ

১. প্রাণনাশের অপরাধ

২. হত্যার প্রকারঃ

(ক) ইচ্ছাকৃত হত্যা

(খ) ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ

(গ) ভুলবশতঃ হত্যা

২. প্রাণনাশের চেয়ে ছোট অপরাধঃ

(ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অন্যায়

(খ) জখম করে অন্যায়

৩. দিয়াতঃ

১. প্রাণের রক্তপণ

২. প্রাণনাশের চেয়ে ছোট দিয়াতঃ

(ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তার উপকারের দিয়াত

(খ) মাথার জখম ও বিভিন্ন অঘাতের দিয়াত

(গ) হাড়ের দিয়াত

قال الله تعالى:

d c b ` _ ^] \ [Z Y)

q p o n m l k j i g f e

فَلَهُۥ ~ } | { y x w v u s r

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي © لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾) [البقرة :١٧٨ -١٧٩]

আল্লাহর বাণীঃ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব। হে বুদ্ধিমান! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।”

[সূরা বাকারাঃ **১৭৮-১৭৯**]

১-কেসাস অধ্যায়

১-অপরাধসমূহ

১- প্রাণনাশের অপরাধ

¿ **আজ-জিনায়াহ–অপরাধঃ** ইহা কোন ব্যক্তির উপর এমন শারিরীক আক্রমণ করাকে বলা হয় যার কারণে কিসাস, অর্থ-সম্পদ (রক্তপণ) অথবা কাফফারা ফরজ হয়ে যায়।

¿ **কেসাস নীতি প্রবর্তনের হিকমতঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় হস্তে আদম (আ:)কে সৃষ্টি করেছেন, তার মাঝে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং সকল সৃষ্টির মাঝে সম্মানিত করেছেন, তাঁকে পৃথিবীর বুকে এক মহান কাজের প্রতিনিধি করেছেন–সে কাজ হলো স্বীয় প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করা। আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র মানব জাতিকে আদম (আ:)-এর বংশোদ্ভূত করেছেন, তাদের প্রতি নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। যাতে করে মানব জাতি আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করে। যে ঈমান এনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যে ঈমান না এনে কুফুরি করে, নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় আল্লাহ তাকে জাহান্নামের শাস্তির ধমকি দিয়েছেন।

মানুষের মাঝে কেউ তার আকিদা-বিশ্বাস দুর্বল হওয়ার কারণে ঈমানের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। আবার কেউ জ্ঞান-বুদ্ধিতে দুর্বল হওয়ার কারণে বিচারকের রায়ে অমনযোগী হয়, ফলে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টা তার কাছে সবল হয়ে পড়ে। এমনকি অপরের জানমাল ও সম্মানের উপর আক্রমণ করে বসে। মানুষ যাতে এ সমস্ত অপরাধে লিপ্ত না হয়, সে জন্যই শাস্তির বিধান করা হয়েছে। কারণ, কিছু মানুষ রয়েছে (শরিয়তের) আল্লাহর সীমা-রেখা মেনে চলার জন্য শুধু আদেশ ও নিষেধই তাদের যথেষ্ট হয় না বরং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আর যদি এ শাস্তির ব্যবস্থা না থাকত তাহলে অনেকেই অপরাধ ও

শরিয়ত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে যেত এবং ইসলামের বিধি-নিষেধে উদাসীন হয়ে পড়ত।

ইসলামের এ দণ্ড-বিধি বাস্তবায়নে রয়েছে জীবণ ও মানব স্বার্থের সংরক্ষণ এবং বিভ্রান্ত আত্মা ও নিষ্ঠুর-নির্দয় হৃদয়ের প্রতি শাসন। কেসাসের বিধান বাস্তবায়নে রয়েছে অপহত্যা রোধ, শত্রুতা দূরকারণ, সমাজ সংরক্ষণ, জাতীয় স্বস্থির জীবন, রক্তপাতের অবসান, নিহতদের পরিবারের আত্ম-সংযমতা দান, ন্যায়-নিষ্ঠা ও নিরাপত্তা বাস্তবায়ন এবং বর্বর নিষ্ঠুরদের নিরপরাধী মানুষকে হত্যা, নারীদের স্বামী হারা ও শিশুদের এতিম করা হতে জাতি ও সমাজকে সংরক্ষণ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِي © لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ Z البقرة: ١٧٩

"হে জ্ঞানবান লোকেরা! প্রতিশোধ গ্রহণে (কেসাসে) তোমাদের জন্য রয়েছে (শান্তিময়) জীবন যাতে তোমরা ধর্মভীরু হও।"
[সূরা বাকারা:১৭৯]

¿ পাঁচটি জরুরি জিনিসের সংরক্ষণ:

ইসলাম এমন পাঁচটি জরুরি জিনিস সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করেছে যেগুলো পূর্বের সকল আসমানী বিধানে সংরক্ষিত ছিল। সেগুলো হলো:

@ দ্বীন বা ধর্মের সংরক্ষণ।

@ প্রাণের সংরক্ষণ।

@ আকল বা সুস্থ বিবেক বুদ্ধির সংরক্ষণ।

@ সম্মান-মর্যাদার সংরক্ষণ।

@ ধন-সম্পদের সংরক্ষণ।

এসব সংরক্ষণের কারণেই সে গুলোর উপর আঘাত-আক্রমণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। উক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংরক্ষণের মাধ্যমেই সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির প্রশান্তি এবং সুশৃংখল সমাজ কায়েম সম্ভব।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

X W U T S R Q P O N M L K [

المائدة: ٣ Z c b a ` _] \ [Z Y

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।" [সূরা মায়েদা:৩]

¿ **হক-অধিকারসমূহের প্রকারঃ**

অধিকারসমূহ দুই প্রকারঃ

১. বান্দা ও রবের মাঝে হক বা অধিকারঃ এসব অধিকারের মধ্যে ঈমানও তাওহীদ বা একত্ববাদ এর পরেই গুরুত্বপূর্ণ হক হলো সালাত।

২. বান্দা ও অন্যান্য সৃষ্টি জীবের মাঝে হক বা অধিকারঃ এসব অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রক্তের হক বা অধিকার। কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজের। আর মানুষের হকের মাধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের ফয়সালা করা হবে তা হলো রক্তের অধিকার বিষয় ফয়সালা।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ: « الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَــوْلُ الــزُّورِ أَوْشَــهَادَةُ الزُّورِ». متفق عليه.

১. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] করিবা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন:"বড় কবিরা গুনাহ হলোঃ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য

হওয়া, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, ও মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।”[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ».متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:“যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ তা‘য়ালা ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। তিনটি কারণ ব্যতীত তার রক্ত বা জানে হস্তক্ষেপ হালাল হবে না। (১) (বিবাহিত) বৃদ্ধ জেনাকারী, (২) হত্যার বিনিময়ে হত্যা এবং (৩) মুরতাদ মুসলিমদের জামাত ত্যাগকারী।”[২]

¿ মানুষের মাঝে সমানাধিকারঃ

মুসলিম সমাজ রক্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি সমপর্যায়ের। অতএব, কিসাস, রক্তপণে, বংশ, বর্ণ ও শ্রেণী ভেদে কোন পার্থক্য নেই, সকলেই সমমূল্যের। আল্লাহ তা‘য়ালার বাণীঃ

S R Q O N M L K J I H G F E [

الحجرات: ١٣ Z [Z Y X W U T

“হে মানব সকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।” [সূরা হুজরাতঃ ১৩]

---

[১] .বুখারী হাঃ নং ৬৮৭১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৮৮

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৮৭৮ মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৬ শব্দ তারই

¿ কেসাসের বিধানঃ

কেসাস হলোঃ অপরাধির সাথে যেরূপ সে করেছে হুবহু তাই করা। আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মতের জন্যে তিনটি স্তর বৈধ করেছেনঃ কেসাস--- অথবা দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ--- অথবা মাফকরণ।

আর উত্তম হলো যার দ্বারা কল্যাণ বাস্তবায়িত হবে এবং বিপর্যয় দূর হবে তাই করা। যদি কেসাস নেয়া কল্যাণকর হয় তাহলে কেসাসই উত্তম। আর যদি দিয়াত গ্রহণ কল্যাণকর হয় তাহলে দিয়াত নেয়া উত্তম হবে। আর যদি মাফ করাই কল্যাণকর হয় তাহলে মাফ করবে।

তাই প্রতিটি অবস্থায় সাধারণ ও বিশেষ কল্যাণ বাস্তবায়ন ও অনিষ্ট দূর করার ভিত্তিতে বিধান সাব্যস্ত হবে। আর সর্ব অবস্থায় মাফ করাই উত্তম নয়। বরং যা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হবে তাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। আর আমরা তো আল্লাহর চাইতে বেশি মাফ করার হকদার নই। তাই তো তিনি অনিষ্ট দূর করার জন্য কেসাস ও দণ্ডবিধি ওয়াজিব করেছেন।

১. আল্লাহর বাণীঃ

g f e d c b ` _ ^] \ [Z Y)

x w v u s r q p o n m l k j i

[البقرة :١٧٨ -١٧٩] (فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ ~ } | { y

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।” [সূরা বাকারাঃ ১৭৮-১৭৯]

২. আল্লাহর বাণী:

(~ عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ © بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٌۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ ´ µ ¶ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥) [المائدة/٤٥].

"আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অত:পর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ্ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম।" [সূরা মায়েদা:৪৫]

¿ জাহেলিয়াতের বিধান:

অনেক কাফের দেশে হত্যাকারীর শাস্তি হিসেবে তার প্রতি দয়া ও আধুনিকতার নামে জেলাখানায় আবন্ধ রাখার সাজা নির্ধারণ করেছে। আর এর দ্বারা যে জীবন হারিয়েছে, হত্যার কষ্ট পেয়েছে তার প্রতি দয়া করেনি। এ ছাড়া তার পরিবারের প্রতি ও যারা হরিয়েছে তাদের গার্জিয়ান ও মূল খুঁটি তাদের প্রতি দয়া করনি। আর মানুষ জাতি যারা ঐ সমস্ত অপরাধীদের ভয়ে তাদের জীবন, মান-সম্মানের আতঙ্কে ভুগছে তাদের প্রদি দয়া করেনি। এর দ্বারা অনিষ্ট, হত্যার আধিক্য এবং অপরাধের প্রকার বেড়েই চলেছে। মানুষ জাতির কল্যাণ আল্লাহর বিধান ছাড়া সমাধান হবে না। যিনি তাঁর বন্দার খবর রাখেন।

১. আল্লাহর বাণী:

(أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠) [المائدة/٥٠].

"তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?" [সূরা মায়েদা:৫০]

২. আল্লাহর বাণীঃ

l k j i h g f e d c b a ` [

| { z y x w v u t s r q p o n m

} ~ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ © تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ

يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ µ ¶ ¸ ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ﴿١١٦﴾ Z الأنعام: ١١٤ - ١١٦

“তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ নাজিল করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ নাজিল হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার প্রাতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন; তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবর্তা বলে থাকে।” [সূরা আন‘আম:১১৪-১১৬]

২-হত্যার প্রকার

¿ **হত্যার প্রকার:**

হত্যা তিন প্রকার:

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অনুরূপ।

৩. ভুলবশত: হত্যা।

(ক)- ইচ্ছাকৃত হত্যা

¿ **ইচ্ছাকৃত হত্যা:** ইহা হলো হত্যাকারীর স্বজ্ঞানে জেনে বুঝে কোন নির্দোষ মানুষকে এমন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা যার আঘাতে সাধারণত মৃত্যু হয়।

¿ **ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান:**

ইচ্ছাকৃত হত্যা করা আল্লাহর সাথে শিরক করার পরে সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ্। মুমিন ব্যক্তি দ্বীনের প্রশস্তার মাঝেই থাকে যতক্ষণ সে কোন হারাম রক্তপাত না ঘটায়। আর হত্যা মহাপাপ যার শাস্তি দুনিয়া ও আখোরতে আবশ্যকীয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

i g f e d c b ` _ ^] \ [Z Y)

{ y x w v u s r q p o n m l k j

| } ~ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾) [البقرة: ١٧٨ -١٧٩]

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ।

এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।” [সূরা বাকারা: ১৭৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

m l k j i h g f e d c)

.[النساء/٩٣] (s r q p o n

“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিশাপ করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।” [সূরা নিসা: ৯৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [﵁] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:“তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বিরত থাক। সাহাবাগণ বললেন, সেগুলো কি হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন:“আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের ভাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ভেগে যাওয়া এবং সতী-সাধ্বী অবলা মুমিন নারীকে অপবাদ দেয়া।”[১]

¿ ইচ্ছাকৃত হত্যার পদ্ধতিসমূহ:

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে যেমন:

১. এমন অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানা যা শরীরে বিদ্ধ হয় এবং এতে মৃত্যুবরণ করে। যেমন: ছুরি, বর্শা ও বন্ধুক ইত্যাদি।

---

[১]. বুখারী হঃ নং ২৭৬৬ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ৮৯

২. কোন ভারি বস্তু দ্বারা যেমনঃ বড় পাথর, মোটা লাঠি দ্বারা প্রহার করা অথবা গাড়ীতে চাপা দেওয়া অথবা উপরে কোন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে চাপা দিয়ে মারা।

৩. এমন কিছুতে ফেলে দেওয়া যা হতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। যেমনঃ গভীর পানিতে ফেলে দেওয়া যাতে ডুবে যায়। অথবা কঠিন আগুনে ফেলে দেয়া যাতে পুড়ে যায়। অথবা এমন কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা যেখানে পানাহারের ব্যবস্থা নেই ফলে উক্ত কারণেই মৃত্যুবরণ করা।

৪. রশি বা অন্য কিছু দিয়ে ফাঁস দেয়া অথবা মুখ বন্ধ করে রাখা ফলে মৃত্যুবরণ করা।

৫. এমন কোন গর্তে ফেলে রাখা যেখানে বাঘ কিংবা সিংহ অথবা বিষাক্ত সাপ অথবা কুকুরের আক্রমণের ফলে মৃত্যুবরণ করা।

৬. কোন ব্যক্তিকে না জানিয়ে বিষপান করানো যার ফলে মৃত্যুবরণ করা।

৭. জাদু-টোনা ও বান ইত্যাদির মাধ্যমে হত্যা করা।

৮. কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যাযোগ্য বিষয়ে দু'জন সাক্ষী দাঁড় করা এবং তাকে হত্যা করা। অত:পর তাদের দু'জনের বলা যে, আমরা তাকে হত্যার ইচ্ছা করেছিলাম। অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কেসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা ইত্যাদি।

¿ ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য যা ফরজঃ

"কতলে 'আমাদ" বা ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণে কেসাস ফরজ হয়ে যায়। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করা ফরজ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় নিহতের অভিভাবক (হত্যাকারীকে) হত্যা করতে পারে অথবা দিয়াত-রক্তপণ নিতে পারে অথবা ক্ষমাও করতে পারে, তবে ক্ষমা করাই উত্তম।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

g f e d c b ` _ ^] \ [Z Y)

x w v u s r q p o n m l k j i

y { | } ~ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى

© لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾) [البقرة :١٧٨ -١٧٩]

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব। হে বুদ্ধিমান! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" [সূরা বাকারা: ১৭৮-১৭৯]

২. হাদীসে রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:...... وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ .....». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"---- নিহত ব্যক্তির অভিভাবক দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। রক্তপণ গ্রহণ করবে অথবা কেসাস হিসাবে হত্যা করবে---।"[১]

৩. হাদীসে রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"দান-সদকা করাতে মালের কোন কমতি হয় না এবং

---

[১] . বুখারী হাঃ নং ৬৮৮০ মুসলিম হাঃ নং ১৩৫৫ শব্দ তারই

ক্ষমার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে আরো সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে আরো উচ্চাসনে পৌঁছে দেন।"[১]

¿ প্রাণ হত্যার কেসাসের শর্তাবলী:

প্রাণ হত্যার কেসাসে নিম্নের শর্তাবলী প্রযোজ্য:

১. নিহত ব্যক্তি নির্দোষ হওয়া। সুতরাং যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে কোন কাফেরকে অথবা মুরতাদকে অথবা বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করে এতে কোন কেসাস ও দিয়াত-রক্তপণ কিছুই ফরজ হবে না। তবে শাসকের অনুমতি ছাড়াই এ হত্যাকার্য ঘটানোর জন্য তাকে সামান্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

২. হত্যাকারীকে প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান ও স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে এমন হতে হবে। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও ভুলবশত: হত্যাকারীর উপর কেসাস ওয়াজিব হবে না, তার রক্তপণ ফরজ হবে।

৩. নিহত ব্যক্তি যেন হত্যাকারীর সমমূল্যের হয় অর্থাৎ একই ধর্মের হয়। সুতরাং, নিহত কাফেরের জন্য মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু নিহত মুসলিম ব্যক্তির জন্য কাফেরকে হত্যা করা যাবে। নারীর জন্য পুরুষ ও পুরুষের জন্য নারীকে হত্যা করা যাবে।

উপরে উল্লেখিত শর্তসমূহের কোন একটি যদি না থাকে তাহলে কেসাস প্রযোজ্য হবে না বরং শক্ত দিয়াত-রক্ত মূল্য অপরিহার্য হয়ে যাবে।

১. আল্লাহর বাণী:

g f e d c b ` _ ^] \ [Z Y)

x w v u s r q p o n m l k j i

[البقرة :١٧٨- ١٧٩] (فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ ~ } | { y

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৮৮

দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।" [সূরা বাকারা: ১৭৮]

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كِتَابُ الله، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». متفق عليه.

২. আবু জুহাইফা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আলী [ﷺ]কে বললাম: আপনাদের (আহলে বায়তের) নিকট কোন কিতাব আছে? তিনি (আলী) বললেন: আল্লাহর কিতাব ছাড়া আর কিছু না অথবা একজন মুসলিম ব্যক্তির বুঝ কিংবা এ সহিফাতে যা আছে। আবু জুহাইফা বলেন, আমি বললাম: এ সহিফাতে কি আছে? তিনি (আলী) বললেন: দিয়াত ও যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তকরণ এবং কোন মুসলিমকে কাফেরের বদলায় হত্যা করা যাবে না।[১]

¿ কেসাস সম্পন্ন করার শর্তাবলী:

১. নিহতের অভিভাবককে জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং উপস্থিত হতে হবে। যদি অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল কিংবা অনুপস্থিত হয় তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক বা সুস্থ জ্ঞানবান অথবা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত হত্যাকারীকে আটক করে রাখতে হবে। অত:পর অভিভাবক ইচ্ছা করলে কেসাস নিবে বা রক্তপণ নিবে অথবা ক্ষমা করে দিবে আর ক্ষমা করে দেয়াটাই উত্তম।

---

[১]. বুখারী হা: নং ১১১ শব্দ তারই ও মুসরিম হা: নং ১৩৭০

২. নিহতের সকল অভিভাবকদের কেসাস সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে একমত হতে হবে। যদি কেউ একমত না হয় অথবা কেউ ক্ষমা করে দেয় তাহলে কেসাস রহিত হয়ে রক্তপণ অপরিহার্য হয়ে যাবে।

৩. কেসাস সম্পন্ন করার সময় হত্যাকারী ব্যতীত অন্যরা যেন নিরাপদ হয়। সুতরাং, কোন গর্ভবতী মহিলার উপর যদি কেসাস ফরজ হয় তাহলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত কেসাস সম্পন্ন করা যাবে না। প্রসবের পর সন্তানকে দুধপান করানোর মত কাউকে পাওয়া না গেলে বাচ্চার দুধপান সম্পন্ন করা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে।

উপযুক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে কেসাস সম্পন্ন করা জায়েজ। আর যদি সবশর্ত পাওয়া না যায় তাহলে কেসাস বাস্তবায়ন করা যাবে না।

¿ যদি ছোট বাচ্চা বা পাগল হত্যা করে তার বিধান:

হত্যাকারী ছোট বাচ্চা ও পাগল হলে তাদের ব্যাপারে কেসাস প্রযোজ্য হবে না। তবে তাদের মাল হতে কাফফারা দিতে হবে এবং অভিভাবককে রক্তপণ দিতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি ছোট বাচ্চা বা পাগলকে অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তারা হত্যা করে, এতে শুধু আদেশ দাতার উপর কেসাস ফরজ হবে; কেননা ছোট বাচ্চা ও পাগল এখানে শুধু কারণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

¿ হত্যায় শরিক হলে তার বিধান:

যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ধরে রাখে আর তৃতীয় একজন এসে ঐ ধরা ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে তাহলে কেসাস হিসাবে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ধরে রেখে ছিল যদি জানা যায় যে তারও উদ্দেশ্য ছিল হত্যা করা তাহলে তাকেও কেসাস হিসাবে হত্যা করতে হবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য জানা না যায় তাহলে বিচারক যেমন মনে করেন তাকে কারাগারে বন্দী রেখে শাস্তি দিবেন।

¿ যাকে হত্যা করতে বাধ্য করে তার বিধান:

যদি কোন ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য কাউকে বাধ্য করে এবং সে হত্যা করে তাহলে কেসাস হিসাবে দু'জনকেই হত্যা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

] وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِي © لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ Z البقرة: ١٧٩

"হে জ্ঞানবান লোকেরা! কেসাসের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের জন্য রয়েছে শান্তিময় জীবন, যাতে তোমরা ধর্মভীরু হও।" [সূরা বাকারা:১৭৯]

¿ কেসাস সাব্যস্তকরণঃ

কেসাস সাব্যস্ত হয় নিম্নরূপেঃ

১. হত্যাকারীর হত্যার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে।

২. হত্যার ব্যাপারে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে অথবা কসম খাওয়ার মাধ্যমে যার বর্ণনা সামনে আসবে।

¿ কেসাস বাস্তবায়নের পদ্ধতিঃ

যখন কেসাস প্রমাণিত হবে এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবক শাসক বা দায়িত্বশীলের নিকট কেসাস বাস্তবায়নের আবেদন করবে তখন শাসকের প্রতি কেসাস বাস্তবায়ন করা ফরজ হয়ে পড়বে। শাসক অথবা তার দায়িত্বশীলের উপস্থিতি ছাড়া কেসাস সম্পন্ন হতে পারে না। অনুরূপ ধারালো তরবারি বা ঐ জাতীয় অস্ত্র দিয়ে হত্যাকারীর গর্দান ছিন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে কেসাস সম্পন্ন হতে হবে। যেমনঃ কাউকে যদি দু'টি পাথরের মাঝে মাথা রেখে আঘাত করে হত্যা করা হয় তাহলে এর কেসাসে হত্যাকারীকেও অনুরূপভাবে পাথরের আঘাতে হত্যা করতে হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

s r q p o n m l k j i h g f e d [

الإسراء: ٣٣ Z | { z y w v u t

"সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। এতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৩৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ´ µ ¶ ¸ بِهِۦ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾ Z النحل: ١٢٦

"আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।" [সূরা নাহল:১২৬]

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ ا لله ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». أخرجه مسلم.

৩. শাদ্দাদ ইবনে আওস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে দুইটি জিনিস মুখস্ত করেছি। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের প্রতি এহসান করা ফরজ করে দিয়েছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করা তখন ভাল করে হত্যা কর এবং যখন জবাই কর তখন ভাল করে জবাই কর। আর পশুকে আরাম দেয়ার জন্য তোমরা ছুরিকে ধার করে নিও।"[১]

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ ! حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. متفق عليه.

৪. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত। একজন ইহুদি একটি ছোট মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মধ্যে রেখে চূর্ণ করে ফেলে। মেয়েটিকে বলা হলো: কে তোমার সাথে এরূপ আচরণ করেছে? অমুক! অমুক! এমনকি যখন সে ইহুদির নাম নেওয় হলো তখন মেয়েটি তার মাথা নেড়ে ইশারা করল। উহুদিকে ধরে নিয়ে আসা হলো। অত:পর সে স্বীকার করলে নবী [ﷺ]-

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১৮৫৫

এর নির্দেশে দু'টি পাথরের মাধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করা হলো।[১]

¿ কেসাসের সময় অপরাধির সাথে যা করতে হবে:

কেসাস ফরজ হলে অপরাধির প্রাণ বা প্রাণের চেয়ে ছোট কেসাস বাস্তবায়ন করতে হবে। আর কষ্ট অনুভব না করার জন্যে কেসাসের সময় অপরাধিকে অবশ করা চলবে না; কারণ তাকে যদি অবশ করা হয় তাহলে ইনসাফের সাথে কেসাস হবে না। কেননা সে হত্যা বা কাটা কিংবা জখম করেছে অবশ না করা অবস্থায়। তাই অবশ ছাড়াই তার কেসাস নিতে হবে। অনুরূপ শরিয়তের প্রতিটি দণ্ডবিধিতে অপরাধিদেরকে অবশ করা চলবে না; যাতে করে ভয় ও কষ্ট অনুভব করে অন্যায় থেকে দূরে থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

*) (' & % $ # " ! [

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

الحديد: ٢٥ Z ? > = < ; 9

"আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাজিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" [সূরা হাদীদ:২৫]

¿ নিহতের অভিভাবক:

নিহতের অভিভাবক কেসাস নিবে অথবা ক্ষমা করে দিবে:

নিহতের অভিভাবকরা ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, সকলেই যদি কেসাস দাবী করে তাহলে কেসাস ফরজ হয়ে যাবে। আর যদি তারা সকলে ক্ষমা করে দেয় তাহলে কেসাস রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি ক্ষমা

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৪১৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৭২

করে আর অধিকাংশ ক্ষমা না করে তবুও কেসাস রহিত হয়ে যাবে। যদি কেসাস বাতিল করা নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয় তাহলে কেবল মাত্র রক্তসম্পর্কীয় পুরুষদের ক্ষমাই ক্ষমা বলে গণ্য হবে, অন্যদের ক্ষমা ক্ষমা বলে গণ্য হবে না।

¿ স্বেচ্ছায় হত্যার দিয়াত-রক্তপণের পিরমাণ:

যদি অভিভাবকরা রক্তপণ আদায় সাপেক্ষ কেসাস ক্ষমা করে তাহলে হত্যাকারীর সম্পদ হতে একশত উট রক্তপণ দেয়া ফরজ। নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:

« مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَـــاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَـــالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার বিষয়টা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের প্রতি ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা চাইলে হত্যার বিনিময় হত্যা করবে অথবা রক্তপণ নিবে। দিয়াত-রক্তপণ হলো: ৩০টি চার বছর বয়সে পড়েছে এমন উট এবং ৩০টি পাঁচ বছরে পড়েছে এমন বয়সের উট ও ৪০টি গাভিন উট সর্বমোট ১০০টি উট। আর যদি আপোসে কোন সিদ্ধান্ত নেয় সেটা তাদের বিষয়। আর ইহা দিয়াতকে শক্ত করার জন্যই।"[১]

নিহতের অভিভাবকরা ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যে দিয়াত বা রক্তপণ নিয়ে থাকে ইহা মূলত: হত্যার (কাফফারা হিসাবে) দিয়াত বা রক্তপণ নয়, বরং ইহা হল কেসাসের বদলা স্বরূপ। তাই এ ক্ষেত্রে নিহতের অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে হত্যাকারীর সাথে চুক্তি করে এর চেয়েও বেশি বা কম পরিমাণে নেয়ার অথবা ক্ষমা করার। অবশ্য ক্ষমা করাই উত্তম।

[১].হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ১৩৮৭ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬২৬

বর্তমান সৌদী আরবে যে বিধান কার্যকর রয়েছে তাহল ইচ্ছাকৃত হত্যায় মুসলিম পুরুষ ব্যক্তির রক্তপণ হলো এক লক্ষ দশ হাজার সৌদী রিয়াল। আর মহিলার জন্য অর্ধেক। অবশ্য নিহতের অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে এর চেয়ে কম বেশি তলব করা বা ক্ষমা করার।

¿ স্বেচ্ছায় হত্যার কিছু বিধান:

১. এক ব্যক্তির হত্যায় একদল অংশগ্রহণ করলে সকলকেই কেসাস হিসাবে হত্যা করা হবে। কিন্তু রক্তপণের ক্ষেত্রে সকলে মিলে একজনের রক্তপণ দিলেই যথেষ্ট হবে। যদি কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে অথবা প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু হত্যা করা হারাম ইহা জানে না এমন ব্যক্তিকে অন্য কাউকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেয়। অত:পর তার নির্দেশে সে (অপ্রাপ্তবয়স্ক বা হত্যা হারাম এ বিধান অজানা প্রাপ্তবয়স্ক) যদি হত্যা করে বসে, তাহলে এমতাবস্থায় কেসাস বা রক্তপণ হত্যার নির্দেশ দানকারীর উপর বর্তাবে। আর যদি নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং হত্যার হুকুম সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে কেসাস বা রক্তপণ হত্যাকারীর উপরই বর্তাবে নির্দেশকারীর উপর নয়।

২. কোন হত্যায় যদি এমন দু'জন অংশগ্রহণ করে যাদের একজন করলে কেসাস ফরজ হয় না। যেমন: হত্যাকারী পিতা ও অপর একজন অথবা হত্যাকারী একজন মুসলিম ও অপরজন কাফের। এমতাবস্থায় পিতার শরিক ও মুসলিমের শরিক কাফেরের উপর শুধু কেসাস ফরজ হবে। আর পিতা ও মুসলিমকে সাধারণ শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি কেসাস এর বদলে দিয়াত-রক্তপণ নিতে চাই তাহলে পিতার শরিকের উপর অর্ধেক এবং মুসলিম শরিকের উপর অর্ধেক পরিমাণ বর্তাবে।

৩. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ হয় তাহলে তার মিরাছ বাতিল হয়ে যাবে।

¿ **কসম খাওয়ার পদ্ধতি:** নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যার ক্ষেত্রে বারবার কসম করানো।

¿ **কসম করানোর বিধানঃ**

নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীক যদি জানা না যায় এবং কোন দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে হত্যার অপবাদ দেয়া হয়, আর বাদীর দাবির সত্যতার আলামত পাওয়া যায়, তাহলে এমতাবস্থায় কসমের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নিয়ম ইসলামে রয়েছে।

¿ **কসম খাওয়ানোর শর্তসমূহঃ**

শত্রুতার জের থাকা অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার কাজে প্রসিদ্ধ অথবা সুস্পষ্ট কারণ থাকা। যেমন : হত্যা ঘটিয়ে দূরে চলে যাওয়া ও নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে কটুক্তি করা। আর নিহতের অভিভাবকদের হত্যার অভিযোগে একমত হওয়া।

¿ **কসম খাওয়ানোর পদ্ধতিঃ**

কসম খাওয়ার শর্ত পূর্ণ হলে বাদীর কসম দ্বারা শুরু করা হবে। পঞ্চাশজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে সকলে একবার করে মোট পঞ্চাশবার কসম করবে। কসমে বলবেঃ অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। এর দ্বারা কেসাস সাব্যস্ত হবে। আর যদি বাদী পক্ষ কসম না খায় অথবা তাদের সংখ্যা পূর্ণ না হয় তাহলে তাদের সম্মতিতে বিবাদী পঞ্চাশবার কসম খাবে। এভাবে সে কসম খেলে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি বাদী পক্ষ কসম না খায় এবং বিবাদীর কসমেও রাজি না হয় তাহলে প্রশাসক বায়তুল মাল হতে রক্তপণ প্রদান করবেন, যাতে করে নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত বৃথা না যায়।

¿ **স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার বিধানঃ**

যে কোন পন্থায় আত্মহত্যা হারাম। আর যে ব্যক্তি সেচ্ছায় আত্মহত্যা করে তার শাস্তি হলো সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا

أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "যে ব্যক্তি পাহাড় হতে গড়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐরূপ পড়ে যাওয়ার শাস্তি চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে থাকবে। আর যে বিষপানে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐরূপ বিষপানের কষ্ট চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে থাকবে। আর যে অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐরূপ অস্ত্র দিয়ে পেটে আঘাত করতে থাকবে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।"[১]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ :« إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ».متفق عليه.

৩. আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যখন দুইজন মুসলিম ব্যক্তি তাদের তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করবে তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হত্যাকারী জাহান্নামী হবে ভাল কথা কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটা কি? তিনি [ﷺ] বললেন:"সেও তার ভাইকে হত্যার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল।"[২]

¿ স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর তওবা প্রসঙ্গে:

স্বেচ্ছায় হত্যাকারী তওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু এ তওবায় কেসাসের শাস্তি হতে রেহাই পাবে না; কেননা কেসাস হল হক্কুল'ইবাদ। সুতরাং, স্বেচ্ছায় হত্যার সাথে তিনটি হক জড়িত: (এক) আল্লাহর হক। (দুই) নিহত ব্যক্তির হক। (তিন) অভিবভাবকদের হক।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৭৭৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০৯

[২]. বুখারী হা: নং ৬৩৬৫শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১০

যখন কোন স্বেচ্ছায় হত্যাকারী আল্লাহর ভয়ে তওবা করে, অনুতপ্ত হয়ে বিচারকের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তখন তওবার মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায় হয়ে যায়। অনুরূপ কেসাস বা রক্তপণ বা ক্ষমার মাধ্যমে অভিভাকদের হকও আদায় হয়ে যায়। কিন্তু বাকি থাকে নিহত ব্যক্তির হক। আর তওবা কবুলের শর্ত হলো: বান্দার হক ফিরিয়ে দেয়া যা এখানে অসম্ভব। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে, আল্লাহর দয়া প্রতিটি জিনিসকে ব্যপৃত করে রেখেছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[t u v w x y z { | } ~ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ

جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ © ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ Z الزمر: ٥٣

"বলুন, আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা জুমার:৫৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z q p o n m l k j i h g f e d [

النساء: ١١٠

"যে গোনাহ্ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অত:পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়।"
[সূরা নিসা:১১০]

(খ)- ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ

¿ ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা:

ইহা এমন আক্রমণ যা দ্বারা সাধারণত কোন নির্দোষ মানুষের হত্যা বা বড় ধরণের আহত করা হয় না। কিন্তু তা দ্বারাই মৃত্যু ঘটে যায়। যেমন: কোন ছোট লাঠি বা বেত দিয়ে কাউকে সাধারণভাবে প্রহার করা অথবা হাত দিয়ে ঘুষি মারা ইত্যাদি। এখানে প্রহার করা উদ্দেশ্য হলেও হত্যা করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না, তাই ইহাকে ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা বলা হয়। এতে কোন কেসাস নেই। তবে দিয়াত দিতে হবে।

¿ ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যার বিধান:

ইহা হারাম; কেননা, ইহা এক নির্দোষ ব্যক্তির উপর আক্রমণ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে মুসলিম ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল তাকে তিনটি অবস্থা ছাড়া হত্যা করা হালাল নেই। বিবাহিত জেনাকারী, হত্যার বদলে হত্যা এবং ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) মুসলমমানদের জামাত ত্যাগকারী।"[১]

¿ স্বেচ্ছায় হত্যার অনুরূপ হত্যায় কি ফরজ হবে:

এরূপ হত্যা এবং ভুলবশত: হত্যায় রক্তপণ ও কাফফারা উভয়টা ফরজ হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত শত্রুতামূলক হত্যায় কোন কাফফারা নেই; কারণ সে হত্যায় এত বড় জঘন্য অপরাধ যার গুনাহ মিটে যায় না।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৮৭৮ মুসলিম হা: নং ১৬৭৬ শব্দ তারই

¿ ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যায় যা ফরজ হয়:

এরূপ হত্যায় দিয়াতে মুগাল্লাযা তথা কঠিন রক্তপণ ও কাফফারা ফরজ হয়। আর তা নিম্নরূপ:

১. কঠিন রক্তপণ: ইহা হল একশত উট, তম্মধ্যে চল্লিশটি উট এমন হবে যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে। নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:

«..... **أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا** ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

"-----অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ, যা সাধারণত বেত ও লাঠি দিয়ে ঘটে থাকে। এর রক্তপণ হলো একশত উট, তম্মধ্যে চল্লিশটি উট এমন হবে যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে।"[১]

এ রক্তপণ বা তার মূল্যের দায়িত্ব বহন করবে হত্যাকারীর রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিগণ। আর এ রক্তপণ তিন বৎসর সময় ধরে পরিশোধ করবে।

২. কাফ্ফারা:

ইহা হলো একটি মু'মিন দাস আজাদ করা, যা হত্যাকারী নিজস্ব সম্পদ হতে দিতে হবে, যাতে তার কৃত অপরাধ মোচন হয়ে যায়। আর এতে সক্ষম না হলে একাধারে দু'মাস রোজা রাখবে।

¿ হত্যার বিধান বিভিন্ন ধরনের হওয়ার রহস্য:

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যায় কেসাস ফরজ নয়; কারণ হত্যাকারীর মূলত: হত্যা করা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না। বরং রক্তপণ ফরজ হবে কারণ সে একজন ব্যক্তিকে নষ্ট করেছে। তাই এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে রক্তপণ দিতে হবে। আর এ রক্তপণ মুগাল্লাযাহ বা কঠিন প্রকৃতির করে দেয়া হয়েছে; কারণ তার উদ্দেশ্য হত্যা না থাকলেও আক্রমণ উদ্দেশ্য ছিল। আর রক্তপণের দায়িত্বভার রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষদের উপর দেয়া হয়েছে; কারণ তারাই অনুগ্রহ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। আর দাস আজাদ বা রোজা রাখার কাফফারা

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৫৪৭ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬২৮

হত্যাকারীর প্রতি অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে, যাতে করে অপরাধীর গুনাহ্ মাফ করে নিতে পারে।

নিহতের অভিভাবকদের রক্তপণ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম। আর যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা দিতে হবে না। কিন্তু অপরাধিকে কাফফারা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

(أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾) [المائدة/٥٠].

“তারা কি জাহেলিয়ত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্ববাসীর জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?” [সূরা মায়েদা:৫০]

¿ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত (Postmortem) করার বিধান:

বিশেষ প্রয়োজনে মৃতদেহের আঘাত বা ক্ষতস্থান পরিক্ষা করে দেখা বৈধ রয়েছে, যাতে মৃত্যুর সঠিক কারণ সনাক্ত করা যায়। আর সন্ত্রাসী আক্রমণ হতে মৃতব্যক্তি ও জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা যায়। অনুরূপভাবে কাফের ব্যক্তির মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য কাটা-ছেড়া করা জায়েজ রয়েছে।

¿ অপহরণ করে হত্যা করা বা ধোকা দিয়ে হত্যা:

ইচ্ছাকৃত ও শত্রুতাবশত:

কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা অথবা তাকে নিরাপদে রাখার নাম করে গোপন জায়গায় নিয়ে হত্যা করা, অথবা তার মাল কেড়ে নিয়ে নির্জনে তাকে হত্যা করে ফেলা, যাতে ছিনতাই বা ডাকাতির খবর মানুষ না জানতে পারে। এমন হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী মুসলমান হোক, আর কাফের হোক তাকে কেসাস নয় বরং শাস্তি হিসাবে হত্যা করতে হবে এবং নিহতের অভিভাবকদের পক্ষ হতে ক্ষমা বা অন্য কোন প্রকারের মতামত গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বাণী:

m l k j i h g f e d c)

[النساء/٩٣]. (s r q p o n

“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম,

তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিশাপ করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।" [সূরা নিসা: ৯৩]

যদি কোন ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর হাত হতে বাচাঁর জন্য অত্যাচারীকে আঘাত হানে আর এতে অত্যাচারী মারা যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে কোন রক্তপণ বা অন্য কিছু দিতে হবে না।

عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْد قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَاله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْله فَهُوَ شَهِيدٌ. أخرجه أبوداود والترمذي.

সাঈদ ইবনে জায়েদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হবে সে শহীদ, যে তার দ্বীনের হেফাজতের জন্য মারা যাবে সে শহীদ, যে তার জীবন রক্ষার্থে হত্যা হবে সে শহীদ এবং যে তার পরিবারের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হবে সেও শহীদ।"[১]

[১]. আবু দাউদ হা: নং ৪৭৭২ তিরমিযী হা: নং ১৪২১ শব্দ তারই

(গ)- ভুলবশতঃ হত্যা

¿ ভুলবশতঃ হত্যাঃ

ইহা হলো মানুষ তার কাজ করতে থাকে এরই মাঝে হত্যা ঘটে যায়। যেমনঃ শিকারী শিকারের উদ্দেশ্যে তীর ছুড়ে অথবা চিহ্নিত স্থানে তীর ছুড়ে কিন্তু তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির গায়ে লেগে নিহত হয়। মূলতঃ ঐ ব্যক্তি ইহা কখনও ইচ্ছা করেনি। ছোট বাচ্চা ও পাগলের ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং কোন কারণ জনিত হত্যাও ভুলবশতঃ হত্যার সাথে সম্পৃক্ত।

¿ ভুলবশতঃ হত্যার প্রকারঃ

ভুলবশতঃ হত্যা দু'প্রকারঃ

১. প্রথম প্রকারঃ হত্যাকারীকে কাফ্‌ফারা এবং তার রক্তসম্পর্কীয় পুরুষদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। ইহা হলো যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা করা অথবা এমন সম্প্রদায়ের কাউকে হত্যা করা যাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। এমন হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর উপর কাফফারা এবং তার রক্তসম্পর্কীয় পুরুষদের উপর হালকা রক্তপণ ফরজ হবে।

(ক) হালকা রক্তপণঃ একশত উট।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

আমর ইবনে শু'আইব তিনি তার বাবা তিনি তাঁর দাদা (রা:) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফয়সালা করে দিয়েছেন:''যে ভুলবশতঃ হত্যা করবে তার রক্তপণ হল একশত উট: ত্রিশটি দুই বৎসরে পড়েছে এমন উষ্ট্রী, ত্রিশটি তিন বৎসরে পড়েছে এমন উষ্ট্রী, ত্রিশটি চার বৎসরে পড়েছে এমন উষ্ট্রী এবং দশটি তিন বৎসরে পড়েছে এমন উট।''[১]

[১].হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৫৪১ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬৩০

এ রক্তপণের দায়িত্ব বহন করবে হত্যাকারীর রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিগণ। বর্তমান সৌদী আরবে ভুলবশতঃ হত্যার রক্তপণ হল: একলক্ষ সৌদী রিয়াল মাত্র–যা তিন বৎসর সময়ের মধ্যে পরিশোধ করবে। আর মহিলার জন্য অর্ধেক পঞ্চাশ হাজার সৌদী রিয়াল মাত্র।

(খ) কাফ্‌ফারা হলোঃ

একটি মুমিন দাস আজাদ করা, এতে অক্ষম হলে একাধারে দু'মাস রোজা রাখা। আর এ কাফফারা হতে হবে হত্যাকারীর সম্পদ হতে যাতে তার অপরাধ মাফ হয়।

¿ নিহতের অভিভাবকদের রক্তপণ ক্ষমা করে দেয়া হল উত্তম কাজ, যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে বাদ হয়ে যাবে কিন্তু অপরাধীকে অবশ্যই কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

২. দ্বিতীয় প্রকারঃ যাতে শুধু কাফফারা ফরজ হবে। এ হলোঃ কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কাফেরের দেশে কাফের মনে করে মুসলমানদের হত্যা করা, এমন হত্যায় কোন রক্তপণ দিতে হবে না বরং হত্যাকারীকে কাফফারা দিতে হবে, তা হলোঃ একটি মু'মিন দাস আজাদ করা, অক্ষম হলে একাধারে দু'মাস রোজা রাখা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

/ . - , + * (' & % $ # " ! [

? > = < ; : 9 7 6 5 4 3 2 1 0

K J I H G F E C B A @

X W V U T R Q P O N M L

النساء: ٩٢ Z b a ` _ ^ \ [Z Y

"মুমিনের কাজ নয় কোন মুমিনকে হত্যা করা কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি কোন মানুষকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মু'মিন কৃতদাস আজাদ করবে এবং রক্তপণ অর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অত:পর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুসম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান কৃতদাস আজাদ করবে। আর যদি সে

তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মুমিন হয়, তাহলে রক্তপণ প্রদান করবে তার স্বজনদেরকে এবং মু'মিন কৃতদাস আজাদ করবে। আর যদি তা না পায় তাহলে সে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ করানোর জন্য একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা: ৯২]

¿ মৃতের পক্ষ হতে রোজা কাজা করার বিধান:

যে ব্যক্তি রমজান মাসের কাজা রোজা, কাফফারার দুই মাস রোজা, অথবা মানতের রোজা রেখে মারা যায় তার দু'টি অবস্থা হতে পারে:
১. রোজা রাখতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু রোজা রাখেননি। এমতাবস্থায় তার পক্ষ হতে তার ওয়ারিছরা রোজা রাখবে, অবশ্য তারা পরস্পর ভাগাভাগি করে নিতে পারে, তবে শর্ত হলো যেন একজনের পর আরেকজন এভাবে ধারাবাহিকতার সাথে শেষ করে।
২. অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে অপারগ ছিলেন, এমতাবস্থায় তার পক্ষ হতে কাজা বা মিসকিনকে খানা খাওয়ানো কোনটাই করতে হবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যে ব্যক্তি রোজা পাল না করে মারা যায় তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক রোজা পালন করে নিবে।"[১]

¿ মানুষের রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গ:

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা ও ও ভুলবশত: হত্যায় হত্যাকারীর রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ দিয়াত বা রক্তপণ পরিশোধ করবে। আর হত্যাকারীকে কাফফারা দিতে হবে। রক্তপণের দায়িত্ব বহনকারীরা হলো: হত্যাকারীর রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে অতি নিকটতম অত:পর যারা নিকটতম দিয়ে শুরু হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মূল

---

[১].বুখারী হাঃ নং ১৯৫২ মুসলিম হাঃ নং ১১৪৭

যারা তারাই শুধু গণ্য হবে, শাখা-প্রশাখা নয়। আর এসব ব্যক্তিবর্গ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশের বেশি ভাগের দায়িত্ব বহন করবে।

¿ রক্ত সম্পর্কীয়রা যা বহন করবে নাঃ

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তিরা রক্তপণ এর দায়িত্ব নিবে না। কোন কৃতদাস হত্যা করলে বা তাকে হত্যা করা হলে তখনও রক্তপণের দায়িত্ব নিবে না। এমনকি এক তৃতীয়াংশের কম বা কোন সন্ধিচুক্তি অথবা স্বীকারোক্তি কোন ক্ষেত্রেই তারা দায়িত্ব বহন করবে না। অনুরূপ কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক, মহিলা, দরিদ্র ও বিধর্মীর উপর রক্তপণের দায়িত্ব বর্তাবে না।

২- প্রাণহানী ছাড়া যেসব অপরাধ

¿ **প্রাণহানী ছাড়া যে সমস্ত অপরাধঃ**

ইহা হল অন্যের পক্ষ হতে কোন মানুষের শরীরে এমন সবকষ্ট ও আঘাত হানা যাতে প্রাণনাশ হয় না।

¿ **শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জখম ও বিচ্ছেদ করার মত আক্রমণঃ**

ইহা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তা হলে কেসাস আর যদি ভুলবশতঃ বা ইচ্ছাকৃতের অনুরূপ হয় তা হলে রক্তপণ।

¿ যে ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির বিনিময়ে কেসাস করা হয় তাকে ঐ ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আঘাতের ও কেসাস করা হয়, আর যদি ব্যক্তির বিনিময়ে ব্যক্তিকে কেসাস করা না যায় তাহলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও যাবে না, অর্থাৎ যে কারণে প্রাণের কেসাস ফরজ হয়। আর তাহল ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড বা আঘাত ঘটালে। সুতরাং, ভুলবশতঃ ও ইচ্ছাকৃত এর অনুরূপে কোন কেসাস নেই বরং তাতে রয়েছে রক্তপণ-দিয়াত।

¿ **প্রাণহানী ছাড়া ইচ্ছাকৃত আক্রমণে দুই ধরণের কেসাসঃ**

১. প্রথম প্রকারঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কেসাসঃ হাত, পা, চক্ষু, কান, নাক, আঙ্গুল, দাঁত, ঠোট, লিঙ্গ ইত্যাদি শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে অনুরূপ অঙ্গ কেসাস হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] ~ عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ ©

بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ ´ µ ¶ وَمَن

لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ Z المائدة: ٤٥

"আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি ফরজ করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অত:পর যে ক্ষমা করে, সে গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যায়। যে সব লোক

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম।" [সূরা মায়িদা:৪৫]

¿ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কেসাসে শর্তাবলী:

আহত ব্যক্তি নির্দোষ হতে হবে, আঘাতকারী ও আহত একই ধর্মের হতে হবে; কারণ কাফেরের অঙ্গের বিনিময় মুসলমানের কেসাস হতে পারে না। অপরাধীকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, আঘাতকারী যেন বাবা না হয় এবং আঘাত হতে হবে স্বেচ্ছায়। এসব শর্ত পাওয়া গেলে নিম্ন শর্তের আলোকে কেসাস সম্পন্ন করতে হবে।

১. সীমারেখার সংরক্ষণ: অঙ্গ জোড়া পর্যন্ত বা তার পূর্ণ সীমা পর্যন্ত কর্তন করা।
২. নাম ও পরিমাণে বরাবর রক্ষা করা: অর্থাৎ চক্ষুর বিনিময় চক্ষু তুলতে যেন বামের বিনিময়ে ডান না হয়, অনুরূপ এক আঙ্গুলের বিনিময় আরেক আঙ্গুল যেন না হয়।
৩. সুস্থতায় ও পূর্ণতায় বরাবর হওয়া: সুতরাং ভাল হাত বা পা-পঙ্গু হাত বা পা এর বিনিময় কাটা যেতে পারে না। অনুরূপ দৃষ্টিহীন চোখের বিনিময় ভাল চোখ নেয়া যেতে পারে না, তবে ভালোর বিনিময় খারাপ বা দুর্বল নেয়া যেতে পারে, তবে ধোকা যেন না হয়।

যখন উপরোক্ত শর্তসমূহ পরিপূর্ণ হবে তখন কেসাস নেয়া বৈধ হবে। আর যদি পরিপূর্ণ না হয় তাহলে কেসাস বাদ হয়ে দিয়াত-রক্তপণ ফরজ হয়ে যাবে।

২. দ্বিতীয় প্রকার: জখমের কেসাস: যখন স্বেচ্ছায় জখম করবে তখন কেসাস ফরজ হবে।

¿ জখমের কেসাসের জন্য শর্ত:

ব্যক্তির কেসাসের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্ত রয়েছে জখমের কেসাসের ক্ষেত্রেও ঐ সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য। কেসাস সম্পন্নের ক্ষেত্রে জখমের সীমারেখা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। শরীরের যে অংশেই জখম হোক না কেন যেমন: মাথা, উরু, পায়ের নলা ইত্যাদি। যেখানে হাড় পর্যন্ত জখম হয়েছে সেখানে সমপরিমাণ কেসাস হবে।

যথাযথ পরিমাণে যখন কেসাস সম্ভব হবে না তখন কেসাস বাদ হয়ে রক্তপণ অপরিহার্য হয়ে যাবে।

¿ কেসাস মাফ করার বিধানঃ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীল হয়ে কেসাস না নিয়ে দিয়াত-রক্তপণ নেয়াই উত্তম। তার চেয়েও উত্তম হল সবকিছু ক্ষমা করে দেয়া। আর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দিয়ে সংশোধন করে নিবে তার প্রতিদান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে রয়েছে। অবশ্য যে ক্ষমা করতে সক্ষম তার কাছে ক্ষমা চাওয়া উত্তম।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর কাছে যখন কোন কেসাসের বিষয় উপস্থাপন করা হতো তখন তিনি ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।"[১]

¿ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে তার বিধানঃ

১. যে সমস্ত অপরাধে কোন অঙ্গহানী করা হয় তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ পরবর্তীতে সেটির জের হিসাবে বড় কোন ক্ষতি হলে বা মারা গেলে তাতেও কেসাস বা দিয়াত ফরজ হবে। যেমন : কারো একটা আঙ্গুল কাটার কারণে যদি হাত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হাতের কেসাস ফরজ হবে এবং এ কারণে মৃত্যু ঘটলে ব্যক্তির কেসাস ফরজ হয়ে যাবে।

২. যে ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদির দণ্ড-বিধি প্রয়োগে মারা যায় অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের কেসাসে মারা যায় বায়তুল মালের ফান্ড হতে তার রক্তপণ প্রদান করা হবে।

৩. শরীরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন কোন অঙ্গ বা জখম ভাল না হওয়া পর্যন্ত তার কেসাস নেয়া যাবে না।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৪৯৭, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬৯২ শব্দ তারই

৪. যদি কোন আঙ্গুল কেটে ফেলে আর বাদী তা মাফ করে দেয়। অত:পর তা কব্জি বা প্রাণ নাশ পর্যন্ত পৌঁছে এবং মাফ কোন বদলা ছাড়াই হয় তাহলে কোন কেসাস ও দিয়াত লাগবে না। আর যদি মাফ মাল দ্বারা হয়েছিল এমন হয় তাহলে পুরা দিয়াত পাবে।

¿ হকের ব্যাপারে ইনসাফ করার বিধান:

যে ব্যক্তি অন্যকে লাঠি, বেত বা হাত দিয়ে প্রহার করে অথবা চপেটাঘাত করে এর কেসাস হিসাবে অপরাধীকে সেইরূপ ভাবে একই স্থানে ও পরিমাণে আঘাত করা হবে। তবে যদি মাফ করে দেয় তাহলে মাফ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

m l k j i h ¦ f e d c b a ` _ ^ [

البقرة: ١٩٤ Z o n

"বস্তুত: যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা বাকারা:১৯৪]

¿ যে মানুষের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয় তার বিধান:

কেউ যদি কারো ঘরে অনুমতি ছাড়াই দৃষ্টি দেয়, আর তারা তার চোখ তুলে নেয় এতে কোন রক্তপণ বা কেসাস নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবুল কাসেম মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"যদি কোন ব্যক্তি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার বাড়ির ভিতরে দিকে উঁকি মারে। আর তুমি তার

দিকে পাথর ছুড়ে মেরে তার চোখ ফুটা করে দাও তাহলে তোমার কোন অপরাধ হবে না।”[১]

¿ একজন মানুষের রক্ত আরেক জনের জন্য দেওয়ার বিধান:

১. বিশেষ প্রয়োজনে একজন মানুষের রক্ত আরেকজনের শরীরে দেয়া বৈধ আছে। যদিও এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দলিল নেই তবুও অতি প্রয়োজনে ইহা বৈধ। কোন অবিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় রক্ত দাতার কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই সম্মতিসাপেক্ষ ডাক্তারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোগীর মুক্তির জন্য প্রাণ বাঁচানোর পরিমাণ শরীরের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ রয়েছে।
২. বিপদগ্রস্ত ও আকস্মিক অবস্থা যেমন: দুর্ঘটনা ও বাচ্চা প্রসবের অবস্থার জন্য ব্লাড ব্যাংকে রক্ত জমা করে রাখা জায়েজ। এ ছাড়া আরো যে সকল অবস্থায় রক্তশূন্য দেখা দেয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

“আর তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।”
[সূরা মায়েদা: ২]

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৯০২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২১৫৮

৩- দিয়াতসমূহ

১- দিয়াতের বিধান

¿ **দিয়াত–রক্তপণ হলো:** আক্রান্ত ব্যক্তি বা তার অভিভাবককে আক্রমণের কারণে যে সম্পদ প্রদান করা হয় তাকেই দিয়াত বা রক্তপণ বলা হয়।

¿ **দিয়াতের প্রকার:**

শ্রেণীর দিক থেকে দিয়াত তিন প্রকার:

প্রাণনাশের দিয়াত----, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত----- ও কল্যাণকর জিনিসের দিয়াত। যে কেউ সরাসরি কোন মানুষের জীবন নাশে বা কারণে জড়িত থাকবে তার প্রতি দিয়াত জরুরি হবে।

১. যদি দু'জনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে তাহলে দু'জনের প্রতি দিয়াত বর্তাবে।

২. যদি দু'জনই কারণ হয় তাহলে দু'জনের প্রতি দিয়াত আসবে।

৩. যদি একজন সরাসরি আর অপরজন কারণ হয় তাহলে সরাসরি ব্যক্তির উপর জামানত জরুরি। কিন্তু তিনটি মাসায়েল ছাড়া:

(ক) যদি সরাসরি ব্যক্তিকে জামানতে শামিল করা সম্ভব না হয়। যেমন: যদি একজন অপরজনকে হাত বাঁধা অবস্থায় সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করে আর সিংহ তাকে খেয়ে ফেলে।

(খ) যদি সরাসরি ব্যক্তিকে শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে জামানতে বাধ্য না করা যায়। যেমন: ছোট বাচ্চা ও পাগল, তাহলে জামানত যারা তাদেরকে অপরাধের জন্য নির্দেশ করেছে তাদের প্রতি বর্তাবে।

(গ) শরিয়তে বৈধ এমন কারণ দ্বারা ঘটলে যেমন: একটি দল মিলে হত্যার যোগ্য কাজের উপর সাক্ষী দেওয়ার ফলে তাকে হত্যা করা হলো। এরপর তারা সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলল: আমরা তাকে হত্যার ইচ্ছায় সাক্ষী দিয়েছি, তাহলে জামানত সাক্ষীদের প্রতি বর্তাবে।

¿ দিয়াতের বিধানঃ

সাধারণ মুসলিম ব্যক্তি অথবা নিরাপত্তাকামী যিম্মি অথবা চুক্তিবদ্ধ যিম্মি যে ব্যক্তিই হোক না কেন কোন প্রাণকে নষ্ট করলে তার উপর রক্তপণ ফরজ হয়ে যাবে। এ অপরাধ যদি স্বেচ্ছায় হয় তাহলে তৎক্ষনাত অপরাধির সম্পদ হতে রক্তপণ আদায় করা ফরজ। আর যদি সেস্বছায় না হয় বরং সেস্বছার অনুরূপ বা ভুলবশতঃ হত্যা হয় তাহলে অপরাধির রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিদের উপর তিন বছর সময়কালে রক্তপণ আদায় করা ফরজ হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বলেনঃ

m l k j i h g f e d c)

.[النساء/٩٣] (s r q p o n

“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিশাপ করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।” [সূরা নিসাঃ ৯৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «... وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনঃ“----যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে সে যে কোন একটি কল্যাণকর এখতিয়ার করে। চাই সে ফিদয়া নেবে অথবা হত্যার বদলায় হত্যা করবে।”[১]

¿ দিয়াত ফরজের অবস্থাসমূহঃ

নিম্নের অবস্থাগুলোতে দিয়াত নির্দিষ্ট হবেঃ

যদি নিহত ব্যক্তির অলি দিয়াত এখতিয়ার করে। যদি কেসাস মাফ করে দেয়। যদি অপরাধী ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। যদি অপরাধী

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৮৮০ ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৫৫ শব্দ তারই

চারজনকে হত্যা করে তাহলে তার প্রতি চারটি গর্দান লাগবে। অতএব, যদি চারজনের একজন কেসাস এখতিয়ার করে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। আর বাকি তিনজনকে তিনটি দিয়াত দিতে হবে; কারণ তাদের প্রত্যেকের হক রয়েছে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে শুরু করতে হবে।

¿ বাস-গাড়ি দুর্ঘটনায় কার প্রতি দিয়াত জরুরিঃ

গাড়ীর চালকের উদ্ধতা ও অনিয়মের কারণে যদি গাড়ী উল্টে যায় অথবা অন্য গাড়ীর সাথে দুর্ঘটনায় পতিত হয় এতে যা ক্ষতি হবে সবকিছুই চালকের উপর বর্তাবে। কেউ মারা গেলে তার উপর রক্তপণ ও কাফফারা ফরজ হয়ে যাবে। আর যদি চালকের অনিয়ম ছাড়াই কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেমনঃ ভাল চাকা নিয়ে বের হয়েছে কিন্তু পরে তা পাঞ্চার হয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে, এমতাবস্থায় চালককে কোন রক্তপণ ও কাফফারা দিতে হবে না।

¿ দিয়াত কে বহন করবেঃ

তিনজনের কোন একজন দিয়াত বহন করবেঃ

১. হত্যাকারীঃ স্বেচ্ছায় হত্যায় তার নিজস্ব সম্পদ থেকে তার প্রতি দিয়াত ফরজ হবে, যদি নিহত ব্যক্তির অলিরা কেসাস নেয়া থেকে বিরত হয়।
২. 'আকেলা তথা রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিরা। এদের প্রতি স্বেচ্ছায় হত্যার অনুরূপ ও ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াত দেয়া ফরজ।
৩. বাইতুল মাল তথা কোষাগার।

নিম্নলিখিত অবস্থায় বাইতুল মাল ঋণ ও রক্তপণ বহণ করবেঃ

১. যখন কোন মুসলমান ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না রেখে ঋণগ্রস্থ হয়ে মারা যায়, তখন প্রশাসকের দায়িত্ব হলো বাইতুল মাল হতে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা।
২. যখন কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ অথবা ইচ্ছাকৃতের অনুরূপভাবে হত্যা করে এবং তার পক্ষ হতে রক্তপণ পরিশোধের সামর্থ্যবান ব্যক্তি না থাকে। এমনকি নিজেও অক্ষম তখন বাইতুল মাল হতে রক্তপণ প্রদান করা হবে।

৩. যদি কোন নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী জানা না যায়। যেমনঃ প্রচণ্ড যানযোটের ভীড়ে পড়ে অথবা তওয়াফ করতে গিয়ে চাপে পড়ে ইত্যাদিভাবে মারা যায় তাহলে এমন ব্যক্তিদের রক্তপণ বাইতুল মাল হতে প্রদান করা হবে।

৪. যদি বিচারক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য কসম খাওয়ার ফয়সালা দেন, আর নিহতের ওয়ারিসগণ কসম খেতে ভয় পায় এবং অপরাধীও কসমে রাজি না হয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি বাইতুল মাল হতে দিয়াত প্রদান করবেন।

৫. যদি রাষ্ট্রপতির বিশেষ কাজে ভুলের কারণে দিয়াত ফরজ হয় তাহলে বাইতুল মাল থেকে আদায় করবেন।

¿ যার দিয়াত নেইঃ

যদি রাজা প্রজাকে, পিতা পুত্রকে, শিক্ষক ছাত্রকে আদব দেয়ার জন্য সাধারণভাবে শাস্তি প্রয়োগ করে এবং এতে কোন ক্ষতি হয় তখন তারা দায়ভার বহন করবে না।

যদি কোন ব্যক্তি কূপ খননের জন্য অথবা গাছে উঠার জন্য কোন কর্মচারী নিয়োগ করে এবং সে উক্ত কাজ করতে গিয়ে মারা যায় তাহলে মালিক কোন দায়ভার বহন করবে না।

২-দিয়াতের প্রকার

১-প্রাণনাশের দিয়াত

¿ প্রাণনাশের দিয়াতের শ্রেণী:

দিয়াতের শ্রেণী ছয়টি:

(১০০) টি উট, (২০০) টি গরু, (২০০০) ছাগল বা দুম্বা, (১০০০) মিছকাল সোনা, (১২০০০) রূপ্য মুদ্রা ও (২০০) জোড়া কাপড়।
এক হাজার দিনার ৪২৫০ গ্রাম স্বর্ণ পরিমাণ।

¿ মুসলিম ব্যক্তির দিয়াতের আসল:

একজন মুসলিম ব্যক্তির মূল রক্তপণ হল: একশত উট। আর অন্যান্য শ্রেণীগুলো তার পরিবর্তে যদি উটের দাম অধিক পরিমাণে বেড়ে যায় অথবা না পাওয়া যায়। সুতরাং একজন মুসলিমের মূল দিয়াত একশত উট। যদি মূল্য বেড়ে যায় তাহলে তার বদলে অন্যটি গ্রহণ করবে। আর যদি অন্যটি হাজির করে তাহলে তা গ্রহণ করা জরুরি। আর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে যাতে উপকার ও মানুষের জন্য সহজ তা নির্বাচন করতে পারেন।

عَنْ عُمَرَ بن الخطاب ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَـهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّـةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ. أخرجه أبو داود والبيهقي.

উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) একদা খুৎবা প্রদান কালে বলেন: জেনে রাখ উটের মূল্য বেড়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন: উমার (রা:) দিয়াত নির্ধারণ করেন এভাবে: স্বর্ণের মালিকের জন্য একশত উটের বিনিময় এক হাজার দিনার, রূপার মালিকের জন্য বার হাজার দেরহাম, গরুর মালিকের জন্য দুইশত গরু, ছাগলের মালিকের জন্য দুই হাজার ছাগল, কাপড়ের মালিকের জন্য দুইশত জোড়া কাপড়। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি

জিম্মিদের দিয়াতের ব্যাপারটা পূর্বের উপরেই ছেড়ে দেন তথা কোন শিথিল করেননি।"[১]

¿ মুসলিম নারীর দিয়াতের পরিমাণ:

একজন মুসলমান নারীকে ভুলবশত: হত্যা করা হলে তার রক্তপণ হলো পুরুষের অর্ধেক। অনুরূপ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও জখমের দিয়াত পুরুষের অর্ধেক।

عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَــــرَ أَنَّ جِرَاحَــاتِ الرِّجَــالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوْضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّــصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. أخرجه ابن أبي شيبة.

শুরাইহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট 'উরওয়া বারকী উমার [ﷺ]-এর নিকট থেকে এসে বলেন: নিশ্চয় নারী ও পরুষ দাঁত ও মাথার জখমের দিয়াতে বরাবর। আর এর চেয়ে উপরের দিয়াতে নারী পুরুষের অর্ধেক।[২]

¿ কাফেরের দিয়াতের পরিমাণ:

কাফের চাই সে আহলে কিতাব হোক বা অগ্নিপূজক কিংবা মূর্তিপূজক হোক অথবা অন্য কোন কাফের হোক। তাদের পুরুষের জন্য রক্তপণ হল একজন মুসলিম পুরুষের রক্তপণের অর্ধেক এবং নারীর রক্তপণ মুসলিম নারীর অর্ধেক। চাই সে রক্তপণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে বা জখমের ক্ষেত্রেই হোক। অনুরূপ ইচ্ছাকৃত হত্যার হোক বা ভুলবশত: হত্যার হোক; কারণ সকলেই কাফের। কেননা আহলে কিতাব নবী [ﷺ]-এর নবুওয়াতের পরে ইসলামের সাথে কুফরি করেছে। তাই এরা ও কাফেররা সকলেই কুফরিতে, আজাবে, জাহান্নামে প্রবেশে বরাবর এবং দিয়াতেও সমান। কিন্তু যা দলিল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেমন: আহলে কিতাবের নারীদের বিবাহ করা এবং

---

[১].হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৫৪২, বাইহাকী হাঃ নং ১৬১৭১ ইরওয়া দ্রঃ হাঃ নং ২২৪৭

[২]. হাদীসটি সহীহ, ইবনু আবি শাইবা মুসান্নাফে হাঃ নং ২৭৪৮৭ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ২২৫০

তাদের জবাইকৃত পশু-পাখির মাংস খাওয়া জায়েজ অন্যান্য সমস্ত কাফের থেকে ভিন্ন।

১. আল্লাহর বাণী:

(L K J I HG F E D C B A@ ?)

آل عمران: ٨٥

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে তা তার থেকে কবুল করা হয় না। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আল ইমরান: ৮৫]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ». وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আমর ইবনে শু'য়ায়েব থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা ও বাবা তার বাবার বাবা (দাদা) থেকে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"কোন কাফেরের বদলায় কোন মুসলিম হত্যা করা চলবে না।"

একই সনদে নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "কাফেরের দিয়াত মুমিনের দিয়াতের অর্ধেক।"[১]

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হা: নং ৪৫৮৩ ও তিরমিযী হা: নং ১৪১৩ শব্দ তারই

¿ পেটের বাচ্চার দিয়াতের পরিমাণঃ

যদি পেটের বাচ্চার মার প্রতি আক্রমণের ফলে মৃত্যু অবস্থায় গর্ভপাত ঘটে তাহলে একটি দাস বা দাসী দিয়াত লাগবে। যার মূল পাঁচটি উট। ইহা তার মার দিয়াতের এক দশমাংশ। আর গোলামের দিয়াত তার মূল্য কম হোক বা বেশি হোক।

¿ যিম্মী ব্যক্তিকে হত্যার বিধানঃ

চুক্তিবদ্ধ যিম্মি অথবা নিরাপত্তাধারী যিম্মিকে হত্যা করা হারাম। যে হত্যা করবে সে মহাপাপে লিপ্ত হবে; কারণ নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেনঃ

« مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» أخرجه البخاري.

"যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে হত্যা করে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।"[১]

¿ অপরাধি ব্যক্তি মারা গেলে তার দিয়াতের বিধানঃ

যে স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অত:পর মারা যাবে তার কেসাস রহিত হয়ে যাবে। তবে নিহত ব্যক্তির অলিদের জন্য তার দিয়াত বাকি থাকবে।

[১].বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬

২-প্রাণনাশের চেয়ে কমের দিয়াত

¿ **অপরাধের প্রকার:**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয় তাহলে কেসাস ফরজ হবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় তাহলে কেসাস নয় বরং রক্তপণ ফরজ হবে।

¿ **প্রাণনাশের চেয়ে কমের দিয়াত তিন প্রকার:**

প্রথম প্রকার: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপকারী বস্তুসমূহের রক্তপণ:

(ক) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ একটি সে ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। যেমন: নাক, জিহবা, লিঙ্গ, অনুরূপ শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, বাকশক্তি, বিবেক বুদ্ধি ও মেরুদণ্ড ইত্যাদি।

(খ) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ দু'টি যেমন: দুই চক্ষু, দুই কান, দুই ঠোঁট, দুই হাত, দুই পা ও দুই চোয়াল ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিটির জন্য অর্ধেক রক্তপণ। আর যদি দু'টিই নষ্ট হয়ে যায় তখন একজন মানুষের পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। যদি কোন একটি অকেজো হয়ে যায় তাহলে অর্ধেক রক্তপণ। আর যদি দু'টিই অকেজো হয়ে যায় তখন পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। আর এক চোখ অন্ধ অপরটি ভাল, এমন ব্যক্তির ভাল চোখটি নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ দিয়াত-রক্তপণ দিতে হবে।

(গ) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ চারটি যেমন: দু'চোখের চারটি পাতা, এগুলোর একটি নষ্ট হলে এক চতুর্থাংশ রক্তপণ। আর চারটি নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে।

(ঘ) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ দশটি যেমন: দুই হাত ও দুই পা এর দশটি আঙ্গুল। প্রতিটি আঙ্গুলে এক দশমাংশ রক্তপণ আর দশটি আঙ্গলে পূর্ণ রক্তপণ। এক আঙ্গুলের মাথায় পূর্ণ আঙ্গুলের এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ। আর বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথায় অর্ধ আঙ্গুলের রক্তপণ। যদি কোন একটি আঙ্গুল অকেজো হয়ে যায় তাতে এক দশমাংশ রক্তপণ। দশটি আঙ্গুলই অকেজো হয়ে গেলে পূর্ণ মানুষের রক্তপণ।

¿ **দাঁতের রক্তপণ:** মানুষের মোট ৩২টি দাঁত। এর মধ্যে চারটি ছানায়া-সামনের দাঁত, চারটি রুবাইয়া, চারটি আনয়াব-কর্তন দাঁত

এবং বাকি বিশটি আযরাস-মাঢ়ীর দাঁত। প্রতিটি দাঁতের রক্তপণ হল-পাঁচটি করে উট। আর সমস্ত দাঁতের মোট দিয়াত হলো (১৬০) টি উট।

¿ **চুল ও পশমের দিয়াতঃ**

মাথা, দাঁড়ি, দুই চোখের ভ্রু ও দুই চোখের পাতার চুল-এই চার শ্রেণীর চুলের যে কোন একটি নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। তবে শুধু এক চোখের ভ্রু নষ্ট হলে অর্ধেক রক্তপণ এবং এক চোখের পাতার চুল নষ্ট হলে এক চতুর্থাংশ রক্তপণ দিতে হবে।

¿ **অবশ অঙ্গের দিয়াতঃ**

পঙ্গু হাত, দৃষ্টিহীন চোখ ও কালদাঁত নষ্ট হলে স্ব-স্ব রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ মাথা ও শরীরে বড় আঘাত হলে তার রক্তপণঃ

মাথা বা চেহারায় যে আঘাত হয় ইহা সাধারণতঃ দশ ধরণের হতে পারে, পাঁচটিতে বিচার অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে আর অপর পাঁচটিতে শরীয়তের নির্ধারিত রক্তপণ দিতে হবে।

¿ **বিচার দ্বারা পাঁচটি আঘাত হলোঃ**

১. হারেসাঃ চামড়ায় সামান্য জখম, যাতে কোন রক্তপাত হয় না।
২. বাজেলাঃ এমন জখম যাতে সামান্য রক্তপাত হয়।
৩. বাযে'আঃ চামড়া জখম হওয়ার পর গোশতও ভেদ করে।
৪. মুতালাহেমাঃ যে জখম গোস্তের গভীরে চলে যায়।
৫. সেমহাকঃ যে জখম গোশত ও হাড়ের মাঝে পাতলা আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

উপরোক্ত পাঁচটি জখমের ক্ষেত্রে রক্তপণের পরিমাণ নির্ধারণ করা নেই বরং এগুলো বিচার দ্বারা করতে হবে।

¿ **বিচার হলোঃ** অপরাধীকে একজন অপরাধী না এমন দাস নির্ধারণ করবে। অত:পর সে তা থেকে মুক্ত নির্ধারণ করবে। এরপর যে কম মূল্য হবে সে পরিমাণ তার দিয়াত হবে। আর বিচারক সাহেব এর নির্ধারণে প্রচেষ্টা করবেন এবং বিচারে দুর্নাম, ক্ষতি ও ব্যাথা হাসিলের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন।

আর যে সমস্ত জখমে ইসলামী শরিয়তে রক্তপণ নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে তা হলোঃ

১. **মূযেহাঃ** যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে এবং হাড় স্পষ্টভাবে বের হয়ে যায়। এতে রক্তপণ হল পাঁচটি উট।
২. **হাশেমাঃ** যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং হাড় ভেঙ্গে দেয়। এতে রক্তপণ হল দশটি উট।
৩. **মুনাক্কিলাঃ** যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং হাড় ভেঙ্গে ও হাড় বের হয়ে যায় বা সরে যায়। এতে রক্তপণ হলঃ পনেরটি উট।
৪. **মা'মূমাঃ** যে জখম মস্তিস্ক বা মগজের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এতে রক্তপণ হলঃ পূর্ণ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ।
৫. **দামেগাঃ** যে জখমে মস্তিস্ক বা মগজের উপরের আবরণ ভেদ বা ছিন্ন হয়ে যায় এতেও পূর্ণ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ।

¿ জায়েফার দিয়াতঃ

জায়েফাঃ ইহা হচ্ছে জখম যদি পেট, পিঠ, বক্ষ ও কণ্ঠনালীর গভীরে পৌঁছে যায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে।

সমস্ত শরীরের কোথাও যদি জখম হয় এবং তা গভীরে পৌঁছে যায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে। আর যদি গভীরে না পৌঁছে তাহলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে।

৩. তৃতীয় প্রকারঃ হাড়ের রক্তপণঃ

হাড় ভাংলে নিম্নের নিয়মে দিয়াত ওয়াজিব হবেঃ

১. পাঁজর ভেঙ্গে যাওয়ার পর তা ব্যাণ্ডেজ-প্লাস্টার করে ঠিক হয়ে গেলে একটি উট রক্তপণ দিতে হবে।
২. কাঁধের সাথে সম্পৃক্ত বুকের একটি হাড় ভেঙ্গে গেলে তা ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক হলে একটি উট। আর দু'টি হাড় হলে দুটি উট রক্তপণ দিতে হবে।
৩. হাত, বাহু, ঊরু, পায়ের নলা যদি ভাঙ্গার পর ব্যাণ্ডেজ-প্লাস্টার করে ঠিক হলে দু'টি উট।

৪. উল্লেখিত হাড়গুলো ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক না হলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে। আর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেলে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঠিক করা সম্ভব না হলে পূর্ণ ব্যক্তির রক্তপণ দিতে হবে।

যদি আক্রমনাক্ত ব্যক্তি অপরাধীর নিকট দিয়াতের বদলায় চিকিৎসা চায়, তাহলে ইহা তার হক হবে না। বরং শরিয়ত কর্তৃক দিয়াত তাকে দেওয়া হবে। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক এবং সে তার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানে সন্তুষ্টি থাকা ওয়াজিব।

পূর্বোল্লেখিত বিধানসমূহের দলিল হল:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيه الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ: .... وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مائَةً منْ الْإِبلِ، وَفِي الْأَنْف إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَة نِصْفُ الدِّيَة، وَفِي الْمَأْمُومَة ثُلُثُ الدِّيَة، وَفِي الْجَائفَة ثُلُثُ الدِّيَة، وَفِي الْمُنَقِّلَة خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ منْ أَصَابِعِ الْيَد وَالرِّجْلِ عَشْرٌ منْ الْإِبلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ منْ الْإِبلِ، وَفِي الْمُوضحَة خَمْسٌ منْ الْإِبلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَة، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ». أخرجه النسائ والدارمي.

নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ইয়ামান বাসীদের জন্য লিখিতভাবে এক ফরমান জারি করেন যাতে ফরজ, সুন্নাত ও রক্তপণের বিবরণ ছিল------। কোন ব্যক্তির রক্তপণ হল: একশত উট, সম্পূর্ণ নাক কেটে ফেললে পূর্ণ রক্তপণ, অনুরূপ জিহবা, দুই ঠোঁট, অণ্ডকোসের দুই বিচি, লিঙ্গ, মেরুদণ্ড, দুই চক্ষু ইত্যাদিতে পূর্ণ রক্তপণ, একটি পায়ে অর্ধেক রক্তপণ, মাথার জখমে মস্তিস্ক বা মগজের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছলে এবং পেট, পিঠ, বুক ও কণ্ঠনালীর গভীরে পর্যন্ত জখম হলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ, শরীরের গোশত ভেদ হয়ে হাড় ভেঙ্গে বের হয়ে আসলে পনেরটি উট রক্তপণ, হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলে দশটি উট,

দাঁতে এবং মাংস ভেদ হয়ে হাড় বের হয়ে গেলে এতে পাঁচটি উট, মহিলাকে কোন পুরুষ হত্যা করলে তাকেও কেসাস হিসাবে হত্যা করা হবে। আর স্বর্ণের মালিকের নিকট এক হাজার দিনার নেয়া হবে।”[১]

[১].হাদীনটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৪৮৫৩, দারেমী হাঃ নং ২২৭৭ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ ২২১২

২- সাজা-দণ্ডবিধির অধ্যায়

এর মধ্যে রয়েছেঃ

১-সাজা-দণ্ডবিধির আহকাম

২-সাজা-দণ্ডবিধির প্রকারঃ

১. জেনা-ব্যভিচারের সাজা
২. জেনার অপবাদের সাজা
৩. চুরি করার সাজা
৪. রাহাজানি-ডাকাতি-ছিনতাই ইত্যাদির সাজা
৫. বিদ্রোহীদের সাজা
(সাধারণ শাস্তি, ধর্মত্যাগ, হলফ-সপথ, নজর-মান্নত)

قال الله تعالى :

] وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ´

µ ¶ ¸ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ

ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

﴿٥٠﴾ Z المائدة: ٤٩ - ٥٠

আল্লাহর বাণীঃ

“আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পরস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন–যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনহর কিছু শাস্তি দেতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহেলিয়াত আমলে ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? [সূরা মায়েদা:৪৯-৫০]

দণ্ড-সাজা অধ্যায়

১- দণ্ডবিধির আহকাম

¿ "হদূদ" শব্দটি "হাদ্দ"এর বহুবচন যার অর্থ দণ্ড বা সাজাসমূহ। ইসলামে দণ্ড-সাজা বলা হয়: আল্লাহ তা'য়ালার আদেশের নাফরমানি করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি।

¿ **দণ্ডবিধির প্রকারসমূহ:**
দণ্ডবিধ দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: ঐ সকল দণ্ডবিধি যারা এর মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য এর মধ্যে কম-বেশি করা নিষেধ। অথবা এ ছাড়া অন্য কিছুর আনুগত্য করা যাবে না। আর এগুলোই হচ্ছে ওয়াজিব ও ফরজ বিধানসমূহ; যার নির্দেশ আল্লাহ তা'য়ালা করেছেন। এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

] تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴿٢٢٩﴾ Z البقرة: ٢٢٩

"এগুলো আল্লাহর দণ্ডবিধি। অতএব, এগুলোর সীমা লঙ্ঘন করো না।" [সূরা বাকারা:২২৯]

দ্বিতীয় প্রকার: ঐ সকল দণ্ডবিধি যারা এর বাইরে আছে, তাদের জন্য এর ভিতরে প্রবেশ করা নিষেধ। আর এগুলো হচ্ছে কবিরা পাপসমূহ ও হারাম জিনিস। যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[البقرة:١٨٧](j ׀ a ` _ ^])

"এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না।" [সূরা বাকারা:১৮৭]

¿ **দণ্ডবিধির সংখ্যা:**
ইসলামে দণ্ডবিধি পাঁচটি যথা:

১. জেনা-ব্যভিচারের সাজা।
২. সতী-সাধ্বী মহিলা বা সৎ-সাধু পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের সাজা।
৩. চুরি করার সাজা।
৪. রাহাজানি-ছিনতাই-ডাকাতি ইত্যাদির সাজা।

৫. বিদ্রোহীদের সাজা।

এ সকল অপরাধের প্রতিটির জন্য রয়েছে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(j i h g f e d c a ` _ ^])

[البقرة:١٨٧]

"এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।" [সূরা বাকারা:১৮৭]

¿ দণ্ডবিধি-সাজা জারিকরণের হিকমত:

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এবাদত ও আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ করেছেন। তিনি যা আদেশ করেছেন তা করতে এবং যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ করেছেন। আর তাঁর বান্দাদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন দণ্ডবিধি আরোপ করেছেন। যারা এগুলো পালন করবে তাদের জন্য জান্নাত এবং যারা অমান্য করবে তাদের জন্য জাহান্নামের অঙ্গিকার করেছেন।

সুতরাং, মানুষের প্রবৃত্তি যখন অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং পাপে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ তার জন্য তওবা ও ক্ষমার দরজা উম্মুক্ত করে দেন। কিন্তু যখন প্রবৃত্তি আল্লাহর নাফরমানি করতেই থাকে এবং ফিরে আসতে অস্বীকার করে বরং আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমানার মাঝে ঢুকে পড়ে এবং তাঁর সীমা-রেখা অতিক্রম করে। যেমন: মানুষের সম্পদ ও ইজ্জতের উপর চড়াও করা। এমতাবস্থায় আল্লাহর দণ্ড ও সাজা বাস্তবায়ন করে তার নফ্সের অবাধ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও বাধা দেয়া একান্তভাবে জরুরি। যাতে করে উম্মতের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত হয়। আর প্রতিটি দণ্ডবিধি আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ এবং সবার প্রতি নেয়ামত।

X W U T S R Q P O N M L K [

المائدة: ٣ Z c b a ` _] \ [Z Y

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।" [সূরা মায়েদা:৩]

¿ পাঁচটি জরুরি জিনিসের সংরক্ষণ:

মানুষের জীবন পাঁচটি জরুরি (দ্বীন, জীবন, সম্পদ, বিবেক ও সম্মান) জিনিসকে হেফাজত করার উপর নির্ভরশীল। দণ্ড-সাজা বাস্তবায়নে ঐ জরুরি বিষয়গুলোর হেফাজত ও প্রতিরক্ষা হয়।

অতএব, কেসাস দ্বারা জীবনের হেফাজত, চুরির সাজা বাস্তবায়নে সম্পদের হেফাজত, ব্যভিচার ও অপবাদের দণ্ডদানে ইজ্জত-সম্মানের রক্ষা, মদ পানের সাজায় বিবেকের হেফাজত, বিদ্রোহের দণ্ডবিধি দ্বারা নিরাপত্তা ও সম্পদ এবং জীবন ও সম্মানের হেফাজত। আর সকল দণ্ডবিধি প্রয়োগে হয় দ্বীনের রক্ষা।

*) (' & % $ # " ! [

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

الحديد: ٢٥ Z ? > = < ; : 9

"আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাজিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" [সূরা হাদীদ:২৫]

¿ দণ্ড-সাজার ফিকাহ-সূক্ষ্ম বুঝঃ

শরিয়তের দণ্ড-সাজাসমূহ পাপ করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি। শরিয়তে পাপ ছাড়া কোন শাস্তি নেই। তাই ওয়াজিব বা জায়েজ কাজ ত্যাগ করলে কোন শাস্তি নেই। আর ওয়াজিব ত্যাগ করা হারাম কাজ করা শামিল। কিন্তু তাতে কোন শাস্তি নেই। হ্যাঁ, যদি মুরদাত হয়ে যায় তাহলে তাতে হত্যা রয়েছে। মুরদাত হলে হত্যা ও স্বেচ্ছায় হত্যা করলে কেসাস এ দু'টি দণ্ড-সাজার অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ দণ্ড-সাজা আল্লাহর হক যা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কোন ক্রমেই বাদ পড়বে না যদিও কর্তা তওবা করুক না কেন। আর কেসাস মাফ করার মাধ্যমে বাদ পড়ে যায়; কারণ ইহা মানুষের হক, সে চাইলে বাদ করতে পারে। আর মুরদাত তথা ধর্ম ত্যাগের হত্যা সে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসলে বাদ পড়ে যায়।

¿ দণ্ড-সাজা কায়েম করার সূক্ষ্ম বুঝঃ

দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহ পাপ থেকে ধমকি ও তিরস্কার এবং সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পরিপূরক ও সংশোধন। তাকে তার পাপ ও অপরাধ থেকে পবিত্র করে। আর অন্যদের ঐ কাজে লিপ্ত না হওয়ার জন্য হুমকি ও ভয়-ভীতি এবং আতঙ্ক সৃষ্টিকারী।

¿ আল্লাহ কর্তৃক শরিয়তের দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহঃ

ইহা হলো আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ যা সম্পাদন ও লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। যেমনঃ ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি। আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ যা তিনি নির্দিষ্ট ও সীমিত করেছেন। যেমনঃ উত্তরাধিকারের বিধিমালা। আর আল্লাহর হারামকৃত বস্তু হতে হুমকি ও বিরতকারী নির্দিষ্ট সাজাসমূহ। যেমনঃ ব্যভিচার ও অপবাদের সাজা এবং অনুরূপ আরো যা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলোর মাঝে কম-বেশি করা নাজায়েজ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[p q r s t u v w y z | } ~ ٱلۡعِقَابِ ۝٧ Z الحشر: ٧

"তোমাদেরকে রসূল যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা হাশর:৭]

¿ কেসাস ও হুদূদের মধ্যে পার্থক্য:

কেসাসে হক আদায় বা মাফ করার ব্যাপারটা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে বেঁচে থাকলে সে নিজেই। আর তারা যা চাইবে তার বাস্তবায়নকারী হলেন রাষ্ট্রপতি। আর হুদূদ তথা দণ্ডবিধির ব্যাপারটা হলো রাষ্ট্রপতির হাতে। সুতরাং, বিষয়টা তাঁর নিকটে পৌঁছার পর রহিত করা জায়েজ নয়। অনুরূপ কেসাসের অপরাধ মাফ করে তার পরিবর্তে দিয়াত নেওয়া বা সম্পূর্ণ ক্ষমা করাও জায়েজ আছে। কিন্তু দণ্ডবিধিতে কোন বদলী বা বদলী ছাড়া কোনভাবেই মাফ করা এবং শুপারিশ করা জায়েজ নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي © لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۝١٧٩ Z البقرة: ١٧٩

"হে বিবেকবানরা! তোমাদের জন্যে কেসাসে রয়েছে জীবন; যাতে করে তোমরা ধর্মভীরু হতে পারে।" [সূরা বাকারা:১৭৯]

¿ কার উপরে দণ্ড-সাজা কায়েম করা যাবে:

সাবালক, বিবেকবান, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদনকারী, স্মরণকারী, হারাম বিষয়ে অবগত ও মুসলিম ও যিম্মী এমন ইসলামের হুকুম পালনকারী ছাড়া অন্যের উপর সাজা বাস্তবায়ন করা যাবে না।

১. আল্লাহর বাণী:

وَلَمَّا نَـزَلَتْ:] ¶ ¸ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا à Z قَالَ اللهُ تَعَالَى: «قَدْ فَعَلْتُ ». أخرجه مسلم.

“হে আমাদের প্রতিপালক আমরা যা ভুলে যায় বা ভুল-ক'রে করি সে ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও কর না।” [সূরা বাকারা: ২৮৬] যখন এ আয়াত নাজিল হয় তখন আল্লাহ [ﷻ] বলেন: “নিশ্চয়ই তা করেছি।”[১]

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَـةٍ :عَـنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِـلَ». أخرجه أحمد وأبو داود.

১. আলী [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“তিনজনের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ ঘুম থেকে না উঠে। নাবালক বাচ্চারা যতক্ষণ সাবালক না হয়। আর পাগল-উম্মাদ যতক্ষণ বিবেকবান না হয়।”[২]

¿ সাজা বাস্তবায়ন করতে দেরী করার বিধান:

প্রমাণিত হলে জলদি করে সাজা বাস্তবায়ন করা ফরজ। আর যদি এমন কোন প্রতিবন্ধকতা সামনে আসে যার মাঝে ইসলামের উপকার নিহিত রয়েছে, তাহলে সাজা প্রদানে দেরী করা জায়েজ আছে। যেমন: যুদ্ধ ও রোগ। অথবা অপরাধীর সঙ্গে আছে এমন জিনিস যেমন: গর্ভবতী ও দুগ্ধপায়ী বাচ্চা ইত্যাদি।

¿ দণ্ড-সাজা কে কায়েম করবেন:

দণ্ড বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিবেন মুসলিমদের রাষ্ট্রপতি অথবা তিনি যাকে দায়িত্ব দিবেন তিনি। মানুষের সমাবেশ হয় এমন কোন স্থানে মুমিনদের একটি দলের উপস্থিতিতে সাজা দিতে হবে। কোন মসজিদে সাজা দেয়া চলবে না।

---

[১] .মুসলিম হাঃ নং ১২৬

[২] .হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৯৪০, ইরওয়াউল গালীল দ্রষ্টব্য হাঃ নং ২৯৭ আবু দাঊদ হাঃ নং ৪৪০৩ শব্দ তারই

¿ মক্কার সীমানার ভিতরে সাজা কায়েম করার বিধানঃ

মক্কার হারামে কেসাস ও সাজা কায়েম করা জায়েজ। সেখানে কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া যাবে না। অতএব, যার উপর আল্লাহ তা'য়ালার কোন দণ্ড-সাজা ফরজ হবে। যেমন : চাবুক মারা কিংবা জেলে আবদ্ধ রাখা বা হত্যা করা। মক্কার হারামে বা অন্য যে কোন স্থানে হোক না কেন তা তার উপর কায়েম করতে হবে।

¿ সাজার চাবুক মারার পদ্ধতিঃ

চাবুক না নতুন আর না পুরাতন বরং মধ্যম ধরনের চাবুক দ্বারা চাবুক মারতে হবে। চাবুক মারার সময় কাপড় খুলে নেওয়া যাবে না। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারতে হবে। আর মুখমণ্ডল, মাথা, লজ্জাস্থান ও সামনে মারবে না। মহিলাদের চাবুক মারার সময় কাপড় ভাল করে বেঁধে নিতে হবে।

¿ একাধিক সাজা একত্রে হলে তার বিধানঃ

যদি আল্লাহর একই ধরণের সাজা একজনের উপর একত্রিত হয়। যেমনঃ একাধিক বার ব্যভিচার বা চুরি করেছে তাহলে শুধুমাত্র একবার শাস্তি দিতে হবে। আর যদি বিভিন্ন ধরণের সাজা হয়। যেমনঃ বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার, চুরি ও মদ পান তাহলে হালকা হতে শুরু করতে হবে। প্রথমে মদ পানের তারপরে ব্যভিচারের এবং শেষে চুরির হাত কাটা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

U T S R Q P O N M L K [

النحل: ٩٠ Z \ [Z Y W V

"নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, এহসান ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করতে আদেশ করেন এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, গর্হিত কাজ ও সীমা লঙ্ঘন করা থেকে। তিনি নসিহত করেন যাতে করে তোমরা স্মরণ কর।"

[সূরা নাহলঃ৯০]

¿ সবচেয়ে কঠিন সাজার চাবুক:

আল্লাহর দণ্ডবিধির সবচেয়ে শক্ত হলো ব্যভিচারের চাবুক। অত:পর অপবাদের এরপর মদ পানের।

¿ যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট সাজা স্বীকার করবে তার বিধান:

যদি কোন ব্যক্তি নিজের সাজার কথা রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীকার করে আর বর্ণনা না দেয় তাহলে তার দোষ ঢেকে রাখতে হবে এবং সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা যাবে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ، قَالَ:« أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ » قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ:« فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]-এর নিকটে ছিলাম এমন সময় একজন মানুষ এসে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি সাজার কাজ করে ফেলেছি। অতএব, আমার প্রতি তা কায়েম করুন। আনাস (রা:) বলেন: তিনি [ﷺ] সে ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। সালাতের সময় হলে লোকটি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে সালাত আদায় করল। নবী [ﷺ] যখন সালাম শেষ করলেন তখন লোকটি তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি সাজার কাজ করেছি। সুতরাং, আমার উপর আল্লাহর কিতাবের সাজা কায়েম করুন। নবী [ﷺ] বললেন: তুমি আমাদের সাথে সালাত আদায় করনি? লোকটি বলল হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমার পাপকে অথবা বলেন: তোমার সাজাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ ৬৮২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ২৭৬৪

¿ নিজের ও অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার ফজিলত:

মোস্তাহাব (উত্তম) হলো যে ব্যক্তি পাপ করবে তা গোপন রেখে আল্লাহর নিকট তওবা করা। আর যদি কেউ পাপ ক'রে তা প্রকাশ না করে তাহলে তার পাপ জানার পরে তা গোপন রাখা মোস্তাহাব। কারণ এর দ্বারা উম্মতের মাঝে অশ্লীল কাজ প্রচার ও বিস্তার হবে না।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿١٩﴾ Z النور: ١٩

"নিশ্চয় যারা মুমিনদের মাঝে জেনার প্রসার-প্রচার হওয়া পছন্দ করে তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন ও তোমরা জান না।" [সূরা নূর:১৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "পাপ করে প্রকাশকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলকে মাফ করা হবে। প্রকাশের মধ্যে যেমন:একজন রাত্রের অন্ধকারে কোন পাপ করে। অত:পর প্রভাত করে আল্লাহ তার পাপকে গোপন রাখা অবস্থায়। কিন্তু সে বলে বেড়ায়: হে অমুক! আমি গতকাল রাত্রে এমন এমন কাজ করেছি। অথচ তার প্রতিপালক পাপকে গোপন রেখে তাকে রাত্রি যাপন করিয়েছেন। আর সে তার থেকে আল্লাহর পর্দাকে উম্মোচন করে প্রভাত ক'রে।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ ৬০৬৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ ২৯৯০

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمنٍ كُرْبَةً منْ كُرَب الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً منْ كُرَب يَوْم الْقيَامَة، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْه في الدُّنْيَا وَالْآخرَة، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًا سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالْآخرَة، وَاللَّهُ في عَوْن الْعَبْد مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْن أَخيه ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার কোন মসিবত দূর করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার কিয়ামতের দিনের মসিবত দূর করবেন। আর যে কোন ঋণ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির উপর সহজ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর দুনিয়া-আখেরাতে সহজ করবেন। আর যে কোন মুসলিম ব্যক্তির দোষ-ক্রটি গোপন রাখবে আল্লাহ তা'য়ালা তার দুনিয়া-আখেরাতে গোপন রাখবেন। আল্লাহ বান্দার ততক্ষণ সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা ভাইয়ের সাহায্য করে।"[১]

¿ দণ্ড-সাজার ব্যাপারে সুপারিশের বিধান:

নিকটের ও দূরের এবং ভদ্র ও ইতর সকলের উপর সাজা বাস্তবায়ন করা ফরজ। যখন কোন সাজার ব্যাপার রাষ্ট্রপতির নিকট পৌঁছে যাবে তখন তা রহিত করার জন্য সুপারিশ করা অথবা তা বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা করা হারাম। আর রাষ্ট্রপতির জন্য কোন প্রকার সুপারিশ গ্রহণ করাও হারাম। তাঁর নিকটে যখন কোন সাজার ব্যাপার আসবে তখন তা কায়েম করা তাঁর প্রতি ফরজ। আর অপরাধীর নিকট থেকে কোন প্রকার ঘুষ নিয়ে তার দণ্ড রহিত করা হারাম।

আর যে ব্যভিচারী বা চোর কিংবা মদ্যপায়ী ইত্যাদির নিকট থেকে কোন প্রকার টাকা-পয়সা নিয়ে আল্লাহর দণ্ডবিধি রহিত করবে সে জঘন্য দু'টি বিপর্যয় একত্র করবে। একটি হলো: দণ্ডবিধি রহিতকরণ আর

---

[১] .মুসলিম হাঃ নং ১৬৯৯

অপরটি হচ্ছে ঘুষ ভক্ষণ এবং একটি ফরজকে ত্যাগ ও হারাম কাজের প্রদর্শন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ à لَهُمْ â شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ç è Z ص: ٢٦

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।" [সূরা স্ব-দ:২৬]

عَنْ عَائشَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُوميَّةُ الَّتـي سَـرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرئُ عَلَيْه إِلَّا أُسَـامَةُ بْنُ زَيْد حبُّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ في حَدٍّ منْ حُدُود اللَّه ؟» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ:« يَا أَيُّهَـا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّريفُ تَرَكُـوهُ، وَإِذَا سَـرَقَ الضَّعيفُ فيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». متفق عليه.

২. আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত কুরাইশদেরকে মাখযূমী গোত্রের মহিলার চুরির ব্যাপাটা চিন্তিত করে ফেলে। ফলে তারা বলে: কে এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে কথা বলবে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর প্রিয় উসামা বিন জায়েদ [رضي الله عنه] ছাড়া আর কেউ সাহস রাখে না। উসামা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সথে কথা বললে, তিনি বলেন:"তুমি আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি ব্যাপারে সুপারিশ করছ?" অত:পর তিনি [ﷺ] দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদান করে বলেন: "হে মানুষ সকল! তোমাদের পূর্বের জাতিরা ধ্বংস

হয়েছে তার কারণ; যদি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তার প্রতি তারা সাজা বাস্তবায়ন করত। আল্লাহর শপথ! যদি ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মদও চুরি করত তাহলে মুহাম্মদ তার হাত কর্তন করত।"[১]

¿ হত্যাকৃত ব্যক্তির জানাজা নামাজের বিধান:

কেসাস তথা হত্যার বদলে হত্য অথবা কোন সাজা কিংবা শাস্তি প্রদান করে হত্যাকৃত ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় তাহলে তাকে গোসল দিয়ে তার নামাজে জানাজা আদায় করতে হবে। আর মুসলমানদের কবরস্থানে সমাধি করতে হবে। আর মুরতাদ তথা দ্বীনত্যাগী কাফেরকে গোসল ও তার জানাজার নামাজ এবং মুসলমানদের কবরাস্থনে দাফন কোনটাই চলবে না। তার জন্য একটি গর্ত করে সেখানে কাফেরদের ন্যায় পুঁতে দিতে হবে।

¿ দণ্ড-সাজা কায়েম করার বিধান:

আল্লাহ ও তাঁর রসূল কর্তৃক দণ্ডবিধি কায়েম করা ফরজ। অপরাধসমূহের সমাপ্তি ঘটানো ও সমাজকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর একটিই মাত্র উপায় তা হলো: অপরাধীদের উপর আল্লাহর শরিয়তের দণ্ড-সাজাসমূহের বাস্তবায়ন। আর অপরাধীদের থেকে আর্থিক জরিমানা গ্রহণ অথবা জেলখানায় আবদ্ধ রাখা কিংবা অনুরূপ মানব রচিত বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা নিশ্চয় জুলুম, ধ্বংস ও অনিষ্টতার বৃদ্ধি ছাড়া আর কি?

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ ´ µ ¶ ¸ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ Z المائدة: ٤٩

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৭৮৮ শব্দ তারই , মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৮

"আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পরস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন–যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দেতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহেলিয়াত আমলে ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? [সূরা মায়েদা:৪৯-৫০]

¿ অমুসলিমদের প্রতি দণ্ডবিধি কায়েম করার বিধান:

নিরপরাধ ব্যক্তিরা হলো চারজন: মুসলিম, যিম্মী, নিরাপত্তাধারী ও সন্ধিকৃত ব্যক্তি।

আর ইসলামের বিধান মানতে যারা বাধ্য তারা হলো দুই প্রকার:

মুসলিম ও যিম্মী। যিম্মী ব্যক্তি ইসলামের বিধানসমূহ মানতে বাধ্য। কিন্তু তাকে এবাদত করার ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। আর যে বিষয়ে সে হারাম আকিদা রাখে শুধু সে ব্যাপারে তার প্রতি দণ্ড-সাজা কায়েম করা যাবে যেমন জেনা।

জেনা প্রতিটি শরিয়তেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যদি যিম্মী ব্যক্তি তার অনুরূপ মহিলার সাথে জেনা করে তাহলে তার প্রতি সাজা কায়েম করা হবে; কারণ জেনায় দু'টি কারণ রয়েছে: অনুরূপ কাজে দ্বিতীয়বার যেন পতিত না হয় এবং গোনাহ্ মাফ। যদি সে মাফযোগ্য না হয় কারণ সে কাফের তাহলে দ্বিতীয় কারণে তার প্রতি সাজা কায়েম করা হবে আর তা হলো:অনুরূপ কাজে যেন আবার লিপ্ত না হয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ .متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [রাঃ] থেকে বর্ণিত। ইহুদিরা তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যারা জেনা করেছিল নবী [ﷺ]-এর নিকট নিয়ে আসে। তখন তিনি [ﷺ] তাদের দুইজনকে রজম করার নির্দেশ করেন। অত:পর

তাদেরকে মসজিদের জানাজার নামাজ পড়ার স্থানের নিকটে রজম করা হয়।”[১]

¿ যে অজ্ঞতায় সাজা কায়েম করা নিষেধঃ

এ ব্যাপারে অজ্ঞতার অজুহাত অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু কাজটি হারাম কি না সে ব্যাপারে অজ্ঞতা কৈফিয়ত যোগ্য। অতএব, যার জেনা হারাম এ জ্ঞান আছে কিন্তু তার সাজা রজম বা চাবুক জানে না তার এ অজ্ঞতার অজুহাত চলবে না। বরং তার উপর সাজা কায়েম করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] لَا يُكَلِّفُ © نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ¶ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Z à البقرة: ٢٨٦

“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আর আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! আর আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।” সূরা বাকারা:২৮৬]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৩২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম ১৬৯৯

২-দণ্ড-সাজার প্রকার

১- ব্যভিচারের দণ্ড-সাজা

¿ **জেনা-ব্যভিচার:** অবৈধ নারীর স্ত্রীলিঙ্গে মিলন করা এমন অশ্লীল কাজকে জেনা-ব্যভিচার বলে।

¿ **জেনার বিধান:**

জেনা করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। ইহা একটি বিরাট অপরাধ। আর আল্লাহর সঙ্গে শিরক ও নিরপরাধী কোন ব্যক্তিকে হত্যার পরের স্তরের কবিরা গুনাহ। এর ঘৃণ্যতা ও নোংরাপনার বিভিন্নরূপ রয়েছে। বিবাহিত নারীর সঙ্গে জেনা, মুহাররামাতের (যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম) সঙ্গে জেনা এবং পড়শীর স্ত্রীর সাথে জেনা সবচেয়ে জঘন্য জেনা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Y X W U T S R Q P O N M L K J I H [

Z] Z النور: ٣

"ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারীণী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।" [সূরা নূর:৩]

عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَحلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল তাকে তিনটি অবস্থা ব্যতিরেকে

হত্যা করা বৈধ নয়। বিবাহিত ব্যভিচারী, হত্যার বদলে হত্যা এবং মুরদাত মুসলমানদের জামাত ত্যাগী।”[১]

¿ জেনার ক্ষতি:

জেনার সর্বনাশা সবচেয়ে বড় সর্বনাশ। ইহা দুনিয়াতে বংশকুল ও লজ্জাস্থান এবং ইজ্জত-সম্মান হেফাজতের যে নীতিমালা রয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। জেনায় সর্বপ্রকার অনিষ্ট কেন্দ্রিভূত হয়। এর দ্বারা বান্দার জন্য সমস্ত পাপের দরজাগুলো খুলে যায়। এ ছাড়া জন্ম নেয় বহুবিধ মানসিক ও দৈহিক রোগ-বালা। আর বানায় অভাব ও অনটনের উত্তরাধিকারী। ব্যভিচারীরা মানুষের নিকট ঘৃণিত ও অসম্মানিত বলে বিবেচিত হয়। ব্যভিচারীর চেহারায় ফুটে উটে ফেসাদের চিহ্ন এবং হয়ে পড়ে মানুষ সমাজ থেকে নি:সঙ্গ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

٣٢ :الإسراء Z c b a ` _ ^ | \ [Z [

“আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও এবং মন্দ পথ।” [সূরা বনি ইসরাঈল:৩২]

¿ জেনা-ব্যভিচার থেকে বাঁচার উপায়:

যৌন চাহিদা পূরণ ও বংশকুল হেফাজতের জন্য ইসলাম শর'য়ী বিবাহ ব্যবস্থাপনা করেছে যা নিরাপদের এক অনুপম নীতিমালা। ইসলাম এ শর'য়ী পথ ছাড়া অন্য কোন কর্ম-কাণ্ড নিষেধ করত: পর্দা, চক্ষুকে সংযত করার নির্দেশ করেছে। আর মহিলাদেরকে তাদের পায়ের অলংকারাদির ঝঙ্কার ও বেপর্দায় চলতে নিষেধ করেছে। আরো নিষেধ করেছে অবাধ মেলামেশা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং বেগানা পুরুষের সাথে একাকী মিলতে ও করমর্দন করতে। অনুরূপ বারণ করেছে মাহরাম পুরুষ ব্যতিরেকে ভ্রমণ করতে। এ সমস্ত শুধুমাত্র যাতে করে নারী-পুরুষ জেনার মত্য জঘন্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয়।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৮৭৮ মুসলিম হা: নং ১৬৭৬ শব্দ তারই

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] \ [Z X W V T S R Q P O N [

^ _ Z النور: ٣٠

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে।" [সূরা নূর:৩০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন

z y w v u t s r q p o n m [

{ | } ~ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ Z الأحزاب: ٥٩

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আহজাব:৫৯]

¿ জেনার প্রকার:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« كُتِبَ عَلَى ابْــنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَان زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَان زِنَاهُمَــا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَــا الْخُطَــا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [রাঃ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:" বনি আদমের উপর তার জেনার অংশ লিখা হয়েছে যা সে অবশ্যই পাবে। অতএব, দু'চোখের জেনা হলো দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। দু'কানের জেনা হলো শ্রবণ করা। জিভের জেনা হচ্ছে কথা বলা। হাতের জেনা হলো ধরা। পায়ের জেনা হলো সে কাজের জন্য চলা।

অন্তরের জেনা হলো সে দিকে ঝোঁকা ও আশা-আকাংখা করা। এরপর লজ্জাস্থান জেনাকে বাস্তবায়ন করে অথবা করে না।" [১]

¿ দুনিয়াতে জেনার শাস্তি:

জেনাকারী বিবাহিত বা অবিবাহিত হতে পারে।

'মুহসিন' ও 'সাইয়েব' ঐ ব্যক্তিকে বলে যে সঠিক বিবাহ বন্ধন দ্বারা তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয় স্বাধীন ও শরিয়তের মুকাল্লাফ তথা আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে। আর 'বিক্‌র' বলা হয় এর বিপরীত কুমারী নারীকে–যার সাথে বৈধ মিলন ঘটেনি।

১. বিবাহিত নারী-পুরুষ হলে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা, চাই সে মুসলিম হোক বা কাফের হোক।

২. আর অবিবাহিত নারী-পুরুষ হলে ১০০ চাবুক এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। যদি দাস-দাসী হয় তাহলে ৫০ চাবুক। আর নারী হোক বা পুরুষ তাদের জন্য নির্বাসন নেই।

যদি এমন কোন মহিলা (যার স্বামী নাই বা দাসী যার মালিক নাই) গর্ভবতী হয় এবং কোন প্রকার সংশয় না থাকে বা জোরপূর্বক না হয় তাহলে তাকে সাজা দিতে হবে। যদি কেউ কোন মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক জেনা করে তাহলে তার শাস্তি হবে আর মহিলার উপর কোন শাস্তি বর্তাবে না; কারণ সে অক্ষম ও অপারগ।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

= < ; : 9 8 7 6 5 4 2 1 0 / . - , +)

.[النور/٢] (G F E D C B @ ? >

"ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর–করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মুসলমানদের একটি দল যেন

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৬২৪৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৫৭ শব্দ তারই

তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" [সূরা নূর:২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺفَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ .متفق عليه.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে জেনা করেছে স্বীকার করে নিজের উপর চারটি সাক্ষ দেয়। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাকে রজম করা হয়। আর সে বিবাহিত ছিল।"[১]

¿ আখেরাতে জেনার শাস্তি:

জেনার কঠিন শাস্তি রয়েছে। দুনিয়াতে বিবাহিত হলে রজম করে মেরে ফেলতে হবে। আর অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত ও নির্বাসন। আর তওবা না করলে আখেরাতে কঠিন শাস্তি রয়েছে। জেনাকারী নারী-পুরুষদেরকে জাহান্নামের আগুনে একটি চুরাল মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় জমায়েত করা হবে এবং তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . - , + *) (' & %$ # " ! [

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 1

L K J I H G F E D C B A @

الفرقان: ٦٨ - ٧٠ Z S R Q P O M

"আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে ৰেং

[১]. বুখারী হা: নং ৬৮১৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৯১

সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা ফুরকান:৬৮-৭০]

¿ জেনার সাজার শর্তাবলী:

জেনার সাজা প্রদানের জন্য তিনটি শর্ত:

১. জীবিত মহিলার লজ্জাস্থানে পুরুষাংগের আসল মাথা প্রবেশ করানো।

২. কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ না থাকা। তাই যদি কেউ নিজের স্ত্রী ধারণা করে কারো সঙ্গে সহবাস করে বসে তার উপর সাজা নেই।

৩. জেনা সাব্যস্ত হওয়া। ইহা দুইভাবে হতে পারে:

(ক) স্বীকারোক্তির দ্বারা: বিবেকবান ব্যক্তির একবার এবং দুর্বল বিবেক এমন ব্যক্তির জন্য চারবার স্বীকারোক্তি হতে হবে। আর দু'জনের ব্যাপারেই সঙ্গমের হকিকত সুস্পষ্ট হতে হবে এবং সাজা বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত তার স্বীকারের উপর অটল থাকতে হবে।

(খ) সাক্ষী দ্বারা: চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিমের এ ব্যাপারে সাক্ষী দ্বারা সাজা প্রদান করা যাবে।

¿ কার উপর জেনার সাজা কায়েম করা হবে:

১. মুসলিম হোক বা কাফের তার উপর জেনার সাজা কায়েম করতে হবে। কারণ এ দণ্ড জেনা করার জন্য তাই কাফেরের উপরেও ফরজ যেমন ফরজ কেসাসে হত্যা ও চুরিতে হাত কাটা।

২. যদি বিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত নারীর সঙ্গে জেনা করে তাহলে প্রত্যেকের আপন আপন সাজা তথা বিবাহিতর জন্য রজম আর অবিবাহিতর জন্য চাবুক ও নির্বাসন।

৩. যদি স্বাধীন ব্যক্তি দাসীর সঙ্গে কিংবা এর বিপরীত কোন স্বাধীন নারী দাসের সঙ্গে জেনা করে তাহলে প্রত্যেকের বিধান মোতাবেক সাজা হবে।

৪. ব্যভিচারীর উপর সাজা কায়েম করা হবে যদি সে মুকাল্লাফ (শরীয়তের আজ্ঞাবহ) হয় এবং স্বেচ্ছায় ও হারাম জেনে ক'রে। আর বিচারপতির নিকটে স্বীকার করে অথবা সাক্ষী প্রমাণ এবং সংশয় মুক্ত হয়।

নারী হোক বা পুরুষ হোক রজম করার সময় গর্ত খনন করা লাগবে না। কিন্তু মহিলার উপর কাপড় শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে করে উলঙ্গ না হয়ে যায়।

যে কোন মহিলা জেনার দ্বারা গর্ভবতী হলে অথবা নিজে স্বীকার করলে তাকে সর্বপ্রথম রজম করবেন রাষ্ট্রপতি। অত:পর সাধারণ মানুষরা। আর যদি চারজন সাক্ষী দ্বারা জেনা সাব্যস্ত হয়, তাহলে সাক্ষীরাই প্রথমে রজম করবে। অত:পর রাষ্ট্রপতি ও এরপর জন সাধারণরা।

¿ জেনার পরে স্বামী-স্ত্রীর বিধান:

কোন বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। অনুরূপ কোন বিবাহিতা নারী জেনা করলে তার স্বামী তার জন্য হারাম হবে না। কিন্তু তারা দু'জনেই জঘন্য পাপ সম্পাদন করেছে তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তওবা ও ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[Z [\ | ^ _ ` a b c Z الإسراء: ٣٢

"তোমরা জেনার নিকটেও যেও না; কারণ ইহা অশ্লীল ও মন্দ পথ।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৩২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ :« أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ:« وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ:« أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَجَارِكَ».متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন: "তুমি আল্লাহর সঙ্গে কোন শরিক করবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" সাহাবী বলেন: আমি তাঁকে

বললাম নিশ্চয় ইহা কঠিন ব্যাপার। আবার বললাম: এরপর কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন:"তোমার সন্তানকে হত্যা করা এ ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাবে।" সাহাবী বলেন: এরপর কোনটি? তিনি [ﷺ] বলেন:"তোমার পড়শীর স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করা।"[১]

¿ যে মুহাররামাত নারীর সঙ্গে জেনা করবে তার বিধান:

যে ব্যক্তি কোন মুহাররামাত (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) যেমন: আপন বোন, মেয়ে ও বাবার স্ত্রী ইত্যাদি-এর সঙ্গে হারাম জানা সত্বেও জেনা করবে তাকে হত্যা করা ফরজ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[Z [\ ] ^ _ ` a b c Z الإسراء: ٣٢

"তোমরা জেনার নিকটেও যেও না; কারণ ইহা অশ্লীল ও মন্দ পথ।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৩২]

عَنْ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ». أخرجه الترمذي والنسائي.

২. বারা ইবনে আজেব [রাঃ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার চাচাকে ঝাণ্ডা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বললাম: কোথায় চলেছেন? তিনি বললেন: আমাকে রসূলুল্লাহ [ﷺ] পাঠিয়েছেন ঐ মানুষের নিকট যে তার বাবার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি [ﷺ] আমাকে নির্দেশ করেছেন তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্যে এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্যে।" [২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৮১১ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৬ শব্দ তারই

[২].হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ ১৩৬২, নাসাঈ হাঃ ৩৩৩২ শব্দ তারই

¿ **সমকামিতা** (Sodomy):

পুরুষে পুরুষে জেনা করা অর্থাৎ মলদ্বারে অশ্লীল কাজ করা এবং নারী বাদ দিয়ে পুরুষ দ্বারা যথেষ্ট মনে করা।

¿ **সমকামিতার কদর্যতা:**

ইহা চরিত্র ও স্বভাব ধ্বংসী এক বিরাট অপরাধ। এর শাস্তি জেনার শাস্তির চেয়েও কঠিন; কারণ ইহার নিষিদ্ধতা বড় কঠোর। ইহা মারাত্মক এক ব্যতিক্রমধর্মী যৌনচর্চা যার ফলে জটিল মানসিক ও শারীরিক রোগের জন্ম নেয়। লূত [عليه السلام]-এর জাতি এ অপকর্ম করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে মেরেছেন। আর তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। এ ছাড়া কিয়ামতের দিন রয়েছে তাদের জন্য আগুন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ © ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾
´ µ ¶ ¸ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ Z
الأعراف: ٨٠ - ٨١

"এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় জাতিকে বলল: তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশত: পুরুষের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।"
[সূরা আ'রাফ: ৮০-৮৪]

২. আল্লাহর বাণী:

, + *) (' & % $ # " !)
.[هود/ ٨٢-٨٣] (7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

"অবশেষে যখন আমার হুকুম পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর–পাথর

বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়।” [সূরা হূদ:৮২-৮৩]

¿ সমকামিতার বিধান:

সমকামিতা হারাম। তার শাস্তি হলো বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক কর্তা ও কর্ম দু’জনকেই হত্যা করা। রাষ্ট্রপতি যেটা উপযুক্ত মনে করবেন তরবারি দ্বারা হত্যা অথবা প্রস্তর নিক্ষেপ করে রজম বা এর অনুরূপ অন্য কিছু। কারণ নবী [ﷺ] বলেছেন:

« مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

“তোমরা লূতের জাতির কর্ম করত: যাকে পাবে তার কর্তা ও কর্ম উভয়কে হত্যা করবে।”[১]

¿ মহিলাদের সমকামিতা (LESBIANISM):

এক মহিলা অপর মহিলার গুপ্তাঙ্গের সঙ্গে ঘর্ষণ করে বীর্যপাত ঘটানোকে আরবীতে ‘‘সিহাক” বলে। ইহা হারাম এবং এর জন্যে রয়েছে শাস্তি।

¿ হস্তমৈথুন করার বিধান:

হস্তমৈথুন বা অন্য কোনভাবে বীর্যপাত ঘটানো সম্পূর্ণভাবে হারাম। আর রোজা রাখা এর বিকল্প ব্যবস্থা।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা মানুষের জন্য হালাল সে সম্পর্কে বলেন:

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [

L K J I H G F E D C B A @ ? >

Z M المؤمنون: ٤ - ٧

“আর যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। তবে স্ত্রী এবং দাসীদের ব্যতিরেকে এ ব্যাপারে তারা তিরস্কৃত হবে না। সুতরাং যারা এ ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করবে তারাই হলো সীমালজ্ঞনকারী।” [সূরা মুমিনূন: ৫-৭]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৪৬২, তিরমিযী হাঃ নং ১৪৫৬

عَنْ عَبْدِ اللَّه بن مسعود ﷺ قَالَ:قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"হে যুবকের দল তোমদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখ তারা বিবাহ কর। কেননা ইহা চোখকে সংরক্ষণ করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্য রোজা; কারণ রোজা তাদের যৌন চাহিদাকে সংযত করে।"[১]

[১].বুখারী হাঃ নং ৫০৬৬ মুসলিম হাঃ নং ১৪০০ শব্দ তারই

২- অপবাদের সাজা

¿ **অপবাদ হলো:** কোন সৎ পুরুষ বা কোন সতী-সাধ্বী নারীকে জেনা বা সমকামিতার অপবাদ দেয়া। অথবা কারো বংশ সম্বন্ধকে অস্বীকার করা। এ ধরনের অপবাদ সাজার যোগ্য অন্যায়।

¿ অপবাদের শাস্তি নির্ধারণের হিকমত:

ইসলাম ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের জন্য উৎসাহিত করেছে এবং যার দ্বারা কলঙ্কিত ও ধ্বংস হয়, তা থেকে নিষেধ করেছে। নেক ও সৎজনদের ইজ্জত-আব্রুকে কলঙ্কিত করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ করেছে। আর অন্যায়ভাবে তাদের ইজ্জত নষ্ট করা হারাম করে দিয়েছে। ইহা একমাত্র ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত হতে হেফাজত ও সংরক্ষণ করার জন্য।

এমন কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ যা হারাম করে দিয়েছেন যেমন: অপবাদ দেয়া এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়। আর বিভিন্ন কুমতলবে মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত করে। যখন নিয়তের ব্যাপারটা অপ্রকাশ্য তখন অপবাদদাতাকে চারজন সাক্ষী হাজির করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। তাই যদি হাজির করতে না পারে তবে তার উপর ৮০ চাবুক সাজা কায়েম করতে হবে।

¿ অপবাদের বিধান:

অপবাদ দেয়া হারাম। ইহা কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'য়ালা অপবাদ দাতার উপর দুনিয়া-আখেরাতে কঠিন শাস্তি ফরজ করে দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

lk j i h g f e d c b a `_ ^] \ [

النـــور: Z | { z y x w v u t s r q p o n m
٤ - ٥

"আর যারা সতী-সাধ্বী নারীদেরকে অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে না পারে তাদেরকে ৮০

চাবুক মার এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই ফাসেক তথা নাফরমান। কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা নূর: ৪-৫]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

r q p o n m l k j i h g f[

Z s النور: ٢٣

“নিশ্চয় যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।” [সূরা নূর: ২৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ/ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কেরাম বললেন: হে আল্লাহর রসূল সেগুলো কি কি? তিনি বললেন:“আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, জাদু, কোন হক ছাড়াই আল্লাহ যাদের হত্যা করা হারাম করেছেন তাদের হত্যা করা, ঘুষ গ্রহণ করা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদ ফিরিয়ে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।”[১]

¿ অপবাদের শব্দাবলী:

১. **সুস্পষ্ট অপবাদ:** যেমন বলা: হে জেনাকারী, হে সমকামী, হে লম্পট ইত্যাদি।

২. **ইঙ্গিতে বা পরোক্ষভাবে অপবাদ:** এমন শব্দ ব্যবহার করা যা অপবাদ ও অন্য কিছুও বহন করে। যেমন: হে নিকৃষ্ট, হে ফাজের

---

[১].বুখারী হাঃ নং ২৭৬৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৯

ইত্যাদি। যদি এ দ্বারা জেনার অপবাদ দেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে অপবাদের সাজা দিতে হবে। আর যদি জেনার অপবাদের উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সাধারণ শাস্তি দিতে হবে।

¿ অপবাদের সাজা ফরজ হওয়ার জন্য শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

১. অপবাদ দাতা যেন মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের আজ্ঞাবহ ব্যক্তি হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকে এবং অপবাদীর বাবা-মা যেন না হয়।
২. অপবাদী যেন মুসলিম, স্বাধীন, সচ্চরিত্র ও সহবাস করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি হয়।
৩. অপবাদী যেন অপবাদ দাতার উপর সাজা দাবী করে।
৪. যেন সাজা ফরজ এমন জেনার অপবাদ দেয় এবং অপবাদ সাব্যস্ত না হয় এমন।

¿ অপবাদের সাজা প্রমাণিত হওয়াঃ

স্বীধীন নারী-পুরুষ হলে ৮০ চাবুক আর দাস-দাসী হলে ৪০ চাবুক মারতে হবে।

অপবাদী নিজে স্বীকার করলে অথবা অপবাদের পক্ষে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী দিলে অপবাদ প্রমাণিত হবে।

¿ অপবাদ আরোপের সাজাঃ

অপবাদক ও যার নামে অপবাদ আরোপ করা হয় তাদের ব্যক্তি বিশেষে শাস্তি কম বেশি হবে।

¿ অপবাদ আরোপকারী দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ যদি অপবাদক স্বাধীন অথবা দাস হয় আর যার প্রতি অপবাদ আরোপ কারা হয়েছে সে মুহসিন হয়, তাহলে তার শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত।
দ্বিতীয়ঃ যদি মুহসিন না এমন ব্যক্তিকে অপবাদ আরোপ করা হয় তাহলে তার প্রতি কোন সাজা নেই। কিন্তু এ থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে হবে।
"মুহসিন" বলতে এখানেঃ মুসলিম, স্বাধীন, শয়িতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, পূত-পবিত্র ও দ্বীনদার ব্যক্তি, যার অনুরূপ মানুষ সহবাস করতে সক্ষম।
অপবাদের সাজা যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার হক-অধিকার। এ জন্য নিম্নের কার্যাদি আরোপ হবেঃ

মাফ করলে অপবাদের সাজা রহিত হয়ে যাবে। আর যার প্রতি অপদাব আরোপ করা হয়েছে সে না চাইলে সাজা কায়েম করা যাবে না। আর দাসের প্রতিও পুরা ৮০ বেত্রাঘাত সাজা কায়েম করতে হবে।

¿ অপবাদের সাজা রহিত হওয়াঃ

অপবাদী জেনার কথা স্বীকার করলে অথবা জেনা প্রমাণিত হলে অপবাদের সাজা রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ কোন স্বামী স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ দেয়ার পর লি'আন করলে সাজা বাদ পড়ে যাবে।

¿ অপবাদের সাজা প্রমাণিত হলে কি করতে হবেঃ

অপবাদের সাজা প্রমাণিত হলে অপবাদ আরোপকারীর উপর সাজা কায়েম হবে। আর তওবা ছাড়া তার কোন প্রকার সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে না এবং তওবা না করা পর্যন্ত তাকে ফাসেক বলে ভূষিত করতে হবে। আর অপবাদ দাতার তওবা অর্জিত হবে ইস্তেগফার-ক্ষমা প্রর্থনা, অনুতপ্ত-লজ্জিত হওয়া, দৃঢ় ওয়াদা করা যে, আর কোন দিন এ কাজ করবে না এবং যাকে অপবাদ দিয়েছিল সে ব্যাপারে নিজেকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করার মাধ্যমে।

lk j i h g f e d c b a ` _ ^] \ [

:النـــور Z | { z y x w v u t s r q p o n m

٥ - ٤

"আর যারা সতী-সাধ্বী নারীদেরকে অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে না পারে তাদেরকে ৮০ চাবুক মার এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই ফাসেক তথা নাফরমান। কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা নূরঃ ৪-৫]

¿ জেনা ও সমকামিতা না এমন দ্বারা কাউকে অপবাদ দিলে তার বিধানঃ

যদি জেনা বা সমকামিতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে অপবাদ দেয় আর সে মিথ্যুক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সে একটি হারাম কাজ

সম্পাদন করল। তবে অপবাদের সাজা হবে না কিন্তু বিচারক সাহেব যা উপযুক্ত মনে করেন তা শাস্তি প্রদান করবেন।

জেনা ছাড়া অন্য কিছুর অপবাদ যেমনঃ কুফুরি বা মুনাফেকি, অথবা মদপান কিংবা চুরি বা খেয়ানত ইত্যাদির অপবাদ দেয়া।

১. আল্লাহ তা'য়াল বলেনঃ

] وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Z الإسراء: ٣٦

"যে বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়বেন না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিউ জিজ্ঞাসিত হবে।" [সূরা বনি ইসরাঈলঃ৩৬]

২. আল্লাহ তা'য়াল বলেনঃ

a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T S R Q P [

الأعراف: ٣٣ Z m l k j i h g f e d c b

"আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র আশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন–যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম কেরছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।" [সূরা আ'রাফঃ৩৩]

৩- চুরির সাজা

¿ **চুরিঃ** অন্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের সম্মান জনক জিনিস কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই বিশেষ স্থান হতে গোপনে নেওয়াকে চুরি বলে।

¿ **চুরি করার বিধানঃ**

চুরি করা হারাম এবং কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম সম্পদের হেফাজতের জন্য নির্দেশ করেছে এবং তার উপর সর্বপ্রকার আক্রমণ করা হারাম করেছে। তাই চুরি, ছিনতাই, লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ করা হতে নিষেধ করেছে। কারণ এসব মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ এবং এ কাজ ঈমানের পরিপন্থী।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

w v u t s r q p o n m l k [

البقرة: ١٨٨ Z | { z y x

"তোমরা অন্যায়ভাবে এক অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেনঃ "জেনাকারী জেনা করার সময় মুমিন থাকে না। মদ পানকারী মদ পান করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। ছিনতাইকারীর দিকে মানুষ দৃষ্টি উঠিয়ে দেখে আর সে ছিনতাই করতে

থাকে এ সময় সে মুমিন থাকে না।”[১]

¿ চুরির সাজা নির্ধারণের হিকমত:

আল্লাহ তা‘য়ালা চোরের হাত কাটা ফরজ করে সম্পদের হেফাজত করেছেন। কারণ খেয়ানতকারী হাত একটি রোগাক্রান্ত অঙ্গ যা কর্তন করা ফরজ; যেন শরীর নিরাপদে থাকে। আর চোরের হাত কাটাতে রয়েছে যারা মানুষের সম্পদ চুরি করার চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্যে উপদেশ। আরো রয়েছে চোরের পাপ হতে তাকে পবিত্রকরণ। এ ছাড়া সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তির নীতিসমূহ সুদৃঢ় ও স্থিরকরণ এবং উম্মতের সম্পদের হেফাজত।

¿ চোরের সাজা:

১. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

< ; : 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

Z M L K J I G F E D C B A @ ? > =

المائدة: ٣٨-٣٩

“পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। অত:পর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা মায়েদা: ৩৮-৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَعَنَ اللَّـــهُ الــسَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন:“যে চোর ডিম বা দড়ি চুরি করে ফলে তার হাত কাটা হয় তার উপর আল্লাহ তা‘য়ালা অভিশাপ করেন।”[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৪৭৫ শব্দ তাইর ও মুসলিম হা: নং ৫৭

[২].বুখারী হাঃ নং ৬৭৯৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৭

¿ চুরির নেসাব-পরিমাণঃ

এক দিনারের[1] চার ভাগের একভাগ ও এর অতিরিক্ত অথবা তা বরাবর পণ্য সামগ্রী।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».متفق عليه.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন:"এক চতুর্থাংশ ও এর অতিরিক্ত দিনারে হাত কাটা যাবে।"[2]

¿ চোরের হাত কাটার জন্য শর্তসমূহঃ

নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া গেলে চোরের হাত কাটা ফরজঃ

১. চোর মুকাল্লাফ তথা সাবালক, বিবেকবান, স্বেচ্ছায় চুরি, মুসলিম বা যিম্মী হওয়া।

২. চুরিকৃত সম্পদ যেন সম্মান জনক হয়। অতএব, বাদ্যযন্ত্র বা মদ ইত্যাদি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

৩. চুরির মাল যেন হাত কর্তনের নেসাব পরিমাণ হয়। আর তা হলো এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ ও এর অধিক। অথবা পণ্যসামগ্রী যার মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশ ও এর অধিক।

৪. গোপনভাবে সম্পদ নেওয়া হতে হবে। যদি এমন না হয় তাহলে হাত কাটা যাবে না। যেমনঃ পকেটমারী, ছিনতাই, লুণ্ঠন ইত্যাদি এগুলোতে শাস্তি রয়েছে।

৫. মালিকের সংরক্ষিত স্থান হতে নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়া। আর সংরক্ষিত স্থান বলতে যেখানে সম্পদ সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণ স্থান আদত ও প্রথা অনুসারে ভিন্ন হতে পারে। আর সংরক্ষণ প্রতিটি মালের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অতএব, ঘর-বাড়ি, ব্যাংক, দোকান সম্পদ সংরক্ষণের স্থান যেমনঃ পশুশালা ছাগল-ভেড়ার ইত্যাদির জন্য সংরক্ষণের স্থান।

---

[1].এক দিনার প্রায় সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ। অনুবাদক

[2].বুখারী হাঃ নং ৬৭৮৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৪

৬. চোরের কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় যেন না থাকে। অতএব, বাপ-দাদা ও মা-দাদী ও নানী ইত্যাদি উপরের বা ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিচের যে কারো মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। এভাকে স্বামী-স্ত্রীর কেউ কারো সম্পদ চুরি করলে কারো হাত কাটা যাবে না। অনুরূপ কেউ ক্ষুধার কারণে চুরি করলেও হাত কাটা হবে না।
৭. চুরিকৃত মালের মালিকের পক্ষ থেকে তার আবেদন থাকতে হবে।
৮. চুরির প্রমাণ হওয়া, এর দুই অবস্থায় হতে পারে:
(ক) চোরের পক্ষ থেকে দু'বার স্বীকারোক্তি।
(খ) দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান।

¿ চুরি সাব্যস্ত হলে কি করতে হবে:

১. চোরের উপর দু'টি হক। একটি বিশেষ হক আর তা হলো: চুরিকৃত মাল যদি পাওয়া যায় অথবা অনুরূপ কিংবা তার মূল্য যদি নষ্ট হয়ে যায়। আর তার উপর অপর হকটি হলো: সাধারণ হক যা আল্লাহর হক। আর সেটি হচ্ছে তার হাত কর্তন যদি সকল শর্তাবলী পাওয়া যায় অথবা সাধারণ শাস্তি যদি সকল শর্তবলী না পূর্ণ হয়।
২. যদি হাত কাটা ফরজ হয় তাহলে তার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কাটতে হবে। আর গরম তেলে ডুবিয়ে বা যা দ্বারা রক্ত বন্ধ হয় এমন জিনিস দিয়ে রক্ত ঝরা বন্ধ করতে হবে। আর তার উপর আরো করণীয় হলো: চুরিকৃত মাল অথবা তার বদলে মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর বিচারপতির নিকট বিচার পৌঁছার পরে চুরির ব্যাপারে সুপারিশ করা হারাম।
৩. যদি দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে তার বাম পায়ের পাতার অর্ধেক কেটে দিতে হবে। যদি এরপর আবার চুরি করে তাহলে জেলে আবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং তওবা না করা পর্যন্ত শাস্তি দিতে হবে কিন্তু আর কাটা যাবে না। পকেটমারের হাত কাটতে হবে; কারণ সে পকেট ইত্যাদি কেটে গোপনে সম্পদ হরণ করে। যদি চুরিকৃত মাল হাত কাটার নেসাব পরিমাণ হয় কারণ সে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করেছে।

¿ সন্দেহ থাকলে সাজা রহিত করার বিধানঃ

যদি চোর চুরির স্বীকার করে আর তার সঙ্গে তা না পাওয়া যায় তাহলে বিচারক সাহেব তার স্বীকারোক্তি থেকে তাকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য উপদেশ দিবেন। যদি অনড় থাকে এবং তার স্বীকারোক্তি হতে না ফিরে তাহলে তার হাত কেটে দিতে হবে। আর যদি চোর নিজে স্বীকার করার পর অস্বীকার করে তাহলে হাত কাটা যাবে না। কারণ সাজাসমূহ সংশয় ও সন্দেহের কারণে ফিরাতে হয়।

¿ বাইতুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে চুরি করলে তার বিধানঃ

যে ব্যক্তি বাইতুল মাল তথা রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে চুরি করে তাকে শাস্তি এবং অনুরূপ অর্থদণ্ড করতে হবে হাত কাটা চলবে না। অনুরূপ কেউ যদি গনিমত বা এক পঞ্চমাংশ হতে চুরি করে।

¿ অরক্ষিত মাল চুরির বিধানঃ

অরক্ষিত মাল ও বস্তু চুরিতে হাত কাটা যাবে না। তবে চোরকে সাধারন শাস্তি দিতে হবে এবং মূল্য দ্বিগুণ করতে হবে। আর অতিরিক্ত মূল্য বাইতুল মালে জমা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ. أخرجه أبو داود والنسائي.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:“যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনে সেখান হতে খাবে এবং সঞ্চয়ের জন্য লুকিয়ে নিবে না তার প্রতি কিছুই বর্তাবে না। আর যে তা হতে কিছু নিয়ে বের হবে তার প্রতি দ্বিগুণ জরিমানা এবং শাস্তি রয়েছে। আর

যে ফল শুকানোর স্থানে রাখার পর ঢালের মূল্য পরিমাণ চুরি করবে তার হাত কাটা হবে। আর যে এর চেয়ে কম পরিমাণ চুরি করবে তার প্রতি তার দ্বিগুণ জরিমানা ও শাস্তি জরুরি হবে।"[১]

¿ ধারের জিনিস অস্বীকারকারীর বিধান:

ধারের বস্তু অস্বীকারীর হাত কাটা ফরজ; কারণ ইহাও চুরির মধ্যে শামিল। আর তার দণ্ড রহিত করার জন্য সুপারিশ করা হারাম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত কুরাইশদেরকে মাখযূমী গোত্রের মহিলার চুরির ব্যাপাটা চিন্তিত করে ফেলে। ফলে তারা বলে: কে এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে কথা বলবে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর প্রিয় উসামা বিন জায়েদ [رضي الله عنه] ছাড়া আর কেউ সাহস রাখে না। উসামা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সথে কথা বললে, তিনি বলেন:"তুমি আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি ব্যাপারে সুপারিশ করছ?" অত:পর তিনি [ﷺ] দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদান করে বলেন:"হে মানুষ সকল! তোমাদের পূর্বের জাতিরা ধ্বংস হয়েছে তার কারণ; যদি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তার

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হা: নং ৪৩৯০ শব্দ তারই নাসাঈ হা: নং ৪৯৫৮

প্রতি তারা সাজা বাস্তবায়ন করত। আল্লাহর শপথ! যদি ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মদও চুরি করত তাহলে মুহাম্মদ তার হাত কর্তন করত।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَتْ: امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا. متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মাখযূমী মহিলা আসবাবপত্র ধার নিয়ে অস্বীকার করত। তাই নবী [ﷺ] তার হাত কাটার জন্য নির্দেশ করেন।"[২]

¿ চুরির মালের বিধান:

চোরের তওবা পূর্ণ হওয়ার জন্য চুরিকৃত মাল তার মালিককে জামানত দিতে হবে যদি নষ্ট করে ফেলে। যদি সম্পদশালী হয় তাহলে মালিককে ফেরত দিবে আর যদি অক্ষম হয় তাহলে পরিশোধের জন্য সুযোগ দিতে হবে। আর যদি চুরিকৃত সম্পদ হাজির থাকে তবে তা তার মালিককে ফেরত দিবে। আর ইহা তার তওবা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত।

¿ পাকড়াও করার পূর্বে যে তওবা করবে তার বিধান:

যার প্রতি চুরি বা জেনা অথবা মদ পানের সাজা ফরজ হবে। যদি বিচারকের নিকট প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে সে তওবা করে তাহলে সাজা রহিত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ঢেকে রাখার পর তার জন্য নিজেকে প্রকাশ করা বৈধ নয়। কিন্তু তার করণীয় হলো চুরিকৃত সম্পদ ফেরত দিতে হবে।

< ; : 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

Z M L K J I G F E D C B A @ ? > =

المائدة: ٣٨ ــ ٣٩

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭৮৮ শব্দ তারই , মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৮

[২]. বুখারী হা: নং ৩৪৭৫মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৮ শব্দ তারই

“পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। অত:পর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা মায়েদাঃ ৩৮-৩৯]

৪- রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই, সড়ক-জলদস্যুর সাজাঃ

¿ ডাকাত যারা পথে-ঘাটে, মরুভূমিতে ও বাড়ি-ঘরে ও বাস ইত্যাদিতে অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে মানুষের উপর আক্রমণ করে তাদের মাল প্রকাশ্যভাবে জোরপূর্বক নেয়, গোপনে চুরি করে না। তাদেরকে মুহারিব তথা যুদ্ধকারী-বিদ্রোহী বলা হয়।

¿ রাহজানিদের পরিচয়ঃ

যে ব্যক্তি তার অস্ত্র প্রকাশ করে এবং রাস্তায় ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। আর তার রয়েছে নিজের বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার দল ও গোষ্ঠীর শক্তি। যেমনঃ হত্যা কাণ্ড ঘটানোর দল, ডাকাত দল যারা ঘর-বাড়ি ও ব্যাংকে ডাকাতি করে। অপহরণকারী দল যারা যুবতীদের সঙ্গে জেনা করার জন্য অপহরণ করে। আর ছোট বাচ্চাদের অপহরণকারী ইত্যাদি দল। এরাই হল রাহাজানী ও দস্যু দল।

¿ বিদ্রোহ করার বিধানঃ

মরুভূমিতে বা বাড়ি-ঘরে কিংবা যানবাহনে খুন-খারাবি, ইজ্জত নষ্ট ও সম্পদ ইত্যাদি ডাকাতি করার জন্য মানুষের উপর অস্ত্রধারণকে বিদ্রোহ বলা হয়। এর মধ্যে আসবে যেসব কাজ রাস্তায়, বাড়ি–ঘরে, বাসে, রেল গাড়িতে, জাহাজে ও বিমানে ঘটে থাকে। চাই তা অস্ত্র দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টি করে হোক বা বিস্ফোরক দ্রব্য পুঁতে রেখে হোক কিংবা ঘর-বাড়ি উড়িয়ে দিয়ে হোক অথবা আগুন জ্বালিয়ে বা পণবন্দী করে হোক। ইহা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। তাই এর সাজা-দণ্ড সবচেয়ে কঠিন ও শক্ত।

¿ ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির সাজাঃ

ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির চার অবস্থাঃ

১. যদি হত্যা করে সম্পদ নেয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করে এবং শূলে চড়াতে হবে।

২. আর যদি হত্যা করে এবং মালামাল না নেয় তাহলে হত্যা করতে হবে তবে শূলে চড়াতে হবে না।

৩. আর যদি হত্যা ছাড়াই শুধু মালামাল নেয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের ডান হাত ও বাম পা কেটে দিতে হবে।

৪. আর যদি হত্যা না করে এবং কোন মালামাল গ্রহণ না করে বরং পথিকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাহলে দেশ থেকে বহিস্কার করতে হবে। আর রাষ্ট্রপতি তাদের ব্যাপারে এজতেহাদ করে যা তাদের ও অন্যান্যদের এ ধরনের জঘন্য কাজ হতে বিরত রাখার জন্য উপযুক্ত তাই করবেন। আর ইহা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অনাচার এবং বিপর্যয়ের মূলোৎপাটনের জন্য।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

W V U T S R Q P O N M L K [

d b a ` _ ^] \ [Z Y X

u t s r q p o n m l k j h g f e

المائدة: ٣٣-٣٤ Z ~ } | { z y w v

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।" [সূরা মায়েদা: ৩৩-৩৪]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَـرٌ مِـنْ عُكْلٍ، فَأَسْلَمُوا ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ

فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: উক্‌ল গোত্রের কিছু মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। এদিকে মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হলো না ফলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাদেরকে ছদকার উটের স্থানে যাওয়ার আদেশ করেন এবং সেখানে গিয়ে (চিকিৎসার জন্য) উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলেন। তারা তাই করল এবং সুস্থও হলো। অত:পর তারা মুরতাদ হয়ে পড়ল এবং উটের রাখালদেরকে হত্যা করে উট নিয়ে ভাগতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিছু মানুষকে প্রেরণ করলেন। তাদেরকে আনা হলো এবং তাদের হাত ও পা কেটে দেওয়া হলো। আর তাদের চোখকে উপড়ে ফেলা হলো। এরপর তাদের রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করা হলো না ফলে তারা শেষ পর্যন্ত মারা গেল।"[১]

¿ ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির সাজা ফরজের শর্তাবলী:

১. ডাকাত-ছিনতাইকারীকে সাবালক, বিবেকবান, মুসলিম অথবা যিম্মী[২] হতে হবে, চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক।
২. যে মাল গ্রহণ করে তা সম্মান জনক সম্পদ হতে হবে।
৩. মাল কম হোক বা বেশি হোক সংরক্ষিত স্থান হতে নেওয়া হতে হবে।
৪. ডাকাতি বা ছিনতাই করার স্বীকারোক্তি বা দু'জন ন্যায়পারায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান।
৫. কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ না থাকা যেমন:চুরির ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৮০২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৭১

[২]. ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করদাতা অমুসলিম নাগরিক। অনুবাদক

¿ দেশ থেকে বহিস্কার করার পদ্ধতিঃ

ডাকাত ও ছিনতাইকারী ইত্যাদিরা যদি মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে এবং হত্যা না ঘটায় ও কোন সম্পদ না নেই, তাহলে তাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করতে হবে। যে স্থানে তারা ডাকাতি-ছিনতাই করবে সেখানে থেকে বহিস্কার করতে হবে যাতে করে মানুষ থেকে তাদের অনিষ্ট দূর হয় এবং তারা আতঙ্কিত হয়।

আর কখনো বন্দী রেখেও হতে পারে; কারণ বন্দী দুনিয়ার জেলখানা এবং বন্দী রাখা দেশ থেকে বহিস্কারের মতই। আর বন্দী রাখা তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার বেশি কার্যকর। যদি দেশ থেকে বহিস্কার দ্বারা তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচা সম্ভব হয় তাহলে বহিস্কার করতে হবে। আর যদি বহিস্কার সম্ভব না হয় তাহলে তাদেরকে বন্দী রাখতে হবে, যাতে করে মানুষ থেকে তাদের অনিষ্ট দূর হয়।

¿ বিদ্রোহীদের তওবাঃ

ডাকাত, দস্যু, রাহাজানীদের যে গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করবে তার থেকে আল্লাহর যে হক ছিল তা রহিত হয়ে যাবে। যেমনঃ বহিস্কার, কর্তন, শূলী, আবশ্যকীয় হত্যা। আর মানুষের যা হক তার প্রতিশোধ নিতে হবে চাই তা জীবন, চক্ষু ও সম্পদ যাই হোক। কিন্তু যদি তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যদি তওবার পূর্বে গ্রেফতার করা হয় তবে তার প্রতি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

W V U T S R Q P O N M L K [

d b a ` _ ^] \ [Z Y X

u t s r q p o n m l k j h g f e

المائدة: ٣٣-٣٤ Z ~ } | { z y w v

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা

হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।" [সূরা মায়েদা: ৩৩-৩৪]

¿ আত্মরক্ষার পদ্ধতি:

যে ব্যক্তি নিজের জীবন বা পরিবার-পরিজন কিংবা মানুষ বা পশু সম্পদ রক্ষা করবে সে যেন তার ধারণায় যা সহজ তা দ্বারা প্রতিহত করে। অত:পর যদি হত্যা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিরত না হয় তাহলে সে তাই করবে, তাতে তার প্রতি কোন জামানত বর্তাবে না। যদি প্রতিরক্ষাকারীকে হত্যা করা হয় তাহলে সে শহীদ হয়ে যাবে।

عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِه فَهُوَ شَهِيدٌ. أخرجه أبوداود والترمذي.

সাঈদ ইবনে জায়েদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি তার সম্পদ রাক্ষার্থে নিহত হবে সে শহীদ, যে তার দ্বীনের হেফাজতের জন্য মারা যাবে সে শহীদ, যে তার জীবন রক্ষার্থে হত্যা হবে সে শহীদ এবং যে তার পরিবারের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হবে সেও শহীদ।"[১]

¿ জিন্দীকের বিধান:

জিন্দীক: যে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে আর ভিতরে কুফুরিকে গোপন রাখে তাকে জিন্দীক বলে। জিন্দীক আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধকারী। আর জিন্দীকের জবান দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হাত ও অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ডাকাতি-রাহাজানীর চেয়েও কঠিন; কারণ এর সমস্যা সম্পদ ও শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু জিন্দীকের সমস্যা অন্তর

---

[১]. আবু দাউদ হা: নং ৪৭৭২ তিরমিযী হা: নং ১৪২১ শব্দ তারই

ও ঈমানের ভিতরের সাথে সম্পর্ক। অতএব, তাকে গ্রেফতারের পূর্বে যদি সে তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করা হবে এবং তার রক্তকে হেফাজত করা হবে। আর যদি গ্রেফতার করার পর তওবা করে তাহলে তার তওবা গ্রহণ করা হবে না এবং তওবা তলব করা ছাড়াই তাকে হত্যা করতে হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

x w v u t s r q p o n m l k j [

Z الأعراف: ١٥٣

“আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে য়ে এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়।” [সূরা আ'রাফ:১৫৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 1

L K J I H G F E D C B A @

الفرقان: ٦٨ – ٧٠ Z S R Q P O M

“আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে ৰেং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা ফুরকান:৬৮-৭০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ © تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ ´ µ ¶ ¸ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ Z النساء: ١٤٥ - ١٤٦

"নি:সন্দেহে মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমাবারদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুত: আল্লাহ শ্রীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন।" [সূরা নিসা:১৪৫-১৪৬]

৫-বিদ্রোহীদের দণ্ড-সাজা

¿ "বুগাত" আরবি শব্দ এর একবচন "বাগী" যার অর্থ: এমন এক গোষ্ঠী যাদের নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। যারা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে তাদের মতে জায়েজ কোন কারণ মনে করে বিদ্রোহ করে। তারা চায় তাঁকে বিচ্যুত করতে অথবা তার বিরোধিতা ও আনুগত্য না করতে।

¿ বিদ্রোহীদের পরিচয়:

প্রতিটি গোষ্ঠী যারা তাদের প্রতি অর্পিত হক প্রদানে বাধা দেয় অথবা মুসলমানদের ইমাম-প্রধান থেকে পৃথক হয়ে পড়ে কিংবা তার আনুগত্য থেকে বিচ্যুতি হয় তারাই হলো বিদ্রোহী জালেম দল। বিদ্রোহীরা মুসলমান কাফের নয়।

¿ বিদ্রোহীদের সঙ্গে আচরণের পদ্ধতি:

১. বিদ্রোহীরা রাষ্টপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন এবং তারা তাঁর কি শাস্তি চায় তা জিজ্ঞাসা করবেন। যদি কোন জুলুমের কথা উল্লেখ করে তাহলে তিনি তা দূর করবেন। আর যদি কোন সংশয় দাবী করে তাহলে তা প্রকাশ করে দিবেন। যদি ফিরে আসে তাহলে ভাল নয়লে তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত এবং হত্যার ভয় দেখাবেন। তার পরেও যদি অটল থাকে তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে যতক্ষণ তাদের অনিষ্ট দূরা না হয় এবং ফেৎনা নির্মূল না হয়।

২. যখন রাষ্ট্রপ্রধান তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন যেন এমন কোন ভারী অস্ত্র যেমন: ধ্বংসাত্মক বোমা ব্যবহার না করেন বরং সাধারণভাবে হত্যা চালাবেন না। তাদের সন্তান, পলায়নকারী, আহত ও যারা যুদ্ধ ত্যাগ করেছে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ হবে না। আর তাদের যাকে যুদ্ধবন্দী করা হয়েছে তাদেরকে ফেৎনা না

নিভা পর্যন্ত আটক রাখবেন। তাদের মালামাল গনিমত হিসাবে নেয়া যাবে না এবং তাদের সন্তানদেরকে যুদ্ধবন্দী করা যাবে না।

৩. যুদ্ধ বন্ধ এবং ফেৎনা নিভে যাওয়ার পর যুদ্ধকালিন তাদের যে সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর তাদের মাঝে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তার কোন জামানতও লাগবে না। আর যুদ্ধ চলাকালিন যে সমস্ত সম্পদ ও জীবন খোয়া গেছে তারাও সেগুলোর জামানত দেবে না।

¿ দু'টি দল আপোসে যুদ্ধ করলে কি করা ওয়াজিবঃ

যদি দু'টি দল আপোসে স্বজনপ্রীতি বা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য যুদ্ধ করে তাহলে তারা দু'পক্ষই জালেম। আর প্রত্যেকেই অন্যের যা ধ্বংস করেছে তা জামানত প্রদান করবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

u t s r q | o n m l k j i [

فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ { } | { z y x w v

© ٱلۡمُقۡسِطِينَ ﴿٩﴾ Z الحجرات: ٩

"যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত:পর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা হুজুরাতঃ ৯]

عَنْ عَرْفَجَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». أخرجه مسلم.

২. আরফাজা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"তোমরা একজন দেশের ইমাম তথা রাষ্ট্র প্রধানের সহিত একত্রে জামাতবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কেউ তোমাদের শক্তিকে খর্ব করতে চায় অথবা তোমাদের জামাতকে বিভক্ত করতে চায় তাহলে তাকে হত্যা কর।"[১]

¿ ইসলামী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিধান:

১. একজন দেশের ইমাম-প্রধান দাঁড় করানো দ্বীনের বিরাট এক ফরজ। তাই তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম যদিও তিনি অন্যায় ও জুলুম করেন। যতক্ষণ তিনি আল্লাহর দলিল দ্বারা সুস্পষ্ট এমন কোন কুফুরি না করেন ততক্ষণ তাঁকে অমান্য করা যাবে না। চাই তার ইমামাত নির্বাচন মুসলমানদের ইজমা দ্বারা হোক অথবা তাঁর পূর্বের যিনি দেশের ইমাম ছিলেন তার মারফতে নিয়োগ হোক। কিংবা ''আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ'' তথা পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়োগের অধিকারী নেতৃবর্গের এজতেহাদ দ্বারা অথবা তাঁর চাপের মুখে জনগণ তাঁকে মেনে নিয়েছে এবং ইমাম বলে ডাকা শুরু করেছে এমন। তাঁর ফাসেকির কারণে তাঁকে অপসারণ করা যাবে না। কিন্তু যদি সুস্পষ্ট কুফুরি করে যার দলিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট সুসাব্যস্থ রয়েছে।

২. দেশের ইমামের বিরোধিতাকারীরা হয় রাহাজানি অথবা বিদ্রোহী কিংবা খারেজী বলে বিবেচিত হবে। আর খারেজীরা পাপিষ্ঠদের কাফের ফতোয়া দেয় এবং মুসলমানদের রক্তপাত ও সম্পদকে হালাল মনে করে। এরাই ফাসেক তাদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করা বৈধ। এরাই তিন প্রকার খারেজী দল যারা দেশের ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। এদের মধ্যের যারা মারা যাবে তাদের মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৮৫২

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ â وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ Z النساء: ٥٩

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলে এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর–যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা:৫৯]

¿ মুসলমানদের রাষ্ট্রপতির প্রতি কি ওয়াজিব:

১. মুসলিমদের ইমাম পুরুষ হওয়া ওয়াজিব। কোন মহিলা দেশের ইমাম তথা প্রধান হওয়ার যোগ্য নয়। নবী [ﷺ] বলেন"

« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً».رواه البخاري.

"যে জাতি তাদের কার্যভার কোন নারীর উপর ন্যাস্ত করে তারা কখনো কল্যাণকামী হতে পারে না।"[১]

আর দেশের ইমামের প্রতি ফরজ হলো: ইসলামি রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, দ্বীনের হেফাজত করা, আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়ন করা, সমস্ত দণ্ডবিধিকে কায়েম করা, বর্ডারসমূহ সুরক্ষিত করা, জাকাত-সদকা আদায় করা, ইনসাফের সহিত বিচার করা, দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এবং আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত ও ইসলামের প্রচার-প্রসার করা।

২. দেশের ইমামের প্রতি আরো ফরজ হলো: দেশের জনগণের কল্যাণকামী হওয়া। তাদের প্রতি কোন কিছু কঠিন না করা। আর সর্ব অবস্থায় তাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. বুখারী হা: নং ৪০৭৩

] يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ Z ص: ٢٦

"হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।" [সূরা স্ব-দ:২৬]

২. নবী [ﷺ] বলেছেন:

« **مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ**». متفق عليه.

মা'কাল ইবনে ইয়াসার [রাযিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"আল্লাহ যে কোন বান্দাকে কোন জনগোষ্ঠীর দায়িত্বশীল বানায়। আর সে তার জনগণের সহিত প্রতারণা করে মারা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দেন।" [১]

¿ উম্মতের উপর যা ওয়াজিব:

আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা উম্মতের উপর ওয়াজিব।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾ Z النساء: ٥٩

"হে ঈমনিদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের। তারপর যদি তোমরা

[১].বুখারী হাঃ নং ৭১৫১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৪২ শব্দ তারই

কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যাপণ কর-যদি তোমারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।" [সূরা নিসা: ৫৯]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ».متفق عليه.

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেছেন: "মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরজ হলো পছন্দ-অপছন্দ সকল ব্যাপারে শুনা এবং আনুগত্য করা। কিন্তু কোন নাফরমানি কাজের নির্দেশ পালনীয় নয়। যদি কোন নাফরমানির আদেশ করে তাহলে সে ব্যাপারে শুনা ও আনুগত্য করা চলবে না।"[১]

¿ সাজা ফরজ এমন অপরাধকারীর তওবা:

যদি তাকে গ্রেফতারের পর তওবা করে তাহলে তার সাজা রহিত হবে না। কিন্তু যদি গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করা যাবে এবং তার সাজাও রহিত হয়ে যাবে। আর ইহা হলো রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তার পাপিষ্ঠ বান্দাদের প্রতি দয়া করে সাজা উঠিয়ে নেয়া।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

W V U T S R Q P O N M L K [

d b a ` _ ^] \ [Z Y X

u t s r q p o n m l k j h g f e

٣٤ - ٣٣ :المائدة Z ~ } | { z y w v

[১].বুখারী হাঃ নং ৭১৫১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩৯ শব্দ তারই

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।” [সূরা মায়েদা: ৩৩-৩৪]

২. আরো আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

x w v u t s r q p o n m l k j [

Z الأعراف: ١٥٣

“আর যারা পাপ করে। অত:পর তওবা করে এবং ঈমান আনে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক এরপরে ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” [সূরা আ‘রাফ: ১৫৩]

“তা‘জীর” সাধারণ শাস্তি প্রদান করা

¿ **তা‘জীর বলা হয়ঃ** যে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সাজা ও কাফফারা নেয় সে বিষয়ে পাপিষ্ঠদের উপর অনির্দিষ্ট কোন শাস্তি প্রদান করা।

¿ **শাস্তিগুলো প্রকারঃ**

পাপের শাস্তিগুলো তিন প্রকারঃ

১. যার নির্দিষ্ট সাজা রয়েছে যেমনঃ জেনা, চুরি, ইচ্ছাকৃত হত্যা। এগুলোর মধ্যে কোন কাফফারা বা তা‘জীর নেই।

২. যার কাফফারা রয়েছে কিন্তু সাজা নাই যেমনঃ ইহরাম অবস্থায় ও রমজান মাসের দিনে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা এবং ভুল করে হত্যা করা।

৩. যার না আছে নির্দিষ্ট সাজা আর না আছে কোন কাফফারা। এরূপ কাজে রয়েছে শাস্তি প্রদান।

¿ **সাধারণ শাস্তি প্রদান বৈধকরণের হিকমতঃ**

আল্লাহ তা‘য়ালা নির্দিষ্ট দণ্ডবিধি ও সাজা প্রবর্তন করেছেন যার কম-বেশি করা চলবে না। আর এগুলো ঐ সকল অপরাধের উপর যা উম্মতের দ্বীন, জীবন, সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও বিবেকের হেফাজতের বহির্ভূত কাজ। আর ঐ গুলোর জন্যই প্রবর্তন করেছেন বাধা ও নিয়ন্ত্রণকারী দণ্ডবিধি ও সাজা। সেগুলো এমন মূল বস্তু ও উপাদান যা ব্যতীত উম্মতের জীবন যাপন করা অসম্ভব। তাই সেগুলোর হেফাজতের নিমিত্তে কায়েম করা হয়েছে দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহ।

আর এগুলো সাজা ও দণ্ডবিধির জন্য রয়েছে শর্তাবলী ও নীতিমালা। কখনো এর এমন কিছু আছে যা প্রমাণিত না হলে নির্দিষ্ট সাজা হতে বিচারক যা উচিত মনে করেন এমন অনির্দিষ্ট সাজায় পরিবর্তন হয়ে যায়। এগুলোকে বলা হয় তা‘জীর তথা সাধারণ শাস্তিসমূহ। আর সেগুলো হচ্ছে এমন প্রতিটি পাপ যা আল্লাহ তা‘য়ালা নির্দিষ্ট কোন সাজা নির্ধারণ করেন নাই বরং অনির্দিষ্ট রেখে দিয়েছেন।

¿ সাধারণ শাস্তি প্রদানের বিধানঃ

যে সকল পাপের নির্দিষ্ট কোন সাজা ও কাফফারা নেই সেগুলোতে শাস্তি দেয়া ওয়াজিব। চাই তা কোন হারাম কারণ হোক বা ওয়াজিব-ফরজ ত্যাগ করা হোক। যেমনঃ কোন নারীর দেহ থেকে এমন উপভোগ করা, যার কোন নির্দিষ্ট সাজা নেই। এমন চুরি করা যার হাত কর্তন নাই এবং এমন অপরাধ যার কোন কেসাস নাই। অনুরূপ নারীদের সমকামিতা, জেনা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। অথবা শক্তি-ক্ষমতা থাকার পরেও কোন ওয়াজি-ফরজ ত্যাগ করা। যেমনঃ ঋণ পরিশোধ না করা, আমানত আদায় না করা, লুণ্ঠনকৃত মাল ও জুলুম ইত্যাদি ফিরিয়ে না দেওয়া। আর যে ব্যক্তি এমন পাপ করবে যার নির্দিষ্ট কোন সাজা নেই। অত:পর সে তওবা করত: লজ্জিত অবস্থায় আসবে তার উপর কোন শাস্তি নাই।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লজ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

আর যে এমন পাপ করে যাতে কোন দণ্ড নেই। অত:পর যদি লজ্জিত হয়ে তওবা করে ফিরে আসে, তবে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার পাপকে গোপন করতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] y z { | } ~ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ

© ﴿١١٤﴾ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾ Z هود: ١١٤ ـ ١١٥

"আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে এবং রাতেরও প্রান্তভাগে; পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।" [সূরা হূদ:১১৪-১১৫]

¿ সাধারণ শাস্তির প্রকারসমূহঃ

১. **আদব ও তরবিয়তের জন্য শাস্তি প্রদানঃ** যেমনঃ বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে, স্বামী স্ত্রীকে, মালিক খাদেমকে কোন পাপকর্ম ছাড়াই আদব দেওয়া। এ ধরণের শাস্তি দশ চাবুকের বেশি দেওয়া যাবে না। কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণীঃ

« لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».متفق عليه.

"আল্লাহর সাজাসমূহ ব্যতীত অন্য কিছুতে দশের বেশি চাবুক-কষাঘাত মার না।"[১]

২. **পাপকর্মের প্রতি শাস্তি প্রদানঃ** নির্দিষ্ট সাজা নাই এমন পাপ হলে প্রয়োজন ও উপকারার্থে এবং পাপের পরিমাণ হিসাবে ও কম-বেশির কারণে বিচারকের জন্য বেশি করা জায়েজ আছে। কিন্তু যদি এমন পাপ হয় যার সাজা শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট রয়েছে সে ব্যাপারে অতিরিক্ত বেশি সাজা প্রাদান করা বৈধ নয়। যেমনঃ জেনা ও চুরি ইত্যাদি।

¿ শাস্তি প্রদানের প্রকারঃ

শাস্তি প্রদান অনেকগুলো শাস্তির সমন্বয়। শুরু হবে ওয়াজ-নসিহত, পরিত্যাগ, ধমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দ্বারা। আর শেষ হবে শক্ত শাস্তি দ্বারা যেমনঃ জেলে আবদ্ধ ও চাবুক মারা। কখনো আবার সাধারণ মঙ্গলের প্রয়োজনে হত্যা দ্বারাও শাস্তি প্রদান হতে পারে। যেমনঃ গোয়েন্দা, বিদাতী ও মারাত্মক অপরাধীকে হত্যা করা। আবার কখনো প্রচারের মাধ্যমে বা অর্থদণ্ড কিংবা নির্বাসন দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হতে পারে।

---

[১] . বুখারী হাঃ নং ৬৮৫০ শব্দ তারই ও মুসলিম হা নং ১৭০৮

¿ **সাধারণ শাস্তির পরিমাণঃ**

সাধারণ শাস্তি প্রদান নির্দিষ্ট কোন সাজা নয়। বিচারক মণ্ডলী অপরাধীর জন্য যেমন উপযুক্ত মনে করবেন শর্ত মোতাকেব শাস্তি নির্ধারণ করবেন। যেমনঃ আল্লাহ যা আদেশ বা নিষেধ করেছেন তার বহির্ভূত না হয় যার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে। আর এগুলো স্থান, কাল, ব্যক্তি, পাপ এবং অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরণের হতে পারে।

¿ **মদ হলোঃ** যে কোন পানীয় দ্রব্য যা বিবেককে আচ্ছাদিত ও ঢেকে ফেলে। যে কোন শরাব যার বেশিটা নেশাগ্রস্ত করে তার অল্পটাও হারামঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

. - , + *) (' & % $ # " ! [

المائدة: ٩٠ Z 0 /

"হে ঈমানদারগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈধ নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" [সূরা মায়েদা:৯০]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِتْعِ —وَهُوَ شَرَابُ الْعَسَلِ- فَقَالَ:« كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ».متفق عليه.

২. আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মধু দ্বারা বানানো শরাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেনঃ "প্রত্যেক শরাব যা নেশাগ্রস্ত করে তা হারাম।"[১]

¿ **মদপান হারাম করার হিকমতঃ**

মদ সমস্ত দুষ্কর্মের মূল। সর্বভাবে এর ব্যবহার হারাম। যেমনঃ পান করা অথবা বেচাকেনা করা কিংবা প্রস্তুত করা বা যে কোন কাজ করা যা পান করার দিকে নিয়ে যায়। ইহা পানকারীর বিবেককে ঢেকে ফেলে

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৫৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২০০১

যার কারণে সে এমন সকল কাজ করে যা তার শরীর, আত্মা, সম্পদ, সন্তান, ইজ্জত-সম্মান, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি সাধন করে। এর দ্বারা রক্তে চাপ বেড়ে যায়। আর এর ফলে তার নিজের ও সন্তানদের মাঝে ঘটে নির্বোধ-হাবলামী ও পাগলামী এবং শরীরে অবশ-পক্ষাঘাতগ্রস্ত (Raralysis) আর সৃষ্টি হয় অন্যায় করার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ।

নেশায় রয়েছে কিছু মজা ও মাতালতা যার ফলে পার্থক্য জ্ঞান লোপ পায়। তাই মদ পানকারী সে কি বলে বুঝে না। আর এ জন্যই ইসলাম এর পান করা হারাম করে দিয়েছে এবং যে কোনভাবে এর সাথে জড়িত ব্যক্তির জন্য শাস্তি প্রণয়ন করেছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

. - , + *) (' & % $ # " ! [

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

٩١ - ٩٠ :المائدة Z F E D C ! A @ ? > =

"হে ঈমানদারগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈধ নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ, জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। সুতরাং তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না?"
[সূরা মায়েদা: ৯০-৯১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“জেনাকারী জেনা করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। আর মদ্যপায়ী মদ পান করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। লুটেরা লুট করে আর মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকে এমন সময় সে মুমিন থাকে না।”[১]

¿ মদ পান প্রমাণিত হওয়াঃ

মদ পান প্রমাণিত হবে দুইভাবে:

১. মদ পায়ীর স্বীকারোক্তি দ্বারা।

২. দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা।

¿ নেশাগ্রস্তের শাস্তিঃ

সমস্ত সাজা যা শরিয়ত অপরাধের উপর নির্ধারণ করেছে তাতে কোন প্রকার কম-বেশি করা চলবে না। নেশাগ্রস্তের শাস্তি সাধারণ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। সুন্নত দ্বারা এর সবচেয়ে কম সংখ্যা হলো ৪০ বেত্রাঘাত যার চেয়ে কম করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রপতির জন্য এর চেয়ে বেশি করা জায়েজ আছে যদি তিনি এতে উপকার মনে করেন।

মদ পানকারীর শাস্তি সাধারণ শাস্তির অন্তর্গত নির্দিষ্ট দণ্ড-সাজা নয়; কারণ এর সাজা না কুরআনে আর না সুন্নতে উল্লেখ হয়েছে। আর সাহাবাগণ নিকট কোন মদ পায়ীকে নিয়ে আসা হলে তাঁরা খেজুরের ডাল ও সেন্ডেল-জুতা ইত্যাদি দ্বারা প্রহার করতেন। যদি এর কোন নির্দিষ্ট সাজা হতো তাহলে অন্যান্য সাজার মত এর সাজা নির্দিষ্ট করা হত।

নবী [ﷺ]-এর যুগে মদ পায়ীকে প্রায় ৪০ বেত্রাঘাত করা হত। অনুরূপ আবু বকর [ﷺ]-এর খেলাফত আমলেও। আর যখন মদ পায়ী মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন উমার ফারুক [ﷺ] মদ পায়ীকে ৮০ বেত্রাঘাত করেন। উমার [ﷺ] সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে সবচেয়ে অপবাদের হালকা সাজার সাথে মিলিয়ে করেন। যদি মদ পানের নির্দিষ্ট কোন সাজা থাকত তাহলে উমার [ﷺ] বা অন্য কেউ তার সীমা অতিক্রম

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৭৭২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৫৭

করতে পারতেন না; কারণ দণ্ডবিধি অপরিবর্তনশীল। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গলে যে, মদ পায়ীর শাস্তি তা'জীর (সাধারণ শাস্তি) হাদ্দ (নির্দিষ্ট সাজা) নয়।

১. যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এ কথা জানে যে বেশি পান করলে নেশা হয় তাহলে তাকে ৪০ চাবুক মারতে হবে। আর রাষ্ট্রপতি যদি দেখেন যে মানুষ মদ পানে ডুবে পড়েছে তাহলে তিনি চাইলে শাস্তির জন্যে ৮০ চাবুক পর্যন্ত প্রহার করতে পারেন।

২. যে ব্যক্তি প্রথমবার পান করবে তার মদ পানের চাবুক মারতে হবে। দ্বিতীয়বার যদি পান করে তাহলেও চাবুক মারতে হবে। তৃতীয়বার পান করলে চাবুক মারতে হবে। কিন্তু যদি চতুর্থবার পান করে তাহলে ইমাম তাকে জেলখানায় আটক রাখবে অথবা জন সাধারণের হেফাজত ও বিপর্যয় বন্ধ করার জন্য তাকে হত্যা করবে।

৩. যে ব্যক্তি মদ পান করে তওবা ছাড়াই মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও পরকালে জান্নাতী শরাব পান করতে পারবে না। আর শরাব আসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হয় না এবং এমন অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আর যে বারবার পান করবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের রস তথা রক্ত-পুঁজ পান করাবেন।

রাষ্ট্রপতির জন্য শরাবের পাত্র ভাংচুর করা ও মদ্যপায়ীদের স্থান জ্বালিয়ে দেয়া জায়েজ। আর ইহা পান করা থেকে বিরত রাখা এবং তিরস্কারের জন্য হবে। তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন তাই নির্দেশ দিবেন।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ

عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». رواه مسلم.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ ইয়ামেনের জায়শান থেকে আগমন করে। সে নবী [ﷺ]কে তাদের দেশে ভুট্টা দ্বারা বানানো 'মিজ্‌র' নামের শরাব পান করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। নবী [ﷺ] বলেন:"ওকি নেশাগ্রস্ত করে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী [ﷺ] বললেন: "প্রতিটি নেশাগ্রস্ত জিনিস হারাম। নিশ্চয়ই যারা শরাব পান করবে আল্লাহ তাদেরকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। তারা (সাহাবাগন) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি [ﷺ] বললেন:"জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহান্নামীদের রস।"[১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে দুনিয়াতে শরাব পান করে তওবা ছাড়া মারা যাবে সে আখেরাতে তা হতে বঞ্চিত হবে।"[২]

¿ মাদকদ্রব্যের বিধান:

মাদকদ্রব্য শরীরকে ধ্বংস করে ফেলে এবং গায়ে ও বিবেকে অবশ ও অলসতা সৃষ্টি করে। ইহা এক জটিল ও কঠিন রোগ যা বিভিন্ন ধরনের অনিষ্ট ও রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর গ্রহণ, পাচারকরণ, প্রচার-প্রসারকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হারাম। আর রাষ্ট্রপ্রধান হত্যা অথবা চাবুক কিংবা জেলহাজত বা অর্থ জরিমানা যা উপযুক্ত মনে করবেন তা

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২০০২

[২]. বুখারী হা: নং ৫৫৭৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২০০৩

দ্বারা শাস্তি দিবেন। এর দ্বারা অনিষ্ট ও বিপর্যয় দূরীভূত হবে এবং জীবন, সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও বিবেকের হেফাজত হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

N M L K J I H G F E D [

X W V U T S R Q P O

e d c a ` _ ^] \ [Z Y

Z q p o n l k j i h g f

الأعراف: ١٥٧

"সেসমস্ত লোক যারা, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর দিয়মান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।" [সূরা আ'রাফ:১৫৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z c b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U [

البروج: ١٠

"যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে। অত:পর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।" [সূরা বুরূজ:১০]

¿ মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের শাস্তিঃ

মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ব্যাপাক ও এর ধ্বংসাত্মক ক্ষতির জন্য কিছু মান্যবর উলামাবৃন্দু নিম্নের ফতোয়া প্রদান করেছেন:

১. মাদকদ্রব্যের পাচারকারীর শাস্তি হত্যা; কারণ এর ক্ষতি ও অনিষ্ট অনেক বড়।

২. মাদকদ্রব্যের বেচাকেনা বা প্রস্তুতকরণ অথবা আমদানিকরণ কিংবা কাউকে উপঢৌকন দেয়া ইত্যাদি। প্রথমবারের প্রচার-প্রসারকারীকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমনঃ জেলে আবদ্ধ করে বা চাবুক মেরে কিংবা অর্থদণ্ড দ্বারা অথবা চাবুক ও অর্থদণ্ড উভয়টা দ্বারা এসব বিচারপতির মতের উপর নির্ভর করবে। আর যদি বারবার করে তাহলে উম্মত থেকে অনিষ্ট দূর করার জন্য প্রয়োজনে হত্যাও করা যেতে পারে; কারণ সে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

W V U T S R Q P O N M L K [
d b a ` _ ^] \ [Z Y X
u t s r q p o n m l k j h g f e
المائدة: ٣٣ – ٣٤ Z ~ } | { z y w v

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।" [সূরা মায়েদাঃ ৩৩-৩৪]

¿ অবসন্নকারী ও উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিতকারী জিনিসের বিধানঃ

এসব জিনিস শরীরে অলসতা ও অবসন্ন সৃষ্টি করে। যেমনঃ ধূমপান তথা বিড়ি-সিগারেট, চুরুট, হুঁকা ইত্যাদি এবং তামাক, গুল, জর্দা ও কাত (এক প্রকার গাছের পাতা যা ইয়ামেনে আবাদ হয়) ইত্যাদি খাওয়া। এগুলোতে নেশা হয় না এবং বিবেকও লোপ পায় না। এসব হারাম; কারণ এতে রয়েছে শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ক্ষতি।

ধূমপান ও এ জাতীয় জিনিস যারা গ্রহণ করবে বিচারপতি যা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয় এমন তিরস্কার মূলক শাস্তি প্রদান করবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

রিদ্দত-ইসলাম ধর্মত্যাগের শাস্তি

¿ **মুরতাদ হলোঃ** যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার পর বা কোন পুরাতন মুসলিমের কাফের হয়ে যওয়া।

¿ **মুরতাদের বিধানঃ**

আসল কাফেরের চেয়ে মুরতাদের কুফুরি চরম কঠিন। মুরতাদ হলে মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আর তওবা ছাড়া মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। মুরতাদকে হত্যা করা হলে বা তওবা ছাড়া মারা গেলে সে কাফের, তাকে গোসল দেয়া ও জানাজা পড়া যাবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

k j i h ¦ f e d c b a ` _ ^ [

w ¦ u t s r q p o n m l

البقرة: ٢١٧ Z ~ } | { ¦ y x

"বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে, যাতেকরে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।" [সূরা বাকারাঃ ২১৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

] \ [Z Y X W V U T S R Q P [

محمد: ٣٣ – ٣٤ Z j i h g f e d c b a ` _ ^

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহর

পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অত:পর কাফের অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।” [সূরা মুহাম্মাদ:৩৩-৩৪]

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» أخرجه البخاري.

৩. ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:“যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে তাকে তোমরা হত্যা কর।”[১]

¿ মুরতাদকে হত্যা করার হিকমত:

ইসলাম হলো জীবনের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস এবং মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের পরিপূর্ণ নীতিমালা। ইহা স্বভাব ও বিবেক সম্মত। দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর ইহা সর্ববৃহৎ নেয়ামত। এর দ্বারাই দুনিয়া-আখেরাতে সুখ-শান্তি বাস্তবায়িত সম্ভব। আর যে এর মধ্যে প্রবেশ করার পর মুরতাদ হলো সে নিচের স্তরে নেমে গেল এবং আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য যে দ্বীন মনোনিত করেছেন তা ত্যাগ করল। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে খেয়ানত করল। সুতরাং তাকে হত্যা করা ফরজ; কারণ সে এমন সত্যকে অস্বীকর করল যা ব্যতীত দুনিয়া-আখেরাত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

x w v u s r q p o n m l k j i [
كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ~ } | { z y
ٱلْأَمْرِ © يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ ¶ µ
أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٢٨﴾ Z محمد: ٢٥ ـ ٢٨

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৩০১৭

“নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্যে যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে: আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।” [সূরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৮]

¿ ধর্মত্যাগের প্রকার:

ধর্মত্যাগ তিন প্রকার:

১. **আকীদাগত ধর্মত্যাগ:** যেমন: আল্লাহর রবূবিয়াত তথা কাজে বা উলূহিয়াত তথা ইবাদতে তাঁর সঙ্গে শরিক আছে বলে আকিদা পোষণ করা। অথবা আল্লাহর রবূবিয়াত বা একত্ববাদ কিংবা তাঁর কোন গুণকে অস্বীকার করা। অথবা নবী-রসূলগণকে মিথ্যুক বলে আকিদা রাখা। অথবা নাজিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করা। অথবা পুনরুত্থান বা জান্নাত-জাহান্নাম কিংবা দ্বীনের কোন কিছুকে ঘৃণা করা যদিও আমল করে। অথবা জেনা বা মদপান ইত্যাদি প্রকাশ্য হারাম জিনিসকে হালাল মনে করা কিংবা সালাত, জাকাত ইত্যাদি দ্বীনের প্রকাশ্য ফরজসমূহকে অস্বীকার করা।

২. **কথার দ্বারা মুরতাদ:** যেমন: আল্লাহকে অথবা তাঁর রসূলগণকে কিংবা ফেরেশতামণ্ডলিকে বা নাজিলকৃত কিতাবসমূহকে গালি দেওয়া। অথবা নবুওয়াত দাবী করা কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা। অথবা বলা যে আল্লাহর সন্তান কিংবা স্ত্রী আছে। অথবা প্রকাশ্য হারাম বস্তুকে অস্বীকার করা। যেমন: জেনা, চুরি, মদপান ইত্যাদি। অথবা দ্বীন কিংবা দ্বীনের কোন কিছুকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। যেমন: আল্লাহর ওয়াদা অথবা শাস্তি। অথবা সাহাবাগণ বা কোন একজনকে গালি-গালাজ করা।

৩. **কর্মের দ্বারা মুরদাতঃ** যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা অথবা গাইরুল্লাহকে সেজদা করা। অথবা সালাত ত্যাগ করা। অথবা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া–দ্বীন না শিখা এবং আমলও না করা। অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z M L K J I G F E D C B A @ ? > [

المائدة: ٣٩

"অতএব, যে জুলুম করার পর তওবা করবে এবং নিজেকে সংশধোন করবে; আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

¿ মুরতাদের সাথে কি করা হবেঃ

যে সাবালক, বিবেকবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলামকে পরিত্যাগ করবে তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। আর তওবা করার জন্য বলতে হবে হয়তো বা তওবা করবে। যদি তওবা করে তাহলে সে মুসলিম। আর যদি তওবা না করে এবং মুরতাদ অবস্থার উপর অনড় থাকে তাহলে তরবারি দ্বারা কুফুরির জন্য হত্যা করতে হবে সাজার জন্য নয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 1

L K J I H G F E D C B A @

الفرقان: ٦٨ – ٧٠ Z S R Q P O M

"আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা ফুরকান:৬৮-৭০]

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ :مَا لِهَذَا ؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .متفق عليه.

২. আবু মূসা [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার ইহুদি হয়ে যায়। এমন সময় মু'আয ইবনে জাবাল [رضي الله عنه] মূসা আশ'আরী [رضي الله عنه]-এর কিট আসেন যখন তাঁর নিকট ঐ মুরদাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। মু'আয [رضي الله عنه] বললেন: এর কি হয়েছে? আবু মূসা [رضي الله عنه] বললেন: ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার ইহুদি হয়েগেছে। মু'আয [رضي الله عنه] বললেন: যতক্ষণ একে হত্যা না করব ততক্ষণ আমি বসব না। আর ইহাই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফয়সালা।"[১]

¿ স্বামী-স্ত্রীর কেউ মুরতাদ হলে তার বিধান:

যদি স্বামী মুরতাদ হয়ে যায় তবে তার স্ত্রী তার জন্য বৈধ নয়। আর তওবা করলে স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকলে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। আর যদি ইদ্দত থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ফেরত নিতে পারবে না এবং স্ত্রী নিজের মালিক হয়ে যাবে। অত:পর স্ত্রীর সন্তুষ্টি এবং নতুন মোহরানা ও নতুন 'আকদ ছাড়া সে তার জন্য হালাল হবে না।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

P N M L K J I H F E D C B [

` _ ^ \ [Z Y X W V T S R Q

[১].বুখারী হাঃ নং ৭১৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২৪ ইমারাত পর্বে

Z o n m l k j i h g f e d c a

البقرة: ٢٢١

"ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে কর না। আর মুমিন দাসী মুশরিক নারী চাইতে উত্তম; যদিও তারা তোমাদের কাছে ভাল লাগে। আর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে বিয়ে দিয়ো না। মুমিন দাস মুশরিক চাইতে উত্তম; যদিও তোমাদের নিকট ভাল লাগে। তারা তো আহ্বান করে জাহান্নামের দিকে আর আল্লাহ নিজের হুকুমের দ্বারা আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বর্ণনা করে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা বাকারা:২২১]

শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা

¿ "ইয়ামীন" এর বহুবচন হলো "আয়মান" ইয়ামীন বলা হয়: আল্লাহ অথবা তাঁর নামসমূহের কোন নাম বা গুণসমূহের কোন গুণ উল্লেখ করত: হলপকৃত বস্তুর নির্দিষ্টভাবে তাকিদ প্রদান করা। একে হলফ বা কসম করা বলে।

¿ **সম্পাদিত হলফ:**

যে সকল শপথ সম্পাদন হয় এবং ভঙ্গ করলে কাফফারা ফরজ হয় সেগুলো হচ্ছে: আল্লাহ বা তাঁর কোন নাম কিংবা গুণ দ্বারা শপথ করা। যেমন: ওয়াল্লাহ্ ও তাল্লাহ্, (আল্লাহর নামে কসম) ওয়াররহমান, (রহমানের নামে কসম) ওয়া 'আযামাতিল্লাহ্ ওয়া জালালিহি ওয়া 'ইজ্জাতিহ্, (আল্লাহর মহত্ত্ব ও মর্যাদার কসম) ওয়া রহমাতিহ্ (আল্লাহর দয়ার কসম) ইত্যাদি।

¿ **আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে হলফ করার বিধান:**

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে হলফ হরা হারাম এবং ছোট শিরক; কারণ হলফ করা মানে যার নামে করা হয় তাকে তা'যীম তথা সম্মান প্রদর্শন করা। আর তা'যীম-সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَــنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে হলফ করল সে শিরক করল।"[১]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩২৫১ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ ১৫৩৫

২. গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা হারাম। যেমনঃ বলা, নবীর কসম, তোমার জীবনের কসম, আমানতের কসম, কা'বার কসম, বাপ-দাদার কসম ইত্যাদি।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ« أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ». متفق عليه.

নবী [ﷺ] বলেছেন:" আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে হলফ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, যে হলফ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে হলফ করে অথবা চুপ থাকে।"[১]

¿ বেশি বেশি হলফ করার বিধানঃ

শপথ করার পর তা সংরক্ষণ করা এবং তার গুরুত্ব দেওয়া ওয়াজিব। কসমের গুরুত্ব অধিক। অতএব, হলফ নিয়ে উদাসিনতা প্রদর্শন এবং তার হুকুম থেকে বাঁচার জন্যে চালাকি-কৌশল করা অবৈধ। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাকিদের জন্য কসম করা শরিয়তে জায়েজ আছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ ´ µ ¶ Z القلم: ١٠ – ١١

"যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যে পশ্চাতে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে।" [সূরা কালাশ:১০-১১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَاحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ Z المائدة: ٨٩

"তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে হেফাজত কর। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নির্দেশসমূহ বর্ণনা করেন যাতেকরে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।" [সূরা মায়েদা:৮৯]

---

[১] .বুখারী হাঃ নং ২৬৭৮ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৪৬ শব্দ তারই

¿ হলফের প্রকারঃ

১. "আল-ইয়ামীনুল মুন'আক্বিদাহ" অর্থাৎ শক্ত হলফ করা যার কাফফারা রয়েছে যদি হলফ ভঙ্গ করে।

যদি শপথে "ইন্ শাাআল্লাহ" বলে যেমনঃ আল্লাহর কসম এরূপ করব ইন্ শাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) তাহলে যদি না করে শপথভঙ্গকারী হবে না।

২. "আল-ইয়ামীনুল গুমূস" ইহা হারাম। এর পদ্ধতি হলোঃ অতীতের কোন বিষয়ে জেনে-বুঝে মিথ্যা হলফ করা। এর দ্বারা অধিকারসমূহকে হজম করে ফেলা হয়। অথবা এর দ্বারা ফাসেকী ও খেয়ানত উদ্দেশ্য করা হয়। ইহা কবিরা পাপসমূহের একটি। এটিকে গুমূস বলা হয়েছে; কারণ গুমূস অর্থ নিমজ্জিত হওয়া আর এ ধরণের হলফকারী নিমজ্জিত হয় পাপে এরপরে হবে জাহান্নামে। এর কোন কাফফারা নেই এবং অনুষ্ঠিতও হবে না। আর জলদি করে তা হতে তওবা করা ওয়াজিব।

৩. "আল-ইয়ামীনুল লাগূ" অপ্রয়োজনীয় হলফ যা শপথের উদ্দেশ্যে করা হয় না। ইহা সাধারণত মানুষের জবানে প্রচলিত। যেমনঃ না, আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম। অথবা আল্লাহর কসম অবশ্যই তুমি খাবে বা পান করবে ইত্যাদি। অথবা অতীতের কোন বিষয়ে হলফ করা এ ধারণা করে যে উহা সত্য কিন্তু প্রকাশ পেল তার বিপরীত। এ ধরণের শপথ অনুষ্ঠিত হবে না এবং কোন কাফফারাও দেওয়া লাগবে না। আর শপথকারীকে পাকড়াও করা যাবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

] لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ © يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ﴿٨٩﴾ Z المائدة: ٨٩

"আল্লাহ তোমাদেরকে নিরর্থক শপথের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না কিন্তু পাকড়াও করবেন ঐ সকল শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাঁধ" [সূরা মায়েদা:৮৯]

¿ আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যের নামে হলফ করার কাফফারাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلفه وَاللَّات وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ:« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لصَاحبه: «تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি লাত ও উযযার নামে হলফ করে সে যেন বলে: "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ"। আর যে তার সঙ্গীকে বলে আস জুয়া খেলি সে যেনদান-সদকা করে।"[১]

عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ أَنَّهُ حَلَفَ باللَّات وَالْعُزَّى ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا، وَاتْفُلْ عَنْ شِمَالكَ ثَلَاثًا، وَتَعَــوَّذْ بِاللَّه مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَا تَعُدْ ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

২. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত যে, তিনি লাত ও উজ্জার নামে শপথ করেন। তখন তাকে নবী [ﷺ] বলেন: "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু" তিনবার বল। আর তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেল ও শয়তান হতে পানাহ চাও এবং আর কখনো এ কাজ করবে না।"[২]

¿ শপথের আহকামঃ

শপথের পাঁচটি আহকাম রয়েছে:

১. **ওয়াজিব শপথ:** এমন হলফ যা দ্বারা কোন নিস্পাপ ব্যক্তিকে ধ্বংস হওয়া থেকে মুক্তির জন্য করা হয়।

২. **মুস্তাহাব শপথঃ** যেমন মানুষের মাধ্যে মীমাংসা করার জন্যে হলফ করা।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৮৬০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃনং ১৬৪৭

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ১৬২২ শব্দ তারই আর আরনাউত বলেনঃ সনদটি সহীহ, ইনবে মাজাহ হাঃ নং ২০৯৭

৩. **বৈধ শপথ:** যেমন কোন বৈধ কাজ করার বা ত্যাগ করার জন্যে শপথ করা। অথবা কোন ব্যাপারে তাকিদ ইত্যাদির জন্য শপথ করা।

৪. **মকরুহ শপথ:** যেমন কোন মকরুহ কাজ করা বা মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ করার জন্য শপথ করা। অনুরূপ বেচাকেনার ব্যাপারে শপথ করা।

৫. **হারাম শপথ:** যেমন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করে। অথবা পাপ কাজ করার জন্যে শপথ করে কিংবা কোন ওয়াজিব ত্যাগ করার জন্যে শপথ করে।

¿ হলফ ভঙ্গ করার বিধান:

১. যদি কোন ওয়াজিব ত্যাগ করার কসম করে তাহলে কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। যেমন: যে ব্যক্তি কসম করে যে, সে আত্মীয়তা বন্ধন রাখবে না অথবা কোন হারাম কর্ম করার জন্যে কসম করে। যেমন: যে ব্যক্তি কসম করে যে, সে মদপান করবে। এ অবস্থায় কসম ভঙ্গ করা তার উপর ওয়াজিব এবং তার কাফফারা আদায় করা জরুরি।

২. যদি মঙ্গল ও কল্যাণকর হয় তবে হলফ ভঙ্গ করা সুন্নত। যেমন: যে ব্যক্তি কোন মকরুহ কাজ করার জন্যে অথবা কোন মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ করার জন্যে হলফ করে। এ অবস্থায় হলফ ভঙ্গ করে যা কল্যাণকর তা করবে।

৩. হলফ ভঙ্গ করা বৈধ আছে। যেমন: যদি কেউ কোন বৈধ কাজ করার বা ত্যাগ করার শপথ করে তাহলে ভঙ্গ করা বৈধ এবং শপথের কাফফারা দিবে। এর দলিল নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« **مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ** ».أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি হলফ করে অত:পর অন্যের মাঝে এর চেয়ে বেশি কল্যাণ

দেখে সে যেন তাই করে। আর হলফভঙ্গের কাফফারা আদায় করে।"[১]

¿ শপথভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী:

১. সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষ হতে কোন সম্ভবপর ভবিষ্যৎ বিষয়ে কসম সম্পাদন হওয়া। যেমন: যে কসম করে যে, সে অমুকের বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।

২. শপথ যেন স্বেচ্ছায় করে। তাই যদি কেউ চাপে পড়ে শপথ করে তার কসম সম্পাদন হবে না।

৩. ইচ্ছা করে কসমকারী হতে হবে। যদি কেউ অনিচ্ছাকৃত কসম করে তার কসম অনুষ্ঠিত হবে না। যেমন: যে ব্যক্তির কথার মধ্যে জবানে এসে যায়: না, আল্লাহর কসম, ও হাঁ, আল্লাহর কসম।

৪. কসমভঙ্গ হতে হবে। তাই যা ত্যাগ করার জন্যে কসম করেছিল তা করা অথবা যা স্বেচ্ছায় ও স্মরণকরত: কসম করেছিল তা না করা।

¿ কসমের কাফফারার পদ্ধতি:

যার প্রতি কাফফারা জরুরি তার জন্য নিম্নের যে কোন একটি এখতিয়ার করা জয়েজ:

১. দশজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান। প্রতিটি দেশের প্রধান খাদ্য হতে প্রতিটি মিসকিনকে আধা সা' তথা প্রায় ১ কেজি ২০ গ্রাম করে খাদ্য দিবে। যেমন: গম অথবা খেজুর কিংবা চাউল ইত্যাদি। যদি দশজন মিসকিনকে দুপুরের বা রাত্রে একবার পেট পূরে আহার করাই তবুও জায়েজ।

২. দশজন মিসকিনকে সালাত আদায় করতে যথেষ্ট এমন পোশাক পরানো।

৩. একজন মুমিন দাস বা দাসী আজাদ করা।

যদি এগুলোর কোন একটি না পারে তাহলে তিনটি রোজা রাখবে। আর উপরের তিনটির কোন একটি আদায় করতে ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য রোজা রাখা জায়েজ নয়।

কসমভঙ্গ করার কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ বর্ণনা করে বলেন:

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৬৫০

] لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ © يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ ´ µ ¶ ¸ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ Z المائدة: ٨٩

"আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা শক্ত করে বাঁধ। অতএব, এর কাফফারা এই যে, দশজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে। এটা কাফফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" [সূরা মায়েদা: ৮৯]

¿ কসমভঙ্গের অগ্রিম কাফফারার বিধান:

কসমভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরেও কাফফারা আদায় করা জায়েজ। যদি পূর্বে আদায় করে তাহলে সে কসমকে হালালকারী আর যদি পরে করে তাহলে কাফফারা আদীয়কারী।

¿ কসমের হকিকত:

যদি কোন মুসলিম ভাই তার অপর ভাইয়ের উপর পাপ না এমন শপথ করে তাহলে তার প্রতি শপথকারীর হক হলো তা পূরণ করা।

যদি শপথ করে কোন কাজ না করার। অত:পর ভুলে বা চাপে পড়ে কিংবা অজ্ঞতা বশত: করে বসে তাহলে তার হলফভঙ্গ হবে না এবং তাকে কাফফারাও লাগবে না। আর তার শপথ বাকি থাকবে।

প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভশীল। অতএব, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর শপথ করল এবং অন্তরালে অন্যটা লুকিয়ে রাখল তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ী ধরা হবে শব্দ দ্বারা নয়।

শপথ তলবকারীর নিয়তের উপর শপথ নির্ভর করবে। সুতরাং বিচারক সাহেব যদি কোন অভিযোগে অথবা অন্য কোন ব্যাপারে হলফ করায় তাহলে বিচারকের নিয়তের উপর নির্ভর করবে। শপথকারীর নিয়তের উপর নয়। আর হলফ না করিয়েও যদি হলফ করে তাহলে হলফকারীর নিয়তের উপর নির্ভর করবে।

¿ স্ত্রী ছাড়া হালাল কোন জিনিস নিজের প্রতি হারাম করার বিধান:

যদি কেউ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কিছুকে নিজের উপর হারাম করে নেয়। যেমন: কোন খাদ্য বা অন্য কিছু তাহলে তা তার উপর হারাম হবে না। কিন্তু যদি সে তা করে তাহলে তার প্রতি হলফের কাফফারা জরুরি হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

3 2 1 0 / . , + * (' & % $ # " ! [

التحريم: ١-٢ Z ? > = < : 9 7 6 5 4

"হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্যে হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাহরীম:১-২]

¿ কোন পাপকর্ম করার শপথকারীর বিধান:

যে ব্যক্তি কোন কল্যাণকর কাজ না করার হলফ করে তার জন্য তার প্রতি জিদ করা বৈধ নয়। বরং তার হলফের কাফফারা দিবে এবং কল্যাণকর কাজ করবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ Z البقرة: ٢٢٤

“আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিও না মানুষের সাথে কোন আচার-আচারণ থেকে, পরহেজগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সবকিছুই শুনেন, জানেন।”[সূরা বাকারা:২২৪]

¿ কাউকে সম্মান করার জন্য হলফ করলে তার বিধান:

যদি কোন মানুষের প্রতি শপথ করে তাকে সম্মান করার ইচ্ছায়, তাহলে কোন অবস্থাতেই শপথভঙ্গ হবে না। অতএব কেউ যদি বলে: আল্লাহর কসম! আমি তোমার পূর্বে প্রবেশ করব না বা পান করব না। অত:পর দ্বিতীয়জন বলে: আল্লাহর কসম! আমিও তোমার পূর্বে প্রবেশ করব না বা পান করব না। এরপর দু’জনের একজন অন্য জনের পূর্বে প্রবেশ করে বা পান করে, তবে তাদের দু’জনের উপর কসম ভঙ্গ ও কাফফারা আসবে না। কারণ তাদের ইচ্ছা সম্মান করা জরুরি করা নয়। আর যদি সম্মান করা জরুরি করে নেয় এবং না করে, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে।

নজর-মান্নতের বিধান

¿ **নজর-মান্নত হলো:** কোন শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেক স্বেচ্ছায় নিজের উপর আল্লাহর জন্য কিছু করা জরুরি করে নেওয়া যা শরিয়তে আবশ্যকীয় না।

¿ **নজর-মান্নতের বিধান:**

নজর মানা মকরুহ; কারণ নবী [ﷺ] এ হতে নিষেধ করেছেন। আর বর্ণনা করেছেন যে, নজর কোন কল্যাণ বয়ে আনে না এবং তাতে কোন উপকার নেই। নজর মানা না কোন মঙ্গল আনে আর না কোন ভাগ্য পরিবর্তন করে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা যারা নজর মানে তাদের প্রশংসা করেননি। বরং যারা নজর মেনে পুরা করে তাদের প্রশংসা করেছেন।

নজরের পরিণাম প্রশংসনীয় নয়; কারণ কখনো পূর্ণ করতে অক্ষম হলে পাপ তাকে গ্রেফতার করবে। মানতকারী আল্লাহর সাথে শর্ত ও বিনিময়ের চুক্তি করে যে, যদি তার উদ্দেশ্য হাসিল হয় তাহলে সে যা মানত মেনেছে তা পূরণ করবে। আর যদি হাসিল না হয় তাহলে করবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দা ও তাদের আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

] إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ ! " # $ %

& ' ( ) * + , - . / 0 Z الإنسان: ٥ - ٧

"তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।" [সূরা দাহার:৭]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّـــــــذْرِ وَقَـــــالَ: «إِنَّـــهُ لاَ يَـــرُدُّ شَيْئاً وَلَكِنَّـــهُ يُسْتَـــخْـــرَجُ بِـــهِ مِـــنَ البَـــخِيــــلِ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] নজর-

মান্নত মানতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন: "নজর মানা কিছু দূর করতে পারে না। বরং নজর মানার মাধ্যমে বখিলের সম্পদ বের হয়।"[১]

¿ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নজর-মান্নত মানার বিধান:

নজর এক প্রকার এবাদত। তাই আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে করা যাবে না; কারণ নজর দ্বারা যার জন্য নজর মানা হয় তাঁকে তা'যীম তথা সম্মান প্রদর্শন করা এবং তার দ্বারা তাঁর নৈকট্য হাসিল করাই উদ্দেশ্য হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে নজর মানল। যেমন: কোন কবর বা কবরবাসী অথবা কোন ফেরেশতা, কিংবা কোন নবী বা কোন অলি, তাহলে সে আল্লাহর সঙ্গে বড় শিরক করল। আর ইহা বাতিল এবং পূরণ করা হারাম।

¿ কার নজর মানা সঠিক হবে:

সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে চাই মুসলিম হোক বা কাফের এবং স্বেচ্ছায় না হলে নজর সহীহ হবে না।

¿ নজরের প্রকার:

১. **সাধারণ নজর:** যেমন কেউ বলে, আমি যদি এমন কাজ করি তাহলে আমার উপর আল্লাহর জন্য এমনটা জরুরি। অত:পর সে তা করেই বসে তাহলে তার প্রতি হলফভঙ্গের যে কাফফারা তা জরুরি হয়ে যাবে।

২. **জিদ অথবা রাগের নজর:** যে নজরকে কোন শর্তের সঙ্গে ঝুলন্ত রাখে। আর ইহা কোন কাজ হতে নিষেধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তার প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে কিংবা সত্যায়নের উদ্দেশ্যে বা মিথ্যা প্রমাণের জন্যে। যেমন বলা: যদি তোমার সাথে কথা বলি তাহলে আমার প্রতি হজ্ব জরুরি। এমত: অবস্থায় তার জন্য দু'টি কাজের মধ্যে যে কোন একটি এখতিয়ার করতে হবে। যার নজর মেনেছে তা করা অথবা শপথভঙ্গের কাফফারা আদায় করা।

৩. **কোন বৈধ কাজ করার জন্য নজর:** যেমন: কেউ যদি তার পোশাক পরিধান করবে অথবা বাহনে আরোহণ করবে এমন নজর মানে,

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৬০৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৩৯

তাহলে সে কাজটি করা এবং শপথভঙ্গের কাফফারা এর যে কোন একটির এখতিয়ার করতে পারে।

৪. **মকরুহ নজরঃ** যেমন তালাক ইত্যাদি দেওয়ার নজর মানা। এ অবস্থায় তার জন্য সুন্নত হলো শপথের কাফফারা দেওয়া এবং কাজটি সম্পাদন না করা।

৫. **গুনাহর কাজের নজরঃ** যেমনঃ কাউকে হত্যা করার নজর মানা। অথবা মদপানের কিংবা জেনা করার বা ঈদের দিনে রোজা রাখার নজর মানা। এ ধরণের নজর সহীহ হবে না এবং পূর্ণ করাও হারাম। কিন্তু তার প্রতি কাফফারা আদায় করা জরুরি। কারণ নবী [ﷺ] বলেছেন:

« **لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ** ». أخرجه أبو داود والترمذي.

"কোন পাপের কাজে নজর মানা বৈধ নয়। আর তার কাফফারা হলফভঙ্গের অনুরূপ কাফফারা।"[১]

৬. **এবাদত করার জন্য নজরঃ** কোন শর্ত ছাড়াই নজর মানা। যেমনঃ সালাত আদায় করা, রোজা রাখা, হজ্ব-উমরা পালন করা, এতেকাফ ইত্যাদির আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় নজর মানা। এ ধরণের নজর পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর যদি শর্ত করে নজর মানে যেমনঃ যদি আল্লাহ আমার রোগ আরোগ্য দান করেন অথবা আমার মালে লাভ দেন তাহলে আল্লাহর জন্য আমার প্রতি এতো কাটা দান বা এতো দিন রোজা ইত্যাদি জরুরি। যদি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে তার প্রতি নজর পূরণ করা ওয়াজিব। নজর পূরণ করা এবাদত যা আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন যে, তারা তাদের নজর পূরণ করে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[ ) * + , - . / 0 Z الإنسان: ٧

"তারা নজর-মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।" [সূরা দাহারঃ ৭]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃনং ৩২৯০, তিরমিযী হাঃ নং ১৫২৪

২. আরো আল্লা তা'য়ালাহর বাণী:

/ . - + *) (' & % $ # " ! [

البقرة: ٢٧٠ Z 1 0

“এবং যা কিছু তোমরা খরচ কর অথবা যা কিছু নজর মান আল্লাহ তা জানেন। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।” [সূরা বাকারা:২৭০]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ نَــذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ». أخرجه البخاري.

৩. আয়েশা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নজর মানে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানি করার নজর মানে সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে।”[১]

যে ব্যক্তি কোন এবাদত করা নজর মেনে পূর্ণ করার আগেই মারা যাবে তার পক্ষ থেকে তার অলিরা তা পূর্ণ করে দিবে।

¿ নজর পুরা করতে অক্ষম ব্যক্তির বিধান:

আর যে ব্যক্তি কোন আনুগত্যের নজর মানার পর পূর্ণ করতে অক্ষম হলো তার প্রতি কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব। আর এমন ব্যক্তির জন্য নজর মানা মকরুহ। কারণ ইবনে উমার [رضي الله عنهما] হতে বর্ণিত: নবী [ﷺ] নজর মানা হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন:

« إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ ».متفق عليه.

“নজর মানায় কোন কিছু পরিবর্তন করে না। বরং নজর-মান্নত দ্বারা কৃপণের মাল বের হয়ে যায়।”[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৬৯৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৬৯৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৩৯

¿ মানুষের প্রতি কষ্টকর এমন জিনিসের নজর মানার বিধানঃ

যে সকল কাজ-কর্ম ও এবাদত সম্পাদন করা বান্দার প্রতি কষ্ট হয় এমন বিষয়ে নজর মানা মকরুহ। অতএব, যে ব্যক্তি এমন নজর মানল যা তার ক্ষমতার বাইরে এবং তাতে রয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট। যেমনঃ যে ব্যক্তি নজর মানে সমস্ত রাত্রি সালাত কায়েম করার কিংবা সারা বছর রোজা রাখার অথবা সমস্ত সম্পদ দান করার বা হজ্ব অথবা উমরা পায়ে হেঁটে করার। এ অবস্থায় তার নজর পূরণ করা তার প্রতি ওয়াজিব নয় বরং তার প্রতি জরুরি হলো কাফফারা দেওয়া।

¿ নজর-মান্নত খরচের খাতঃ

মানতকারীর নিয়ত অনুযায়ী আনুগত্যের নজরের খাত নির্দিষ্ট হবে। তবে পবিত্র শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে হতে হবে। যদি মান্নতকৃত বস্তু যেমনঃ গোশত বা অন্য কিছু গরিব-মিসকিনের জন্য নিয়ত করে, তাহলে তা হতে তার ভক্ষণ করা জয়েজ নয়। আর যদি নিয়ত করে তার পরিবার-পরিজন অথবা বন্ধু-বান্ধব কিংবা সঙ্গী-সাথীরা তাহলে তার জন্য তাদেরই একজন হিসাবে খাওয়া জায়েজ।

¿ নেকিকে পাপের সাথে সংমিশ্রণকারীর নজরের বিধানঃ

যে ব্যক্তি তার মানতে পাপ ও নেকির সংমিশ্রণ ঘটাবে তার জন্যে নেকির কাজ করা এবং পাপের কাজ ত্যাগ করা জরুরি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ بَيْنَما النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». أخرجه البخاري.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী [ﷺ] একদা বক্তৃতা প্রদান করতে ছিলেন। দেখলেন একজন মানুষ দাঁড়ান। তিনি [ﷺ] লোকটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেনঃ এ হলো আবু ইসরাঈল। সে নজর মেনেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোজা রাখবে। তখন নবী [ﷺ]

বললেন: "তাকে নির্দেশ কর কথা বলার ও ছায়া গ্রহণের জন্যে। আর বল বসতে এবং তার রোজা পূর্ণ করতে।"[১]

¿ নির্দিষ্ট দিনের রোজা রাখার নজর মানার পর তা কুরবানির ঈদ অথবা রোজার ঈদের দিনে পড়লে তার হুকুম:

কারো জন্যে দুই ঈদের দিনে রোজা রাখা জায়েজ নেই। তাই যে সে দিনে রোজা রাখার নজর মানবে সে তার নজরের কাফফারা দেবে।

عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ . متفق عليه.

জিয়াদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ইবনে উমার [ﷺ]-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁকে একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করে বলল: আমি নজর মেনেছি যতদিন বাঁচব ততদিন প্রতি মঙ্গলবার অথবা বুধবার রোজা রাখব। অত:পর সে দিন কুরবানির ঈদের দিনে পড়েছে। তিনি [ﷺ] বললেন: আল্লাহ আমাদেরকে নজর পূরণ করতে নির্দেশ করেছেন এবং আমাদেরকে ঈদের দিনে রোজা রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি আবারো পুনরাবৃত্তি করল। তিনি [ﷺ] একই কথা বললেন এবং তার অতিরিক্ত কিছু করলেন না।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭০৪

[২]. বুখারী হাঃ ৬৭০৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১১৩৯

অষ্টম পর্ব

বিচার-ফয়সালা

এতে রয়েছেঃ

১. বিচার ও বিচারকের বিধানসমূহ
২. বিচার-ফয়সালা করার ফজিলত
৩. বিচার করার ভয়াবহতা
৪. বিচারকের আদবসমূহ
৫. ফয়সালার পদ্ধতি
৬. মামলা-মকদ্দমা ও প্রমাণ
৭. দাবী সাব্যস্ত করার পদ্ধতিঃ এতে আছেঃ
১. স্বীকারোক্তি ২. সাক্ষ্য ৩. কসম

Z Y X W V U T S R Q P O)

l k j h g f e d c b ` _ ^] \

| z yx w v u t s r q p n m

{ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ © وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم

بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ´ µ ¶ ¸ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا

فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾) [المائدة: ٤٩-٤٨]

“আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। এতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ–করেননি–যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন করে। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে পত্যাবর্তন করতে হবে। অত:পর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন–যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।”

[সূরা মায়েদা:৪৮-৪৯]

বিচার-ফয়সালার অধ্যায়

১-বিচার ও বিচারকের বিধানসমূহ

¿ **বিচার-ফয়সালা করা হলো:** শরিয়তের বিধান সুস্পষ্ট ও প্রকাশ করা এবং তা অবধারিতকরণ ও ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করা।

¿ **বিচার-ফয়সালা করা বৈধকরণের হিকমত:**

আল্লাহ তা'য়ালা সকল অধিকার হেফাজত, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জীবন-সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মানের রক্ষা করার জন্য বিচার-ফয়সালা করাকে বৈধ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের একজনকে অপরজনের বিভিন্ন প্রকার কাজ করার জন্য মুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। যেমনঃ বেচাকেনা, বিভিন্ন পেশা, বিবাহ-শাদি, তালাক, ভাড়া, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি জীবনের জরুরি বিষয়াদি। এ সমস্ত জিনিসের জন্য শরিয়ত নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী প্রণয়ন করেছে যা মানুষের মাঝের লেনদেনের ফয়সালা করে দেয় এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তা বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু মাঝে-মধ্যে সেই সকল নীতিমালা ও শর্তাবলীর কিছু বিপরীত ঘটে। তা ইচ্ছা করে হোক বা অজ্ঞতা বশত: হোক যার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর আপোসের মধ্যে জন্ম নেয় ঝগড়া-বিরোধ ও দুশমনি-ঘৃণা। আর কখনো অবস্থা এমন পরিস্থিতি দাঁড়ায় যার ফলে সম্পদ লুণ্ঠন, জীবন নিশ্চিহ্ন ও ঘর-বাড়ীর বিনাশ সাধন। সুতরাং মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের কল্যাণার্থে তাঁর শরিয়ত দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা বৈধ করেছেন। যার ফলে ঐ সকল ঝগড়া-বিবাদের অপসারণ ও সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় এবং বান্দার মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়ের বিচার হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

[Z Y X W V U T S R Q P O [

I k j h g f e d c b ` _ ^] \

| | z yx w v u t s r q p n m

} إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ © Z المائدة: ٤٨

“আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষাণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ–করেননি–যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে পত্যাবর্তন করতে হবে। অত:পর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।” [সূরা মায়েদা: ৪৮]

¿ বিচার-ফয়সালা করার বিধানঃ

বিচার করা ফরজে কেফায়া। মানুষের জন্য প্রতিটি এলাকা বা শহরে প্রয়োজন মোতাকেব একজন বা একাধিক বিচারক নিয়োগ দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি ফরজ। কারণ তাঁরা ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা, সকল সাজার বাস্তবায়ন, ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে বিচারকরণ, হকসমূহের ফেরত, মাজলুমের প্রতি ইনসাফ এবং মুসলমানদের কল্যাণকর বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ ইত্যাদি কাজের আনজাম দিবেন।

ইনসাফসের সাথে মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করা ফরজে কেফায়া; কারণ উদ্দেশ্য কাজটি কর্তা নয়। আর যদি উদ্দেশ্য কাজ ও কর্তা উভয়টি হতো তাহলে ফরজে আইন হত। যেমন : সালাত, রমজানের সিয়াম ইত্যাদি।

১. আল্লাহর বাণী:

(يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ à لَهُمْ â شَدِيدُۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ç è)

[ص/٢٦].

“হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাকে রাজত্ব কর এবং কেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।” [সূরা স্ব−দ:২৬]

২. আল্লাহর বাণী:

(وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ ´ µ ¶ ¸ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩) [المائدة: ٤٩]

আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন−যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।” [সূরা মায়েদা:৪৯]

¿ **বিচারকের জন্য শর্ত:**

যে বিচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তা জন্য শর্ত হলো:

১. কাজি-বিচারককে শক্তিশালী ও আমানতদার হতে হবে। অবশ্যই কাজিকে তার জ্ঞানে শক্তিশালী এবং তার কাজ বাস্তবায়নে আমানতদার হতে হবে।

২. মুসলিম হতে হবে; কারণ কাজিকে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করতে হবে।

৩. সাবালক ও বিকেকবান হতে হবে; কারণ নাবালক ও পাগল দায়িত্বের ব্যাপারে অপরিপূর্ণ।

৪. ন্যায়পরায়ণ হতে হবে; কারণ ফাসেক ব্যক্তি তার ফাসেকির জন্য জুলুম থেকে নিরাপদ নয়।

৫. শ্রবণকারী হতে হবে; কারণ বধির বাদী বিবাদীর কথা শুনতে পারবে না।

৬. কথা বলতে পারেন এমন হওয়া; যাতে করে বাদী বিবাদীর সাথে কথা বলতে পারেন।

৭. মুজতাহিদ ও আহকাম সম্পর্কে অবগত এমন হওয়া; কারণ মুকাল্লেদ তথা দলিল ছাড়া অন্যের কথা মান্যকারী ও সাধারণ ব্যক্তি বিচার ফয়সালার জন্য উপযুক্ত নয়।

৮. পুরুষ মানুষ হতে হবে। কারণ নারীর বিবেক অসম্পূর্ণ ও অতি দ্রুত আবেগী, যার ফলে বেশি বেশি ধোকায় পড়বে।

এ শর্তগুলো সম্ভবপর পরিগণিত হবে এবং দৃষ্টিবানকে অন্ধের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর সর্বোত্তমের ভিত্তিতে দায়িত্বভার দেয়া ওয়াজিব।

¿ কাজি-বিচারক নির্বাচনকরণ:

কাজি নির্বাচন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। তাঁর প্রতি ফরজ হলো বিচারক পদের জন্য সবচেয়ে জ্ঞানী, মোত্তাকী, চালাক ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন। কারণ কিছু মানুষ সত্যবাদী আর কিছু বাতিলপন্থী এবং যাতে করে হক বিনষ্ট না করেন ও পাপিষ্ঠের ধোকায় না পড়েন।

আর সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিকে চয়ন করবেন, যাতে করে হারাম না খান এবং কাউকে ভয়ও না পান। এ ছাড়া নির্বাচনে সবচেয়ে মুত্তাকী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিবেন। কারণ তাকওয়া দ্বারাই কার্যাদি সহজ হয় এবং জটিল বিষয়াদি সমাধান হয় ও সত্যকে জানা, ভালাবাসা ও তা দ্বারা ফয়সালা করাও সহজ হয়। জ্ঞানে জবরদস্ত ও কাজে আমানতদার এবং সত্যবাদী ফাকীহ ব্যক্তিকে এখতিয়ার করবেন।

১. আল্লাহ মুসা [عليه السلام]-এর সম্পর্কে বলেন:

(y z { | ~ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾)

[القصص/٢٦].

"বালিকাদ্বয়ের একজন বলল বাবা, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।" [সূরা কসাস:২৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

: 9 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

آل Z K J I H G E D C B A ? > = < ;

عمران: ١٥٩

"আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্ত রে যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

¿ ইসলামী শরিয়ত পরিপূর্ণঃ

মানুষের মাঝে ইনসাফের সাথে বিচার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। অতএব, সকল রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারকদের প্রতি ওয়াজিব হলো আল্লাহ তা'য়ালা যে সত্য ও হেদায়েত নাজিল করেছেন তা দ্বারা ফয়সালা করা।

আল্লাহর আমাদের প্রতি দয়ার মধ্যে তিনি আমাদের জন্য পরিপূর্ণ দ্বীন নাজিলে করেছেন, যার মাঝে রয়েছে মানুষ জাতির সকল সমস্যার সমাধান। তিনি কুরআন নাজিল করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সকল বিধান ও শরিয়ত এবং নাজিল করেছেন মীজান যা ন্যায় বিচার শক্তির স্বরূপ। এ ছাড়া নাজিল করেছেন লোহা যা শরিয়তের বিধান বাস্তবায়নের শক্তির স্বরূপ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

X W U T S R Q P O N M L K [

المائدة: ٣ Z c b a ` _] \ [Z Y

“আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।” [সূরা মায়েদা:৩]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

*) (' & % $ # " ! [

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - +

الحديد: ٢٥ Z ? > = < ; 9

“আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাজিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।” [সূরা হাদীদ:২৫]

¿ যা থেকে বিচারক দূরে থাকবেন:

বিচারকের উপর অন্যের ন্যায় ঘুষ নেয়া হারাম। আর কারো কোন প্রকার হাদিয়া গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যার হাদিয়া বিচারক হওয়ার পূর্বে গ্রহণ করতেন সে ছাড়া। তবে গ্রহণ না করাই উত্তম; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ». أخرجه أحمد.

“কর্মচারীদের হাদিয়া গ্রহণ আত্মসাৎ-চুরি বলে বিবেচিত।”[১]

[১].হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ২৩৯৯৯, ইরওয়াউল গালিল হাঃ নং ২৬২২ দ্রষ্টব্য

২- বিচার করার ফজিলত

যিনি মানুষের মাঝে ফয়সালা করেন তার জন্য অনেক ফজিলত রয়েছে। ইহা করতে সক্ষম এবং নিজের প্রতি জুলুম করা হতে নিরাপদে থাকবেন তার জন্যে জায়েজ। ইহা আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক উত্তম পন্থা; কারণ এতে রয়েছে মানুষের মাঝে মীমাংসা করা, মাজলুমের প্রতি ইনসাফ ও জালেমকে প্রতিহত করা, সৎকর্মের নির্দেশ, অসৎকাজের নিষেধ, সাজাসমূহের বাস্তবায়ন, হকদারের হক পৌঁছানো।

এ ইহা ছাড়া নবী-রসূলগণ (আ:)-এর কাজ। এ সকল মহৎ কাজের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালার এর মধ্যে ভুল হলেও সওয়াব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এজতেহাদ করার পরে যদি বিচারকের ভুল হয় তা রহিত করে দিয়েছেন। আর যদি সঠিক করেন তাহলে দ্বিগুণ সওয়াব। একটি হলো এজতেহাদের আর অপরটি সঠিক বিচার করার। আর যদি এজতেহাদ করার পর ভুল করেন তাহলে একটি সওয়াব। তা হচ্ছে এজতেহাদের এবং তার কোন গুনাহ নেই।

১. আল্লাহর বাণী:

1 0 / . - , + *) (' & % $ # ")

.[النساء/١١٤] (= < ; : 9 8 7 6 5 4 3

"তাদের অধিকাংশ সলা–পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করত তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।" [সূরা নিসা: ১১৪]

عَنْ عَبْد اللَّه بْنَ مَسْعُود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَـــلَّمَ :« لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَته فِي الْحَقِّ ، وَرَجُـــلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ».متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"দুইটি জিনিসে গিবতা (অন্যের ন্যায় কামনা) করা

জায়েজ। একজন মানুষ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন যা থেকে সে সত্যের পথে খরচ করে। আর অপরজন যাকে আল্লাহ তা'য়ালা হিকমত দান করেছেন যা দ্বারা সে বিচার করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ». أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় ইনসাফকারীগণ (কিয়ামতে) আল্লাহ তা'য়ালার ডান হাতের পার্শ্বের নূরের মিনারার নিকটে থাকবে। আর আল্লাহর দু'টি হাতই ডান। যারা তাদের বিচার ফয়সালায়, পরিবারে এবং যাদের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের সঙ্গে ইনসাফ করে।" [২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ».متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন:"যেদিন আল্লাহ তা'য়ালার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না আল্লাহ সেদিন সাত শ্রেণীর মানুষকে ছায়াদান করবেন। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। ঐ যুবক যার যৌবন কাল লালিত-পালিত হয় আল্লাহর এবাদতে। ঐ মানুষ যার অন্তরটা মসজিদসমূহের সঙ্গে ঝুলে থাকে। আর ঐ দু'জন মানুষ যারা একজন অপরজনকে আল্লাহর ওয়াস্তে

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৭৩ ও মুসলিম হাঃ নং ৮১৬ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৮২৭

ভালোবাসে এবং এরই ভিত্তিতে একত্রিত এবং বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ মানুষ যাকে কোন বড় পদের ও সুন্দরী মহিলা যখন জেনা করার জন্য আহ্বান করে, তখন সে বলে: নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি। ঐ মানুষ যে দান-খয়রাত করার সময় তা গোপনে করে। এমনকি তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তার খবর রাখে না। ঐ মানুষ যে একাকী নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন তার দু'চোখ অশ্রুসজল করে।"[১]

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».
متفق عليه.

৫. আমর ইবনে 'আস [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"যখন বিচারক এজতেহাদ করে বিচার ফয়সাল করে। অত:পর সঠিক করে তার জন্যে দু'টি সওয়াব। আর যখন এজতেহাদ করে বিচারে ভুল করে তখন তার জন্যে একটি সওয়াব।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০৩১
[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৩৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১৬

৩- বিচার করার ভয়াবহতা

¿ বিচারা-ফয়সালার আমানতঃ

বিচারের বিষয় হচ্ছে মানুষের মাঝে তাদের রক্ত, ইজ্জত-সম্মান, সম্পদ ও সকল হকের ব্যাপারে ফয়সালা করা। অতএব, এর ভয়াবহতা বড় কঠিন; কারণ বাদী-বিবাদীর দু'জনের মধ্যে কোন একজনের প্রতি বিচারকের দুর্বলতার আশঙ্কা রয়েছে। হতে পারে সে তাঁর আত্মীয় বা বন্ধু কিংবা উঁচু পদের মালিক যার উপকার কাম্য অথবা কর্তৃত্বের অধিকারী যার ক্ষমতার ভয় করা হয় ইত্যাদি। যার ফলে বিচারের সময় উপরোক্ত কারণের প্রভাবান্বিত হয়ে জুলুম করতে পারেন।

বিচারক শরিয়তের হুকুম জানার জন্যে বড় ধরণের চেষ্টা ব্যয়, দলিল তালাশে প্ররিশ্রম এবং সঠিকে পৌঁছার জন্য কষ্ট স্বীকার করবেন। এতে বিচারক তাঁর শরীরকে করেন ক্লান্ত ও দুর্বল। আল্লাহ তা'য়ালা বিচারকের সঙ্গে থাকেন যতক্ষণ তিনি জুলুম না করেন। আর যখন জুলুম করেন তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার নিজের প্রতি ছেড়ে দেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[µ ¶ ¸ يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ

إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾ Z البقرة: ٢٦٩

"তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিষেশ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।" [সূরা বাকারা:২৬৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[p q r s t u v w x y z Z العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের অঅথে আছেন।" [সূরা আনকাবূত:৬৯]

¿ বিচারকদের প্রকার ও তাঁদের কাজ-কর্ম:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

M يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ à لَهُمۡ â شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ
L è ç ص: ٢٦

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাদশাহী কর। আর খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না; তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি; কারণ তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।" [সূরা স্ব–দ:২৬]

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَــانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُــلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّــارِ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

২. বুরাইদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "বিচারক তিন প্রকার: দু'জন যাবে জাহান্নামে আর একজন জান্নাতে। একজন সত্য জানে অত:পর তা দ্বারা বিচার করে সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর একজন না জেনে বিচার করে সে যাবে জাহান্নামে। আর একজন জুলুম করে বিচার করে সেও জাহান্নামী।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :«مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৫৭৩, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৩১৫ শব্দ তারই

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যাকে মানুষের মাঝে ফয়সালা করার জন্য বিচারক নিয়োগ করা হলো তাকে যেন ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো।"[১]

¿ বিচারকের পদ তলব করার বিধান:

বিচারকের পদ তালাশ করা উচিত নয় এবং তার লোভ করাও ঠিক নয়; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ». متفق عليه.

"হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! কখনো নেতৃত্ব চাইবে না; কারণ যদি চাওয়ার পর দেয়া হয় তবে তোমাকে তার প্রতিই ছেড়ে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে দেয়া হয় তবে তার প্রতি তোমাকে সাহায্য করা হবে।"[২]

¿ বেদাতীদেরকে বিচারক নিয়োগ করার বিধান:

মানুষের মাঝে ফয়সালা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাই ইহা কোন বেদাতীকে অর্পণ করা জায়েজ নেই; কারণ তাদের মধ্যে শর্ত অনুপস্থিত।

¿ বেদাতী দুই প্রকার:

প্রথম: কুফরি পর্যায়ের বেদাতী, যার থেকে ইসলামের শর্ত অনুপস্থিত।
দ্বিতীয়: ফাসেক পর্যায়ের বেদাতী, যার থেকে ন্যায়পরায়ণতার শর্ত অনুপস্থিত। অতএব, না এরা আর না ওরা কোন প্রকারই কাজির দায়িত্ব অর্পণ করা চলবে না যদিও তাদের জাতির হোক না কেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ ´ µ ¶ ¸ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ Z المائدة: ٤٩

---

[১] .হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৫৭২, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৩০৮

[২] .বুখারী হাঃ নং ৭১৪৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৫২

আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন–যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।" [সূরা মায়েদা:৪৯]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ». متفق عليه.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে আমাদের দ্বীনে বিদাত আবিস্কার করে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না তা প্রত্যাখ্যাত।"[১]

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৬৯৭ শব্দ তাইর ও মুসলিম হা: নং ১৭১৮

৪-বিচারকের আদব-আখলাক

¿ **উচিত হলোঃ** কাজি-বিচারক সাহেব কঠোরতা ছাড়াই শক্ত প্রকৃতির হওয়া; যাতে করে জালেমরা লোভ না করে। আর দুর্বলতা ছাড়াই নরম হওয়া যাতে করে হকদার ভয় না পায়।

¿ বিচারককে ধৈর্যশীল হওয়া উচিত; যাতে করে বাদীর কথা শুনে রাগ না হন। কারণ এতে করে তাড়াতাড়ি ও দ্রুত এবং অদৃঢ়তা তাঁকে স্পর্শ করে বসবে।

¿ **ধীরতার অধিকারী হওয়া চাই;** যাতে করে তাঁর জলদিকরণ অনুচিতের দিকে না নিয়ে যায়। আর চালাক হওয়াটাও জরুরি। যাতে করে কোন বাদী তাঁকে ধোকা না দিতে পারে। তিনি নিজে ও তাঁর সম্পদ সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও দোষমুক্ত হতে হবে। বিচারককে আমানতদার ও তাঁর কাজে মুখলিস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হতে হবে। এর দ্বারা সওয়াব ও প্রতিদান তালাশ করবেন এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেন না।

বিচার-ফয়সালার হুকুম-আহকাম সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবিজ্ঞ হতে হবে; যাতে করে বিচার করা তার উপর সহজ হয়।

¿ **বিচারকের আরো উচিত হলোঃ** তাঁর মজলিসে ফিকাহবিদ ও বিদ্বানগণকে হাজির করানো এবং যা তাঁর জন্য সমস্যা হয় সে ব্যাপারে তাঁদের সাথে পরামর্শ করা।

¿ **বিচারকের প্রতি ওয়াজিব হলোঃ** বাদী ও বিবাদী উভয়কে সর্ব বিষয়াদিতে সমানভাবে সুযোগ দেওয়া। যেমনঃ প্রবেশ, সানমে বসা, মনোযোগ, কথা শ্রবণ ও আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার করা।

¿ **চরম রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা** বিচারকের প্রতি হারাম। অনুরূপ পেশাব-পায়খানার চাপ ধরে রেখে অথবা প্রচণ্ড ক্ষুধা বা পিপাসা কিংবা দুশ্চিন্তা অথবা ক্লান্তি-অস্বস্তি বা অলসতা কিংবা তন্দ্রা নিয়ে বিচার করা হারাম। যদি এ অবস্থায় ফয়সালা করেন আর সঠিকভাবেই করেন তাহলে বাস্তবায়ন করা হবে।

¿ **বিচারকের জন্য সুন্নত হলো:** একজন মুসলিম, সাবালক, বিবেকবান ও ইনসাফগার কেরানি গ্রহণ করা। যিনি তাঁর জন্য ঘটনাসমূহের বর্ণনা ও মোকদ্দমা ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করবেন।

¿ বিচারক কি তাঁর জ্ঞানানুসারে বিচার করবেন?

বিচারক তাঁর জ্ঞানানুসারে ফয়সালা করবে না; কারণ ইহা তাকে অপবাদের দিকে ঠেলে দিবে। বরং তিনি যা শুনবেন সে মোতাবেক বিচার করবেন। আর অপবাদের ভয় না থাকলে তার জানা মোতাবেক ফয়সালা করতে পারেন। অথবা বিষয়টা তাঁর নিকটে ধারাবাহিক ও খবরটা পস্পারিকভাবে পৌঁছছে, যার জানার ব্যাপারে তিনি ও অন্যান্যরা শরিক।

¿ মানুষের মাঝে মীমাংসা ও তাদের প্রতি দয়া করার ফজিলত:

বিচারকের প্রতি মুস্তাহাব হলো দু'জন ঝগড়া-বিবাদকারীর মাঝে মীমাংসা করা। আর শরিয়তের ফয়সালা স্পষ্ট না হওয়ার কারণে তাদেরকে মাফ ও ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

0 / . - , + *) (' & % $ # "M

:النساء L = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 1

١١٤

"তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে নির্দেশ করে তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।" [সূরা নিসা: ১১৪]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

M إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ ´ µ ¶ ¸ ﴿١٠﴾ L الحجرات: ١٠

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" [সূরা হুজুরাত:১০]

৩. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

M ! " # % & ' ( ) *] L الفتح: ٢٩

"মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" [সূরা ফাত্হ: ২৯]

عَنْ جَرِيرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ لَـــا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ». متفق عليه.

৪. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [রাঃ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না সেও দয়াপ্রাপ্ত হয় না।"[১]

¿ বিচারের পূর্বে বাদী-বিবাদীকে ওয়াজ-নসিহত করার বিধান:

বিচারকের জন্য মুস্তাহাব হলো ফয়সালার পূর্বে বাদী-বিবাদীকে ওয়াজ-নসিহত করা।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّته مِنْ بَعْـــضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيه شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ». متفق عليه.

উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে আস। আর তোমাদের একজন অপরজনের চেয়ে তার দলিল বর্ণনায় অধিক পটু। অতএব, আমি যেমন শুনি তেমনি ফয়সালা করি। তাই যদি কারো জন্য তার ভাইয়ের হক ফয়সালা ক'রে দেই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে; কারণ আমি যেন তার জন্যে ইহা জাহান্নামের এক টুকরা আগুন কেটে দেই।"[২]

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৭২৭৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৩১৯

[২].বুখারী হাঃ নং ৭১৬৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১৩

বিচারক তাঁর নিজের ব্যাপারে নিজেই হুকুম বাস্তবায়ন করবেন না। আর যাদের সাক্ষী বিচারকের ব্যাপারে কবুল করা হয় না তাদের প্রতিও হুকুম বাস্তবায়ন করবেন না। যেমনঃ নিজ বংশের বাপ-দাদা উপরের যে কেউ বা সন্তান-সন্ততি নিচের যে কেউ। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি।

দুই বা এর অধিক ব্যক্তি যদি তাদের মাঝের ফয়সালার জন্য কোন নেক ব্যক্তিকে বিচার করার জন্য হাকিম মেনে নেয় তাহলে তাদের মাঝে তার বিচার কার্যকর করা যাবে।

¿ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যান্য বিধান দ্বারা ফয়সালা করার ভয়াবহতাঃ

আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে বিচার করা বিচারকের উপর ফরজ। যে কোন অবস্থাতে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা তাদের মাঝে বিচার করা হারাম। কারণ আল্লাহর বিধান ছাড়া মানব রচিত কোন বিধান দ্বারা বিচার করা কাফেরদের কাজ।

ইসলামি শরিয়ত যখন মানব জাতির সকল বিষয়ের সর্ব অবস্থার সংশোধন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন বিচারপতির উপর ওয়াজিব হলো তাঁর নিকটে যে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা আসে সেগুলোর অবস্থা যাই হোক না কেন তা পর্যবেক্ষণ করা। আর আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করা। কারণ আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট এবং আরোগ্যকর।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

المائدة: ٤٤ L } | { z y x w v u t M

"এবং যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার করে না তারা কাফের।" [সূরা মায়েদা:৪৪]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

Z Y X W V U T S R Q P O [

I k j h g f e d c b ` _ ^] \

| z yx w v u t s r q p n m

{ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ © وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ´ µ ¶ ¸ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ Z المائدة: ٤٨ - ٤٩

"আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষাণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ–করেননি–যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে পত্যাবর্তন করতে হবে। অত:পর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।" [সূরা মায়েদা: ৪৮]

¿ কাজি ও মুফতির মধ্যে পার্থক্য:

বিচারকের তিনটি গুণ প্রমাণ করার দিক থেকে একজন সাক্ষী। আর হুকুম বয়ান করার দিক থেকে একজন মুফতি। আর হুকুম বাস্তবায়ন করার দিক থেকে ক্ষমতার অধিকারী। একজন বিচারক ও মুফতির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে: বিচারক শরিয়তের হুকুম বর্ণনা করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন কিন্তু মুফতি শুধুমাত্র হুকুম বর্ণনা করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[{ | } ~ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ¡ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ´ µ ¶ ¸ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ Z © النحل: ١١٦ – ١١٧

“তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। যৎসামান্য সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নেক।” [সূরা নাহলঃ **১১৬-১১৭**]

৫- বিচার-ফয়সালার পদ্ধতি

¿ যখন বিচারকের নিকট বাদী ও বিবাদী দু'জনে উপস্থিত হবে তখন বিচারক জিজ্ঞাসা করবেন: তোমাদের মাঝে বাদী কে? তাদের কোন একজন শুরু করা পর্যন্ত তিনি চুপ থাকবেন। যে প্রথমে অভিযোগ করবে তাকেই বাদী হিসাব করবেন। অত:পর যদি বিবাদী তা স্বীকার করে নেয় তাহলে তার উপর ফয়সালা করবেন।

¿ আর যদি বিবাদী অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক বাদীকে বলবেন: যদি তোমার সাক্ষী থাকে তবে হাজির কর। যদি সাক্ষী হাজির করে তাহলে শুনবেন এবং সে মোতাবেক বিচার করবেন। আর নিজের জ্ঞানানুসারে বিচার করবেন না তবে বিশেষ অবস্থা ছাড়া যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

¿ যদি বাদী বলে আমার কোন সাক্ষী নেই, তাহলে বিচারক তাকে জানাবেন যে, এখন বিবাদীর প্রতি হলফ। যদি বাদী বিবাদীকে হলফ করাতে বলে তবে বিচারক তাকে হলফ করাবেন এবং তাকে ছেড়ে দিবেন।

¿ যদি বিবাদী হলফ করা থেক নিরব থাকে এবং হলফ না করে তাহলে বিচারক তার নিশ্চুপ থাকার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করবেন। কারণ নিরবতা বাদীর সত্যতার প্রতি প্রকাশ্য একটি লক্ষণ-ইঙ্গিত।
বিবাদী যখন হলফ করা থেকে বিরত থাকবে তখন বিচারক বাদীকে হলফ করার জন্যে বলবেন। বিশেষ করে যখন বাদীর দিকটা শক্ত প্রমাণিত হবে। সুতরাং, যদি বাদী হলফ করে তবে তার পক্ষে ফয়সালা করে দিবেন।

¿ আর যদি অস্বীকারকারী হলফ করে আর বিচারক তাকে ছেড়ে দেন। অত:পর বাদী সাক্ষী হাজির করে তবে সাক্ষ্য দ্বারা বিচার করবেন। কারণ অস্বীকারকারীর হলফ ঝগড়াকে দূর করতে পারে। কিন্তু কোন হককে দূরিভূত করতে পারে না।

¿ আর বিচারকের হুকুম খণ্ডন হবে না কিন্তু যদি কুরআন অথবা সুন্নাহ কিংবা অকট্য ইজমার বিপরীত হয় তবে।

¿ যতক্ষণ মুসলিমের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ না পায় ততক্ষণ মুসলমানদের আসল হলো ন্যায়পরায়ণতা। যদি তার প্রতি কোন সন্দেহ প্রকাশ পায় তাহলে প্রকাশ্য ও গোপনীয়ভাবে তার ন্যায়পরায়ণতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জরুরি; যাতে করে কাজি আল্লাহর হারামকৃত বস্তুতে পতিত না হয়।

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /)

[الحجرات/٦]. (@ ? >

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।" [সূরা হুজুরাত: ৬]

৬- দাবি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ

¿ **দাবিঃ** অন্যের হাতে আছে এমন কোন জিনিস নিজের হক বলে দাবি করা।

¿ **বাদীঃ** হক তলবকারী। আর যদি বাদী চুপ থাকে তাহলে ছেড়ে দিতে হবে।

¿ **বিবাদীঃ** যার নিকটে হক তলব করা হয়। সে চুপ থাকলে ছেড়ে দেয়া হবে না।

¿ **মামলার রোকনঃ**

মামলার রোকন তিনটিঃ বাদী, বিবাদী ও দাবিকৃত জিনিস।

¿ **প্রমাণঃ** যার দ্বারা হক-অধিকার প্রকাশ পায়। চাই তা সাক্ষী হোক বা হলফ হোক কিংবা অবস্থা ইত্যাদির লক্ষণ-ইঙ্গিত হোক।

¿ **প্রমাণের বর্ণনাঃ**

প্রমাণ হলোঃ যা কোন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ করে দেয়। চাই তা শরিয়তের প্রমাণ হোক যেমন সাক্ষ্য যা কবুল করা ওয়াজিব অথবা লক্ষণ হোক যা গ্রহণ করা বৈধ। আর সাক্ষীদেরকে প্রমাণ বলা হয়েছে; কারণ তারা যার হক এবং যার প্রতি হক তা প্রমাণ করে।

¿ **দাবি-মামলা সহীহ হওয়ার শর্তাবলীঃ**

বিস্তারিত লিখিত ছাড়া মামলা সহীহ হবে না; কারণ ফয়সালা তার উপর নির্ভলশীল। আর যে জিনিসের দাবি করা হবে তা জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট হতে হবে। বাদীকে তার অধিকার তলব করে বিবৃত প্রদান করতে হবে। আর দাবিকৃত জিনিসটি যদি ঋণ হয় তাহলে তার পরিশোধের সময় হয়েছে এমন হতে হবে।

¿ **দাবির নিয়মঃ**

দাবি হলো কোন মানুষ অন্যের প্রতি নিজের জন্য কোন জিনিস সংযুক্ত করা। চাই সে জিনিস কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা উপকার কিংবা অধিকার অথবা ঋণ হোক।

¿ নিজের জন্য সংযুক্তকরণ তিন প্রকার:

প্রথম: কোন মানুষ অন্যের প্রতি নিজের জন্য কোন জিনিস সংযুক্ত করা। একে দাবী বলে যেমন বলা: অমুকের প্রতি আমার এরূপ জিনিস রয়েছে।

দ্বিতীয়: কোন মানুষ অন্যের জন্য নিজের প্রতি কোন জিনিস সংযুক্ত করা। একে স্বীকার করা বলে।

তৃতীয়: কোন মানুষ অন্যের জন্য অন্যের প্রতি কোন জিনিস সংযুক্ত করা। একে বলে সাক্ষ্য প্রদান।

¿ সাক্ষ্য-প্রমাণের অবস্থা:

১. কখনো প্রমাণ দু'জন সাক্ষী দ্বারা আবার কখনো একজন পুরুষ আর দু'জন মহিলা দ্বারা হয়। কখনো চারজন সাক্ষী আর কোন সময় তিনজন দ্বারা হয়। আবার কখনো একজন সাক্ষী ও বাদীর হলফ (যার বর্ণনা সামনে আসবে) দ্বারা।

২. সাক্ষ্য প্রদানে সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত এবং বিচারক তা দ্বারাই ফয়সালা করবেন। বিচারক যদি সাক্ষ্য যা দিয়েছে তার বিপরীত কিছু জানতে পারেন তবে সে মোতাবেক ফয়সালা করা জায়েজ নয়। আর যার ইনসাফ অজানা তার ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন। আর যদি বিবাদী সাক্ষীদেরকে অসত্য প্রমাণিত করে তাহলে তাকে সাক্ষ্য আনার দায়িত্ব প্রদান করবেন এবং তিন দিনের সময় দিবেন। যদি সে সাক্ষী হাজির করতে না পারে তবে তার প্রতি ফয়সালা করবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ à لَهُمْ â شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ç è Z ص: ٢٦

"হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়

যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।" [সূরা স্ব-দ:২৬]

¿ অপবাদের ব্যাপারে মানুষ তিন প্রকারঃ

১. মানুষের নিকট তাদের দ্বীন ও পরহেজগারী এবং অপবাদের অন্তর্ভুক্ত না এমন শ্রেণী। এমন ব্যক্তিকে জেলে আটক বা মারধর করা যাবে না বরং অভিযোগকারীকে আদব দিবেন।

২. অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাল-মন্দ অবস্থা অজানা। এমন ব্যক্তিকে যতক্ষণ তার অবস্থা প্রকাশ না পায় ততদিন অধিকার হেফাজতের উদ্দেশ্যে তাকে জেলে বন্দী রাখতে হবে।

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্যায়-অনাচার দ্বারা পরিচিত। এরমত মানুষ অভিযুক্ত হয়ে থাকে। এ দ্বিতীয় প্রকারের চেয়ে বেশি মারাত্মক। একে যতক্ষণ স্বীকার না করে ততক্ষণ মারধর ও আবদ্ধ করে যাচাই করতে হবে। আর ইহা মানুষের হক হেফাজতের উদ্দেশ্যে মাত্র।

¿ যখন বিচারক সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন তখন তা দ্বারা ফয়সালা করবেন। আর কোন প্রকার সত্যায়নের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি ইনসাফগার না এমন জানেন তবে তার দ্বারা ফয়সালা করবেন না। আর যদি সাক্ষীদের অবস্থা অজানা হয় তবে তাদেরকে সত্যায়নকারী ন্যায়পরায়ণ দু'জন সাক্ষী হাজির করতে বলবেন।

¿ বিচারকের বিচারের পদ্ধতিঃ

বিচারকের ফয়সালা দ্বারা কোনা হারাম হালাল হবে না আর কোন হালাল হারাম হবে না। যদি সাক্ষীরা সত্যবাদী হয় তবে বাদীর জন্য তার হক নেওয়া বৈধ হবে। আর যদি সাক্ষীরা মিথ্যুক হয় যেমনঃ মিথ্যা সাক্ষ্য এবং বিচারক তা দ্বারা ফয়সালা করেন তাহলে বাদীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ নয়।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهُ ». متفق عليه.

উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে আস। আর তোমাদের একজন অপরজনের চেয়ে তার দলিল বর্ণনায় অধিক পটু। অতএব, আমি যেমন শুনি তেমনি ফয়সালা করি। তাই যদি কারো জন্য তার ভাইয়ের হক ফয়সালা ক'রে দেই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে; কারণ আমি যেন তার জন্যে ইহা জাহান্নামের এক টুকরা আগুন কেটে দেই।"[১]

¿ অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর বিচারের নিয়মঃ

যদি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ফয়সালা করা জায়েজ। তবে মানুষের হক হতে হবে আল্লাহর হক নয়। চাই অনুপস্থিত ব্যক্তির দূরত্ব বেশি হোক বা কম হোক যার ফলে সে হাজির হতে পারে নাই। যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি হাজির হয় তাহলে তার দলিল-প্রামাণ অনুযায়ী হবে।

¿ দাবী কোথায় কায়েম করা হবেঃ

বিবাদীর শহরে মামলা দায়ের করা হবে; কারণ আসলে সে দোষমুক্ত। যদি সে ভেগে যায় অথবা টালবাহনা করে কিংবা কোন অযুহাত ছাড়াই হাজিরা দিতে দেরী করে তাহলে তাকে আদব দেয়া জরুরি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৬৮০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১৩

¿ এক বিচারকের লিখা মামলা অপর বিচারকের নিকট প্রেরণের বিধানঃ

একজন বিচারকের লিখা মামলা অপর বিচারকের নিকটে মানুষের হকের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। যেমনঃ বেচাকেনা, ইজারা, অসিয়ত, বিবাহ, তালাক, অপরাধ, কেসাস ইত্যাদি। আর এক বিচারক অন্য বিচারকের নিকট আল্লাহর দণ্ডবিধি যেমনঃ জেনা, মদ ইত্যাদি ব্যাপারে লিখা উচিত নয়; কারণ এগুলো গোপন রাখাই ভাল এবং সন্দেহ হলে মাফযোগ্য।

¿ দাবিকৃত বস্তুর বিধানঃ

যদি বাদী ও বিবাদী কোন নির্দিষ্ট বস্তু নিয়ে উভয়ে দাবি করে তাহলে এর ৬ অবস্থাঃ

১. যদি বস্তুটি কোন একজনের হাতে হয় আর বিবাদীর সাক্ষী না থাকে তবে উহা যার হাতে তারই যদি হলফ করে। আর যদি উভয়েই সাক্ষী পেশ করে তাহলে যার হাতে তারই হবে যদি সে হলফ করে।

২. যদি বস্তুটি উভয়ের হাতে হয় আর কোন সাক্ষী-প্রমাণ নেই তাহলে দু'জনকেই হলফ করাতে হবে এবং তাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে।

৩. যদি বস্তুটি অন্য কারো হাতে হয় এবং কোন দলিল-প্রমাণ না থাকে তবে দু'জনের মাঝে লটারি করে যার নাম উঠবে হলফ করিয়ে তাকেই দিতে হবে।

৪. বস্তুটি কারো হাতে না এবং কারো কোন দলিল-প্রমাণও নেই এমন অবস্থায় দু'জনকে হলফ করাতে হবে এবং অর্ধেক করে ভাগ করে দিতে হবে।

৫. প্রত্যেককের প্রমাণ আছে আর বস্তুটি কারো হতে নেই এমন অবস্থায় দু'জনের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করতে হবে।

৬. যদি কোন পশু বা গাড়ি নিয়ে ঝগড়া হয় আর একজন আরোহণ করতঃ অপরজন তার লাগাম ধরে আছে। এ অবস্থায় ইহা হলফ করে প্রথম জনের যদি কোন দলিল-প্রমাণ না থাকে।

¿ মিথ্যা হলফ করার ভয়াবহতা:

অন্যায়ভাবে কোন ভাইয়ের সম্পদ মিথ্যা হলফ করে নেওয়া হারাম; কারণ নবী [ﷺ] এরশাদ করেছেন:

« مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِه فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের হক হলফ করে গ্রহণ করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে ওয়াজিব করে দেন। আর তার প্রতি জান্নাতকে হারাম করে দেন। একজন মানুষ বলল: যদি সামান্য জিনিসও হয় হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বললেন: আরাক (আকন্দ) গাছের একটি ডালও যদি হয় না কেন।"[১]

¿ এজমালি বস্তু বণ্টনের বিধান:

একাধিক মালিকানাভুক্ত বস্তু যা ক্ষতি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া বণ্টন করা অসম্ভব তা ভাগ করা জায়েজ নয়। কিন্তু শরিকদের স্বেচ্ছায় হলে জায়েজ। আর যার মধ্যে ভাগ করলে ক্ষতি বা বিনিময় নেই এমন বস্তু হলে যদি অংশিদার তার ভাগ তলব করে তাহলে অন্য জনকে বাধা করতে হবে। অংশিদাররা নিজেরাই ভাগ করবে অথবা নিজেরাই একজন বণ্টনকারী নির্বাচন করবে কিংবা বিচারকের নিকট তার অংশ ও পারিশ্রমিক চাইবে মালিকানা অনুযায়ী। যখন নিজেরা ভাগ করবে বা লটারি করবে তখন বণ্টন করা জরুরি হয়ে যাবে।

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৩৭

৭- দাবি প্রমাণ করার পদ্ধতি

তিনটির কোন একটি দ্বারা দাবি প্রমাণিত হয়: স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য প্রদান ও হলফ করা।

১- স্বীকারোক্তি

¿ **স্বীকারোক্তি:** সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির তার উপর যা ওয়াজিব তা স্বেচ্ছায় প্রকাশকরণ।

¿ **কার স্বীকারোক্তি সঠিক হবে:**

প্রতিটি সাবালক, বিবেকবান ও বারণকৃত না এমন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় স্বীকার সহীহ হবে। আর স্বীকার সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল।

¿ **স্বীকারোক্তির বিধান:**

১. মানুষের জিম্মাদারীতে আল্লাহর হক যেমন: জাকাত ইত্যাদি বা মানুষের হক। যেমন: ঋণ ইত্যাদি থাকলে তার স্বীকারোক্তি করা ওয়াজিব।

২. সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর কোন সাজা যেমন: জেনা থাকলে তার স্বীকার করা জায়েজ। কিন্তু নিজেরে উপর তা ঢেকে রাখা এবং তওবা করাই অতি উত্তম।

৩. যদি স্বীকারোক্তি সহীহ ও প্রমাণিত হয় আর হকের সম্পর্ক মানুষের সাথে হয় তাহলে প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ নয় এবং কবুলও করা যাবে না।

আর যদি হক আল্লাহর হয় যেমন: জেনা অথবা মদ পান কিংবা চুরি ইত্যাদির সাজা তাহলে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ আছে; কারণ সংশয় ও সন্দেহর জন্য সাজা রহিত হয়।

২- সাক্ষ্য প্রদান

¿ **সাক্ষ্য প্রদানঃ** যা জেনেছে তার সম্পর্কে ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি’ বা ‘আমি দেখেছি’ বা ‘আমি শুনেছি’ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা খবর দেওয়া। ইহা আল্লাহ তা‘য়ালার হুকুম তথা অধিকারসমূহ সাব্যস্ত ও প্রমাণিত করার জন্য প্রবর্তন করেছেন।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণীঃ

الطلاق: ٢ L p ^] \ [Z Y X M

“এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে।” [সূরা তালাক:২]

¿ **সাক্ষ্য প্রদান ওয়াজিবের শর্তাবলীঃ**

প্রয়োজন হওয়া, সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম হওয়া, সাক্ষ্য প্রদানে তার শরীরে বা ইজ্জত-সম্মানে অথবা সম্পদে কিংবা পরিবার-পরিজনে কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা না হওয়া।

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

البقرة: ٢٨٢ Z (٢٨٢) t s r q p o [

“আর যখন সাক্ষীদেরকে ডাকা হয় তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়।” [সূরা বাকারা:২৮২]

¿ **সাক্ষ্যদানের বিধানঃ**

১. যদি মানুষের হক হয় তবে সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করা ফরজে কেফায়া। আর যার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার প্রতি আদায় করা ফরজে ‘আইন যদি মানুষের হক হয়। কারণ আল্লাহ তা‘য়ালার বাণীঃ

Z F E D C B @ ? > = < : 9 8 [
البقرة: ٢٨٣

“তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে।” [সূরা বাকারা:২৮৩]

২. আল্লাহর হকের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা যেমন: জেনা ইত্যাদির সাজার সাক্ষ্য দেয়া বৈধ। তবে না দেওয়া উত্তম, কারণ মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ওয়াজিব। কিন্তু যদি প্রকাশকারী এবং ফেতনা-ফ্যাসাদে পরিচিত ব্যক্তি হয় তাহলে সাক্ষ্য দেয়া উত্তম, যাতে করে ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জড় সমূলে শেষ হয়ে যায়।
৩. না জেনে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ নয়। আর জানা দেখে বা শুনে অথবা প্রচার-প্রসার দ্বারা অর্জিত হয়। যেমন: কারো বিবাহ বা মৃত্যু ইত্যাদি।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Z الإسراء: ٣٦

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু, ও অন্ত:করণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।"
[সূরা বনি ইসরাঈল:৩৬]

¿ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার বিধান:

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা কবিরা গুনাহ এবং চরম পাপ যার দ্বারা মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ হয়। আর অন্যের অধিকার বিনষ্ট এবং বিচারকদেরকে ধোকা দেওয়ার কারণ বিশেষ, যার ফলে তাঁরা আল্লাহর বিধান ছাড়া ফয়সলা করেন।

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ الْإِشْرَاكُ باللَّه وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ». متفق عليه.

আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমাদেরকে কি সবচেয়ে বড় কবিরা পাপ সম্পর্কে অবহিত করাবো না? তাঁরা (সাহাবাগণ) বলেন: জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বলেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা, বাবা-মার সাথে নাফরমানি করা। তিনি [ﷺ]

হেলান দিয়ে ছিলেন অত:পর বসে গিয়ে বললেন: সাবধান! মিথ্যা কথা থেকে। তিনি এ কথাটি বারবার পনুরাবৃত্তি করেন। এমনকি আমরা বলি: যদি তিনি চুপ করতেন।"[১]

¿ যার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে তার শর্তাবলী:

১. সাবালক ও বিবেকবান হতে হবে। অতএব, ছোটদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তাদের মাঝে হলে চলবে।
২. কথা বলতে পারে, তাই বোবাদের সাক্ষ্য চলবে না। কিন্তু যদি লিখে সাক্ষ্য দেয় তবে চলবে।
৩. মুসলিম হতে হবে। তাই কোন মুসলিমের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষী চলবে না। কিন্তু সফর অবস্থায় মুসলিম না পাওয়া গেলে অসিয়তে কাফেরের সাক্ষ্য চলবে। আর কাফেরদের একজনের অপরজনের ব্যাপারে সাক্ষ্য চলবে।
৪. স্মরণ শক্তি সম্পূর্ণ হওয়া। কোন উদাসীনের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না।
৫. ন্যায়পরয়ণতা: ইহা প্রতিটি স্থান-কাল মোতাবেক হয়ে থাকে। এর জন্য দু'টি জিনিস হওয়া জরুরি:

(ক) দ্বীনের মধ্যে সৎ হওয়া: এর জন্যে প্রয়োজন সকল ফরজ আদায় করা এবং সমস্ত হারাম থেকে বিরত থাকা।

(খ) মানবিক গুণাবলী ও চোক্ষুলজ্জার ব্যবহার: এ হলো এমন সকল কাজ করা যার দ্বারা সৌন্দর্য বাড়ে। যেমন: দানশীলতা, সৎচরিত্র ইত্যাদি এবং যে সকল কাজ কলুষিত করে। যেমন: জুয়া খেলা, ভেলকিবাজি ও নিকৃষ্ট জিনিসের দ্বারা প্রশিদ্ধলাভ ইত্যাদি।

৬. অপবাদ মুক্ত হওয়া। যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না এবং তার জন্যে দুশমনি জানা ব্যাপার।

¿ সাক্ষ্যর উপর সাক্ষ্য দেয়ার বিধান:

আল্লাহর দণ্ড-সাজা ছাড়া প্রতিটি বিষয়ে সাক্ষ্যর উপর সাক্ষ্য কবুল করা হবে। যদি আসল সাক্ষী অপারগ হয়। যেমন: মৃত্যুর কারণে বা

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৬৫৪ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ৮৭

অসুস্থ কিংবা অনুপস্থিত তাহলে বিচারক তার পরিবর্তে সাক্ষী কবুল করতে পারেন, যদি আসল সাক্ষী তাকে তার প্রতিনিধি বানায়। যেমন: বলে আমার সাক্ষীর প্রতিবর্তে অমুককে সাক্ষী বানালাম ইত্যাদি।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ Z المائدة: ٢

“আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।” [সূরা মায়েদা:২]

যে সকল কারণে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না

¿ যে সকল কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না সেগুলো ৮ টি যথাঃ

১. জন্মসূত্রের আত্মীয়তাঃ তারা হলো বাপ-দাদা যতো উপরের হোক এবং সন্তান-সন্ততিরা যতো নিচের হোক। এদের সাক্ষী একজন অপজনের জন্য গ্রহণ করা যাবে না; কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্ত। তবে তাদের বিরুদ্ধে একে অপরের সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে। আর বাকি আত্মীয় যেমনঃ ভাই, চাচা ইত্যাদি এদের সাক্ষী পক্ষে ও বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য।

২. স্বামী-স্ত্রীঃ স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর পক্ষে এবং স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর পক্ষে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষী কবুল করা যাবে।

৩. ঐ ব্যক্তির যার নিজের উপকার বয়ে আনে। যেমনঃ তার শরিক বা দাস-দাসী।

৪. ঐ ব্যক্তির যে তার সাক্ষ্য দ্বারা নিজের ক্ষতি দূর করে।

৫. দুনিয়াবি শত্রুতা:যে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি পেলে খুশী হয় বা তার দুশ্চিন্তায় আনন্দ পায় সে তার দুশমন।

৬. যে ব্যক্তি বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার পর খেয়ানত ইত্যাদি কারণে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৭. পক্ষপাতিত্বঃ যার স্বজনপ্রীতির ব্যাপার প্রসিদ্ধ তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না।

৮. যদি যার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, সে সাক্ষীর মালিক হয় বা সাক্ষী তার খাদেম হয়।

যার সাক্ষ্য দেওয়া হয় তার প্রকার ও সাক্ষীর সংখ্যা

¿ ইহা সাত প্রকারঃ

১. জেনা ও সমকামিতাঃ এর জন্য চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী জরুরি; কারণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

|k j i h g f e d c b a `_ ^] \ [

النور: ٤ Z p o n m

“যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।” [সূরা নূর: ৪]

২. জাকাত প্রদান না করার জন্যে কোন পরিচিত ধনী ব্যক্তি যদি ফকির বলে দাবি করে তাহলে এর পক্ষে তিন জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্য জরুরি।

৩. যা কেসাস ফরজ করে বা জেনা ছাড়া অন্য সাজা কিংবা সাধারণ শাস্তির জন্য দু’জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী জরুরি।

৪. সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়াদি যেমন: বেচাকেনা, ধার, ইজারা ইত্যাদি এবং হকুক তথা অধিকারসমূহ। যেমন: বিবাহ, তালাক, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণ ইত্যাদি। আর সাজা ও কেসাস ব্যতিরেকে যত আছে তাতে দু’জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলার সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে। আর বিশেষ করে সম্পদের ব্যাপারে একজন পুরুষ ও বাদীর হলফনামা গ্রহণযোগ্য যদি সাক্ষী পূর্ণ করতে অক্ষম হয়।

বিচারকের জন্য যায়েজ আছে সাজা ও কেসাস ছাড়া অন্য ব্যাপারে একজন সাক্ষী ও বাদীর হলফ (যদি তার সত্যতা প্রকাশ পায়) দ্বারা ফয়সালা করা।

যদি একজন সাক্ষী ও হলফ দ্বারা বিচারক ফয়সালা করেন। অত:পর সাক্ষী প্রত্যাবর্তন করে তাহলে সাক্ষীকে সমস্ত সম্পদের জরিমানা দিতে হবে।

(ক) আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

e d c b a ` _^| \ [Z Y [

البقرة: ٢٨٢ Z ﴿٢٨٢﴾| m l k j i h g f

“দু’জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু’জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর-যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَـــاهِدٍ.
أخرجه مسلم.

(খ) ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] হলফ ও একজন সাক্ষী দ্বারা ফয়সালা করেছেন।” [১]

৫. যে সকল বিষয়ে সাধারণত পুরুষরা অবগত হতে পারে না। যেমন: দুধপান, সন্তান প্রসব, মাসিক ইত্যাদি ব্যাপারে পুরুষরা হাজির হয় না। এ সকল ব্যাপারে দু’জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলা কিংবা চারজন মহিলার সাক্ষী কবুল করা হবে। একজন ন্যায়পরয়ণ মহিলার সাক্ষী কবুল করাও জয়েজ তবে দু’জন অধিকতর নিরাপদ বা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ। আর পরিপূর্ণ হলো যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।
৬. রমজান ও অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণযোগ্য।
৭. পশুর রোগ ও মাথায় আঘাত এবং হাড় ভাংচুরের ইত্যাদি ব্যাপারে একজন ডাক্তার ও একজন পশু চিকিৎসকের (যার বিকল্প না পাওয়ায়) সাক্ষী কবুল করা যাবে। যদি কোন ওজর না থাকে তবে দু’জন হতে হবে।

¿ সাক্ষী তার সাক্ষ্য হতে প্রত্যাবর্তন করলে তার বিধানঃ

যদি সম্পদের সাক্ষীরা বিচারের পর প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ফয়সালা খণ্ডন হবে না। আর তাদেরকে জামানত দেওয়া জরুরি হবে। তবে সাক্ষীদেরকে যারা সত্যায়ন করেছে তাদের প্রতি জামানত আসবে না। আর যদি সাক্ষীরা ফয়সালার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করে তবে রহিত হয়ে যাবে কোন বিচার হবে না এবং জামানতও লাগবে না।

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৭১২

৩- হলফ-শপথ-কসম

¿ "ইয়ামীন" আরবী শব্দ যার অর্থ আল্লাহ বা তাঁর কোন নাম কিংবা তাঁর কোন গুণ দ্বারা হলফ-শপথ-কসম করা।

¿ হলফ করা বৈধকরণঃ

মানুষের হকের দাবির ব্যাপারেই শুধুমাত্র হলফ করানো বৈধ। আর আল্লাহর হকে যেমন সমস্ত এবাদত ও সাজা এগুলোতে হলফ করানো যাবে না। সুতরাং, যদি কেউ বলে আমি আমার সম্পদের জাকাত প্রদান করেছি এমতাবস্থায় তাকে হলফ করানো যাবে না। অনুরূপ কেউ আল্লাহর সাজা যেমন: জেনা ও চুরি অস্বীকার করে তাকে হলফ করানো যাবে না; কারণ ইহা গোপন রাখা এবং ইশারা-ইঙ্গিতে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করাই মুস্তাহাব (উত্তম)।

¿ দাবিতে কসম করার বিধানঃ

বাদী যখন অন্যের উপর তার হকের সাক্ষ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবে এবং বিবাদী অস্বীকার করবে তখন বিবাদীর হলফ ছাড়া আর কিছু করা থাকবে না। আর ইহা শুধুমাত্র মাল ইত্যাদি ব্যাপারে নির্দিষ্ট কেসাস ও সাজার ব্যাপারে জায়েজ নয়। হলফ করাই ঝগড়ার নিস্পত্তি হয় কিন্তু হক তথা অধিকার রহিত হয়ে যায় না। বাদীর প্রতি সাক্ষী আর যে অস্বীকার করবে তার প্রতি হলফ।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ».
متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"যদি মানুষকে তাদের দাবি অনুযায়ী দেওয়া হতো তাহলে কিছু মানুষ অব্যশই কিছু মানুষের রক্ত ও সম্পদ দাবি করত। তাই বিবাদীর প্রতি হলফ করা শরিয়াতের বিধান।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৫৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১১ শব্দ তারই

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ». أخرجه الترمذي.

২. আমর ইবনে শু'আইব হতে বর্ণিত তিনি তার বাবা থেকে, বাবা তার দাদা [رضي الله عنه] থেকে নবী [ﷺ] বলেছেন:"বাদীর উপর সাক্ষী হাজির করা আর বিবাদীর উপর হলফ করা শরিয়তের বিধান।"[১]

¿ হলফ করানোতে শক্তকরণের বিধান:

বিচারকের জন্য যাতে ভয়াবহতা মারত্মক। যেমন: কেসাস ফরজ না এমন অপরাধে শক্ত করে হলফ করানো জায়েজ। অনুরূপ অধিক সম্পদ ইত্যাদি হলে আর সে সম্পদ চাইলে তার প্রতি শক্ত হলফ করানো।

সময়ে হলফ শক্ত করানো। যেমন: আসরের পর। আর স্থানে শক্ত হলফকরণ। যেমন: মসজিদের মিম্বারের নিকটে। যদি বিচারক হলফ শক্তকরণ ত্যাগ করা পছন্দ করেন তাতে তিনি সঠিক করবেন। আর যে শপথ শক্তকরণ অস্বীকার করবে সে হলফ থেকে মুক্তি পাবে না। আর যার জন্যে আল্লাহর নামে কসম করা হবে সে যেন মেনে নেয়।

^] \ [Z Y X W V U T S R Q [

m | k j i h g f e d c b a ` _

نَكۡتُمُ ~ | | { z y x w v u t s r q p o n

شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦ Z المائدة: ١٠٦

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে সালাতের পর থাকতে বলবে। অত:পর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৩৪১

বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহ্গার হব।" [সূরা মায়েদা:১০৬]

¿ হলফ বৈধ:

প্রতিটি বিবাদীর জন্য হলফ করানো বৈধ। চাই সে মুসলিম হোক বা ইহুদি-খ্রীষ্টান হোক। যদি বাদীর সাক্ষী-প্রমাণ না থাকে তবে আল্লাহর নামে শপথ করাতে হবে। আর আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রীষ্টানদেরকে হলফ করাতে হবে। ইহুদিকে এ বলে:

«أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّه الَّذي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمْ الْبَحْرَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ..» أخرجه أبو داود.

(আল্লাহর নামে তোমাদেরকে স্মরণ করাচ্ছি, যিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে নাজাত দান করেছেন। তোমাদেরকে সাগর পার করিয়েছেন। তোমাদের প্রতি মেঘমালার ছাঁয়া দান করেছেন। তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাজিল করেছেন। তোমাদের নবী মূসা [ﷵ]-এর প্রতি তওরাত নাজিল করেছেন।------)"[১]

¿ সবচেয়ে জঘন্য মানুষ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"নিশ্চয় সবচেয়ে জঘন্য মানুষ দ্বি-চেহারার মানুষ। যে এ দলের নিকটে আসে এক চেহারা নিয়ে আর অপর দলের নিকটে আসে আর এক চেহারা নিয়ে।"[২]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৬২৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭১৭৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫২৬

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ:« أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ ».متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বেলন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “প্রচণ্ড ঝগরাটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ।”[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৮৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৬৮

নবম পর্ব

আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত-আহ্বান

এতে রয়েছেঃ

১. মানব সৃষ্টির হিকমত-রহস্য
২. ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা
৩. ইসলাম ধর্মের ব্যাপকতা
৪. দা‘ওয়াত ও আহ্বানকারীদের ফজিলত
৫. আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াতের বিধান
৬. নবী ও রসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালা

قال الله تعالى:

] [Z Y X W U T S R Q P)

[يوسف/١٠٨] (c b a ` _ ^

আল্লাহর বাণীঃ

“বলে দিন: এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দা‘ওয়াত দেই–আমি এবং আমার আনুসারীগণ। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।” [সূরা ইউসুফ:১০৮]

১-মানব সৃষ্টির রহস্য

১. আল্লাহ তা'য়ালা এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-ক্ষমতা বিকাশের জন্য; তাইতো সবকিছুই তাঁরই সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে চলেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ à أَنَّ â عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ

قَدِيرٌ ç è é ê ë شَىۡءٍ عِلۡمَۢا î Z الطلاق: ١٢

"আল্লাহ তা'য়ালা সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণের; এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।" [সুরা তালাক: ১২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা জ্বীন ও ইনসানকে একমাত্র শিরকমুক্ত একক আল্লাহ তা'য়ালার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

S R Q P O N M L K J I H G F E D C [

Z [Z Y X W V U T الذاريات: ٥٦ - ٥٨

"আমি জিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি, আমি তাদের কাছে কোন রিজিক চাই না এবং চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। আল্লাহই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত" [সূরা যারিয়াত: ৫৬-৫৭]

¿ মানুষ যে সকল স্তর ও পর্যায় মানুষ অতিক্রম করে:

আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সময়, স্থান ও অবস্থার বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করিয়ে সর্বশেষ স্থান জান্নাত অথবা জাহান্নামে চিরস্থায়ী করবেন। এ সকল স্তর ও পর্যায় হলো:

১. মায়ের গর্ভেঃ

মানুষ যে স্তর বা স্থান সর্বপ্রথম অতিক্রম করে তা হলো মায়ের গর্ভ, এখানে অবস্থান কাল হলো কম-বেশি প্রায় নয় মাস। আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় অসীম জ্ঞান-গরিমা ও কুদরত-হিকমাত এর মাধ্যমে এ গভীর অন্ধকারে তার প্রয়োজনুসারে পানাহার ও আশ্রয় স্থল দিয়ে এক অবয়ব গঠন করেন। মানুষ এ স্তরে কোন জবাবদিহি হবে না। এ স্তরে থাকার হিকমাত হলো দু'টিঃ প্রথমতঃ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা লাভ। দ্বিতীয়তঃ ভিতর-বাহিরে পূর্ণ সৃষ্টির আকৃতি লাভ করে দুনিয়াতে আগমন ঘটানো।

২. পার্থিব জীবনেঃ

মানুষের জীবনের এ স্তরটি মায়ের গর্ভের চেয়ে আরো ব্যাপক এবং সে তুলনায় এখানে বেশি দিন অবস্থান করে। আল্লাহ তা'য়ালা এ জীবনে মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, শ্রবণ-দর্শন ইত্যাদি শক্তি দিয়ে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করেন। এর জন্যে প্রেরণ করেন নবী-রসূল এবং তার আনুগত্যের নির্দেশ দেন ও নাফরমানি করতে বারণ করেন। আর আনুগত্যের পুরস্কার হলো জান্নাত এবং নাফরমানির শাস্তি হলো জাহান্নাম। এ জীবনে অবস্থানের হিকমত হলো দু'টিঃ

প্রথমঃ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনয়ন এবং সৎকর্ম সম্পাদন যা আল্লাহ জান্নাত প্রবেশের মাধ্যম বানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ঃ আমলসহ পরবর্তী স্তরে গমণের প্রস্তুতি গ্রহণ।

৩. কবরের জীবনেঃ

ইহা হলো আখেরাতের প্রথম ধাপ, মানুষ সেখানে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যু ও কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। কবরে অবস্থান হলো পার্থিব জীবনের চেয়ে দীর্ঘ এবং সেখানের শান্তি ও শাস্তি হলো দুনিয়ার চেয়ে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। মূলতঃ তা হবে মানুষের আমল অনুযায়ী। কবর হবে জান্নাতের একটি বাগিচা অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। সেখান থেকেই শুরু হবে মানুষের কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ। অত:পর গমন করবে চিরস্থায়ী স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে।

৪. আখেরাতের জীবনেঃ

আখেরাতের জীবন হলো এক সীমাহীন অসাধারণ জীবন। মুমিনদের জন্য রয়েছে সেখানে সর্বপ্রকার নেয়ামত ও উপভোগের বিষয়। পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আদর্শ গড়েছে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করবেন পরিপূর্ণ নেয়ামত দিয়ে, যা সে কখনও দেখেনি, শুনেনি ও অনুভব করেনি। আর যদি ঈমান না আনে এবং সৎকর্ম না করে তাহলে তার প্রতিদান হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। মুমিন ব্যক্তি যখন কোন স্তর হতে বের হয়ে আরেক স্তরে যায় তখন তার অবস্থা আরো উন্নত হয় এমনকি জান্নাতে গিয়ে সে চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

t s r q p o n m l k j i h g f e [

~ } | { z y x w v u

ٱلۡعِظَـٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَـٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ © ٱلۡخَـٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ

لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ ´ µ ¶ ¸ ﴿١٦﴾ Z المؤمنون: ١٢ – ١٦

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অত:পর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অত:পর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অত:পর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়! এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অত:পর কেয়ামতর দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" [সূরা মুমিনূন:১২-১৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] ~ كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ © ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

فَلَهُمۡ جَنَّـٰتُ ٱلۡمَأۡوَىٰ نُزُلَۢا بِمَا ´ µ ¶ ¸ ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن

يَخْرُجُوا۟ مِنْهَآ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ Z
السجدة: ١٨ - ٢٠

"ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আজাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।" [সূরা সেজদাহ:১৮-২০]

¿ মানুষের কার্য-কর্মের ফিকাহ তথা সূক্ষ্ম বুঝ:

এ দুনিয়াতে যাকিছু আছে সবই স্বল্প ও দ্রুত নি:শেষ হওয়ার সামগ্রী। আর আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়াতে যা আছে এর কোনই মূল্য নেই। মানুষ এ দুনিয়াতে যা করে সবকিছুর প্রভাব পড়ে নিজের আত্মার উপরে। যদি খারাপ করে তাহলে সে নিজের জন্যেই অনিষ্ট সংগ্রহ করল এবং যদি কল্যাণকর কিছু করে তাহলে নিজের জন্যেই কল্যাণ বয়ে আনল। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

({ ~ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ ﴿٧﴾) [الإسراء/٧].

"তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদেরই জন্যেই।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৭]

মানুষের দুনিয়ার সমস্ত কার্য-কর্মের ভিত্তিতে তার আখেরাতে আবাসস্থল নির্মিত হবে যার দ্বারা সে কিয়ামতে পৌঁছবে ও স্থায়ী বাসীন্দা হবে। তাই মানুষের আগের ও পরের, দাঁড়িয়ে ও বসে, কথা বলা ও শুনা, আনুগত্য ও নাফরমানি, আহ্বানকারী ও শিক্ষক, বাড়িতে অবস্থানকারী বা মুসাফির। এ বিভিন্ন ধরনের সমস্ত কার্য-ক্রমের ভিত্তিতে তার আখেরাতের সর্বশেষ মঞ্জিল ও স্থায়ী নিবাস নির্মিত হবে।

মুমিন এ দ্বারা জান্নাতে তার বালাখানা স্থায়ী নিবাস নির্মাণ করবে আর কাফের এ দ্বারা জাহান্নামে তার স্থায়ী জেলখানা নির্মাণ করবে। অতএব, মানুষ আখেরাতে তাই পাবে যা সে দুনিয়াতে সংগ্রহ করবে

এবং সেই ফসলই কাটবে যা সে নিজে রোপণ করবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(à عَمِلَ â فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ أَسَآءَ ç é ê ë لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾) [فصلت/٤٦].

"যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না।" [সূরা হা-মীম সেজদা:৪৬]

¿ সমস্ত মখলুক সৃষ্টির হিকমত-রহস্য:

আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মখলুক সৃষ্টির মাঝে অনেক মহৎ হিকমত ও রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

১. আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

R Q P O N M L K J I H G F E D C)

S T U V W X Y Z [ ) [الذاريات/٥٦-٥٨].

"আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।" [সূরা যারিয়াত: ৫৬-৫৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

r q p o n m l k j i h g f e d c b [

s t u v w x y Z الإسراء: ٤٤

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি

সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৪৪]

২. সৃষ্টিকুলকে আল্লাহর শক্তি ও প্রতিটি জিনিসের তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এ কথা জানিয়ে দেয়া; যাতে করে তারা তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ à أَنَّ â عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ

قَدِيرٌ ç è é ê ë شَىْءٍ عِلْمًۢا î) [الطلاق/١٢].

"আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।" [সূরা তালাক:১২]

৩. মহান আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র এবাদতের হকদার তার দলিল কায়েম করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] \ [Z Y X W V U T S R Q P)

m l k j i h g f e d c b a ` _ ^

[ق/٦-٨]. (n

"তারা কি তাদের উপরিস্থ আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না—আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে।" [সূরা ক্বাফ: ৬-৮]

২. সৃষ্টিকুলকে আল্লাহর শক্তি ও প্রতিটি জিনিসের তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এ কথা জানিয়ে দেয়া; যাতে করে তারা তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ à أَنَّ â عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ

.[الطلاق/١٢] (î شَيۡءٍ عِلۡمَۢا ë ê é è ç قَدِيرٌ

"আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।" [সূরা তালাক:১২]

৩. মহান আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র এবাদতের হকদার তার দলিল কায়েম করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] \ [Z Y X W V U T S R Q P)

m l k j i h g f e d c b a ` _ ^

.[ق/٦-٨] (n

"তারা কি তাদের উপরিস্থ আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না–আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে।" [সূরা ক্ব–ফ:৬-৮]

৪. আদেশ ও নিষেধ দ্বারা মখুলককে পরীক্ষা করা; কে তাঁ অনুগত আর কে নাফরমান এবং আরো পরীক্ষা করা যে, কে সবচেয়ে সর্বোত্তম আমলকারী। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4)

L K J I H G F E C B A @

.[هود/٧] (T S R Q P O N M

"তিনিই আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে, তখন

কাফেররা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট জাদু।" [সূরা হূদ:৭]

৫. দুনিয়ার আমলের হিসেবে আখেরাতে বান্দাকে প্রতিদান প্রদান করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

j i h g f e d c b a ` _ ^] \ )

k l) [النجم/٣١].

"আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর, যাতে তিনি মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল। " [সূরা নাজম: ৩১]

৬. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি রিজিক দানের দয়া, অনুকম্পা ও এহসানের বড়ত্বের বর্ণনা করা; যাতেকরে বান্দার উপর আল্লাহর অনুকম্পা ও এহসান দেখে তাদের প্রতিপালকের এবাদত করতে সহজ হয়।

(¶ ¸ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾) [الروم/٤٠].

"আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অত:পর রিজিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।" [সূরা রূম:৪০]

৭. জান্নাতে প্রবেশ ও কিয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ à ٱلْعُلَىٰ â جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن ç è é ê وَذَٰلِكَ جَزَآءُ Î Ï ﴿٧٦﴾ Z طه: ٧٤ – ٧٦

"নিশ্চয় যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর কাছে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা। বসবাসের এমন পুষ্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।" [সূরা ত্ব-হা:৭৪-৭৬]

¿ আত্মার পরিপূর্ণ নেয়ামতঃ

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অতি সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সকল সৃষ্টির চেয়ে সম্মানিত করেছেন, মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গের এক পূর্ণতা রেখেছেন তা অর্জন না হলে মানুষ দু:শ্চিন্তা ও ব্যথা-বেদনার মধ্যে পড়ে যায়। আল্লাহ চোখের পূর্ণতা রেখেছেন দর্শনে, কানের পূর্ণতা রেখেছেন শ্রবণে এবং জিহবার পূর্ণতা রেখেছেন কথা বলাতে। যখন এসব অঙ্গের পূর্ণতা হারিয়ে যায় তখন দেখা দেয় ব্যথা-বেদনা ও অপরিপূর্ণতা।

অনুরূপ আল্লাহ তা'য়ালা আত্মার পরিপূর্ণতা আনন্দ, প্রশান্তি ও আস্বাদ রেখেছেন তার প্রতিপালককে জানা, তাকে ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করা ইত্যাদির মাধ্যমে। অন্তর যখন তার এ পরিপূর্ণতা হারিয়ে ফেলে তখন চক্ষু দর্শন ও কর্ণের শ্রবণ হারানোর চেয়েও অধিকগুণ অশান্তি ও ব্যথা-বেদনা অনুভব হয়। চক্ষু যেমন সূর্যকে দেখতে পায়, নিখুঁত আত্মাও তেমনি সত্যকে দেখতে পায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا â ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ Z

الرعد: ٢٨

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।" [সূরা রা'দ:২৮]

¿ ইহকাল ও পরকালের সূক্ষ্ম বুঝঃ

আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনিসের সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য দিয়েছেন। যেমন উদ্ভিদ এর সৌন্দর্য হলো ডাল-পালা, পাতা ও ফুল, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো ফল ও ফসল। অনুরূপ পোশাকের সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে- উদ্দেশ্য হলোঃ শরীরকে ঢেকে রাখা। এমনিভাবে দুনিয়ারও সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, পৃথিবীর বুকে যা কিছু রয়েছে তা হল পৃথিবীর সৌন্দর্য আর ঈমান ও সৎকর্ম হল পৃথিবীর উদ্দেশ্য।

দুনিয়া বা পৃথিবী হল সৌন্দর্য আর আখেরাত হল উদ্দেশ্য। যারা এ উদ্দেশ্যকে ভুলে গেছে তারা সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নবীগণ (আ:) এবং তাঁদের অনুসারীরা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে মশগুল। আর দুনিয়াদাররা দুনিয়ার চাকচিক্য, খেল-তামাশা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। মূলতঃ আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী দুনিয়া গ্রহণ করতে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী আখেরাতের কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

যখন দুনিয়ার চাকচিক্য ও আখেরাতের উদ্দেশ্য মুখোমুখি হয়ে যাবে তখন আখেরাতের উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ যা পছন্দ করেন তার আনুগত্য, তাঁর রসূলের অনুসরণ, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ইত্যাদিকে অবশ্যই আমরা প্রাধান্য দিব।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

٧ :الكهف Z K J I H G F E D C B A @ [

"আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য সৌন্দর্য স্বরূপ করেছি, যাতে তাদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে অধিক ভাল কাজ করে।" [সূরা কাহাফঃ ৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

D C B A @ ? > = < ; : 9 8 [

U T S Q P O N M L K J I H G F

e d c b a ` _ ^] \ Z YX W V

s q p o n m l k j i h g f

الحديد: ٢٠ - ٢١ Z ~ } | { z x w v u t

“তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন খেল তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পারিক অহমিকা এবং ধনজনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, তারপর তা খরকুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছুই নয়। তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে। এটা আল্লাহর কৃপা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী। [সূরা হাদীদঃ ২০-২১]

৩. আল্লাহ তা‘য়ালা আরো বলেনঃ

T S R Q P O N M L K [

^] \ [Z Y X W V U

l k j i h f e d c b a ` _

التوبة: ٢٤ Z m

“বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।” [সূরা তাওবাঃ ২৪]

¿ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্যায়নঃ

আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্যায়ন সু-স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপঃ

১. দুনিয়ার মূল মূল্যঃ

আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই বর্ণনা করেনঃ

0 / . - , + *) ' & % $ # " ! [

1 2 Z العنكبوت: ٦٤

"এই পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।" [সূরা আনকাবুতঃ ৬৪]

২. দুনিয়ার সময়ের মূল্যঃ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Q P O N M L K J I H G F E D [

^] \ [Z X W V U T R

_ ` a b Z التوبة: ٣٨

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের উপকরণ অতি সামান্য।"

[সূরা তাওবাঃ ৩৮]

৩. ওজনের দৃষ্টিকোনে দুনিয়ার মূল্যঃ

নবী [ﷺ] বলেনঃ

«لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ». أخرجه الترمذي.

"আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দুনিয়া যদি মশার ছোট্ট একটি ডানার সমতুল্য হতো তাহলে আল্লাহ কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।"[১]

৪. পরিমাপে দুনিয়ার মূল্য:

নবী [ﷺ] বলেন:

«وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ -وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ- فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ ».أخرجه مسلم .

"আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ বিশাল সমুদ্রে এ আঙ্গুলটি (বর্ণনাকারী এহ্য়া শাহাদাত আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন) ডুবিয়ে দিলে তাতে যতটুকু পানি ফিরে আসে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হল সেরূপ সামান্য তুচ্ছ পরিমাণ।"[২]

৫. আয়তনের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য:

নবী [ﷺ] বলেন:

«مَوْضِعُ حَلَقَةٍ أَوْ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ». أخرجه البخاري.

"জান্নাতে একটি কড়া বা ছড়ি সমপরিমাণ স্থান দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে অনেক উত্তম।"[৩]

৬. দেরহাম বা মুদ্রার দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য:

مَرَّ النبيُّ ﷺ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّت فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنه ثُمَّ قَالَ:« أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ ؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِه! قَالَ:« أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ:« فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ». أخرجه مسلم.

---

[১].হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি, তিরমিযী হাঃ নং ২৩২০, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৯৪৩ দ্রষ্টব্য

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৫৮

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৩২৫০

নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একদা একটি ছোট কান ও কাটা বিশিষ্ট একটি মৃত ছাগলছানার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন ঐ মৃত ছাগছানার কান ধরে বললেন:"তোমাদের কে আছে যে এ মৃত ছাগছানাটি এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পছন্দ কর?" সাহাবাগণ (রা:) বললেন: কোন কিছুর বিনিময়ে আমাদের কেউ তা নিতে পছন্দ করে না, আর আমরা তা করবই বা কি? নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:"এটা তোমাদের হোক তা চাও না?" তাঁরা বললেন: আল্লাহর কসম! এটা যদি জীবিত থাকত তবুও আপত্তি ছিল কারণ তার কান ছোট ও কাটা, অতিরিক্ত তা মৃত। এমতাবস্থায় কি হতে পারে? নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: "জেনে রাখ, ইহা তোমাদের কাছে যেমন মূল্যহীন ও তুচ্ছ তেমনি তার চেয়েও দুনিয়া আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অধিক মূল্যহীন ও তুচ্ছ ।"[১]

¿ সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের মূল:

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের ঈমান, সৎকর্ম এবং কুফরি ও অসৎকর্ম অনুযায়ী সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুসারে সৎকর্ম করেছে সে দুনিয়াই সৌভাগ্যবান। অত:পর মৃত্যুর সময় ফেরেস্তাদের সুসংবাদ ও সুলভ আচরণে সৌভাগ্যবান। অনুরূপ কবরে, হাশরে এবং সর্বশেষ জান্নাতে গিয়ে পরিপূর্ণ সৌভাগ্য লাভ করবে। অপর পক্ষে মানুষ তার কুফরি ও অসৎকর্মের কারণে দুনিয়ায় মৃত্যুর সময়, কবরে, হাশরে এবং সর্বশেষ জাহান্নামে গিয়ে চূড়ান্তভাবে দূর্ভাগা হবে।

আর যে ব্যক্তি বিভিন্নভাবে এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ করে, তার জন্য জান্নাতে বিভিন্ন রকম ও বেশি পরিমাণে সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশ থাকবে। পক্ষান্তরে যে বিভিন্ন প্রকার ও বেশি পরিমাণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি মূলক কাজ করে তার জন্য জাহান্নামে বিভিন্ন রকম ও বেশি পরিমাণে কষ্ট, দু:খ ও শাস্তি থাকবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৫৭

f d c b a ` _ ^] \ [Z Y[
النحل: ٩٧ Z l k j i h g

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।" [সূরা নাহল: ৯৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

] ~ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًاۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ © ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَلَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا ´ µ ¶ ¸ ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ Z السجدة: ١٨ – ٢٠

"ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আজাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।" [সূরা সেজদাহ:১৮-২০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًاۖ ´ µ ¶ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ ! " #

4 2 1 0 / . - , + *) (' % $

[طه: ١٢٣ - ١٢٧] Z 8 7 6 5

"তিনি বললেঃ তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে , তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অত:পর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে, তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দিব, যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী।" [সূরা ত্ব-হাঃ ১২৩-১২৭]

¿ যে উপকারী জিনিস ত্যাগ করে সে ক্ষতিকর জিনিসে পতিত হয়ঃ

আল্লাহ তা'য়ালার চিরা-চরিত নিয়ম যে, যখন কেউ সক্ষমতা সত্যেও উপকারী বিষয় বর্জন করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে উপকারী বিষয় হতে বঞ্চিত করেন এবং ক্ষতিকারক বিষয়ে ব্যস্ত করে দিয়ে পরীক্ষা করেন। মুশরিকরা যখন আল্লাহর এবাদত বর্জন করল, আল্লাহ তখন তাদেরকে প্রতিমার পূজায় ব্যস্ত করে দিলেন। তারা যখন রসূলের আনুগত্য বর্জন করল তখন বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন বর্জিত বিষয়ের আনুগত্য শুরু করে দিল। যখন আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ বর্জন করল তখন নিম্নমানের নোংরা গ্রন্থের অনুসরণ করতে লাগল এবং আল্লাহর পথে ব্যয় বর্জন করে শয়তানের পথে ব্যয় করতে লাগল। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ বর্জন করে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য তাঁর ভালোবাসা, আনুগত্য ও এবাদতের পথকে সুগম করে দেন, যা তাকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ

أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ ! " # $ % ' ( ) * +

Z الأنعام: ٤٤ – ٤٥

"অত:পর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্ভিত হয়ে পড়ল, তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। অত:পর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।" [সূরা আন'আম:৪৪-৪৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

r q p o n m l k j i h g f e d c [

لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ~ } | { z y x w v u t s

﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا © وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ ¶ µ Z الكهف: ١٠٣ - ١٠٨

"বলুন, আমি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। জাহান্নাম–এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রোপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার

জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিলকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।”
[সূরা কাহাফ:১০৩-১০৮]

২-পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম

¿ সৃষ্টিগত রীতির ফিকাহঃ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে সম্মানিত করেছেন এবং এ ইসলামের মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন। এগুলো তাঁর মহত্ব, কুদরত, পূর্ণ জ্ঞান, নামসমূহ, গুণাবলী ও কার্যাদির প্রমাণ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ à أَنَّ â عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ

قَدِيرٌ ç è é ê ë شَىْءٍ عِلْمًۢا î Z الطلاق: ١٢

"আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।" [সূরা তালাক:১২]

আর প্রতিটি সৃষ্টিজীব বরং পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণু আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ এবং তাঁর ইচ্ছাধীন ও তাঁর বড়ত্বের গুণগ্রাহী এবং প্রশংসার সাথে তাঁরই তসবিহ পাঠকারী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

r q p o n m l k j i h g f e d c b [

الإسراء: ٤٤ Z y x w v u t s

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৪৪]

আল্লাহ তা'য়ালা এ পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির জন্য একটি করে নিয়ম করে দিয়েছেন যার প্রতি তারা চলতেছে এবং তার দ্বারাই বাস্তবায়ন হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। তাই প্রতিটি জিনিসের রয়েছে নিয়ম-নীতি যা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তার কোন পরিবর্তন ও আগে-পরে হয় না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ Z الفتح: ٢٣

"এটাই আল্লাহ তা'য়ালার রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে, আর তুমি আল্লাহ তা'য়ালার রীতিতে কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না।"
[সূরা ফাতহ:২৩]

সুতরাং চন্দ্র, সূর্য, রাত, দিন, উদ্ভিদ, প্রাণি, পানি, বাতাস, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছুরই নির্ধারিত চলার পথ রয়েছে। আর সকল কিছুই আপন পথে চলছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَٱلشَّمْسُ ´ µ ¶ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ
حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ Z يس: ٣٨ - ٤٠

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে অবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনজিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা, বরং প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে চলেছে।" [সূরা ইয়াসীন:৩৮-৪০]

¿ শরিয়তগত রীতির সূক্ষ্ম বুঝঃ

মানুষও আল্লাহর সৃষ্টি জীব, তারাও তাদের সর্বাবস্থায় এক নির্দিষ্ট পথে চলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয়। আর এ পথের নামই হল: দ্বীন ইসলাম। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং তাদের জন্য এ পথকে

মনোনিত করেছেন এবং তাদের হতে ইহা ছাড়া অন্য কোন পথকে গ্রহণ করেন না। এ পথকে আঁকড়িয়ে ধরা ও বর্জনের মাধ্যমেই রয়েছে তাদের সফলতা এবং বিফলতা, অবশ্য তারা এ (দ্বীনের) পথ বর্জন ও গ্রহণের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

R Q P O N L K J I H G E D C B [

` _ ^ \ [Z Y X W V T S

o n m l k j i h g f e d c b a

Z الكهف: ٢٩ - ٣٠

"বলে দিন সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক, আর যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়। যার বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।

[সূরা কাহাফ: ২৯-৩০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

1 0 / . - , + *) (' & $ # " ! [

Z ? > = < : 9 8 7 6 5 4 3 2

البقرة: ٣٨ - ٣٩

"আমি নির্দেশ দিলাম তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও, অত:পর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে। আর যারা তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।" [বাকারা: ৩৮-৩৯]

¿ মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহঃ

আল্লাহ তা'য়ালা যখন মানব জাতিকে সৃষ্টি করলেন তখন আসমান ও জমিনের সবকিছু তাদের কাজে নিয়োজিত করে দিলেন এবং তাদের প্রতি আসমানি কিতাব নাজিল করলেন ও নবী-রসূলগণ প্রেরণ করলেন। আর জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যম তথা শ্রবণ, দর্শন ও বিবেক-বুদ্ধির পাথেয় দান করলেন। এ ছাড়া আরো সম্মানিত করলেন আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে যিনি একক ও নেই তাঁর কোন শরীক।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

! 1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

لقمان: ٢٠ Z @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

"তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।" [সূরা লোকমান:২০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

[µ ¶ ¸ بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ

وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ Z النحل: ٧٨

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না, তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।" [সূরা নাহল:৭৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

Q P N M L K J I H G F E D [

_ ^] \ [Z X W V U T S R

النحل: ٣٦ Z b a `

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (আল্লাহ ছাড়া যার এবাদত করা হয়) থেকে বিরত থাক। অত:পর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত করেছেন। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, অত:পর মিথ্যুকদের পরিণতি কেমন তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।" [সূরা নহল: ৩৬]

¿ **সর্ববৃহৎ নেয়ামতঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাকে অগণিত বহু নেয়ামত দান করেছেন। ঐসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলঃ তিনি সৃষ্টি করেছেন, সার্বিক সাহায্য-সহানুভূতি দান করেছেন এবং সঠিক পথে প্রদর্শিত করেছেন। আর সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হলো ইসলাম, যার দ্বারা নবী মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে সমগ্র মানুষের জন্য রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ইসলাম হলঃ একটি সত্য, ইনসাফ ও এহসান এবং পরিপূর্ণ ও স্থায়ী জীবন বিধান।

ইসলামই মানুষকে তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার সাথে তাঁর এবাদত, একত্ববাদ, কৃতজ্ঞতা, ভয়-ভীতি, ভরসা, ভালোবাসা, নৈকট্য অর্জন, আনুগত্য স্বীকার, সন্তুষ্টি কামনা, সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়।

¿ মানুষকে আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে তার আনুগত্য, ভালবাসা, সুন্নতের অনুসরণ, সত্যায়ন ও তাঁর শরিয়ত অনুযায়ী আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়।

¿ মানুষকে অন্য মানুষের সাথে অর্থাৎ মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র, আত্বীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মুসলিম-কাফের, রাজা-প্রজা ইত্যাদির সাথে এক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়।

¿ ইসলাম হালাল উপার্জন, হালাল পথে ব্যয় ও ন্যায় সঙ্গত বেচাকেনা, দান- খয়রাত ও উত্তরাধিকারের সম্পদ বণ্টনের নির্দেশ করেছে।

অনুরূপ নিষেধ করেছে সুদ-ঘুষ ও ধোঁকাবাজি ইত্যাদি থেকে এবং সকল প্রকার অর্থনৈতিক নীতিমালার এক সুষ্ঠ বিধান দিয়েছে।

¿ অনুরূপ ইসলাম সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, সুখে-দু:খে ইত্যাদি সর্বাবস্থায় নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের এক সুন্দর বিধান দিয়েছে।

¿ ইসলাম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবাসা ও শত্রুতার সু-দৃঢ় সেতু বন্ধনের মাধ্যমে এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে যা দান-দক্ষিনা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সততা, স্বচ্ছতা ও দয়া অনুগ্রহ ইত্যাদির উত্তম আদর্শের আহ্বান জানায়।

¿ অনুরূপ ইসলাম শির্ক, বিদাত, অন্যায়ভাবে হত্যা, জুলুম, নির্যাতন, জেনা-ব্যভিচার, মিথ্যা-পাপাচার, চুরি-ডাকাতি, অহংকার-গর্ব, কুফরি, মুনাফেকি, সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, জাদু-জ্যোতিষী ইত্যাদি সকল প্রকার অন্যায়-ন্যাক্কার ও বিভ্রান্তি মূলক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

¿ এসবের পরই ইসলাম মানুষের পারলৌকিক জীবনের বিধিবিধান দিয়েছে যার ভিত্তি হল মানুষের ইহলৌকিক জীবন। অতএব, যে ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে সেই প্রবেশ করবে মহাশান্তির স্থান জান্নাতে, উপভোগ করবে এমন সব যা কোন চক্ষু দেখেনি ও শুনেনি কোন কর্ণ এবং কোন অন্তর উপলব্ধি করেনি। থাকবে সেখানে চিরদিন, সুখী হবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার চাক্ষুষ দিদার পেয়ে। আর যারা কুফরি অবলম্বন করবে, অবাধ্য-নাফরমান হবে তারা প্রবেশ করবে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে। আর যারা শুধু অপরাধী (কাফের নয়) তাদের অপরাধ হিসাবে শাস্তি দেয়া হবে, অথবা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

X W U T S R Q P O N M L K [

الـمائدة: ٣ Z c b a ` _] \ [Z Y

"আজ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনিত করেছি। অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।" [সূরা মায়েদা:৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ´ µ ¶ ¸ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ

وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ

﴿١٦٤﴾ Z آل عمران: ١٦٤

"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য হতে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।"
[সূরা আলে ইমরান:১৬৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার আরো বলেন:

U T S R Q P O N M L K[

النحل: ٩٠ Z \ [Z Y W V

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ করেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন–যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" [সূরা নাহল:৯০]

৪. আল্লাহ তা'য়ালার আরো বলেন:

X W V U T S R Q P O N M[

b a ` _ ^] \ [Z Y

المائدة: ١٥ - ١٦ Z g f e d c

"তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে উজ্জ্বল জ্যোতি ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে শান্তির ও নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালনা করেন।" [সূরা মায়িদাহ: ১৫-১৬]

৫. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

] وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ´

µ ¶ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ Z النساء: ١٣ - ١٤

"আর যে আল্লাহ এবং তার রসূলের আনুগত্যে করে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, এ হল মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে, তাঁর সীমালঙ্ঘন করবে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, সে সেখানে চিরদিন থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" [সূরা নিসা: ১৩-১৪]

¿ ইসলামের প্রসার:

অতি শীঘ্রই এ দ্বীন-ইসলাম পৃথিবীর সর্বত্রই পৌঁছে যাবে। অত:পর আবার ফিরে আসবে অশ্চর্যভাবে যেমনভাবে শুরু হয়েছিল।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ......». أخرجه مسلم.

১. সাওবান (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য জমিনকে সংকুচিত করেন, তখন আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসহ সবই

দেখলাম। নিশ্চয়ই আমার উম্মতের রাজত্ব জমিনের যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছে সেখান পর্যন্ত পৌঁছবে ---।"[১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا». أخرجه مسلم وأحمد.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "ইসলাম বিস্মকর-অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে। আবার ইসলাম বিস্মকর-অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন শুরু হয়েছিল। আর এ ইসলাম দুই মসজিদ (মক্কা ও মদীনার) মধ্যে ফিরে আসবে যেমন সাপ (তার গর্ত হতে বের হয়ে) আবার গর্তেই ফিরে আসে।"[২]

وفي لفظ لأحمد بعد «كَمَا بَدَأَ»: «فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» قيل: ومَنْ الغرباء؟ قال: «النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ».

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় রয়েছে: "যেমনভাবে আরম্ভ হয়েছিল"- এরপর এসেছে:"অতএব,বিস্মিত-অপরিচিত লোকদের জন্য সুসংবাদ।" জিজ্ঞাসা করা হলো সেই বিস্মিত-অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ কারা? তিনি [ﷺ] বললেন: "বিভিন্ন গোত্রের একনিষ্ঠ হিজরতকারীগণ।"

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ ».أخرجه أحمد والحاكم.

৩. তামীম দারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি:"অবশ্যই এ (দ্বীনের)

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৮৯

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৪৬ শব্দ তারই, আহমাদ হাঃ নং ৩৭৮৪

কার্যক্রম পৃথিবীর সে সীমানা পর্যন্ত পৌঁছবে, যে পর্যন্ত দিন ও রাত্রি পৌঁছেছে। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি পাকা ও কাচা গৃহ পর্যন্ত এ দ্বীন পৌঁছাবেন। সম্মানির ঘরে সম্মানের সাথে আর অসম্মানির ঘরে লাঞ্চনার সাথে। সম্মানিতকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। আর অসম্মানিতকে কুফরের মাধ্যমে লাঞ্চিত করবেন।"[১]

¿ উত্তীর্ণ ও নাজাতের পথঃ

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, দ্বীনের মাধ্যমে নেয়ামতকে সম্পন্ন করেছেন এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনিত করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করেছে সে ইহকালে সৌভাগ্যবান হয়েছে এবং আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি দ্বীন হতে বিমুখ হয়েছে সে ইহকালে দূর্ভাগ্য এবং আখেরাতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর ইসলাম ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা কারো পক্ষ হতে অন্য কোন দ্বীন কখনই কবুল করবেন না।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

X W U T S R Q P O N M L K [
المائدة: ٣ Z c b a ` _] \ [Z Y

"আজ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনিত করেছি। অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।" [সূরা মায়েদাঃ ৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

آل Z L K J I H G F E D C B A @ ? [
عمران: ٨٥

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৭০৮২ শব্দ তারই, হাকেম হাঃ নং ৮৩২৬, সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ৩

"যে ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে আল্লাহ্ তার পক্ষ হতে ঐ দ্বীন কখনও গ্রহণ করবেন না আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আল-ইমরান: ৮৫]

৩. আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

b a ` _ ^] \ [Y X W V U T[

– الأنعام: ٤٨ Z m l k j i h g f e d c

٤٩

"আমি পয়গামম্বরদেরকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরূপে–অত:পর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং যারা দু:খিত হবে না। যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানির কারণে আজাব স্পর্শ করবে।" [সূরা আন'আম:৪৮-৪৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَـــمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». أخرجه مسلم.

৪. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! এ উম্মতের কোন ইহুদি ও খ্রীষ্টান আমার কথা শুনার পর আমার রিসালাতের প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।"[১]

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৫৩

৩. ইসলামের ব্যাপকতা

ইসলাম বিশ্ব-জাহানের জন্য অনুগ্রহ এবং পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'য়ালা এর দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি রাজির উপকার করেছেন এবং তিনি শেষ নবী ও রসূলগণের নেতা মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে এই ইসলাম সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উম্মতকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করে সম্মানিত করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; Z الحج: ٥ – ٧

"তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অত:পর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর এ কারণ যে, কেয়ামত অবশ্যম্ভবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।" [সূরা হাজ্ব:৫-৭]

১. আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব-জাহানের রব-পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত তাদের জন্য অন্য কোন পালনকর্তা নেই। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[P Q R S T Z الناس: ١

"বল আমি মানুষের পালনকর্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি।"
[সূরা নাস-১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অধিপতি। তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত অধিপতি নেই। এই কথার সমর্থনে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[U V W Z الناس: ٢

"তিনি বিশ্ব-জাহানের অধিপতি।" [সূরা নাস-২]
৩. আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব-মানবের উপাস্য। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। যেমন : আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[X Y Z Z الناس: ٣

"তিনি বিশ্ব-মানবের উপাস্য।" [সূরা নাস-৩]
৪. মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন। দলিল: আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[h i j k l m n o p q r
s ﴿١٨٥﴾ Z البقرة: ١٨٥

"রমজান মাস হল সে মাস যাতে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী।" [সূরা বাকারা:১৮৫]

৫. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দূত মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[u v w x y z { | } ~ لَا يَعْلَمُونَ
﴿٢٨﴾ Z سبأ: ٢٨

"আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য কেবলমাত্র সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" [সুরা সাবা-২৮]
৬. আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করতে আদেশ করেছেন। মানব মণ্ডলীর জন্য নির্মিত এটিই প্রথম ঘর। এর দিকে মুখ করে মুসলমানরা প্রতি দিন পাঁচবার সালাত আদায় করে এবং

এই ঘরকে কেন্দ্র করেই তারা হজ্ব সম্পাদন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

t s r q p o n m l k j i h g f [

وَمَن كَفَرَ سَبِيلٗاۚ إِلَيۡهِ ٱسۡتَطَاعَ مَنِ ٱلۡبَيۡتِ حِجُّ ~ } | | z y x w u

© ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾ Z آل عمران: ٩٦ - ٩٧

"মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর তাই যা বাক্কা তথা মক্কায় অবস্থিত। ইহা বিশ্ব-জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহিমের মত সু-স্পষ্ট নিদর্শন। আর যে এর ভিতরে প্রবেশ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। এবং মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য হলো তাঁর ঘরে হজ্ব করা যার এ ঘরে পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে। আর যে ইহা অস্বীকার করে (সে যেন জেনে রাখে) আল্লাহ সমস্ত বিশ্ব-জগত হতে অমুখাপেক্ষী।" [সূরা আল ইমরান-৯৬-৯৭]

৭. আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন যে অবশ্যই এই উম্মতই হলো শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান হয়েছে।

(ক) কুরআনুল কারীম হতে দলিল:

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

9 : G Z آل عمران: ١١٠

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজের বাঁধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে।" [সূরা আল-ইমরান-১১০]

(খ) হাদীস নববী হতে দলিল:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« أَلَا إِنَّكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَـــلَّ».

أخرجه أحمد والترمذي.

বাহজ ইবনে হাকীম হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তার দাদা হতে, তিনি (তার দাদা) বলেন: আমি নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি। তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"সাবধান! তোমাদের মধ্যে ৭০টি দলের আবির্ভাব ঘটবে। তম্মধ্যে তোমরাই হবে আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত।"[১]

৮. আল্লাহ তা'য়ালার পথে আহ্বান করা এবং পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সকল প্রান্তের মানুষের নিকট দ্বীন ইসলাম পৌঁছানো প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্যকর্তব্য। যাতে আল্লাহ তা'য়ালার কালেমা তথা তাওহীদ সু-উচ্চ হয় এবং দ্বীন কেবল আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়।

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

a ` _ ^] [Z Y X W U T S R Q P [

يوسف: ١٠٨ Z c b

"বল, এটিই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ পবিত্র আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

(খ) আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ ~ | { z y x w v [

هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن © عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥ Z النحل: ١٢٥

"আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" [সূরা নাহল:১২৫]

(গ) আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

[১] .হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২০২৮২ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ৩০০১

] هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴿٥٢﴾ Z
إبراهيم: ٥٢

"ইহা মানুষের জন্য বার্তা এবং যাতে তারা এর দ্বারা সতর্ক হয় এবং জেনে নেয় যে আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা ইবরাহিমঃ ৫২]

৯. আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এককভাবে তাঁর এবাদত করার জন্য আহ্বান করেছেন। তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক স্থাপনের জন্য নয় এবং না শরিক তাঁর নামসমূহ, গুনসমূহ এবং কার্যাবলীতে। আর এ দিকে মানুষকে ডাকার দায়িত্ব প্রদান করে তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাই কুরআনুল কারীমে মানুষদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর যে প্রথম আহ্বান তা হলো তারা যেন এককভাবে আল্লাহ তা'য়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর সঙ্গে কেউ যেন কোন কিছুর মাধ্যমে শরিক না করে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

x w v u t s r q p o n m l [
وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقًا ~ } | { z y
© فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٢﴾ Z البقرة: ٢١ - ٢٢

"হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের ঐ প্রতিপালকের এবাদত কর। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হও। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন এবং তিনি আসমান হতে বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। অত:পর এর দ্বারা তিনি ফল-ফলাদী উৎপন্ন করেন তোমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। সুতরাং জেনে বুঝে তোমরা আল্লাহর সঙ্গে সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না।" [সূরা বাকারাঃ ২১-২২]

১০. আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, তিনি জিন ও ইনসানকে একমাত্র তাঁরই এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন:

S R QPONML KJI H G F E D C[

الذاريات: ٥٦ – ٥٨ Z [Z Y X W VUT

"আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।" [সূরা যারিয়াত: ৫৬-৫৮]

১১. তিনি তাঁর রসূল মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বিশ্ব-জগতের ভীতি-প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছেন।

(ক) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ © لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ Z الفرقان: ١

"পরম কল্যাণময় সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দার উপরে পার্থক্যকারী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব-জগতের জন্য ভীতিপ্রদর্শক হয়।" [সূরা ফুরকান: ১]

(খ) আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

الأنبياء: ١٠٧ Z e d c b a ` [

"আমি তোমাকে বিশ্ব-জগতের জন্য কেবল অনুগ্রহরূপে প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া: ১০৭]

¿ যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের অনুগত হবে তার বিধান:

ইসলাম সেই দ্বীন যা নিয়ে এসে ছিলেন যুগের পর যুগ ও উম্মতের পর উম্মত সমস্ত নবী-রসূলগণ। আর যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের অনুগত হবে সে কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নমী। চাহে সে ইহুদি হোক বা খ্রীষ্টান হোক কিংবা অগ্নি পূজক ইত্যাদি যেই হোক।

ইহুদিরা কাফের; কেননা তারা নবী-রসূলদেরকে হত্যা করেছে এবং ঈসা [ﷺ]কে মিথ্যারোপ করেছে। এদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব; একটি মূসা [ﷺ]-এর প্রতি ঈমানের আর অপরটি মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রতি ঈমানের। আর খ্রীষ্টনরাও

কাফের; কারণ তারা বলেছে আল্লাহ তিনজনের একজন এবং মুহাম্মদ [ﷺ]কে মিথ্যারোপ করেছে। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব; একটি ঈসা [عليه السلام]-এর প্রতি ঈমানের আর অপরটি মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রতি ঈমানের। এরপর তাদের সওয়াব অধিক গুণে বাড়ানো হবে এবং ক্ষমা ও দয়া করা হবে যেই ইসলামে প্রবেশ করবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[{ | } ~ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ
© تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ ´ µ ¶ ¸ أَلَّا يَقْدِرُونَ
عَلَىٰ شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ Z
الحديد: ٢٨ ـ ٢٩

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহর সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" [সূরা হাদীদ:২৮-২৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[L M N O P Q R S T U V W X
Y [\ ] ^ _ Z الأنفال: ٢٩

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে বয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত: আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।" [সূরা আনফাল:২৯]

عَنْ أَبِي موسى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ ».متفق عليه.

৩. আবু মূসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি তার দাসীকে সুন্দর শিক্ষা এবং উত্তম আদব দেবে। অত:পর তাকে আজাদ করে বিয়ে করবে, তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব। আর আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তার নবীর প্রতি এবং আমার প্রতি ঈমান আনবে, তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব। আর যে কোন গোলাম তার মালিকের হক ও তাঁর পতিপালকের হক আদায় করবে, তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব।"[১]

আহলে কিতাব হচ্ছে যারা মূসা ও ঈসা [ﷺ]-এর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তওরাত ও ইঞ্জীলের আনুগত্য করেছিল যা তাদের প্রতি নাজিল হয়েছিল।

আর তওরাত ও ইঞ্জীল আসমানী কিতাব কিন্তু সেগুলোর মাধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। অত:পর সেগুলোর আমলকে আল-কুরআন দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালা রহিত করে দিয়েছেন।

ইহুদি ও খ্রীষ্টারা মুহাম্মদ [ﷺ]-এর রসূল হিসেবে প্রেরণের পর সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে গজবপ্রাপ্ত; কারণ তারা সত্যকে জানার পর ত্যাগ করেছে। যার ফলে তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন কেরছে। আর যে ব্যক্তি ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে কাফের বলবে না এবং যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের এবাদত করবে সেও কাফের। আমাদের প্রতি ওয়াজিব হলো: যাকে আল্লাহ তা'য়ালা কাফের বলেছেন তাকে কাফের বলা। যাকেই আল্লাহ কাফের বলেছেন সেই কাফের আর যাকে কাফের বলেননি সে কাফের নয়। আর যাকে আল্লাহ কাফের বলেছেন তাকে যারা কাফের বলবে না এর অর্থ দাঁড়াবে যে, আল্লাহ তাদের দ্বীন কবুল

[১]. বুখারী হা: নং ৫০৮৩ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ১৫৪

করবেন। আর এ কথার দ্বারা আল্লাহর নিম্নের বাণী মিথ্যায় পরিণত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(L K J I H G F E D C B A @ ?)

[آل عمران/٨٥].

"এবং যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে কক্ষনো তার থেকে তা কবুল করা হবে না। আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আল-ইমরান: ৮৫]

আর আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ইহুদি ও খ্রীষ্টান এবং যারা গাইরুল্লাহর এবাদত করে তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর ইবরাহীম [ﷺ]কে ইহুদি ও খ্রীষ্টানবাদ থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। যা প্রমাণ করে যে, এ দু'টি কুফরের দ্বীন যা কাফেররা নিজেরা আবিস্কার করে ছিল মূসা ও ঈসা [ﷺ]-এর বহুকাল পরে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

v t s r q p o n m l k)

قَبْلُ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ ~ } | { z x w

يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾) [التوبة/٣٠].

"ইহুদিরা বলে 'ওজাইর' আল্লাহর পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলে 'মাসীহ' আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন্ উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।" [সূরা তাওবা: ৩০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

k i h g f e d b a ` _ ^] \ [ )

(v u t s r q p o n m l

[المائدة/٧٣].

"নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে: আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না

হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।" [সূরা মায়েদা:৭৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن © حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ Z

آل عمران: ٦٧

"ইবরাহীম ইহুদি ছিলেন না, এবং খ্রীষ্টান ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ সবমিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।" [সূরা আল-ইমরান:৬৭]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . , + *) (& % $ # " !)

[البقرة/١٣٥]. (2 1

"তারা বলে, তোমরা ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" [সূরা বাকারা:১৩৫]

অতএব, আমাদের প্রতি ওয়াজিব হলো সকল কাফেরদেরকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত-আহ্বান করা সে যেই হোক না কেন এবং যেমনই হোক না কেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾)

[إبراهيم/٥٢].

"এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই একক এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা ইবরাহীম:৫২]

৪. দা'ওয়াত ও দা'য়ীদের ফজিলত

¿ উম্মতের জন্য দ্বীন ইসলামের প্রয়োজন ঐরূপ যেমন শরীরের জন্য রুহ তথা আত্মার প্রয়োজন। সুতরাং, রুহ যখন বিচ্ছিন্ন হয়, তখন শরীর মৃত হয় ও পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। উম্মত তথা মুসলিম জাতির ক্ষেত্রটাও অনুরূপ। যখন দ্বীন থেকে সরে যাবে তখন তারা নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

¿ **দা'ওয়াতের মূল:**

দা'ওয়াতের মূল ও হকিকত হলো আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত। মানুষকে আল্লাহ, তাঁর নামসমূহ, গুণাবলি, বৈশিষ্ট্যসমূহ, কার্যাদি, ভাণ্ডারসমূহ, ওয়াদা ও শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। এ ছাড়া আল্লাহর তাদের প্রতি নেয়ামতরাজি ও এহসানের পরিচয় দেয়া এবং তাদের দ্বীন ও শরিয়ত ও সওয়াব ও শাস্তি জানিয়ে দেয়া।

অতএব, আমরা মানুষকে আল্লাহ এবং তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাদির পরিচয় জানিয়ে দেব; যাতেকরে তারা আল্লাহকে বড় জানে এবং তাঁরই মহত্ব বর্ণনা করে। আরো তাদেরকে জানিয়ে দেব আল্লাহর জ্ঞান ও কুদরত সম্পর্কে, যেন তারা তাঁকে ভয় করে। তাদেরকে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত করাবো যাতেকরে তাঁরই নিকট চায় ও দোয়া করে। তাদেরকে আল্লাহর নেয়ামত ও এহসানের কথা অবহিত করাবো যাতেকরে তারা তাঁর শুকরিয়া করে। তাদেরকে তাঁর দ্বীন ও শরিয়ত বিষয়ে জ্ঞান দান করব যাতেকরে তারা একমাত্র রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দেয়া পদ্ধতিতে তাঁর এবাদত করে, পূর্ণ ভালবাসা ও সম্মান এবং বিনয়ের সাথে।

আর এর দ্বারাই অন্তরে পরিপূর্ণ লাভ করবে ঈমান এবং আল্লাহর পূর্ণ ভালবাসা ও মর্যাদার সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ করবে আনুগত্য ও এবাদত।

আর দাও'য়াতের মূল হলো আহ্বানকরী প্রথমে নিজের মধ্যে রোপণ করবে; যাতে করে তার ঈমান বাড়ে এবং আমল ও চরিত্র সর্বোত্তম হয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[p q r s t ׀ v w x y z Z العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।" [সূরা আনকাবূত:৬৯]

আর আহ্বানকারী অন্যের জন্যে দা'ওয়াত করবে তার ফিৎরত তথা স্বভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য, যার প্রতি আল্লাহ বনি আদমকে সৃষ্টি করার সময় করেছেন। আর তার উপরে তাদেরকে সাক্ষী রেখেছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

E ׀ C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 [

F ׀ H ׀ J K L M N O P Q R S Z الأعراف: ١٧٢

"আর যখন তোমার পালনকর্তা বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন, 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?' তারা বলল 'অবশ্যই' আমরা অঙ্গীকার করছি।' আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।" [সূরা আ'রাফ:১৭২]

এতএব, দ্বীনের আহ্বানকারী মানুষকে তাদের ঐ ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের পালনকর্তার এবাদত করার জন্য বলবে; যার একত্ববাদের সাক্ষী এর পূর্বে তারা প্রদান করেছে। যেমন আল্লহ তা'য়ালা বলেন:

] فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ´ µ ¶ ¸ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾

فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾ Z

الغاشية: ٢١ ــ ٢٦

"অতএব, আপনি তাদের শাসক নন, কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে মহা আজাব দেবেন। নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, অত:পর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।" [সূরা গাশিয়া:২১-২৬]

¿ রসূল প্রেরণ করে আল্লাহর অনুগ্রহঃ

আল্লাহর রহমত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ও প্রশস্ত। বান্দাদের জন্য তাঁর অন্যতম অনুগ্রহ হলো যে, তিনি তাদের নিকটে অনেক নবী-রসূল পাঠিয়েছেন এবং অনেক আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। নবী-রসূলগণ তাঁদের প্রতিপালক, স্রষ্টা এবং রিজিকদাতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করান। আল্লাহ যেসব কাজে সন্তুষ্ট হন সেগুলো তাদের নিকটে বর্ণনা করেন, এককভাবে তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করতে আহ্বান করেন এবং এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরিক স্থাপনে নিষেধ করেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা সওয়াব ও প্রতিদান তার জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছেন যে তার আনুগত্য করে এবং শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন যে তার অবাধ্য হয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

Q P N M L K J I H G F E D [

_ ^] \ [Z X W V U T S R

النحل: ٣٦ Z b a `

“নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (আল্লাহ ছাড়া যার এবাদত করা হয়) থেকে বিরত থাক। অত:পর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত করেছেন। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, অত:পর মিথ্যুকদের পরিণতি কেমন তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।” [সূরা-নহল: ৩৬]

যখনই মানুষের ঈমান দুর্বল হয়েছে এবং শিরকে পতিত হয়েছে তখনই আল্লাহ ত'য়ালা তাঁর দয়ায় তাদের নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছেন; যাতেকরে তিনি তাদেরকে তাওহীদ এবং এককভাবে তাঁর এবাদতের দিকে আহ্বান করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি রসূলগণকে পাঠিয়েছেন। আর সব রসূলই বিশেষভাবে স্বীয় গোত্রের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন। শেষ নবী রসূলগণের সরদার। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ

[সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা নবুয়াত ও রিসালতের ক্রমধারা শেষ করেছেন।

অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে রসূল মনোনীত করেছেন এবং সকল মানবের উদ্দেশ্যে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। অত:পর রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রিসালতের দায়িত্ব পৌঁছিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত পবিত্র মহাআমানত যথাযথভাবে আদায় করেছেন। উম্মতকে উপদেশ এবং নসীহত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার পথে জিহাদ করেছেন। এমনকি উম্মতকে তিনি এমন শুভ্র ও সচ্ছ পথের উপর রেখে গেছেন যার রাত্রিও দিনের ন্যায় উজ্জ্বল ও ঝকঝকে। আত্মঘাতি ও ধ্বংসশীল ব্যতীত কেউ এ পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z n m l k j i h g f e d c b a ` [
الصف: ٩

"তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন দ্বারা প্রেরণ করেছেন; যাতে একে সবদ্বীনের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। [সূরা স্বফ:৯]

¿ সর্বোত্তম নবী-রসূল:

নবী মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সকল নবী ও রসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর উপরে সকল নবী ও রসূলগণের দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করেছেন। ফলে তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড তথা আরব উপদ্বীপে আল্লাহর দিকে আহবানের কাজ সম্পাদন করেন এবং ইহা ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যার পরিমাণ হলো ২৩ বৎসর।

তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ব্যাপকভাবে তাঁর সময়ের সকল অধিবাসীকে সাধ্যমত দাওয়াত প্রদান করেন। আগে তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজের পরিবারকে দাওয়াত দেন। এরপর আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে অত:পর স্বীয় সম্প্রদায়কে

অত:পর মক্কাবাসী ও তার আশেপাশে যারা রয়েছে তাদেরকে। এরপর আরব মরুবাসীকে এরপর সকল মানুষকে। একথা সুস্পষ্ট করার জন্য যে, তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সকল মানুষের নিকটে আল্লাহর প্রেরিত রসূল। আর তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিশ্ব-জগতের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ। ফলে দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[u v w x y z { | } ~ لَا يَعْلَمُونَ

٢٨ Z سبأ: ٢٨

"(হে নবী) আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য কেবলমাত্র সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" [সূরা সাবা: ২৮]

২. অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[` a b c d e Z الأنبياء: ١٠٧

"আমি তোমাকে বিশ্ব-মানবের জন্য রহমত তথা অনুগ্রহরূপে প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া:১০৮]

¿ সর্বোত্তম উম্মত:

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসূলদের শেষ করেন মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রেরণের দ্বারা। আর তাঁরই দ্বারা এ উম্মতের শেষ করেন। এ উম্মতকে আল্লাহ তা'য়ালা দান করেন নবী-রসূলদের অজিফা তথা আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত। তাদের দায়িত্ব এ দাওয়াত পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে কিয়ামত পর্যন্ত চালাতে থাকা। আর এ জন্যেই এ উম্মত সর্বোত্তম উম্মত দুনিয়া ও আখেরাতে এবং এরাই সবচেয়ে বেশি জান্নাতী।

আর এ কাজের মহত্ব এবং এ অজিফার মর্যাদা ও দায়িত্বের গুরুত্বের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মতকে প্রথম দিন থেকেই এর উপর তরবিয়ত করেছেন। যেমন তরবিয়ত করেছেন নবী-রসূলগণকে। আর এর জন্যেই এদেরকে সমস্ত উম্মতের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন।

এ কারণে তাদেরকে চারটি তাজ দান করেছেন, যার দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপরে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রথম তাজঃ কল্যাণের তাজঃ

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

E D C A @ ? > = < ; 9

F G Z آل عمران: ١١٠

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজের বাঁধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে। যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তাহলে তাদের জন্য উত্তম হত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার আর তাদের অধিক সংখ্যকই ফাসেক।" [সূরা আল-ইমরান-১১০]

দ্বিতীয় তাজঃ নির্বাচনের তাজঃ

[r s t u v x y z { | } ~ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ

أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّىٰكُمُ © مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

وَتَكُونُوا μ ¶ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ

ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ Z الحج: ٧٨

"তোমরা আল্লাহর জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বে ও এ কুরআনেও, যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে

ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। বস্তুত: তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।" [সূরা হাজ্ব:৭৮]

তিতীয় ও চতুর্থ তাজ: মধ্যম পন্থা ও সাক্ষ্যের তাজ:

D C B A @ ? > = < ; : [

البقرة: ١٤٣ Z k ¦ E

"এমনভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি–যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে।" [সূরা বাকারা:১৪৩]

¿ সর্বোত্তম শতাব্দী:

সর্বোত্তম শতাব্দী হলো নবী [ﷺ] ও তাঁর সাহাবাগণের শতাব্দী যাঁদের মধ্যে ছিল পাঁচটি গুণ: ঈমান, এবাদত, দা'ওয়াত, শিক্ষা ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতকে নবী ও রসূলদের দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করেছেন আর তা হলো: আল্লাহর দিকে সকল মানুষকে আহ্বান করা। আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনেক বান্দাদেরকে জীবিত রেখেছেন যাদের দাওয়াতী কার্যক্রম পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম তথা সকল প্রান্তে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় পরিশ্রম করেছেন এবং এতে দু'টি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:

তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যান্য মানুষের জীবনে দ্বীন কায়েম করানো।

আর তাঁরা জ্ঞাত ছিলেন যে, পর্যায়ক্রমে আগত দেশ-দেশান্তরে অবস্থিত বান্দাগণ এই উম্মতের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় কেয়ামত পর্যন্ত দায়িত্বশীল। অতএব, একজন মুসলিম ব্যক্তিগত এবাদাত বর্জনের ক্ষেত্রে যেমন হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে তেমনিভাবে সামাজিক উদ্দেশ্য তথা দাওয়াত বর্জনের ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে। পূর্ণভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী [সল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মৃত্যু দান করেন। তিনি তাঁর উম্মতকে সেরাতে মুস্তাকীমের উপরে ছেড়ে বিদায় নেনে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

9 G Z آل عمران: ١١٠

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজে বাঁধা দেবে এবং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে।"

[সূরা আল-ইমরান: **১১০**]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

s r p o n m l k j i h g f [

t u Z آل عمران: ١٠٤

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দেবে আর খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম।"

[আল-ইমরান: ১০৪]

৩ . আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

a ` _ ^] [Z Y X W U T S R Q P [

b c Z يوسف: ١٠٨

"বল, এটিই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ: **১০৮**]

¿ জ্ঞান ও বিচক্ষণতা: ইহা তিন প্রকার:

(ক) দাওয়াত প্রদানের আগে জ্ঞানার্জন করা। (খ) কোমলতার সাথে দাওয়াত প্রদান করা। (গ) এবং দাওয়াত প্রদানের পর ধৈর্যধারণ করা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"সর্বোত্তম মানুষ আমার শতাব্দীর, এরপর পরবর্তী শতাব্দীর মানুষ, অত:পর পরের শতাব্দীর মানুষ। এরপর এমন মানুষের আবির্ভাব ঘটবে যারা শপথ চাওয়ার পূর্বে সাক্ষী দেবে এবং সাক্ষী দেয়ার আগে শপথ করবে।"[১]

¿ নবী [ﷺ]-এর সাহাবাগণের দা'ওয়াত:

সাহাবায়ে কেরাম (রা:) নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট হতে দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যমের জ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা (রা:) দাওয়াতের কার্যভার গ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা তাদের আরাম-আয়েশ এবং কামনা-বাসনাকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আর তাঁদের জীবন, ধন-সম্পদ ও মূল্যবান সময়গুলো সারা বিশ্বে দ্বীন ইসলাম প্রসারের কাজে ব্যয় করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে আহ্বানকারীরা (لا إلـهَ إلاَّ اللهُ)-এ কালিমার বোঝা বহন করে চলেছে যাতে পূর্ব -পশ্চিম তথা সিরিয়া, ইরাক..., মিশর, উত্তর আফ্রিকা, রাশিয়া, ট্রান্স অক্সিয়ানাসহ অন্যান্য সকল জায়গার অধিবাসীগণ এই কালেমার অন্তর্ভুক্ত ও অধীন হয়ে যায়।

এইসব রাষ্ট্রে বিজয় এসেছে, তাতে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে, শিরকের বদলে তাওহীদ এসেছে এবং কুফরের বদলে এসেছে ঈমান। আর এতে আবির্ভাব ঘটেছে অনেক আলেম ও ধর্মপ্রচারক, এবাদত গুজার ও তাপস, সৎ ও মুজাহিদ ব্যক্তির যা প্রত্যেক মুসলিমের চক্ষুকে শীতল করে।

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৬৫২ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২৫৩৩

মুহাজিরগণ দ্বীনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন এবং আনসাগণ দ্বীনের জন্য সবকিছু খরচ করেছেন। তাই দ্বীন কায়েম হয়েছে এবং প্রসার ঘটেছে ও নিরাপদ বাস্তবায়ন হয়েছে।

এঁরাই হলো যুগের শ্রেষ্ঠ মানব। আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পালনে তারাই সত্যবাদী। তাঁরাই হলো মুহাজির ও আনসারগণ এবং যাঁরা সুন্দরভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

*) (' & % $ # " ! [

9 8 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

: ; Z التوبة: ١٠٠

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে যারা পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ তথা জান্নাতসমূহ। যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রসবণসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হলো মহান সফলতা।" [তাওবা:১০০]

¿ দুনিয়ার আমলের পূর্বে দ্বীনের আমল করাঃ

নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা:) যখন উপার্জন ও জীবিকার আদেশগুলোর উপর দাওয়াত ও প্রচেষ্টার আদেশাবলী পালনে প্রাধান্য দিয়েছেন তখন তাদের জীবনে ধন-সম্পদসহ অনেক কিছুই হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এর বিনিময়ে ঈমান ও সৎকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃত ও আসল চরিত্র, সম্ভব হয়েছে অনেক বিজয় অর্জনের।

আর বর্তমান কালের অনেক মুসলিম যখন দাওয়াত ও প্রচেষ্টার আদেশের উপর উপার্জন ও জীবিকার আদেশাবলী প্রাধান্য দিয়েছে তখন ধন-সম্পদসহ অনেক কিছুই বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এর বিনিময়ে ঈমান ও

আমল হ্রাস পেয়েছে। অত:পর তাদের জীবনে দু'টি বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে।

১. ইহুদিদের ন্যায় ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের গুরুত্ব।
২. খ্রীষ্টানদের ন্যায় কামনা-বাসনা মিটানোর গুরুত্ব।

সুতরাং, যখনই উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে তখনই দুনিয়া ও শারীরিক স্বার্থ শক্তিশালী হয়েছে এবং দ্বীন ও আত্মার স্বার্থ দুর্বল হয়েছে। আর যত চেষ্টা-প্রচেষ্টা তা শুধুই দুনিয়ার জন্য হয়েছে -দ্বীনের জন্য নয়। আর দ্বীন ইসলাম এতিমের মত হয়েছে, যে এতিম মানুষের দারে দারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু এমন কাউকেও সে পায় না যে তার জামিনদার বা দায়িত্বশীল হবে; কারণ দুনিয়ার কামনা-বাসনা নিয়ে তারা ব্যস্ত। এর ফলে বিস্তার লাভ করেছে অনিষ্ট ও বিপর্যয় বিশ্বের অধিকাংশ জায়গাতে। আর যা বর্তমানে চলতেছে এবং মিথ্যার প্রসার বাড়তেছে যার বর্ণনা দেয়া কঠিন। আর এ উম্মতের শেষ তা দ্বারাই সংশোধন হওয়া সম্ভব যা দ্বারা এর প্রমাংশ সংশোধন হয়েছে। আর তা হলো: ঈমান, একিন, এবাদত, দা'ওয়াত এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ।

] أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ © كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَٰهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ µ ¶ ¸ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾
- , + *) (' & % $ # " !
. 0 1 2 3 4 5 Z التوبة: ١٩ – ٢٢

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে; তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারই

সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পালনকর্তার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি।" [সূরা হাজ্ব:১৯-২২]

¿ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের ফজিলত:

প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে ঈমান আনে, এবাদত সম্পাদন করে এবং আল্লাহর দিকে অন্যদেরকে ডাকে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করেন যার সম্মানিত হওয়ার কোন কারণ থাকে না। যেমন: বেলাল (রা:) ও সালমান ফারেসি (রা:)। আর তিনি দ্বীনের কার্যাবলীর প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন যে ভালোবাসার টানে সে ইহা সম্পাদন করে এবং মানুষকে সে দিকে ডাকে। আবার আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিরাজির অন্তরের মধ্যেও তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অদৃশ্য শক্তির দ্বারা তাকে সাহায্য করেন, দোয়া কবুল করেন, তার জন্য মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে দেন। আর তাকে ঐরূপ প্রতিদান দেবেন যেরূপ প্রতিদান দিবেন তার দা'ওয়াতে হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে। আরও তাকে সঠিক পথ ও হেদায়েতের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বলেন:

لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ~ } | { z y x w v u [

ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ © فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ Z الأحزاب: ٧٠ - ٧١

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আহজাব:৭০-৭১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বলেন:

Z Y X W V U T S R Q P O N M L [

j i h g f e d c b a ` _ ^] \ [

k l m n o p q r s t u v w x Z فصلت: ٣٣ - ٣٥

"যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম তথা আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে। সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।" [হা-মী-ম সেজদাহ: ৩৩-৩৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বলেন:

[p q r s t v w x y z Z العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" [সূরা আনকাবূত:৬৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ دَعَا إِلَى هُـدًى كَانَ لَهُ منْ الْأَجْرِ مثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلكَ منْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْه منْ الْإِثْمِ مثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلكَ مِـنْ آثَـامِهِمْ شَيْئًا». أخرجه مسلم.

৪. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"যে হেদায়েত বা সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে সে ঐ ব্যক্তিদের ন্যায় প্রতিদান ও সওয়াবপ্রাপ্ত হবে যারা তার ডাকে সাড়া দেয়ার ফলে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে। অথচ সাড়া দানকারীদের প্রাপ্ত প্রতিদান হতে একটুও কম করা হবে না। আর যে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে সে তার আহ্বানে সকল ভ্রষ্টদের

সমপরিমাণ একাই পাপী হবে। এতে কারো কোন পাপ কমানো হবে না।"[১]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ:« ...انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ».متفق عليه.

৫. সাহল ইবনে সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আলী ইবনে আবি তালিবকে খয়বারের যুদ্ধের দিবসে বলেন: "তুমি খুব ধীর শান্তভাবে যাও, এমনকি তুমি তাদের আঙ্গিনায় যাবে। অত:পর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং তাদের উপরে আল্লাহ তা'য়ালার যে হক বাস্তবায়ন ও পালন করা ওয়াজিব তা জানিয়ে দেবে। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তা'য়ালা তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও হেদায়েত বা সঠিক পথ দেন তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।"[২]

[১] .মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ৪২১০ ও মুসলিম হাঃ নং ২৪০৬

৫. দা'ওয়াতের বিধান

¿ আল্লাহর দিকে দাওয়াতের গুরুত্বঃ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইসলামের সকল বিধান সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন। আর বিষদ ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হাদীসে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দাওয়াতের বিষয়টি অন্যান্য বিধানের চেয়ে ভিন্নতর। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়টিকে কুরআনের মধ্যে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমনটা নবীগণের এবাদতের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। না ইবরাহিম (আ:)-এর সালাত, না আদম (আ:)-এর হজ্ব, না দাউদ (আ:)-এর রোজা কোনটাই বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই। তদ্রুপভাবে কোন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠাবান ব্যক্তির ঘটনাও বর্ণনা করেন নাই।

কিন্তু কুরআনে নবীগণের দাওয়াতের বিষয়টি বিষদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ মূসা (আ:)-এর দাওয়াতের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন আঙ্গিকে কুরআনের ২৯ জায়গায় বর্ণনা করেছেন। সে হিসেবে নূহ, ইবরাহিম, মূসা, ঈসা, হুদ, সালেহ, শু'য়াইব, লূত, ইউসূফ (আলাইহিমুস সালাম)-এর দাওয়াতের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। কেননা, এ উম্মাত দাওয়াত ইলাল্লাহর দায়িত্বভার নিয়ে পৃথিবীতে তাঁর আগমন ও পদযাত্রা শুরু করেছে। আর পূর্বের সকল নবীগণই তাঁদের আদর্শ। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ Z الأحزاب: ٢١

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মাধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"
[সূরা আহজাব:২১]

¿ দা'ওয়াত আরম্ভের সময়ঃ

প্রথম দিন থেকেই দা'ওয়াত আরম্ভঃ

ইসলামের বিধানগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমানদের ঈমান গ্রহণ করা এবং তাদের উপর বিধান অবতীর্ণ হওয়া এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাঝে দীর্ঘদিনের এক বিশাল ব্যবধান রয়েছে।

অথচ ঈমান গ্রহণ করা এবং দাওয়াত দেয়া এ দু'টি বিধানের মাঝে কোন প্রকার ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না; কারণ এ উম্মাত পূর্বেকার নবীগণের ন্যায় দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে এ ধরাতে আগমন করেছে। প্রত্যেক নবীগণ ঈমান আনার পর তাদের অনুসারীদের ধর্মের বিধান শিক্ষা দিতেন। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীর ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন দেখা যায়। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে নবুয়াতের দায়িত্বভার দিয়ে ভূষিত করার পর তাঁর উম্মাতকে ঈমান আনার সাথে সাথে দাওয়াত ইলাল্লাহর প্রশিক্ষণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অত:পর মদীনায় ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধান গুলো শিক্ষা দেন। কেননা এ প্রেরিত উম্মত পৃথিবীতে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে নবীদের মত। প্রথম দিন হতেই আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, খাদীজা, বেলাল, আম্মার ও প্রথম কাতারের অন্যান্যরা সহাবাগণ মক্কায় দা'ওয়াত করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾ Z إبراهيم: ٥٢

"এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই একক এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা ইবরাহীম:৫২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

s r ¦ p o n m l k j i h g f [

ٱلْبَيِّنَٰتُ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ ~ } | { z y x w v u t

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ Z آل عمران: ١٠٤ - ١٠٥

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দেবে আর খারাপ কাজ

হতে নিষেধ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম। আর ওদের মত হয়ো না যারা দলাদলি করেছে এবং নিদর্শনাবলী আসার পরেও মতানৈক্য করেছে। আর এদের জন্যেই রয়েছে কঠিন শাস্তি।" [আল-ইমরান: ১০৪]

¿ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করার বিধানঃ

আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মাতকে সকল উম্মাতদের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন। আর এ দ্বীন ও দাওয়াত ইলাল্লাহ এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর তাঁর শক্তি সামর্থ্য ও জ্ঞান অনুসারে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে আত্মনিয়োগ এক অপরিহার্য দায়িত্ব।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

a ` _ ^] [Z Y X W U T S R Q P[

Z c b يوسف: ١٠٨

"(হে হাবীব) তুমি বল, এই হচ্ছে আমার পথ; আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও সচেতনতার সাথে, আমি ও আমার অনুসারীরা, আল্লাহ সুমহান পবিত্র এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ:১০৮]

দাওয়াত সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত খুবই ব্যাপক; কারণ দাওয়াতের কোন সময় উল্লেখ করা হয় নাই, তাই রাত্র-দিন সর্বাবস্থায় দাওয়াতের সময়। কোন স্থান উল্লেখ করা হয় নাই, তাই পূর্ব মেরু হতে পশ্চিম মেরু, দক্ষিণ মেরু হতে উত্তর মেরু পুরোটাই দাওয়াতের ক্ষেত্র। কোন বংশ উল্লেখ করা হয় নাই, তাই আরব, অনারব সকলেই তার অন্তর্ভুক্ত। কোন স্তর ও শ্রেণী বিন্যাস করা হয় নাই, তাই মুনিব-দাস, ধনী-গরিব সবাই তার অন্তর্ভুক্ত। কোন বর্ণ উল্লেখ করা হয় নাই, তাই সাদা কালো সকলেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, দাওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে দাওয়াত সকল মুমিন-মুসলিমের এক অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[v w x y z { | | ~ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن © عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥ Z النحل: ١٢٥

"বল, এটিই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] هَٰذَا بَلَٰغٞ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٥٢ Z إبراهيم: ٥٢

"এ (কুরআন) হচ্ছে মানুষের এক মহাপয়গাম, যাতে করে এ গ্রন্থ দিয়ে (পরকালীন আজাবের ব্যাপারে) তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা যেন (এর মাধ্যমে) এও জানতে পারে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, (সর্বোপরি) বোধশক্তি পূর্ণ ব্যক্তিরা যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" [সূরা ইবরাহিম: ৫২]

৪. মহানবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিদায় হজ্বের ভাষণে আরব-অনারব, নারী-পুরুষ ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা সকল মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেন:

« لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ ». متفق عليه.

"উপস্থিত ব্যক্তিদের উচিত অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট (এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো) পৌঁছানো। কেননা, হতে পারে উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির নিকট বাণী পৌঁছাবে যে তার চেয়েও অধিক সংরক্ষণকারী হবে।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৯

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ». أخرجه البخاري.

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"একটি আয়াত হলেও আমার থেকে বর্ণনা কর। আর বনি ইসরাঈলদের থেকে ইসরালিয়াত তথা তওরাত ও ইঞ্জিলের বর্ণানাগুলো বর্ণনা কর তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যে স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে বানায় নেয়।"[১]

আল্লাহর কালেমা তাওহীদ উড্ডীন ও প্রচার-প্রসার করার মাধ্যমে মানব জীবনে অর্জন হতে পারে হেদায়েতের মত অমূল্য নেয়ামত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[p q r s t ׀ v w x y z Z العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার পথে জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করবো। নি:সন্দেহে আল্লাহ সৎব্যক্তিদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা আনকাবুত: ৬৯]

¿ সত্য দাঈর (দ্বীনের আহ্বানকারী) বর্ণনা:

সত্য দাঈ হলো যার অন্তরে আল্লাহর সত্তা, তাঁর নামসমূহ, গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য এবং কার্যাদি বিষয়ে একিন সৃষ্টি হয়েছে। যে তার অন্তর থেকে জবানের মাধ্যমে কথা বলে। তাই তো দাঈর কথা হয়তো ঔষধ বা জিবাণু। যদি নবুয়াতের খনি থেকে নেয় এবং যেরূপ অহি নাজিল হয়েছে সেইরূপ একিন ও তাকওয়ার সাথে প্রচার করে, তবে তার কথা ঔষধ যার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা রোগ নিরাময় করবেন। এ ছাড়া প্রতিটি পথভ্রষ্টকে আল্লাহ চাইলে হেদায়েত দান করবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৬১

u t s r q p o n m l k j i h g [

v w x | z { | } ~ يَعۡمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ Z الأنعام: ١٢٢

"আর যে মৃত ছিল অত:পর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে—সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে।" [সূরা আন'আম:১২২]

আর যদি দাঈ তার প্রবৃত্তির খনি থেকে নেয় এবং তার কাজ কথার বিপরীত হয়, তবে তার কথা জিবাণু স্বরূপ, যার দ্বারা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অন্যদেরকে সত্য থেকে ফিরিয়ে দিবে এবং মানুষ পড়বে ফেতনায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمۡۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾ Z القصص: ٥٠

"তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখুন যে; তারা শুধুমাত্র তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর তারচেয়ে কে অধিক পথভ্রষ্ট হতে পারে? যে আল্লাহর দেহায়েত ছেড়ে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম জাতিকে হেদায়েত দান করেন না।" [সূরা কাসাস:৫০]

¿ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের পন্থাসমূহ:

উম্মতের নারী-পুরুষ সকলের জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করা ওয়াজিব। আর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দুই পন্থায় হয়:
প্রথম পন্থা: নরমভাবে: ইহা হচ্ছে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত হিকমত ও সুন্দর ওয়াজের দ্বারা এবং দলিল-প্রমাণাদি সুন্দর ও নরম পদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। আর শুরু ও শেষে সর্বাবস্থায় এ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

) v w x y z { | ~ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَن © عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾) [النحل/١٢٥].

"স্বীয় পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন হিকমত ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" [সূরা নাহ্‌ল:১২৫]

দ্বিতীয় পন্থা: শক্তি ও কঠিনভাবে দা'ওয়াত করা। আর তা হলো আল্লাহর রাহে জিহাদের মাধ্যমে। যখন কাফেররা দা'ওয়াত গ্রহণ করবে না তখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের শক্তির পন্থা অবলম্বন করা নির্দিষ্ট হয়ে পড়বে। যতক্ষণ তারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত এবং তাঁর দণ্ড-বিধি বাস্তবায় না করবে ততক্ষণ জিহাদ করতে হবে। আর এর ফলে আল্লাহর সমস্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত এবং সকল প্রকার ফেতনা দূর হবে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দ্বারা প্রমাণ কায়েম ব্যতীত চলবে না। যার ফলে দ্বীন পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্যে হয়ে যাবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

U T S R Q P O M L K J I H G F)

V) [البقرة/١٩٣].

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)।" [সূরা বাকারা:১৯৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] \ Z Y W V U T S R Q)

^) [التحريم/٩].

"হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের

প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।" [সূরা তাহরীম:৯]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ à

فَقَدِ â بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ ç é ê ë ﴿٢٥٦﴾ Z البقرة: ٢٥٦

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নি:সন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত' দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংগবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন।" [সূরা বাকারা:২৫৬]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه ». متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:"আমি আদিষ্টিত হয়েছি যে, মানুষকে হত্যা করি। কিন্তু যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। সালাত কায়েম এবং জাকাত আদায় করে। অতএব, যখন তারা এসব করবে তখন তাদের জীবন ও সম্পদ আমার থেকে মুক্তিলাভ করবে। তবে ইসলামের কোন অধিকার হলে তার ব্যাপার ভিন্ন ও তাদের হিসাব আল্লাহর উপর।"[১]

¿ আমলের ব্যাপারে মানুষের প্রকার:

আমলের ব্যাপারে মানুষ দুই প্রকার:

[১]. বুখারী হা: নং ২৫ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২২

(ক) যে দুনিয়া লাভের জন্য চেষ্টা করে অত:পর লাভের ফল ছেড়ে মারা যায়।

(খ) যে পরকাল লাভের জন্য চেষ্টা করে অত:পর ইহা অর্জনের পর মারা যায়। মুমিন তারাই যারা পরকাল লাভের জন্য চেষ্টা করে। এরা দু'প্রকার:

১. যে শুধুমাত্র এবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকে অত:পর তার মৃত্যুর পর সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে তিন পদ্ধতিতে সওয়াব পেতে থাকবে যথা: (ক) সদ্‌কা জারিয়া। (খ) উপকারী ইলম তথা জ্ঞান। (গ) সৎ সন্তানাদি যারা তার জন্য দোয়া করবে।

২. যে ব্যক্তি এবাদত ও আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং আল্লাহর কালেমাকে সুউচ্চে স্থাপনের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করে, তাহলে তার এসব আমলের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে এবং সওয়াবও পেতেই থাকে; কারণ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার কারণে অন্য কেউ হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরূপ সওয়াব বা প্রতিদান তিনিও পাবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ © كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى

سَبِيلِ ٱللَّهِ µ ¶ ¸ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟

وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾

- , + *) (' & % $ # " !

. 0 1 2 3 4 5 Z التوبة: ١٩ - ٢٢

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাস্তায়, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়। আর আল্লাহ জালেম লোকদেরকে হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর

তারাই যাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নি:সন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।" [সূরা তাওবা: ১৯-২২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z Y X W V U T S R Q P O N M L [

فصلت: ٣٣

"যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম তথা আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে।" [হা-মী-ম সেজদাহ: ৩৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ دَعَا إِلَى هُــدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِــنْ آثَــامِهِمْ شَيْئًا». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি হেদায়েতের প্রতি কাউকে আহ্বান করবে; তার জন্যে রয়েছে যারা তার অনুসরণ করবে তাদের সমান সওয়াব। এতে কারো কোন নেকি কমানো হবে না। আর যে ভ্রষ্টার দিকে আহ্বান করবে; তার জন্যে রয়েছে যারা তার অনুসরণ করবে তাদের সমপরিমাণ পাপ। এতে কারো কোন পাপ কম করা হবে না।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا مَــاتَ الْإِنْــسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » .أخرجه مسلم.

[১]. মুসলিম হা: নং ২৬৭৪

৪. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যখন মানুষ মারা যায় তখন তার তিনটি আমল ছাড়া সব বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাহমান দান-সদকা, উপকারী জ্ঞান ও সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"[১]

¿ সাধনার হকিকত:

জেনে রাখুন! দুনিয়া হচ্ছে শরীরের ন্যায় এবং তার আত্মা হলো দ্বীন। আর দ্বীনের আত্মা হলো দা'ওয়াত এবং দা'ওয়াতের আত্মা হলো সবকিছু দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করা। আর উৎসর্গের আত্মা হলো দ্বীনের জন্য প্রিয় বস্তুর খরচ এবং প্রিয় বস্তুর ত্যাগ। আর খরচ ও ত্যাগের আত্মা হলো তাওহিদী কালেমা উড্ডীনের জন্য হিজরত ও সাহায্য।

সারা বিশ্বে দ্বীনকে পুনর্জীবিত করার জন্য প্রয়োজর হিজরত ও সাহায্য; যার ফলে সারা পৃথিবীতে দ্বীন প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

তাই তো মুহাজিরগণ হিজরত করেছেন এবং আনসারগণ খরচ ও সাহায্য করেছেন যার ফলে তৃতীয় জিনিস এসেছে; তা হলো দ্বীন কায়েম। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

মানব জীবনে আল্লাহর জন্য সাধনা ও প্রচেষ্টা প্রকৃত রূপ তখনই উদ্ভাসিত হয়, যখন মানুষের সকল প্রকার কাজ এবং প্রতিটি বস্তু তারই উদ্দেশ্যে বিসর্জিত হয় এবং এ নীতির উপর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালার ধন-ভাণ্ডারে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হেদায়েত। কিন্তু তাঁর এ অমূল্য সম্পদ সৃষ্টির সল্প সংখ্যক লোকদের অর্জন হয়। যারা এ দূর্লভ বস্তু অনুসন্ধান করে এবং তা সাধিত হওয়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালায় তারাই হল মুমিন। তাই আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদিন ফরজ সালাতে সে হেদায়েত তালাশ করার জন্য ১৭বার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

- , + *) (' & % $ # " ! [

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১৬৩১

الفاتحة: ١ Z D C B A @ ? > = < ; :
٧ -

"আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান। তিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও। (তাদের পথ) যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত (ইহুদি) এবং যারা পথভ্রষ্ট (খ্রীষ্টান)।" [সূরা ফাতিহা: ১-৭]

¿ আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উড্ডীন করার জন্য প্রচেষ্টা:

প্রতিটি মুসলিমের প্রতি তার নিজের জন্য দৃঢ়তা, উত্তম এবাদত, অন্যের জন্য দা'ওয়াতের প্রচেষ্টা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা জরুরি।

আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উড্ডীন করার প্রচেষ্টার তিনটি পর্যায় রয়েছে:

১. অমুসলিমদের হেদায়েতের আশায় দাওয়াত ও প্রচেষ্টা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , [

السجدة: ٣ Z ? >

"তারা কি একথা বলতে চায়, এ কিতাবটা (কোন ব্যক্তি) রচনা করে নিয়েছে? (না) বরং এ হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (নাজিল করা) একটি সত্য (কেতাব, আমি এটা এজন্য নাজিল করেছি) যাতে করে এ দ্বারা তুমি এক জাতিকে (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করে দিতে পার, যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি; সম্ভবত তারা হেদায়েতলাভ করতে পারে।" [সূরা সাজদাহ: ৩]

২. পাপি ও অবাধ্যদের অনুগত করা, অমনযোগী ও অসতর্কদের স্বরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে দাওয়াত ও প্রচেষ্টা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

s r ¦ p o n m l k j i h g f [

آل عمران: ١٠٤ Z u t

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর অসত্য ও অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবেঃ (অত:পর যারা এ দলে শামিল হবে) সত্যিকার অর্থে তারাই সাফল্য মণ্ডিত হবে।

[সূরা আল ইমরান: ১০৪]

৩. সৎ মানুষকে একজন সংস্কারক হিসাবে এবং নিজে স্মরণকারীকে অন্যদেরকে স্মরণকারী হিসাবে তৈরীর জন্যে দাওয়াত ও প্রচেষ্টা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

- , + *) (' & % $ # " ! [

العصر: ١ - ٣ Z 1 0 / .

"সময়ের শপথ! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্যের ও ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়।" [সূরা আসর: ১-৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

] فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ Z الأعلى: ٩

"উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন।" [সূরা আ'লা: ৯]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

L K J I H G F E D C B A @ ? [

[Z Y X W V U T S R Q P O N M

آل عمران: ٧٩ Z

"কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুয়াত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'–এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।" [সূরা আল-ইমরান:৭৯]

¿ এ উম্মতের প্রথম দা'ওয়াতকারীগণ:

সাহাবায়ে কেরাম (রা:) যখন দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলতের প্রয়োজনীয়তার অনুভব করেন সাথে সাথে দাওয়াত ও শিক্ষা-দিক্ষার কাজে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাইতো দেখা যায় বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের বিস্তৃতি ঘটাতে তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের জানমাল বিসর্জন দিয়ে প্রতিযোগীতা করেছেন। তাঁরা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে প্রজ্ঞা ও কোমল আচরণের মাধ্যমে আহ্বান করতেন। তাদের হৃদয়ে ছিল সহানুভূতি ও সহমর্মিতার এক বিশাল সমুদ্র; যার প্রমাণ হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থে বিদ্যমান।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

7 6 4 3 2 1 0 / . - [

F E D C B A @ ? > = < ; : 8

التوبة: ٨٨ – ٨٩ Z L K J I G

"কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জানমাল দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারা মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা।" [সূরা তাওবা:৮৮-৮৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[v w x y z { | ~ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن © عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥ Z النحل: ١٢٥

"(হে নবী) তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর, (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তি তর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক (এটা) ভাল করেই জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে বিপদগামী হয়ে গেছে, (আবার) যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে রয়েছে তিনি তাঁর সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন।" [সূরা নাহল:১২৫]

¿ হেদায়েতপ্রাপ্তির কারণসমূহ:

নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর যুগে বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হয়ে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. জবান দ্বারা দাওয়াত:

নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় আবু বকর, খাদিজা ও আলী (রা:) সহ অন্যান্যদেরকে দাওয়াত প্রদান করেছেন। ফলে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

২. শিক্ষার মাধ্যমে দা'ওয়াত:

উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এমনিভাবে কুরআন মজীদ শ্রবণ করে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছেন। যখন তাঁর বোন ফাতেমা স্বীয় গৃহে স্বামী সাঈদ ইবনে জায়েদ এবং (ওস্তাদ) খাব্বাব ইবনে আর্‌তসহ কুরআন মজীদ শিখতে ছিলেন তখনই তিনি হেদায়েত পেয়েছেন।

৩. এবাদাতের মাধ্যমে দা'য়ওয়াত:

মক্কা বিজয়ের পর মসজিদে হারামে হিন্দ বিনতে উতবা যখন মুসলিমদের সারিবদ্ধভাবে সালাত আদায় করতে দেখেন তখন তিনি তা দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে সুমামা ইবনে উছাল (রা:) এবং অন্যান্য অনেকেই মসজিদে নববীতে এবাদাত করতে দেখে প্রভাবিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন

৪. দান-খয়রাত ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা দা'ওয়াত:

নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মক্কা বিজয়ের বছরে ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং মু'য়াবিয়াসহ অন্যান্যদের অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অনুরূপভাবে তিনি

[সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একজন লোককে একপাল ছাগল দান করলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

৫. উত্তম চরিত্র, এহসান, অগ্রাধিকার, সহানুভূতি ও সত্যের মাধ্যমে দা'ওয়াত:

আলাহ তা'য়ালার বাণী:

.[القلم/٤] (o n m l k)

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা কালাম:৪]

৬. সৃষ্টিগত আয়াত তথা নিদর্শন ও কুরআনী আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা:

১. আলাহ তা'য়ালার বাণী:

J I H F E D C B A @ ? > = < ; : [

الطور: ٣٥ – ٣٦ Z K

"তারা কি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।" [সূরা তূর:৩৫-৩৬]

২. আলাহ তা'য়ালার বাণী:

Z Y X W V U T S R Q P O M L K [

النساء: ٨٢

"এরা কি লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।" [সূরা নিসা:৮২]

¿ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করা ওয়াজিব:

প্রত্যেকের জ্ঞান ও শক্তি হিসেবে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করা ওয়াজিব। মুসলমানরা দুই প্রকার:

১. আলেম ব্যক্তি যিনি নিজে সত্য প্রকাশ করতে সক্ষম। তিনি মানুষকে সত্যের আনুগত্য করার জন্যে দা'ওয়াত করবেন। যেমন আলে ফেরাউনের মুমিন ব্যক্তি বলেছিল।

(وَقَالَ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَ يَٰقَوۡمِ ٱتَّبِعُونِ أَهۡدِكُمۡ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ © يَٰقَوۡمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ

ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا مَتَٰعٞ وَإِنَّ ٱلۡأٓخِرَةَ هِيَ ´ µ ¶) [غافر/ ٣٨-٣٩].

"মুমিন লোকটি বলল: হে আমার জাতি, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। হে আমার জাতি, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।" [সূরা মুমিন: ৩৮-৩৯]

২. মুসলিম কিন্তু আলেম নয়। এ ব্যক্তি মানুষকে দা'ওয়াত করবে রসূল ও আলেমদের আনুগত্যের জন্যে। যেমন ইয়াসীনের সাথী সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

z y x w v u t s r q p o n m)

{ | } ~ ﴿٢١﴾) [يس/ ٢٠-٢١].

"অত:পর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথপ্রাপ্ত।" [সূরা ইয়াসীন:২০-২১]

প্রত্যেকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের কাজ করবে; যাতে করে কোন শরিক ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর এবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়। আলেম তথা জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেই সত্য প্রকাশ করবেন এবং যে আলেম না তিনি মানুষকে আলেমদের কথা মানার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন; কারণ তাঁরা আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে অধিক অবগত। আর ইহাই হচ্ছে নি:সেন্দহে লাভজনক ব্যবসা।

আর এর দ্বারাই প্রকাশ পাবে সত্য সারা বিশ্বে এবং সমস্ত বিশ্ব থেকে দূর হবে বাতিল যেমন আল্লাহ তা'য়ালা চান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

p o n m l k j i h g f e d c b a ` [

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ ~ } | { z y x w v u t s r q

وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ ©كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١١ Z الصف: ٩ – ١١

"তিনিই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবদ্বীনের উপর প্রবল করে দেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দ্বারা জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।" [সূরা স্বফ:৯-১১]

¿ মুসলিম উম্মার অজিফা-দায়িত্বঃ

আল্লাহর প্রতি আহ্বান করা উম্মতে মুহাম্মদীর নৈতিক দায়িত্ব। প্রক্ষান্তরে দৈনন্দিন মানবিক সমস্যার সমাধান তথা ফতোয়া দান সকলের উপর ওয়াজিব নয়, বরং যারা শরিয়তের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ও অভিজ্ঞ একমাত্র তারাই ফতোয়া দিবেন। আর যারা শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অনবিজ্ঞ তারা জনগণের প্রশ্নের উত্তরে অবিজ্ঞ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ আলেম যাদের ফিকাহ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান, তিক্ষ্ণ বিবেচনা ও প্রখর ধী-শক্তি রয়েছে তাদের নিকট যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিবে।

তাইতো সাহাবীদের জীবনে দেখা যায় যে, ফতোয়া প্রদানকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিল হাতে গণা কয়েকজন মাত্র। যেমন : মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা:), আলী (রা:), জায়েদ ইবনে সাবেত (রা:), ইবনে আব্বাস (রা:) সহ আরো কয়েকজন সাহাবী ফতোয়া প্রদানে নিয়োজীত ছিলেন। আর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম (রা:) ফতোয়া প্রদানের বিষয় থেকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতেন। এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, সাহাবাদের জীবদ্দশায় ফতোয়া প্রদান সকলের জন্য বৈধ ছিল না। কিন্তু দাওয়াতের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। বরং ইহা সকলের জন্য তার জ্ঞান ও যোগ্যতা অনুসারে ওয়াজিব।

দা'ওয়াত দ্বারা উৎপাদন হয় হেদায়েতপ্রাপ্তরা এবং শিক্ষার দ্বারা উৎপন্ন হয় মুফতীগণ যা উম্মতের বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য। আর প্রতিটিই প্রয়োজন শরিয়তে। আর দা'ওয়াত সকল মুসলিমের কাজ এবং ফতোয়া দেয়া উম্মতের বিশেষ উলামাদের কাজ। তা'ওয়াত হলো সবচেয়ে সহজ কাজ। আর তা হলো ঈমানের স্পষ্ট বিষয়গুলো বর্ণনা করে দেয়া।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ´ µ ¶ ¸ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ
ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ Z الغاشية: ٢١ ـ ٢٤

"অতএব, আপনি তাদের শাসক নন, কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে মহা আজাব দেবেন।"
[সূরা গ–শিয়া:২১-২৪]

আর শরিয়তের মাসায়েল যেমন: সালাত, হজ্ব, তালাক ও মিরাসের বিধান ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন আলেমদের যাঁরা এর বর্ণনা করবেন। আর আলেম ও ফিকাহ বিশারদগণ তাঁরাই ফতোয়া দানে উপযুক্ত। তাইতো আল্লাহ তা'য়ালা অজানা বিষয় জ্ঞানী ও বিজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

Z النحل: ٤٣ ـ ٤٤

"আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব, যদি তোমরা না জানো তাহলে আহলুযযিক্‌র (কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদের) জিজ্ঞাস কর। প্রেরণ করেছিলাম তাদের নির্দেশনাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা নাহল: ৪৩-৪৪]

দাওয়াত প্রদান, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা সকল জন-সাধারণের নৈতিক দায়িত্ব। তাই সকলকে তার জ্ঞান, সাধ্য-সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজে অংশ গ্রহণ করা জরুরি। তাইতো রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর অনুসারীগণ সালাত, জাকাত, রোজাসহ শরিয়তের অন্যান্য বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব থেকে প্রথম দিন হতেই পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত ও আহবানের কাজে রত ছিলেন।

মূলতঃ উম্মতে মুহাম্মদীর মেজাজ ও মন মানসিকতা এমন হওয়া উচিত যে, আল্লাহর কালেমাকে উড্ডীন করার জন্যে কুরবানি ও প্ররিশ্রম করা এবং অধিক আমল নয় বরং সঠিক আমলই করাই একমাত্র তাদের কাম্য হওয়া।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

a ` _ ^] [Z Y X W U T S R Q P[

يوسف: ١٠٨ Z c b

“(হে হাবীব) তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি; আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণ সচেতনতার সাথেই (এ পথে) আহ্বান জানাই; আল্লাহ তা‘য়ালা মহান, পবিত্র এবং আমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।”
[সূরা ইউসুফঃ ১০৮]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা আরো বলেনঃ

k j i h g e d c b a [

x v u t r q p o n m l

التوبة: ٧١ Z | { z y

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। এরা (অন্য মানুষকে) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে, (জীবনের সব

কাজে) আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর (বিধান) অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ; যাদের উপর আল্লাহ তা'য়ালা অচিরেই তাঁর রহমত নাজিল করবেন; আল্লাহ তা'য়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।" [সূরা তাওবা: ৭১]

¿ আল্লাহর পথে দা'ওয়াত ত্যাগের শাস্তি:

উম্মতের জীবন থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি বের হয়ে গেছে তা হলো: আল্লাহর প্রতি আহবানের প্রবল ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা। অত:পর বের হয়ে গেছে জীবনের সর্বোচ্চ বিসর্জনের মন-মানসিকতা। এরপর বের হয়ে গেছে সরল জীবন যাপন। ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের এ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের প্রাণপন প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদের জঘন্য লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে মানুষের সামাজিক অবস্থার চরম অবক্ষয় ঘটেছে। যার কারণে মানুষের চেষ্টা এবং সকল বিসর্জন একমাত্র পার্থিব জীবনের স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসিতার জন্যে ব্যয় হচ্ছে এবং মানুষ আনন্দে বসবাস করার জন্যে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে মানুষ ব্যভিচার-মদ্যপান করাকে খারাপ মনে করলেও দাওয়াত পরিহার করার মত অপরাধকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে।

এবাদত এবং দাওয়াত রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও তাঁর সাহাবাদের জীবদ্দশায় প্রতিটি মানুষের এক অপরিহার্য দায়িত্ব বলে বিবেচিত হত। কিন্তু যুগের আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবাদতকে দায়িত্ব মনে করলেও দাওয়াতকে এক শ্রেণীর লোকদের জন্যে বিশেষ করে নির্দিষ্ট মনে করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম যুগের লোকেরা যে কার্যসাধন করে সফলতা অর্জন করেছে পরবর্তী লোকের সফলতা সম্পূর্ণভাবে তার উপরেই নির্ভর করে।

আর নির্দেশে ত্যাগ ও নিষেধ করার শাস্তি পাপী ও তার অনুসারী অথবা যে চুপ থাকবে তার প্রতি হবে। আর দা'ওয়াত ত্যাগের শাস্তি হবে তাদেরকে পরিবর্তনের মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ تُدۡعَوۡنَ لِتُنفِقُواْ ´ µ ¶ ¸ مَّن يَبۡخَلُۖ وَمَن يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِۦۚ وَٱللَّهُ ٱلۡغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُۚ وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم ٣٨ Z محمد: ٣٨

"শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অত:পর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।" [সূরা মুহাম্মাদ:৩৮]

আর দা'ওয়াত ত্যাগকারী ও নির্দশন ও হেদায়েত গোপনকারী তওবা না করলে কুরআনের দলিল দ্বারা অভিশপ্ত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

ˇ ~ } | { z y x w v u t s r q p[أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ © وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ´ Z البقرة: ١٥٩ – ١٦٠

"নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি সেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাজিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিশাপ এবং অন্যান্য অভিশাপকারীগণও। তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।" [সূরা বাকারা:১৫৯-১৬০]

আর জবান জিকির ও দোয়ার নিত্য প্রয়োজন এবং দা'ওয়াত, শিক্ষা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিত্য প্রয়োজন আনুগত্য ও খরচের। আর আল্লাহ তা'য়ালা নিত্য প্রয়োজন জিনিস বাধাদানকারীদেরকে ধমকি দিয়েছেন তাঁর এ বাণী দ্বারা।

R Q P O N M L K J I H G F [

الماعون: ٤ – ٧ Z U T S

"অতএব, দুর্ভোগ সেসব নামাজীর, যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।" [সূরা মা'উন:৪-৭]

আর আল্লাহ তা'য়ালা বনি ইসরাঈকে অভিশাপ করেছন তাদের কুফরি এবং অঙ্গিকার ভঙ্গ করার জন্যে। এ ছাড়া তারা আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ ত্যাগ করার ফলে তাদের পরিবর্তে এনেছেন এ উম্মতকে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

F D C B A @ ? > = < ; : 9 [

Q P O N M L K J I H G

] \ [Z Y X W V U T S

Z l k j i h g f e d c b a ` _

المائدة: ٧٨ – ٨٠

"বনি ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাঊদ ও মরিয়মের ছেলে ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আজাবে থাকবে।" [সূরা মায়েদা:৭৮-৮০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

E D C A @ ? > = < ; 9

١١٠ :آل عمران Z G F

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজের বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তাহলে তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হত। তাদের মধ্যে হতে কিছু সংখ্যক মুমিন আর অধিক সংখ্যকই ফাসেক।" [সূরা আল-ইমরান-১১০]

¿ সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের হিকমত:

সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের তিনটি হিকমত:

প্রথম হিকমত: যার ওয়াজ করা হয় তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

.[الذاريات/٥٥] (B A @ ? > =)

"এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে।" [সূরা যারিয়াত:৫৫]

দ্বিতীয় হিকমত: অবহেলা যা শাস্তির কারণ তা থেকে বাঁচার উপায়।

১. আল্লাহর বাণী:

F D C B A @ ? > = < ; : 9)

Q P O N M L K J I H G

.[المائدة/٧٨-٧٩] (W V U T S

"বনি ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাঊদ ও মরিয়মের ছেলে ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা

অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।" [সূরা মায়েদা:৭৮-৭৯]

২. আল্লাহর বাণী:

2 1 0 . - , + *) ' & % $ # " !)

.[الأعراف/١٦٤] (6 5 4 3

"আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদয় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আজাব দিতে চান–কঠিন আজাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়।"

[সূরা আ'রাফ:১৬৪]

তৃতীয় হিকমত: আল্লাহর রসূলগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ করে হুজ্জত কায়েম করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

\ [Z X W V U T S R Q P O N)

.[النساء/١٦٥] (^]

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি–প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা:১৬৫]

¿ কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ইসলামের স্থায়িত্ব:

এই দ্বীন ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উম্মতের মধ্য হতে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের উপরে বিজয়ী থাকবে। এ ব্যাপারে রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]- এর বাণী:

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَا تَـــزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْـــرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ ».متفق عليه.

মু'য়াবিয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি: "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের অপদস্ত কিংবা বিরোধিতা করার চেষ্টা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[১]

¿ মুসলিম নর-নারীর প্রতি ওয়াজিবঃ

মুসলিম নর-নারীর প্রতি দু'টি ওয়াজিব তথা অপরিহার্য করণীয়:

প্রথম ওয়াজিবঃ দ্বীন ইসলাম দ্বারা কোন শরিক ছাড়া এমাত্র আল্লাহর এবাদত করা এবং আল্লাহ ও রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর আনুগত্য করা। এ ছাড়া আল্লাহর নির্দেশিত বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[g h i j k l (٣٦) Z النساء: ٣٦

"তোমরা এক আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত কর এবং কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক কর না। " [সূরা নিসা: ৩৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

Z g f e d c b a ` _ ^] \ [
الأنفال: ٢٠

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং শোনার পর কখনো তা থেকে বিমুখ হয়ো না।'' [সূরা আনফাল:২০]

দ্বিতীয় ওয়াজিবঃ আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করা, সৎকর্মের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজ হতে বিরত রাখা।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১ ও মুসলিম ইমারাত পর্বে হাঃ নং ১০৩৭ শব্দ তারই

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

s r | p o n m l k j i h g f [

آل عمران: ١٠٤ Z u t

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দিবে আর অসত্য ও অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; অত:পর যারা এ দলে শামিল হবে সত্যিকার অর্থে তারাই সাফল্য মণ্ডিত হবে।
[সূরা আল-ইমরান: ১০৪]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ..» أخرجه البخاري.

২. "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত হলেও তা পৌঁছিয়ে দাও।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيد الخدري ﷺ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ :« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ». أخرجه مسلم.

৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি:"তোমাদের যে কেউ কোন ঘৃণকাজ দেখবে তার উচিত হাত দ্বারা প্রতিহত করা; আর যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে; আর তাও অসম্ভব হলে মনে মনে তা ঘৃণা করবে। আর এটাই হল দুর্বল ঈমান।"[২]

¿ শরিয়তে লোকসানের ফিকাহ–সূক্ষ্ম বুঝ:

শরিয়তে লোকসান হলো: মানুষ তার প্রতিপালকের নিকট থেকে যে অংশ প্রাপ্য সে ব্যাপারে প্রতারণা করা। আর ইহাই হলো সুস্পষ্ট লোকসান। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তাকে হারালো, তার দ্বীন

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৬১
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৪৯

হারালো, তার সময় বিনষ্ট করল, তার বয়সকে নি:শেষ করল, জান্নাত হতে মাহরুম হলো এর চাইতে কঠিন লোকসানকারী আর কিছুই নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

r q p o n m l k j i h g f e d c [

لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ~ } | { z y x w v u t s

﴿١٠٥﴾ Z الكهف: ١٠٣ - ١٠٥

"বলুন, আমি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না।" [সূরা কাহাফ:১০৩-১০৫]

প্রতিটি মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে লোকসানকারী, তবে যার মাঝে চারটি গুণ রয়েছে সে ব্যতিরেকে: আল্লাহর প্রতি ঈমান, সৎকর্ম, আপোসে একে অন্যকে সত্যের অসিয়ত এবং আপোসে একে অন্যকে ধৈর্যের অসিয়ত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

- , + *) (' & % $ # " !)

. / 0 1) [العصر/١-٣].

"কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের এবং তাকিদ করে সবরের।" [সূরা আসর:১-৩]

আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দুনিয়াতে এক বিশাল পুঁজি দান করেছেন। আর তা হলো মানুষের রাত-দিনের সম্মিলিত বয়স। আল্লাহ মানুষকে এ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার জন্যে নির্দেশ করেছেন; যাতে করে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হতে পারে।

এ ব্যালেন্সকে পরিচালনার ব্যাপারে মানুষ দুই প্রকারঃ

১. বিবেকবান ব্যক্তিঃ যে এ ব্যালেন্সকে পরিচালনা করে তার পালনকর্তার সাথে ব্যবসা করে। যিনি প্রতিটি আমলের দশগুণ থেকে সাতশ প্রর্যন্ত দান করেন। এমনকি এতো সওয়াব দান করেন যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। সে তার সময়কে একবার এবাদতে, একবার দা'ওয়াতে, একবার পাঠ দানে, একবার সংস্কার ও এহসানে কাজে লাগাই।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[o p q r s t u v w x y z { | } ~ فِ

سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ © كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ

تَجْرِي ´ µ ¶ ¸ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ

وَفَتْحٌ قَرِيبٌۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ Z الصف: ١٠ – ١٣

"তিনিই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবদ্বীনের উপর প্রবল করে দেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দ্বারা জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাত উত্তম বাসগৃহ। এটা মহাসাফল্য। আর আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।" [সূরা স্বফ:৯-১৩]

২. আহমক ও নির্বোধঃ যে এ ব্যালেন্স নিয়ে খেল-তামাশা করে। তাই তো সে তার মূল্যবান সময় বিনষ্ট করে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ à Z الأحقاف: ٢٠

"যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নি:শেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আজাবের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।" [সূরা আহক-ফ:২০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ~ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ © ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا ´ µ ¶ ¸ ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَآ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ Z
السجدة: ١٨ ــ ٢٠

"ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আজাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।"
[সূরা সেজদাহ:১৮-২০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

T S R P O N M L K J I H F E D C B [
f e d c b ` _ ^] \ [Z Y X W V U
الزمر: ١٥ ــ ١٦ Z j i h

"অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার এবাদত কর। বলুন, কেয়ামতের দিন তারই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও

পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্যে উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর।" [সূরা জুমার:১৫-১৬]

¿ সময় হতে উপকৃত হওয়ার ফিকাহ–সূক্ষ্ম বুঝঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন, তিনি মুমিনের জানমাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। তাই সময় ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটা মুসলমানের সে পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যে পন্থা অবলম্বন করেছেন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। একজন মুসলিম তার প্রতি আল্লাহর ফরজগুলো আদায় করবে এবং প্রতিদিন সর্বাবস্থাতে মহান আল্লাহর নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করবে। যেমনঃ ওযুর সময়, পানাহারের সময়, ঘুমানোর সময়সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর কিছু সময় রুজি উপার্জন ও জীবিকার জন্য ব্যয় করবে। আর অধিকাংশ সময় পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে যাতে করে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করার পাশাপাশি আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মেনে নিতে সক্ষম হয়।

প্রক্ষান্তরে যখন অবসর পাবে অথবা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা সহজ না হবে তখন জ্ঞানার্জন করবে অথবা অন্য মুসলিমকে দ্বীনের বিধিবিধান শিক্ষা দেয়ার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুসলিম ভাইদের খেদমতে ও তাদের প্রয়োজন পূরণে এবং সৎ ও পুণ্যের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে নফল এবাদত করবে। যেমনঃ অনির্দিষ্ট সুন্নতসমূহ, কুরআন তেলাওয়াত ও জিকিরসহ আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনকারী সৎকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ

k j i h g e d c b a [

x v u t r q p o n m l

التوبة: ٧١ Z | { z y

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। এরা (অন্য মানুষকে) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে, (জীবনের সব কাজে) আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর (বিধান) অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ; যাদের উপর আল্লাহ তা'য়ালা অচিরেই তাঁর রহমত নাজিল করবেন; আল্লাহ তা'য়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।" [সূরা তাওবা: ৭১]

আর আল্লাহ তা'য়ালা যে এ কাজ করবে তাকে বিরাট উত্তীর্ণের ওয়াদা করেছেন।

[} ~ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا

© طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ µ ¶ ,

ٱلۡعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ Z التوبة: ٧٢

"আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন–কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানুন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত: এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্ট। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।" [সূরা তাওবা: ৭২]

¿ আহ্বানকৃতদের প্রকার ও তাদের দাওয়াতের পদ্ধতি:

মানুষ বিভিন্ন প্রকার। তাই মানুষের প্রকার ও তাদের অনুভব-ক্ষমতা ও কর্মের পার্থক্যের কারণে দাওয়াতের হুকুমও বিভিন্ন প্রকার হবে। যেমন:

১. যাদের ঈমানে ত্রুটি আছে এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ:

এ শ্রেণীর লোকদের আচরণগত আঘাতে দাঈ তথা আহ্বানকারীকে ধৈর্যধারণ করতে হবে, তাদেরকে পূর্ণ মহব্বত ও কমোলভাবে শিক্ষা দিতে হবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে নির্দেশনা করতে হবে। যেমন আচরণ করেছিলেন রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একজন বেদুঈনের সাথে।

عن أَنَس بْنِ مَالك ﷺ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِد مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِد فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ » فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:« إِنَّ هَذه الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لشَيْءٍ منْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لذكْرِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاة وَقرَاءَة الْقُرْآنِ ». قَالَ:فَأَمَرَ رَجُلًا منْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ منْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْه. متفق عليه.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে উপস্থিত হল এবং মসজিদে পেশাব করতে শুরু করল। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন: থাম! থাম! আনাস (রা:) বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] (লোকটিকে কিছু না বলে) সাহাবাদের বললেন:"তোমরা তাকে বাধা দিও না, তাকে তার কাজ করতে দাও" সাহাবায়ে কেরাম তাকে ছেড়ে দিলেন, লোকটি পেশাব করল। পরক্ষণে রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে ডেকে বললেন: "নিশ্চয়ই এ মসজিদ মল-মূত্র ত্যাগের স্থান নয় বরং ইহা আল্লাহর জিকির, সালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াতের স্থান।" এরপর রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সবার মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে পানি আনার নির্দেশ করলেন। সে লোকটি এক বালতি পানি এনে পেশাবের উপর ঢেলে দিল।"[১]

২. যাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু দ্বীনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত:

এ শ্রেণীর লোকদের হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে হবে, যাতে করে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও মহান প্রতিপালকের আনুগত্য করে এবং পাপ থেকে আল্লাহর নিকট তওবা করে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ২১৯ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৫ শব্দ তারই

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا؛ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، فَزَجَرُوهُ قَالُوا: مَهْ ! مَهْ ! فَقَالَ:« ادْنُهْ». فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ:« أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ ؟ » قَالَ: لَا، وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ». قَالَ:« أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟». قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ» قَالَ: « أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ ؟ » قَالَ: لَا، وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ». قَالَ:« أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ». قَالَ:« أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ ؟ » قَالَ: لَا، وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ ». قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ:« اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ.» فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ . أخرجه أحمد والطبراني.

আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন যুবক রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]! আমাকে জেনা-ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। একথা শুনা মাত্রই উপস্থিত জনগণ তার দিকে মার মুখি হয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলল: থাম, থাম। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: "তাকে কাছে নিয়ে এস।" যুবকটি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকটে বসলো। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে বললেন:''তুমি কি তোমার মায়ের সাথে এ ধরনের কাজ করা পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যুবকটিকে বললেন:"এ ধরনের কাজ কোন মানুষই তাদের মায়েদের জন্য পছন্দ করে না।" রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন:"তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি

তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের মেয়েদের জন্য পছন্দ করে না।" রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন:"তুমি কি তোমার বোনের সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের বোনদের জন্য পছন্দ করে না।" রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন:"তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের ফুফুদের জন্য পছন্দ করে না।" রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি তোমার খালার সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের খালাদের জন্য পছন্দ করে না।" আবু উমামা বলেন: এরপর রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] স্বীয় হাত মোবারক যুবকটির উপর রেখে বললেন:"হে আল্লাহ! তার গুনাহ মাফ করুন, তার অন্তরকে পূত-পবিত্র করুন এবং তার গুপ্তাঙ্গকে সংরক্ষণ করুন।" বর্ণনাকারী বলেন: এরপর ঐ যুবকটি আর কোন দিন হারামের প্রতি দৃষ্টি ফেলেনি।"[১]

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২২৫৬৪ শব্দ তারই, তবারানী কবীরে ৮/১৬২ ও সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ৩৭০

৩. যাদের ঈমানে দৃঢ়তা রয়েছে কিন্তু দ্বীনের আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞঃ

এ শ্রেণীর লোকদের ইসলামের বিধিবিধান বর্ণনা এবং পাপ করার ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে দাওয়াত দিবে এবং তার হতে উপস্থিত ঘৃণ কাজকে দূর করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ:« يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোন একজন পুরুষ মানুষের হাতে স্বর্ণের একটি আংটি দেখতে পান। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আংটিটি খুলে ফেলে দিয়ে বললেন:"তোমাদের কেউ যদি জাহান্নামের জলন্ত অঙ্গারের সাথে ঠেস দিয়ে থাকতে চায়, তাহলে সে যেন সোনার আংটি ব্যবহার করে।" রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] চলে যাওয় পর লোকটিকে বলা হলো: আংটিটি নিয়ে তা দ্বারা উপকৃত হও। লোকটি বলল: আল্লাহর শপথ! ঐ বস্তু কখনো গ্রহণ করবো না যা আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফেলে দিয়েছেন।"[১]

৪. যাদের ঈমানে দৃঢ়তা রয়েছে ও বিধান সম্পর্কেও জ্ঞাতঃ

এ শ্রেণীর লোকদের কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এদেরকে শক্তভাবে নিষেধ করতে হবে এবং এদরে সঙ্গে পূর্বের বর্ণিত সবার চেয়ে বেশি কঠিন ব্যবহার করতে হবে। যাতেকরে পাপের কর্মে অন্যান্যদের জন্য নমুনা না হয়। যেমন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাবুক যুদ্ধ হতে পেছনে থাকা তিনজন সাহাবীকে পঞ্চাশ দিন-রাত বয়কট করে রেখেছিলেন এবং মানুষদেরকে এদের সংস্পর্শ পরিত্যাগে নির্দেশ করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ ঈমান এবং বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২০৯০

সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধ হতে পেছনে থাকার কারণে এ পরিস্থিতি তাদের তওবা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত ছিল। আর তাঁরা হলেন: হেলাল ইবনে উমাইয়া, মুরারা ইবনে রাবিহ এবং কা'ব ইবনে মালিক। এ ঘটনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।"[১]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

- , + *) (' & % $ # " ! [

? > = < : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

@ A Z التوبة: ١١٨

"এবং অপর তিনজনকে যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অত:পর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নি:সন্দেহে আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়াময়।" [সূরা তাওবা:**১১৮**]

৫. যারা ঈমানে ও শরিয়তের বিধানে অজ্ঞ রয়েছে:

এ শ্রেণী লোকদেরকে সর্বপ্রথমে "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ"-এর দিকে আহ্বান করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুনাবলী, নেয়ামত ও কুদরত, শান্তি ও শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের অন্তরে যখন ঈমান দৃঢ় হয়ে যাবে তখন শরিয়তের বিধান সালাত অত:পর জাকাত ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দিতে হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + [

9 8 : ; < = > ? @ A B Z الأحزاب: ٤٥ – ٤٧

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা, ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। আর আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৪১৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৯

এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَـــثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ:« إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه عِبَادَةُ اللَّه، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَـــدْ فَـــرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَـــرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা:)কে ইয়ামেনে প্রেরণ করলেন তখন তাকে বললেন:"নিশ্চয় তুমি আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রীষ্টান)–এর নিকট যাচ্ছ। অতএব, তোমার সর্বপ্রথম দাওয়াত যেন হয় আল্লাহর এবাদত সম্পর্কে, তারা যখন আল্লাহর পরিচয় ভালোভাবে জেনে নিবে, তখন তাদের বলবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা দিনে ও রাতে তোমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। ইহা যখন তারা মেনে নিবে তখন বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের মাল-সম্পদ হতে জাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জাকাত ধনীদের থেকে নিয়ে তাদের গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। ইহা মেনে নিলে তাদের জাকাত গ্রহণ কর এবং মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ নেয়া হতে বিরত থাকবে।"[১]

¿ কাফেরের ইসলাম পূর্ব কাজের বিধানঃ

- ♦ যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করার পর নেক আমল করে, তবে তার পাপসমূহ মাফ করা হবে। আল্লাহর বাণী:

[s t u v w x y z { | } ~ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ Z الأنفال: ٣٨

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪৫৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯

"আপনি বলে দিন, কাফেরদেরকে যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে।" [সূরা আনফাল:৩৮]

♦ যে সমস্ত ভাল আমল কাফের অবস্থায় করেছে, ইসলাম গ্রহণের পর তার প্রতিদান দেয়া হবে।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ».متفق عليه.

হাকীম ইবনে হেজাম [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলিয়াতের সময় যেসব এবাদত করতাম। যেমন: দান-খয়রাত, গোলাম আজাদ, আত্মীয়তা সম্পর্ক। এগুলোর কি প্রতিদান পাব? নবী [ﷺ] বলেন:"পূর্বের কল্যাণের উপরেই ইসলাম এনেছ।[১]

♦ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর খারাপ করবে, তাকে আগের ও পরের দুইটির ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে।

عَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّه أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ:« مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মানুষ বলল, হে আল্লার রসূল! আমরা যেসব আমল জাহেলিয়াতের যুগে করেছি সেগুলোর ব্যাপারে কি পাকড়াও হব? তিনি [ﷺ] বলেন:"যে ইসলামে উত্তম করবে তার জাহেলিতের কৃত কর্মের জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর যে ইসলামে খারাপ করবে তাকে তার আগের ও পরের সবকিছুর ব্যাপারে ধরা হবে।"[২]

[১]. বুখারী হা: নং ১৪৩৬ মুসলিম হা: নং ১২৩ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হা: নং ৬৯২১ মুসলিম হা: নং ১২০

¿ আল্লাহর দিকে দাওয়াতকারীর অবস্থাসমূহ:

আল্লাহর পথে আহ্বান করার কাজে যারা নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিপালনের পাশাপাশি কখনও সুখ অথবা দু:খ দিয়ে পরীক্ষা করেন। মানুষের মাঝে এমন এক শ্রেণীর লোক পাওয়া বা দেখা যায়, যারা তার সাহায্য সহযোগীতায় এগিয়ে আসে। অপর দিকে আরেক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় যারা সর্বদা তাদের হেয় প্রতিপন্ন ও ছোট করার কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই প্রত্যেক দাঈ তার দাওয়াতী জীবনে দু'টি অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে:

প্রথমত: সাধারণ মানুষ তার ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মদীনায় অবস্থান কালে হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত: আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে, ডাকে সাড়া না দিয়ে বরং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর তয়েফের দাওয়াত দেয়ার সময় হয়েছিল। হ্যাঁ, দাঈর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করা যেমন আনন্দ ও খুশীর বিষয়; কখনও সেটা আবার ক্ষতির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মানুষের দলবদ্ধতার কারণে তার মধ্যে অহংকার ও অহমিকা এবং পদের লোভ-লালসা কাজ করতে থাকে। এমতাবস্থায় শয়তান তার দ্বীন-ধর্ম ও আল্লাহ ভীরুতাকে অপহরণ করে নেয়ার চেষ্টা চালায়। আর তার অন্তরে পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা ও পদের ভালোবাসা বদ্ধমূল করে দেয়, আর এটাই তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পক্ষান্তরে দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে পৃষ্ঠ পদর্শন করা যদিও ক্ষণিকের জন্যে বিষন্নতা ও দু:খের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে সেটাই দায়ীর জন্য উত্তম। কারণ, এর দ্বারা এক দিকে তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে দৃঢ় ও মজবুত হতে থাকে। অপর দিকে সফলতার দ্বারও উম্মুক্ত হতে থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জীবনে দেখা যায় যে, তয়েফবাসী রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ডাকে সাড়া না দিয়ে তাঁর শরীরকে রক্তাক্ত করে সেখান থেকে বের করে দিয়েছিল। এরপর মহান আল্লাহ ইসলামের অনেক মহৎ কার্যাদিকে সহজ করে

দিয়েছিলেন। যেমন: মক্কায় প্রবেশ, ইসরা ও মেরাজ, এরপর মদিনায় হিজরত, এরপর চতুর্দিকে ইসলামের বিজয়ের সূচনা হয়।

¿ দোয়া ও দা'ওয়াতকে একত্রকরণ:

নবী [ﷺ] কখনো মুশরিকদের প্রতি বদদোয়া করতেন আবার কখনো তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতেন।

প্রথমটি: তাদের শক্তিশালী হওয়ার এবং তাদের কঠিন অনিষ্টের সময়। যেমন নবী [ﷺ] খন্দকের যুদ্ধের সময় সালাত কায়েম করা হতে ব্যস্ত হওয়ার কারণে তাদের প্রতি বদদোয়া করেছিলেন।

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ». متفق عليه.

আলী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আহজাবের দিনে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ তাদের (কাফের-মুশরিকদের) বাড়ি-ঘর ও কবরগুলোকে আগুন দ্বারা ভরপুর করে দেন। তারা আমাদেরকে সূর্য ডুবার পূর্বে আসরের সালাত কায়েম করা হতে বিরত রেখেছে।"[১]

দ্বিতীয়টি: তাদের ইসলাম কবুলের প্রত্যাশায় এবং আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের প্রতি তাদের চিত্তকার্ষণ করার সময়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ الله عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَائْتِ بِهِمْ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তুফাইল ও তার সাথীরা আগমন করে বলে, হে আল্লাহর রসূল! দাওস কবিলা কুফরি করেছে এবং ইসলাম কুবল করতে অস্বীকর করেছে। অতএব, তাদের প্রতি বদদোয়া করুন। বলা হলো: দাওস গোত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন নবী

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৯৩১ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৬২৭

[ﷺ] বলেন:"হে আল্লাহ দাওস গোত্রকে হেদায়েত দান করুন এবং তাদেরকে নিয়ে আসুন।"[১]

¿ পর্যায়ক্রমে দা'ওয়াত ইলাল্লাহ করা:

দাঈ তথা আহ্বানকারী কাফেরের নিকট ইসলাম পেশ করবে। যদি আসল কাফের শর্ত ছাড়া ইসলামে প্রবেশ করতে বিরত থাকে। যেমন: সালাত কায়েম বা জাকাত প্রদান ইত্যাদি করবে না, তাহলে তার ইসলাম কবুল করা হবে; কারণ অপূর্ণভাবে হলেও ইসলামে প্রবেশেই রয়েছে উপকার। কেননা পরিপূর্ণভাবে কুফুরিতে বাকি থাকার চাইতে পরে পুরা আশা করা যায় তাই উত্তম।

আর নবী [ﷺ] ইসলামে প্রবেশের জন্য শুধুমাত্র দু'টি সাক্ষ্যই যথেষ্ট ভেবে প্রত্যেকের ইসলাম কবুল করে নিতেন। এ দ্বারাই তার জীবনের নিরাপত্বা দান করতেন। পরে যখন দ্বীনের মজা আস্বাদন করবে তখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সকল আদেশ মানতে আনন্দ পাবে।

ইসলামের প্রতি আসল কাফেরের চিত্তাকার্ষণ করতে হবে এবং যাতে সে সন্তুষ্ট তাই মেনে নিতে হবে; কারণ সে ইসলামের হকিকত এখনো বুঝতে সক্ষম হয়নি যার ফলে তার প্রতি কিছু কাজ ভারি মনে করছে। যখন সে ইসলামে প্রবেশ করবে এবং আসল মুসলমানদের সাথে মেলামেশা করবে, দ্বীন শিখবে তখন তার ঈমান মজবুত হয়ে যাবে এবং দ্বীনের মজা অনুভব করবে। যার ফলে একদিন কঠিন আগ্রহী ও দ্বীনকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে যা হবে কিছু আসল মুসলমানের চাইতে বেশি মজবুত যেমনটি বাস্তবতা প্রমাণ করে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهما أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِي الله عَنْه عَلَى الْيَمَنِ قَالَ :« إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله فَإِذَا عَرَفُوا الله فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِـــي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৯৩৭ ও মুসলিম হা: নং ২৫২৪ শব্দ তারই

عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ ».متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন মু'য়ায ইবনে জাবল [ﷺ]কে ইয়ামেনে প্রেরণ করনে তখন তিনি [ﷺ] বলেন:"তুমি আহলে কিতাবের নিকট যাচ্ছ। সর্বপ্রথম যার দিকে তাদেরকে আহ্বান করবে তা হলো: এক আল্লাহর এবাদত করার জন্য। যখন তারা আল্লাহর পরিচয় জেনে নেবে তখন তাদেরকে খবর দেবে: আল্লাহ তাদের প্রতি দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দিয়েছেন। যখন তারা ইহা করবে তখন তাদেরকে খবর দেবে: আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন যা ধনী লোকদের থেকে নিয়ে তাদের ফকিরদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। যদি তারা ইহা মেনে নেই তাহলে তাদের থেকে জাকাত গ্রহণ করবে, তবে মানুষের উত্তম সম্পদ নেয়া থেকে ভয় করবে।"[১]

عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِي عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ. أخرجه أحمد.

২. নাসর ইবনে 'আসেম লাইসী থেকে বর্ণিত তিনি তাদের একজন মানুষ থেকে বর্ণনা করেন। সে নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে এ শর্তে ইসলাম গ্রহণ করে যে, সে মাত্র দুই ওয়াক্ত সালাত কায়েম করবে। নবী [ﷺ] তার এ শর্ত মেনে নেন।"[২]

عَنْ وَهَبٍ قَالَ:سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ شَأْنِ ثَقِيف إِذْ بَايَعَتْ، قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبيَّ ﷺ بعد ذلك يقول: « سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا ». أخرجه أبوداود.

৩. ওয়াহব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি জাবেরকে ছকীব গোত্রের (ইসলাম) কবুলের বয়াত ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তারা

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৪৫৮ শবদ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৯

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ২০২৮৭

নবী [ﷺ]-এর প্রতি তাদের উপর না কোন জাকাত আর না জিহাদ এ শর্ত করে। আর তিনি নবী [ﷺ]কে এরপরে বলতে শুনেছেন যে, যখন তারা ইসলাম কবুল করবে তখন অচিরেই জাকাত প্রদান এবং জিহাদও করবে।"[১]

¿ বর্তমানে দাওয়াতী কাজ আঞ্জামদাতাদের প্রকার:

১. যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াতকারীদের চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে দাওয়াতের কাজ করে। কিন্তু যখন কোন দাঈর সাথে সমস্যা ঘটে তখন দাওয়াত ছেড়ে বসে এবং সকল দাঈদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে। এর উদ্দেশ্যে ত্রুটি থাকার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এ মহৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে নেন।
২. যারা দাওয়াতী কাজ অঞ্জাম দেয় নিজেদের সমস্যা সমাধান ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। তাই যখন তাদের অবস্থা সুন্দর হয় এবং পার্থিব উন্নতি ঘটে তখন তাওয়াতী কাজ হতে কেটে পড়ে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এ মহৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে নেন।
৩. যারা এই কাজে আত্মনিয়োগ করে; কারণ এতে রয়েছে অনেক সওয়াব ও প্রতিদান। এদের উদ্দেশ্য সওয়াব অর্জন করা, এরা অন্যদেরকে নিয়ে কোন কিছু ভাবে না। যার ফলে যখন তারা দাওয়াত ছাড়া অন্যত্রে সহজে বেশি সওয়াব অর্জন করতে পারে তখন দাওয়াতের কাজ ত্যাগ করে বসে।
৪. যারা দাওয়াতী কাজ করে মহান আল্লাহর নির্দেশ মনে করে। তারা ইহাকে একটি এবাদত মনে করে কাজ করতে থাকে। এদের উদ্দেশ্য মহৎ তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে দৃঢ়তা দান এবং সাহায্য করেন। এদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নির্দেশাবলি ও দাওয়াতের কাজ করার সুযোগ করে দেন। আর ইহাই হচ্ছে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ৩০২৫

w v ׀ t s r q p o n m l k j i h [

x y Z البينة: ٥

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।" [সূরা বায়্যেনাহ:৫]

৬- নবী-রসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালা

¿ নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের উসুল-নীতিমালাঃ

সকল নবী-রসূলগণকে আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে তিনটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেনঃ

১. সকল মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।

২. আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তার পরিচয় দান করা।

৩. আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌঁছার পর মানুষের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া।

প্রথমটিঃ তাওহীদ ও ঈমানের বর্ণনা।

দ্বিতীয়টিঃ বিধিবিধানের বর্ণনা।

তৃতীয়টিঃ শেষ দিবসের বর্ণনা এবং সে দিনে যা হবে। যেমনঃ সওয়াব, আজাব, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির বর্ণনা।

আল্লাহর দিকে দাওয়াতঃ আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর সুমহান নামসমূহ ও গুনাবলী এবং তার কার্যাদির পরিচয় দেয়া। আরো বর্ণনা করতে হবে আল্লাহর মহত্ব ও অসীম শক্তি। আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এবং নিয়ন্ত্রক। এ ব্যতীত সবই সৃষ্টিরাজি যাদের হাতে কিছুই করার নেই। অতএব, তিনিই একমাত্র সকল এবাদতের প্রকৃত হকদার। ইহাই হলোঃ প্রথম ও সুন্দর এবং সর্বোচ্চ স্তর।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z Y X W V U T S R Q P O N M L [

فصلت: ٣٣

"ওর চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা হা-মীম সেজদা:৩৩]

এরপর দাওয়াত হবে ওয়াজ, ভয় প্রদর্শন ও ভীতি দেখানো জান্নাতের বর্ণনা ও জাহান্নামের কঠিন আজাব এবং কিয়ামতের মাঠে যা ঘটবে সে সম্পর্কে বয়ান করা। অত:পর মানুষকে শরীয়তের বিধিবিধান, মানব জীবনের করণীয় ও বর্জনীয়, অন্যদের প্রাপ্য, হালাল এবং হারামের বিধানসমূহ জানিয়ে দেওয়া। মক্কার দাওয়াত ছিলঃ আল্লাহ ও

আখেরাতের এবং নবী-রসূলগণসহ তাঁদের উম্মতের অবস্থার বর্ণনা। আর মদীনায় আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীনের সকল বিধিবিধান পূর্ণ করেন। যার ফলে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে তারা উহা গ্রহণ করছে এবং কাফের ও মুনাফেকরা এ দেখে বিমূখ হয়েছে। আহলে তাওহীদ সম্মানিত হয়েছে এবং কাফেররা লাঞ্চিত হয়েছে। অত:পর মক্কা বিজয়ের পরে মানুষ দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করেছে।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

M L K J I H G F E D C B A[

النصر: ١ – ٣ Z W V U T R Q P O N

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" [সূরা নাসর:১-৩]

¿ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের উত্তম নমুনা:

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রিয় নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে পূর্বের সকল নবী-রসূলদের অনুসরণ করতে বলেছেন। বিশেষ করে মিল্লাতে ইবরাহিমের আনুগত্য করতে বলেছেন। কারণ, মিল্লাতে ইবরাহিম হচ্ছে: দ্বীনের জন্যে নিজের জানমাল, মাতৃভূমি, স্ত্রী, সন্তান সবকিছু বিসর্জন করা। তাই আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্য নির্দিষ্ট বিষয়াদি ছাড়া সকল বিষয়ে আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।
আল্লাহ তা'য়ালা কিছু সংখ্যক নবী-রসূলগণের আলোচনা করার পর বলেন:

M أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْۗ ﴿٩٠﴾ L الأنعام: ٩٠

"আল্লাহ এদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। অতএব, (হে মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]!) তুমি এদের পথেরই অনুসরণ কর।"

[সূরা আন'আম: ১২৩]

১. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

] © ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا ´ µ ¶ ¸ قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٠﴾ Z الأنعام: ٨٩ – ٩٠

"তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরিয়ত ও নবুয়াত দান করেছি। অতএব, যদি এরা আপনার নবুয়াত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ প্রথ-প্রদর্শক করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশ মাত্র।" [সূরা আন'আম:৮৯-৯০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

[U V W X Y Z [\ | ^ _ ` a b Z النحل: ١٢٣

"অত:পর আমি তোমার উপর অহি পাঠালাম যে তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের মিল্লাত অনুসরণ কর। আর সে কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" [সূরা নাহল: ১২৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

] لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ Z الأحزاب: ٢١

"তোমাদের জন্যে অবশ্যই রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের মুক্তির আশা করে; আর যে বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে।" [সূরা আহযাব: ২১]

¿ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতে নবী-রসূলদের সীরাতঃ

নবী-রসূলগণের কার্যক্রম ও তাঁদের চরিত্রসমূহ তাঁদের সীরাত তথা জীবনী থেকে গ্রহণ করতে হবে। নবী-রসূলগণ আল্লাহ তা'য়ালার দিকে দাওয়াতের কাজে সুদীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের পা ধূসরিত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর কালেমা তথা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাঁদের জানমাল ব্যয় করেছেন এবং এর জন্য তাঁদের ললাট ঘর্মসিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য তাঁদের পা ফেটে-ফুটে গেছে। তাঁরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন ও নির্যাতিত হয়েছেন, মাতৃভূমি থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন, জিহাদ করেছেন এবং শহীদও হয়েছেন, শিহরিত ও বিতাড়িত হতে হয়েছে তাঁদের। আর বিভিন্ন সময় অপবাদ ও অকথ্য ভাষায় গালি-গলাজ ও তিরস্কার এবং মারধর খেয়েছেন। কিন্তু তারপরেও তাঁরা স্বীয় জাতির প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং ধৈর্যধারণ করেছেন, যার ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَلَقَدْ ´ µ ¶ ¸ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ

لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ Z الأنعام: ٣٤

"তোমার আগেও বহু রসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী করা ও নির্যাতন চালাবার পরও তারা ধৈর্যধারণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সাহায্য এসেছে। আল্লাহর কথার রদবদলকারী কেউ নেই। আর কিছু রসূলদের সংবাদ তোমার কাছে পোঁছেছে।" [আন'আম:৩৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ © وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ µ

¶ ¸ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ۗ مَا كَانَ

حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ Z يوسف: ١١٠ - ١١١

"এমনকি যখন রসূলগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অত:পর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্যে রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত।"
[সূরা ইউসুফ:১১০-১১১]

¿ দা'ওয়াতের পর মানুষের অবস্থাসমূহ:

নবী-রসূলগণ সকলেই দাওয়াতের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এ দাওয়াতের পরে কেউ ঈমান এনেছে আর কেউ ঈমান আনে নাই। যারা নবী-রসূলগণের ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সুখ, দু:খ ও দুর্দশা দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। আর এর মূল কারণ হল: সত্য এবং মিধ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য করার জন্য। আর যারা ঈমান আনে নাই তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বড় দীর্ঘস্থায়ী বেদনাদায়ক শাস্তি।

একথা সত্য যে, (দুনিয়ার জিন্দেগীতে) প্রতিটি আত্মা শাস্তির যোগ্য, চাই সে কাফের হোক বা মোমেন হোক। দুনিয়াতে মোমেনের শাস্তি যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাস্তি মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের জন্য আখেরাতের অনাবিল শান্তি অপেক্ষা করছে এবং সেখানে তাঁদের কোন শাস্তি থাকবে না। আর কাফের যদিও এ পৃথিবীতে আনন্দে জীবন-যাপন করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি অপেক্ষা করছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[s t u v w x y z { | } ~ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ

فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ © ٱلۡكَٰذِبِينَ ٣ Z العنكبوت: ٢ - ٣

"মানুষ কি মনে করে যে, এ কথার জন্যেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না। আমিত তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিলে। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।"
[সূরা আনকাবুত:২-৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

[P Q R S T U V W X Y Z [\ ^

_ ` Z آل عمران: ١٩٦ - ١٩٧

"নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়। এটা হলো সামান্য ফায়দা-এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।" [সূরা আলে ইমরান:১৯৬-১৯৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

[! " # $ % ' ( ) * + , - . /

0 1 2 3 Z التوبة: ٥٥

"সুতরাং, তাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আজাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণ বিয়োগ হওয়া কুফরি অবস্থায়।"
[সূরা তাওবা-৫৫]

¿ নবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারীদের কার্যাদি:

নবী-রসূলগণ এবং তাদের অনুসারীরা জমিনে সৎকর্ম, ঈমান এবং তাওহীদের মত মূল্যবান হাদিয়া নিয়ে বিচরণ করতেন এবং মানুষকে এদিকে আহ্বান করতেন। মূলত: তাঁদের নিকট পার্থিব জীবনের কোন বস্তু প্রিয় ছিল না বরং সবচাইতে প্রিয় বস্তু ছিল ঈমান এবং সৎআমল।

তাঁদের চাওয়া-পাওয়া ছিল আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জান্নাত ও তার দালান-কোঠা পাওয়া। আর এর জন্যই তাঁরা চেষ্টা এবং কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করেছেন। তাঁদের এই বিসর্জন দেখে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর খুশি হয়েছেন। তাঁদের এই বিসর্জন দাওয়াতকারীদের জন্য জীবন চলার মূল্যবান পাথেয় হয়ে রয়েছে।

নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের কিছু নীতিমালা

¿ তাওহীদ ও আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কোন শরিক ছাড়া একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য দা'ওয়াত করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [
الأنبياء: ٢٥

"আমি তোমার আগে এমন কোন নবী পাঠাইনি যার কাছে অহি দ্বারা আমি একথা বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেয়। অতএব, তোমরা একমাত্র আমারই এবাদত কর।" [সূরা আম্বিয়া: ২৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [
1 2 3 Z الإخلاص: ١ - ٤

"(হে মুহাম্মদ) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক ও একক। তিনি কারই মুখাপেক্ষী নন। তার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। আর তার সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ নেই।" [সূরা এখলাস: ১-৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

Z b N M L K J I H G F E D [
النحل: ٣٦

"আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, (যাতে করে তারা বলে) তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা শিরককে বর্জন কর। " [সূরা নাহল:৩৬]

¿ মানুষের নিকট আল্লাহর দ্বীনকে পৌঁছানো এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] ٱلَّذِينَ © رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ ´ µ ¶
¸ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ
شَيۡءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ Z الأحزاب: ٣٩ - ٤٠

"সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্ম কোন মানুষের পিতা নয় বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। বস্তুত: আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত।" [সূরা আহজাব: ৩৯]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[_ ` a b c d e f gh i j Z الأعراف: ٦٢

"তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না।" [সূরা আ'রাফ: ৬২]

৩. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[J K L M N O P Q S T U V W X Z [
\ ] _ ` a b c d e Z المائدة: ٦٧

"হে রসূল! পৌঁছে দিন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের জাতিকে হেদায়েত দান করেন না।" [সূরা মায়েদা: ৬৭]

¿ মানুষের ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার ও গ্রাম-গঞ্জে গিয়ে তাদের দাওয়াত দেয়া:

১. আল্লাহ তা'য়ালা মুসা (আ:) সম্পর্কে বলেন:

y x w v u t s r q p o n m l k j i [

z { | } ~ يَخۡشَىٰ ﴿٤٤﴾ Z طه: ٤٢ - ٤٤

"তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং উভয়ে আমার স্বরণে শৈথিল্য কর না, তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে, অতপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।" [সূরা-ত্বহাঃ ৪২-৪৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

y x w v u t s r q p o n m [

z { | } ~ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ © Z

يس: ٢٠ – ٢٢

"অত:পর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল. হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রসূলদের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত। আমার কি হলে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর এবাদত করব না।"

[সূরা ইয়াসীন:২০-২১]

৩. রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মানুষের সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের বাড়ী-ঘরে যেতেন, দাওয়াতের জন্য তাদের গোত্রে গোত্রে নিজেকে উপস্থাপন করতেন এবং তিনি বলতেন:

« **يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا** ». أخرجه أحمد.

"হে মানব সমাজ! তোমরা বল "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" তাহলে সফলকাম হবে।"[১]

عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ - وفيه- حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ

[১] . হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৬৬০৩

وَالْيَهُودِ ..... فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ ... . متفق عليه.

৪. উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, একদা নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সা'দ ইবনে উবাদা (র:)কে অসুস্থতার সময় দেখতে যান।--- এ হাদীসে রয়েছে: তিনি [ﷺ] মুসলিম, মুশরিক ও ইহুদিদের সম্মিলিত এক মজলিসের পাস দিয়ে অতিক্রম কালে তাদেরকে সালাম দেন। অত:পর তিনি [ﷺ] বাহন থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনান..... ।"[১]

¿ সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা ও জিকির এবং সর্বাবস্থায় তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা ইবরাহিম [عليه السلام] সম্পর্কে বলেন:

] ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى © إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾
رَبِّ ´ µ ¶ ¸ ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ Z إبراهيم: ٣٩ - ٤٠

''সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বার্ধক্যকালে ইসমাঈল এবং ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার সন্তাদেরকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দাও। হে আমাদের পালনকর্তা! দোয়া কবুল করুন।'' [সূরা ইবরাহিম: ৩৯]

عَنْ عَائِشَةَ رضي اله عنها قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .أخرجه مسلم.

২. আয়শা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির তথা স্বরণ করতেন।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৬৬৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৯৮ শব্দ তারই

[২] . মুসলিম হাঃ নং ৩৭৩

عَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ». أخرجه مسلم.

৩. আগাররুল মুজানী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "আমার হৃদয় (কখনো) বেখেয়াল বা অবসাদগ্রস্ত হয়। আর আমি দৈনিক একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই।"[১]

¿ আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানিয়ে কাফের শাসকদের প্রতি পত্র প্রেরণ:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَـى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . أخرجه مسلم.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত যে, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়ে কিসরা (পারস্য সম্রাট-খসরু), কায়সার (রোম সম্রাট), নাজ্জাসীসহ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) প্রত্যেক শাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।"[২]

¿ মুশরিকদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[v w x y z { | ~ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن © عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ Z النحل: ١٢٥

"(হে নবী) তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর, (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তি তর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক (এটা) ভাল করেই জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৭০২

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৭৭৪

বিপদগামী হয়ে গেছে, (আবার) যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে রয়েছে তিনি তাঁর সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন।" [সূরা নাহল:১২৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ :هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ:« اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) বলেন: তোফাইল ও তার সাথীরা আগমন করে বলল: হে আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]! 'দাওস' গোত্র কুফরি করেছে এবং ঈমান আনতে অস্বিকার করেছে। সুতরাং, তাদের উপর বদদোয়া করুন। অত:পর বলা হলো: 'দাওস' গোত্র ধ্বংস হোক। আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:"হে আল্লাহ! তুমি 'দাওস' গোত্রকে হেদায়েত দান করুন এবং আমার নিকট নিয়ে আসুন।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ -وفيه- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه ! .... فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম আর তিনি মুশরিক ছিলেন। একদা আমি তাকে দাওয়াত দিলে তিনি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ব্যাপারে এমন কিছু আমাকে শোনালেন যা আমি অপছন্দ করি। ----------বর্ণনায় রয়েছে: আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বললাম: আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:"হে আল্লাহ! আবু হুরাইরার

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯৩৭ ও মুসলিম হাঃ ২৫২৪

মাকে হেদায়েত দান করুন।"[১] [এরপর আবু হুরাইরার মা ইসলাম গ্রহণ করেন]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: যেন আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর দিকে দেখছি তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোন একজন নবীর কথা বর্ণনা করছেন, যাঁকে তাঁর জাতি প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আর তিনি মুখমণ্ডল হতে রক্ত মুছছেন আর বলছেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করুন; কেননা তারা অজ্ঞ-অবুঝ।"[২]

¿ বিরোধী কাফেরদের সামনে দৃঢ়তা ও শক্তি প্রকাশ করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] قَالُوا۟ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ à نَحۡنُ â

بِمُؤۡمِنِينَ ﴿٥٣﴾ ! " # $ % & ' ( ) * + , - .

@ ? > = < ; : 9 8 7 6 4 3 2 1 0 /

هود: ٥٣ – ٥٦ Z P O N M L K I H G F E D C A

"তারা বলল: হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে সোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হূদ বললেন—আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাদের সাথে

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৪৯১

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৭৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭৯২

যাদেরকে তোমরা শরিক করছ, তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অত:পর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।" [সূরা হূদ:৫৩-৫৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[p q r s t u v w x y z { | } ~ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي © رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ ﴿١٦١﴾

´ µ ¶ ¸ Z الأنعام: ١٦١ - ١٦٣

"আপনি বলে দিন: আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন।–একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। " [সূরা আন'য়াম:**১৬১-১৬৩**]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

(s t u v w x y z { | } ~ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ

مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا © وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ´)

[الممتحنة/٤].

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।" [সূরা মুমতাহিনা:4]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউনের জাদুকররা যখন ঈমান আনে সে সম্পর্কে বলেন:

(قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ © وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا ´ µ

¶ ¸ ﴿٧٢﴾ إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿٧٣﴾)

[طه/٧٢-٧٣].

"জাদুকররা বলল: আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনই যা করার করবে। আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান এনেছি–যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।" [সূরা ত–হা:৭২৭৩]

¿ প্রতিরোধকারী কাফের ও মুনাফেকদের প্রতি কঠোরতা করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(! " # % & ' ( ) * +) [الفتح/٢٩].

"মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" [সূরা মুহাম্মদ:২৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(! " # $ % & ') * ,

- .) [التوبة/٧٣].

"হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।" [সূলা তাওবা:৭৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

(! " # $ % & ' ( ) * + - .

/ 0 1 2) [التوبة/١٢٣].

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা তাওবা:১২৩]

¿ ভয়-ভীতি ও বিপদের সময় কাফেরদের সাথে সৌজন্য ব্যবহার করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বলেন:

(لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ´ ¦ ¶ ¸ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾) [آل عمران/٢٨].

"মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" [সূরা আল-ইমরান:২৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z Y X W V U T S R Q P O N M)

(e d c b a ` _ ^] \ [

[النحل/١٠٦].

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।" [সূরা নাহ্ল:১০৬]

¿ আল্লাহর দিকে এবং যে পথ আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় সে পথের দিকে দাওয়াত দেয়া। আর দাওয়াত কবুলকারীদের জন্য শেষ দিনে যা প্রতিদান রয়েছেঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

a ` _ ^] [Z Y X W U T S R Q P [

يوسف: ١٠٨ Z c b

[হে নবী! [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]] "আপনি বলুনঃ এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে ডাকি। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের দলের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফঃ ১০৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z ﴿١٢٥﴾ بِٱلَّتِى هِىَ أَحۡسَنُۚ ~ | { z y x w v [

النحل: ١٢٥

"আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন উত্তম উপদেশ ও হিকমতের সাথে। আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পন্থায়।" [সূরা নাহলঃ ১২৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

n m l k j i h g f e d c b a ` _ [

الشورى: ٧ Z v u t s r q p

"এমনিভাবে আমি আপনার উপর আরবী ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি, যাতে মক্কা ও তার আশে পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল প্রবেশ করবে জান্নাতে আর অপরদল প্রবেশ করবে জাহান্নামে।"

[সূরা আশ-শুরাঃ ৭]

¿ মানুষকে তাদের মাতৃভাষায় দাওয়াত দেওয়াঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

s r q p n m l k j i h g f [

إبراهيم: ٤ Z { z y x v u t

"আমি সকল রসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষা-ভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিস্কার বোঝাতে পারে। অত:পর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ইবরাহিম:8]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ´ µ ¶ ¸ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ

وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

Z آل عمران: ١٦٤

"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।" [সূরা আল-ইমরান:১৬৪]

¿ এবাদত ও দাওয়াতের কাজে ভারসাম্যতা বজায় রাখা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

3 2 1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

المزمل: ١ - ٥ Z ; : 9 8 7 6 5 4

"হে বস্ত্রাবৃতকারী! কিছু অংশ ছাড়া সারা রাত্রি এবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হোন। অর্ধেক রাত্রি অথবা তার চেয়ে কিছু কম। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি করুন এবং কুরআন পড়ুন সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্টভাবে।" [সূরা মুযযাম্মিল:১-8]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

] | | { ~ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ © فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ﴿٧﴾ Z المدثر: ١ - ٧

"হে চাদরাবৃতকারী! উঠুন, সতর্ক করুন। আপন পালনকর্তার মহাত্ম ঘোষণা করুন। আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" [সূরা মুদ্দাসসির:১-৫]

¿ নবী-রসূলগণের (আ:)-এর সাথে তাঁদের উম্মতের অবস্থার বর্ণনা দেয়া:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

N M L K J I H G F E D C B A @ ? [
هود: ١٢٠ Z Q P O

"আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলেছি যার দ্বারা আপনার হৃদয়কে মজবুত করছি। আর এতে এসেছে আপনার জন্য মহাসত্য এবং মুমিনদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়সমূহ।" [সূরা হূদ: ১২০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ Z يوسف: ١١١

"তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্যে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়; এটা কোন মনগড়া কথা নয় বরং এর পূর্বে যে আসমানী কিতাব রয়েছে তার সত্যায়নকারী, প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ প্রদানকারী, রহমত ও হেদায়েত স্বরূপ মুমিনদের জন্য।" [সূরা ইউসুফ: ১১১]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ Z الأعراف: ١٧٦

"আপনি কাহিনীসমূহ বর্ণনা করুন, সম্ভবত: তারা চিন্তা-ভাবনা করবে।" [সূরা আ'রাফ:১৭৬]

¿ অবিরত আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং বিরোধীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাঃ

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

; < = > @ A B Z الحجر: ٩٤ - ٩٦

“অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের জন্য আপনার পক্ষে আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদ সাব্যস্ত করে, তারা অতিসত্বর জেনে নিবে।” [সূরা হিজরঃ ৯৪-৯৬]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

? > = ; : 9 8 7 6 5 4 2 1 0 / . [

@ Z القلم: ٤٤ - ٤٥

“অতএব, যারা এই হাদীস (আল-কুরআনকে) মিথ্যা বলে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন আমি ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যা তারা টেরও পাবে না; আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল মজবুত।”[সূরা কলমঃ ৪৪-৪৫]

৩. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

D C B @ ? > = < ; : 9 8 7 6 [

V U S R Q O N M L K J I H G F E

Z Y X W القصص: ٨٦ - ٨٧

“কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর। আপনি আপনার পালনকর্তার দিকে দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকেদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।” [সূরা কাসাসঃ ৮৭]

৪. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

[z { | } ~ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَجَـٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا

© ﴿٥٢﴾ Z الفرقان: ٥١ - ٥٢

"অতএব, আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না, তাদের বিরুদ্ধে (কুরআন)-এর সাহায্যে কঠোর জিহাদ করুন।" [সূরা ফুরকান: ৫২]

¿ যারা দ্বীনকে কবুল করবে না তাদের জন্য চিন্তা ও আফসোস না করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[4 5 6 7 8 9: ; < = > ? @ A

BC D E F G H I J K Z الكهف: ٦ - ٧

"তারা যদি এই হাদীসের (আল-কুরআনের) প্রতি ঈমান না আনে তবে তাদের পশ্চাত্যে সম্ভবত: আপনি আফসোস করতে করতে নিজেকে ধ্বংস করবেন।" [সূরা-কাহফ: ৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ © لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ

﴿٣٣﴾ Z الأنعام: ٣٣

"আমার জানা আছে যে তারা যা বলে তা আপনাকে চিন্তিত করে। তারা তো আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না বরং জালেমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করছে।" [সূরা আনআম: ৩৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o

p q r s t u v w x y Z فاطر: ٨

"সুতরাং, আপনি তাঁদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না, তারা যা করে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবগত।" [সূরা ফাতির: ৮]

¿ সুসংবাদ ও ভয়-ভীতি প্রদান করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + [

Z B A @ ? > = < ; : 9 8 الأحزاب: ٤٥ - ٤٧

"হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। আর আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদিপ রূপে। আপনি মোমিনদের সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে।"
[সূরা আহযাব: ৪৫-৪৭]

২. আল্লাহ তায়ালা বলেন:

b a ` _ ^] \ [Y X W V U T [

Z m l k j i h g f e d c الأنعام: ٤٨ - ٤٩

"আমি রসূলগণকে প্রেরণ করি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে। অত:পর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা দু:খিত হবে না। যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানির কারণে আজাব স্পর্শ করবে।" [সূরা আন'আম:৪৮-৪৯]

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَـدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:« بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَـا تُعَسِّرُوا».

أخرجه مسلم.

৩. আবু মূসা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কোন সাহাবীকে তাঁর কাজে প্রেরণ করতেন তখন বলতেন:"তোমরা সুসংবাদ দিও এবং ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিও না ও সহজ করিও এবং কঠোরতা করিও না।"[১]

¿ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা:

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৭৩২

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

“যারা আনুগত্য করে নিরক্ষর নবীর যার কথা লিখিত আকারে পায় তাদের নিকট সংরক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন ও বন্দীত্ব অপসারিত করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, যে সবলোক তার উপর ঈমান এনেছে, তাকে শক্তিশালী করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের (কুরআনের) অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সফলকাম।” [সূরা আ'রাফ: ১৫৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

E D C A @ ? > = < ; 9

F G Z آل عمران: ١١٠

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজের বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে। যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত। তাদের মধ্যের কিছু সংখ্যক লোক ঈমানদার আর বেশির ভাগই ফাসেক।” [সূরা আল-ইমরান-১১০]

¿ মুমিনদের হৃদয়কে তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং তারা যে আমল করে তার জন্য জান্নাতের ওয়াদা শুনানোঃ

♦ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٨٦﴾ !

3 2 1 0 / . - , + *) (' & % $ # "

يوسف: ٨٦ – ٨٧ Z 6 5 4

"তিনি বললেন, আমি তো আমার দু:খ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না। বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" [ইউসুফ: ৮৬-৮৭]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ». أخرجه أحمد والترمذي.

২. ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"হে বৎস! অবশ্যই আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব তা হল: আল্লাহর বিধি-নিষেধকে হেফাজত করবে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সংরক্ষণ করবে তাহলে তুমি তাকে তোমার সামনে (সহযোগিতায়) পাবে। যখন চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে। মনে রেখ, যদি সমস্ত সৃষ্টিরাজি একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করতে চায় তাহলে

ততটুকু উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপর পক্ষে তারা একত্রিত হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট করতে চায় তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু তোমার জন্য আল্লাহ লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপিসমূহ শুকিয়ে গেছে।"[১]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

« مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ». أخرجه البخاري.

৩. সাহল ইবনে সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি তার জামিন হবে দুই চোয়ালের মাঝের বস্তুর (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মাঝের বস্তুর (গুপ্তাঙ্গের) আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হব।"[২]

¿ মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ~ } | { z y x w v u)

ذُنُوبَكُمْۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ © فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾) [الأحزاب/٧٠-٧١].

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আহজাব:৭০-৭১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

_ ^] \ Z Y X W U T S R Q P)

[الإسراء/٥٣]. (b a `

"আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে।

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৬৬৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৫১৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৪৭৪

শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৫৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

-[طه/٤٣ (يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ ~ } | { z y x w v u t s r)
.[٤٤

"তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অত:পর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।" [সূরা ত-হা:৪৩-৪৪]

¿ দাওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক না চাওয়া:

১. আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে বলেন:

] قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ à شَيْءٍ â ﴿٤٧﴾ Z
سبأ: ٤٧

''আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে আছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে।'' [সূরা সাবা: ৪৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আ:) সম্পর্কে বলেন:

] كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ à عَلَىٰ â ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٩﴾ Z
الشعراء: ١٠٥ - ١٠٩

"নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি ভয় নেই? আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-প্রতিপালনকর্তাই দিবেন।"
[সূরা শু'য়ারা: ১০৫-১০৯]

¿ সৃষ্টির প্রতি রহমত-দয়া করাঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

: 9 ¦7 6 5 4 3 2 1 0¦. - , + *) [

آل Z K J I HG¦E D C B A¦? > = < ;

عمران: ١٥٩

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন– আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

الأنبياء: ١٠٧ Z e d c b a ` [

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।" [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ :ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ:« إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً».أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ বলা হল-হে আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]! মুশরিকদের উপর বদদোয়া করুন। তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেনঃ আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি, আমি প্রেরিত হয়েছি রহমত স্বরূপ।"[১]

¿ সহানুভূতি, দয়া, কৃপা ও করুণা প্রদর্শন করাঃ

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৯৯

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

[| | } ~ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ

عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ © رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨ Z التوبة: ١٢٨

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তাকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়।" [সূরা তাওবা: ১২৮]

¿ কোমলতা, ক্ষমা ও মার্জনা করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে বলেন:

: 9 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

آل Z K J I H G E D C B A ? > = < ;

عمران: ١٥٩

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের মাফ করে দিন, তাদের জন্য ক্ষমা কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর কোন কাজের যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তখন আল্লাহর প্রতি ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ১৫৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা মূসা ও হারূন (আ:)কে লক্ষ্য করে বলেন:

[r s t u v w x y z { | } ~ يَخۡشَىٰ ٤٤ Z طه: ٤٣ - ٤٤

"তোমরা দু'জন ফেরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম ভাষায় কথা বল, হয়তো বা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।" [ত্ব-হা: ৪৩-৪৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলেন:

Q P O N M L K J I H G F E [

الأعراف: ١٩٩ - ٢٠٠ Z X W V U S R

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খ-অজ্ঞদের থেকে দূরে সরে থাকুন।" [সূরা আ'রাফ: ১৯৯]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীব মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলেন:

] فَٱصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقُلۡ سَلَٰمٞۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ﴿٨٩﴾ Z الزخرف: ٨٩

"অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন: সালাম, তারা শিঘ্রই জানতে পারবে।" [সূরা যুখরুফ: ৮৯]

৫. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[u v w x y z { | ~ ٱلسَّاعَةَ لَأٓتِيَةٞۖ فَٱصۡفَحِ ٱلصَّفۡحَ

ٱلۡجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ © ٱلۡخَلَّٰقُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ Z الحجر: ٨٥ – ٨٦

"আমি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করেনি। কেয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব, উত্তম পন্থায় (তাদেরকে) উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা হিজর:৮৫-৮৬]

¿ সত্যবাদীতা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

@ ? > = < ; : 9 7 6 5 4 3 [

N M L K J I H G F E D C A

الزمر: ٣٣ - ٣٥ Z S R Q P O

"যারা সত্য নিয়ে আগমণ করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে তারাইতো মুত্তাকী। তাদের জন্যে পালানকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার। যাতে আল্লাহ তাদের মন্দ

কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন।" [সূরা জুমার: ৩৩-৩৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[7 8 9 : ; < = > ? @ Z مريم: ٤١

"আপনি এই কিতাবে ইবরাহিমের কথা স্মরণ করুন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন মহাসত্যবাদী নবী।" [সূরা মারইয়াম: ৪১]

¿ ধৈর্য ও সহনশীলতা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَلَقَدْ ´ µ ¶ ¸ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَاۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ Z الأنعام: ٣٤

"আপনার পূর্ববর্তী অনেক রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা এতে সবর (ধৈর্য) করেছে। তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে রসূলগণের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।" [সূরা আনআম: ৩৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾ Z الروم: ٦٠

"অতএব, আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।" [সূরা রূম: ৬০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ Z المعارج: ٥ - ٧

"অতএব, আপনি উত্তম ধৈর্যধারণ করুন। তারা এ আজাবকে সুদূরপরাহত মনে করে, আর আমি একে আসন্ন দেখছি।"
[সূরা মাআরিজ: ৫]

¿ এখলাস–একনিষ্ঠতা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[K L M N O P Q R S T U Z الزمر: ٢

"আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থভাবে অবতীর্ণ করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন।" [সূরা যুমার: ২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ © ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٥﴾ Z غافر: ٦٥

"তিনি চিরঞ্জিব, তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। অতএব, নিষ্ঠার সাথে তাঁর এবাদত কর (তাকে ডাক)। সকল প্রশংসা বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর জন্য।" [সূরা গাফের-মুমিন: ৬৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[h i j k l m n o p q r s t v w x y Z البينة: ٥

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।" [সূরা বায়্যিনাহ:৫]

¿ খেদমত-সেবা, বিনয়-নম্রতা এবং দানশীলতা ও বদান্যতা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[© أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ µ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ Z الذاريات: ٢٤ - ٢٧

"আপনার কাছে ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তাঁরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: সালাম, তখন তিনি বললেন:(আপনাদের প্রতিও) সালাম। (আপনারা তো) অপরিচিত লোক। অত:পর তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন এবং ভুনা করা একটি মোটা

গো বৎস নিয়ে হাজির হলেন। তিনি গো বৎসটি তাদের সামনে রেখে বললেন: আপনারা আহার করছেন না কেন?" [সূরা যারিয়াত:২৪-২৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা মূসা (আ:) ও দুইজন মহিলার সাথে তার ঘটনার বর্ণনা করে বলেন:

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - [

L K J I H F E D C B A ? > = ;

- ٢٣ :القصص Z [Z Y X W V U T S R Q P O N M
٢٤

"যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। আর তাদের পশ্চাতে দু'জন মহিলাকে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি (মূসা আ:) বললেন: তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল: আমরা আমাদের পশুদেরকে পানি পান করাতে পারি না। যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের পশুকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অত:পর মূসা তাদের পশুদের পানি পান করালেন। অত:পর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন: হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবেন আমি তার মুখাপেক্ষি।" [সূরা কাসাস: ২৩-২৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T S [

Z الشعراء: ٢١٥ _ ٢١٦

"আর আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন। যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত।" [সূরা শু'য়ারা:২১৫-২১৬]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :«لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». أخرجه البخاري.

৪. উমার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি:"তোমরা আমার প্রশংসার ব্যাপারে ঐরূপ বাড়াবাড়ি কর না যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে খ্রীষ্টানরা ঈসা (আ:) এর ব্যাপারে। আমি আল্লাহর একজন বান্দা। সুতরাং, তোমরা (আমাকে) বল: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।"[1]

¿ দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

| { y x w v u t s r q p o n m l [

} ~ ⁽¹³¹⁾ Z طه: ١٣١

"আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগবিলাস হতে যা তাদেরকে প্রদান করেছি আপনি তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার রবের রিজিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী।" [ত্ব-হা: ১৩১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

- , *) (' & % $ # " ! [

. / 0 1 2 3 A Z الكهف: ٢٨

"আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না।" [সূরা কাহফ: ২৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[1]. বুখারী হা: নং ৩৪৪৫

] ¶ ﹻ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ Z الحجر: ٨٨ – ٨٩

“আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন। আর বলুন: আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।” [সূরা হিজর:৮৮-৮৯]

¿ আনুগত্যে উৎসাহ প্রদান ও পাপ কাজে ভীতি প্রদর্শন:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ´ µ ¶ ﹻ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ Z النساء: ١٣ - ١٤

‘‘যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর এটাই মহান সফলতা। আর যে আল্লাহ এবং তার রসূলের অবাধ্য বা নাফরমান হবে এবং তার সীমা অতিক্রম করবে তাকে তিনি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন এবং তার জন্য রয়েছে অপমান ও লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি।” [সূরা নিসা:১৩-১৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

N [O P Q S T U V W X Y Z Z آل عمران: ٣٢

“বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। বস্তুত: যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।” [সূরা আল-ইমরান:৩২]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

U T S R Q P O N M L K[

النحل: ٩٠ Z \ [Z Y W V

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন–যাতে তোমরা স্মরণ কর।" [সূরা হানল:৯০]

¿ কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে দ্রুত ঝাপিয়ে পড়াঃ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] ﴿ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ ﴾ Z الأنبياء: ٩٠

"তারা সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" [সূরা আম্বিয়াঃ ৯০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

, + *) (' & % $ # " [

9 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

آل عمران: ١٣٣ – ١٣٤ Z > ; :

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীনদের জন্য। যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকে ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরানঃ১৩৩-১৩৪]

¿ আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উড্ডীন করতে জানমাল কুরবানি করাঃ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

7 6 4 3 2 1 0 / . - [

8 : ; < = Z التوبة: ٨٨

"কিন্তু রসূল ও সেসব লোক যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জানমাল দিয়ে। তাদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই সফলকাম।" [সূরা তাওবা: ৮৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[| | } ~ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ©

سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾ Z الحجرات: ١٥

"মুমিন তো তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি। অত:পর সন্দেহ করেনি এবং তাদের সম্পদ ও জান দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে। এরাই তো হলো সত্যবাদী।" [সূরা হুজুরাত:১৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[z { | } ~ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا

© ﴿٥٢﴾ Z الفرقان: ٥١ – ٥٢

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পরতাম। অতএব, আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর প্রচেষ্টা করুন।" [ফুরকান:৫১-৫২]

¿ আল্লাহর পথে জিহাদ করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[{ ~ نَّبِىٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ © سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۟ وَمَا

ٱسْتَكَانُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ µ Z آل عمران: ١٤٦

"আর বহু নবী ছিলেন; যাদের অনেক সঙ্গী-সাথীরা তাদের পক্ষ হয়ে জেহাদ করেছে, আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরে যায়নি, ক্লান্ত হয়নি এবং দমেও যায়নি।"
[সূরা আল-ইমরান: ১৪৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

, *) ' & % $ # " ! [

- . Z التوبة: ٧٣

"হে নবী! আপনি কাফের-মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকুন। তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করুন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা কতইনা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।" [সূরা তাওবা: ৭৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

- , +) (' & % $ # " ! [

. / 0 1 Z التوبة: ٤١

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা তাওবা:৪১]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ Z النساء: ٧٤

"কাজেই আল্লাহ কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত: যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে অত:পর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।" [সূরা নিসা:৭৪]

¿ জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা দান:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ à ٱللَّهُ â لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ ç è é

ê ë Z محمد: ١٩

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ক্রটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।"
[সূরা মুহাম্মাদ:১৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

1 0 . - , + *) (' & $ # " ! [

طه: ١١٤ Z 4 3 2

"আর (হে নবী ﷺ) আপনি বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।" [সূরা ত্বহা: ১১৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

الكهف: ٦٦ Z g f e d c b a ` _ ^] \ [

"মূসা (আ:) তাকে (খাজির আ: কে) বলল: আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি এই শর্তে যে, আপনাকে সত্য পথের যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন।" [সূরা কাহফ: ৬৬]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

الجمعة: ٢ Z C B A @ ? > = < ;

"তিনি সেই সত্ত্বা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। যদিও তারা ইতিপূর্বে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।" [সূরা জুমু'আহ: ২]

৫. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

L K J I H G F E D C B A @ ? [

Z [Z Y X W V U T S R Q P O N M

آل عمران: ٧٩

"কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুয়াত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'–এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।" [সূরা আল-ইমরান:৭৯]

¿ সর্বদা এবাদত ও অধিক জিকির দ্বারা অন্তর পরিশুদ্ধিকরণ ও রুহ (আত্মা) ও শরীরকে মজবুত ও শক্তিশালী করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Q P O N M L K J I H G F E D C [

الحجر: ٩٧ - ٩٩ Z W V U T S R

"আমি জানি যে আপনার (অন্তর) সংকুচিত হয়ে যায় তাদের কথাবার্তায়। অতএব, আপনি আপনার রবের প্রশংসার সাথে তসবিহ পাঠ করুন এবং আপনি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর একিন (মৃত্যু) না আসা পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের এবাদত করতে থাকুন।" [সূরা হিজর:৯৭-৯৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

` _ ^] \ [Z Y X W V U T S [

l k j i h g f e d c b a

} | { z y x w v u t s r q p o n m

السجدة: ١٥ – ١٧ Z

"কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার প্রশংসসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে। তদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা

থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন–প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।" [সূরা সেজদাহ:১৫-১৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ à ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا ﴿٤٣﴾

! " # $ & ' ( ) * Z الأحزاب: ٤١ - ٤٤

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্বরণ কর এবং তার পবিত্রতা ঘোষণা কর সকাল-সন্ধ্যায়। তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন–অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোতে বের করার জন্যে। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে; সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।" [সূরা আহযাব: ৪১-৪৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، وَشَكَتْ الْعَمَلَ فَقَالَ:« مَا أَلْفَيْتِيه عِنْدَنَا» قَالَ:« أَلَا أَدُلُّك عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَك مِنْ خَادِمٍ ؟ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَك ». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, ফাতেমা (রা:) নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে একজন দাসীর আবেদন এবং কাজ-কর্মের কষ্টের অভিযোগ করলেন। অত:পর তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:"তুমি আমার নিকট কি পেতে চাও?" এরপর নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:"আমি কি তোমাকে দাসী অপেক্ষা উত্তম বিষয়ের সন্ধান দিব না? যখন তুমি বিছানায় শয়ন করতে যাও তখন ৩৩বার

'সুবহানাল্লাহ', ৩৩বার 'আল-হাম্‌দুলিল্লাহ' এবং ৩৪বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।"[১]

¿ সর্বসময় ও সর্বাবস্থায় দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত থাকা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

a ` _ ^] [Z Y X W U T S R Q P [

يوسف: ١٠٨ Z c b

"বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দা'ওয়াত দেই–আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আ:) সম্পর্কে বলেন:

] قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا © فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ ´ µ ¶ ¸ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّيٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ Z نوح: ٥ - ٩

"তিনি (নূহ আ:) বললেন: হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার জাতিকে দিবানিশি দাওয়াত করেছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অত:পর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, এরপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি।" [সূরা নূহ: ৫-৯]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ :دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا،

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩১১৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২৮ শব্দ তারই

وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ:« إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».متفق عليه.

৩. উবাদা ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমাদেরকে নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ডাকলেন। অত:পর আমরা তাঁর হাতে বয়াত করলাম। উবাদা (রা:) বলেন: তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যে সব বিষয়ের উপর আমাদের থেকে বয়াত গ্রহণ করলেন তার মাঝে ছিল: সুখে-দু:খে, পছন্দে-অপছন্দে এবং আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিলেও আমরা কথা শুনব ও মানব। আর শাসকগোষ্ঠির যেন বিরোধিতা না করি। কিন্তু যদি শাসকগোষ্টি থেকে সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পায় এবং সে কথা বা কাজটা যে কুফরি তার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।"[১]

¿ পরামর্শ করাঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

: 9 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

ﭑ Z K J I HG E D C B A ? > = < ;

عمران: ١٥٩

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং আপনি তাদের (সাহাবাদের) সাথে কার্যক্ষেত্রে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরান:**১৫৯**]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৫৫,৭০৫৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭০৯

\ [Z Y X W V U T S Q P O N M L K [

j i h g f e d c b a ` _ ^]

الشورى: ٣٦ - ٣٨ Z t s r q p o n m l k

"এতএব, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে, যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, সালাত কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।"[সূরা শূরা: ৩৬-৩৮]

¿ আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা রাখা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

u [v w x z y { | } ~ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا

فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا © إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ

سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ وَأَيَّدَهُۥ ´ µ ¶ ¸ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ ٱلسُّفۡلَىٰۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ Z التوبة:

٤٠ التوبة: ٤٠

"তোমরা যদি তাকে সাহায্য সহযোগীতা না কর তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেছেন যখন তাকে কাফেররা (মক্কা থেকে) বের করে দিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। যখন তারা দু'জন (সাওর) গুহায়, আর তিনি তার সাথী (আবু বকর রা:)কে বললেন: চিন্তা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।" [সূরা তাওবা:৪০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

1 0 / . - + *) (' & % $ # " ! [

@ ? > = < ; : 8 7 6 5 4 3 2

Z الشعراء: ٦١ - ٦٣

"যখন উভয় দল (মূসা আ:-এর দল ও ফেরাউনের দল) পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল: আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম, মূসা বললেন: কখনও নয়, আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে দিবেন। অত:পর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর, ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।"
[সূরা আশ-শুআরা: ৬১-৬৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

O N M L K I H G F E D C A @ ? > = < [

Z P هود: ٥٦

"আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমর এবং তোমাদের পালনকর্তা। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।"
[সূরা হূদ:৫৬]

¿ সর্বাবস্থায় দু'য়া করা এবং সালাতের দিকে ছুটে যাওয়া:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 [

S R Q P O N M L K J I H G F E D

Z Z Y X W V U T القمر: ٩ - ١٣

"তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল-এ তো পাগল! তারা

তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। অত:পর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল: আমি অক্ষম, অতএব, আপনি সাহায্য করুন। তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বর্ষণের মাধ্যমে এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম ঝর্না। অত:পর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে।" [সূরা কামার: ৯-১৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

, + *) (' & % $ # " ! [

? > = ; : 9 8 7 6 4 3 2 1 0 / . -

@ A Z الأنفال: ٩ - ١٠

"যখন তোমরা ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পালনকর্তার নিকট তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিলেন। (এবং বললেন:) আমি তোমাদের ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেস্তার মাধ্যমে সাহায্য করব।" [আনফাল-৯]

৩. আল্লাহ তায়ালা বলেন:

] وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى © ٤٥ Z البقرة: ٤٥

"তোমরা সাহায্য চাও ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে। অবশ্য তা বড় কঠিন, তবে আল্লাহভীরু ও বিনয়ীদের উপর তা কঠিন নয়।"
[সূরা বাকারা: ৪৫]

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْئًا لاَ نَفْهَمُهُ وَلَا يُحَدِّثُنَا بِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطِنْتُمْ لِي قَالَ قَائِلٌ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي قَدْ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ أَوْ مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَذِهِ شَكَّ سُلَيْمَانُ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْجُوعَ أَوْ الْمَوْتَ قَالَ فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذَلِكَ

إِلَيْكَ فَخرْ لَنا قَالَ فَقَامَ إِلَى صَلَاته قَالَ وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إِذَا فَزِعُوا إِلَى الــصَّلَاةِ.

أخرجه أحمد.

সুহাইব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন সালাত আদায় করতেন তখন ফিসফিস করে কিছু বলতেন, যা আমরা বুঝতে পাতাম না এবং তিনিও সে ব্যাপারে আমাদের বলতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"তোমরা কি আমার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? একজন বলল, হ্যাঁ, । তিনি বললেন:"আমি নবীদের একজনকে স্মরণ করি। যাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জাতির কিছু সৈন্য দেন। তিনি বলেনঃ কে আছ যে তাদের মোকাবেলা করবে বা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে কিংবা এরূপ একটি শব্দ। সুলাইমান সন্দেহ করেন। তিনি [ﷺ] বলেনঃ অত:পর আল্লাহ তাঁকে অহি করে বলেনঃ তুমি তোমার জাতির ব্যাপারে তিনটির মধ্যে যে কোন একটি চয়ন করতে পর। হয়তো তাদের উপরে অন্যদের মধ্য থেকে দুশমনকে কর্তৃত্ব দান করে দেব। অথবা ক্ষুধা কিংবা মৃত্যু দেব। তিনি [ﷺ] বলেনঃ তিনি (নবী) তাঁর জাতির লোকের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তারা বলে, আপনি একজন আল্লাহর নবী এ বিষয়টি আপনার নিকটেই ছেড়ে দিচ্ছি। অতএব, আপনিই আমাদের জন্য এখতিয়ার করুন। তিনি [ﷺ] বলেনঃ এরপর তিনি (সেই নবী) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি [ﷺ] বলেনঃ তাঁরা (নবীগণ) আতঙ্কিত হতেন এবং সে সময় সালাতের দিকে ছুটে যেতেন।"[১]

¿ সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও তাঁরই নিকট অভাব অভিযোগ পেশ করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা ইয়াকুব (আ:) সম্পর্কে বলেনঃ

] قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٨٦﴾ Z يوسف: ٨٦

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৮৯৩৭

“তিনি (ইয়াকুব আ:) বলেন: আমি আমার দু:খ ও অস্থিরতার কথা আল্লাহর নিকট পেশ করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি তোমরা তা জান না।” [সূরা ইউসুফ:৮৬]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা আইয়ূব (আ:) সম্মন্ধে বলেন:

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

J I H G F E D C A @ ? > =

الأنبياء: ٨٣ - ٨٤ Z L K

“এবং স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমাকে দু:খ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর আপনি সর্বাধিক দয়াবান। অত:পর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দু:খ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত:; আর এটা এবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।” [সূরা আম্বিয়া: ৮৩-৮৪]

৩. আল্লাহ তা‘য়ালা জাকারিয়া (আ:)-এর ব্যাপারে বলেন:

] وَزَكَرِيَّآ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا © خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَٱسۡتَجَبۡنَا

لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا ´ µ ¸ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي

ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾ Z الأنبياء: ٨٩ - ٩٠

“আর জাকারিয়ার কথা স্বরণ করুন যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করলেন: হে আমার রব! আমাকে একা রেখ না। তুমি তো সর্বোত্তম ওয়ারিস। অত:পর আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে দান করলাম ইয়াহ্য়াকে এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করে দিয়েছিলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।” [সূরা আম্বিয়া: ৮৯-৯০]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ ! " # $ % & ' ( ) * + ,

Z يونس: ٨٨ ــ ٨٩

"মূসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ এবং সম্পদ দান করেছ– হে আমার পালনকর্তা, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে। হে আমার রব, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে ততক্ষণ না বেদনাদায়ক আজাব প্রত্যক্ষ করে নেয়। বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে। অতএব, তোমরা দু'জন অটল থাক এবং তাদের পথে চলো না যারা অজ্ঞ।"
[সূরা ইউনুস:৮৮-৮৯]

¿ **উত্তম ও ভাল সমাজ ও পরিবেশকে আঁকড়ে ধরা আর মন্দ সমাজ ও পরিবেশ থেকে হিজরত করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[B C D E F G H I J Z التوبة: ١١٩

"হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান কর।" [সূরা তাওবা: ১১৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[! " # $ % & ' ( ) * , -

. / 0 1 2 3 5 6 7 8 9 : ; < =

> ? @ A Z الكهف: ٢٨

"আপনি তাদের সাথে নিজেকে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে। আর আপনি দুনিয়ার জিন্দেগির চাকচিক্যের আশায় তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরাবেন না। আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না যার মনকে আমার স্বরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা।" [সূরা কাহফ: ২৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ يَسۡعَىٰ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلۡمَلَأَ يَأۡتَمِرُونَ بِكَ لِيَقۡتُلُوكَ فَٱخۡرُجۡ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنۡهَا خَآئِفٗا يَتَرَقَّبُۖ قَالَ a نَجِّنِي â ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢١﴾ Z القصص: ٢٠ - ٢١

"এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল:হে মূসা! রাজ্যের পরিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব, আপনি বের হয়ে যান। আমি আপনার হিতাকাংক্ষী। অত:পর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।" [সূরা কাসাস: ২০-২১]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَإِذَا رَأَيۡتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ a ﴿٦٨﴾ Z الأنعام: ٦٨

"যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছে থেকে সরে যান যে পর্যন্ত অন্য তথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্বরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে আর বসবেন না।" [সূরা আনআম: ৬৮]

১. শরিয়ত সম্মত ব্যবস্থাপনা গ্রহণের সাথে সাথে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া:

1 0 / . - + *) (' & % $ # " ! [

١٨٨ :الأعراف Z ? > = < ; : 9 8 6 5 4 3 2

"আপনি বলে দিন যে, আমি আমার কল্যাণ-অকল্যাণ সাধনের মালিক নই তবে আল্লাহ যতটুকু চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করতে পারতাম এবং আমাকে অনিষ্ট পৌঁছত না। আমি তো একজন ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী মুমিনদের জন্য।" [সূরা আ'রাফ : ১৮৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

- , + *) (' % $ # " ! [

١٧ :الأنفال Z 9 8 7 6 5 3 2 1 0 /

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর আপনি মাটি নিক্ষেপ করেননি, যখন আপনি মাটি নিক্ষেপ করেন বরং তা আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন যেন ঈমানদারদের প্রতি যথাযথ এহসান করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।" [সূরা আনফাল:১৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَأَعِدُّواْ © مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ ´ µ

٦٠ :الأنفال Z ٦٠ ¶

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর।" [সূরা আনফাল:৬০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলতেন:‘‘এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই। যিনি তাঁর সৈন্যদলকে শক্তিশালী করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই বাহিনীসমূহের উপর বিজয়ী হয়েছেন, সুতরাং তাঁর পরে আর কিছু নেই।’’[১]

¿ আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা যদিও তা বিবেক সম্মত না হয়:

যেমনভাবে নূহ (আ:) শুকনো পাড়ে নৌকা তৈরী করেন এবং ইবরাহিম (আ:) স্ত্রী-পুত্রকে মানব শূন্য স্থানে রেখে আসেন। এমনকি যেখানে কোন তরুলতাও ছিল না। আর মূসা (আ:)কে আদেশ করেন অজগর সাপ ধরতে এবং সমুদ্রের পানির উপর প্রহার করতে। এসব (যুক্তির বিপরীত হলেও) আল্লাহর আদেশে তাঁরা করেছেন।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحۡيِنَا وَلَا تُخَٰطِبۡنِي فِي ٱلَّذِينَ a ۤ â مُّغۡرَقُونَ ٣٧ !

2 1 0 / . - , *) (' & % $ # "

3 4 5 Z هود: ٣٧ – ٣٨

“আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে। তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রুপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রুপ তোমাদের উপহাস করছি।” [সূরা হূদ:৩৭-৩৮]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪১১৪ ও মুসলিম হাঃ ২৭২৪

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T S [

Z m l k j i h g f e d c b

إبراهيم: ٣٧

(ইবরাহিম (আ:) বললেন) “হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের নিকটে, চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাস করায়েছি। হে আমার রব! যাতে তারা সালাত কায়েম করে।”
[সূরা ইবরাহিম: ৩৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

U T S R Q P O N M L K J I [

e d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W V

طه: ١٧ - ٢١ Z n m l k j i h g f

“(হে মূসা!) তোমার ডান হাতে ওটা কি? মূসা বললেন: এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগলপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। আল্লাহ বললেন: হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। অত:পর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন-অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। আল্লাহ বললেন: তুমি তাকে ধর এবং ভয় কর না। আমি এখনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব।” [সূরা ত্ব-হা: ১৭-২১]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

1 0 / . - + *) (' & % $ # " ! [

Z @ ? > = < ; : 8 7 6 5 4 3 2

الشعراء: ٦١ - ٦٣

“যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল. আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আপমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। অত:পর আমি

মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।" [সূরা শুআরা: ৬১-৬৩]

¿ আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে কষ্ট ও বিতাড়িত হলে সহ্য করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ © يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ

ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ¸ ¶ µ ´

Z البقرة: ٢١٤

"তোমরা কি এই ধারণা করছ যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত (দু:খ-কষ্ট) তোমাদের পৌঁছেনি। তাদের স্পর্শ করেছে আপদ, দু:খ-দুর্দশা আর এমনিভাবে শিহরিত ও প্রকম্পিত হয়েছে যে, রসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারা সবাই বলে ফেলেছে যে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। (মনে রেখ) আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।" [সূরা বকারা: ২১৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

P N M L K I H G F E D C B A [

Z T S R Q إبراهيم: ١٢

"(রসূলগণ বললেন) আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা না করার কি কারণ আছে? অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন; তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ তাতে আমরা সবর করব। আর আল্লাহর উপরই তো ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।" [সূরা ইবরাহিম:১২]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

o m l k j i h g f e d c b a ` [

Z r q p الأنفال: ٣٠

"আর যখন কাফেররা আপনাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র পাকাতে ছিল যে তারা আপনাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা দেশ থেকে বের করে দিবে। তারা ষড়যন্ত্র করছে আর আল্লাহও ষড়যন্ত্র করছেন। মূলত: আল্লাহই উত্তম ও উৎকৃষ্ট ষড়যন্ত্রকারী।" [সূরা আনফাল: ৩০]

عَنْ عَائشَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ للنَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ منْ يَوْم أُحُد ؟ قَالَ:« لَقَدْ لَقيتُ منْ قَوْمك مَا لَقيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقيتُ منْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَة؛ إذْ عَرَضْتُ نَفْسي عَلَى ابْن عَبْد يَاليلَ بْن عَبْد كُلَال فَلَمْ يُجبْني إلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهي فَلَمْ أَسْتَفقْ إلَّا وَأَنَا بقَرْن الثَّعَالب ...». متفق عليه.

৪. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলেন: আপনার জীবনে কি উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়ে কঠিন দিন আর কখনও এসেছে? তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:"তোমার জাতির কাছ থেকে যে কষ্ট পেয়েছি তা তো পেয়েছিই। আর সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি "আকাবার" দিন। (তয়েফে) যখন আমি পেশ করলাম আমার দাওয়াত ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলালের নিকট। সে আমার ডাকে সাড়া দিল না। আমি বিষণ্ন অবস্থায় চলতে থাকলাম। আর 'কারনুস সা'আলিব' নামক স্থানে আমি জ্ঞান ফিরে পাই।----"[১]

عَنْ أَنَس ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:«لَقَدْ أُخفْتُ في اللَّـه وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذيتُ في اللَّه وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ منْ بَيْن يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لي وَلبلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبدٍ إلَّا شَيْءٌ يُوَاريه إبْطُ بلَالٍ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৫. আনাস [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: আল্লাহর পথে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭৯৫

দাওয়াত দিতে গিয়ে আমাকে যেমন ভয় দেখানো হয়েছে তেমন ভয় আর কাউকে দেখানো হয়নি। আমাকে যেমন কষ্ট দেওয়া হয়েছে এমন কষ্ট আর কাউকে দেওয়া হয়নি। আমার জীবনে এমনও মাস অতিবাহিত হয়েছে যে মাসে আমার আর বেলালের জন্য কোন খাদ্য ছিল না যা কোন প্রাণী খাবে তবে বেলালের বগল তার নিচে যতটুকু গোপন করে রাখতো ততটুকু ব্যতীত।”[১]

¿ নিন্দা-ভর্ৎসনা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মিথ্যা অপবাদে ধৈর্যধারণ করা:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

4 3 2 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

الذاريات: ٥٢ - ٥٤ Z < ; : 9 8 7 6 5

“এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছেন তখন তারা বলেছে: এ তো জাদুকর, না হয় পাগল।”
[সূরা যারিয়াত: ৫২]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + [

الأنعام: ١٠ Z 8 7

“নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ আর উপহাস করা হয়েছে। অত:পর যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিল তাদেরকে সে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।”
[সূরা আন‘আম:১০]

৩. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৪৭২ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৫১

"এ ছাড়া তারা আরও বলেঃ অলীক স্বপ্ন; বরং সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। অতএব, সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ"
[সূরা আম্বিয়াঃ ৫]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Q P ONML K J I H G F E D C [

الحجر: ٩٧ - ٩٩ Z W V U T S R

"আমি জানি যে, তাদের কথা-বার্তায় আপনার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর একিন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত আপনার রবের এবাদত করতে থাকুন।" [হিজরঃ ৯৭-৯৯]

৫. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Y X W VUTS R Q P O N M L K [

i h g f e d c b a ` _ ^] \ [Z

الحجر: ٦ – ٩ Z n m l k j

"তারা বলল: হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কুরআন নাজিল হয়েছে, আপনি তো একজন উম্মাদ। যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফয়সালার জন্যেই নাজিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। আমি স্বয়ং কুরআন নাজিল করেছি এবং আমি নিজেই তার সংরক্ষক।" [সূরা হিজরঃ৬-৯]

¿ শত্রুর সংখ্যা বেশি হলেও তাদের মোকাবেলায় অনড়-অটল ও দৃঢ় থাকা, বীরত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করাঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

0 / . - , + *) (' & % $ # " [

> = < ; : 98 7 6 5 4 321

? @ A B C Z يونس: ٧١

"এবং তাদের উপর পাঠ করুন নূহের সংবাদ, যখন তিনি তার জাতিকে বললেন: হে আমার জাতি! যদি আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের ব্যাপারাদি এবং তোমাদের ব্যাপারে যেন তোমাদের উপর অস্পষ্ট না থাকে। অত:পর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না।" [সূরা ইউনুস:৭১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা হুদ (আ:) সম্পর্কে বলেন:

98 7 6 4 3 2 1 0 / . - , + *) [

M L K I H G F E D C A @ ? > = < ; :

N O P Z هود: ٥٤ - ٥٦

"তিনি (হুদ আ:) বললেন: নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক স্থাপন করছ তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁকে ছাড়া তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও। অত:পর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি যিনি আমার ও তোমাদের রব। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর আয়ত্বের বাইরে। নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথের উপর আছেন।" [সূরা হূদ: ৫৪-৫৬]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[{ ~ نَّبِيٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ ©سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۟ وَمَا

ٱسْتَكَانُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ´ µ Z آل عمران: ١٤٦

"আর বহু নবী ছিলেন; যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরান:১৪৬]

¿ বিপদমুক্তি ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহর শক্তি ও কুদরত থেকে উপকৃত হওয়াঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

J I H G F E D C A @ ? > =

الأنبياء: ٨٣ – ٨٤ Z L K

"আর স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ আমি দু:খকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অত:পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দু:খকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত:; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।" [সূরা আম্বিয়াঃ ৮৩-৮৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ [

z y x w v u t s r q p o

الأنبياء: ٨٧ - ٨٨ Z (٨٨) ~ } |

"এবং মাছওয়ালার (ইউনুস আ:)-এর কথা স্মরণ করুন যিনি রাগ করে চলে গিয়েছিলেন। অত:পর মনে করে ছিলেন যে আমি তাকে সংকীর্ণতায় ফেলব না। এরপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেনঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি নির্দোষ, আমি গুনাহগার।

অত:পর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দু:চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আর আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।" [সূরা আম্বিয়া: ৮৭-৮৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَزَكَرِيَّآ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا © خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَٱسۡتَجَبۡنَا

لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا ´ µ ¦ ¸ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي

ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾ Z الأنبياء: ٨٩ - ٩٠

"আর স্মরণ করুন জাকারিয়ার কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে অআহ্বান করেছিল: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। অত:পর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তাদের দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" [সূরা আম্বিয়া:৮৯-৯০]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

W V U T ¦ R Q P O N M L K [

h g f e d c b a ` _ ^] \ [Z ¦ X

البقرة: ٦٠ Z j i

"স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন মূসা তাঁর জাতির জন্য পানি প্রার্থনা করলেন তখন আমি বললাম: আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন। অত:পর সে পাথর থেকে বারটি ঝর্না নির্গত হল। তাদের সব গোত্রই আপন আপন ঘাট চিনতে পারল। আল্লাহর দেওয়া রিজিক খাও ও পান কর আর জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না।" [সূরা বাকারা: ৬০]

¿ মর্যাদা ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের দা'ওয়াতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ ´ µ ¶ ¸
فَقَالُوا۟ سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ Z غافر: ٢٣ - ٢٤

"নিশ্চয়ই আমি মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট দলিলসহ। ফেরাউন, হামান ও কারুনের নিকট। তারা সবাই বলল: (মূসা) জাদুকর, মিথ্যাবাদী।" [সূরা গাফের: ২৩-২৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা মূসা (আ:)কে বলেন:

[i j k l m n o p q r s t u v w
x y z { | } ~ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ Z طه: ٤٢ - ٤٤

"তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও আর আমার স্মরণের ব্যাপারে শিথিলতা করিও না। তোমরা দু'জনেই ফেরাউনের নিকটে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে। তাকে নরম কথা বল সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।" [ত্ব-হা-৪২-৪৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنْ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ ».متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যদি আমার প্রতি দশজন ইহুদি ঈমান আনতো তাহলে গোটা ইহুদি জাতি ঈমান আনতো।"[১]

¿ ভিতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে দ্বীনের উপর দৃঢ়-বহাল থাকা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[Y Z [\ ] ^ _ ` a b c d e f g h
i j k l m n o p q r s t u v w x
Z هود: ١١٢ - ١١٣

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৯৪১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৯৩

"সুতরাং আপনি এবং আপনার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই দৃঢ় বহাল থাকুন যেমন আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং সীমালঙ্ঘন করবেন না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করছ তার প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখেন।" [সূরা হুদ: ১১২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা শু'আয়েব (আ:) সম্পর্কে বলেন:

] قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَءَيۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن ´ µ ¶ ¸ حَسَنٗاۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ Z هود: ٨٨

"আর আমি চাই না যে তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করি সে কাজে নিজেই আবার লিপ্ত হয়ে যাই। আমি তো সংশোধন করতে চাই সাধ্যানুযায়ী। আল্লাহ ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই। তারই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করি।" [সূরা হূদ: ৮৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা শু'আয়েব (আ:) সম্পর্কে বলেন:

- , + *) (' & % $ # " ! [

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

H G F E D C B A @ ? > = ; :

W V U T S R Q P O N M L K J I

٣٣ – ٣٠ :فصلت Z Y X

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অত:পর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুতি জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে

এবং বলে, আমি একজন মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী),তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?" [সূরা হা-মীম সেজদা:৩০-৩৩]

দশম পর্ব

আল্লাহর রাহে জিহাদ

এতে আছে:

১. খেলাফত ও শাসন: এতে রয়েছে:

১. খলিফার বিধানসমূহ
২. খলিফার প্রতি যা ওয়াজিব
৩. উম্মতের প্রতি যা ওয়াজিব

২. ফেতনার সময় নির্দেশনাবলী ও করণীয়

৩. আল্লাহর রাহে জিহাদ: এতে রয়েছে:

১. আল্লাহর রাহে জিহাদের ফজিলত
২. আল্লাহর রাহে জিহাদ ও মুজাহিদের বিধান

৪. অমুসলিমদের বিধান: এতে রয়েছে:

১. যিম্মীদের বিধান
২. নিরাপত্তাধারীদের বিধান
৩. চুক্তিপ্রাপ্তদের বিধান

قال الله تعالى:

' & % $ # " !)

(1 0 / . - , + ') (

[التوبة:٤١]

আল্লাহর বাণীঃ

“তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সনঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।” [সূরা তাওবা: ৪১]

১- খেলাফত ও শাসন
১-খলিফার বিধানসমূহ

¿ খলিফা নিয়োগ করার বিধানঃ

মুসলমানদের খলিফা নিয়োগ করা ফরজ। আর ইহা ইসলামের মূল্যবান সম্পদ রক্ষা, মুসলমানদের অবস্থার পরিচালনা এবং দণ্ড-সাজা বাস্তবায়ন, অধিকারসমূহ আদায়, আল্লাহর বিধান দ্বারা ফয়সালা এবং সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত করার জন্য।

(يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَـٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ à لَهُمۡ â شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ç è)
[ص/٢٦].

"হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, এতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর এবং খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।"
[সূরা স্ব–দ:২৬]

¿ দায়িত্বশীল কারাঃ

"উলুল আমর" তথা দায়িত্বশীল হলোঃ সরকারী আমীরগণ (মন্ত্রী ও শাসনকর্তারা) ও উলামাবৃন্দ। তাই উলামাবৃন্দ আল্লাহর শরিয়ত বয়ান করার ব্যাপারে আমাদের বিষয়াদির অভিভাবক। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

i h g f e d b a ` _ ^] \ [Z [
v u t s r q o n m l k j
w x y z Z النساء: ٨٣

“আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত: আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তকে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত।” [সূরা নিসা:৮৩]

আর আমীরগণ হলেন আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায় ও আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করার ব্যাপারে আমাদের বিষয়াদির অভিভাবক। যেমন আল্লাহ্ তা‘য়ালা বলেন:

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ â وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩) النساء/٥٩].

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নিদের্শ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ বিদসের উপর বিশ্বসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।” [সূরা নিসা:৫৯]

আর আমীরগণ উলামাবৃন্দ ছাড়া এবং উলামাবৃন্দ আমীরগণ ছাড়া কখনো দৃঢ় হতে পারবে না। আর আল্লাহর শরিয়ত জানার জন্য আমীরগণ উলামাবৃন্দের আশ্রয় নিবেন। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে আলেমগণ আমীরদেরকে ওয়াজ-নসিহত করবেন এবং আমীরদের প্রতি উলাবৃন্দের আনুগত্য করা জরুরি। আর আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে আমাদের প্রতি উলামাবৃন্দ ও আমীরগণের আনুগত্য করা জরুরি। আমিরগণ ও ওলামাগণ জীবনের আত্মা এবং তাঁরাই হলেন মানুষের কল্যাণ ও অনিষ্টের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ।

আর দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল আমীর ও আলেমদের মঙ্গলের মাঝে রয়েছে এবং তাদের বিপর্যয়ে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের বিপর্যয়।

হে আল্লাহ! আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ ও আমাদের দায়িত্তশীল আমীরদের সংশোধন করে দাও এবং তাদেরকে হেদায়েতদাতা ও হেদায়েতপ্রাপ্ত করে দাও। আর তুমি যা পছন্দ ও ভালবাস তার তওফিক তাদেরকে দান কর।

♦ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ â وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩) النساء/٥٩].

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নিদের্শ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ বিদসের উপর বিশ্বসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।” [সূরা নিসা:৫৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمــرْءِ الْمسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».
متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“মুসলিম ব্যক্তির প্রতি যা সে পছন্দ করে আর যা পছন্দ করে না পাপের নির্দেশ না হলে তা শুনা ও আনুগত্য করা জরুরি। আর যখন কোন পাপের নির্দেশ করা হবে তখন সে বিষয়ে শুনা ও আনুগত্য করা জরুরি নয়।”[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৭১৪৪ ও মুসলিম হা: নং ১৮৩৯ শব্দ তারই

¿ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুসাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতি:

নিম্নের যে কোন একটি পন্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুসাব্যস্ত হবে:

১. মুসলমানদের ঐক্যমতে এখতিয়ার করা। আর তাঁর নিয়োগ হবে পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী নেতৃবর্গ যেমন: ওলামাগণ, সৎব্যক্তিবর্গ ও বিশিষ্ট লোকজনের আনুগত্য স্বীকারের দ্বারা। যেমনভাবে মুসলিমগণ আবু বকর [ﷺ]কে নির্বাচন করেছিলেন।

২. পূর্বের রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দ্বারা তাঁর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হওয়া। যেমন আবু বকর [ﷺ] উমার ফারুক [ﷺ]-এর খেলাফাতের ঘোষণা করেছিলেন।

৩. পরহেজগারদের নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষের পরামর্শের ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া। অত:পর তাঁরা যার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করবেন তিনি হবেন। যেমন করেছিলেন উমার [ﷺ] জান্নাতের সুসংপ্রাপ্ত বাকি ছয়জনের মাঝে। এরপর তাঁরা উসমান [ﷺ]কে নির্বাচন করেন।

৪. মানুষের উপর জোরপূর্বক শক্তি দ্বারা কর্তৃত্ব নেয়া; যার ফলে মানুষ তার বশ্যতা স্বীকার করবে এবং তাকে রাষ্ট্রপতি বলে আহ্বান করবে। এ অবস্থায় আল্লাহর নাফরমানি নয় এমন কাজে জনগণের প্রতি তার আনুগত্য করা জরুরি। যেমন মু'আবীয় [ﷺ]-এর খেলাফাত।

খলিফা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত খেলাফতের আসনে থাকবেন যেমন খোলাফা রাশেদীন [ﷺ] ছিলেন। আর মুসলিমদের রাষ্ট্র প্রধান তাঁর সময় পর্যন্ত ক্ষমতায় বলবত থাকবেন। অথবা তিনি শক্তি হারিয়ে ফেলা পর্যন্ত থাকবেন যাতে করে চাটুকারিতা ও মুনাফেকী থেকে নিরাপদে থাকে।

¿ খেলাফত একমাত্র আল্লাহর হাতে:

খেলাফত ও রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন। তিনিই তাঁর কথা ও কাজে এবং নির্দেশে ও পরিচালনায় অবিজ্ঞ ও

অবিহিত। আর খেলাফত অর্জিত হয় ঈমান ও নেক আমল এবং ধৈর্য ও একিন দ্বারা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

e d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W[

آل عمران: ٢٦ Z r q p o n m k j h g f

"বলুন হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল" [সূরা আল-ইমরান:২৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

G F E D C B A @ ? > = < [

U T S R Q P O N M L K J I H

Z d c b a ` _ ^] [Z Y X W

النور: ٥٥

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎআমল করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই জমিনে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি খেলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা একমাত্র আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা কুফরি করবে তারাই অবাধ্য।" [সূরা নূর: ৫৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z U T S R P O N M L K J [

السجدة: ٢٤

"তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্যে থেকে ইমাম মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।" [সূরা সেজদাহ:২৪]

¿ আমীরদের নির্দেশের প্রকার:

রাষ্ট্র প্রধান ও আমীরদের নির্দেশ তিন প্রকার:

১. তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ প্রদান করবেন। এ অবস্থায় তাঁদের নির্দেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

২. তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা নিষেধ করেছেন তার নির্দেশ করেন। এ অবস্থায় তাঁদের কোন আনুগত্য করা যাবে না। কিন্তু তাঁদেরকে নসিহত করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে।

৩. শরিয়ত যা নির্দেশ বা নিষেধ করেনি এবং এর দ্বারা কোন কল্যাণ বাস্তবায়ন হয় ও শরিয়তের বিপরীত না। যেমন: ট্রাফিক, পৌরসভা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প ইত্যাদির নিয়ম ও নীতিমালা। এ অবস্থায় তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব।

¿ খেলাফতের উপযুক্ত:

যতদিন পর্যন্ত দ্বীন কায়েম থাকবে ততদিন খেলাফত কুরাইশদের মাঝে আর মানুষ তাদের অনুসারী:

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ». أخرجه البخاري.

১. মু'আবিয়া [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"নিশ্চয় এ বিষয় (খেলাফত) কুরাইশদের মাঝে যত দিন তারা দ্বীন কায়েম করবে। কেউ তাদের দুশমনি করলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করবেন।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৩৯

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ ». متفق عليه.

২. ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"কুরাইশদের দু'জন বাকি থাকা পর্যন্ত এ বিষয় (খেলাফত) তাদের মাঝেই থাকবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"এ (খেলাফত) ব্যাপারে মুসলমানরা মুসলমান কুরাইশদের অনুসারী আর অমুসলিমরা অমুসলিম কুরাইশদের অনুসারী হবে।"[২]

¿ সরকারী কোন পদ বা দায়িত্ব চাওয়া ও তার প্রতি লোভ করা নিষেধ:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لاَ تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ...». متفق عليه.

১. আব্দুল রহমান ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বলেন:"তুমি কোন পদ-দায়িত্ব চাইবে না; কারণ চাওয়ার পরে তোমাকে তা দেয়া হলে তার দিকেই তোমাকে সপর্দ করা হবে। আর যদি না চেয়ে তোমাকে তা দেয়া হয় তবে তার প্রতি তোমাকে সাহায্য করা হবে।---"[৩]

[১] . বুখারী হাঃ নং ৩৫০১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২০
[২] . বুখারী হাঃ নং ৩৪৯৫ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৫২
[৩]. বুখারী হাঃ ৭১৪৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৫২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ ». أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় তোমরা পদ-দায়িত্বের প্রতি লোভ করবে। আর ইহা তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিন আফসোস ও লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, স্তন্যদানকারিণী কতই না উত্তম (দুনিয়াই উপকার) আর দুধ ছাড়ানী মা কতই না জঘন্য।" (মৃত্যুর পর লজ্জা ও আফসোস) [১]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ: « إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ ».متفق عليه.

৩. আবু মূসা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এবং আমার জাতির আরো দু'জন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকটে প্রবেশ করলাম। দু'জনের একজন বলল: আমাদেরকে দায়িত্ব দান করুন হে আল্লাহর রসূল! দ্বিতীয় জনও অনুরূপ কথা বলল। নবী [ﷺ] বললেন: "যারা পদ-দায়িত্ব চায় এবং পাওয়ার লোভ করে আমি তাকে দায়িত্ব অর্পণ করি না।"[২]

¿ দায়িত্ব ও পদ থেকে বিরত থাকা, বিশেষ করে পদের হক আদায় করতে দুর্বলের জন্য:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ :«يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». أخرجه مسلم.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৪৮

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭১৪৯ শব্দ তারই ও মুসলিম ইমারত পর্বে হাঃ নং ১৭৩৩

আবু যার গেফারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল আমাকে দায়িত্ব দিবেন না? তিনি [ﷺ] বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমার কাঁধে তাঁর হাত মেরে বললেন:"হে আবু যার! তুমি দুর্বল। আর দায়িত্ব একটি আমানত এবং তা কিয়ামতের দিন হবে অপদস্ত ও লজ্জার কারণ। কিন্তু যে তার যথাযথ হক সহকারে গ্রহণ করবে এবং তার প্রতি দায়িত্বের যা তা আদায় করবে সে ছাড়া।"[১]

¿ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর ফজিলত ও জালেম বাদশাহর শাস্তি:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

المائدة: ٤٢ Z ? > = < ; : 9 8 7 6 5 [

"আর তোমরা ইনসাফ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।" [সূরা হুজুরাত:৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ....». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন ছায়াস্ত করবেন। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও আল্লাহর এবাদতে লালিত-পালিত যুবক-------- ।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ:« إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ». أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"নিশ্চয় ইনসাফকারীগণ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দয়াময়ের

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮২৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ১৪২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০৩১

ডান হাতের পার্শ্বে আলোর মিনারায় থাকবে। আর তাঁর দু'টি হাতই ডান। যারা তাদের বিচার ফয়সালায়, পরিবারে ও যার দায়িত্ব অর্পিত হয় তাতে ইনসাফ করে।" [১]

عَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ».متفق عليه.

৪. মা'কেল ইবনে ইয়াসার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে বান্দাকে আল্লাহ কোন জনগণের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। অত:পর সে তার জনগণের সাথে প্রতারণা করত: মারা যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।"[২]

¿ খেলাফত ও ইমামতী পুরুষদের জন্য নারীদের জন্য নয়:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ..لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ:« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ». أخرجه البخاري.

আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উষ্ট্রীর যুদ্ধের সময় এ কথাগুলো দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেন। যখন নবী [ﷺ]-এর নিকট এ কথা পৌঁছল যে, পারসিকরা পারাস্য-সম্রাট কেসরার মেয়েকে রাণী বানিয়েছে তখন তিনি [ﷺ] বলেন:"ঐ জাতি কখনো কল্যাণকামী হতে পারে না যারা তাদের দায়িত্বশীল বানায় কোন নারীকে।"[৩]

¿ খলিফার দায়িত্ব-কর্তব্য:

১. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী [ﷺ]কে বলেন:

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮২৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭১৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ১৪২ শব্দ তারই

[৩].বুখারী হাঃ নং ৭০৯৯

] وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ´ µ ¶ ¸ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ Z المائدة: ٤٩

“আর আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।”
[সূরা মায়েদা: ৪৯]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা তাঁর নবী দাউদ [عليه السلام]কে বলেন:

] يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ à لَهُمْ â شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ç è Z ص: ٢٦

“হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।”
[সূরা স্ব—দ:২৬]

¿ মানুষ রাষ্ট্রপতির সাথে কিভাবে বয়াত করবে:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت ﷺ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَط وَالْمَكْرَه، وَعَلَى أَثَرَة عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّه لَوْمَةَ

لَائِمٍ –وفي رواية بعد -أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ:« إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ». متفق عليه.

১. উবাদা ইবনে ছামেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সহজ ও কঠিন এবং পছন্দে ও অপছন্দে আর আমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকার দেয়ার সময় সর্ব অবস্থায় নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে বয়াত করি। এ ছাড়া যে সকল জিনিসের উপর বয়াত করি তা হলো: যোগ্যদের থেকে যেন দায়িত্ব ছিনিয়ে না নেই এবং সর্ব অবস্থাতেই আমরা যেন সত্য বলি। আর আল্লাহর ব্যাপারে যেন কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করি। (অন্য বর্ণনায় "যোগ্যদের থেকে যেন দায়িত্ব ছিনিয়ে না নেই।" এর পরে আছে। তিনি [ﷺ] বলেন:"কিন্তু যদি সুস্পষ্ট কুফরি দেখ, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট দলিল আছে।"[১]

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .متفق عليه.

- জারির ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ]-এর কাছে বয়াত করি শ্রবণ ও আনুগত্য করার প্রতি। তিনি [ﷺ] আমাকে তালকীন তথা জানিয়ে দিলেন যে, যতটুকু সম্ভবপর। আর প্রতিটি মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা।"[২]

¿ মুসলমানদের ঐক্যের মাঝে যে ফাটল সৃষ্টি করে তার বিধান:

عَنْ عَرْفَجَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». أخرجه مسلم.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৫৬ ও মুসলিম ইমারত পর্বে হাঃ নং ১৭০৯ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭২০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৫৬

আরফাজা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"তোমরা সকলে একজন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় যদি কেউ এসে তোমাদের শক্তিকে খর্ব করতে অথবা জামাতের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে চায়, তাকে তোমরা হত্যা কর।"[১]

♦ যখন এক সাথে দু'জন খলিফার বয়াত করা হয় তার বিধান:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا ». أخرجه مسلم.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন দু'জন খলিফার বয়াত করা হয় তখন তাদের মধ্যে দ্বিতীয় জনকে হত্যা কর।"[২]

♦ সর্বোত্তম ও সর্বনিকৃষ্ট শাসক:

عَنْ عَوْف بْنِ مَالك ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ:« لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَة ». أخرجه مسلم.

আওফ ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেন:"তোমাদের সর্বোত্তম শাসকগণ হলো: যাদেরকে তোমরা ভালোবাস এবং তাঁরাও তোমাদেরকে ভালোবাসে এবং তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে আর তোমরাও তাদের জন্য দোয়া কর। আর তোমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসকরা হলো যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে ও তোমরা যাদের

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৫২

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৫৩

প্রতি অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিশাপ করে।" বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করব না? তিনি [ﷺ] বললেন:"না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করবে। আর যখন তোমরা তোমাদের শাসকগোষ্ঠী হতে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন তাদের অপকর্মগুলোকে ঘৃণা করবে এবং আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিবে না।"[১]

[১] . মুসলিম হাঃ নং ১৮৫৫

২- খলিফার দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ

খেলাফত একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। আর এর পরিপূণ্যভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য খলিফার প্রতি কিছু বিষয় ওয়াজিব:

§ দ্বীন কায়েম করা:

আর ইহা দ্বীনের হেফাজত, তার দিকে দাওয়াত, তার প্রতি ছুঁড়েমারা সকল সংশয় ও সন্দেহের খণ্ডন, তার বিধান ও সাজাসমূহ আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দ্বারা মানুষের মাঝে বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আর এ সকল কাজের দ্বারাই দ্বীন কায়েম হয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[v w x y z { | ~ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن © عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ Z النحل: ١٢٥

"(হে নবী) তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর, (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তি তর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক (এটা) ভাল করেই জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে বিপদগামী হয়ে গেছে, (আবার) যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে রয়েছে তিনি তাঁর সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন।" [সূরা নাহল:১২৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن

سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ à لَهُمۡ â شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ç è Z ص: ٢٦

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে

কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।" [সূরা স্ব-দ:২৬]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] © ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم ´ µ ¶ ¸ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾ Z النساء: ٥٨

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।" [সূরা নিসা:৫৮]

৪. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] \ Z Y W V U T S R Q [

^ Z التحريم: ٩

" হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।" [সূরা তাহরীম: ৯]

§ পদ ও দায়িত্বসমূহের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] ~ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ﴿٢٦﴾ Z القصص: ٢٦

"নিশ্চয় অপনার চাকর হিসাবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।" [সূরা কাসাস:২৬]

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّـــةَ ».

متفق عليه.

২. মা'কেল ইবনে ইয়াসার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে কোন আমীর মুসলমানদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের জন্যে পরিশ্রম করবে না এবং তাদের কল্যাণ কামনা করবে না; সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১]

§ তাঁর কর্মচারীদের কথা ও কাজের মুহাসাবা তথা হিসাব-নিকাশ নেওয়া:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ:« فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ » ثَلَاثًا. متفق عليه.

আবু হুমাইদ আস-সাঈদী [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] আজদ গোত্রের একজন মানুষকে (যাকে বলা হত ইবনুল-উতবিয়্যাহ) জাকাত আদায়ের কাজে নিয়োগ দেন। লোকটি যখন জাকাত আদায় করে আগমন করল তখন বলল: ইহা তোমাদের জন্য আর ইহা আমার জন্য হাদিয়া। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "সে কেন তার বাবা বা মার বাড়ীতে বসে থেকে প্রতিক্ষা করে নাই যে, কে তাকে হাদিয়া দিচ্ছে আর কে দিচ্ছে না? যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! "যে কেউ এর মধ্য হতে কিছু নিবে সে তা রোজ কিয়ামতে তার কাঁধে করে বহণ করে হাজির হবে। যদি উট হয় তবে তার আওয়াজ হবে এবং গাভী হলে তার হাম্বা-হাম্বা শব্দ করবে ও ছাগল হলে ভ্যা-ভ্যা করবে।" অত:পর তিনি [ﷺ] তাঁর মোবারক হাত এমনভাবে উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর

---

[১]. বুখারী হা: নং ৭১৫০ মুসলিম হা: নং ১৪২ শব্দ তারই

বগলদ্বয়ের লোম দেখতে পাই। তিনি বলেন:"হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি। এভাবে তিনি তিনবার বলেন।"[১]

§ জনগণের অবস্থার খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের বিষয়াদি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ». متفق عليه.

ইবনে উমার [রাঃ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেছেন:"সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। রাষ্ট্রপতি মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল সে তার দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল সে তার দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামীর বাড়ি ও সন্তানদের দায়িত্বশীলা সে তার দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল সে তার দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। "সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।"[২]

§ জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাদের জন্য কল্যাণ কামনা এবং দোষ-ত্রুটি তালাশ না করা:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا :لِمَنْ ؟ قَالَ:« لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ ». أخرجه مسلم.

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৫৯৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩২

২. বুখারী হাঃ নং ৮৯৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২৯ শব্দ তারই

১. তামীম দারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:“দ্বীন হলো অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা ও সৎপরামর্শ দেওয়া।” আমরা বললাম:কার জন্যে? তিনি [ﷺ] বললেন:“আল্লাহর জন্যে, তাঁর কিতাবের জন্যে, তাঁর রসূলের জন্যে, মুসলমানদের আয়িম্মা তথা রাষ্ট্রপতি ও তার প্রতিনিধি এবং ওলামাদের জন্যে এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্যে।”[১]

عَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّـــةَ ». أخرجه مسلم.

২. মা'কেল ইবনে ইয়াসার [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:“যে কোন রাষ্ট প্রধান মুসলমানদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। অত:পর তাদের জন্য প্রচেষ্টা ও কল্যাণ কামনা করবে না সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”[২]

৬. বিভিন্ন বিষয়ে শুরাসদস্যদের সাথে পরামর্শ করা:

১. আল্লাহর বাণী:

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

“তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং একে অপরকে পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।” [সূরা মায়েদা:২]

: 9 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

آل Z K J I HG E D C B A ? > = < ;

عمران: ١٥٩

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৫

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৪২

‘‘আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের মাফ করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা কামনা করুন এবং আপনি তাদের (সাহাবাদের) সাথে কার্যক্ষেত্রে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।” [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

৭. জাতির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা:

১. আল্লাহর বাণী:

(| } ~ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ © رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾) [التوبة/١٢٨].

“তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ–কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।” [সূরা তাওবা:১২৮]

عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا:« اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ». أخرجه مسلم.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার এ ঘরে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে তাদের প্রতি কঠোরতা করে; তুমি তার প্রতি কঠোরতা করুন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে তাদের প্রতি কোমলতা করে তুমিও তার প্রতি কোমলতা করুন।”[১]

[১]. মুসলিম হা: নং ১৮২৮

৮. জনগণের জন্য উত্তম আদর্শ-নমুনা হওয়াঃ

২. আল্লাহর বাণীঃ

(o n m l k) [القلم/٤].

"নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা কালাম:৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

~ } | { z y x w v u t s [

إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا © وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾

خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ﴿٧٦﴾ Z الفرقان: ٧٤ - ٧٦

"এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে পরহেজগারদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা কত উত্তম।" [সূরা ফুরকান:৭৪]

৪. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

Z U T S R P O N M L K J [السجدة: ٢٤

"তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে আয়িম্মা (অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ) মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।" [সূরা সেজদা:২৪]

¿ মুসলিমদের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখা এবং তাদের ভুল-ত্রুটি তালাশ না করা।

§ আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

1 0 / . - + *) (' & % $ # " ! [

C B A @ > = ; : 9 8 7 6 5 4 2

الحجرات: ١٢ Z D

"মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও গিবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত: তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" [সূরা হুজুরাত:১২]

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ ». أخرجه أبو داود.

২. মু'আবিয়া [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যদি তুমি মানুষের দোষ-ত্রুটি তালাশ কর, তবে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে অথবা তাদের বিপর্যয়ে পতিত করার নিকটবর্তী হয়ে যাবে।"[১]

¿ **রাষ্ট্রপতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী ও তাঁর উপদেষ্টা-মন্ত্রী পরিষদ সৎ লোকদের নির্বাচন করবে:**

§ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

التوبة: ١١٩ Z J I H G F E D C B [

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" [সূরা তাওবা:১১৯]

§ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ৪৮৮৮

- , *) (' & % $ # " ! [

> = < ; : 9 8 7 6 5 3 2 1 0 / .

? @ A Z الكهف: ٢٨

“আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবে না।” [সূরা কাহ্ফ:২৮]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى ».

أخرجه البخاري.

৩. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেছেন:“আল্লাহ যে কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং যে কোন খলিফা নিয়োগ দিয়েছেন তাঁর দু’ধরণের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী রয়েছে। প্রথম প্রকার সঙ্গী-সাথী (মন্ত্রী পরিষদ) যারা তাকে সৎকর্মের আদেশ এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর দ্বিতীয় প্রকার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী (মন্ত্রী পরিষদ) যারা তাকে অনিষ্টকর কর্মের আদেশ করে এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। সুতরাং, নিরাপদ ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা‘য়ালা হেফাজত করেন।”[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৯৮

৩- উম্মত-জাতির প্রতি ওয়াজিবসমূহ

খলিফার জন্য মুসলমানদের প্রতি ওয়াজিব হলো:

১. আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে তাঁর আনুগত্য করা:

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ â وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾ Z النساء: ٥٩

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর (রাষ্ট্রপতি ও তার প্রতিনিধি এবং ওলামাগণ) তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (কিতাব ও সহীহ হাদীস)-এর প্রতি প্রত্যাপণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা:৫৯]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ». متفق عليه.

(খ) ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"পছন্দে-অপছন্দে মুসলিম ব্যক্তির প্রতি (খলিফার নির্দেশ) শুনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন নাফরমানির নির্দেশ করে তবে তা শুনা ও মানা চলবে না।"[১]

২. নসিহত করা ও সৎ পরামর্শ দেওয়া:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا :لِمَنْ ؟ قَالَ:« لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ ». أخرجه مسلم.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩৯ শব্দ তারই

তামীম দারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:" দ্বীন হলো অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা ও সৎপরামর্শ দেওয়া।" আমরা বললাম: কার জন্যে? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর জন্যে, তাঁর কিতাবের জন্যে, তাঁর রসূলের জন্যে, মুসলমানদের আয়িম্মা তথা রাষ্ট্রপতি ও তার প্রতিনিধি এবং ওলামাদের জন্যে এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্যে।"[১]

৩. ন্যায় ও সত্য বিষয়াদিতে তাঁর সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করা:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা: ২]

৪. শাসকগোষ্ঠি ও অন্যান্যদের সাথে ধোঁকাবাজি ও খেয়ানত না করা:

১. আল্লাহর বাণী:

@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5)

(K J I H G F E D C B A

[الأنفال/٢٧-٢٨]

"হে ঈমানদারগণ! খেয়ানত করো না আল্লাহর সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে–শুনে। আর জেন রাখ, তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুত: আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা সওয়াব।"

[সূরা আনফাল:২৭-২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ». أخرجه مسلم.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৫

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"যে আমাদের প্রতি অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১]

৫. দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে জুলুমে স্বীকার ও অন্যদের অগ্রাধিকার দেখলে ধৈর্যধারণ করা:

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا ؟ فَقَالَ :« إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ ». متفق عليه.

১. উসাইদ ইবনে হুযাইর [ﷺ] থেকে বর্ণিত। একজন আনসারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে একাকী মিলে বলল: অমুককে যেমন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন আমাকেও সেরূপ কর্মচারী নিয়োগ দিবেন না? তখন তিনি [ﷺ] বলেন:"যখন তোমরা আমার পরে স্বার্থপরতা ও অগ্রাধিকার দেওয়া দেখবে তখন আমার সাথে হাউজে কাওসারে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে।"[২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ». متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"যে তার রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে কিছু ঘৃণা করবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে; কারণ যে তার বাদশাহর আনুগত্য থেকে এক বিঘত খারিজ হয়ে মারা যায় তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হয়।"[৩]

§ শাসনকর্তাদের আনুগত্য করা যদিও তাঁরা অধিকার হতে বঞ্চিত করেন:

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১৪৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৭৯২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৫ শব্দ তারই

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭০৫৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৯

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّه! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالثَة فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ:« اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ».

أخرجه مسلم.

সালামা ইবদে ইয়াযিদ আল-জু'ফী [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করে বলেন: হে আল্লাহর নবী! যদি আমাদের প্রতি এমন শাসনকর্তাগণ নিয়োগ হয়, যারা আমাদের প্রতি তাদের অধিকারসমূহ চায় আর আমাদের অধিকারসমূহ নিষেধ করে। এমতাবস্থায় আমাদেরকে কি আদেশ করেন? রসূলুল্লাহ [ﷺ] তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অত:পর আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি [ﷺ] আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অত:পর দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে সালামাকে আশআস ইবনে কাইস [ﷺ] টেনে নিলেন। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:" তাদের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে; কারণ তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তারা দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী।"[১]

§ সর্বাবস্থায়, বিশেষ করে ফেৎনা প্রকাশের সময় মুসলমানদের জামাতবদ্ধ ও রাষ্ট্রপতির সাথে থাকা ওয়াজিব:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَان ﷺ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّا كُنَّا فِي جَاهلِيَّة وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلكَ الشَّرِّ منْ خَيْرٍ ؟

قَالَ نَعَمْ وَفِيه دَخَنٌ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ منْهُمْ وَتُنْكرُ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلكَ الْخَيْرِ منْ شَرٍّ ؟

---

১. মুসলিম হা নং ১৮৪৬

قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟

قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟

قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ». متفق عليه.

১. হুজাইফা ইবনে ইয়ামান [ﷻ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত আর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে। এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে বসবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও অনিষ্টের মাঝে ছিলাম। অত:পর আল্লাহ আমাদের জন্যে এ কল্যাণ এনেছেন। আচ্ছা এ কল্যাণের পর আবার কি অনিষ্ট রয়েছে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, আমি আবার বললাম: আচ্ছা এ অনিষ্টের পর আবার কি কল্যাণ রয়েছে? তিনি [ﷺ] বললেন: "হাঁ, তবে এর মাঝে ধোঁয়া আছে।" আমি বললাম: ধোঁয়া আবার কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "এমন এক জাতি আসবে যারা আমার সুন্নত ছেড়ে অন্য সুন্নত পালন করবে এবং আমার হেদায়েত বাদ দিয়ে অন্য হেদায়েত গ্রহণ করবে। তাদের হতে ভাল-মন্দ সবই পাবে।" আমি আবার বললাম: আচ্ছা এ ধোঁয়া মিশ্রিত কল্যাণের পরে আবারো কি অকল্যাণ আছে? তিনি [ﷺ] বললেন: "হাঁ, জাহান্নামের দরজার দাঈরা তথা আহ্বানকারীরা। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করুন। তিনি [ﷺ] বললেন: "হ্যাঁ, তারা আমাদের মধ্যের এক জাতি যারা আমাদের ভাষায় কথা বলবে।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল যদি সে সময় আমাকে পেয়ে বসে তবে কি করব? তিনি [ﷺ] বললেন:"তখন তুমি মুসলমানদের জামাত ও রাষ্ট্রপতিকে অপরিহার্য করে নিবে।" আমি বললাম: যদি মুসলমানদের সম্মিলত কোন জামাত ও রাষ্ট্রপতি না থাকে তবে কি

করব? তিনি [ﷺ] বললেন:"তাহলে সমস্ত দল ছেড়ে দিয়ে একাকী থাকবে, যদিও গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরে হয় না কেন। আর মৃত্যু আসা পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের জামাত ত্যাগ করবে। অত:পর মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে। আর যে লক্ষহীন রাষ্ট্রপতি ছাড়া গোমরাহী ঝাণ্ডার নিচে যুদ্ধ করে এবং নিজের দলের জন্য রাগ করে অথবা দলের দিকে আহ্বান করে কিংবা দলের জন্যই সাহায্য করে এমতাবস্থায় সে নিহত হলে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মুত্যু। আর যে আমার উম্মতের উপর বিদ্রোহ করে এবং তার সৎ-অসৎ সকলকে হত্যা করে ও তার মুমিনদের হতে বিরত থাকে না। আর অঙ্গিকার করত: ব্যক্তির অঙ্গিকার পূরণ করে না, সে আমার সুন্নত বহির্ভূত আর আমিও তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।"[২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৬০৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৭ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৮

৩. ইবনে আব্বাস [﵁] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেন:“যে তার দেশের প্রধানের কিছু অপছন্দ জিনিস দেখবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে; কারণ যে (মুসলমানদের) জামাত এক বিঘত ত্যাগ করত: মারা যাবে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।”[১]

§ রাষ্ট্রপতি ও তাঁর প্রতিনিধিদের শরিয়ত বিরোধী কাজের হিকমত সহকারে প্রতিবাদ করা ওয়াজিব এবং যতক্ষণ তাঁরা সালাত আদায় করবেন ততক্ষণ তাঁদের বিরোধিতা না করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

s r p o n m l k j i h g f [

ٱلْبَيِّنَـٰتُ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ ~ } | { z y x w v u t

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ Z آل عمران: ١٠٤ ــ ١٠٥

“তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দেবে আর খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম। আর ওদের মত হয়ে যেয়ো না যারা নিদর্শনাবলী আসার পরেও দলাদলি ও মতানৈক্য করেছে। তাদের জন্যেই রয়েছে কঠিন শাস্তি।”
[আল-ইমরান: ১০৪-১০৫]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا ».
أخرجه مسلم.

উম্মে সালামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:“তোমাদের উপর এমন আমীর নিয়োগ করা হবে যাদের কিছু কর্ম তোমরা সৎ জানবে আর কিছু কর্ম অসৎ জানবে।

---

[১] . বুখারী হাঃ নং ৭০৫৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৯

অতএব, যে ঘৃণা করবে সে বেঁচে যাবে। আর যে প্রতিবাদ করবে সে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং অনুসরণ করবে সে ধ্বংস হবে! তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদেরকে হত্যা করব না? তিনি [ﷺ] বললেন:“ না, যতক্ষণ তারা সালাত কায়েম করবে।”[১]

[১] . মুসলিম হাঃ নং ১৮৫৪

২- ফেতনার সময় নির্দেশনা ও করণীয়

¿ ফেতনার মূল:

সকল প্রকার ফেতনা আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তাঁর সৃষ্টিগত নিয়ম। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে কাফেরদের থেকে এবং সত্যবাদীদেরকে মিথ্যুক হতে আলাদা প্রমাণ করার জন্য এসব দ্বারা পরীক্ষা করেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[s t u v w x y z { | } ~ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ © ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾ Z العنكبوت: ٢ -٣

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।" [সূরা আনকাবুত:২-৪]

আর যখন ফেতরা আবশ্যকীয়ভাবে ঘটবেই তখন সে ব্যাপারে জ্ঞান থাকা জরুরি। এ ছাড়া সে বিষয়ে প্রস্তুতি ও তার বিপদ থেকে ভয় করা ও তা হবে বাঁচার পন্থা জানা একান্তভাবে প্রয়োজন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَمَآ ´ µ ¶ ¸ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا ﴿٢٠﴾ Z الفرقان: ٢٠

"আপনার পূর্বে যত রসুল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে-বজাওে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি, তোমরা সবর কর কি না। আপনার পালনকর্তা সবকিছু দেখেন।"[সূরা ফুরকান:২০]

ফেতনা অনেক প্রকার। বর্তমানে একটি অপরটির উপর পুঞ্জীভূত মেঘের ন্যায় প্রাধান্য লাভ করতেছে। অন্ধ ও বধিরকেও ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দিচ্ছে, যেন ইহা রাত্রির অন্ধকারের অংশ। আর উদ্যেলিত হচ্ছে কঠিন শ্রোতের মত। যাতে বিবেকবানদের বিবেক উড়ে যাচ্ছে এবং মরে যাচ্ছে তাতে অন্তরসমূহ। বড় কঠিন যেখানে কেউ কাকে দয়া করছে না এবং শক্তিশালী যার জন্য কেউ দাঁড়াতে পারছে না। আর আল্লাহ যাকে নিরাপদে রাখেন সে ব্যতিত কেউ বাঁচতে পারছে না।

১. আল্লাহ তা'য়ার বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ... أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ Z الأنفال: ٢٤ - ٢٥

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখে, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত: তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষত: শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম। আরো জেনে রেখ যে, আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠোর।" [সূরা আনফাল:২৪-২৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:"ফেতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তির ফেতনা দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির ফেতনা চাইতে হালকা হবে। চলন্ত ব্যক্তির ফেতনার চাইতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে। এ সময় দৌড়ানো ব্যক্তির চাইতে চলন্ত ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে। আর যে ব্যক্তি এ ফেতনার প্রতি

চোখ উঁচু করে দেখবে সে তাতে পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি ফেতনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা করে সে যেন তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে।"[১]

عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ:« هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ». متفق عليه.

৩. উসামা [রা:] থেকে বর্ণিত, নবী [দ:] মদিনার ঘর-বাড়ির প্রতি উঁকি দিয়ে বলেন:"আমি যা দেখছি তা কি তোমরা দেখছ? আমি তোমাদের ঘড়-বাড়ির মাঝে মেঘের স্থানসমূহের মত ফেতনা দেখছি।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ». متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [দ:]কে বলতে শুনেছেন:"তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কাফের হয়ে যেও না।"[৩]

¿ ফেতনার প্রকাশ:

১- আল্লাহ তা'য়ালার বলেন:

; 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

J I H G F E D C B A @ ? > = <

١٥٧ - ١٥٥ :البقرة Z S R Q P N M L K

"আর আমি অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সরবকারীদের–যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।

[১]. বুখারী হা: নং ৩৬০১ মুসলিম হা: নং ২৮৮৬

[২]. বুখারী হা: ১৮৭৮ মুসলিম হা: নং ২৮৮৫

[৩]. বুখারী হা: নং ৭০৭৭ মুসলিম হা: নং ৬৬

তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।"
[সূরা বাকারা:১৫৫-১৫৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ] لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا Z ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:"দুইটি বিশাল বড় দলের মাঝে কঠিন যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। তাদের দাবী হবে একই। এরপর প্রকাশ পাবে প্রায় ত্রিশজন মিথ্যুক, যাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে সে রসূল। কিয়ামতের পূর্বে শরিয়তের জ্ঞান উঠে যাবে, বেশি বেশি ভূমিকম্প হবে, সময়ের বরকত কমে যাবে, ফেতনা-ফ্যাসাদ প্রকাশ পাবে, অহরহ খুন হবে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা এমন হারে বেড়ে যাবে যে দান-খয়রাত গ্রহণ করার কেউ থাকবে না, দালান-কোঠা নিয়ে মানুষ গৌরব করবে, মানুষ কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলবে যদি এ স্থানে আমি হতাম, সূর্য পশ্চিম হতে উদিত হবে। এ দেখে সকল মানুষ ঈমান আনবে। আর ইহাই হলো ঐ সময় যার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী:

[5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B H Z الأنعام: ١٥٨

"সেদিন এমন কোন ব্যক্তির ঈমান তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে ঈমান আনেনি কিংবা স্বীয় ঈমান অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি।" [সূরা আনআম:১৫৮][১]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ:« سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنْ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ». أخرجه البخاري.

৩. উম্মে সালামা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] এক রাতে আতঙ্কিত অবস্থায় জেগে বলেন:"সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালা ধনভাণ্ডর থেকে কি যে নাজিল করেছেন? ফেতনা হতে কি যে অবতীর্ণ করা হয়েছে? কে কামরাবাসীদেরকে তথা তাঁর স্ত্রীগণকে জাগিয়ে দেবে; যাতে করে তারা সালাত আদায় করে। দুনিয়ার অনেক সম্মানি ব্যক্তিরা আখেরাতে অসম্মানি হবে।"[২]

¿ ফেতনার সূক্ষ্ম বুঝ:

ফেতনার কিছু লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যা তা জানতে ও তা হতে বাঁচাতে এবং নাজাত পেতে সাহায্য করে।

প্রথম: ইহা তার শুরুতে মানুষের জন্য সুশোভিত হয়ে প্রাকাশ পায় যাতে তারা খপ্পড়ে পড়ে। এ ছাড়া তাতে বাড়াবাড়ি করে এবং বিশাল আশা পোষণ করে। অত:পর যারা তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তারা দ্রুত লজ্জিত ও আফসোস করতে থাকে।

দ্বিতীয়: ইহা পতিত হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর যে এ আগুন জ্বালিয়েছে তার প্রতি তা নিভানো বড় কঠিন হয়ে যায়। এ ছাড়া বিবেকবানরাও এ থেকে বোকাদেরকে বিরত রাখতে অপারোগ হয়ে

[১]. বুখারী হা: নং ৭১২১ মুসলিম হা: নং ১৫৭

[২]. বুখারী হা: নং ৭০৬৯

যায়। এরফলে তারা অশান্তির মাঝে পড়ে এবং শুকনা ও কাঁচা সবকিছুকেই খেয়ে ফেলে।

তৃতীয়ঃ ফেতনা মানুষের বিবেককে বিলুপ্ত করে ফেলে; যার কারণে মানুষের অন্তসমূহ মরে যায় যেমন মরে যায় তার শরীর। আর তার দ্বীন চলে যায় যেমন চলে যায় তার দিনগুলো। অতএব, যখন মুসলিম ব্যক্তি যা হালাল জানত তা হারাম জানবে এবং যা হারাম মনে করত তা হালাল মনে করবে, তখন বুঝতে হবে যে, সে ফেতনায় পতিত পড়ে গেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z i h g f e d c b a ` _ ^] [
النور: ٦٣

"অতএব, যারা তাঁর (রসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে শতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" [সূরা নূর:৬৩]

¿ ফেতনার শুরু:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِـــن النـــوم مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ:« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَـــوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ---قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُـــولَ اللَّـــهِ أَنَهْلِـــكُ وَفِينَـــا الصَّالِحُونَ قَالَ:« نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ». متفق عليه.

১. জাইনাব বিন্তে জাহশ [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] ঘুম থেকে লাল বর্ণ চেহারা নিয়ে জেগে উঠে বলেন:"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, সন্নিকটে ফেতনায় আরবদের জন্য ধ্বংস। ---আজ ইয়াজুজ-মাজুজের দরজা খুলে গেছে। জাইনাব [রা] বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে সৎব্যক্তিরা উপস্থিত

থাকা অবস্থায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি [ﷺ] বলেন:"হ্যাঁ, যখন নোংরামি বেড়ে যাবে।"[১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ:« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». أخرجه البخاري.

২. ইবনে উমার [রাঃ] থেক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"হে আল্লাহ! আমাদের শাম ও ইয়ামেন দেশে বরকত দান করুন। সাহাবী বলেন, তারা (সাহাবাগণ) বলেন, আমাদের নাজদে (ইরাকে) বরকত। সাহাবী বলেন, তিনি [ﷺ] বলেনঃ হে আল্লাহ! আমাদের শাম ও ইয়ামেন দেশে বরকত দান করুন। সাহাবী বলেন, তারা (সাহাবাগণ) বলেন, আমাদের নাজদে (ইরাকে) বরকত। সাহাবী বলেন, তিনি [ﷺ] বলেনঃ সেখানে ভূমিকম্প ও ফেতনা হবে এবং সেখানই উদিত হবে শয়তানের শিং।"[২]

¿ ফেতনার অনিষ্টতাঃ

যেসব মজলিসে গিবত, চুগলখোরি, বলা হয়েছে ও বলেছে কথার্বতা ঘটে সেসব মজলিস সবচেয়ে জঘন্য মজলিস; কারণ এসবে জন্ম নেয় ফেতনা, অনিষ্ট এবং এর আগুন ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে; যা এমন কঠিন আকার ধারণ করে যে, তা নিভানো বড় কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমনকি যারা এ আগুন জ্বালিয়েছে তাদের উপরও তা বুঝানো কঠিন হয়ে যায়।

এমন কিছু কথা আছে যার দ্বারা প্রবাহিত হয় রক্ত। আর মানুষের মন্দ স্বভাবগুলো উল্লেখ করা তাদের রক্তপাতে সহযোগিতা করে এবং তাদের ঘড়-বাড়ি বিনষ্ট করে। এ ছাড়া কোন মুসলিমের ব্যাপারে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৫৯ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ২৮৮০

[২]. বুখারী হাঃ নং ১০৩৭

কুধারণা করা বা অন্যায়ভাবে তাকে কুফরি ফতোয়া দেয়া তাকে খুন করার চাবি এবং তার সম্মানে হানা দেয়া বটে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ à فَأُوْلَٰٓئِكَ â ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾ Z الحجرات: ١١

"হে মুমিনগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা পাপ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই জালেম।" [সূরা হুজুরাত:১১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

1 0 / . - + *) (' & % $ # " ! [

C B A @ > = ; : 9 8 7 6 5 4 2

الحجرات: ١٢ Z D

"হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা পাপ। আর গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত: তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" [সূরা হুজুরাত:১২]

عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُــهُ كُفْرٌ». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া ফাসেকি (পাপ) কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফরি।”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৮ মুসলিম হাঃ নং ৬৪

ফেতনা থেকে নিরাপদে থাকার পন্থা

¿ উম্মত ফেতনার বিপদ থেকে নিরাপদে থাকার কিছু বিষয়:

প্রথম: ফেতনার উৎসগুলো শুকানো এবং তার মাধ্যমসমূহ বন্ধ করা। আর ফেতনার শুরুটা বিনষ্ট করা এবং এর পিছনে ছুটে এমন বোকাদের হা ধরে বিরত রাখা। কতই না একনিষ্ঠ মূর্খ ব্যক্তির ভাল নিয়ত তার অজ্ঞতার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করে, যা সে ভাবতেই পারে না। আর উম্মতকে ফেতনায় ডুবিয়ে মারে যতিও সে ভাবে তার চাইতে বড় দয়ালু আর কেউ নেই। এ ছাড়া কতই না মুনাফেক তার জিভ দ্বারা ভক্ষণ করে এবং তার কথা দ্বারা ফেতনার আগুন জ্বালাই।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z c b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U [

البروج: ١٠

"যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অত:পর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।"
[সূরা বুরুজ:১০]

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ ». أخرجه البخاري.

২. নু'মান ইবনে বাশীর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আল্লাহর বিধিবিধানে অবহেলা প্রদর্শনকারীর এবং তা লঙ্ঘনকারীর উদাহরণ হলো: ঐ লোকদের মত যারা একটি ষ্টিমারে

লটারী করে কেউ উপর তলায় আর কেউ নিচ তলায় সিট পেল। এরপর নিচের লোক পানির জন্য উপরে অতিক্রম করলে তারা কষ্ট পায়। তাই নিচের লোক কুড়াল নিয়ে ষ্টিমারের নিচে ছিদ্র করা শুরু করল। অত:পর উপরের লোকেরা এসে তাকে বলল: তোমার কি হয়েছে? সে বলল: আপনারা আমার দ্বারা কষ্ট পান অথচ আমার পানি ছাড়া উপাই নেই। এরপর যদি উপরের লোকেরা তার হাতে ধরে তাকে ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখে, তবে তাকে এবং নিজেদেরকে বাঁচাবে। আর যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।"[১]

দ্বিতীয়: অনিষ্ট থেকে ভয় করা একটি উত্তম পন্থা:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه: إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ:« نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ:« قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ:« نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه: صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: « هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ:« فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ».متفق عليه.

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মানুষ কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। আর অকল্যাণ আমাকে পেয়ে বসবে এ ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতাম অনিষ্ট-অকল্যাণ সম্পর্কে।

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৬৮৬

আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও অনিষ্টকর যুগে ছিলাম। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের কল্যাণে এনেছেন। আচ্ছা এ মঙ্গলের পর আবারও কি অমঙ্গল আসবে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, আমি আবার বললাম: আচ্ছা এ অনিষ্টের পর আবারও কি কল্যাণ আসবে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ধোঁয়া থাকবে। আমি বললাম: ধোঁয়া আবার কি? তিনি [ﷺ] বললেন: ধোঁয়া হলো, এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার হেদায়েত পরিহার করে অন্যদের হেদায়েত গ্রহণ করবে। তাদের মাঝে কিছু ভাল পাবে আর কিছু মন্দও দেখবে। আমি বললাম: আচ্ছা এ ধোঁয়া মিশ্রিত কল্যাণের পর কি আর কোন অনিষ্ট আসবে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর দ্বীনের পথে এক শ্রেণীর আহ্বানকারী, যারা জাহান্নামের দরজার উপর হতে জান্নাতের নামে আহ্বান করবে। তাদের ডাকে যারা সাড়া দেবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি [ﷺ] বললেন: তারা আমাদের জাতির (মুসলিম) মানুষ। তারা আমাদের (ইসলামের) ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম: যদি সে আবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহলে কি নির্দেশ করেন। তিনি [ﷺ] বললেন: সম্মিলিত মুসলমানদের জামাত ও ইমামের সঙ্গে থাকবে। আমি বললাম: যদি সম্মিলিত মুসলমানদের কোন জামাত ও ইমাম (রাষ্ট্রপতি) না থাকে তবে কি করব? তিনি [ﷺ] বললেন: ঐ সমস্ত দল ছেড়ে একাকী থাকবে; যদিও গাছের শিকড় দাঁত দ্বারা ধরে হোক না কেন। আর এভাবে মৃত্যু আসা পর্যন্ত থাকবে।"[১]

তৃতীয়: ফেতানার সময় রব্বানী আলেমদের সঙ্গে থাকা; কারণ ফেতনা হচ্ছে অন্ধকার রাত্রির একটি টুকরা। এ অন্ধকারে চলন্ত ব্যক্তি ধ্বংসের মুখে যদি তার সাথে ঈমান ও জ্ঞানের আলো না থাকে; যা তাকে পথ দেখিয়ে দেবে। এ ছাড়া ফেতনা থেকে তাকে নাজাত দেবে। আর তা হলো কুরআনুল কারীম।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩৬০৬ মুসলিম হা: নং ১৮৪৭ শব্দ তাঁরাই

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Q P O N L K J H G F D C B A @[

Z R الأنعام: ١٠٤

"তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদের্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের প্রতি পর্যবেক্ষক নই।" [সূরা আন'আম:১০৪]

রব্বানী আলেমগণ হলেন নূহ [ﷺ]-এর কিস্তির মত। যে ব্যক্তি তাঁদের থেকে দূরে থাকবে এবং বিপরীত করবে সে পানিতে ডুবন্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রব্বানী আলেম সমাজ হলেন উম্মতের নক্ষত্ররাজি; তাঁরাই তো মানুষকে তাদের দ্বীন শিখাবেন, ফরজসমূহ কিভাবে আদায় করবে তা বর্ণনা করে দেবেন। আর বলে দিবেন কিভাবে হারাম থেকে দূরে থাকবে। এ ছাড়া তাদেরকে নেকি ও তাকওয়ার কাজের সহযোগিতার নির্দেশ এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করা হতে বারণ করবেন।

আর যখন আলেম সমাজ মারা যাবেন তখন মানুষ হয়রান-পেরেশানে পড়ে যাবে এবং সত্য থেকে বক্র পথে চলে যাবে। এ ছাড়া জ্ঞান উঠে যাবে, অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে এবং ফেতনা বেড়ে যাবে। আর নি:সন্দেহে ফেতনার প্রচার ও প্রসার জ্ঞান ও আলেমদের চলে যাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"আল্লাহ মানুষ থেকে জ্ঞানকে একেবারে

ছিনিয়ে নিবেন না। বরং আলেমদেরকে উঠিয়ে নিয়ে জ্ঞান উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে প্রধান (মুফতি) বানিয়ে নেবে। অত:পর তারা জিজ্ঞাসিত হবে এবং জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দেবে। এর ফলে পথভ্রষ্ট হবে নিজেরা এবং মানুষকেও পথভ্রষ্ট করবে।"[১]

আল্লাহ তা'য়ালা আলেম সমাজকে উম্মতের ধ্বংস থেকে বাঁচানোর এক উপায় বানিয়েছেন। তাই ফেতনা যখন আগমন করে তখন প্রতিটি আলেম তা বুঝতে পারেন। আর ফেতনা যখন ধ্বংসলীলা ঘটিয়ে চলে যায় তখন প্রতিটি অজ্ঞরা জানতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

i h g f e d b a ` _ ^] \ [Z [

v u t s r q o n m l k j

٨٣ :النساء Z z y x w

"আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত: আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত!" [সূরা নিসা:৮৩]

ফেতনার অনিষ্ট থেকে বাঁচার গুরুত্বপূর্ণ পন্থা এবং ভ্রষ্টতা ও বক্রতা হতে হেফাজত ও ধ্বংস থেকে নাজাতের উপায় হচ্ছে: আল্লাহর কিতাবকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরা, আলেমদের সাথে থাকা এবং তাঁদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যেমনটি আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দ্বীনকে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০০ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৩

শক্তিশালী ও হেফাজত করেছেন আবু বকর [رضي الله عنه]-এর দ্বারা রিদ্দতের সময়। এ ছাড়া অন্যান্য হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামাদের দ্বারাও।

ঈমানী সমাজকে রব্বানী আলেমগণ পরিচালিত করেন। যাঁদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞান ও হেদায়েতের মিনারা বানিয়েছেন। আর জাহেলি সমাজে বিশৃঙ্খলা ও মিথ্যার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর এমন সমাজকে গ্রাস করে আসওয়াদ আনাসীর মত লোকেরা যেমনটি হয়েছিল ইয়ামেনে এবং ইয়ামামাতে মুসাইলামাতুল কায্যাব।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

1 0 / . - , + * (' & % $ # " ! [

? > = < ; : 9 8 7 6 5 3 2

Z النحل: ٤٣ – ٤٤

"আপনার পূর্বেও আমি অহি মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিববৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা নাহ্‌ল:৪৩-৪৪]

চতুর্থ: জামাতুল মুসলিমীনের সাথে থাকা। আর জামাত হলো আহলে ঈমান ও মুত্তাকীরা যাতের সাথে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা থাকে। মনে রাখতে হবে সমস্ত উম্মত কখনো ভ্রষ্টতার উপরে ঐক্যমত হবে না এবং উম্মত যতনিদ থাকবে ততদিন সত্য থাকবে।

আল্লাহ তা'য়ালা সত্যের উপর একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দেশ এবং দলাদলি থেকে নিষেধ কেরছেন। অতএব, জামাতবদ্ধতা হলো রহমত এবং দলাদলি হলো জহমত। জামাতের পরিণাম হলো আল্লাহর দয়া, সন্তুষ্টি ও অনুকম্পা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ-শান্তি। আর

দলাদলির পরিণতি আল্লাহর শাস্তি, অভিশাপ, অসন্তুষ্টি এবং দুনিয়া-আখেরাতে অশান্তি।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

O N M L K J I H F E D C B A [

^ \ [Z Y X W V U T S R Q P

m l k j i h g f e d c b a ` _

{ z y x w v u t s r p o n

| { ~ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ Z آل عمران: ١٠٣ ــ ١٠٥

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অত:পর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহর কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। এরপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পার। আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম। আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে–তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আজাব।”
[সূরা আল-ইমরান:১০৩-১০৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

M L K J I H G F E D C B A @ ? > [

النساء: ١١٥ Z S R Q O N

"যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলিমের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাই যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।"
[সূরা নিসা:১১৫]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، -وفيه-قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ:« فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ».متفق عليه.

৩. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মানুষ কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। আর অকল্যাণ আমাকে পেয়ে বসবে এ ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতাম অনিষ্ট-অকল্যাণ সম্পর্কে। আমি বললাম: যদি সে আবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহলে কি নির্দেশ করেন। তিনি [ﷺ] বললেন: সম্মিলিত মুসলমানদের জামাত ও ইমামের (রাষ্ট্রপতির) সঙ্গে থাকবে। আমি বললাম: যদি সম্মিলিত মুসলমানদের কোন জামাত ও ইমাম না থাকে তবে কি করব? তিনি [ﷺ] বললেন: ঐ সমস্ত দল ছেড়ে একাকী থাকবে; যদিও গাছের শিকড় দাঁত দ্বারা ধরে হোক না কেন। আর এভাবে মৃত্যু আসা পর্যন্ত থাকবে।"[১]

নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় জামাতবদ্ধ থাকার উপকারি শক্তিশালী কারণ। এ ছাড়া নিরাপত্তা ও কল্যাণ হাসিলের জন্য একটি বিশাল উপায়। ইহা ফেতনাকে মূলোৎপাটন করতে না পারলেও তার আগুন বুঝিয়ে দিতে সক্ষম এবং তার ক্ষতিকে বিরত রাখতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[১]. বুখারী হা: নং ৩৬০৬ মুসলিম হা: নং ১৮৪৭ শব্দ তাঁরাই

] ٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ´ µ ¶ ¸

ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ Z العنكبوت: ٤٥

“আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।” [সূরা আনকাবূত:৪৫]

পঞ্চম: খবররাদির যাচাই-বাছাই করা; কারণ ফেতনা বলা হয়েছে এবং বলেছে এমন কথা দ্বারাই প্রসার লাভ করে থাকে। আর বিশাল আকার ধারণ করে প্রচার ও বাতিল দ্বারা।

সবচেয়ে দ্রুত ফেতনার আগুনে নিপতিত হয় মূর্খ, অহঙ্কারী, ধোকাবাজরা; যারা উম্মতকে প্রতিটি বালা-মুসিবত ও ফেতনার দিকে টেনে নিয়ে যায়। কোন মাথা হতে বের হয়েছে এবং কোন মাটিতে প্রবেশ করেছে তা না জেনে বলা কথার উপর ভিত্তি করেই ফেতনার জন্ম নিতে থাকে।

তাই উম্মতের সাথে সম্পৃক্ত বা তার কোন ব্যক্তি কিংবা মূল বিষয়ের খবরাদির সত্যতার যাচাই-বাছাই করা ওয়াজিব। আর শুধুমাত্র বর্ণানাকারীর প্রতি বিশ্বাস যথেষ্ট হবে না বরং নিশ্চিত হওয়া জরুরি; কারণ মানুষের নফসের ভিতরে পক্ষ্যপাতিত্য, মন পূজা ও শাহওয়াতের প্রভাব পড়ে। এ ছাড়া শয়তানের কুমন্ত্রণা ও লোভ-লালসাও কাজ করে থাকে।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

> ? @ Z الحجرات: ٦

“মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে করে অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।” [সূরা হুজুরাত:৬]

♦ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[t u v w x y z { | } ~ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ © فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ ´ µ ¶ ¸ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ Z النساء: ٩٤

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলা না যে, তুমি মুসলিম নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর। বস্তুত: আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমন ছিলে ইতিপূর্বে; অত:পর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন।" [সূরা নিসা:৯৪]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا Z قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ] تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Z: تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ.متفق عليه.

♦ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী:"এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলনা যে, তুমি মুসলিম নও।" এ সম্পর্কে বলেন: একজন মানুষ তার ছাগল পালে ছিল। সেখানে মুসলিম দল গিয়ে পৌঁছলে ঐ ব্যক্তি আসসালামু 'আলাইকুম, বলার পরেও তাকে তারা হত্যা করে তার ছাগলগুলো নিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা "তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ

কর।” এ পর্যন্ত আয়াতটি নাজিল করেন। জীবনের সম্পদ তালাশ কর মানে ছাগল পাল।”[১]

আর মুসলিম ব্যক্তি যখন নিশ্চিতভাবে খবর জানবে তখন তা সাধারণের মাঝে তা প্রচার না করাই উত্তম; কারণ প্রতিটি জানা বিষয় বলা ঠিক না। আর প্রতিটি শুনা কথা বর্ণনা করাই একজন মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আর যদি আমরা কিছু বলতেই চাই, তবে মুত্তাকী আলেমদেরকে বলব; কারণ আমরা যা জানি না তাঁরা তা জানেন। আল্লাহর বাণী:

i h g f e d b a ` _ ^] \ [Z [

v u t s r q o n m l k j

النساء: ٨٣ Z z y x w

“আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত: আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত!” [সূরা নিসা:৮৩]

আর আল্লাহ তা'য়ালা যার পদস্খলন ঘটে তার ব্যাপারে নির্দেশ করেছেন গোপন রাখতে ও নসিহত এবং মীমাংসা ও সমাধান করতে। তাই কারো জন্য পর্দা উঠানো এবং গোপন তথ্য প্রচার ও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা জায়েজ নেই।

আর ফাসেকের (পাপীষ্ঠের) জন্য আল্লাহর বিশেষ দয়া হলো তার বিপর্যয় সংশোধন করা ওয়াজিব; যদিও সে বড় ধরনের শক্তিশালী ও বিরোধিতাকারী হোক না কেন। আর যে অন্যের ত্রুটির পর্দা উঠাবে

[১]. বুখারী হা: নং ৪৫৯১ শব্দ তাঁইর মুসলিম হা: নং ৩০২৫

আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার ঘরের ভিতরে হলেও অপদস্ত করে ছাড়বেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ Z النور: ١٩

"যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মাঝে ব্যভিচার প্রকাশ লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানে, তোমরা জান না।" [সূরা নূর:১৯]

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ». متفق عليه.

২. মুগীরা ইবনে শু'বা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিসকে ঘৃণা করেন। বলা হয়েছে ও বলেছে এমন ভিত্তিহীন কথা বলা, সম্পদ বিনষ্ট করা এবং বেশি বেশি প্রশ্ন করা।"[১]

এতএব, প্রতিটি মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব হলো সববিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। সে প্রচারিত বিষয়কে সত্য মনে করবে না; যাতে করে সে এবং অন্যান্যরা ফেতনা ও অপবাদের পাপ থেকে নিরাপদে থাকতে পারে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنْ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আখেরী জামানায় দাজ্জাল ও মিথ্যুক জন্ম নিবে, যারা এমন কথা শুনাবে যা না তোমরা আর না তোমাদের বাবারা শুনেছ। অতএব, তাদের থেকে

[১]. বুখারী হা: নং ১৪৭৭ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১২ ও ৫৯৩ ফয়সালা অধ্যায়ে

সাবধান! তাদের থেকে সাবধান! তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে এবং ফেতনায় পতিত না করতে পারে।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنُ عَبَّاس: قال: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نسَاءَهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نسَاءَهُ -وفيه- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ:« لاَ ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجدَ وَالْمُسْلمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ قَالَ:« نَعَمْ إِنْ شئْتَ». أخرجه مسلم.

- ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনে খাত্তাব আমাকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, যখন নবী [ﷺ] তাঁর স্ত্রীগণ থেকে একাকী হয়ে যান তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করি। সে সময় মানুষ (মাটিতে) কঙ্কর মারতে ছিল এবং বলতেছিল যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। (এ হাদীসে আছে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? তিনি [ﷺ] বলেন: না, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, মানুষরা কঙ্কর মারতে ছিল এবং বলতেছিল যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি কি মসজিদে গিয়ে তাদেরকে খবর দেব যে, আপনি তালাক দেননি। তিনি [ﷺ] বলেন: হ্যাঁ, যদি তুমি চাও।"[২]

মানুষ যাকিছু জানে সবই বলবে এমটা ঠিক নয়। বরং যদি হেকমত ও উপকারিতা চুপ করাতে হয় তবে চুপ থাকায় ওয়াজিব। আর ইহা বিপর্যয়কে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে ফেতনায় সময় যা সৎ ও অসৎ সকলকে থাপ্পড় মারে। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন সে ব্যতিরেকে।

---

[১].মুসলিম হা: নং ৭

[২]. মুসলিম হা: নং ১৪৭৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ. أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে জ্ঞানের দু'টি থলে মুখস্ত করেছি। তার মধ্যে একটি প্রচার করেছি। আর অপরটি যদি প্রচার করি তবে এ কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে।"[১]

ষষ্ঠ: জবানের হেফাজত:

প্রতিটি মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব হলো তার জিভকে বিরত রাখা এবং প্রত্যেক বাতিল হতে সকল সময় ও অবস্থাতে হেফাজত করা। আর বিশেষ করে ফেতনার সময় হেফাজত করা তাকিদ সহকারে প্রয়োজন। কেননা সে সময় অনর্থক কথাবার্তা বেড়ে যায় এবং কথা বলা ও শুনার চাহিদা অধিক হয়ে পড়ে। এ ছাড়া কান যাকিছু বলা ও প্রচার করা হয় তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Z الإسراء: ٣٦

"যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়বেন না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" [সূরা বানি ইসরাঈল:৩৬]

অতএব, জবানকে এমন প্রতিটি শব্দ থেকে হেফাজত করতে হবে যা ফেতনাকে বাড়িয়ে দেয় এবং তার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাই বিবেকবান ব্যক্তি তার জবানকে আল্লাহ যা পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্টি হন যেমন: জিকির, দোয়া ও দা'ওয়াতে ব্যস্ত রাখেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. বুখারী হা: নং ১২০

_ ^] \ Z Y X W U T S R Q P [

` a b Z الإسراء: ٥٣

“আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথায় বলে। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।” [সূরা বানি ইসরাঈল:৫৩]

নড়াচড়ার দিক থেকে জবান সবচেয়ে সহজ একটি অঙ্গ যা মানুষের প্রতি মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই তো মানুষ যখন তার জিভকে ছেড়ে দেয় তখন কতই না বিপর্যয় ও অনিষ্ট সৃষ্টি হয়। জীবিত ও মৃতদের সম্মানে অপবাদ দেয় এবং বলা হয়েছে এমন ও শুনা কথা দ্বারা উম্মতের ঐক্যকে ছিন্ন করে ফেলে ও বিভিন্ন ধরনের বাতিল আওয়াজ উঠে।

অতএব, জবানকে হেফাজত করা ও বিরত রাখা সকল কল্যাণের মূল। আর জবানকে ছেড়ে দেয়া সব অনিষ্টের মূল এবং জবান থেকে যা উড়ে যায় তা ফেরৎ নেয়া অসম্ভব।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ a فَأُوْلَٰٓئِكَ â ٱلظَّٰلِمُونَ ١١ Z الحجرات: ١١

“হে মুমিনগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকে পাপ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই জালেম।” [সূরা হুজুরাত:**১১**]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـــالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّـــهُ عَنْهُ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:"প্রকৃত মুসলিম হলো যার জবান ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলিমরা নিরাপদে থাকে। আর মুহাজির (হিজরতকারী) হলো যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে।"[১]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ». أخرجه البخاري.

৩. সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:"যে ব্যক্তি তার জবান ও লজ্জাস্থানের যিম্মাদার হবে আমি তার জন্যে জান্নাতের যিম্মাদার হব।"[২]

আর অনর্থক কথাবার্তা থেকে চুপ থাকায় রয়েছে নিরাপদ এবং চুপ থাকা এবাদতের চাবিকাঠি। তাই ধৈর্যশীল ও নিশ্চুপ ব্যক্তি কখনো লজ্জিত হয় না। আর যার কথা বেশি তার ভুলও বেশি এবং যার ভুল বেশি তার পাপও বেশি। এ ছাড়া যার পাপ বেশি সেই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। তাই তো বিবেকবান ব্যক্তি প্রয়োজন ও সওয়াবের আশা ছাড়া কথা বলেন না।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[u v w x y z { | } ~ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ © فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ Z الأحزاب: ٧٠ – ٧١

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ

[১]. বুখারী হা: নং ১০ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৪০

[২]. বুখারী হা: নং ৬৪৭৪

ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আহজাব:৭০-৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ كَانَ يُؤْمنُ باللَّه وَالْيَوْمِ الْآخرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ باللَّه وَالْيَوْمِ الْآخرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ باللَّه وَالْيَوْمِ الْآخرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"[১]

জবান হলো ক্ষতিকর হিংস্র জন্তু, যে তাকে মুক্ত করে দেবে তাকে সে খেয়ে ফেলবে। অতএব, তার থেকে শতর্ক থাকা ওয়াজিব।

মনে রাখতে হবে যে, চুপ থাকার সবচেয়ে ছোট উপকার হলো নিরাপদ লাভ করা এবং এর দ্বারা সুস্থ থাকা যায়। আর কথা বলার সবচেয়ে ছোট ক্ষতি খ্যাতি লাভ এবং এর দ্বারা মানুষ বিপদে পড়ে। আর কথা মানুষের বন্দী কিন্তু যখন তা মানুষ থেকে বের হয়ে যায় তখন সেই তার বন্দী হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক কথকের কথা জানেন।

ق: ١٨ Z B A @ ? > = < ; : [

"সে যে কথায় উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" [সূরা ক্বফ:১৮]

যুদ্ধ ক্ষেত্রে তালুয়ারের চাইতে ফেতনায় সময় মুখের কথা বেশি ধারালো। আর নফ্সে আম্মারা আল্লাহ যাকে দয়া করবেন সে ছাড়া মানুষকে অসার কথা, গিবত, চোগলখোরী, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মিথ্যা,

[১]. বুখারী হা: নং ৬০১৮ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৪৭

লোকাচারী ও শুনানী এবং ফেতনা ইত্যাদির গভিরে প্রবেশ করতে নির্দেশ দেয়। যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেতনার আগুন জ্বালাই। অতএব, ইহা থেকে সাবধান থাকার চেষ্টা করবেন।

] وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Z الإسراء: ٣٦

"যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়বেন না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।"
[সূরা বানি ইসরাঈল:৩৬]

ফেতনার সময় মানুষের সাথে ঐভাবে মিলবে যেমন আগুনের সাথে মিলে থাকেন। তা হতে যা উপকারী তা গ্রহণ করুন এবং যা আপনাকে জ্বালিয়ে দেয় তা থেকে সাবধান থাকুন। আর ফেতনা যখন অগমন করে তখন হেকমতের সাথে তার মোকাবেলা করুন এবং ঈমানকে সত্যায়ন করুন। এ ছাড়া তাকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। তাই যখন ফেতনা ব্যাপক হয়ে যাবে এবং তার ধোঁয়া অন্ধকার করে ফেলবে তখন নিজের জিবকে ভাইদের থেকে বিরত রাখার নিয়তে একাকীত্ব অবলম্বন করুন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ à ﴿٦٨﴾ Z الأنعام: ٦٨

"যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।" [সূরা আন'আম:৬৮]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّـــه بِنَفْـــسه

وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ». متفق عليه.

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে বলল, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি [ﷺ] বললেন:" মুমিন মুজাহিদ যে তার জানমাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। তারা বলল, অত:পর কে? তিনি বললেন: মুমিন ব্যক্তি যে কোন গিরি পথে অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচাই।"[১]

সপ্তম: প্রতিটি অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা; কারণ সবর প্রত্যেক অবস্থায় প্রশংসনীয়। বিশেষ করে বিপদ ও ফেতনার সময়। আর সবর সবচেয়ে বড় বিষয় যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা দান করেন। এ ছাড়া সবর হলো বিপদ দূর হওয়া ও সহজতার চাবিকাঠি।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[u v w x y z { | } ~ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ

ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ © يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ ´ µ ¶ ¸

فَارْغَبْ ﴿٨﴾ Z الشرح: ١ – ٨

"আমি কি আপনার বক্ষউন্মুক্ত করে দেইনি? আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝ, যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দু:সহ। আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। আর আপনার পালনকর্তার প্রতি মোননিবেশ করুন।"

[সূরা ইনশিরাহ:১-৮]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ:« مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৮৮৬ মুসলিম হা: নং ১৮৮৮ শব্দ তাঁরই

اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْـــرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ». متفق عليه.

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত। কিছু আনসারী মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট যে যা চাইল তিনি তাকে তাই দিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর নিকট যা ছিল সব শেষ হয়ে গেল। তাঁর হাতে যা ছিল তা নি:শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে বললেন:"আমার নিকট কোন সম্পদ থাকলে তা তোমাদেরকে না দিয়ে নিজের কাছে জমা রাখি না। আর যে কারো নিকট চাওয়া থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে সবর করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে সবর দান করবেন। আর যে অন্যের অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী বানাবেন। আর সবরের চাইতে সর্বোত্তম ও ব্যপক দান আর কিছুই নেই।"[১]

আর ফেতনা যখন মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং পাপ বেড়ে যায়, নাফরমানি ছড়িয়ে পড়ে তখন মুসলিম ব্যক্তির কঠিনভাবে সবর করা জরুরি হয়; যার দ্বারা সে কঠিন পরিস্থিতি ও ফেতনার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾ Z آل عمران: ٢٠٠

"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।" [সূরা আল-ইমরানর:২০০]

আর যখন বিবেকের খুঁটি ক্ষমাশীলতা তখন সবর হলো সবকিছুর মূল। আর মানুষ বিবেকর উচ্চশিখরে ততক্ষণ পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ তার ক্ষমাশীলতা অজ্ঞতার উপরে এবং সবর মুনের চাহিদার উপরে বিস্তার লাভ করতে না পারে। আর সবচেয়ে বড় বাহাদুর তো সেই ব্যক্তি

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৪৭০ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং

যে তার অজ্ঞতাকে ক্ষমাশীলতা দ্বারা দূর করে এবং সবচেয়ে সম্মানি ব্যক্তি হলো যে দ্বীনের জন্য তার জীবন ও দুনিয়া দান করে।

i h g f e d c b a ` ^] \ [Z[

y x w v u t s r q p o n m l k j

z { | } ~ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ Z فصلت: ٣٤ – ٣٦

"সমান নয় ভাল ও মন্দ। জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা হা-মীম সেজদা:৩৪-৩৬]

যা দ্বারা মানুষ নিজেকে ভূষিত করে তার মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্র হলো কোমল আচরণ, ক্ষমাশীলতা ও লজ্জা। আর যে কোমল আচরণ হতে বঞ্চিত সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে মাহরুম। ক্ষমাশীলতা চরিত্রের সরদার এবং লজ্জশীলতা হলো ঈমানের শাখাসমূহের একটি শাখা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[E F G H I J K L Z الأعراف: ١٩٩

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকুন।" [সূরা আ'রাফ:১৯৯]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُود عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ:« يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ: « قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ ». متفق عليه.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহুদিদের একটি দল নবী [ﷺ]-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি নেয়। অত:পর বলে, 'আসসাম 'আলাইকা' অর্থাৎ আপনার মুত্যু হোক। আমি বলি, বরং তোমাদের প্রতি মৃত্যু ও অভিশাপ বর্ষিত হোক। এ সময় তিনি [ﷺ] বলেন: হে আয়েশা! নিশ্চয় আল্লাহ কোমল, তিনি প্রতিটি ব্যাপারে কোমলতাকে পছন্দ করেন। আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: আমি বলেছি: তোমাদের প্রতিও।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ قالت قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ». أخرجه مسلم.

৩. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"নিশ্চয় কোমলতা যে জিনিসের মাঝে হয় তার সুন্দর্য বেড়ে যায় এবং যে জিনিসের মধ্য হতে তা ছিনিয়ে নেয়া হয় তা অসুন্দর্য হয়ে পড়ে।"[২]

জেনে রাখুন! ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ হতে। তাড়াহুড়া ও অস্থিরতা কঠিন রোগ যার পরিণাম আফসোস ও লজ্জা। অতএব, বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট করুন, পরিণাম নিয়ে ভাবুন এবং বিপদে সবর করুন আল্লাহ আপনাকে ভাল বাসবেন সাথে থাকবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾ Z الروم: ٦٠

"অতএব, আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।" [সূরা রূম:৬০]

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ

[১]. বুখারী হা: নং ৬৯২৭ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২১৬৫

[২]. মুসলিম হা: নং ২৫৯৪

فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِه فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه وَيُمْــشَطُ بِأَمْــشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِه مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه وَاللَّه لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّــا اللَّـــهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». أخرجه البخاري.

২. খাব্বাব ইবনে আরত [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে অভিযোক করি। এ সময় তিনি কাবা ঘরের ছায়াতে তাঁর চাদর বালিশ বানিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আমাদের জন্য সাহায্য চাইবেন না? তিনি [ﷺ] বলেন:"তোমাদের পূর্বে মানুষকে নিয়ে এসে মাটিতে গর্ত করে সেখানে পুঁতে দেয়া হত। অত:পর তার মাথায় করাত রেখে ফেড়ে দুই ভাগ করা হত। এরপরেও ইহা তাকে তার দ্বীন থেকে বিরত করতে পারেনি। আর লোহার চিরণী দ্বারা হাড় ও রোগ হতে শরীরের মাংস আলাদা করে নেয়া হত। তার পরেও তাকে তার দ্বীন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আল্লাহর শপথ! এ দ্বীন পূর্ণতা লাভ করবে যেদিন একজন আরোহী সান'আ থেকে হাজরামওত পর্যন্ত চলবে যখন আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। অথবা নেকড়েকে ছাগল ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা শুধু তাড়াহুড়া করছ।"[১]

অষ্টম: নেক আমল দ্বারা ফেতনার মোকাবেলা করা। ফেতনার দিনগুলোকে নবী [ﷺ]-এর দিক নির্দেশনা হলো নেক আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া; কারণ ইহাই হলো সত্য ও হেদায়েতের উপর দৃঢ় থাকার সর্বচেয়ে বড় মাধ্যম ও কারণ। মনে রাখতে হবে যে, নফ্‌স সত্য দ্বারা ব্যস্ত না থাকলে বাতিল দ্বারা ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

[১]. বুখারী হা: নং ৩৬১২

O N M L K J I H G F E D C

\ [Z Y W V U T S R Q P

النساء: ٦٦ – ٧٠ Z e d c b ` _ ^]

“আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেড়িয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে। আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব। আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব। আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম। এটা হলো আল্লাহ-প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।” [সূরা নিসা:৬৬-৭০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:“তোমরা ফেতনার সময় দ্রুত নেক আমল করবে; কারণ ইহা অন্ধকার রাত্রির টুকরা। সকাল বেলার মুমিন সন্ধা বেলা কাফের হয়ে যাবে। অথবা সন্ধা বেলার মুমিন সকাল বেলা কাফের হয়ে যাবে। মানুষ দুনিয়ার সামন্য কিছুর বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করবে।”[১]

---

[১]. মুসলিম হা: নং১১৮

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ ذَاتَ لَيْلَـــةٍ فَقَـــالَ:« سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ». أخرجه البخاري.

৩. উম্মে সালামা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] এক রাতে ঘুম থেকে জেগে বললেন:"সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে ফেতনার কি যে নাজিল করা হয়েছে? ধন-সম্পদের ভাণ্ডরের কি যে খুলে দেয়া হয়েছে? কামরাবাসীদেরকে জাগাও। দুনিয়ার অনেক সম্মানি ব্যক্তিরা আখেরাতে অসম্মানি হবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ الدُّخَانَ أَوْ الدَّجَّالَ أَوْ الدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ». أخرجه مسلم.

৪. আবু হুরাইরা [রা:] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"ছয়টি জিনিস আসার পূর্বে নেক আমল দ্রুত কর। সূর্য তার পশ্চিম গনন থেকে উদিত হওয়া অথবা ধোঁয়া বের হওয়া কিংবা দাজ্জালের প্রকাশ বা জন্তুর আগমন অথবা তোমাদের কারো মৃত্যু বা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া।"[২]

আর সালাত হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহ সর্বপ্রকার বালা-মসিবত দূর করেন। অতএব, মুমিন ব্যক্তি যখন আতঙ্কিত হবে বা কোন মসিবতে পতিত হবে কিংবা তার প্রতি বিপদ কঠিন আকার ধারণ করবে তখন সে আল্লাহ অভিমুখী হবে এবং দ্রুত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

] وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى © ﴿٤٥﴾ Z البقرة: ٤٥

[১]. বুখারী হা: নং ১১৫
[২]. মুসলিম হা: নং ২৯৪৭

“সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু বিনয়ী লোকদের ছাড়া।” [সূরা বাকারা:৪৫]

আর সৎকর্মশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সম্মানি। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তার স্থান উঁচু করে দেন এবং কখনো তাকে লাঞ্ছিত করেন না।

X W V U T S R Q P O M L K J [

d c a ` _ ^] \ [Z Y

e f Z الحج: ٤٠ - ٤١

“আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়াভুক্ত।”
[সূরা হাজ্ব:৪০-৪১]

সকল সৎকর্ম অসৎকর্মের বিপদ থেকে দূরে রাখে। আর ফেতনার সময় এবাদতে মশগুল ব্যক্তি মানুষ থেকে তার দয়াময় পালনকর্তার এবাদতে নিবেদিত হয়, তার সওয়াব ঐ মুহাজির ব্যক্তিন ন্যায় যে তার দ্বীন নিয়ে তাদের থেকে ভেগে যায় যারা তাকে বাধা দেয়।

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْعِبَـادَةُ فِـي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ». أخرجه مسلم.

মা'কেল ইবনে ইয়াসার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “ফেতনার সময় এবাদত আমার নিকট হিজরত করার মত।”[১]

নবমঃ ফেতনাকে দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দোয়া করা।

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২৯৪৮

আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং তাঁর প্রতি বিনয়ী হওয়া সবচেয়ে বড় হাতিয়ার; যার মাধ্যমে নাজিল হয় সাহায্য এবং দূর হয় বালা-মসিবত।

[. / 0 1 2 3 4 5 6 Z المؤمنون: ٧٦

"আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না।" [সূরা মুমিনূন:৭৬]

আর ফেতনার সময় বিবেক উড়ে যায় এবং অন্তর পেরেশানে পড়ে ও বিপদ কঠিন আকার ধারণ করে। এ সময় মুমিনের জন্য তার পালনকর্তা ছাড়া আর কোন আশ্রয় ও নাজাতের উপায় থাকে না।

] وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ ´ µ ¶ ¸ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ Z الأنعام: ٤٢ – ٤٣

"আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অত:পর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। অত:পর তাদের কাছে যখন আমার আজাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুত: তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল।"
[সূরা আন'আম:৪২-৪৩]

ফেতনা অনেক যার মাঝে বিষয়াদি ঘোরপাক খেয়ে যায় এবং তাতে সত্যের চেহারা লুকিয়ে থাকে ও তালগোল পাকিয়ে ফেলে। আর এ থেকে নাজাতের পথ হলো সর্বশক্তিশালী আল্লাহকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরা। এ ছাড়া আল্লাহর সাহায্য চাওয়া এবং তার নিকট বেশি বেশি দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

8 7 6 5 4 3 1 0 / . - [

9 : ; Z غافر: ٦٠

“তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার এবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ হবে লাঞ্ছিত হয়ে।” [সূরা মুমিন:৬০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ Z البقرة: ١٨٦

“আর বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে–বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য কর এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস কর তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।” [সূরা বাকারা:১৮৬]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:« يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي

صَعِيد وَاحد فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَان مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَ ممَّا عنْدي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُـــمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». أخرجه مسلم.

৩. আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর পালনকর্তা বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:“হে আমার বান্দা! আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি। অতএব, আপোসে তোমরা কেউ কারো প্রতি জুলুম করবে না।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলে পথভ্রষ্ট। কিন্তু আমি যাকে হেদায়েত দিয়েছি। অতএব, তোমরা আমার কাছে হেদায়েত চাও আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দিব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। কিন্তু আমি যাকে খাদ্য দান করি। অতএব, তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলে বস্ত্রহীন। কিন্তু যাকে আমি বস্ত্র দান করি সে ব্যতিরেকে। অতএব, তোমরা আমার নিকট বস্ত্র তলব কর আমি তোমাদেরকে বস্ত্র পরাব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল করে থাক আর আমি সকল প্রকার পাপ মাফ করি। অতএব, তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেব।

হে আমার বান্দারা! নিশ্চয় তোমরা আমার কোন ক্ষতি করার সামথ্য রাখ না, যে আমার কোন ক্ষতি করবে। আর তোমার আমার কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখ না, যে আমার উপকার করবে।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের আগের ও পরের এবং মানুষ ও জিন সকলে তোমাদের মাঝের সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাও তাতে ইহা আমার রাজত্বে কোন প্রকার বৃদ্ধি পাবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের আগের ও পরের এবং মানুষ ও জিন সকলে তোমাদের মাঝের সবচেয়ে বেশি জঘন্য ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাও তাতে ইহা আমার রাজত্বে কোন প্রকার কমতি হবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের আগের ও পরের এবং মানুষ ও জিন সকলে একটি ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে চাও, আর আমি প্রত্যেককে তার চাওয়া-পাওয়া দান করি তাতে আমার নিকট যা আছে তার ততটুক কমবে যতটুক সাগরে একটি সূচ প্রবেশ করালে কমবে।

আমি তো শুধুমাত্র তোমাদের আমলগুলো তোমাদের জন্য গুণে রাখি। অত:পর তার পূরণ করব। অতএব, যে ব্যক্তি ভাল পাবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে আর যে এর বিপরীত পাবে সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভর্ৎসনা না করে।”[১]

সবযুগে ও প্রতিটি অবস্থাতে দোয়া ও আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা হলো মুমিনের ভারি অস্ত্র।

নূহ [ﷺ] দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেন।

C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 [

S R Q P O N M L K J I H G F E D

– ٩ :القمر Z a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T

١٤

“তাদের পূর্বে নূহেন সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল: এ তো উন্মাদ। তারা তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। অত:পর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল: আমি অক্ষম, অতএব, তুমি সাহায্য কর। তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। আর ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অত:পর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে।

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২৫৭৭

যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।” [সূরা কামার:৯-১৪]

ইবরাহীম [عليه السلام] দোয়া করেন এবং আল্লাহ তাঁকে আগুন থেকে নাজাত দেন।

] ~ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَٰنَارُ © بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ

إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ´ µ ¶ ء إِلَى ٱلْأَرْضِ

ٱلَّتِي بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ ﴿٧١﴾ Z الأنبياء: ٦٨ – ٧١

“তারা বলল: একে পুড়িয়ে ফেল এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম: হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অত:পর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি।” [সূরা আম্বিয়া:৬৮-৭১]

ইউনুস [عليه السلام] দোয়া করেন এবং আল্লাহ তাঁকে পানিতে ডুবা থেকে নাজাত দান করেন।

n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ [

z y x w v u t s r q p o

| } ~ ﴿٨٨﴾ Z الأنبياء: ٨٧ – ٨٨

“আর মাছওয়াল কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অত:পর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অত:পর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন: তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার। অত:পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।” [সূরা আম্বিয়া:৮৭-৮৮]

মূসা [ﷺ] দোয়া করেন এবং আল্লাহ তাঁকে ফেরাউন ও তার জাতি থেকে নাজাত দেন।

- + *) (' & % $ # " ! â مُّشۡرِقِينَ à [

= < ; : 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

L K J I H G F E D C B A @ ? >

M N Z الشعراء: ٦٠ – ٦٦

“অত:পর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমারা যে ধরা পড়ে গেলাম। মূসা বলল, কখনই নয়, আমর সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। অত:পর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। আর মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম।” [সূরা শু‘আরা: ৬০-৬৬]

ফেতনা কঠিন পরীক্ষা এ থেকে সেই নাজাত পায় যে তার পালনকর্তার নিকট ডুবন্ত ব্যক্তির মত প্রার্থনা করে।

, + *) (' & % $ # " ! [

? > = ; : 9 8 7 6 4 3 2 1 0 / . -

@ A Z الأنفال: ٩ – ١٠

“তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পালনকর্তার নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য

কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নি:সন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী, হেকমত ওয়ালা।" [সূরা আনফাল:৯-১০]

ফেতনার সময় সত্যের হেদায়েত লাভ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ এক রাব্বানী দান এবং ইলাহী হেদায়েত। ইহা শুধুমাত্র আল্লাহ তাঁর মুমিন অলিদেরকে দিয়ে থাকেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z Y X W V U T S R Q P O N [

k j i h g f e d c b ` _ ^] \ [

| { y x w v u t s r q p n m l

البقرة: ٢١٣ Z ﴿٢١٣﴾ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ~ {

"সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অত:পর আল্লাহ রসূল পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত: কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত: তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অত:পর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ বাতলে দেন।" [সূরা বাকারা:২১৩]

عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: « اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ». أخرجه مسلم.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন রাতে উঠতেন তখন তাঁর সালাত এ বলে আরম্ভ করতেনঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরীলা ওয়া মীকাঈল, ফাতিরাস সামাাওয়াাতি ওয়াল আরয, 'আালিমাল গাইবি ওয়াশশাহাাদাহ্, আন্তা তাহকুমু বাইনা 'ইবাাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফূন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিক, ইন্নাকা তাহদিনাা মান তাশাা'য়ু ইলাা স্বিরাাত্বিন মুস্তাকীম।"[১]

যখন চাইবেন তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইবেন। আর যখন সাহায্য চাইবেন তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন। যে আল্লাহর নিকট চবাইবে তিনি তাকে দান করবেন এবং যে তাঁকে ডাকবেন তিনি তার ডাকে সাড়া দিবেন। আর যে তাঁর প্রতি ভরসা করবে তিনি তার জন্যে যথেষ্ট হবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

التغابن: ١٣ Z X W V U T RQ P O N [

"আল্লাহ তিনিই, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব, মুমিনরা আল্লাহরই উপর ভরসা কর।" [সূরা তাগাবুন:১৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"তোমাদের কেউ যেন না বলে, হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে মাফ কর। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও তাহলে আমাকে দয়া কর। দৃঢ়তা সহকারে চাইবে; কারণ তাঁকে বাধ্য করার কেউ নেই।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭০

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৩৩৯ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৯

দশমঃ ফেতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আল্লাহ তা'য়ালা যিনি সত্য মালিক, যাঁর হাতে রয়েছে সৃষ্টি ও নির্দেশ। আর ফেতনা মহা পরীক্ষা; তাই মুমিনের প্রতি করণীয় হলো ফেতনার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ قال رسوال الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ». أخرجه مسلم.

১. জায়েদ ইবনে সাবেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। তারা বলল, আমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ বলেন:"যখন তোমাদের কেউ সালাতের বৈঠক করবে তখন যেন আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস থেকে পানাহ চাইবে। বলবে: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'আযাাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযাাবিল ক্বব্র, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্য়াা ওয়াল মামাাত, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল।"[২]

একাদশঃ ফেতনা থেকে দূরে থাকা।

উম্মত যখন ধ্বংসকারী এমন ফেতনায় পতিত হবে যা কাঁচা ও শুকনা সবকিছুকে খেয়ে ফেলে এবং নেক ও বদকারদেরকে তামাচা মারে তখন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তাতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নেই। বরং তা

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৫৮৮

[২]. মুসলিম হা: নং ২৮৬৭

থেকে দূরে থাকবে এবং তার হাত তা থেকে বন্ধ রাখবে ও সত্য প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে ভেগে থাকবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

SR P O N M L K J I H G F E D [

T U Z العنكبوت: ٥٦ ــ ٥٧

"হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! আমর পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব, তোমরা আমারই এবাদত কর। জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অত:পর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।" [সূরা আনকাবূত:৫৬-৫৭]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ ». أخرجه البخاري.

২. আবু সাঈ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম ব্যক্তির সর্বোত্তম মাল হবে ছাগল-দুম্বা। এ নিয়ে সে পর্বতচূড়াতে ও বৃষ্টি বর্ষণের স্থানসমূহে চলে গিয়ে ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য তার দ্বীন নিয়ে ভেগে যাবে।"[১]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ».متفق عليه.

৩. আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যখন দুইজন মুসলিম তাদের তলোয়ার নিয়ে লড়াই করে তখন উভয়েই জাহান্নামী হয়ে যায়। বলা হলো, হত্যাকরী জাহান্নামী হবে কিন্তু নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন:"সেও তার সাথীকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩৩০০

[২]. বুখারী হা: নং ৭০৮৩ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২৮৮৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ ». أخرجه مسلم.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ বলেন:"যখন ফেতনা প্রকাশ পাবে তখন বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম থাকবে, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চাইতে কল্যাণে থাকবে এবং দৌড়ানো ব্যক্তির চাইতে চলন্ত ব্যক্তি উত্তম থাকবে। যে তার প্রতি দৃষ্টি দেবে সে তাতে পতিত হবে। আর যে তা থেকে বাঁচার কোন আশ্রয় পাবে সে যেন তা থেকে আশ্রয় গ্রহণ করে।"[১]

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ أَنَزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ ». أخرجه مسلم.

৫. আমের ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস [ﷺ] তাঁর উটের পালে ছিলেন। এ সময় তাঁর ছেলে উমার তাঁর নিকটে আসল। সা'দ [ﷺ] যখন তাকে দেখলেন তখন বললেন, এ আরোহীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ছেলে উমার বাহন থেকে নেমে বলল, আপনি আপনার উট ও ছাগল-দুম্বার স্থানে এসেছেন আর মানুষ আপোসে রাজত্ব নিয়ে ঝগড়া করছে। সা'দ ছেলের বুকে আঘাত করে বললেন, চুপ কর! আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর মুত্তাকী, নির্ভরশীল ও আত্মগোপনকারী বান্দাকে ভালবাসেন।"[২]

[১]. মুসলিম হা: নং ২৮৮৬
[২]. মুসলিম হা: নং ২৯৬৫

ফেতনার সময় দুই ব্যক্তির প্রতি একাকীত্ব থাকা জরুরি

প্রথম: যার নিজের দ্বীনের ফেতনায় পতিত হওয়ার ভয় হয় এবং দ্বীন ছাড়ার জন্য তাকে জবর্দস্তী করা হয়।

দ্বিতীয়: মতামত ওয়ালা ও বিচক্ষণতা ব্যক্তি; যার মতামত দ্বারা মানুষ বিপদগ্রস্ত হবে এবং যার শক্তিধর ব্যক্তি যার শক্তি মানুষের ক্ষতি সাধন করবে।

ফেতনার মূল হলো পরীক্ষা। আর প্রতিটি শক্তিবান ব্যক্তির জন্য অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। অতএব, যে ব্যক্তি হকপন্থীদেরকে সাহায্য করবে সে সঠিক করবে এবং সওয়াব পাবে। আর যে ভুলকারীদেরকে সহযোগিতা করবে সে ভুল করল এবং পাপীষ্ঠ হলো। আর যার নিকট বিষয় অস্পষ্ট সে যেন একাকী থাকে যতক্ষণ তার কাছে তা সুস্পষ্ট না হয়।

ফেতনার সময় একাকীত্বের মাঝে রয়েছে নিজের দ্বীনকে ত্রুটি থেকে হেফাজকরণ। জীবনকে ধ্বংস থেকে বাঁচানো এবং সম্মানকে বিনষ্ট থেকে রক্ষা করা। এ ছাড়া সম্পদকে বিলুপ্ত থেকে রক্ষা করা, প্রতিটি মুমিনের ব্যাপারে অন্তরকে পরিস্কার রাখা এবং ফেতনাকে নিভানো ও তার আগুনকে বুঝানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

অতএব, মানুষ যখন ফেতনা থেকে একাকী থাকবে তখন ফেতনাকারীর সংখ্যা কমে যাবে; যার ফলে তার অনিষ্টও কম হয়ে যাবে এবং তার আগুন নিভে যাবে। আর যখন মানুষ ফেতনার সময় দাঁড়াবে এবং তার আগুন জ্বালানোতে শরিক হবে তখন ফেতনাবাজদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এছাড়া তার অনিষ্ট বাড়ার সাথে সাথে বিপদ মারত্মক আকার ধারণ করবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . - , + *) (' & % $ # " [

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 1

N M L K J I H G F E D C B A @

O Q R S Z النساء: ١١٤ – ١١٥

"তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব। যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" [সূরা নিসা:**১১৪-১১৫**]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে আপোসে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘেন কাজে আপোসে সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

দ্বাদশ: ফেতনার সময় মৃত্যু কামনা না করা।

সর্বোত্তম মানুষ ঐ মুমিন যার বয়স দীর্ঘ এবং তার আমল সুন্দর; কারণ প্রতি বছর তার নেক আমল বৃদ্ধি পাবে, যার দ্বারা সে তাঁর পালনকর্তার সান্নিধ্য লাভ করবে এবং এ দ্বারা তার মর্যদা উঁচু ও পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে যদি সৎব্যক্তি হয় তবে তার

নেকি সম্ভবত বৃদ্ধি পাবে আর যদি পাপিষ্ঠ হয় তবে সম্ভবত সে তওবা করবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِه منْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং তার সময়ের পূর্বে যেন না ডাকে; কারণ মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনের বয়স কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করে না।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ:« مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ». أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুইজন গ্রাম্য মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এসে একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন:"যার বয়স দীর্ঘ হলো এবং আমলও উত্তম হলো।"[৩]

আর মুসলিম ব্যক্তির জন্য মৃত্যু কামনা করা জায়েজ যদি তার দ্বীনের মাঝে ফেতনার আশঙ্কা হয়।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ منْكُمْ الْمَوْتَ لضُرٍّ نَزَلَ به فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا للْمَوْت فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"কারো কোন পিবদ আসার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি একান্ত মৃত্যু কামনা করতেই

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫৬৭৩ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২৮১৬

[২]. মুসলিম হা: নং ২৬৮২

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ:১৭৬৯৮ শব্দ তাঁরই তিরমিযী হা: নং ২৩২৯

হয় তবে বলবে:“আল্লাহুম্মা আহ্য়িনী মাা কানাতিল হায়াাতু খইরান লী, ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইযাা কাানাতিল ওয়াফাতু খাইরান লী।

অর্থ: হে আল্লাহ! যতক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর আমাকে মৃত্যু দান কর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়।”[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৬৩৫১ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২৬৮০

৩-আল্লাহর রাহে জিহাদ
১. আল্লাহর রাহে জিহাদের ফজিলত

◆ **আল্লাহর রাহে জিহাদঃ**

আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উড্ডীন করার নিমিত্বে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

◆ **আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদঃ**

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ فَقَالَ :الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ :«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
متفق عليه.

আবু মূসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বললঃ একজন মানুষ গনিমতের মালের জন্য যুদ্ধ করে। আর একজন মানুষ স্মরণীয় থাকার জন্য যুদ্ধ করে। অপরজন যুদ্ধ করে নিজের মর্যাদা দেখানোর জন্যে। এদের মধ্যে আল্লাহর রাহে জিহাদকারী কে? তিনি [ﷺ] বললেনঃ"যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উড্ডীন করার জন্যে যুদ্ধ করে সেই একমাত্র আল্লাহর রাহে জিদাহকারী মুজাহিদ।"[১]

◆ **জিহাদ বৈধকরণের হিকমতঃ**

১. আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহকে প্রবর্তন করেছেন আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উড্ডীন করার জন্যে। পূর্ণ দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়ার জন্যে। মানুষকে অন্ধকার (শিরক-কুফরি ইত্যাদি) থেকে বের করে আলোর (তওহীদ-ঈমান ইত্যাদি) দিকে আনার জন্যে। ইসলামের প্রচারের জন্যে। ইনসাফ কায়েম করার জন্যে। জুলুম ও বিপর্যয় বন্ধ করার জন্যে। মুসলমানদের প্রতিরক্ষার

---
[১].বুখারী হাঃ নং ২৮১০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯০৪

জন্যে ও দুশমনদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ এবং তাদেরকে দমন করার জন্য।

২. আল্লাহ জেহাদকে বৈধ করেছেন তাঁর বান্দাদের পরীক্ষার জন্যে। যাতে করে সত্যবাদী ও মিথ্যুক এবং মুমিন ও মুনাফেকের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আর জানা যায় মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল। যুদ্ধ কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয় বরং তাদেরকে বাধ্য করা ইসলামের বিধানকে মানতে যাতে করে পূর্ণ দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়।

৩. আল্লাহর রাহে জিহাদ করা একটি কল্যাণের পথ। এর দ্বারা আল্লাহ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করে দেন। আর এর মাধ্যমে জান্নাতের উঁচু স্থানসমূহ লাভ হয়।

♦ **আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

t s r q p o n ml k j i h g f e d[

خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ ~ } | { z y x w v u

µ ´ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ © ۞ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

Z آل عمران: ١٦٩ – ١٧١

"আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলা না। বরং জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে রিজিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীত ও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।" [সূরা আলে ইমরান:**১৬৯-১৭১**]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] فَلْيُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ Z النساء: ٧٤

"কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত: যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে অত:পর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।" [সূরা নিসা:৭৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ ! " # $ % & ' ( )

* + , - . 0 1 2 3 4 5 Z التوبة: ٢٠ - ٢٢

"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে; তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের প্রতিপালক স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নি:সন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।" [সূরা তাওবা:২০-২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ- كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"আল্লাহর রাহে জিহাদকারীর (আল্লাহই ভাল জানেন কে তাঁর রাহে জিহাদকারী) উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সর্বদা দিনের বেলা রোজাদার এবং রাত্রিতে সালাত কায়েমকারী। আল্লাহ

তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, তাকে মৃত্যু দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা প্রতিদান কিংবা গনিমতের মালসহ নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ:« إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ:« الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ:« حَجٌّ مَبْرُورٌ». متفق عليه.

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে সর্বোত্তম আমল কোন জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:“আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা।” বলা হলো এরপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন:“আল্লাহর রাহে জেহাদ।” বলা হলো এরপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন:“মাবরুর তথা কবুল হজ্ব।”[২]

♦ আল্লাহর রাহে খরচ করার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

ZY X W V U T S R Q P O N M [

البقرة: ٢٦١ Z g f e d b a ` _] \ [

“যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন, বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, মহাজ্ঞানী।” [সূরা বাকারা:২৬১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ أَيْ فُلُ هَلُمَّ ..». متفق عليه.

---

[১] . বুখারী হাঃ নং ২৭৮৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৭৬

[২]. বুখারী হা: নং ২৬ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ৮৩

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া (দ্বিগুণ) খরচ করবে তাকে জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা প্রতিটি দরজা থেকে আহ্বান করে বলবেন: অমুক আসুন---।”[১]

♦ আল্লাহর রাস্তায় ধূলিময় হওয়া এবং রোজা রাখার ফজিলত:

عن أَبِي عَبْسٍ ﷺ أَنَّ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ».أخرجه البخاري.

১. আবু আব্‌স [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি তার দু’পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিময় করল আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।”[২]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ». متفق عليه.

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিন রোজা রাখবে আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা সমান দূরে করে দিবেন।”[৩]

♦ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করার ফজিলত:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ؛ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». أخرجه البخاري.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৪১ ও মুসলিম হাঃ নং ১০২৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৯০৭

[৩]. বুখারী হাঃ নং ২৮৪০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৫৩

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর ওয়াদাকে সত্য মনে করে ঘোড়া পালে, কিয়ামতের দিন তার নেকির পাল্লায় সে ঘোড়ার পরিতৃপ্তি সহকারে খাদ্য ও পানীয় এবং মল ও পেশাব সবই ওজন করা হবে।[১]

♦ সকাল-বিকাল আল্লাহর রাহে পদচারণ করার ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"অবশ্যই আল্লাহর রাহে এক সকাল বা বিকাল জিহাদ করা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়েও অতি উত্তম।"[২]

♦ আল্লাহর রাহে মুজাহিদদের জন্য জান্নাতের স্তরসমূহ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ..... إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয় জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যার সর্বোচ্চটি আল্লাহর রাহের মুজাহিদগণের জন্যে। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝের দূরত্ব আসমান-জমিনের দূরত্ব বরাবর। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাও তখন

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৫৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৭৯২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৮০

জান্নাতুল ফেরদাউস চাও; কারণ ইহা জান্নাতের মধ্যস্থান ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আর এর উপর রয়েছে রহমানের আরশে 'আযীম। আর এখান থেকেই প্রবাহিত হয় জান্নাতের নহরসমূহ।"[১]

♦ **আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

t s r q p o n m l k j i h g f e d [

خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ~ } | { z y x w v u

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ © بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

μ) [آل عمران/١٦٩ - ١٧١].

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলা না। বরং জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে রিজিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীত নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।" [সূরা আলে ইমরান:১৬৯-১৭১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"শহীদ ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে প্রবেশের পর তার শূন্য দুনিয়াতে আবার ফিরে আসতে চাইবে না। সে যে সম্মান

---

[১].বুখারী হাঃ নং ২৭৯০

ও মর্যাদা দেখেছে তাই দুনিয়াতে এসে দশবার শহীদ হওয়ার আশা পোষণ করবে।"[১]

¿ আল্লাহর রাস্তায় শহীদের কারামত:

শহীদদের আত্মাগুলো সবুজ পাখীর পেটের ভিতরে থাকে। সেসব পবিত্র আত্মার জন্য রয়েছে আরশে ঝুলন্ত প্রদীপ। পাখীরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিচারণ করবে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে আহত হবে কিয়ামতের দিন তার রক্তের রঙ রক্তের হবে আর সুগন্ধি হবে মেস্কের এবং এর উপর থাকবে শহীদের ছাপ। আর আল্লাহর রাহে শহীদের ঋণ ছাড়া সমস্ত পাপ মাফ করে দেওয়া হবে।

« إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ، وَ يُحَلَّى عَلَيهِ حُلَّةَ الإِيْمَانِ ، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ ». أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان.

"নিশ্চয় শহীদের জন্যে আল্লাহর নিকট রয়েছে ছয়টি বৈশিষ্ট্য: তার প্রথম রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ার সাথে তাকে ক্ষমা করা হবে। তার জান্নাতের স্থান তাকে দেখানা হবে। তাকে ঈমানের পোশাক পরানো হবে। আর ডাগর চোখ বিশিষ্ট বাহত্তর জন হূরের সঙ্গে বিবাহ দেয়া হবে। কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেয়া হবে। বড় আতঙ্কের দিনে নিরাপদে থাকবে। তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও মূল্যবান। আর তার আত্মীয়-স্বজনদের থেকে সত্তরজনের ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"[২]

---

[১].বুখারী হাঃ নং ২৮১৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৭৭

[২].হাদীসটি সহীহ, সাঈদ ইনবে মানসূর হাঃ নং ২৫৬২, বাইহাকী শু'আবুল ঈমানে হাঃ নং ৩৯৪৯ ও সিলসিলা সহীহা দ্রষ্টব্য হাঃ নং ৩২১৩

♦ **গাজীকে প্রস্তুত বা তাঁর উত্তম প্রতিনিধিত্ব করার ফজিলত:**

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـــالَ : « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا». متفق عليه.

জায়েদ ইবনে খালেদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের গাজীকে প্রস্তুত করে দেয় সেও গাজী। আর যে আল্লাহর রাহের গাজীর উত্তম প্রতিনিধিত্ব করবে সেও গাজী।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৪৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৯৫

২- জিহাদ ও মুজাহিদদের আহকাম

♦ **আল্লাহর রাহে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ**

ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো কুফরি ও শিরকের অপসারণ করা। মানুষদেরকে কুফুরি, শিরক ও অজ্ঞতা থেকে ঈমান ও জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে আনা। সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে দমন করা। ফেৎনা-ফ্যাসাদ দূরা করা। আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উঁচু করা। আল্লাহর দ্বীনকে প্রচার-প্রসার করা। আর যারা দ্বীনের প্রচার-প্রসারের বাধা দেয় তাদেরকে বিতাড়িত করা। এ সকল যদি যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হয় তাহলে যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। আর যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে নাই তার সঙ্গে যুদ্ধ দা'ওয়াতের পরেই হবে। যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান জিযিয়া-কর দেয়ার নির্দেশ করবেন। যদি তারা অমান্য করে তবে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

যদি তাদের পর্যন্ত দা'ওয়াত পৌঁছে থাকে তাহলে শুরুতেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েজ। আল্লাহ তা'য়ালা বনি আদমকে একমাত্র তাঁরই এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র যারা বিরোধিতা করে এবং কুফুরির উপরেই অটল থাকে তাকেই হত্যা করা জায়েজ। অথবা যে মুরতাদ হয়ে যায় কিংবা জুলুম বা সীমালঙ্ঘন করে কিংবা মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে। অথবা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়। নবী [ﷺ] ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত ছাড়া কোন জাতির সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করেননি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + [

F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

الأحزاب: ٤٥ – ٤٨ Z P O N M K J I H G

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। আর আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ কার্যনির্বাহীরূপে যথেষ্ট।" [সূরা আহজাব:৪৫-৪৮]

¿ আমলে একিন ও সবরের প্রভাব:

যখন মুসলিম (এক) সত্যভাবে দাঁড়ায়, (দুই) আর তার দাঁড়ানো আল্লাহর সাথে হয়, (তিন) এবং একমাত্র তাঁর জন্যে হয় তখন তার সামনে মুকাবেলায় কেউ টিকতে পারে না। এমনকি আসমান-জমিন ও এর মধ্যে যারা আছে সবই মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেও আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বান্দা উল্লেখিত তিনটি বা কোন একটিতে বাড়াবাড়ি বা অবহেলা করলে তার পরিণাম ভোগ করবে।

অতএব, যখন বাতিলে দাঁড়াবে তখন সাহায্য করা হবে না। আর যদি মদদ হয়ও তবুও তার শেষ পরিণতি ভাল হবে না এবং সে হবে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত। আর যদি সত্যভাবে দাঁড়ায় কিন্তু আল্লাহর জন্য না হয় বরং মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য তবে সেও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; কারণ সাহায্য একমাত্র তার জন্য যে আল্লাহর কালেমাকে উড্ডিন করার জন্যে জিহাদ করে। আর যদি সাহায্য করাও হয় তবে তার ধৈর্যধারণ ও সত্যতার অনুপাতে হবে। ধৈর্যধারণকারীরা সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সুতরাং, ধৈর্যশীল যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার পরিণাম ভাল আর যদি বাতিল হয়ে থাকে তাহলে তার পরিণাম মন্দ।

আল্লাহর বাণী:

(U T S R P O N M L K J)

[السجدة/ ٢٤].

"তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে ইমাম মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে একিন-দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।" [সূরা সেজদাহ: ২৪]

¨ **আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বিধান:**

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ফরজে কেফায়াহ। যদি কিছু সংখ্যক মানুষ জিহাদ করে যা যথেষ্ট তাহলে বাকিদের উপর হতে রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ না করে তবে সকলেই পাপী হবে।

¨ **নিম্নের অবস্থাসমূহে সকল সামর্থ্যবানের প্রতি জিহাদ ফরজ:**

১. যখন জিহাদের ময়দানে হাজির হয়ে যাবে।
২. খলীফা যখন সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকে জিহাদের জন্যে আহ্বান করবেন।
৩. যখন তার শহর দুশমরা ঘেরাও করে ফেলবে।
৪. যখন তার মত মানুষের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। যেমন: ডাক্তার ও পাইলট ইত্যাদি।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

, +) (' & % $ # " ! [

التوبة: ٤١ Z 1 0 / . -

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা তাওবা: ৪১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

(وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ´ µ ¶ ¸ ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ

مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٣٦) [التوبة/٣٦].

"আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা তাওবা: ৩৬]

আল্লাহর পথে জিহাদ: কখনো জান ও মাল দ্বারা ফরজ হয়। যেমন: শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যবানের প্রতি। আবার কখনো জান দ্বারা ফরজ মাল দ্বারা নয়। যেমন: যার কোন সম্পদ নেই। আবার

কখনো মাল দ্বারা ফরজ জান দ্বারা নয়। যেমনঃ যে ব্যক্তি তার শারীরিকভাবে অক্ষম।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

V U TS R Q P OM L K J I HG F [

Z البقرة: ١٩٣

"ফেৎনা তথা শিরক থাকা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং দ্বীন পূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়। যদি তারা বিরত হয়ে যায় তবে জালেমদের ছাড়া অন্যদের প্রতি কোন প্রকার দুশমনি নেই।" [সূরা বাকারা:১৯৩]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِـأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ». أخرجه أبو داود والنسائي.

২. আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:"মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, জান ও জবান দ্বারা জিহাদ কর।"[১]

¿ আল্লাহর রাহে জিহাদের প্রকারঃ

জিহাদ চার প্রকারঃ

১. **নাফ্স তথা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদঃ** দ্বীন শিক্ষা ও সে মোতাবেক আমল করা এবং দ্বীনের প্রতি দা'ওয়াত করা ও সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা।

২. **শয়তানের সাথে জিহাদঃ** শয়তান মানুষের মাঝে যে সকল সন্দেহ-সংশয় ও কু-কামনা-বাসনা নিক্ষেপ করে সেগুলোকে প্রতিহত করে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৩. **জালেম ও বেদাতী এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সাথে জিহাদঃ** ইহা অবস্থা ও ফায়দা মোতাবেক শক্তিবানের জন্য হাত দ্বারা। যদি সম্ভব না হয় তবে জবান দ্বারা। তাও যদি না পারে তবে অন্তর দ্বারা করতে হবে।

৪. **কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদঃ** ইহা অন্তর, জবান, মাল ও জান দ্বারা হতে হবে। আর জান দ্বারাই এখানে উদ্দেশ্য।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৫০৪ শব্দ তারই, নাসঈ হাঃ নং ৩০৯৬

♦ আল্লাহর রাহে জিহাদের শ্রেণী:

আল্লাহর রাহে জিহাদ দুই শ্রেণী:

প্রথম: আল্লাহর তাওহিদী কালেমাকে উড্ডিন করার জন্য জিহাদ, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর দ্বীনের প্রচারের জন্য জিহাদ। আর ইহাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিহাদ। এ জিহাদ তার মূলেই সর্বোত্তম যা ছিল সকল নবী-রসূলগণের জিহাদ।

[z { | } ~ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا

© ﴿٥٢﴾ Z الفرقان: ٥١ - ٥٢

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পারতাম। অতএব, আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর প্রচেষ্টা করুন।"

[সূরা ফুরকান: ৫১-৫২]

দ্বিতীয়: প্রয়োজনে কাফেরদের সাথে অস্ত্র দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করা তাঁর তাওহিদী কালেমাকে উড্ডীন করার জন্য। আর এ জিহাদ অন্য কারণে উত্তম। কারণ এর দ্বারা সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে দমন করা, ফেতনা দূর করা এবং আল্লাহর কালেমাকে উড্ডীন করা হয়। আর ইহাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য।

♦ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অবস্থাসমূহ:

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চার অবস্থা:

১. কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ: তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজতের জন্য ইহা একান্ত জরুরি। আরো প্রয়োজন তাদের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসার করার জন্যে। তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এখতিয়ার করার সুযোগ দিতে হবে। প্রথমত: ইসলাম গ্রহণ, দ্বিতীয়ত: জিযিয়া-কর প্রদানে বাধ্য করা, তৃতীয়ত: সর্বশেষ যুদ্ধ ঘোষণা।

২. মুরতাদ তথা দ্বীন ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ: তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হবে ইসলামে ফিরে আসার আর না হয় হত্যার।

৩. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদঃ এরা হলো যারা খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ফেৎনা-ফ্যাসাদ ছড়ায়। যদি এ থেকে ফিরে আসে ভাল আর না হয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

৪. ডাকাত-ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে জিহাদঃ তাদেরকে হত্যা অথবা শূলি কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কর্তন বা নির্বাসন করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান তাদের অপরাধ হিসাবে যেটা ভাল মনে করবেন সেভাবে তাদের প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করবেন।

¨ **আল্লাহর পথে জিহাদ ফরজের শর্তবালীঃ**

মুসলিম, বিবেকবান, সাবালক, পুরুষ, ক্ষতি হতে নিরাপদ যেমনঃ কঠিন অসুস্থ এবং ভরণ পোষণ থাকা।

¨ **জিহাদে যাওয়ার জন্য বাবা-মার অনুমতি গ্রহণ করাঃ**

১. মুসলিম পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া নফল জিহাদ করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েজ নেই; কারণ জিহাদ বিশেষ অবস্থা ছাড়া ফরজে কেফায়াহ আর প্রতিটি অবস্থায় বাবা-মার খেদমত করা ফরজে 'আইন। কিন্তু যদি জিহাদ ফরজ হয়ে পড়ে তাহলে তখন তাঁদের অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করতে হবে।

২. যাতে মানুষের উপকার আছে এবং তাতে পিতা-মাতার কোন ক্ষতি নেই এমন প্রতিটি নফল এবাদতের জন্য তাঁদের দু'জনের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন নেই। যেমনঃ রাত্রের সালাত, নফল রোজা রাখা ইত্যাদি। কিন্তু যদি তার দ্বারা বাবা-মার কিংবা কোন একজনের ক্ষতি সাধন হয় তবে তাঁদের নিষেধ করার অধিকার রয়েছে। আর সন্তানকে বিরত থাকা জরুরি; কারণ বাবা-মার আনুগত্য করা ফরজ আর নফল এবাদত ফরজ নয়।

¨ **আল্লাহর রাহে জিহাদকারীদের গুণাবলীঃ**

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:« مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». متفق عليه.

আবু মূসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে বলল, একজন মানুষ গনিমতের মালের জন্য লড়াই করে, অপরজন স্মরণীয় ব্যক্তি হওয়ার জন্যে লড়াই করে। এ ছাড়া কেউ লড়াই করে তার বিরত্ব দেখানোর জন্য। এদের মাঝে কে আল্লাহর রাহে যুদ্ধকারী? তিনি [ﷺ] বলেন:"যে আল্লাহর তাওহীদকে উড্ডীন করার জন্যে লড়াই করে সেই একমাত্র আল্লাহর রাহে জিহাদকারী।"[১]

¨ **রিবাত হলো:** মুসলমান ও কাফেদের মাঝের সীমান্ত পাহারা দেওয়ার নাম।

¨ **আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফজিলত:**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ...». أخرجه البخاري.

সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"একদিন আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে তার চেয়েও অতি উত্তম--।"[২]

♦ দেশের সীমান্ত এলাকার হেফাজত করার বিধান:

মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের সীমান্ত হেফাজত করা ফরজ। অবস্থার চাহিদা মোতাবেক চাই চুক্তির দ্বারা অথবা অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রহরী দ্বারা।

♦ মহিলাদের জিহাদের বিধান:

প্রয়োজনে পুরুষদের খেদমতের জন্যে মহিলাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করাও জায়েজ আছে।

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৮১০ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ১৯০৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৮৯২

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَغْـــزُو بِـــأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ، إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ،وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ».متفـــق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে উম্মে সুলাইম ও কিছু আনসারী মহিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা (মুজাহিদগণকে) পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করতেন।”[১]

¿ ধ্বংসে পতিত হওয়ার পদ্ধতি:

ধ্বংসে পতিত হওয়া হলো: নিজ নিবাসে বসবাস করা এবং সম্পদ সংরক্ষণে ব্যস্ত হওয়া ও আল্লাহর রাহে জিহাদ ত্যাগ করা। সম্পদ জমা করা ও ধরে রাখা এবং আল্লাহর রাহে খরচ না করা। সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা ও সত্যের সাহায্য না করা। ধ্বংসে পতিত হওয়া মানে আল্লাহর আদেশ ত্যাগ করা এবং নিষেধ কাজ করা। আর এ দ্বীন হলো তার জন্যে যে দ্বীন থেকে সমস্যা দূর করে, ওর জন্যে নয় যে দ্বীন থেকে বিমুখ হয়।

অতএব, আল্লাহর রাহে জিহাদ ত্যাগ করা দুইটি মসিবত সৃষ্টি করে: শত্রুদের প্রাধান্যলাভ ও মুসলমানদের দেশে তাদের কব্জার মাধ্যমে দুনিয়াতে মুসলমানদের অপদস্ত ও লাঞ্ছনা। আর এরপর তাদেরকে দ্বীন থেকে বিরত রাখা। যেমন আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। মুজাহিদ তো সে নয় যে নিজেকে শত্রুদের ভিতরে ধ্বংসের জন্য নিপতিত করল বরং যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জান উৎসর্গ করে আল্লাহর রাহে জিহাদ করল। আর কোন মুসলিমের জন্য অন্যকে হত্যার আশায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ করা বৈধ নয়; কারণ ইহা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যায় শামিল।

১. আল্লাহর বাণী:

(﴿١٩٥﴾ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ~ } | z x w v u t s r q p)

[البقرة/١٩٥].

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৮১১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮১০ শব্দ তারই

"আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা বাকারা:১৯৫]

২. আল্লাহর বাণী:

| { z y w v u t s r q p)

([البقرة/٢٠٧].

"আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে–যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।" [সূরা বাকারা: ২০৭]

৩. আল্লাহর বাণী:

C B A @ ? > = < ; : 9 [

٢٩ النساء: Z R Q P O N M K J I G F E D

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।" [সূরা নিসা:২৯]

عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ قُلْنَا هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ، قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ

بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ. أخرجه أبو داود والترمذي.

৪. আবু আসলাম ইমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে যুদ্ধের জন্য বের হই। সেদিন আমীর ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে আল-ওয়ালিদ। আর রোম জাতি তাদের শহরের একটি কেল্লার ভিতরে ঢুকে পড়ে। একজন মানুষ শত্রুদলের উপর আক্রমণ করার জন্য ঝাপিয়ে পড়লে মানুষ বলতে লাগে: দাঁড়াও! দাঁড়াও! লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ এতো নিজেকে ধ্বংসের দিকে পতিত করছে। তখন আবু আইয়ূই আনসারী [﵁] বলেন: এ আয়াতটি তো আমাদের আনসারদের ব্যাপারে নাজিল হয়। যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে মদদ করেন এবং ইসলাম বিজয় লাভ করে তখন আমরা বলি, আস আমরা এখন আমাদের সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত হই এবং তা হেফাজত করি। এর পরিপেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াত নাজিল করেন। "আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না।" অতএব, ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া মানে সম্পদ নিয়ে আমরা ব্যস্ত হওয়া ও তার হেফাজত করা এবং জিহাদ ত্যাগ করা। আবু ইমরান বলেন, ইস্তাম্বুলে কবরে দাফন হওয়া পর্যন্ত আবু আইয়ূব তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত জিহাদ করতেই থাকেন।[১]

¿ আল্লাহর পথে জিহাদ ত্যাগকারীর শাস্তি:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q P O N M L K J I H G F E D [

^] \ [Z X W V U T R

i h g f e d c b a ` _

j k l m o p q r s t Z التوبة: ٣٨ – ٣٩

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ২৫১২ শব্দ তারই ও তিরমিযী হা: নং ২৯৭২

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতে তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের কঠিন আজাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সববিষয়ে শক্তিমান।" [সূরা তাওবা:৩৮-৩৯]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :«مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّــزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِه بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

২. আবু উমামা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি জিহাদ করবে না অথবা গাজীকে প্রস্তুত করাবে না কিংবা গাজীর পরিবারে উত্তম প্রতিনিধিত্ব করবে না। তাকে আল্লাহ কিয়ামতের পূর্বেই মহাপ্রলয়ে পৌঁছাবেন।"[১]

¿ আল্লাহর রাহে জিহাদের কিছু আদব

এখলাস, ধৈর্যধারণ, সত্যতা এবং সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা। আর বেশি বেশি দোয়া ও আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সাহায্য-সহায়তা চাওয়া। নবী [ﷺ] এ দোয়াটি পড়তেন:

«اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْــزِمْهُمْ وَانْــصُرْنَا عَلَيْهِمْ ». متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা মুনজিলিল কিতাব, মুজরিয়াস সাহাব, ওয়া হাজিমাল আহজাাব, ইহ্জিমহুম ওয়ানসুরনাা 'আলাইহিম।"[২]

আরো আদব যেমনঃ

[১] . হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২৫০৩ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৭৬২

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৯৬৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৪২

ইসলামে জিহাদের আদবসমূহের মধ্যে হলো: বিশ্বাসঘাতকতা না করা। যদি যুদ্ধ না করে এমন মহিলা-শিশু ও বৃদ্ধ এবং সাধুদের হত্যা না করা। কিন্তু যদি যুদ্ধ করে বা যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে অথবা তাদের মতামত ও পরিকল্পনা থাকে তবে হত্যা করা যাবে।

আরো আদব হচ্ছে: অহঙ্কার ও বড়াই এবং লোক দেখানো কাজ না করা। দুশমনের সাক্ষাৎ কামনা না করা। মানুষ ও জীবজন্তুকে আগুন দ্বারা না জ্বালানো।

আরো হলো: শত্রু পক্ষের প্রতি ইসলাম পেশ করা। যদি অস্বীকার করে তবে জিযিয়া-কর দেওয়ার জন্যে বলা। যদি তাও অস্বীকার করে তবে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ।

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٤٥

. - , * (' & % $ # " !

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

الأنفال: ٤٥ – ٤٧ Z C B A @ ? = < ;

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যতি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুত: আল্লাহর আয়ত্বে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে।" [সূরা আনফাল:৪৫-৪৭]

♦ যখন দুশমনের ভয় করবে তখন মুসলিম কি বলবে:

যখন দুশমনের ভয় করবে তখন মুসলিম বলবে:

«اللَّـــهُــمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ». أخرجه مسلم.

১. "আল্লাহুম্মাক্ ফীনীহিম বিমা শি'তা।"[১]

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ».أخرجه أحمد وأبو داود

২. "আল্লাহুম্মা ইন্নাা নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম. ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"[২]

জিহাদে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি ওয়াজিবসমূহ:

রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির প্রতি ওয়াজিব হলো: শত্রুদের অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় সেনাদলের অবস্থা ও অস্ত্র-শস্ত্রের খবরাদি নেওয়া। নিরাশকারী ও গুজব রটনাকারীদেরকে অংশ গ্রহণ করতে বারণ করা। এভাবে যারা জিহাদের জন্য উপযুক্ত নয় তাদেরকে নিষেধ করা। আর প্রয়োজন ছাড়া কোন কাফেরদের সাহায্য গ্রহণ না করা। মুজাহিদদের জন্য পাথেয় প্রস্তুত করে দেওয়া। সেনাবাহিনীর সাথে ধীরে ধীরে চলা। তাদের জন্যে সর্বোত্তম বাসস্থান তালাশ করা। আর সৈন্যদের বিপর্যয় ও পাপ থেকে বিরত রাখা। তাদের অন্তর শক্তিশালী করে এমন আলোচনা করা এবং শহীদ হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

তিনি তাদেরকে ধৈর্যধারণ ও সওয়াবের নির্দেশ করবেন। সেনাদলকে ভাগ করে দিবেন। প্রহরী ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা তাদের সাহায্য করবেন। দুশমনদের নিকট গুপ্তচর প্রেরণ করবেন। সৈন্য বা সৈন্যদলের যাকে মনে করবেন তাকে অতিরিক্ত দিবেন। যেমন: যারা জিহাদে যাবে তাদের জন্য পঞ্চমাংশ বাদে চার ভাগের এক ভাগ। আর তিন ভাগের এক ভাগ পঞ্চমাংশ বাদে ফিরে আসলে। আর তিনি জিহাদের ব্যাপারে দ্বীনদার ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবেন।

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৩০০৫

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৯৯৫৮ ও আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৩৭

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং একে অপরকে পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¨ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের প্রতি কি ওয়াজিব:

সৈন্যদের প্রতি পাপ না এমন কাজে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির নির্দেশ মান্য করা ও তাঁর সাথে ধৈর্যধারণ করা আবশ্যকীয়। আর তাঁর অনুমতি ছাড়া যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি হঠাৎ করে দুশমনদের দেখতে পায় আর তাদের অনিষ্ট ও কষ্টের আশঙ্কা করে তবে তাদের প্রতিহত করা জায়েজ। যদি কোন কাফের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করে তাহলে আমীরের অনুমতিক্রমে যে নিজের সম্পর্কে জানে যে তার শক্তি ও বাহাদুরী আছে তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মুস্তাহাব। আর যে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হিসাবে বের হয়ে তার অস্ত্রশস্ত্রসহ মারা যায় তার সওয়াব দ্বিগুণ।

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ â وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ Z النساء: ٥٩

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমার মধ্যে যারা বিচারক তাদের। এরপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর–যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা:৫৯]

¨ জিহাদে ধোঁকা দেয়ার নিয়মঃ

যদি দেশ প্রধান উত্তরের কোন শহর বা গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান আর দক্ষিণ দিকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে মনে রাখতে হবে যুদ্ধ হচ্ছে ধোঁকাবাজি। আর এর মাঝে রয়েছে দু'টি উপকার:

প্রথমটি: এর দ্বারা দু'দলের জান-মালের ক্ষতির সংখ্যা কম হবে; যার ফলে নিষ্ঠুরতার স্থানে হবে দয়া।

দ্বিতীয়টি: মুসলমানদের সেনাশক্তি ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার সুযোগ গ্রহণ; কারণ হতে পারে যুদ্ধে ধোঁকা চলবে না।

عَنْ كَعْب بْنِ مَالك قَالَ سَمعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا .متفق عليه.

কা'আব ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখনই কোন যুদ্ধ করার ইচ্ছা করতেন তখনই ভিন্নটা প্রকাশ করতেন।"[১]

¨ যুদ্ধের সময়ঃ

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ﷺ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ . أخرجه أبو داود والترمذي .

নু'মান ইবনে মুকাররেন [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ না করলে সূর্য ঢলা পর্যন্ত যুদ্ধ করা দেরী করতেন। আর বাতাস প্রবাহিত হত এবং সাহায্য আসত।"[২]

যখন দুশমনরা মুসলমানদের প্রতি হঠাৎ করে হামলা করে তখন তাদেরকে প্রতিহত করা এবং প্রতিরোধ করা ওয়াজিব; সেটা যে কোন মুহূর্তে তারা হামলা করুক না কেন।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৯

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাঊদ হাঃ নং ২৬৫৫ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ১৬১৩

¨ **আল্লাহর সাহায্য কখন নাজিল হয় ?**

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজের প্রতি তাঁর অলিদের জন্য সাহায্য করা ফরজ করে দিয়েছেন। কিন্তু এর সম্পর্ক কিছু জিনিসের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। যেমনঃ

১. মুজাহিদদের অন্তরে ঈমানের হকিকতের পূর্ণতাঃ

[{ | } ~ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٤٧﴾ Z الروم: ٤٧

“আর আমার প্রতি মুমিনদের সাহায্য করা কর্তব্য।” [সূরা রূমঃ৪৭]

২. সৎ আমল করে ঈমানের দাবি পূরণ করাঃ

[J K L M O P Q R S T U V W X

Y Z [\ ] ^ _ ` a c d

e f Z الحج: ٤٠ - ٤١

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিমাণ আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।” [সূরা হজ্বঃ ৪০-৪১]

৩. তাদের সাধ্যপর শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতি গ্রহণঃ

[وَأَعِدُّواْ © مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ ´ µ

¶ ﴿٦٠﴾ Z الأنفال: ٦٠

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চিনেন।” [সূরা আনফালঃ ৬০]

৪. তাদের সাধ্যপর প্রচেষ্টা চালিয়া যাওয়াঃ

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

[p q r s t ׀ v w x y z Z العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" [সূরা আনকাবূত: ৬৯]

(খ) আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

[يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ ! " # $ % & ' (׀ * ׀ , - . / 0 Z الأنفال: ٤٥ - ٤٦

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা দৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।" [সূরা আনফাল: ৪৫-৪৬]

আর এ দ্বারাই তাদের সহিত আল্লাহর সঙ্গ হয় এবং তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য নাজিল হয় যেমন নাজিল হয়েছিল নবী-রসূলগণের (আ:)-এর প্রতি। আর যেমন অর্জিত হয়েছিল নবী [ﷺ] এবং তাঁর সাহাবাগণের (রা:)-এর জন্য।

[~ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ © جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ﴿١٧٣﴾ Z الصافات: ١٧١ – ١٧٣

"আমার রসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী।"

[সূরা স্বফফাত:১৭১-১৭৩]

¨ **যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার বিধান:**

যখন দু'সেনাদলের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন যুদ্ধ ময়দান থেকে পলায়ন করা হারাম। তবে দু'অবস্থা ব্যতিরেকে:
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[© ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ´ µ
¶ ¸ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ
مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٦ Z الأنفال: ١٥ - ١٦

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজে সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত-অন্যরা আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুত: সেটা হল নিকৃষ্ট আবস্থান।" [সূরা আনফাল: ১৫-১৬]

¨ **আল্লাহর রাস্তায় শহীদদের প্রকার:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّه». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:" শহীদ পাঁচজন: মহামারিতে, পেটের পিড়ায়, পানিতে ডুবে ও চাপা পড়ে মৃতরা এবং আল্লাহর রাস্তায় যে শহীদ।" [১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:....... الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ،

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯১৪

وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيــقِ شَــهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ ».

أخرجه أبو داود والنسائي.

২. জাবের ইবনে আতীক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালার রাহে নিহত ছাড়া সাতজন শহীদ: মহামারিতে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, পেটের পিড়ায় মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, ফুসফুসের আবরক ঝিল্লির প্রদাহঘটিত (Pleurisy) রোগে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ ও গর্ভে বাচ্চা অবস্থায় বা বাচ্চা প্রসবের সময় মৃত্যু মা শহীদ।"[১]

عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِه فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِه فَهُوَ شَهِيدٌ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

৩. সাঈদ ইবনে জায়েদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার জান বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ এবং যে তার পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ।"[২]

♦ **একাকী বন্দী হলে তার বিধান:**

যে ব্যক্তি মুসলমানদের যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি ভয় করে এবং তার শত্রুদের মুকাবেলা করার ক্ষমতা থাকে। এমন অবস্থায় সে আত্মসমর্পণ করবে। তবে তার জন্য জায়েজ আছে শহীদ হওয়া বা বিজয় লাভ করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

[U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b Z الطلاق: ٧

[১].হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩১১১, নাসাঈ হাঃ নং ১৮৪৬ শব্দ তারই্

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৭৭২, তিরমিযী হাঃ নং ১৪২১ শব্দ তারই

"আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কাষ্টের পর সুখ দেবেন।" [সূরা তালাক:৭]

¨ **শত্রুদের প্রতি একাকী হামলা করার বিধান:**

দুশমনদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া এবং তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে সীমালঙ্ঘনকারী ইহুদির মাঝে নিজেকে দুশমনদের দেশে নিপতীত করা অথবা জালেম কাফেরদের সৈন্যদলে ঝাঁপিয়ে পড়া জায়েজ। এতে সে মারা গেলে ধৈর্যশীল শহীদ ও সত্যিকারে মুজাহিদদের সওয়াব পাবে। এতে রয়েছে কম ক্ষতি এবং শত্রুদের প্রতি বেশি শাস্তি।

] فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ Z النساء: ٧٤

"কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত: যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে অত:পর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।" [সূরা নিসা:৭৪]

¨ **আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তির বিধান:**

আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা হয়; কারণ সে আল্লাহ ও মানুষকে তার সত্য ঈমানের প্রতি সাক্ষী রেখেছে এবং তার শাহাদতের দ্বারা প্রমাণ করেছে যে এ দ্বীন সত্য। শহীদ প্রকৃত পক্ষে মৃত নয় জীবত। তাই তো আল্লাহ তা'য়ালা শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে মানুষ ধারাণা না করে যে, শহীদ মৃত্যুবরণ করে। কেননা এর ফলে সে জিহাদের ময়দান থেকে মৃত্যুর ভয়ে ভেগে যাবে। এ ছাড়া মানুষ যেন জিহাদ হতে বিরত না থাকে; কারণ মানুষের প্রবৃত্তির স্বভাব হলো মৃত্যু থেকে পলায়ন করা।

১. আল্লাহর বাণী:

t s r q p o n m l k j i h g f e d [

خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ~ } | { z y x w v u
هُمْ يَحْزَنُونَ ۝١٧٠ ۞ © بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ´

Z µ آل عمران: ١٦٩ - ١٧١

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলা না। বরং জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে রিজিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীত নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।" [সূরা আলে ইমরান:১৬৯-১৭১]

(/ . - , + * (' & % $ # " !)

[البقرة/١٥٤].

"যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় নিহত করা হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।"
[সূরা বাকারা:১৫৪]

¨ **কিছু মুজাহিদকে অতিরিক্ত প্রদানের বিধান:**

মুসলমানদের উপকার ভেবে সেনাপতি তার মুজাহিদদের কাউকে অতিরিক্ত গনিমত দিতে পারেন। আর যদি কোন উপকার না দেখেন তবে দিবেন না।

¨ **কাফের যুদ্ধ বন্দীর প্রকার:**

যুদ্ধের বন্দীরা দু'প্রকার:

১. মহিলা ও শিশু: তারা যুদ্ধবন্দী হলেই দাস-দাসীতে পরিণত হবে।
২. যুদ্ধকারী পুরুষ: রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে তাদেরকে কোন বিনিময় ছাড়াই ছেড়ে দিতে পারেন অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে ছেড়ে দিবেন।

অথবা তাদেরকে হত্যা করবেন। অথবা প্রয়োজন মোতাবেক তাদেরকে দাস বানিয়ে নিবেন।

♦ **গনিমতের মাল বণ্টনের পদ্ধতি:**

গনিমতের মাল ঐ সকল যোদ্ধার জন্য যারা যুদ্ধের ময়দানে হাজির হবে। প্রথমে পঞ্চামাংশ বের করে এরই এক ভাগ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য যা মুসলমানদের প্রয়োজনে ও উপকারার্থে খরচ করা হবে। আর এক ভাগ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটাত্মীয়-স্বজন, এক ভাগ এতিম এবং এক ভাগ মুসাফিরদের জন্যে। অত:পর বাকি গনিমতের মাল চার ভাগ করে যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। এক অংশ পদাতিক বাহিনীর এবং তিন অংশ অশ্বারোহী সৈন্যর জন্যে। আর আত্মসাতকারীকে গনিমতের মাল থেকে বঞ্চিত করা হবে। রাষ্ট্রপ্রধান গনিমতের মালের চোরকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। আর যুদ্ধ ছাড়া মুশরিকদের থেকে যে সমস্ত মাল নেওয়া হবে যেমন: জিযিয়া ও খাজনা-ভূমিকর ইত্যাদি তা ফায়ের মাল যা মুসলমানদের প্রয়োজন ও উপকারার্থে ব্যয় করা হবে।

§ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

. - , + *) (' & % $ # " [

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

الأنفال: ٤١ Z D C B A @ ? ׀ =

"আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনিমত পাবে, তার এক পঞ্চামাংশ হল আল্লাহর জন্য ও রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতিম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থেকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।" [সূরা আনফাল: ৪১]

§ আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

f e d c b a ` _ ^] \ [Z Y X[

l w v u t s r q p l n m l k j i h g

y z] | } ~ اَلْعِقَابِ ﴿٧﴾ Z الحشر: ٧

“আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ঐশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল যা তোমাদেরকে দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।” [সূরা হাশরঃ ৭]

♦ **সেনাদল ও সারায়ার গনিমতের সম্পদের বিধানঃ**

১. ক্ষুদ্র সৈন্য দলের গনিমতে সৈনাদল এবং সেনাদলের গনিমতে ছোট সৈন্য দল শরিক হবে। আর যে যুদ্ধ চলাকালিন কাউকে হত্যা করবে সে তার লুণ্ঠনকৃত সবই পাবে। লুণ্ঠন বলতে তার শরীরের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, বাহন ও মাল।

২. যার মাঝে চারটি শর্ত পাওয়া যাবে তার জন্যই গনিমতের মালে অংশ হবেঃ সাবালক, বিবেকবান, স্বাধীন ও পুরুষ। এর কোন একটি শর্ত না পাওয়া গেলে তার জন্যে সামান্য কিছু দান করবে অংশ বসাবে না।

¨ **নারী যুদ্ধবন্দীদের সহবাস করার বিধানঃ**

কাফের মহিলারা যুদ্ধবন্দী হওয়ার সাথেই তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর গর্ভবতী হলে বাচ্চা প্রসব এবং গর্ভবতী না হলে এক মাসিক ঋতু হওয়ার পর তাদের সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ হবে।

¨ **গনিমতের ভূমি রাষ্ট্রপ্রধান কি করবেনঃ**

যদি মুসলমানরা তাদের দুশমনদের ভূমি জোরপূর্বক দখল করে তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে উহা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করতে পারেন।

আর চাইলে দুশনমনের মাঝে ওয়াক্‌ফ করে যার হাতে থাকবে তার প্রতি স্থায়ী খাজনা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন।

¨ একজনের অঙ্গ অপর জনের শরীরে লাগানোর বিধান:

১. যদি কোন জীবন্ত মুজাহিদ বা অন্য কোন মানুষের জন্য অন্য জীবিত মানুষের কোন অঙ্গ বা অংশ হস্তান্তর করার প্রয়োজন হয়, আর যদি হস্তান্তর করার ফলে তার বড় ধরনের ক্ষতি সাধন হয় যার কারণে নিজের আসল পূর্ণ বা অধিকাংশই নি:শেষ হয়ে পড়ে। যেমন: হাত বা পা কিংবা কিডনী কর্তন করে হস্তান্তর করা; ইহা হারাম; কারণ এর দ্বারা একটি নিশ্চিত জীবন অপর একটি অনিশ্চিত জীবনের জন্য হুমকির সম্মুক্ষীন হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি হস্তান্তর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় যেমন: হার্ট অথবা ফুসফুস কাটার মাধ্যমে তাহলে ইহা জীবন হত্যা এবং কঠিন এক হারাম কাজ বলে বিবেচিত হবে।

[I J K MN O P Q R Z النساء: ٢٩

"আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।" [সূরা নিসা:২৯]

২. আর মৃত ব্যক্তির কোন অঙ্গ বা অংশ কেটে জীবিত ব্যক্তির শরীরে লাগানো জায়েজ। যদি জীবিত ব্যক্তির জীবন এর উপর নির্ভরশীল ও প্রয়োজন হয়। যেমন: হার্ট বা ফুসফুস কিংবা কিডনী। এর জন্য শর্ত হলো: মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে অনুমতি দেয়া এবং যার জন্য স্থানান্তর করা হচ্ছে সেও রাজি হওয়া। এ ছাড়া এর দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব এবং অবশ্যই অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা হওয়া।

[وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা পরস্পর নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং একে অপরকে পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

৪- অমুসলিমদের বিধানসমূহ
১-যিম্মীদের বিধান

¨ **কাফেরদের প্রকার:**

কাফেররা দুই প্রকার: যুদ্ধকারী---- এবং অঙ্গীকারর্ভুক্ত। আর যারা অঙ্গীকারর্ভুক্ত তারা তিন প্রকার: যিম্মী, নিরাপত্তাধারী ও চুক্তিপ্রাপ্ত।

§ **যিম্মী হলো:** ঐ সকল কাফের যারা মুসলিমদের দেশে অবস্থানকারী তাদের কুফুরির উপর অটল থাকার এ শর্তে স্বীকারোক্তি করা যে তারা জিযিয়া-কর দিবে এবং ইসলামের নিয়ম-কানুন মেনে চলবে।

§ **নিরাপত্তাধারী হলো:** ঐ সকল কাফের যারা মুসলিমদের দেশে আসে অবস্থান করার জন্য নয় বরং ব্যবসা-বাণিজ্য বা জিয়ারত কিংবা কাজ ইত্যাদির জন্য।

§ **চুক্তিপ্রাপ্ত হলো:** ঐ সকল কাফের যারা তাদের দেশেই অবস্থানকারী। তারা মুসলিমদের সাথে নির্দিষ্ট সময় যুদ্ধ না করার চুক্তি ও মীমাংসা করেছে।

§ **চুক্তিকরণের হকদার হলো:** আহলে কিতাবের ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা। আর অগ্নি পূজকদের সাথে আহলে কিতাবের মতই আচরণ করতে হবে। তবে তাদের থেকে টেক্স-কর গ্রহণ করতে হবে। আর তাদের নারীদেরকে বিবাহ করা ও তাদের জবাইকৃত পশু জায়েজ নয়। আর যারা মুশরিক তাদের জন্য না আল্লাহ, না তাঁর রসূল এবং না মুমিনদের নিকট কোন চুক্তি রয়েছে। তাদের প্রতি ইসলাম পেশ করতে হবে। চাই তারা ইসলাম কবুল করবে আর না হয় তাদেরকে হত্যা করতে হবে; কারণ ইসলাম শিরক ও পৌত্তলিকতাকে স্বীকার করে না। আর আহলে কিতাবকে তিনটি জিনিসের এখতিয়ার দিতে হবে: ইসলাম অথবা কর প্রদান কিংবা হত্যা।

Z V U TS R Q P OM L K J I HG F [

البقرة: ١٩٣

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার (শিরক) অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর যদি তারা নিবৃত

হয়ে যায়, তাহলে করো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)

♦ **জিযিয়ার পরিমাণঃ**

রাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিনিধি তাদের অর্থনীতির অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবেন। বাচ্চা, মহিলা, দাস-দাসী, ফকির, পাগল, অন্ধ ও দরবেশদের প্রতি কোন জিযিয়া-কর ধার্য করা যাবে না।

যিম্মীদের প্রতি যা করণীয় যেমনঃ কর বা ভূমিকর কিংবা দিয়াত (রক্তপণ) অথবা ঋণ ইত্যাদি প্রদান করা। এসবে যদি আমাদের শরিয়তে হারাম কিন্তু তাদের শরিয়তে হারাম না এমন জিনিসের মূল্য প্রদান করে যেমনঃ মদ ও শূকরের মাংস বিক্রিকৃত মূল্য, তাহলে তা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে।

♦ **যিম্মীদের বিধানঃ**

যখন যিম্মিরা আমাদেরকে জিযিয়া-কর প্রদান করবে তখন তা গ্রহণ করা আমাদের প্রতি ওয়াজিব এবং তাদেরকে হত্যা করা হারাম। তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার জিযিয়া রহিত হয়ে যাবে। আর জিযিয়া গ্রহণের সময় তাদের জন্য আমরা শক্তির বহি:প্রকাশ করব এবং তাদের লাঞ্ছিত অবস্থায় তাদের হাত থেকে জিযিয়া নিব। তাদের রোগীদেরকে দেখতে যাওয়া, কেউ মারা গেলে শোক প্রকাশ করা এবং তাদের প্রতি এহসান করা এবং তাদের অন্তর বিজয় ও ইসলাম গ্রহণের আশায় করা জায়েজ।

§ আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

Z Y X W V U T S R Q P O N M [

h g f e d c b a ` _ ^] \ [

التوبة: ٢٩ Z j i

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে

দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য দ্বীন, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" [সূরা তাওবা: ২৯]

§ আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Y X W V U T S R Q P O N M L K J I [

[\ ] ^ _ Z الممتحنة: ٨

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।" [সূরা মুমতাহিনা: ৮]

♦ **আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রীষ্টান)-এর যে ইসলাম গ্রহণ করবে তার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :«ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَان: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكتَاب آمَنَ بِنَبِيِّه وَآمَنَ بِمُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّه وَحَقَّ مَوَاليه، وَرَجُلٌ كَانَتْ عنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْديبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْليمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان ».

متفق عليه.

আবু বুরদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তিনজন ব্যক্তির দ্বিগুণ সওয়াব: আহলে-কিতাবের ঐ ব্যক্তি যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রতিও ঈমান এনেছে। আর ঐ দাস-দাসী যে আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকেরও হক আদায় করে। আর ঐ ব্যক্তি যে তার দাসীকে সুন্দর আদব শিক্ষা দেয়। অত:পর তাকে আজাদ করে নিজেই বিবাহ করে নেয় তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৫৪

♦ যিম্মীদের প্রতি ইসলামের বিধান দ্বারা ফয়সালা করার বিধান:

রাষ্ট্রপতির প্রতি ওয়াজিব হলো যিম্মিদের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর ব্যাপারে ইসলামের বিধান দ্বারা ফয়সালা করবেন। আর যা তারা হারাম বিশ্বাস করে যেমন: জেনা তার সাজা তাদের প্রতি কায়েম করবেন। আর যে সমস্ত তারা হালাল আকিদা পোষণ করে যেমন: মদ ও শূকর এগুলোর ব্যাপারে সাজা কায়েম করা যাবে না। কিন্তু প্রকাশ্যে করতে নিষেধ করবেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ´ µ ¶ ¸ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾ Z المائدة: ٤٩ - ٥٠

"আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন—যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?" [সূরা মায়েদা:৪৯-৫০]

♦ যিম্মীদেরকে মুসলমানদের হতে পার্থক্য রাখার বিধান:

মুসলমানদের থেকে যিম্মিদের জীবন ও মরণে ভিন্নতা জরুরিভাবে করতে হবে; যাতে করে তাদের ব্যাপারে মানুষ ধোঁকায় না পড়ে। নিম্নমানের পোশাক ও বাহন ব্যবহার করবে যাতে করে পার্থক্য প্রকাশ পায়। তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা থাকলে মসজিদে প্রবেশ জায়েজ আছে তবে মসজিদে হারাম ছাড়া; কারণ সেখানে কোন মুশরিকের

প্রবেশ নিষেধ। তারা মারা গেলে মুসলিমদের বকরস্থানে দাফন করা যাবে না। বরং তাদের নির্দিষ্ট কবরস্থানে দাফর করবে।

♦ যিম্মীদের চুক্তি কখন ভঙ্গ হয়ে যাবে ?

১. যিম্মির চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হবে যদি জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে অথবা ইসলামের বিধান না মানে। কিংবা কোন মুসলিমকে হত্যা করে সীমালঙ্ঘন করে। অথবা জেনা করে বা রাহাজানি-ডাকাতি করে কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করে। অথবা আল্লাহর নাম, কিংবা তাঁর রসূলের নাম, অথবা তাঁর কিতাব বা শরিয়তকে মন্দভাবে উল্লেখ করে।

২. পূর্বের যে কোন কারণে যিম্মির চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেলে সে যুদ্ধে লিপ্ত কাফের হয়ে যাবে। আর রাষ্ট্রপতির জন্য প্রয়োজন মোতাবেক এখতিয়ার রয়েছে তাকে হত্যা করা। অথবা দাস বানানো কিংবা কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই এহসান করা অথবা বিনিময় নেয়া।

২- নিরাপত্তাধারীদের বিধান

¿ **নিরাপত্তার চুক্তিকরণ:** ঐ সকল কাফেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপত্তা দান করা, যারা মুসলিমদের দেশে আসে অবস্থান করার জন্য নয়। বরং ব্যবসা-বাণিজ্য বা জিয়ারত কিংবা কাজ ইত্যাদির জন্য আসে শেষ হলে ফিরে যাবে।

♦ **নিরাপত্তার চুক্তিকরণে বিধান:**

কাফেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপত্তা দান করা জায়েজ; যাতে করে সে তার ব্যবসা সামগ্রী বেচতে পারে। অথবা আল্লাহর কথা শুনে ফিরে আসে ইত্যাদি। প্রতিটি মুসলিম, সাবালক, বিবেকবান, স্বেচ্ছায় এমন ব্যক্তির নিরাপত্তা দান বৈধ। যদি তার ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। আর রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সকল মুশরিকদের জন্য নিরাপত্তা দান সঠিক বলে বিবেচিত হবে। অতএব, যখন অঙ্গিকার করা হয়ে যাবে তখন তাকে হত্যা করা, বন্দী করা ও কষ্ট দেয়া হারাম।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

[ﯿ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ Z التوبة: ٦

“আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অত:পর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।” [সূরা তাওবা:৬]

♦ **আরব উপদ্বীপে কাফেরদের বসবাসের বিধান:**

§ **আরব উপদ্বীপের সীমানা:** পশ্চিমে লহিত সাগর এবং পূর্বে আরব উপসাগর। আর উত্তরে উত্তর দিক থেকে লহিত সাগরের শেষ প্রান্ত। আর লহিত সাগরের মুখোমুখি পূর্ব প্রান্তে শাম ও ইরাকের উঁচুস্থানসমূহ। আর ইরাক, সিরিয়া ও জর্ডান এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর দক্ষিণে আরব সাগর।

§ ইহুদি, খ্রীষ্টান ও সকল কাফেরদেকে আরব উপদ্বীপে বসবাসের জন্য স্বীকার করা জায়েজ নয়। কিন্তু কাজের জন্য জরুরি অবস্থাতে তাদের অনিষ্ট হতে নিরাপদের শর্তে জায়েজ। যেমন: দূতাবাসের লোকজন, কর্মচারী ও ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ:« أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِــنْ جَزِيــرَةِ الْعَرَبِ». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বহিস্কার কর।"[১]

عن عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: « لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». أخرجه مسلم.

২. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:" আমি অবশ্যই ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিস্কার করব; যাতে মুসলিম ছাড়া অন্য কেউ না থাকে।"[২]

♦ মসজিদে কাফেরের প্রবেশের বিধান:

১. কাফেরদের জন্য মক্কার হারাম এলাকায় প্রবেশ করা জায়েজ নেই। এ মর্মে আল্লাহর বাণী:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

I H F E D C B A @ ? > = ; :

J K Z L [التوبة: ٢٨]

"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩০৫৩ মুসলিম হা: নং ১৬৩৭

[২]. মুসলিম হা: নং ১৭৬৭

আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”
[সূরা তাওবা: ২৮]
২. সাধারণ মসজিদসমূহে কোন কাফেরের প্রবেশ করা জায়েজ নেই, তবে কোন মুসলিমের অনুমতিক্রমে দ্বীন বা দুনিয়ার কোন প্রয়োজনে বা উপকারার্থে জায়েজ।

♦ বিনা অপরাধে কোন চুক্তিপ্রাপ্ত অমুসলিমকে হত্যা করার পাপঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه البخاري.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি কোন চুক্তিপ্রাপ্ত অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না; অথচ জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছর দূর হতে পাওয়া যাবে।”[১]

♦ গীর্জা ও বিভিন্ন উপাসনালয় নির্মাণের বিধানঃ

মসজিদসমূহ ঈমানের ঘর। আর গীর্জা ও উপাসনালয়গুলো শিরক ও কুফরির ঘর। সমস্ত জমিন আল্লাহ তা‘য়ালার। আর তিনিই মসজিদ বানানো এবং সেখানে তাঁর এবাদত করার নির্দেশ করেছেন। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের যাতে এবাদত করা হয় তা হতে নিষেধ করেছেন।

অতএব, কুফরি ও শিরকের কোন উপাসনালয় নির্মাণ করা হারাম; কারণ এগুলোর নির্মাণের দ্বারা বাতিলকে স্বীকার করা, কুফরির নির্দশনকে প্রকাশ করা, পাপ ও সীমালঙ্ঘন কাজে সহযোগিতা করা এবং মানুষের সাথে প্রতারণা করার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া এসবে রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ফেতনা।

---

[১] .বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬

(وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾) [المائدة/٢].

"সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

(L K J I HGF E DC B A@ ?)

[آل عمران/٨٥].

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা অলে ইমরান: ৮৫]

৩- সন্ধি ও চুক্তিপ্রাপ্তদের বিধান

¨ চুক্তিপ্রাপ্ত হলো: ঐ সকল কাফের যাদের সাথে রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধ বিরতির সন্ধিপত্র করেন।

¨ **যুদ্ধ বিরতির সন্ধিপত্র কি:**

রাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিনিধি দুশমনদের সাথে প্রয়োজন মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যদিও দীর্ঘ সময় হোক যুদ্ধ বিরতির সন্ধিপত্র করবেন।

¨ **যুদ্ধ বিরতির সন্ধিপত্র করার বিধান:**

যখন রাষ্ট্রপতি সন্ধিপত্র করবেন তখন তা জরুরি হয়ে যাবে। ইহা উপকারার্থে করা বৈধ; কারণ এর ফলে কোন ওজরে যেমন: মুসলমানদের দুর্বলাতায় জিহাদ দেরী করা, এমনকি মালের বিনিময়ে জায়েজ। বদলার মাধ্যমে এবং কোন বদলা ছাড়াও যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করা জায়েজ।

যুদ্ধ বিরতির চুক্তিপ্রাপ্তরা কোন মুসলিমের প্রতি অপরাধ করলে তাদের থেকে অপরাধ হিসাবে মাল ও কেসাস নিতে হবে এবং চাবুক মারতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

h g f e d c b a ` _ ^] \ [Z [

i j k l m n o p q r s Z المائدة: ١

"মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে; যা তোমাদের কাছে বিববৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন।" [সূরা মায়েদা:১]

¨ **চুক্তি পূর্ণ করার বিধান:**

চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং দুশমনদের পক্ষ থেকে ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত ভঙ্গ করা জায়েজ নেই। অথবা তারা আমাদের জন্য পূর্ণ না করে কিংবা তাদের থেকে খেয়ানতের ভয় হলে এমতাবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ হয়ে

যাবে এবং আমাদের প্রতি তার উপর অটল থাকা জরুরি নয়। আর তাদের পক্ষ থেকে খেয়ানতের ভয় করলে আমরা তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গের খবর জানিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

§ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ﴿٣٤﴾ Z الإسراء: ٣٤

"তোমরা অঙ্গিকার পূরণ কর। নিশ্চয় অঙ্গিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৩৪]

§ আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

I H G F E D C B A @ ? > = < ; [

Z X W V U T S R P O N M L J

h g f e d c b a ` _ ^] \ [

Z w v u t s q p o n m l k j i

التوبة: ٣ – ٤

"আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে কঠিন আজাবের সুসংবাদ দাও। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অত:পর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানকারীদের পছন্দ করেন।" [সূরা তাওবা:৩-৪]

§ আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z | { z y x w u t s r q p o n m [

الأنفال: ٥٨

“তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয় আল্লাহ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।” [সূরা আনফাল: ৫৮]

¿ যেসব অবস্থায় যুদ্ধ বিরতির সন্ধি করা ওয়াজিব:

দুই অবস্থাতে যুদ্ধ বিরতির সন্ধি করা ওয়াজিব:

প্রথম অবস্থা: যখন শত্রুপক্ষ যুদ্ধ বিরতির সন্ধি চাইবে তখন তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে; কারণ এতে রয়েছে রক্তপাত বন্ধ এবং নিরাপত্তার প্রত্যাশা। যেমন নবী [ﷺ] মক্কার মুশরিকদের সাথে হুদাইবিয়াতে দশ বছরের যুদ্ধ বিরতির সন্ধি করেছিলেন।

আল্লাহর বাণী:

(وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ ! " #

$ % & ') * + , - .) [الأنفال/٦١-٦٢].

“আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নি:সন্দেহে তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রাতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুমিনদের মাধ্যমে।”

[সূরা আনফাল: ৬১-৬২]

দ্বিতীয় অবস্থা: সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ আরম্ভ না করা। তা হলো: যিলকদ, যিলহজ্ব , মুহররম ও রজব মাস। শত্রুদের সাথে এসব মাসে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করতে হবে। আর যদি তারা এসব মাসে যুদ্ধ করে তাহলে আমরাও আমাদের দ্বীন, জীবন ও ঘর-বাড়ি রক্ষার্থে যুদ্ধ করব।

১. আল্লাহর বাণী:

(t u v w x y z { | } ~ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ © ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟

ٱلۡمُشۡرِكِينَ ´ µ ¶ ¸ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

) [التوبة/٣٦].

“নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠ বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।” [সূরা তাওবা: ৩৬]

২. আল্লাহর বাণী:

[x y z { | } ~ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ

وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن © وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ

ٱللَّهَ ´ µ ¶ Z التوبة: ٥

“অত:পর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং আবরোধ কর। আর প্রত্যেক খাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থেক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, তবে তাদের ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা তাওবা:৫]

¿ মসজিদুল হারামের পার্শ্বে যুদ্ধ করার বিধান:

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

[وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

﴿١٩٠﴾ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0

1 2 3 4 5 7 8 9 : ; < = > ? @ A B

C D E F G H I J K L M O P Q R S T

U V Z البقرة: ١٩٠ - ١٩٣

“আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত: ফেতনা-ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মুজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হলো কাফেরদের শাস্তি। আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার (শিরকের) অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)” [সূরা বাকারা:১৯০-১৯৩]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়েতের রাস্তা দানকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত করুন, ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী কর না। হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি রাজি-খুশি অবস্থায় মৃত্যুদান করিও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান দান করুন এবং যা জ্ঞান দিয়েছ তা দ্বারা উপকৃত করুন। নিশ্চয় তুমি মহাজ্ঞানী ও অবিজ্ঞ।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

O M L K J I H G F E D C B A ? > = [

Z ` _ ^] \ [Y X W V U T S R Q P

الإنسان: ٢٩ – ٣١

“এটা উপদেশ, অতএব, যার ইচ্ছা হয় সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে প্রবেশ করেন। আর জালেমদের জন্যে তো প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি।” [সূরা দাহার:২৯-৩১]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ Z هود: ٨٨

“(শো‘য়ায়েব আ: বললেন:) আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁইর প্রতি ফিরে যাই।” [সূরা হূদ:৮৮]

উপসংহার

এর মাধ্যমেই একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পায় কিতাবটি সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হল।

فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَته تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالــشُّكْرُ، أَهْــلُ الثَّنَــاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَــا لَكَ عَبْدٌ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَــعْتَ، وَلاَ يَنْــفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

সুতরাং, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার অনুগ্রহে সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে। তাঁরই জন্য সকল গুণগান ও শুকরিয়া, তিনি প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দা যা বলে তিনি তার বেশি হকদার।

হে আল্লাহ! আমরা সবাই আপনার বান্দা। যাকে আপনি প্রদান করেন তাকে বাঁধা দানকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যাকে আপনি বঞ্চিত করেন তাকে প্রদানকারী কেউ নেই। কোন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে তার মর্যাদা কোনই উপকার করবে না।

[{ ~ فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأٓخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾ Z البقرة: ٢٠٠

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করুন।" [সূরা বাকারা:২০০]

[u v w x y z { | } ~ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ Z
الفرقان: ٧٤

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী-সন্তান দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বা শাসক বানান।" [সূরা ফুরকান:৭৪]

] رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٨﴾ Z
آل عمران: ٨

“হে পরওয়ারদেগার! হেদায়েত দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র করে দিবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য রহমত প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রদানকারী।” [সূরা আল-ইমরান:৮]

[" # $ %& ' ( ) * + , - Z الأعراف: ٢٣

“হে আমাদের প্রতিপালনকারী! আমরা আমাদের আত্মার উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি ক্ষমা ও দয়া না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।” [সূরা আ‘রাফ:২৩]

] ¶ ¸ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ à Z البقرة: ٢٨٦

“হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না যেমন বোঝা চাপিয়ে ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর। হে আমাদের প্রতিপালনকারী! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন না যা বহন করার সাধ্য আমাদের নেই।

(হে আমাদের রব!) আমাদেরকে মার্জনা করুন, ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। কেননা, আপনিই একমাত্র আমাদের মাওলা-অভিভাবক। সুতরাং, কাফের জাতির উপর আমাদেরকে বিজয় দান করুন।”
[সূরা বাকারা:২৮৬]

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْــهَدُ اَنْ لاَّ إِلَــهَ إِلاَّ أَنْــتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ.

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহ্, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনত্, আস্তাগফিরুকা ওয়াআতূবু ইলাইক্।”

وَالْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينْ.

ওয়ালহামদু লিল্লাহি রব্বিল ‘আলামীন।

সমাপ্ত